বার্ষিক রিপোর্ট

২০১৫-২০১৬

বাংলাদেশ ব্যাংক

বাংলাদেশ ব্যাংক
বার্ষিক রিপোর্ট
২০১৫-২০১৬

বার্ষিক রিপোর্ট

(জুলাই ২০১৫-জুন ২০১৬)

বাংলাদেশ ব্যাংক

প্রেরণ পত্র
বাংলাদেশ ব্যাংক

ঢাকা
৩০ জানুয়ারি ২০১৭

সচিব
ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ
অর্থ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ঢাকা।

মহোদয়,

বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার ১৯৭২ (পি, ও নম্বর ১২৭) এর ৪০(২) নম্বর ধারা অনুযায়ী বাংলাদেশ ব্যাংকের ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের বার্ষিক রিপোর্ট গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের নিকট প্রেরণ করা হলো। ব্যাংকের উক্ত অর্থবছরের নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণী ৩০ আগস্ট ২০১৬ এ প্রেরণ করা হয়েছে।

আপনার বিশ্বস্ত,

(ফজলে কবির)
গভর্নর

পরিচালক পর্ষদ

জনাব ফজলে কবির*	সভাপতি
আবু হেনা মোহাঃ রাজী হাসান**	পরিচালক
জনাব মাহবুব আহমেদ	পরিচালক
জনাব মোঃ নজিবুর রহমান	পরিচালক
ড. জামালউদ্দিন আহমেদ***	পরিচালক
ড. মিসেস রুশিদান ইসলাম রহমান***	পরিচালক
জনাব মোঃ ইউনুসুর রহমান****	পরিচালক
জনাব মোহাম্মদ নওশাদ আলী চৌধুরী*****	সচিব

---

* গত ১৫ মার্চ ২০১৬ তারিখে ড. আতিউর রহমান বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর পদ হতে পদত্যাগ করলে জনাব ফজলে কবির ২০ মার্চ ২০১৬ তারিখ হতে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন।

** জনাব আবু হেনা মোহাঃ রাজী হাসান ১০ এপ্রিল ২০১৬ তারিখ থেকে ব্যাংকের পরিচালক পর্ষদের পরিচালক হিসেবে জনাব আবুল কাশেম এর স্থলাভিষিক্ত হন।

*** ড. জামালউদ্দিন আহমেদ এবং ড. মিসেস রুশিদান ইসলাম রহমান ১৩ মার্চ ২০১৬ তারিখ থেকে ব্যাংকের পরিচালক পর্ষদের পরিচালক হিসেবে নিয়োগ প্রাপ্ত হন।

**** জনাব মোঃ ইউনুসুর রহমান ২১ মার্চ ২০১৬ তারিখ থেকে ব্যাংকের পরিচালক পর্ষদের পরিচালক হিসেবে ড. এম. আসলাম আলম এর স্থলাভিষিক্ত হন।

***** জনাব মোহাম্মদ নওশাদ আলী চৌধুরী ১৪ জুন ২০১৬ তারিখ থেকে ব্যাংকের পরিচালক পর্ষদের সচিব হিসেবে জনাব মহাঃ নাজিমুদ্দিন এর স্থলাভিষিক্ত হন।

গভর্নর

ফজলে কবির

ডেপুটি গভর্নর

আবু হেনা মোহাঃ রাজী হাসান

সিতাংশু কুমার সুর চৌধুরী

চেঞ্জ ম্যানেজমেন্ট অ্যাডভাইজার

মোঃ আল্লাহ মালিক কাজেমী

চীফ ইকোনমিস্ট

ড. বিরূপাক্ষ পাল

নির্বাহী পরিচালক/অর্থনৈতিক উপদেষ্টা

ড. মোঃ আখতারুজ্জামান

এস. এম. মনিরুজ্জামান

মোহাম্মদ নওশাদ আলী চৌধুরী

আহমেদ জামাল

নির্মল চন্দ্র ভক্ত

শুভঙ্কর সাহা

মোহাম্মদ মাসুম কামাল ভূঁইয়া

মোঃ আবদুর রহিম

জিন্নাতুল বাকেয়া

মোঃ মিজানুর রহমান জোদ্দার

মহাঃ নাজিমুদ্দিন

মোঃ মজিবর রহমান

মোঃ সাইফুল ইসলাম

বিষ্ণু পদ সাহা

মোঃ মোছলেম উদ্দিন

শেখ আবদুল্লাহ

শেখ আজিজুল হক

সুলতান আহাম্মদ

অশোক কুমার দে

মোহাম্মদ মোবারক হোসেন

এ. কে. এম. ফজলুল হক মিঞা *

মোহাম্মদ মতিউর রহমান **

---

৩০ জুন ২০১৬ তারিখে।

* নির্বাহী পরিচালক (বিশেষায়িত) এর চলতি দায়িত্বে

** নির্বাহী পরিচালক (আইসিটি) এর চলতি দায়িত্বে

প্রধান কার্যালয়ের বিভাগসমূহ ও বিভাগীয় প্রধানগণ*

একাউন্টস এন্ড বাজেটিং ডিপার্টমেন্ট	বদরুল হক খান, মহাব্যবস্থাপক ®
কৃষি ঋণ বিভাগ	প্রভাষ চন্দ্র মল্লিক, মহাব্যবস্থাপক
বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমি	মোঃ আব্দুল হামিদ, মহাব্যবস্থাপক
	মোঃ বজলার রহমান মোল্যা, মহাব্যবস্থাপক
	রোকেয়া আক্তার, মহাব্যবস্থাপক
	এ. কে. এম. মহিউদ্দিন আজাদ, মহাব্যবস্থাপক
	মোঃ আশরাফুল আলম, মহাব্যবস্থাপক
	মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান সরদার, মহাব্যবস্থাপক
	সন্তোষ কুমার চৌধুরী, মহাব্যবস্থাপক
বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টিলিজেন্স ইউনিট	দেবপ্রসাদ দেবনাথ, মহাব্যবস্থাপক©
ব্যাংকার্স সিলেকশন কমিটি সচিবালয়	লাইলা বিলকিস আরা, মহাব্যবস্থাপক
ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ	আবু ফরাহ মোঃ নাছের, মহাব্যবস্থাপক
চীফ ইকোনোমিস্ট'স ইউনিট	ড. মোঃ এজাজুল ইসলাম, মহাব্যবস্থাপক
কমন সার্ভিসেস ডিপার্টমেন্ট-১	মোসাঃ নাহিদা বেগম, মহাব্যবস্থাপক
কমন সার্ভিসেস ডিপার্টমেন্ট-২	এ. কে. এম. ফজলুর রহমান, মহাব্যবস্থাপক
ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরো	মনছুরা খাতুন, মহাব্যবস্থাপক
ডেট ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট	মোঃ আওলাদ হোসেন চৌধুরী, মহাব্যবস্থাপক
ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগ-১	প্রকাশ চন্দ্র ভদ্র, মহাব্যবস্থাপক
ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগ-২	সেখ মোজাফফর হোসেন, মহাব্যবস্থাপক
ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগ-৩	মোঃ হুমায়ুন কবির, মহাব্যবস্থাপক
ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগ-৪	মোহাম্মদ গোলাম হায়দার, মহাব্যবস্থাপক
ডিপার্টমেন্ট অব কমিউনিকেশন্স এন্ড পাবলিকেশন্স	এফ. এম. মোকাম্মেল হক, মহাব্যবস্থাপক
ডিপার্টমেন্ট অব কারেন্সী ম্যানেজমেন্ট	মোঃ নাসিরুজ্জামান, মহাব্যবস্থাপক
আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও বাজার বিভাগ	মোঃ শাহ আলম, মহাব্যবস্থাপক
বৈদেশিক মুদ্রা পরিদর্শন বিভাগ	মোঃ রেজাউল ইসলাম, মহাব্যবস্থাপক
ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশন	এস. এম. রবিউল হাসান, মহাব্যবস্থাপক
ডিপোজিট ইন্স্যুরেন্স ডিপার্টমেন্ট	মাহফুজা খানম, মহাব্যবস্থাপক
এক্সপেন্ডিচার ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট-১	মোহাম্মদ আহমদ আলী, মহাব্যবস্থাপক
এক্সপেন্ডিচার ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট-২	মোঃ সোহরাওয়ার্দী, মহাব্যবস্থাপক
ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন ডিপার্টমেন্ট	নূরুন নাহার, মহাব্যবস্থাপক
ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেগ্রিটি এন্ড কাস্টমার সার্ভিসেস ডিপার্টমেন্ট	এ. কে. এম. আমজাদ হোসেন, মহাব্যবস্থাপক
ফাইন্যান্সিয়াল সেক্টর সাপোর্ট এন্ড স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানিং ডিপার্টমেন্ট	মোঃ সহিদুল ইসলাম, মহাব্যবস্থাপক
ফাইন্যান্সিয়াল স্ট্যাবিলিটি ডিপার্টমেন্ট	দেবাশীস চক্রবর্তী, মহাব্যবস্থাপক
বৈদেশিক মুদ্রা বিনিয়োগ বিভাগ	এ. এন. এম. আবুল কাশেম, মহাব্যবস্থাপক
ফরেন এক্সচেঞ্জ অপারেশন ডিপার্টমেন্ট	মোঃ আবু তাহের, মহাব্যবস্থাপক
বৈদেশিক মুদ্রা নীতি বিভাগ	মোঃ মাসুদ বিশ্বাস, মহাব্যবস্থাপক
ফরেক্স রিজার্ভ এন্ড ট্রেজারী ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট	মোঃ আজিজুর রহমান, মহাব্যবস্থাপক
গভর্নর সচিবালয়	এ. এফ. এম. আসাদুজ্জামান, মহাব্যবস্থাপক®
	জোয়ারদার ইসরাইল হোসেন, মহাব্যবস্থাপক
	ড. মোঃ হাবিবুর রহমান, মহাব্যবস্থাপক
হিউম্যান রিসোর্সেস ডিপার্টমেন্ট-১	নূর-উন-নাহার, মহাব্যবস্থাপক
হিউম্যান রিসোর্সেস ডিপার্টমেন্ট-২	কাজী এনায়েত হোসেন, মহাব্যবস্থাপক
ইনফরমেশন সিস্টেমস্ ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট	দেবদুলাল রায়, সিস্টেম্স ম্যানেজার
ইন্টারনাল অডিট ডিপার্টমেন্ট	মোঃ সদরুল হুদা, মহাব্যবস্থাপক ®
আইটি অপারেশন এন্ড কমিউনিকেশন ডিপার্টমেন্ট	মোঃ জালাল উদ্দিন, সিস্টেম্স ম্যানেজার
আইন বিভাগ	সৈয়দ তারিকুজ্জামান, মহাব্যবস্থাপক
মনিটারি পলিসি ডিপার্টমেন্ট	মোঃ জুলহাস উদ্দিন, মহাব্যবস্থাপক
পেমেন্ট সিস্টেম্স ডিপার্টমেন্ট	মোঃ ইস্কান্দার মিয়া, মহাব্যবস্থাপক
গবেষণা বিভাগ	বিলকিস সুলতানা, মহাব্যবস্থাপক
	মোঃ আবদুল আউয়াল সরকার, মহাব্যবস্থাপক
	আশীষ কুমার দাশগুপ্ত, মহাব্যবস্থাপক
	মাহফুজা আকতার, মহাব্যবস্থাপক
সচিব বিভাগ	ড. আবুল কালাম আজাদ, মহাব্যবস্থাপক
নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা বিভাগ	লেঃ কঃ (অবঃ) মোঃ মাহমুদুল হক খান চৌধুরী, পিএসসি, মহাব্যবস্থাপক®
এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রাম্স বিভাগ	স্বপন কুমার রায়, মহাব্যবস্থাপক
পরিসংখ্যান বিভাগ	মোঃ মিজানুর রহমান, মহাব্যবস্থাপক
স্পেশাল স্টাডিজ সেল	মোঃ ইলিয়াস সিকদার, মহাব্যবস্থাপক
সাসটেইনেবল ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট	মনোজ কুমার বিশ্বাস, মহাব্যবস্থাপক

*৩০ জুন ২০১৬ তারিখে।

®চুক্তিভিত্তিক

নোটঃ ১. লীলা রশিদ, মহাব্যবস্থাপক, মোঃ সুলতান মাসুদ আহমেদ, মহাব্যবস্থাপক, মোঃ মোশাররফ হোসেন খান, মহাব্যবস্থাপক, মোঃ জামাল মোল্লা, মহাব্যবস্থাপক, যথাক্রমে ইইএফ ইউনিট, গৃহায়ন তহবিল, মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি এবং দি সিকিউরিটি প্রিন্টিং কর্পোরেশন (বাংলাদেশ) লিমিটেড এ প্রেষণে নিয়োজিত আছেন।

২. মোঃ খুরশীদ আলম, মহাব্যবস্থাপক এবং মাঈন উদ্দিন আহমদ, মহাব্যবস্থাপক হিউম্যান রিসোর্সেস ডিপার্টমেন্ট-১ এ সংযুক্ত আছেন।

অফিসসমূহ ও অফিস প্রধানগণ*

বরিশাল অফিস	নূরুল আলম কাজী, মহাব্যবস্থাপক
বগুড়া অফিস	মনোজ কান্তি বৈরাগী, মহাব্যবস্থাপক
চট্টগ্রাম অফিস	বিষ্ণু পদ সাহা, নির্বাহী পরিচালক
	রাহেনা বেগম, মহাব্যবস্থাপক
খুলনা অফিস	শেখ আজিজুল হক, নির্বাহী পরিচালক
	মোঃ রবিউল ইসলাম, মহাব্যবস্থাপক
মতিঝিল অফিস	মোঃ মজিবর রহমান, নির্বাহী পরিচালক
	মোঃ মাছুম পাটোয়ারী, মহাব্যবস্থাপক
	মোহাম্মদ খুরশীদ ওয়াহাব, কারেন্সি অফিসার, (মহাব্যবস্থাপক)
	ডা. মিহির কান্তি চক্রবর্তী, চীফ মেডিকেল অফিসার@
ময়মনসিংহ অফিস	মোঃ শফিকুল ইসলাম, মহাব্যবস্থাপক
রাজশাহী অফিস	জিন্নাতুল বাকেয়া, নির্বাহী পরিচালক
	অসীম কুমার মজুমদার, মহাব্যবস্থাপক
রংপুর অফিস	অশোক কুমার দে, নির্বাহী পরিচালক
	কাজী ছাইদুর রহমান, মহাব্যবস্থাপক
সদরঘাট অফিস	মোঃ ইউনুস আলী, মহাব্যবস্থাপক
সিলেট অফিস	মোঃ মোছলেম উদ্দিন, নির্বাহী পরিচালক
	মোঃ সিরাজুল ইসলাম, মহাব্যবস্থাপক

* ৩০ জুন ২০১৬ তারিখে।
@চুক্তিভিত্তিক

সূচিপত্র

অধ্যায়সমূহ		পৃষ্ঠা
প্রথম অধ্যায়	সামষ্টিক অর্থনৈতিক গতিধারা ও সম্ভাবনা	১
	বৈশ্বিক অর্থনৈতিক দৃশ্যপট সম্ভাবনা	১
	বাংলাদেশের অর্থনীতির গতিধারা	২
	প্রবৃদ্ধির গতিধারা	৩
	সঞ্চয় ও বিনিয়োগ	৪
	মূল্য পরিস্থিতি	৪
	মুদ্রা ও ঋণ পরিস্থিতি	৪
	সরকারি অর্থসংস্থান	৫
	বৈদেশিক খাত	৬
	বাংলাদেশের অর্থনীতির স্বল্প ও মধ্যমেয়াদি সম্ভাবনা	৭
দ্বিতীয় অধ্যায়	দেশজ প্রকৃত অর্থনীতি	৯
	কৃষি খাত	৯
	শিল্প খাত	১০
	সেবা খাত	১০
	জিডিপি'র খাত ভিত্তিক কাঠামো	১১
	ব্যয় ভিত্তিক জিডিপি	১২
	সঞ্চয় ও বিনিয়োগ	১২
তৃতীয় অধ্যায়	মূল্য ও মূল্যস্ফীতি	১৩
	বৈশ্বিক মূল্যস্ফীতি পরিস্থিতি	১৩
	বাংলাদেশের ভোক্তা মূল্য	১৩
	মজুরি হারের গতিধারা	১৬
	স্বল্পমেয়াদি মূল্যস্ফীতি পূর্বাভাস	১৬
চতুর্থ অধ্যায়	মুদ্রা ও ঋণ	১৮
	মুদ্রা ও ঋণ নীতির কৌশলগত অবস্থান	১৮
	মুদ্রা ও ঋণ পরিস্থিতি	১৯
	রিজার্ভ মুদ্রা পরিস্থিতি	১৯
	মুদ্রার আয় গতি	২০
	ব্যাংক ঋণ	২০
	ব্যাংক আমানত	২১
	ঋণ/আমানত অনুপাত	২১
	বাংলাদেশ ব্যাংক হতে তফসিলি ব্যাংকসমূহের কর্জ	২১
	বাংলাদেশ ব্যাংকে তফসিলি ব্যাংকসমূহের জমা এবং তাদের নিজস্ব সিন্দুকে রক্ষিত তহবিল	২২
	বাংলাদেশ ব্যাংকে তফসিলি ব্যাংকসমূহের নগদ জমা সংরক্ষণ আবশ্যকতা (CRR)	২২
	তফসিলি ব্যাংকসমূহের তরল সম্পদ সংরক্ষণ আবশ্যকতা (SLR)	২২
	ব্যাংক রেট	২২
	আমানত ও আগামের ওপর সুদের হার	২২
	সুদ হার ও তারল্য ব্যবস্থাপনা	২৩
	পুঁজি বাজার পরিস্থিতি	২৩

সূচিপত্র

অধ্যায়সমূহ		পৃষ্ঠা
পঞ্চম অধ্যায়	ব্যাংকিং খাতের কর্মদক্ষতা, প্রবিধান এবং ব্যাংকগুলোর তত্ত্বাবধান	২৪
	ক. ব্যাংকিং খাতের কর্মদক্ষতা	২৪
	ক.১. সমন্বিত স্থিতিপত্র	২৫
	ক.২. মূলধন পর্যাপ্ততা	২৬
	ক.৩. সম্পদের গুণগত মান	২৬
	ক.৪. সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা	৩০
	ক.৫. মুনাফা ও উপার্জনশীলতা	৩১
	ক.৬. তারল্য	৩২
	ক.৭. ক্যামেলস্ (CAMELS) রেটিং	৩৩
	ক.৮. শহর ও গ্রাম অঞ্চলে ব্যাংকগুলোর কার্যক্রম	৩৪
	ক.৯. ইসলামিক ব্যাংকিং	৩৪
	খ. আইনগত কাঠামো ও প্রবিধিগত বাধ্যবাধকতা	৩৫
	খ.১. ব্যাংকগুলোর জন্য ঝুঁকিভিত্তিক মূলধন পর্যাপ্ততা	৩৫
	খ.২. ঋণ শ্রেণিকরণ এবং প্রভিশনিং	৩৭
	খ.৩. ঋণ পুনর্গঠন	৩৭
	খ.৪. ব্যাংকগুলোতে সুশাসন প্রতিষ্ঠা	৩৮
	গ. ব্যাংকগুলোর তত্ত্বাবধান	৩৮
	গ.১. ব্যাংকগুলোর অফ-সাইট সুপারভিশন	৩৮
	ব্যাংকিং সুপারভিশন স্পেশালিস্ট (বিএসএস)	৩৮
	ব্যাংকের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম	৩৯
	গ.২. ব্যাংকগুলোর অন-সাইট পরিদর্শন	৪০
	গ.৩. ফাইন্যান্সিয়াল স্ট্যাবিলিটি ও ম্যাক্রোপ্রুডেন্সিয়াল সুপারভিশন	৪২
	ঘ. আর্থিক স্থিতিশীলতা ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা মোকাবিলায় ব্যাংকিং খাতের অবকাঠামো	৪৩
	ঘ.১. আমানত বিমা স্কিম	৪৩
	ঘ.২. ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরোর কার্যক্রম	৪৪
ষষ্ঠ অধ্যায়	টেকসই ব্যাংকিং	৪৫
	ক. পরিবেশবান্ধব ব্যাংকিং	৪৫
	ক.১. নীতিনির্ধারণী উদ্যোগসমূহ	৪৫
	ক.২. পরিবেশবান্ধব অর্থায়ন	৪৬
	ক.৩. পরিবেশগত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা	৪৬
	ক.৪. জলবায়ু ঝুঁকি তহবিল ও পরিবেশবান্ধব বিপণন	৪৬
	ক.৫. অনলাইন শাখা ও জ্বালানি দক্ষতা	৪৬
	ক.৬. বাংলাদেশ ব্যাংকের নিজস্ব পরিবেশ ব্যবস্থাপনা	৪৬
	ক.৭. পরিবেশবান্ধব পণ্য/খাতের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের পুনঃঅর্থায়ন স্কিম	৪৭
	ক.৮. এডিবি'র আর্থিক সহযোগিতায় বাস্তবায়নাধীন "ইট-ভাটা চুল্লির দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্প"	৪৭
	ক.৯. Financial Sector Support Project (FSSP)-এর আওতায় দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়ন সুবিধা	৪৮
	ক.১০. গ্রিন ট্রান্সফরমেশন ফান্ড (জিটিএফ)	৪৮
	খ. কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা	৪৯
	খ.১. বাংলাদেশ ব্যাংকের নিজস্ব সিএসআর কার্যক্রম	৪৯
	খ.২. ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সিএসআর কার্যক্রম	৪৯
	গ. আর্থিক অন্তর্ভুক্তি	৫০
	গ.১ চার্জ ও ফি মুক্ত কৃষক এবং কৃষক ব্যতীত অন্যান্য হিসাব	৫০
	গ.২. স্কুল ব্যাংকিং	৫১

সূচিপত্র

অধ্যায়সমূহ		পৃষ্ঠা
	গ.৩. কর্মজীবী শিশু/পথ শিশুদের জন্য ব্যাংকিং	৫১
	গ.৪. এজেন্ট ব্যাংকিং	৫২
	গ.৫. ১০ টাকার হিসাবধারীদের জন্য পুনঃঅর্থায়ন স্কিম	৫২
	গ.৬. এনআরবি ডাটাবেজ	৫২
	গ.৭. আর্থিক শিক্ষা	৫২
	বিশেষ কার্যক্রমঃ ব্যাংকিং মেলা	৫৩
সপ্তম অধ্যায়	আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মদক্ষতা, প্রবিধান এবং তত্ত্বাবধান	৫৪
	ক.১. সম্পদ	৫৪
	ক.২. বিনিয়োগ	৫৪
	ক.৩. আমানত	৫৫
	ক.৪. অন্যান্য দায় ও ইক্যুইটি	৫৫
	ক.৫. বন্ড ও সিকিউরিটাইজেশন কার্যক্রম	৫৫
	খ. আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মদক্ষতা ও রেটিং	৫৫
	খ.১. মূলধন পর্যাপ্ততা	৫৫
	খ.২. সম্পদের গুণগত মান	৫৬
	খ.৩. ব্যবস্থাপনা দক্ষতা	৫৬
	খ.৪. আয় ও উপার্জন ক্ষমতা	৫৬
	খ.৫. তারল্য পরিস্থিতি	৫৬
	খ.৬. বাজার ঝুঁকির সাথে সংবেদনশীলতা	৫৭
	খ.৭. সমন্বিত ক্যামেলস্ রেটিং	৫৭
	গ. আইনি কাঠামো ও প্রুডেন্সিয়াল রেগুলেশন্স	৫৭
	গ.১. আার্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মূলধন পর্যাপ্ততা এবং ব্যাসেল একোর্ড বাস্তবায়নে অগ্রগতি	৫৭
	গ.২. আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্পোরেট সুশাসন	৫৭
	গ.৩. সম্পদের শ্রেণিবিন্যাস ও প্রভিশনিং	৫৮
	গ.৪. ঋণ পুনঃতফসিলিকরণের নীতিমালা	৫৮
	গ.৫. মুখ্য ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা	৫৮
	গ.৬. স্ট্রেস টেস্টিং	৫৮
	ঘ. গ্রাহক স্বার্থ সংরক্ষণ সংক্রান্ত বিধিমালা	৫৮
	ঘ.১. চার্জ-এর তালিকা	৫৮
	ঘ.২. বাংলাদেশে আর্থিক প্রতিষ্ঠানের পণ্য ও সেবাসমূহের নির্দেশিকা	৫৮
	ঙ. আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য Cost of Fund Index	৫৯
	চ. আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য কমার্শিয়াল পেপারের গাইডলাইন্স	৫৯
অষ্টম অধ্যায়	আর্থিক বাজার	৬০
	মুদ্রা বাজার	৬০
	কল মানি মার্কেট- অর্থবছর ১৬	৬০
	পুনঃক্রয় চুক্তি নিলাম - অর্থবছর ১৬	৬০
	বিপরীত পুনঃক্রয় চুক্তি (reverse repo) নিলাম - অর্থবছর ১৬	৬১
	বাংলাদেশ ব্যাংক বিল	৬১
	সরকারি সিকিউরিটিজ মার্কেট	৬১
	সরকারি ট্রেজারি বিলের নিলাম	৬১
	বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ট্রেজারি বন্ড (বিজিটিবি) এর নিলাম	৬২
	বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ইসলামিক ইনভেস্টমেন্ট বন্ড (ইসলামিক বন্ড)	৬৪
	পুঁজি বাজার	৬৪

সূচিপত্র

অধ্যায়সমূহ		পৃষ্ঠা
	বাংলাদেশে বিনিয়োগ অর্থায়ন	৬৪
	অর্থবছর ১৬-এ পুঁজি বাজারের কার্যক্রম	৬৪
	প্রাথমিক ইস্যু	৬৪
	সেকেন্ডারি বাজার কার্যক্রম	৬৫
	অনিবাসী পোর্টফোলিও বিনিয়োগ	৬৬
	আইসিবি কার্যক্রম	৬৬
	পুঁজি বাজারে তফসিলি ব্যাংকগুলোর বিনিয়োগ	৬৬
	পুঁজি বাজার উন্নয়নে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ	৬৭
	ঋণ বাজার	৬৭
	অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যের প্রকারভেদে তফসিলি ব্যাংকগুলোর আগাম	৬৭
	ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মেয়াদি শিল্প ঋণ	৬৮
	ইনভেস্টমেন্ট প্রমোশন অ্যান্ড ফিন্যান্সিং ফ্যাসিলিটি (IPFF)	৬৯
	ইক্যুইটি অ্যান্ড এন্টারপ্র্যানারশীপ ফান্ড (EEF)	৬৯
	গৃহ নির্মাণ অর্থসংস্থান	৭০
	বৈদেশিক মুদ্রা বাজার	৭১
নবম অধ্যায়	কৃষি ও এসএমই অর্থায়ন	৭২
	অর্থবছর ১৬ এ কৃষি ঋণ কর্মসূচি	৭২
	বিতরণ	৭৩
	ঋণ আদায়	৭৪
	কৃষি ঋণের উৎসসমূহ	৭৪
	কৃষি ঋণের বিপরীতে বাংলাদেশ ব্যাংকের পুনঃঅর্থায়ন	৭৪
	পাট খাতের জন্য পুনঃঅর্থায়ন স্কিম	৭৪
	দুগ্ধ উৎপাদন ও কৃত্রিম প্রজনন খাতে পুনঃঅর্থায়ন স্কিম	৭৫
	বাংলাদেশ ব্যাংকের তত্ত্বাবধানাধীন কৃষি ঋণ প্রকল্প/ কর্মসূচিসমূহ	৭৫
	বর্গাচাষিদের জন্য পুনঃঅর্থায়ন স্কিম	৭৫
	ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে অর্থায়ন	৭৫
	এসএমই খাতে বাংলাদেশ ব্যাংকের পুনঃঅর্থায়ন	৭৬
	কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের জন্য পুনঃঅর্থায়ন স্কিম	৭৬
	ক্ষুদ্র, মাইক্রো ও কুটির শিল্পের জন্য নব্য উদ্যোক্তা ফান্ড	৭৭
	ইসলামি শরীয়াহ্‌ভিত্তিক পুনঃঅর্থায়ন স্কিম	৭৭
	নারী উদ্যোক্তাদের পুনঃঅর্থায়ন	৭৭
	নব্য উদ্যোক্তা তৈরি ও উদ্যোক্তাদের উন্নয়ন তহবিল	৭৮
	নতুন প্রকল্পের বাস্তবায়ন	৭৮
	ক. আরবান বিল্ডিং সেফটি প্রজেক্ট (UBSP)	৭৮
	খ. ফরেন ডিরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট প্রমোশন প্রজেক্ট (FDIPP)	৭৮
	গ্রামীণ ব্যাংক ও বৃহৎ এনজিওসমূহের ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম	৭৯
	২০১৭ অর্থবছরের রোডম্যাপ	৭৯
দশম অধ্যায়	সরকারি অর্থসংস্থান	৮০
	ক. অর্থবছর ১৬-এর বাজেট এবং রাজস্ব পরিস্থিতি	৮০
	ক.১. রাজস্ব প্রাপ্তি	৮০
	ক.২. ব্যয়	৮১
	ক.৩. অর্থবছর ১৬-এর বাজেট ঘাটতি অর্থায়ন	৮১
	ক.৪. অর্থবছর ১৬-এর বাজেটে রাজস্ব আয়ের প্রধান প্রধান পদক্ষেপ	৮১

সূচিপত্র

অধ্যায়সমূহ		পৃষ্ঠা
	খ. অর্থবছর ১৭-এর বাজেট	৮৬
	খ.১. রাজস্ব প্রাপ্তি	৮৬
	খ.২. ব্যয়	৮৭
	খ.৩. অর্থবছর ১৭-এর বাজেট ঘাটতি ও এর অর্থায়ন	৮৭
একাদশ অধ্যায়	বৈদেশিক খাত	৮৮
	বহিঃ বাণিজ্য এবং লেনদেন ভারসাম্য	৮৮
	সার্বিক লেনদেন ভারসাম্য	৮৮
	রপ্তানি	৯০
	রপ্তানি কাঠামো	৯০
	রপ্তানি বাজার	৯২
	রপ্তানি উন্নয়ন তহবিল (ইডিএফ)	৯২
	আমদানি	৯৩
	বাণিজ্য শর্ত	৯৪
	দ্বিপাক্ষিক এবং বহুপাক্ষিক সম্পর্ক	৯৪
	প্রবাসী বাংলাদেশীদের প্রেরিত অর্থ	৯৪
	বৈদেশিক সাহায্য	৯৬
	বৈদেশিক মুদ্রা বাজার কার্যক্রম ও মুদ্রা বিনিময় হারের গতিবিধি	৯৬
	বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ	৯৭
	মুদ্রা মজুদ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম	৯৭
	এশিয়ান ক্লিয়ারিং ইউনিয়ন (ACU) এর আওতায় লেনদেন	৯৮
	আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলের সাথে লেনদেন	৯৮
	বিনিময় হার নীতিমালার পরিবর্তন	৯৯
	মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ কার্যক্রম	১০১
	রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থার জন্য নিয়ন্ত্রণকারী বিধি-বিধান	১০১
	সন্দেহজনক লেনদেন রিপোর্ট গ্রহণ ও বিশ্লেষণপূর্বক আইন প্রয়োগকারী সংস্থায় প্রেরণ	১০২
	মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে জাতীয় উদ্যোগ	১০২
	আন্তর্জাতিক সহযোগিতা	১০২
	সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচি	১০২
	দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সম্মেলন/সভা/কর্মশালায় অংশগ্রহণ	১০২
	বাংলাদেশের মিউচ্যুয়াল ইভ্যালুয়েশন প্রক্রিয়া	১০২
দ্বাদশ অধ্যায়	পেমেন্ট অ্যান্ড সেটেলমেন্ট সিস্টেমস	১০৪
	বাংলাদেশ অটোমেটেড ক্লিয়ারিং হাউজ (BACH)	১০৪
	বাংলাদেশ অটোমেটেড চেক প্রসেসিং সিস্টেম (BACPS)	১০৪
	বাংলাদেশ ইলেক্ট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার নেটওয়ার্ক (BEFTN)	১০৫
	ই-কমার্স	১০৬
	মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস	১০৬
	ইন্টারনেট ব্যাংকিং	১০৭
	ন্যাশনাল পেমেন্ট সুইচ বাংলাদেশ (NPSB)	১০৭
	রিয়েল টাইম গ্রস সেটেলমেন্ট (RTGS)	১০৮
	পেমেন্ট সিস্টেমস্ অপারেটর (পিএসও) এবং অনলাইন পেমেন্ট গেটওয়ে সার্ভিস প্রভাইডারস্ (ওপিজিএসপিএস)	১০৮
	আইনি ও প্রবিধিগত কাঠামো	১০৮
	অন্য পেমেন্ট সিস্টেমস্ উদ্যোগসমূহ	১১০
	জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম	১১০

সূচিপত্র

অধ্যায়সমূহ		পৃষ্ঠা
ত্রয়োদশ অধ্যায়	প্রশাসন	১১২
	নতুন গভর্নর নিয়োগ	১১২
	নতুন পর্ষদ পরিচালক নিয়োগ	১১২
	নির্বাহী কমিটি	১১২
	পর্ষদের নিরীক্ষা কমিটি	১১২
	এক্সিকিউটিভ ম্যানেজমেন্ট টিম	১১২
	বিভিন্ন পদে নতুন নিয়োগ	১১৩
	অবসরগ্রহণ, স্বেচ্ছা অবসরগ্রহণ, বাধ্যতামূলক অবসর, পদত্যাগ, অপসারণ এবং মৃত্যুবরণ	১১৩
	নতুন পদ সৃষ্ট/পদ উন্নীতকরণ/অবলুপ্তকরণ	১১৩
	মঞ্জুরিকৃত পদবল ও কর্মরত জনবল	১১৩
	পদোন্নতি	১১৩
	প্রেষণ/লিয়েন	১১৩
	ব্যাংকের বিভিন্ন বিভাগ পুনর্গঠন/নতুন বিভাগ গঠন	১১৩
	কল্যাণমূলক কার্যাবলী ও বৃত্তি অনুমোদন	১১৪
	বৈদেশিক প্রশিক্ষণ এবং অধ্যয়ন	১১৪
	অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ এবং অধ্যয়ন	১১৪
	অটোমেশন ও পেপারলেস ব্যাংকিংয়ে অগ্রগতি	১১৪
	বাংলাদেশ ব্যাংক প্রশিক্ষণ একাডেমি (বিবিটিএ) কর্তৃক আয়োজিত প্রশিক্ষণ কোর্স, কর্মশালা ও সেমিনার	১১৪
	ফাইন্যান্সিয়াল সেক্টর সাপোর্ট প্রজেক্ট	১১৬
চতুর্দশ অধ্যায়	বাংলাদেশ ব্যাংকের ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের হিসাব	১১৮
	আয়	১১৮
	বৈদেশিক মুদ্রার আর্থিক সম্পদ হতে আয়	১১৮
	স্থানীয় মুদ্রার আর্থিক সম্পদ থেকে আয়	১১৮
	বৈদেশিক মুদ্রা পুনর্মূল্যায়ন হতে অর্জিত আয়	১১৮
	ব্যয়	১১৯
	আর্থিক ব্যয়	১১৯
	অন্যান্য ব্যয়	১১৯
	মুনাফা	১১৯
	অন্যান্য সামগ্রিক আয়	১১৯
	মুনাফা আবণ্টন	১১৯
	ব্যাংকিং ও ইস্যু বিভাগের সমন্বিত স্থিতিপত্র	১১৯
	সম্পদ	১১৯
	দায়	১২০
	প্রচারণকৃত নোট	১২০
	ইক্যুইটি (Equity)	১২০
	বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভ	১২০
	সমন্বয়	১২০
	নিরীক্ষক	১২০
	প্রতিবেদন ও আর্থিক বিবরণী ঃ ৩০ জুন ২০১৬ তারিখে সমাপ্ত বছরের	১২১

সূচিপত্র

সারণীসমূহ		পৃষ্ঠা
১.১	বিশ্ব অর্থনৈতিক দৃশ্যপট সম্ভাবনার প্রক্ষেপণের সংক্ষিপ্ত চিত্র	১
১.২	মোট দেশজ উৎপাদনের খাতওয়ারি প্রবৃদ্ধির হার	৩
২.১	জিডিপি'র খাতওয়ারি প্রবৃদ্ধি	৯
২.২	জিডিপি'র খাতওয়ারি অবদান	১১
২.৩	ব্যয় ভিত্তিক মোট দেশজ উৎপাদন	১১
২.৪	সঞ্চয় ও বিনিয়োগ	১২
৩.১	মাসিক মূল্যস্ফীতি হার	১৩
৩.২	বার্ষিক গড়ভিত্তিক ভোক্তা মূল্যসূচকে নির্ণীত মূল্যস্ফীতি (ভিত্তি ঃ অর্থবছর ০৬=১০০)	১৫
৩.৩	আন্তর্জাতিক বাজারে প্রধান পণ্যসমূহের মূল্য পরিবর্তন	১৫
৩.৪	সার্কভুক্ত এবং অন্যান্য এশীয় দেশসমূহের মূল্যস্ফীতি	১৬
৩.৫	জাতীয় পর্যায় ভোক্তা ঝুড়ির উপ-খাতভিত্তিক বার্ষিক গড় ভোক্তা মূল্যসূচক (ভিত্তি ঃ অর্থবছর ০৬=১০০)	১৭
৩.৬	খাতভিত্তিক মজুরি হার সূচকের গতিধারা (ভিত্তি ঃ অর্থবছর ১১=১০০)	১৭
৩.৭	বৈশ্বিক মূল্যস্ফীতি পরিস্থিতি	১৭
৪.১	মুদ্রা ও ঋণ পরিস্থিতি	১৮
৪.২	রিজার্ভ মুদ্রা পরিস্থিতি	১৯
৪.৩	মুদ্রার আয় গতি	২১
৪.৪	ব্যাংক ঋণ ঃ অর্থবছর ১৬-এর ত্রৈমাসিক পরিস্থিতি	২১
৪.৫	ব্যাংক আমানত ঃ অর্থবছর ১৬-এর ত্রৈমাসিক পরিস্থিতি	২১
৪.৬	তফসিলি ব্যাংকসমূহের ভারীত গড় সুদের হার	২২
৫.১	ব্যাংক ব্যবস্থার কাঠামো	২৪
৫.২	ব্যাংকের শ্রেণিভেদে মূলধন ও ঝুঁকি ভারীত সম্পদের অনুপাত	২৬
৫.৩	ব্যাংকের শ্রেণিভেদে শ্রেণিবিন্যাসিত ঋণের অবস্থা	২৮
৫.৩ (ক)	ব্যাংকের শ্রেণিভেদে শ্রেণিবিন্যাসিত ঋণের অনুপাত	২৮
৫.৩ (খ)	ব্যাংকের শ্রেণিভেদে শ্রেণিবিন্যাসিত ঋণের পরিমাণ	৩০
৫.৪	প্রয়োজনীয় ও সংরক্ষিত প্রভিশন - সকল ব্যাংক	৩০
৫.৫	প্রভিশন পর্যাপ্ততা হারের তুলনামূলক চিত্র	৩১
৫.৬	ব্যাংকের শ্রেণিভেদে অবলোপনকৃত ঋণের পরিমাণ	৩২
৫.৭	ব্যাংকের শ্রেণিভেদে ব্যয়-আয় অনুপাত	৩২
৫.৮	ব্যাংকের শ্রেণিভেদে মুনাফা অর্জনের হার	৩৩
৫.৯	ব্যাংকের শ্রেণিভেদে নিট সুদ আয়	৩৩
৫.১০	ব্যাংকের শ্রেণিভেদে তারল্যের হার	৩৪
৫.১১	ইসলামিক ব্যাংকিং খাতের তুলনামূলক চিত্র	৩৫
৫.১২	ন্যূনতম প্রয়োজনীয় মূলধনের ধাপে ধাপে বাস্তবায়ন ব্যবস্থা	৩৭
৫.১৩	DITF এর সাম্প্রতিক অবস্থা	৪৩
৬.১	বিভিন্ন পণ্য/খাতে পরিবেশবান্ধব অর্থায়ন ঃ অর্থবছর ১৬	৪৫
৬.২	প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ পরিবেশবান্ধব অর্থায়ন ঃ অর্থবছর ১৬	৪৫
৬.৩	ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য পরিবেশ ঝুঁকি রেটিং ঃ অর্থবছর ১৬	৪৬
৬.৪	পরিবেশবান্ধব পণ্যের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক পুনঃঅর্থায়ন স্কিমের ব্যবহার প্রথা	৪৭
৬.৫	বাংলাদেশ ব্যাংক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও সামাজিক দায়বদ্ধতা তহবিল হতে খাতওয়ারি ব্যয়ের চিত্র	৪৮
৬.৬	ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সিএসআর কার্যক্রম	৪৮
৬.৭	জুন ২০১৬ শেষে চার্জ ও ফি মুক্ত কৃষক এবং কৃষক ব্যতীত সর্বমোট হিসাব সংখ্যা	৪৯
৬.৮	জুন ২০১৬ শেষে চার্জ ও ফি মুক্ত কৃষক এবং কৃষক ব্যতীত হিসাবের সর্বমোট স্থিতি	৫০
৬.৯	৩০ জুন ২০১৬ শেষে স্কুল ব্যাংকিং সর্বমোট হিসাব সংখ্যা এবং স্থিতি	৫০
৬.১০	৩০ জুন ২০১৬ শেষে কর্মজীবী শিশু/পথশিশুদের মোট হিসাব সংখ্যা এবং স্থিতি	৫১

সূচিপত্র

সারণীসমূহ		পৃষ্ঠা
৭.১	আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কাঠামো	৫৪
৭.২	আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সম্পদ, দায় ও আমানত	৫৫
৭.৩	মোট ঋণ/লীজ এবং শ্রেণিকৃত ঋণ/লিজ	৫৬
৭.৪	আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মুনাফা অর্জনের হার	৫৭
৮.১	কলমানি মার্কেটের লেনদেনের পরিমাণ ও ভারীত গড় সুদের হার	৬০
৮.২	পুনঃক্রয় চুক্তি নিলাম- অর্থবছর ১৬	৬১
৮.৩	বিপরীত পুনঃক্রয় চুক্তি নিলাম- অর্থবছর ১৬	৬১
৮.৪	বাংলাদেশ ব্যাংক বিলের নিলাম- অর্থবছর ১৬	৬২
৮.৫	সরকারি ট্রেজারি বিলের নিলাম - অর্থবছর ১৬	৬২
৮.৬	বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ট্রেজারি বন্ডের নিলাম - অর্থবছর ১৬	৬৩
৮.৭	বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ইসলামিক ইনভেস্টমেন্ট বন্ড	৬৪
৮.৮	ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) এর কার্যক্রম	৬৫
৮.৯	চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ (সিএসই) এর কার্যক্রম	৬৫
৮.১০	অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যের প্রকারভেদে তফসিলি ব্যাংকগুলোর আগাম	৬৬
৮.১১	ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর মেয়াদি শিল্প ঋণ	৬৭
৮.১২	গৃহায়ন খাতে ঋণের স্থিতি	৬৯
৯.১	কৃষি ও পল্লি ঋণ বিতরণ ও আদায়ের তুলনামূলক বিবরণী	৭২
৯.২	কৃষি ঋণদাতা প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রম - অর্থবছর ১৬	৭৩
৯.৩	কৃষি ঋণের বিপরীতে বাংলাদেশ ব্যাংকের পুনঃঅর্থায়ন	৭৫
৯.৪	ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক এসএমই ঋণ বিতরণ	৭৬
৯.৫	বাংলাদেশ ব্যাংকের বিভিন্ন পুনঃঅর্থায়ন স্কিমের আওতায় এসএমই খাতে পুনঃঅর্থায়নের বিবরণ	৭৭
৯.৬	গ্রামীণ ব্যাংক এবং বৃহৎ এনজিওসমূহের ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম	৭৮
১০.১	সরকারের রাজস্ব আয় এবং ব্যয়	৮০
১০.২	খাতভিত্তিক রাজস্ব আদায়	৮২
১০.৩	রাজস্ব ব্যয়ের ধারা	৮২
১০.৪	সামাজিক খাতে ব্যয়ের ধারা	৮৩
১০.৫	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বিভিন্ন খাতের অংশ	৮৪
১০.৬	বাজেট ঘাটতির ধারা	৮৪
১১.১	রপ্তানি কাঠামো	৯২
১১.২	আমদানি কাঠামো	৯৩
১১.৩	বাংলাদেশের বাণিজ্য শর্ত (ভিত্তি ঃ অর্থবছর ০৬=১০০)	৯৪
১১.৪	বৈদেশিক সাহায্য প্রাপ্তি এবং দায় পরিশোধ	৯৭
১১.৫	বাংলাদেশ ব্যাংকের মোট বৈদেশিক মুদ্রা মজুদ	৯৮
১১.৬	এশিয়ান ক্লিয়ারিং ইউনিয়নের আওতাধীন বাংলাদেশের প্রাপ্তি ও পরিশোধ	৯৯
১১.৭	আইএমএফ থেকে প্রাপ্ত সুবিধাদির বিপরীতে বকেয়া দায়ের স্থিতি	৯৯
১২.১	বাংলাদেশে মোবাইল আর্থিক সেবার বর্তমান চিত্র	১০৭
১২.২	বাংলাদেশে ATM ও POS এর সংখ্যা	১০৮
১৩.১	অর্থবছর ১৬-এ বিবিটিএ'তে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ কোর্স, কর্মশালা ও সেমিনারের বিবরণী	১১৫
১৪.১	আয়ের উৎস	১১৮
১৪.২	ব্যয়	১১৯

সূচিপত্র

চার্টসমূহ		পৃষ্ঠা
১.১	অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় ও বিনিয়োগ	৪
১.২	জাতীয় পর্যায়ে সিপিআই মূল্যস্ফীতি	৪
১.৩	আর্থিক সম্পদ	৫
১.৪	ব্যাপক মুদ্রার (এম২) উৎস	৫
১.৫	রাজস্ব আয়, রাজস্ব ব্যয় এবং সার্বিক বাজেট ঘাটতি	৬
১.৬	বাজেট ঘাটতি অর্থায়ন	৬
১.৭	লেনদেন ভারসাম্য	৭
১.৮	রপ্তানি ও আমদানি প্রবৃদ্ধি	৭
১.৯	নিয়ার, রিয়ার এবং টাকা-ডলার বিনিময় হার	৮
১.১০	নিয়ার, রিয়ার এবং টাকা-ডলার বিনিময় হারের সাম্প্রতিক গতিধারা	৮
২.১	বাংলাদেশের প্রকৃত জিডিপি'র প্রবৃদ্ধি	১০
২.২	বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার	১০
২.৩	অভ্যন্তরীণ এবং জাতীয় সঞ্চয়	১২
২.৪	অভ্যন্তরীণ বিনিয়োগ	১২
৩.১	জাতীয় পর্যায়ে ভোক্তা মূল্য সূচকভিত্তিক মূল্যস্ফীতি (১২-মাস গড় ভিত্তিক ঃ অর্থবছর ০৬=১০০)	১৩
৩.২	গ্রামীণ পর্যায়ে ভোক্তা মূল্য সূচকভিত্তিক মূল্যস্ফীতি (১২-মাস গড় ভিত্তিক ঃ অর্থবছর ০৬=১০০)	১৩
৩.৩	শহর এলাকায় ভোক্তা মূল্য সূচকভিত্তিক মূল্যস্ফীতি (১২-মাস গড় ভিত্তিক ঃ অর্থবছর ০৬=১০০)	১৪
৩.৪	মাসিক মূল্যস্ফীতির হার (পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট ভিত্তিক)	১৪
৩.৫	মাসিক মুখ্য (Core) মূল্যস্ফীতি (পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট ভিত্তিক)	১৪
৩.৬	আন্তর্জাতিক বাজারে প্রধান পণ্যসমূহের মূল্য পরিবর্তন	১৫
৩.৭	দক্ষিণ এশিয়ার দেশসমূহের মূল্যস্ফীতির অবস্থা	১৬
৩.৮	খাতভিত্তিক মজুরি হার সূচকের প্রবৃদ্ধি (ভিত্তি ঃ অর্থবছর ১১=১০০)	১৬
৪.১	ব্যাপক মুদ্রা (এম২) এবং এর উপাদানসমূহ	১৯
৪.২	অভ্যন্তরীণ ঋণ এবং উপাদানসমূহ	২০
৪.৩	ব্যাপক মুদ্রা ও রিজার্ভ মুদ্রার প্রক্ষেপিত এবং প্রকৃত বৃদ্ধির গতিধারা	২০
৪.৪	মুদ্রার আয় প্রবৃদ্ধির গতি প্রকৃতি	২০
৪.৫	তফসিলি ব্যাংকসমূহের ভারীত গড় সুদের হার	২২
৪.৬	তারল্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমঃ অর্থবছর ১৬	২৩
৫.১	ব্যাংকিং খাতে একীভূত সম্পদ	২৫
৫.২	ব্যাংকিং খাতে একীভূত দায়	২৫
৫.৩	একীভূত মূলধন পর্যাপ্ততার বিবরণ	২৬
৫.৪	একীভূত শ্রেণিবিন্যাসিত ঋণ ও মোট ঋণের সামগ্রিক অবস্থা	২৮
৫.৪(ক)	নিট শ্রেণিবিন্যাসিত ঋণ ও মোট ঋণের সামগ্রিক অবস্থা (নিট অব প্রভিশন)	৩০
৫.৫	সকল ব্যাংকের প্রভিশন পর্যাপ্ততার বিবরণ	৩১
৫.৬	ব্যাংকের শ্রেণিভেদে শ্রেণিবিন্যাসিত ঋণের তুলনামূলক অবস্থা	৩১
৫.৭	সকল ব্যাংকের ব্যয়-আয়ের একীভূত চিত্র	৩২
৫.৮	সমন্বিত উপার্জনশীলতা - সকল ব্যাংক	৩৩
৫.৯	ব্যাংক ব্যবস্থার সমন্বিত নিট সুদ আয়	৩৪
৬.১	পুনঃঅর্থায়নের ক্ষেত্রে পরিবেশবান্ধব পণ্যসমূহের অবদান ঃ অর্থবছর ১৬	৪৭
৬.২	ব্যাংকসমূহের খাতওয়ারি সিএসআর ব্যয় ঃ অর্থবছর ১৬	৪৮
৬.৩	আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের খাতওয়ারি সিএসআর ব্যয় ঃ অর্থবছর ১৬	৪৯

সূচিপত্র

চার্টসমূহ		পৃষ্ঠা
৭.১	৩০ জুন ২০১৬ অনুযায়ী আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের খাতভিত্তিক বিনিয়োগ	৫৪
৭.২	আর্থিক প্রতিষ্ঠনসমূহের মোট সম্পদ, দায় ও তাদের অনুপাত	৫৫
৭.৩	আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মোট শ্রেণিকৃত ঋণ/লীজ ও তাদের অনুপাত	৫৬
৮.১	কলমানি সুদের হার	৬০
৮.২	অর্থবছর ১৬-এ বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ট্রেজারি বন্ড (বিজিটিবি) এর ভারীত গড় আয় হার	৬৩
৮.৩	ডিএসই এর বাজার কার্যক্রমের গতিধারা	৬৫
৮.৪	মোট আগামের খাতভিত্তিক অবদান ঃ অর্থবছর ১৬	৬৮
৮.৫	ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর শিল্প খাতে মেয়াদি ঋণ ঃ অর্থবছর ১৬	৬৮
৮.৬	টাকা-ডলার বিনিময় হার ঃ অর্থবছর ১৬	৭০
৯.১	অর্থবছর ১৬-এ কৃষি ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা	৭৪
৯.২	অর্থবছর ১৬-এ প্রকৃত কৃষি ঋণ বিতরণ	৭৪
৯.৩	এমএমই ঋণের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন	৭৬
১০.১	রাজস্ব আয়ের বণ্টন ঃ অর্থবছর ১৬ (সংশোধিত)	৮১
১০.২	রাজস্ব আয়ের বণ্টন ঃ অর্থবছর ১৭ (প্রাক্কলিত)	৮১
১০.৩	বাজেট ঘাটতি অর্থায়ন ঃ অর্থবছর ১৬ (অনুদানসহ)	৮৫
১০.৪	বাজেট ঘাটতি অর্থায়ন ঃ অর্থবছর ১৭ (অনুদানসহ)	৮৫
১১.১	বৈদেশিক খাতের প্রধান নির্দেশকসমূহ	৮৮
১১.২	বাণিজ্য, চলতি হিসাব ও সার্বিক লেনদেন ভারসাম্য এর গতিধারা	৯০
১১.৩	রপ্তানি আয়ের গতিধারা	৯০
১১.৪	অর্থবছর ১৬-এ রপ্তানি আয়ের গন্তব্যভিত্তিক চিত্র	৯২
১১.৫	আমদানি ব্যয়ের গতিধারা	৯৪
১১.৬	অর্থবছর ১৬-এ প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থ	৯৬
১১.৭	বিদেশে রক্ষিত তরল সম্পদ	৯৮
১২.১	BACH এর মাধ্যমে নিকাশকৃত রেগুলার ভ্যালু চেকের সংখ্যা ও মূল্যমান	১০৫
১২.২	BACH এর মাধ্যমে নিকাশকৃত হাই ভ্যালু চেকের সংখ্যা ও মূল্যমান	১০৫
১২.৩	ক্রেডিট এন্ট্রির সংখ্যা ও মূল্যমান	১০৫
১২.৪	ডেবিট এন্ট্রির সংখ্যা ও মূল্যমান	১০৬
১২.৫	মোবাইলের মাধ্যমে প্রদেয় বিভিন্ন আর্থিক সেবার মার্কেট শেয়ার	১০৭
১২.৬	ATM এর মাধ্যমে আন্তঃব্যাংক লেনদেনের গতিধারা	১০৮
১২.৭	আন্তঃব্যাংক POS এর লেনদেনের গতিধারা	১০৮
১২.৮	RTGS লেনদেনের গতিধারা	১১১
১৪.১	ব্যাংকের আয়, ব্যয় ও মুনাফা	১১৮
বক্স		
৫.১	ব্যাসেল-৩ এর আওতায় গৃহীত পদক্ষেপ ও নীতিমালাসমূহ	২৭
৫.২	বাংলাদেশে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোতে শ্রেণিবিন্যাসিত ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধির কারণসমূহ	২৯
৫.৩	বাংলাদেশে শ্যাডো ব্যাংকিং (Shadow Banking)	৩৬
১১.১	মূলধন হিসাব পরিবর্তনযোগ্যতা (Convertibility) ঃ বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিত	৮৯
১১.২	বাংলাদেশের ইপিজেড প্রতিষ্ঠানসমূহের সাম্প্রতিক বাণিজ্যিক গতিশীলতা	৯১
১১.৩	বাংলাদেশের বৈদেশিক খাতের অবদানের উপর BREXIT এর প্রভাব	৯৫
১১.৪	বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ (সংশোধনী) আইন ২০১৫ এর মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৪৭ এর গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনসমূহ	১০০
১২.১	বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতে সাইবার ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা	১০৯

সূচিপত্র

পরিশিষ্টসমূহ		পৃষ্ঠা
পরিশিষ্ট-১	প্রধান নীতিমালার পর্যায়ক্রমিক ঘোষণা ঃ অর্থবছর ১৬	২০৭
পরিশিষ্ট-২	অর্থবছর ১৬–এ বাংলাদেশ ব্যাংকের গবেষণা কার্যক্রম	২১৭
পরিশিষ্ট-৩	বাংলাদেশ ঃ কিছু নির্বাচিত পরিসংখ্যান	২২৫
১।	প্রধান সামষ্টিক অর্থনৈতিক সূচকসমূহের গতিধারা	২২৭
২।	মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামো ঃ প্রধান নির্দেশকসমূহ	২২৮
৩।	মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি), সঞ্চয় ও বিনিয়োগ	২২৯
৪।	জিডিপি'র প্রবৃদ্ধি ও খাতওয়ারি অংশ (অর্থবছর ০৬'র স্থির মূল্যে)	২৩০
৫।	সরকারের বাজেটারি কার্যক্রম	২৩১
৬।	মুদ্রা ও ঋণ	২৩২
৭।	ভোক্তা মূল্য সূচক (সিপিআই) এবং মূল্যস্ফীতির হার - জাতীয় (ভিত্তি ঃ অর্থবছর ৯৬=১০০)	২৩৩
৮।	বৃহৎ ও মাঝারি ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্প উৎপাদনের কোয়ান্টাম সূচক (ভিত্তি ঃ অর্থবছর ০৬=১০০)	২৩৪
৯।	রিজার্ভ মুদ্রা ও তার উপাদানসমূহ	২৩৫
১০।	রিজার্ভ মুদ্রা ও তার উৎসসমূহ	২৩৬
১১।	সরকারি এবং বেসরকারি খাতের আমানতসমূহ	২৩৭
১২।	তফসিলি ব্যাংকসমূহের নির্বাচিত পরিসংখ্যান	২৩৮
১৩।	নির্বাচিত সুদের হারের গতিধারা (বছর শেষে)	২৩৯
১৪।	ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে গৃহীত সরকারের (নিট) ঋণের বিবরণ	২৪০
১৫।	সরকারের ব্যাংক বহির্ভূত ঋণ	২৪২
১৬।	লেনদেন ভারসাম্য	২৪৩
১৭।	প্রকারভিত্তিক পণ্য রপ্তানি	২৪৪
১৮।	প্রকারভিত্তিক পণ্য আমদানি	২৪৫
১৯।	আমদানি ঋণপত্র খোলা, নিষ্পত্তি ও বকেয়া স্থিতির খাতভিত্তিক তুলনামূলক বিবরণী	২৪৬
২০।	বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ	২৪৭
২১।	টাকা-ডলার বিনিময় হার	২৪৮
২২।	দেশভিত্তিক প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থ	২৪৯
২৩।	তফসিলি ব্যাংকসমূহের তালিকা	২৫০
২৪।	আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের তালিকা	২৫২
২৫।	কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশনা	২৫৩
পরিশিষ্ট-৪	ব্যাংকিং খাতের কার্যদক্ষতার নির্দেশিকাসমূহ	২৫৫
১।	ব্যাংক ব্যবস্থার কাঠামো	২৫৭
২।	ব্যাংকের শ্রেণিভেদে মূলধন ও ঝুঁকি ভারীত সম্পদের অনুপাত	২৫৭
৩।	ব্যাংকের শ্রেণিভেদে শ্রেণিকৃত ঋণ ও মোট ঋণের অনুপাত	২৫৭
৪।	ব্যাংকের শ্রেণিভেদে নিট শ্রেণিকৃত ঋণ ও মোট ঋণের অনুপাত	২৫৮
৫।	ব্যাংকের শ্রেণিভেদে শ্রেণিবিন্যাসিত ঋণের পরিমাণ	২৫৮
৬।	প্রয়োজনীয় ও সংরক্ষিত প্রভিশন- সকল ব্যাংক	২৫৮
৭।	প্রভিশন পর্যাপ্ততার তুলনামূলক চিত্র	২৫৮
৮।	ব্যাংকের শ্রেণিভেদে অবলোপনকৃত ঋণের পরিমাণ	২৫৯
৯।	ব্যাংকের শ্রেণিভেদে ব্যয়-আয় অনুপাত	২৫৯
১০।	ব্যাংকের শ্রেণিভেদে মুনাফা অর্জনের হার	২৫৯
১১।	ব্যাংকের শ্রেণিভেদে নিট সুদ আয়	২৬০
১২।	ব্যাংকের শ্রেণিভেদে তারল্যের হার	২৬০
১৩।	ব্যাংক ব্যবস্থায় শাখা, আমানত এবং অগ্রিম - গ্রাম ও শহর	২৬০

সামষ্টিক অর্থনৈতিক গতিধারা ও সম্ভাবনা

বৈশ্বিক অর্থনৈতিক দৃশ্যপট সম্ভাবনা

১.১ বিশ্ব অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি ২০১৫ সনের শতকরা ৩.২ ভাগ থেকে সামান্য কমে ২০১৬ সনে শতকরা ৩.১ ভাগ হবে বলে প্রত্যাশা করা হয়েছে (ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক আউটলুক, WEO অক্টোবর ২০১৬)। যাহোক, ২০১৭ সনে প্রবৃদ্ধির হার বৃদ্ধি পেয়ে শতকরা ৩.৪ ভাগ হবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। উন্নত অর্থনীতির দেশগুলোতে প্রবৃদ্ধি ২০১৬ সনে শতকরা ১.৬ ভাগ, যা ২০১৫ সনের প্রবৃদ্ধি থেকে শতকরা ০.৫ পার্সেন্টেজ পয়েন্ট কম, এবং ২০১৭ সনে বৃদ্ধি পেয়ে শতকরা ১.৮ ভাগ হবে বলে প্রত্যাশা করা হয়েছে। যাহোক, উদীয়মান ও উন্নয়নশীল অর্থনীতির দেশগুলোতে ২০১৬ সনে প্রবৃদ্ধি শতকরা ৪.২ ভাগ, যা ২০১৫ সনের প্রবৃদ্ধি থেকে ০.২ পার্সেন্টেজ পয়েন্ট বেশি, এবং ২০১৭ সনে আরো বৃদ্ধি পেয়ে শতকরা ৪.৬ ভাগ হবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে।

১.২ ইউরো অঞ্চল থেকে যুক্তরাজ্যের প্রস্থান প্রক্রিয়ার (ব্রেক্সিট) ফলে ইউরো অঞ্চলের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের অবনতি এবং পরবর্তীতে যুক্তরাষ্ট্র ও জাপানের অর্থনীতিতে এর প্রভাব উন্নত অর্থনীতির দেশগুলোতে প্রবৃদ্ধির নিম্নমুখী সংশোধনকে প্রতিফলিত করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রবৃদ্ধির হার ২০১৫ সনের শতকরা ২.৬ ভাগ থেকে হ্রাস পেয়ে ২০১৬ সনে শতকরা ১.৬ ভাগ এবং ২০১৭ সনে বৃদ্ধি পেয়ে শতকরা ২.২ ভাগে দাঁড়াবে বলে প্রত্যাশা করা হয়েছে। ব্রেক্সিটের প্রতিকূল প্রভাব বিবেচনায় ইউরো অঞ্চলের প্রবৃদ্ধি ২০১৫ সনের শতকরা ২.০ ভাগ থেকে নিম্নমুখী সংশোধন করে ২০১৬ ও ২০১৭ সনের জন্য যথাক্রমে শতকরা ১.৭ ও ১.৫ ভাগ নির্ধারণ করা হয়েছে। জাপানের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ২০১৫ সনের মতো ২০১৬ সনে শতকরা ০.৫ ভাগ এবং ২০১৭ সনে শতকরা ০.৬ ভাগ হবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে।

১.৩ দক্ষিণ-পূর্ব এবং দক্ষিণ এশিয়ার প্রধান দেশগুলোর প্রবল অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড, জ্বালানি তেলের মূল্যের পরিমিত পুনরুদ্ধার, ব্রেক্সিটের গণভোটের পর সংযত সম্পদ মূল্য ও বিনিময় হারের প্রভাব এবং চীনের কিছুটা পরিমিতি প্রবৃদ্ধি সত্ত্বেও উদীয়মান এবং উন্নয়নশীল অর্থনীতির দেশগুলোতে ২০১৬ সনে প্রবৃদ্ধি উন্নত হবে/বৃদ্ধি পাবে বলে প্রত্যাশা করা হয়েছে। চীনের প্রবৃদ্ধি ২০১৫ সনের শতকরা ৬.৯ ভাগ থেকে হ্রাস পেয়ে ২০১৬ সনে শতকরা ৬.৬ ভাগ এবং ২০১৭ সনে শতকরা ৬.২ ভাগে নিম্নমুখী সংশোধন করা হয়েছে। ভারতের প্রবৃদ্ধি ২০১৬ এবং ২০১৭ সনে শতকরা ৭.৬ ভাগে অব্যাহত থাকবে বলে প্রত্যাশা করা হয়েছে।

সারণী ১.১ বিশ্ব অর্থনৈতিক দৃশ্যপট সম্ভাবনার প্রক্ষেপণের সংক্ষিপ্ত চিত্র

(বার্ষিক শতকরা পরিবর্তন)

			প্রক্ষেপণ	
	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭
বিশ্ব উৎপাদন	**৩.৪**	**৩.২**	**৩.১**	**৩.৪**
উন্নত অর্থনীতির দেশগুলো	১.৯	২.১	১.৬	১.৮
যুক্তরাষ্ট্র	২.৪	২.৬	১.৬	২.২
ইউরো অঞ্চল	১.১	২.০	১.৭	১.৫
জার্মানি	১.৬	১.৫	১.৭	১.৪
ফ্রান্স	০.৬	১.৩	১.৩	১.৩
ইতালি	-০.৩	০.৮	০.৮	০.৯
স্পেন	১.৪	৩.২	৩.১	২.২
যুক্তরাজ্য	৩.১	২.২	১.৮	১.১
জাপান	০.০	০.৫	০.৫	০.৬
কানাডা	২.৫	১.১	১.২	১.৯
নব্য শিল্পায়িত এশীয় দেশগুলো	২.৮	২.০	২.০	২.৩
উদীয়মান ও উন্নয়নশীল অর্থনীতির দেশগুলো	৪.৬	৪.০	৪.২	৪.৬
এশিয়ার উদীয়মান ও উন্নয়নশীল দেশগুলো	৬.৮	৬.৬	৬.৫	৬.৩
চীন	৭.৩	৬.৯	৬.৬	৬.২
আসিয়ান-৫	৪.৬	৪.৮	৪.৮	৫.১
দক্ষিণ এশিয়া				
বাংলাদেশ	৬.৩	৬.৮	৬.৯	৬.৯
ভারত	৭.২	৭.৬	৭.৬	৭.৬
পাকিস্তান	৪.১	৪.০	৪.৭	৫.০
শ্রীলংকা	৪.৯	৪.৮	৫.০	৫.০
বিশ্ব বাণিজ্য (দ্রব্য ও সেবা)	**৩.৯**	**২.৬**	**২.৩**	**৩.৮**
আমদানি				
উন্নত অর্থনীতির দেশগুলো	৩.৮	৪.২	২.৪	৩.৯
উদীয়মান ও উন্নয়নশীল অর্থনীতির দেশগুলো	৪.৫	-০.৬	২.৩	৪.১
রপ্তানি				
উন্নত অর্থনীতির দেশগুলো	৩.৮	৩.৬	১.৮	৩.৫
উদীয়মান ও উন্নয়নশীল অর্থনীতির দেশগুলো	৩.৫	১.৩	২.৯	৩.৬
দ্রব্যমূল্য (মার্কিন ডলারে)				
জ্বালানি তেল	-৭.৫	-৪৭.২	-১৫.৪	১৭.৯
জ্বালানি তেল-বহির্ভূত	-৪.০	-১৭.৫	-২.৭	০.৯
ভোক্তা মূল্য				
উন্নত অর্থনীতির দেশগুলো	১.৪	০.৩	০.৮	১.৭
উদীয়মান ও উন্নয়নশীল অর্থনীতির দেশগুলো	৪.৭	৪.৭	৪.৫	৪.৪
দক্ষিণ এশিয়া				
বাংলাদেশ	৭.০	৬.৪	৬.৭	৬.৯
ভারত	৫.৯	৪.৯	৫.৫	৫.২
পাকিস্তান	৮.৬	৪.৫	২.৯	৫.২
শ্রীলংকা	৩.৩	০.৯	৪.১	৫.৩

উৎসঃ ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক আউটলুক, অক্টোবর ২০১৬, আইএমএফ।

১.৪ উন্নত অর্থনীতির দেশগুলোতে ভোক্তা মূল্যস্ফীতি ২০১৫ সনের শতকরা ০.৩ ভাগ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৬ সনে শতকরা ০.৮ ভাগ এবং ২০১৭ সনে শতকরা ১.৭ ভাগে দাঁড়াবে বলে প্রত্যাশা করা হয়েছে। অন্যদিকে,

উদীয়মান ও উন্নয়নশীল অর্থনীতির দেশগুলোতে তেল এবং অন্যান্য দ্রব্যমূল্য হ্রাসের ফলে মূল্যস্ফীতি ২০১৫ সনের শতকরা ৪.৭ ভাগ থেকে হ্রাস পেয়ে ২০১৬ সনে শতকরা ৪.৫ ভাগ হবে বলে প্রত্যাশা করা হয়েছে এবং ২০১৭ সনে আরো হ্রাস পেয়ে শতকরা ৪.৪ ভাগে দাঁড়াবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে।

১.৫ বিশ্ব বাণিজ্যের প্রবৃদ্ধি ২০১৫ সনের শতকরা ২.৬ ভাগ থেকে হ্রাস পেয়ে ২০১৬ সনে শতকরা ২.৩ ভাগ এবং পরবর্তীতে ২০১৭ সনে বৃদ্ধি পেয়ে শতকরা ৩.৮ ভাগ হবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। উন্নত অর্থনীতির দেশগুলোতে বাণিজ্য ভারসাম্য ২০১৬ এবং ২০১৭ সনে অবনতি হবে বলে প্রত্যাশা করা হয়েছে, যেহেতু আমদানি প্রবৃদ্ধির তুলনায় রপ্তানি প্রবৃদ্ধি হার দুর্বল হবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে; পক্ষান্তরে, উদীয়মান ও উন্নয়নশীল অর্থনীতির দেশগুলোতে বাণিজ্য ভারসাম্য ২০১৬ সনে উন্নতি হবে, কিন্তু ২০১৭ সনে অবনতি হবে বলে প্রত্যাশা করা হয়েছে। উন্নত অর্থনীতির দেশগুলোতে আমদানি প্রবৃদ্ধি ২০১৫ সনের শতকরা ৪.২ ভাগ থেকে হ্রাস পেয়ে ২০১৬ সনে শতকরা ২.৪ ভাগ এবং ২০১৭ সনে শতকরা ৩.৯ ভাগ বৃদ্ধি পাবে বলে প্রত্যাশা করা হয়েছে। উদীয়মান ও উন্নয়নশীল অর্থনীতির দেশগুলোতে আমদানি প্রবৃদ্ধি হার ২০১৫ সনের ঋণাত্মক শতকরা ০.৬ ভাগ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৬ সনে শতকরা ২.৩ ভাগ এবং ২০১৭ সনে আরো বৃদ্ধি পেয়ে শতকরা ৪.১ ভাগে দাঁড়াবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। উন্নত অর্থনীতির দেশগুলোর রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ২০১৬ ও ২০১৭ সনে যথাক্রমে শতকরা ১.৮ ও ৩.৫ ভাগ এবং অপরদিকে উদীয়মান ও উন্নয়নশীল দেশগুলোতে একই সময়ে যথাক্রমে শতকরা ২.৯ ভাগ এবং ৩.৬ ভাগ হবে বলে প্রত্যাশা করা হয়েছে।

১.৬ গ্লোবাল ফাইন্যান্সিয়াল স্ট্যাবিলিটি রিপোর্ট (GFSR, অক্টোবর ২০১৬) অনুযায়ী, বাজার কিছু সংখ্যক অভিঘাত সহনশীলতা দেখানোর ফলে স্বল্পমেয়াদি ঝুঁকি গত কয়েক মাসে পরিমিত হয়েছে। এর দৃঢ়তর পণ্য মূল্য, প্রধান উদীয়মান বাজারসমূহে অনিশ্চয়তার হ্রাস এবং উন্নত অর্থনীতির দেশগুলোতে নিম্ন সুদ হারের প্রত্যাশার ফলে উদীয়মান অর্থনীতির দেশগুলোর সম্পদের উপর চাপ শিথিল হয়েছে। যাহোক, বর্ধিত রাজনৈতিক এবং নীতিগত অনিশ্চয়তার নতুন পরিবেশে মধ্যমেয়াদি ঝুঁকি বৃদ্ধি পাচ্ছে। উন্নত অর্থনীতির দেশগুলোতে মুদ্রা স্বাভাবিকীকরণ (monetary normalisation) প্রত্যাশা আরো ভবিষ্যতের দিকে স্থানান্তরিত হয়েছে এবং দুর্বল প্রবৃদ্ধি ও নিম্ন সুদ হার ব্যাংক, বীমা এবং পেনশন তহবিলের জন্য চ্যালেঞ্জ বাড়াচ্ছে। যদিও অধিকাংশ উন্নত অর্থনীতির দেশগুলোর ব্যাংক স্থিতিপত্র দৃঢ় ও টেকসই লাভজনকতা দুর্বল যা অমীমাংসিত পর্যায়ক্রমিক সমস্যা এবং ব্যাংক ব্যবসার মডেলের চ্যালেঞ্জকে প্রতিফলিত করছে। অনেক উদীয়মান বাজার অর্থনীতির প্রতিষ্ঠানগুলোর ঋণ প্রবণতা (leverage) সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছেছে এবং ঋণ পরিশোধ সামর্থ্য দুর্বল রয়েছে। এ উন্নয়ন ধারা আরো ভারসাম্যপূর্ণ এবং শক্তিশালী নীতির মিশ্রণ অর্জনের দৃষ্টিভঙ্গিকে জটিল করে তুলছে এবং অর্থনৈতিক এবং আর্থিক স্থবিরতার দীর্ঘায়িত যুগের দিকে ধাবিত করতে পারে।

১.৭ ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক আউটলুক, (WEO) অক্টোবর ২০১৬ অনুযায়ী, নিম্নমুখী ঝুঁকির প্রাধান্য অব্যাহত রয়েছে। যেহেতু বৈশ্বিক প্রবৃদ্ধি এখনো মন্থর, স্থায়ীভাবে নিম্ন প্রবৃদ্ধি ও নিম্ন মূল্যস্ফীতির দিকে ধাবমান, বেসরকারি চাহিদার বর্ধিত ঘাটতির সম্ভাবনা আরো স্পষ্ট হয়ে উঠছে, বিশেষত কিছু উন্নত অর্থনীতির দেশগুলোতে যেখানে স্থিতিপত্রসমূহ এখনো দুর্বল রয়েছে। একই সময়ে, উন্নত অর্থনীতির দেশগুলোতে দুর্বল মূল্যস্ফীতির একটি দীর্ঘায়িত সময় মূল্যস্ফীতি প্রত্যাশার ঝুঁকি সৃষ্টি করছে যা প্রত্যাশিত প্রকৃত সুদ হার বৃদ্ধি এবং ব্যয় হ্রাস করছে এবং পরিশেষে দুর্বলতর সার্বিক প্রবৃদ্ধি এবং মূল্যস্ফীতির দিকে ধাবিত করছে। যদিও সাম্প্রতিক মাসগুলোতে উদীয়মান অর্থনীতির দেশগুলোর আর্থিক অবস্থার উন্নতি অব্যাহত রয়েছে, তথাপি কিছু বৃহৎ উদীয়মান বাজার অর্থনীতির দেশগুলোতে অন্তর্নিহিত দুর্বলতাসমূহ (যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, উচ্চ প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ, নিম্নগামী লাভজনকতা এবং কিছু ক্ষেত্রে দুর্বল ব্যাংক স্থিতিপত্র) এখনো বিদ্যমান রয়েছে। উপরন্তু, কিছু বর্ধিত অ-অর্থনৈতিক উপাদান যেমন খরা, যুদ্ধ ও সংঘর্ষ, সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড, দুর্ভিক্ষ, উদ্বাস্তুদের পুনরুত্থান, ইত্যাদি বিভিন্ন অঞ্চলের দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রভাবিত করছে। যদি এসকল উপাদানসমূহ তীব্রতর হয়, তাহলে সেগুলো সম্মিলিতভাবে বাজারের উপর বড় মাশুল দিতে পারে, যা চাহিদা এবং কর্মকাণ্ডে ক্ষতিসাধন করতে পারে।

বাংলাদেশের অর্থনীতির গতিধারা

১.৮ বাংলাদেশের অর্থনীতি শতকরা ৭.১ ভাগ জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে, যা শতকরা ৭.০ ভাগ লক্ষ্যমাত্রা এবং শতকরা ৬.০ ভাগ প্রবৃদ্ধির গণ্ডি ছাড়িয়ে গেছে। প্রধানত, শিল্প ও সেবা খাতের উচ্চ প্রবৃদ্ধি এ জোরালো প্রবৃদ্ধি অর্জনে সহায়তা করেছে। বার্ষিক গড় ভোক্তা মূল্যস্ফীতি ক্রমশ

হ্রাস পেয়ে জুন ২০১৬-এ শতকরা ৫.৯ ভাগে দাঁড়ায়, যা লক্ষ্যমাত্রা শতকরা ৬.২ ভাগ থেকে কম। প্রধানত, অনুকূল খাদ্য মূল্যস্ফীতির ফলে গড় ভোক্তা মূল্যস্ফীতিতে নিম্নমুখী প্রবণতা বজায় ছিল।

১.৯ অর্থবছর ১৬-এ বাংলাদেশ ব্যাংক সতর্কতামূলক কিন্তু প্রবৃদ্ধিবান্ধব মুদ্রানীতি ভঙ্গি বাস্তবায়ন করে, যা নির্বাচিত সহজীকরণ কৌশলের মাধ্যমে শতকরা ৭.০ ভাগ প্রবৃদ্ধি লক্ষ্যমাত্রা এবং শতকরা ৬.২ ভাগ মূল্যস্ফীতি লক্ষ্যমাত্রার সমর্থনে বিনিয়োগ বাড়ায়। অর্থবছর ১৬-এ উভয় লক্ষ্যমাত্রাই অর্জিত হয়েছে। অর্থবছর ১৬-এর দ্বিতীয়ার্ধে বাংলাদেশ ব্যাংক নীতি হারসমূহ ৫০ বেসিস পয়েন্ট হ্রাস করেছে। বাজর সুদ হার সংযত রয়েছে, যা নীতি সহায়তা এবং তারল্য পরিস্থিতিকে প্রতিফলিত করছে।

১.১০ অর্থবছর ১৬-এ রপ্তানি শতকরা ৮.৯ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে, যেখানে আমদানি শতকরা ৫.৫ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে একই সময়ে রেমিট্যান্স শতকরা ৩.০ ভাগ ঋণাত্মক প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে। চলতি হিসাবে ৩.৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার উদ্বৃত্তের ফলে সার্বিক ভারসাম্যে ৫.০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার উদ্বৃত্ত অর্জিত হয়েছে, যা নিট বৈদেশিক সম্পদ বৃদ্ধিকে প্রভাবিত করেছে।

১.১১ বিশ্বব্যাপী নিম্ন পণ্যমূল্যের ফলে আমদানি উপকৃত হয়েছে। কার্যকর বিনিময় হারের উপচিতির ফলে উদ্ভূত প্রাথমিক কিছু রপ্তানি প্রতিযোগিতা বিষয়ক উদ্বেগ সত্ত্বে রপ্তানি আয় দুর্বল বৈশ্বিক চাহিদা সত্ত্বেও ভালো হয়েছে। সহায়তামূলক কৌশল যেমন, উপকরণ আমদানির জন্য কম খরচে রপ্তানি উন্নয়ন তহবিল এবং নগদ প্রণোদনা রপ্তানি প্রতিযোগিতায় কিছুটা স্বস্তি দিয়েছে। অর্থবছর ১৬ শেষে বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ ৩০.২ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়িয়েছে, যা আট মাসের সম্ভাব্য আমদানি ব্যয়ের সমান। বাংলাদেশ ব্যাংক বিনিময় হারের উচ্চ উঠানামা দূর করার চেষ্টা করেছে এবং টাকা-মার্কিন ডলারের নামিক বিনিময় হার অনেকাংশেই স্থিতিশীল ছিল।

প্রবৃদ্ধির গতিধারা

১.১২ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো এর প্রকাশিত প্রাক্কলন অনুযায়ী অর্থবছর ১৬-এ বাংলাদেশের অর্থনীতি শতকরা ৭.১ ভাগ প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে, যা অর্থবছর ১৫-এ শতকরা ৬.৬ ভাগ ছিল। মোট দেশজ উৎপাদনের খাতওয়ারি প্রবৃদ্ধির হার সারণী ১.২ এ উপস্থাপন করা হল।

১.১৩ জিডিপি'র কৃষি খাতের অবদান শতকরা ১৫.৪ ভাগ, শস্য ও শাক-সবজি উপখাতের কম প্রবৃদ্ধির কারণে অর্থবছর ১৬-এ এখাতের প্রবৃদ্ধি হার অর্থবছর ১৫-এর শতকরা ৩.৩ ভাগ ও অর্থবছর ১৪-এর শতকরা ৪.৪ ভাগ থেকে হ্রাস পেয়ে শতকরা ২.৮ ভাগে দাঁড়ায়।

সারণী ১.২ মোট দেশজ উৎপাদনের খাতওয়ারি প্রবৃদ্ধির হার

(অর্থবছর ০৬'র স্থির বাজার মূল্যে শতকরা হার)

	অর্থবছর ০৭-১৬ (গড়)	অর্থবছর ১৫স	অর্থবছর ১৬
১। কৃষি	**৪.১**	**৩.৩**	**২.৮**
ক) কৃষি ও বনজ	৩.৫	২.৫	১.৮
১) শস্য ও শাক-সবজি	৩.৪	১.৮	০.৯
২) পশু সম্পদ	২.৬	৩.১	৩.২
৩) বনজ সম্পদ	৫.৩	৫.১	৫.১
খ) মৎস্য সম্পদ	৬.৩	৬.৪	৬.১
২। শিল্প	**৮.৬**	**৯.৭**	**১১.১**
ক) খনিজ ও খনন	৭.৯	৯.৬	১২.৮
খ) শিল্প	৯.১	১০.৩	১১.৭
১) বৃহৎ ও মাঝারি	৯.৫	১০.৭	১২.৩
২) ক্ষুদ্র	৭.৫	৮.৫	৯.১
গ) বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি সরবরাহ	৮.৫	৬.২	১৩.৩
ঘ) নির্মাণ	৭.৫	৮.৬	৮.৬
৩। সেবা খাত	**৫.৯**	**৫.৮**	**৬.৩**
ক) পাইকারি ও খুচরা বাণিজ্য, মোটর গাড়ি, মোটর সাইকেল মেরামত ও গৃহস্থালি সামগ্রী	৬.৭	৬.৪	৬.৫
খ) হোটেল ও রেস্তোরাঁ	৬.৩	৬.৮	৭.০
গ) পরিবহন, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ	৭.৬	৬.০	৬.১
ঘ) আর্থিক প্রাতিষ্ঠানিক সেবা	৭.৩	৭.৮	৭.৭
ঙ) রিয়েল এস্টেট, ভাড়া ও ব্যবসা কর্মকাণ্ড	৪.০	৪.৪	৪.৫
চ) লোক প্রশাসন ও প্রতিরক্ষা	৮.৬	৯.৮	১১.৪
ছ) শিক্ষা	৭.৬	৮.০	১১.৭
জ) স্বাস্থ্য ও সামাজিক সেবা	৫.৪	৫.২	৭.৫
ঝ) কমিউনিউটি, সামাজিক ও ব্যক্তিগত সেবা	৩.২	৩.৩	৩.৩
জিডিপি (অর্থবছর ০৬'র স্থির বাজার মূল্যে)	**৬.২**	**৬.৬**	**৭.১**

স সংশোধিত।
উৎস ঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

১.১৪ জিডিপি'তে শিল্প খাতের অবদান শতকরা ১৫.৪ ভাগ। ম্যানুফ্যাকচারিং উপখাত (যা শিল্প খাতের প্রবৃদ্ধিতে ৭.৮ পার্সেন্টেজ পয়েন্ট অবদান রেখেছে)। বিশেষত বৃহৎ ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রবৃদ্ধির কারণে অর্থবছর ১৬-এ প্রবৃদ্ধি হার অর্থবছর ১৫-এর শতকরা ৯.৭ ভাগ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে শতকরা ১১.১ ভাগে দাঁড়ায়।

১.১৫ জিডিপি'তে সবচেয়ে বেশি অবদানকারী (জিডিপি'র শতকরা ৫৩.১ ভাগ) সেবা খাতের প্রবৃদ্ধি অর্থবছর ১৫-এর শতকরা ৫.৮ ভাগের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ১৬-এ শতকরা ৬.৩ ভাগে দাঁড়ায়। সেবা খাতের দু'টি প্রধান উপখাত–পাইকারি ও খুচরা বাণিজ্য, মোটরগাড়ি/মোটর সাইকেল মেরামত ও গৃহস্থালি সামগ্রী; এবং পরিবহন, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ- মূলত সেবা

খাতের সার্বিক প্রবৃদ্ধিতে অবদান (যথাক্রমে ১.৭ এবং ১.৩ পার্সেন্টেজ পয়েন্ট) রেখেছে। উপরন্তু, লোক প্রশাসন ও প্রতিরক্ষা এবং শিক্ষা উপখাতসমূহে উল্লেখযোগ্যভাবে যথাক্রমে শতকরা ১১.৪ এবং ১১.৭ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়াও, অর্থবছর ১৬-এ স্বাস্থ্য ও সামাজিক সেবা; হোটেল ও রেস্তোরাঁ; এবং রিয়েল এস্টেট, ভাড়া ও ব্যবসা কর্মকাণ্ড উপখাতসমূহের দ্রুততর বৃদ্ধি হয়েছে।

সঞ্চয় ও বিনিয়োগ

১.১৬ জিডিপি'র শতকরা অংশ হিসেবে বিনিয়োগ সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ধীর গতিতে বৃদ্ধি পেয়েছে। এটি অর্থবছর ১৫-এর শতকরা ২৮.৯ ভাগ থেকে সামান্য বৃদ্ধি পেয়ে শতকরা ২৯.৭ ভাগে দাঁড়ায় (চার্ট ১.১)। জিডিপি-তে বেসরকারি বিনিয়োগের অংশ অর্থবছর ১৫-এর শতকরা ২২.১ ভাগ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ১৬-এ শতকরা ২৩.০ ভাগে দাঁড়ায়। অপরদিকে, একই সময়ে জিডিপি-তে সরকারি বিনিয়োগের অংশ শতকরা ৬.৮ ভাগ থেকে খুব সামান্য হ্রাস পেয়ে শতকরা ৬.৭ ভাগে দাঁড়ায়।

১.১৭ জিডিপি'র শতকরা অংশ হিসেবে জাতীয় সঞ্চয় অর্থবছর ১৫-এর ২৯.০ ভাগ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ১৬-এ ৩০.৮ ভাগে উন্নীত হয়েছে। একই সময়ে জিডিপি'র শতকরা অংশ হিসেবে অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় অর্থবছর ১৫-এর ২২.২ ভাগ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ১৬-এ ২৫.০ ভাগে দাঁড়ায়। যেহেতু অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় বিনিয়োগের তুলনায় দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে সেহেতু জিডিপি'র শতকরা অংশ হিসেবে অভ্যন্তরীণ সঞ্চয়-বিনিয়োগের ব্যবধান অর্থবছর ১৫-এর শতকরা ৬.৭ ভাগ থেকে সঙ্কুচিত হয়ে অর্থবছর ১৬-এ শতকরা ৪.৭ ভাগে দাঁড়ায়।

মূল্য পরিস্থিতি

১.১৮ বাংলাদেশে গড় মূল্যস্ফীতি বিগত দু'বছর ধরে ধীরে ধীরে কমে আসছে। মূল্যস্ফীতি অর্থবছর ১৫ শেষের শতকরা ৭.৪ ভাগ থেকে ক্রমাগত হ্রাস পেয়ে অর্থবছর ১৬ শেষে শতকরা ৫.৯ ভাগে দাঁড়ায়। এ হ্রাসের কারণ মূলত খাদ্য মূল্যস্ফীতি হ্রাস, যার প্রভাব খাদ্য-বহির্ভূত মূল্যস্ফীতির বৃদ্ধিজনিত প্রভাবের তুলনায় অনেক বেশি। খাদ্য মূল্যস্ফীতি অর্থবছর ১৪ শেষের শতকরা ৮.৬ ভাগ থেকে ক্রমশ হ্রাস পেয়ে অর্থবছর ১৬ শেষে শতকরা ৪.৯ ভাগে দাঁড়ায়।

অপরদিকে, একই সময়ে খাদ্য-বহির্ভূত মূল্যস্ফীতি শতকরা ৫.৫ ভাগ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে শতকরা ৭.৫ ভাগে দাঁড়ায়।

চার্ট ১.১ অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় ও বিনিয়োগ

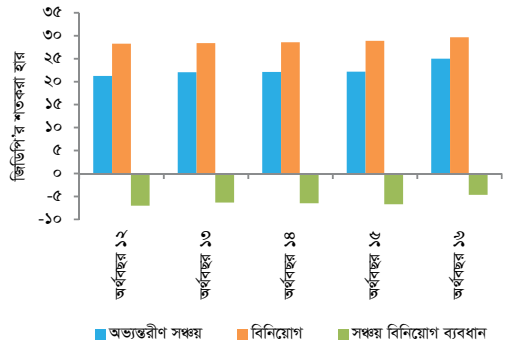

উৎস ঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

চার্ট ১.২ জাতীয় পর্যায়ে সিপিআই মূল্যস্ফীতি (১২ মাসের গড় ভিত্তিঃ অর্থবছর ৬=১০০)

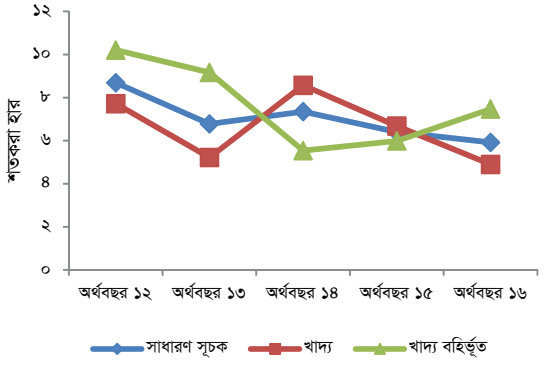

উৎস ঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

পক্ষান্তরে, মুখ্য মূল্যস্ফীতি, যা ভোক্তা মূল্যসূচক ঝুড়ির খাদ্য এবং জ্বালানি উপাদান বহির্ভূত, জুলাই ২০১৫-এর শতকরা ৬.৩ ভাগ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে জুন ২০১৬-এ শতকরা ৮.০ ভাগে দাঁড়ায়।

মুদ্রা ও ঋণ পরিস্থিতি

১.১৯ অর্থবছর ১৬-এ বাংলাদেশ ব্যাংক শতকরা ৭.০ ভাগ প্রকৃত জিডিপি'র প্রবৃদ্ধি এবং শতকরা ৬.২ ভাগ বার্ষিক গড় মূল্যস্ফীতি লক্ষ্যমাত্রার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ রেখে একটি সতর্ক কিন্তু অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং প্রবৃদ্ধিসহায়ক মুদ্রানীতি অনুসরণ করে। অর্থবছর ১৬-এর দ্বিতীয়ার্ধে বাংলাদেশ ব্যাংক নীতি হারসমূহ - রেপো ও রিভার্স রেপো হার ৫০ বেসিস পয়েন্ট কমিয়ে যথাক্রমে শতকরা ৬.৭৫ এবং ৪.৭৫ ভাগে নির্ধারণ করেছে।

১.২০ ব্যাপক মুদ্রা (এম২) অর্থবছর ১৬-এ নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা শতকরা ১৫.০ ভাগ এবং অর্থবছর ১৫-এর প্রকৃত প্রবৃদ্ধি শতকরা ১২.৪ ভাগের বিপরীতে বৃদ্ধি পেয়ে শতকরা ১৬.৩ ভাগে দাঁড়ায়। ব্যাপক মুদ্রার উচ্চ প্রবৃদ্ধি মূলত নিট বৈদেশিক সম্পদের (NFA) প্রবৃদ্ধির দ্বারা প্রভাবিত। নিট বৈদেশিক সম্পদ অর্থবছর ১৬-এর নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা শতকরা ২১.৩ ভাগ এবং অর্থবছর ১৫-এর প্রকৃত প্রবৃদ্ধি শতকরা ১১.১ ভাগের বিপরীতে বৃদ্ধি পেয়ে শতকরা ২২.৮ ভাগে দাঁড়ায়।

১.২১ ব্যাংকিং খাত থেকে অভ্যন্তরীণ ঋণের প্রবৃদ্ধি অর্থবছর ১৬-এ শতকরা ১৪.৩ ভাগে দাঁড়ায়, যা এর নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা শতকরা ১৫.৫ ভাগ থেকে কম কিন্তু অর্থবছর ১৫-এর প্রকৃত প্রবৃদ্ধি শতকরা ১০.১ ভাগের তুলনায় বেশি। সরকারি খাতে ঋণের নিম্ন প্রবৃদ্ধির ফলে অভ্যন্তরীণ ঋণের প্রবৃদ্ধি নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় কম হয়েছে, যা প্রধানত জাতীয় সঞ্চয়পত্রের মাধ্যমে সরকারের অর্থসংস্থান এবং সরকারি মালিকানাধীন বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনের (বিপিসি) উচ্চ মুনাফার প্রতিফলন।

১.২২ অর্থবছর ১৬-এ বেসরকারি খাতে ঋণ শতকরা ১৬.৮ ভাগ বৃদ্ধি পায়, যা লক্ষ্যমাত্রা শতকরা ১৪.৮ ভাগ এবং অর্থবছর ১৫-এর প্রকৃত প্রবৃদ্ধি শতকরা ১৩.২ ভাগ থেকে বেশি। নিম্ন আগাম সুদ হার, বৈদেশিক অর্থায়ন সুবিধা, এবং রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবৃদ্ধি লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে বেশি অর্জনে অবদান রেখেছে। ফলে অর্থবছর ১৬ এ ব্যাংক ব্যবস্থায় নিট অভ্যন্তরীণ সম্পদের (NDA) প্রবৃদ্ধি লক্ষ্যমাত্রা শতকরা ১৬.২ ভাগ এবং অর্থবছর ১৫-এর প্রকৃত প্রবৃদ্ধি শতকরা ৯.৯ ভাগের বিপরীতে শতকরা ১৪.৩ ভাগে দাঁড়ায়।

১.২৩ রিজার্ভ মুদ্রা (RM) অর্থবছর ১৬-এর প্রাক্কলিত প্রবৃদ্ধি এবং অর্থবছর ১৫-এর প্রকৃত প্রবৃদ্ধি শতকরা ১৪.৩ ভাগের তুলনায় বেশি বৃদ্ধি পেয়ে শতকরা ৩০.১ ভাগে দাঁড়ায়, যা বৈদেশিক সম্পদের পুঞ্জীভূতকরণের প্রতিফলন ।

১.২৪ ব্যাংক আগাম ও আমানতের ওপর প্রদেয় সুদের ভারীত গড় হার উভয়ই অর্থবছর ১৫ শেষের যথাক্রমে শতকরা ১১.৬৭ ভাগ ও ৬.৮০ ভাগ থেকে হ্রাস পেয়ে অর্থবছর ১৬ শেষে শতকরা ১০.৩৯ ভাগ ও ৫.৫৪ ভাগে দাঁড়ায়। একই সময়ে এ দু'য়ের ব্যবধান (spread) সামান্য হ্রাস পেয়ে শতকরা ৪.৮৭ ভাগ থেকে শতকরা ৪.৮৫ ভাগে দাঁড়ায়। নিম্ন সুদে বৈদেশিক অর্থায়ন সুবিধা গ্রহণ, নীতি সুদ হার এবং তারল্য এ সুদহার বজায় রাখতে সহায়তা করেছে।

চার্ট ১.৩ আর্থিক সম্পদ

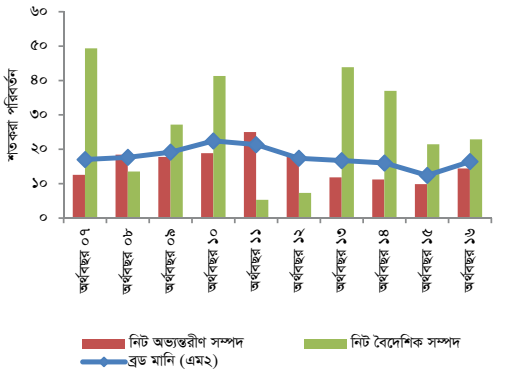

উৎসঃ মনিটারি পলিসি ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

চার্ট ১.৪ ব্যাপক মুদ্রার (এম২) উৎস

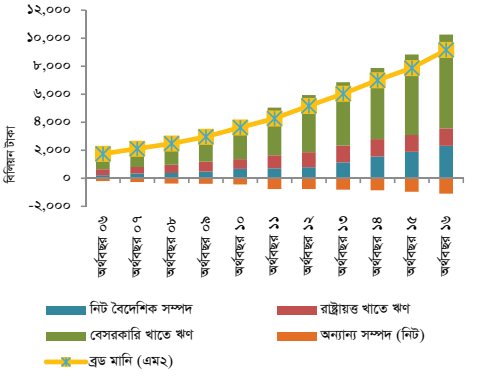

উৎসঃ মনিটারি পলিসি ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

সরকারি অর্থসংস্থান

১.২৫ সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং টেকসই প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকার একটি দূরদর্শী রাজস্বনীতি ভঙ্গি অনুসরণ করা অব্যাহত রেখেছে। সরকার রাজস্ব সংগ্রহ এবং ব্যয় ব্যবস্থাপনা দক্ষতর করার লক্ষ্যে ব্যাপক পরিসরে সংস্কার কার্যক্রম গ্রহণ করেছে।

১.২৬ অর্থবছর-১৬ এর সংশোধিত জাতীয় বাজেট অনুসারে, জিডিপি'র শতকরা অংশ হিসেবে সার্বিক বাজেট ঘাটতি (বৈদেশিক অনুদান ব্যতীত) অর্থবছর ১৫-এর ৩.৯ ভাগ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ১৬-এ ৫.০ ভাগে দাঁড়ায়। জিডিপি'র শতকরা অংশ হিসেবে সার্বিক বাজেট ঘাটতি

(বৈদেশিক অনুদানসহ) ৪.৭ ভাগ যা প্রধানত অভ্যন্তরীণ উৎস হতে অর্থায়ন করা হয়েছে, যার অবদান জিডিপি'র শতকরা অংশ হিসেবে অর্থবছর ১৫-এর ৩.৪ ভাগ হতে বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ১৬-এ ৩.৬ ভাগে দাঁড়ায়। ব্যাংক ব্যবস্থা হতে সরকারের অর্থায়ন জিডিপি'র শতকরা অংশ হিসেবে অর্থবছর ১৫-এর ০.০৩ ভাগ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ১৬-এ ১.৮ ভাগে দাঁড়ায়, পক্ষান্তরে একই সময়ে ব্যাংক বহির্ভূত উৎস হতে অর্থায়ন জিডিপি'র শতকরা অংশ হিসেবে ৩.৩ ভাগ হতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে হ্রাস পেয়ে ১.৮ ভাগে দাঁড়ায় (চার্ট ১.৫)।

১.২৭ অর্থবছর ১৬-এ প্রধানত উল্লেখযোগ্য পরিমাণে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অধীন কর আয়ের সম্প্রসারণের ফলে মোট রাজস্বের প্রবৃদ্ধি অর্থবছর ১৫-এর শতকরা ৪.০ ভাগ থেকে ব্যাপক বৃদ্ধি পেয়ে শতকরা ২১.৫ ভাগে দাঁড়ায়, যদিও এটি অর্থবছর ১৬-এর সংশোধিত বাজেটে ঘোষিত বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা থেকে কম। ফলস্বরূপ, রাজস্ব-জিডিপি অনুপাত একই সময়ে শতকরা ৯.৬ ভাগ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে শতকরা ১০.২ ভাগে দাঁড়ায়। অর্থবছর ১৬-এ মোট রাজস্ব আয় এবং অনুদান জিডিপি'র শতকরা অংশ হিসেবে অর্থবছর ১৫-এর ৯.৮ ভাগ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১০.৫ ভাগে দাঁড়ায়।

১.২৮ সরকারি ব্যয় অর্থবছর ১৫-এর জিডিপি'র শতকরা অংশ হিসেবে ১৩.৫ ভাগ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ১৬-এ ১৫.৩ ভাগে দাঁড়ায়। এটি অর্থবছর ১৫-এ শতকরা ৮.৬ ভাগের তুলনায় অর্থবছর ১৬-এ শতকরা ২৯.৫ ভাগ বৃদ্ধি পায়। অর্থবছর ১৬-এ চলতি ব্যয় জিডিপি'র শতকরা অংশ হিসেবে ৮.৭ ভাগে দাঁড়ায়, যা অর্থবছর ১৫-এ ৭.৯ ভাগ ছিল।

বৈদেশিক খাত

১.২৯ সাম্প্রতিক বছরগুলোতে আমদানির তুলনায় রপ্তানি দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে। অর্থবছর ১৬-এ রপ্তানি আয় অর্থবছর ১৫-এর ৩০৬৯৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৩৩৪৪১ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়। একই সময়ে, মোট আমদানি ব্যয় ৩৭৬৬২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৩৯৭১৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়। আমদানির তুলনায় রপ্তানি বেশি বৃদ্ধি পাওয়ায় বাণিজ্য ঘাটতি একই সময়ে ৬৯৬৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে হ্রাস পেয়ে ৬২৭৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়। প্রাথমিক আয় ও মাধ্যমিক (secondary) আয়সহ সেবা এবং আয়

চার্ট ১.৫ রাজস্ব আয়, রাজস্ব ব্যয় এবং সার্বিক বাজেট ঘাটতি

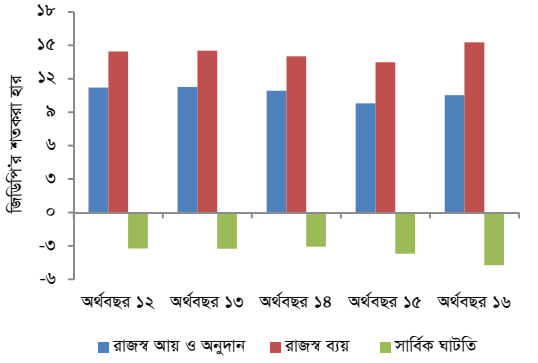

উৎসঃ অর্থ মন্ত্রণালয়।

চার্ট ১.৬ বাজেট ঘাটতি অর্থায়ন

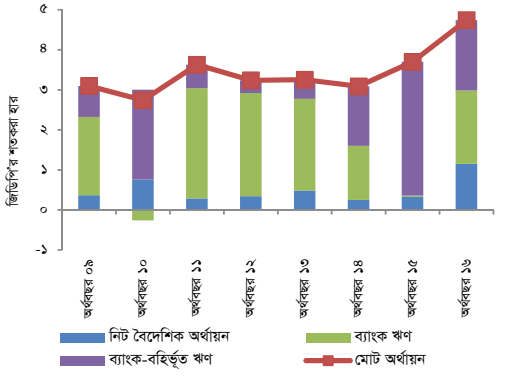

উৎসঃ অর্থ মন্ত্রণালয়।

হিসাবে ৯৯৮০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার উদ্বৃত্ত হয়। অর্থবছর ১৬-এ চলতি হিসাব ভারসাম্যের উদ্বৃত্ত অর্থবছর ১৫-এর ২৮৭৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৩৭০৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়। অর্থবছর ১৬-এ মূলধনী ও আর্থিক হিসাবের উদ্বৃত্ত অর্থবছর ১৫-এর ২৪২১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে হ্রাস পেয়ে ২০৮৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়। সার্বিক লেনদেন ভারসাম্যে অর্থবছর ১৬-এ ৫০৩৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার উদ্বৃত্ত দাঁড়ায়, যা অর্থবছর ১৫-এ ছিল ৪৩৭৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। মোট বৈদেশিক মুদ্রা মজুদের পরিমাণ অর্থবছর ১৬ শেষে ৩০১৬৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়, যা আট মাসের সম্ভাব্য আমদানি ব্যয় মেটানোর সক্ষমতা জ্ঞাপন করে।

১.৩০ অর্থবছর ১৬-এ রপ্তানি আয়ের প্রবৃদ্ধিতে উন্নতি ঘটে, যা অর্থবছর ১৫-এর শতকরা ৩.১ ভাগ থেকে শতকরা ৮.৯ ভাগে দাঁড়ায়, যদিও একই সময়ে জিডিপি'র শতকরা অংশ হিসেবে ১৫.৭ ভাগ থেকে সামান্য হ্রাস পেয়ে ১৫.১ ভাগে দাঁড়ায়। শিল্পখাত পণ্যসমূহ এরূপ উচ্চ প্রবৃদ্ধির প্রধান চালিকা। রপ্তানির প্রধান খাতসমূহের মধ্যে ওভেন পোশাক পরিচ্ছদ ও নিটওয়্যার (যার অবদান মোট রপ্তানির শতকরা ৮৪.৯ ভাগ), পেট্রোলিয়াম উপজাত, কাঁচা পাট, প্রকৌশল পণ্য, শাকসবজি এবং পাদুকা অর্থবছর ১৬-এ সার্বিক রপ্তানির প্রবৃদ্ধিতে সহায়তা করেছে, পক্ষান্তরে চিংড়ি, তামাক, ফলমূল, কাঁটা ফুল, মাছ এবং গৃহস্থালি বস্ত্র রপ্তানির এ গতিকে মন্থর করেছে।

১.৩১ অর্থবছর ১৬-এ জিডিপি'র শতকরা অংশ হিসেবে আমদানি ব্যয় তৃতীয়বারের মতো হ্রাস পেয়ে অর্থবছর ১৫-এর ১৯.৩ ভাগ থেকে ১৭.৯ ভাগে দাঁড়ায়। অর্থবছর ১৬-এ আমদানি প্রবৃদ্ধির হার অর্থবছর ১৫-এর শতকরা ৩.০ ভাগের তুলনায় শতকরা ৫.৫ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে। অর্থবছর ১৬-এ ভোজ্য তেল, তন্তু এবং তন্তুজাত সামগ্রী, তেলবীজ, পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্য, ঔষধ সামগ্রী, রাসায়নিক দ্রব্য, সুতা, স্ট্যাপল ফাইবার, অপরিশোধিত পেট্রোলিয়াম এবং মূলধনী যন্ত্রপাতির আমদানি ব্যয় অর্থবছর ১৫-এর তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে, অন্যদিকে খাদ্যশস্য (চাল এবং গম), সার, চিনি, প্লাস্টিক ও রাবারজাত সামগ্রী, ক্লিংকার, দুধ ও দুধজাত দ্রব্য, কাঁচা তুলা, এবং লৌহ, ইস্পাত ও অন্যান্য ধাতুর আমদানি ব্যয় একই সময়ে হ্রাস পেয়েছে।

১.৩২ প্রবাসীদের প্রেরিত রেমিট্যান্স প্রবাহ অর্থবছর ১৫-এর শতকরা ৭.৫ ভাগ ধনাত্মক প্রবৃদ্ধির তুলনায় অর্থবছর ১৬-এ শতকরা ৩.০ ভাগ হ্রাস পেয়েছে।

১.৩৩ বাংলাদেশ ব্যাংক বিনিময় হারে বড় ধরনের দৈনিক ওঠানামা প্রশমনের লক্ষ্যে নিয়ন্ত্রিত ভাসমান বিনিময় হার ব্যবস্থা অনুসরণ করে। এ নীতি বিনিময় হারের আপেক্ষিক স্থিতিশীলতায় অবদান রেখেছে। অর্থবছর ১৬ শেষে ডলারের বিপরীতে টাকার শতকরা ০.৭৭ ভাগ সামান্য অবচিতি (depreciation) ঘটে। বিনিময় হার জুন ২০১৫ শেষে ডলারের বিপরীতে ৭৭.৮০ টাকা হতে জুন ২০১৬ শেষে ৭৮.৪০ টাকায় দাঁড়ায়। ১০টি দেশের মুদ্রা ঝুড়ি হিসেবে নির্ণীত টাকার নামিক কার্যকর বিনিময় হারের (nominal effective exchange rate) ক্ষেত্রে (ভিত্তিঃ অর্থবছর ১১=১০০) অর্থবছর ১৬-এ শতকরা ১.৯৫ ভাগ উপচিতি (appreciation) ঘটে। অর্থবছর ১৬-এ প্রকৃত কার্যকর বিনিময় হারেও (real effective exchange rate) শতকরা ৫.৭৬ ভাগ উপচিতি (appreciation) ঘটে।

চার্ট ১.৭ লেনদেন ভারসাম্য

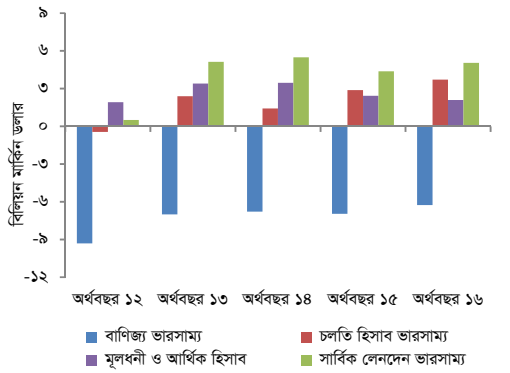

উৎসঃ পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

চার্ট ১.৮ রপ্তানি ও আমদানি প্রবৃদ্ধি

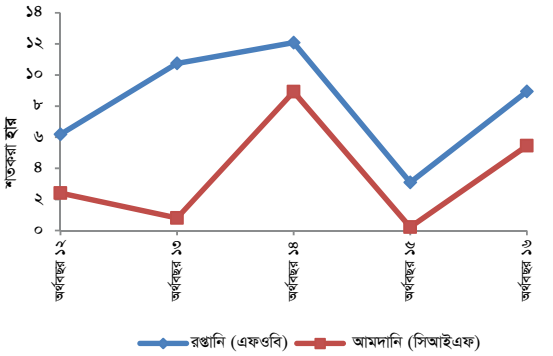

উৎসঃ পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

১.৩৪ বাংলাদেশের বৈদেশিক ঋণের স্থিতি অর্থবছর ১৫ শেষের ২৩৯০১.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ১৬ শেষে ২৫৯৬২.৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়। তবে, জিডিপি'র শতকরা অংশ হিসেবে বৈদেশিক ঋণের স্থিতি একই সময়ে ১২.৩ ভাগ থেকে হ্রাস পেয়ে ১১.৭ ভাগে দাঁড়ায়।

বাংলাদেশের অর্থনীতির স্বল্প ও মধ্যমেয়াদি সম্ভাবনা

১.৩৫ উচ্চ অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বিনিয়োগ, প্রাণবন্ত বাণিজ্য, মূলধনের অন্তঃপ্রবাহ এবং অনুকূল মূল্যস্ফীতির সহায়তায় স্বল্প ও মধ্যমেয়াদে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবস্থা ইতিবাচক থাকবে।

১.৩৬ বিশ্ব অর্থনীতির সম্ভাবনা এখনো মন্থর রয়েছে এবং প্রবৃদ্ধি নিম্নমুখী সংশোধন করা হয়েছে, বিশেষত উন্নত অর্থনীতির দেশগুলোর জন্য (WEO, অক্টোবর ২০১৬)। বাংলাদেশের সামষ্টিক অর্থনৈতিক সূচকগুলোর অধিকাংশই ভালোভাবেই কাজ করছে এবং অভ্যন্তরীণ চাহিদা প্রাণবন্ত রয়েছে। সাম্প্রতিক মাসগুলোতে, বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জুলাই ২০১৬ এর সন্ত্রাসী হামলার পরবর্তীতে গৃহীত তৎপর ব্যবস্থা গ্রহণ বিনিয়োগকারীদের আস্থা ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করেছে। তাসত্ত্বেও, মাঝারি বৈশ্বিক প্রবৃদ্ধির ফলে দুর্বলতর বাহ্যিক চাহিদা থেকে সৃষ্ট যে কোনো বিপর্যয় নিবিড়ভাবে পরিবীক্ষণ প্রয়োজন।

১.৩৭ ২০১৫ সনে বাংলাদেশ নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হয়েছে এবং ২০৩০ সালের মধ্যে অথবা এর পূর্বে বাংলাদেশ একটি উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হওয়ার প্রত্যাশা করছে। অবকাঠামোগত সমস্যাসমূহ সহজীকরণ এবং ব্যবসার পরিবেশ উন্নয়নে সরকারের দৃষ্টিপাত সম্ভাব্য প্রবৃদ্ধি এবং মধ্যমেয়াদি প্রবৃদ্ধির অর্জনের ক্ষেত্রে সহায়তা করবে। সরকারের দূরদর্শী রাজস্বনীতি, এবং সে সাথে বাংলাদেশ ব্যাংকের মুদ্রানীতি এবং কার্যকর তত্ত্বাবধান সামষ্টিক-আর্থিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে সহায়তা করবে বলে প্রত্যাশা করা যায়।

১.৩৮ বাংলাদেশ সরকার এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের বাস্তবমুখী নীতি সহায়তার ফলে একটি ভারসাম্য সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিবেশসহ নিম্ন ও স্থিতিশীল মূল্যস্ফীতি বাংলাদেশকে টেকসই অর্থায়নের আদর্শ মডেল হিসেবে বিবেচিত হতে সাহায্য করেছে। এক্ষেত্রে, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ ব্যাংক বিমুখ, ব্যাংকিং সেবাহীন ও নিম্ন ব্যাংকিং সেবাভুক্ত লোকদের, বিশেষত মহিলাদের ক্ষুদ্র, ছোট এবং মাঝারি প্রতিষ্ঠানভিত্তিক (এমএসএমই'স) উৎপাদন উদ্যোগ এবং পরিবেশবান্ধব প্রকল্পসমূহে বাংলাদেশ ব্যাংকের কম খরচে প্রদত্ত পুনঃঅর্থায়ন খাত থেকে ঋণ প্রদান করে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। এ সকল নীতিসমূহ অর্থায়ন এবং প্রবৃদ্ধিকে আরো টেকসই করবে।

১.৩৯ অর্থবছর ১৭-এর জন্য বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি শতকরা ১৬.৫ ভাগ এবং সরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি শতকরা ১৫.৯ ভাগসহ অভ্যন্তরীণ ঋণের প্রবৃদ্ধি শতকরা ১৬.৪ ভাগ (বছর থেকে বছর) প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। অর্থবছর ১৭-এ শতকরা ৮.৫ ভাগ আমদানি প্রবৃদ্ধি, শতকরা ৮.৫ ভাগ রপ্তানি প্রবৃদ্ধি এবং শতকরা ১০ ভাগ রেমিট্যান্সের প্রবৃদ্ধি প্রত্যাশা করা হয়েছে। বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ অর্থবছর ১৬-এর ৩০.১৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে ৩৩.০৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বা তার থেকে বেশি হবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে।

চার্ট ১.৯ নিয়ার, রিয়ার এবং টাকা-ডলার বিনিময় হার

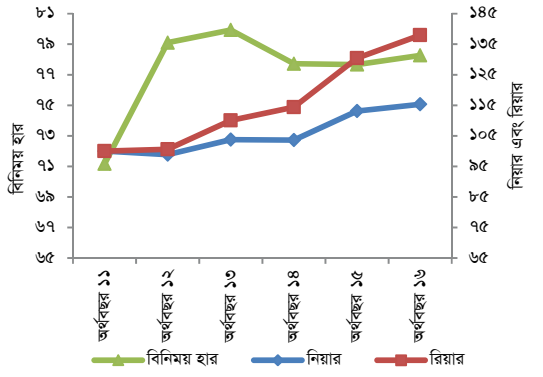

উৎসঃ মনিটারি পলিসি ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

চার্ট ১.১০ নিয়ার, রিয়ার এবং টাকা-ডলার বিনিময় হারের সাম্প্রতিক গতিধারা (ভিত্তিঃ অর্থবছর ১১=১০০, ১০ মুদ্রা ঝুড়ি)

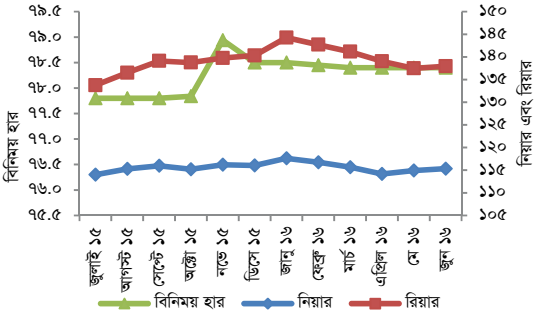

উৎসঃ মনিটারি পলিসি ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

১.৪০ সামষ্টিক দিক থেকে, স্বল্প ও মধ্যমেয়াদে অভ্যন্তরীণ চাহিদার প্রবৃদ্ধি জোরালো থাকবে বলে প্রত্যাশা করা হয়েছে, যা জনমিতি, বিনিয়োগ এবং উন্নত অবকাঠামো ও ব্যবসা-বাণিজ্যের কম খরচের প্রতিফলন। উপরন্তু, অনুকূল আর্থিক অবস্থা প্রবৃদ্ধিকে সহায়তা করবে, কিন্তু দুর্বল বৈশ্বিক চাহিদার প্রভাব নিবিড়ভাবে পরিবীক্ষণ করতে হবে।

দেশজ প্রকৃত অর্থনীতি

২.১ এক দশকের বেশি সময় ধরে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে গড়ে শতকরা ৬.০ ভাগের অধিক স্থিতিশীল ও উচ্চ প্রবৃদ্ধি বজায় রয়েছে। অর্থবছর ১৬-এ শতকরা ৭.০ ভাগের বেশি প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে যা গত এক দশকের মধ্যে বেশি এবং সমগোত্রীয় এশীয় দেশগুলোর প্রবৃদ্ধির চেয়ে অধিক। ফলে, এশিয়ার মধ্যে বাংলাদেশ তৃতীয় সর্বোচ্চ প্রবৃদ্ধির দেশ হিসেবে পরিগণিত হয়েছে।

২.২ অভ্যন্তরীণ এবং বৈদেশিক উভয় চাহিদার কারণে জিডিপি'র প্রবৃদ্ধির গতি বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ১৫-এর শতকরা ৬.৬ ভাগ থেকে অর্থবছর ১৬-এ শতকরা ৭.১ ভাগে দাঁড়ায় (সারণী ২.১)। যোগানের দিক থেকে জিডিপি'র এ প্রবৃদ্ধিতে শিল্প এবং সেবা খাতের অবদান রয়েছে।

২.৩ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) এর হিসাব অনুযায়ী অর্থবছর ১৬-এ চলতি বাজার মূল্যে পরিমাপকৃত বাংলাদেশের জিডিপি ১৭৩২৮.৬ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়, যা গত অর্থবছরের তুলনায় শতকরা ১৪.৩ ভাগ বেশি (সারণী ২.১)। অর্থবছর ১৬-এ মাথাপিছু প্রকৃত জিডিপি এবং মোট জাতীয় আয় যথাক্রমে ৫৫২৫৯ এবং ৫৮৪৪২ টাকায় দাঁড়ায়। নামিক মাথাপিছু জিডিপি'র প্রবৃদ্ধি এবং প্রকৃত মাথাপিছু জিডিপি'র প্রবৃদ্ধি উভয়ই গত অর্থবছরের তুলনায় বেশি (চার্ট ২.১)।

২.৪ খাতের ভিত্তিতে শিল্প, সেবা এবং কৃষি খাতগুলোর প্রবৃদ্ধি যথাক্রমে শতকরা ১১.১, ৬.৩ এবং ২.৮ ভাগে দাঁড়ায় (চার্ট ২.২)। জিডিপি'র সামগ্রিক প্রবৃদ্ধির কাঠামোতে শিল্প খাতের অবদান সবচেয়ে বেশি (৩.৪ পার্সেন্টেজ পয়েন্টস্)। এরপর সেবা ও কৃষি খাতের অবদান ছিল যথাক্রমে ৩.৩ এবং ০.৪ পার্সেন্টেজ পয়েন্ট।

কৃষি খাত

২.৫ শস্য ও শাকসবজি উপ-খাতের নিম্ন প্রবৃদ্ধি (শতকরা ০.৯ ভাগ) কৃষি খাতের প্রবৃদ্ধির গতিকে মন্থর করেছে। এর ফলে, জিডিপি'তে এ খাতের অবদান অর্থবছর ১৫-এর শতকরা ১৬.০ ভাগ থেকে হ্রাস পেয়ে অর্থবছর ১৬-এ শতকরা ১৫.৪ ভাগে দাঁড়ায়।

সারণী ২.১ জিডিপি'র খাতওয়ারি প্রবৃদ্ধি

(অর্থবছর ০৬'র স্থির মূল্যে শতকরা হার)

	অর্থবছর ১৩	অর্থবছর ১৪	অর্থবছর ১৫[স]	অর্থবছর ১৬
১। কৃষি	**২.৫**	**৪.৪**	**৩.৩**	**২.৮**
ক) কৃষি ও বনজ	১.৫	৩.৮	২.৫	১.৮
১) শস্য ও শাক-সবজি	০.৬	৩.৮	১.৮	০.৯
২) পশু সম্পদ	২.৭	২.৮	৩.১	৩.২
৩) বনজ সম্পদ	৫.০	৫.০	৫.১	৫.১
খ) মৎস্য সম্পদ	৬.২	৬.৪	৬.৪	৬.১
২। শিল্প	**৯.৬**	**৮.২**	**৯.৭**	**১১.১**
ক) খনিজ ও খনন	৯.৪	৪.৭	৯.৬	১২.৮
খ) ম্যানুফ্যাকচারিং	১০.৩	৮.৮	১০.৩	১১.৭
১) বৃহৎ ও মাঝারি	১০.৭	৯.৩	১০.৭	১২.৩
২) ক্ষুদ্র	৮.৮	৬.৩	৮.৫	৯.১
গ) বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি সরবরাহ	৯.০	৪.৫	৬.২	১৩.৩
ঘ) নির্মাণ	৮.০	৮.১	৮.৬	৮.৬
৩। সেবা	**৫.৫**	**৫.৬**	**৫.৮**	**৬.৩**
ক) পাইকারি ও খুচরা বাণিজ্য, মোটরগাড়ি/ মোটরসাইকেল মেরামত, গৃহস্থালি সামগ্রী	৬.২	৬.৭	৬.৪	৬.৫
খ) হোটেল ও রেস্তোরাঁ	৬.৫	৬.৭	৬.৮	৭.০
গ) পরিবহন, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ	৬.৩	৬.১	৬.০	৬.১
ঘ) আর্থিক মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠান	৯.১	৭.৩	৭.৮	৭.৭
১) মনিটারি প্রতিষ্ঠান (ব্যাংক)	১০.৯	৮.৩	৮.৫	৮.৯
২) বীমা	০.৬	১.৬	৪.০	০.৫
৩) অন্যান্য	৩.১	৩.৬	৪.৭	৪.৫
ঙ) রিয়েল এস্টেট, ভাড়া ও ব্যবসা কর্মকাণ্ড	৪.০	৪.৩	৪.৪	৪.৫
চ) লোক প্রশাসন ও প্রতিরক্ষা	৬.৫	৬.৯	৯.৮	১১.৪
ছ) শিক্ষা	৬.৩	৭.৩	৮.০	১১.৭
জ) স্বাস্থ্য ও সামাজিক সেবা	৪.৮	৫.১	৫.২	৭.৫
ঝ) কমিউনিটি, সামাজিক ও ব্যক্তিগত সেবা	৩.৩	৩.৩	৩.৩	৩.৩
মোট মূল্য সংযোজন স্থির মূল্যে	**৬.১**	**৬.২**	**৬.৫**	**৭.২**
জিডিপি (অর্থবছর ০৬'র স্থির বাজার মূল্যে)	**৬.০**	**৬.১**	**৬.৬**	**৭.১**

[স] সংশোধিত।
উৎস ঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

২.৬ বনজ সম্পদ উপ-খাতের প্রবৃদ্ধি অর্থবছর ১৬-এ শতকরা ৫.১ ভাগে অপরিবর্তিত রয়েছে। পশু সম্পদ এবং মৎস্য সম্পদ উপ-খাতে অর্থবছর ১৬-এ যথাক্রমে শতকরা ৩.২ এবং ৬.১ ভাগ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে।

২.৭ অর্থবছর ১৬-এ সামগ্রিক খাদ্যশস্য উৎপাদন (আউশ, আমন ও বোরো ধান এবং গম) শতকরা ০.৫ ভাগ হ্রাস পেয়ে ৩৫.৮৮ মিলিয়ন মেট্রিক টনে দাঁড়িয়েছে। অপেক্ষাকৃত অপ্রধান ফসল আউশের উৎপাদন অর্থবছর ১৫-এর ২.৩৩ মিলিয়ন মেট্রিক টন থেকে হ্রাস পেয়ে অর্থবছর

১৬-এ ২.১৭ মিলিয়ন মেট্রিক টনে দাঁড়িয়েছে। দ্বিতীয় প্রধান ফসল আমনের উৎপাদন অর্থবছর ১৬-এ সামান্য বৃদ্ধি পেয়ে ১৩.৪৮ মিলিয়ন মেট্রিক টন দাঁড়িয়েছে। অর্থবছর ১৬-এ বছরের সবচেয়ে প্রধান ফসল বোরো ১৮.৮৮ মিলিয়ন মেট্রিক টন উৎপাদিত হয়েছে।

শিল্প খাত

২.৮ অর্থবছর ১৬-এ বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি সরবরাহ এবং খনিজ ও খনন উপ-খাতগুলোর প্রবৃদ্ধির ফলে শিল্পখাতে শতকরা ১১.১ ভাগ জোরালো প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়। আলোচ্য অর্থবছরে খনিজ ও খনন উপ-খাতের প্রবৃদ্ধির গতি বৃদ্ধি পেয়ে শতকরা ১২.৮ ভাগে উপনীত হয় এবং বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি সরবরাহ উপ-খাতের প্রবৃদ্ধিও বৃদ্ধি পেয়ে শতকরা ১৩.৩ ভাগে দাঁড়ায়।

২.৯ আলোচ্য অর্থবছরে ম্যানুফ্যাকচারিং উপ-খাতের প্রবৃদ্ধি বেড়ে শতকরা ১১.৭ ভাগে দাঁড়ায়। ম্যানুফ্যাকচারিং উপ-খাতের উচ্চতর প্রবৃদ্ধিতে বৃহৎ ও মাঝারি ম্যানুফ্যাকচারিং উপ-খাতের উচ্চ প্রবৃদ্ধিই (শতকরা ১২.৩ ভাগ) প্রতিফলিত হয়েছে। একইভাবে, ক্ষুদ্র ম্যানুফ্যাকচারিং উপ-খাতে অর্থবছর ১৫-এর শতকরা ৮.৫ ভাগ প্রবৃদ্ধির তুলনায় অর্থবছর ১৬-এ শতকরা ৯.১ ভাগ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে।

২.১০ অর্থবছর ১৬-এ সার্বিক ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে বৃহৎ ও মাঝারি ম্যানুফ্যাকচারিং এবং ক্ষুদ্র ম্যানুফ্যাকচারিং উপ-খাতের অংশ ছিল যথাক্রমে শতকরা ৮২.৭ এবং ১৭.৩ ভাগ। শিল্প উৎপাদনের কোয়ান্টাম সূচকে (QIP) অর্থবছর ১৬-এ শতকরা ১৩.৫ ভাগ প্রবৃদ্ধি ঘটে যা গত অর্থবছরের তুলনায় বেশি (পরিশিষ্ট-৩, সারণী-৮)। অর্থবছর ১৬-এ মোটরযান, ট্রেইলরস্ এবং সেমি ট্রেইলরস্ এবং অন্যান্য যানবাহন সরঞ্জাম দ্রব্যের উৎপাদনে উল্লেখযোগ্য (শতকরা ৮৫.৪৪ এবং ৭৪.১৮ ভাগ) পরিমাণে প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে। অর্থবছর ১৫– এর তুলনায় অর্থবছর ১৬-এ কম্পিউটার, ইলেক্ট্রনিক্স এবং অপটিক্যাল দ্রব্যাদি, অন্যান্য নন মেটালিক খনিজ দ্রব্য, মেশিনারি ও ইক্যুইপমেন্ট (এন.ই.সি), ইলেক্ট্রনিক সরঞ্জাম, রাসায়নিক এবং রসায়নজাত দ্রব্যাদি, পানীয়, খাদ্যদ্রব্য, এবং রাবার ও প্লাস্টিক দ্রব্যাদি উৎপাদনে বেশি প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে। উপরন্তু, চামড়া ও চামড়াজাত

চার্ট ২.১ বাংলাদেশের প্রকৃত জিডিপি'র প্রবৃদ্ধি

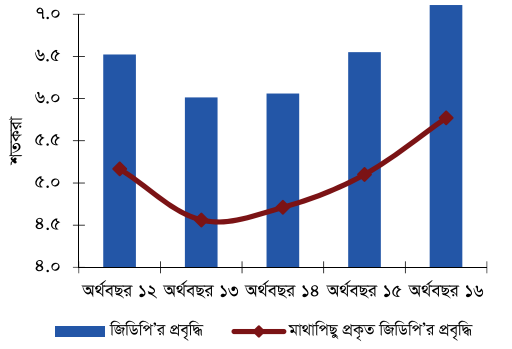

উৎস ঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

চার্ট ২.২ বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার

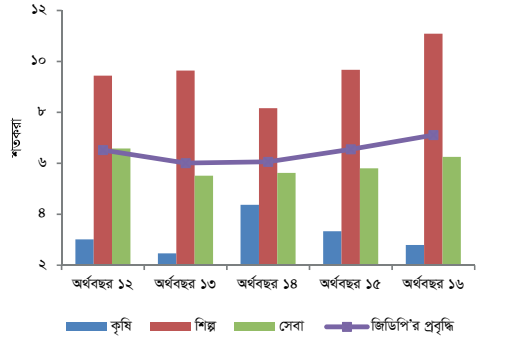

উৎস ঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

দ্রব্য, তামাক ও কোক এবং পরিশোধিত পেট্রোলিয়াম দ্রব্যের উৎপাদন ব্যতীত অন্যান্য প্রধান শিল্প দ্রব্যের উৎপাদনও বৃদ্ধি পেয়েছে। তৈরি পোশাক ও নীটওয়্যার - দেশের প্রধান দু'টি রপ্তানি পণ্যের প্রবৃদ্ধি অর্থবছর ১৫-এর শতকরা ৪.১ ভাগ প্রবৃদ্ধির তুলনায় অর্থবছর ১৬-এ শতকরা ১০.২ ভাগ জোরালো প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে।

সেবা খাত

২.১১ অর্থবছর ১৬-এ সেবা খাতের প্রবৃদ্ধি (performance) আরো বৃদ্ধি পেয়ে শতকরা ৬.৩ ভাগে দাঁড়ায়। এ খাতের প্রবৃদ্ধি ব্যাপক ভিত্তিক এবং লোক প্রশাসন ও প্রতিরক্ষা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সামাজিক সেবা এবং পরিবহন, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ উপ-খাতগুলোয় পরিব্যাপ্ত ছিল। সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরকে নতুন বেতন কাঠামো প্রদানের কারণে লোক প্রশাসন ও প্রতিরক্ষা উপ-

খাতে উল্লেখযোগ্য প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে। অর্থবছর ১৬-এ শিক্ষা উপ-খাতে শতকরা ১১.৭ ভাগ উচ্চতর প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়। পরিবহন, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ উপ-খাতের প্রবৃদ্ধি অর্থবছর ১৬-এ শতকরা ৬.১ ভাগে দাঁড়িয়েছে। পাইকারি ও খুচরা বাণিজ্য, মোটরগাড়ি/মোটরসাইকেল মেরামত, গৃহস্থালি সামগ্রী, হোটেল ও রেস্তোরাঁ এবং রিয়েল এস্টেট, ভাড়া ও ব্যবসা কর্মকাণ্ড উপ-খাতগুলো অর্থবছর ১৫-এর যথাক্রমে শতকরা ৬.৪, ৬.৮ এবং ৪.৪ ভাগ প্রবৃদ্ধির তুলনায় সামান্য বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ১৬-এ যথাক্রমে শতকরা ৬.৫, ৭.০ এবং ৪.৫ ভাগে দাঁড়িয়েছে। স্বাস্থ্য ও সামাজিক সেবা উপ-খাতের প্রবৃদ্ধি অর্থবছর ১৫-এর শতকরা ৫.২ ভাগের তুলনায় অধিকতর বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ১৬-এ শতকরা ৭.৫ ভাগে দাঁড়িয়েছে (সারণী ২.১)।

জিডিপি'র খাত ভিত্তিক কাঠামো

২.১২ ক্রমাগত পরিবর্তনশীল অর্থনৈতিক অবস্থার প্রেক্ষিতে জিডিপি'র কাঠামোতে বিভিন্ন খাতের অংশ পরিবর্তিত হয়ে বাংলাদেশের অর্থনীতি শিল্প খাতের দিকে ধাবিত হচ্ছে এবং কৃষি খাত থেকে সরে যাচ্ছে। জিডিপি'র কাঠামোতে বিভিন্ন খাতের অংশের পরিবর্তনের এ ধারা অন্য দেশগুলোতেও পরিলক্ষিত হয়। অর্থবছর ১৬-এ জিডিপি'তে ম্যানুফ্যাকচারিং উপ-খাতের অংশ শতকরা ০.৮ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে শতকরা ২১.০ ভাগে দাঁড়ায়। এর ফলে জিডিপি'তে শিল্প খাতের অংশও বৃদ্ধি পেয়ে শতকরা ৩১.৫ ভাগে উপনীত হয়।

২.১৩ অন্যদিকে, অর্থবছর ১৬-এ জিডিপি'তে সেবা খাতের অংশ পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় সামান্য হ্রাস পেয়ে শতকরা ৫৩.১ ভাগে দাঁড়ায়। যাহোক, জিডিপি'তে লোক প্রশাসন ও প্রতিরক্ষা এবং শিক্ষা উপখাতের অংশ বৃদ্ধি পেলেও রিয়েল এস্টেট, ভাড়া ও ব্যবসা কর্মকাণ্ড, কমিউনিটি, সামাজিক ও ব্যক্তিগত সেবা উপখাতের অংশ হ্রাস পায় (সারণী ২.২)।

২.১৪ কৃষি খাতের প্রধান উপ-খাত শস্য ও শাকসবজি, যা এ খাতে শতকরা ৫৪.৪ ভাগ অবদান রাখছে, জিডিপিতে এ উপ-খাতের অংশ অর্থবছর ১৫-এর শতকরা ৮.৯ ভাগ থেকে হ্রাস পেয়ে অর্থবছর ১৬-এ শতকরা ৮.৪ ভাগে দাঁড়ায়।

সারণী ২.২ জিডিপি'র খাতওয়ারি অবদান

(অর্থবছর ০৬'র স্থির উৎপাদক মূল্যে (Producer prices) শতকরা অংশ)

	অর্থবছর ১৩	অর্থবছর ১৪	অর্থবছর ১৫[স]	অর্থবছর ১৬
১। কৃষি	**১৬.৮**	**১৬.৫**	**১৬.০**	**১৫.৪**
ক) কৃষি ও বনজ	১৩.১	১২.৮	১২.৩	১১.৭
১) শস্য ও শাক-সবজি	৯.৫	৯.৩	৮.৯	৮.৪
২) পশু সম্পদ	১.৮	১.৮	১.৭	১.৭
৩) বনজ সম্পদ	১.৮	১.৭	১.৭	১.৭
খ) মৎস্য সম্পদ	৩.৭	৩.৭	৩.৭	৩.৭
২। শিল্প	**২৯.০**	**২৯.৬**	**৩০.৪**	**৩১.৫**
ক) খনিজ ও খনন	১.৭	১.৬	১.৭	১.৮
খ) ম্যানুফ্যাকচারিং	১৯.০	১৯.৫	২০.২	২১.০
১) বৃহৎ ও মাঝারি	১৫.৫	১৬.০	১৬.৬	১৭.৪
২) ক্ষুদ্র	৩.৫	৩.৫	৩.৬	৩.৬
গ) বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি সরবরাহ	১.৫	১.৪	১.৪	১.৫
ঘ) নির্মাণ	৬.৯	৭.০	৭.২	৭.৩
৩। সেবা	**৫৪.২**	**৫৪.০**	**৫৩.৬**	**৫৩.১**
ক) পাইকারি ও খুচরা বাণিজ্য, মোটরগাড়ি/ মোটরসাইকেল মেরামত, গৃহস্থালি সামগ্রী	১৪.০	১৪.১	১৪.১	১৪.০
খ) হোটেল ও রেস্তোরাঁ	০.৮	০.৮	০.৮	০.৮
গ) পরিবহন, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ	১১.৫	১১.৫	১১.৪	১১.৩
ঘ) আর্থিক মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠান	৩.৩	৩.৩	৩.৪	৩.৪
১) মনিটারি প্রতিষ্ঠান (ব্যাংক)	২.৭	২.৮	২.৮	২.৯
২) বীমা	০.৪	০.৪	০.৪	০.৩
৩) অন্যান্য	০.২	০.২	০.২	০.২
ঙ) রিয়েল এস্টেট, ভাড়া ও ব্যবসা কর্মকাণ্ড	৭.১	৭.০	৬.৮	৬.৬
চ) লোক প্রশাসন ও প্রতিরক্ষা	৩.৪	৩.৪	৩.৫	৩.৬
ছ) শিক্ষা	২.২	২.৩	২.৩	২.৪
জ) স্বাস্থ্য ও সামাজিক সেবা	১.৯	১.৯	১.৮	১.৮
ঝ) কমিউনিটি, সামাজিক ও ব্যক্তিগত সেবা	১০.১	৯.৮	৯.৫	৯.২
মোট মূল্য সংযোজন স্থির মূল্যে	**১০০.০**	**১০০.০**	**১০০.০**	**১০০.০**

[স] সংশোধিত।
উৎস ঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

সারণী ২.৩ ব্যয় ভিত্তিক মোট দেশজ উৎপাদন

(চলতি বাজার মূল্যেঃ বিলিয়ন টাকা)

	অর্থবছর ১৩	অর্থবছর ১৪	অর্থবছর ১৫[স]	অর্থবছর ১৬
অভ্যন্তরীণ চাহিদা	১২৭৫১.০	১৪৩০৮.৫	১৬১৭৭.৯	১৮১৩৮.৭
ভোগ	৯৩৪৭.৩	১০৪৬৮.৬	১১৭৯৯.২	১৩০০০.৩
বেসরকারি	৮৭৩৩.৯	৯৭৫১.৪	১০৯৮০.০	১১৯৭৯.৩
সরকারি	৬১৩.৪	৭১৭.২	৮১৯.২	১০২১.১
বিনিয়োগ	৩৪০৩.৭	৩৮৩৯.৯	৪৩৭৮.৬	৫১৩৮.৪
বেসরকারি	২৬০৭.৫	২৯৬০.০	৩৩৪৪.৭	৩৯৮৩.৫
সরকারি	৭৯৬.২	৮৭৯.৯	১০৩৩.৯	১১৫৪.৯
সম্পদের ভারসাম্য	-৮৬৫.৭	-৮৭৮.১	-১১২৩.৬	-৮০৬.৬
রপ্তানি	২৩৪২.৪	২৫৫১.৬	২৬২৭.৯	২৮৮৫.২
আমদানি	৩২০৮.১	৩৪২৯.৭	৩৭৫১.৫	৩৬৯১.৮
মোট অভ্যন্তরীণ ব্যয়	১১৮৮৫.৩	১৩৪৩০.৫	১৫০৫৪.৩	১৭৩৩২.১
মোট দেশজ উৎপাদন	১১৯৮৯.২	১৩৪৩৬.৭	১৫১৫৮.০	১৭৩২৮.৬
পারিসাংখ্যিক পার্থক্য	১০৪.০	৬.৩	১০৩.৮	-৩৪.৬

[স] সংশোধিত।
উৎস ঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

ব্যয়-ভিত্তিক জিডিপি

২.১৫ অর্থবছর ১৬-এ ব্যয়-ভিত্তিক জিডিপি অর্থবছর ১৫-এর তুলনায় শতকরা ১৪.৩ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ১৭৩২৮.৬ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায় (সারণী ২.৩)।

২.১৬ মোট অভ্যন্তরীণ ব্যয় সামগ্রিক চাহিদাকে প্রতিফলিত করে যা অভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের দ্বারা পরিচালিত হয়। ভোগ ব্যয়, বিনিয়োগ ব্যয় এবং নিট রপ্তানি এর সমষ্টি হচ্ছে মোট অভ্যন্তরীণ ব্যয়। অর্থবছর ১৬-এ চলতি বাজার মূল্যে অভ্যন্তরীণ চাহিদা নির্ণীত হয়েছে ১৮১৩৮.৭ বিলিয়ন টাকা, যা অর্থবছর ১৫-এর তুলনায় শতকরা ১২.১ ভাগ বেশি। অর্থবছর ১৬-এ নিট রপ্তানি -৮০৬.৬ বিলিয়ন টাকা নির্ণীত হয়েছে।

২.১৭ অর্থবছর ১৬-এ মোট অভ্যন্তরীণ ব্যয়ে ভোগ ব্যয় এবং বাণিজ্য ঘাটতির অবদান জিডিপি'র শতকরা অংশ হিসেবে ছিল যথাক্রমে শতকরা ৭৫.০ এবং ৪.৭ ভাগ। আলোচ্য অর্থবছরে নামিক অর্থে বিনিয়োগ ব্যয়ের প্রবৃদ্ধি ছিল শতকরা ১৭.৪ ভাগ যা একইসময়ে ভোগ ব্যয়ের (শতকরা ১০.২ ভাগ) বৃদ্ধির তুলনায় বেশি।

সঞ্চয় ও বিনিয়োগ

২.১৮ অর্থবছর ১৬-এ চলতি বাজার মূল্যে মোট অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় জিডিপি'র শতকরা ২৫.০ ভাগে দাঁড়ায় যা অর্থবছর ১৫-এর শতকরা ২২.২ ভাগ থেকে বেশি। অর্থবছর ১৬-এ জিডিপি'র শতকরা অংশ হিসেবে মোট জাতীয় সঞ্চয় (GNS) অর্থবছর ১৫-এর ২৯.০ থেকে বেড়ে অর্থবছর ১৬-এ ৩০.৮ এ দাঁড়ায় (সারণী ২.৪, চার্ট ২.২)।

২.১৯ অর্থবছর ১৬-এ চলতি বাজার মূল্যে মোট অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় এবং মোট জাতীয় সঞ্চয় (GNS) এর প্রবৃদ্ধি অর্থবছর ১৫-এর তুলনায় উল্লেখযোগ্য মাত্রায় বৃদ্ধি পেয়ে যথাক্রমে শতকরা ২৮.৯ এবং ২১.২ ভাগে দাঁড়ায়।

২.২০ জিডিপি'র শতকরা অংশ হিসেবে বিনিয়োগ অর্থবছর ১৫-এর ২৮.৯ থেকে সামান্য বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ১৬-এ ২৯.৭ এ দাঁড়ায় (সারণী ২.৪, চার্ট ২.৩)। যদিও জিডিপি'র শতকরা অংশ হিসেবে সরকারি খাতের বিনিয়োগ সামান্য হ্রাস পেয়েছে, তথাপি বেসরকারি খাতের বিনিয়োগ অধিক পরিমাণে বৃদ্ধির ফলে অর্থবছর ১৫-এর ২২.১ থেকে অর্থবছর ১৬-এ ২৩.০ এ দাঁড়ায়। ফলে জিডিপি'র শতকরা অংশ হিসেবে অভ্যন্তরীণ সঞ্চয়-বিনিয়োগ ব্যবধান অর্থবছর ১৫-এর ৬.৭ থেকে কমে অর্থবছর ১৬-এ ৪.৭-এ দাঁড়ায় (সারণী ২.৪)। অভ্যন্তরীণ সঞ্চয়-বিনিয়োগ ব্যবধান বিদেশ থেকে প্রাপ্ত নিট উপকরণ আয় এবং নিট চলতি হস্তান্তর দ্বারা মেটানো হয়েছে।

সারণী ২.৪ সঞ্চয় ও বিনিয়োগ

(জিডিপি'র শতকরা অংশ হিসেবে)

	অর্থবছর-১৩	অর্থবছর-১৪	অর্থবছর-১৫[স]	অর্থবছর-১৬
বিনিয়োগ	**২৮.৪**	**২৮.৬**	**২৮.৯**	**২৯.৭**
বেসরকারি	২১.৮	২২.০	২২.১	২৩.০
সরকারি	৬.৬	৬.৬	৬.৮	৬.৭
অভ্যন্তরীণ সঞ্চয়	**২২.০**	**২২.১**	**২২.২**	**২৫.০**
জাতীয় সঞ্চয়	**৩০.৫**	**২৯.২**	**২৯.০**	**৩০.৮**

[স] সংশোধিত।

উৎস ঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

চার্ট ২.৩ অভ্যন্তরীণ এবং জাতীয় সঞ্চয়

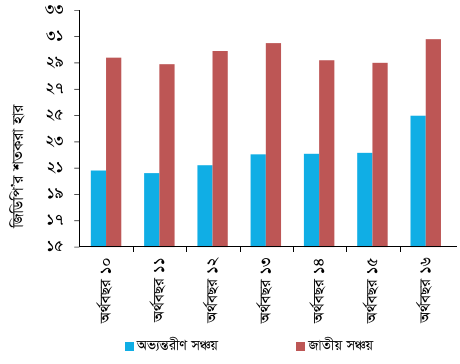

উৎস ঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

চার্ট ২.৪ অভ্যন্তরীণ বিনিয়োগ

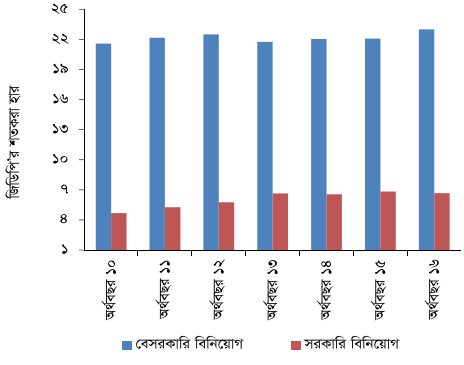

উৎস ঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

মূল্য ও মূল্যস্ফীতি

বৈশ্বিক মূল্যস্ফীতি পরিস্থিতি

৩.১ ২০১৫ সনে বৈশ্বিক মূল্যস্ফীতি স্থিতিশীল ছিল। উন্নত অর্থনীতিগুলোয় ভোক্তা মূল্যস্ফীতি শতকরা ০.৩ ভাগ ছিল, যা জ্বালানি তেলের মূল্য বৃদ্ধির ফলে ২০১৬ সনের প্রথমার্ধে শতকরা ০.৫ ভাগ বৃদ্ধি পায়। প্রধান উন্নত অর্থনীতিগুলোয় মুখ্য মূল্যস্ফীতি বিভিন্ন মাত্রায় সার্বিক মূল্যস্ফীতির তুলনায় বেশি ছিল। বেশিরভাগ দেশে মুদ্রা বিনিময় হার স্থিতিশীল থাকায় অথবা উপচিতি লাভ করায় এবং পূর্ববর্তী অবচিতির প্রভাব কমতে শুরু করায় উদীয়মান বাজার ও উন্নয়নশীল অর্থনীতিগুলোয় মূল্যস্ফীতি স্থিতিশীল ছিল।

বাংলাদেশে ভোক্তা মূল্য

৩.২ বাংলাদেশে ভোক্তা মূল্য সূচকভিত্তিক বার্ষিক গড় মূল্যস্ফীতি অর্থবছর ১৫-এর মতো অর্থবছর ১৬-এ এর নিম্নমুখী ধারা অব্যাহত ছিল। এ সার্বিক মূল্যস্ফীতি বাংলাদেশ ব্যাংকের মুদ্রানীতি (জানুয়ারি-জুন ২০১৬) এ ঘোষিত লক্ষ্যমাত্রা শতকরা ৬.০৭ ভাগের বিপরীতে জুন ২০১৬ শেষে শতকরা ৫.৯২ ভাগে দাঁড়ায়, যা অর্থবছর ১৫-এ ছিল শতকরা ৬.৪০ ভাগ (সারণী ৩.২, চার্ট ৩.১)। পুরো অর্থবছর ১৬-এ মূল্যস্ফীতির চাপ হ্রাসমান ছিল, তবে জানুয়ারি ২০১৬-এ মূল্যস্ফীতি ০.০১ পার্সেন্টেজ পয়েন্ট বৃদ্ধি পায়। মূলত পর্যাপ্ত খাদ্যশস্য সরবরাহের ফলে খাদ্য মূল্যস্ফীতির দ্রুত হ্রাস সার্বিক মূল্যস্ফীতি হ্রাসে অবদান রেখেছে। এছাড়াও, আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি তেল এবং জ্বালানি-বহির্ভূত পণ্যের মূল্য হ্রাস পাওয়া, সংকুলানমূলক মুদ্রা সরবরাহ এবং স্থিতিশীল মুদ্রা বিনিময় হার সম্মিলিতভাবে মূল্যস্ফীতি হ্রাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। অনুরূপভাবে, বারো মাসের ভোক্তা মূল্য সূচকভিত্তিক পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট মূল্যস্ফীতি জুন ২০১৫ এর শতকরা ৬.২৫ ভাগের তুলনায় জুন ২০১৬ শেষে শতকরা ৫.৫৩ ভাগে দাঁড়ায়।

৩.৩ অর্থবছর ১৬-এ পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট খাদ্য মূল্যস্ফীতিতে মিশ্রধারা পরিলক্ষিত হলেও বার্ষিক গড় খাদ্য মূল্যস্ফীতিতে নিম্নমুখী ধারা দেখা যায়। পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট খাদ্য মূল্যস্ফীতি জুলাই ২০১৫-এ শতকরা ৬.০৭ ভাগে দাঁড়ায় এবং ক্রমান্বয়ে কমে ফেব্রুয়ারি ২০১৬-এ সর্বনিম্ন হার শতকরা ৩.৭৭ ভাগে পৌঁছায়। পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট খাদ্য মূল্যস্ফীতি পরবর্তী কয়েক

সারণী ৩.১ মাসিক মূল্যস্ফীতি হার (শতকরা)

মাস	সাধারণ	খাদ্য	খাদ্য-বহির্ভূত
জুলাই ১৫	১.৬৬	১.৯৫	১.২৫
আগস্ট ১৫	১.১২	১.৮১	০.০৭
সেপ্টেম্বর ১৫	১.৪৮	১.৭০	১.১৪
অক্টোবর ১৫	০.৬৫	০.৬৭	০.৬০
নভেম্বর ১৫	-০.১১	-০.৩৫	০.২৬
ডিসেম্বর ১৫	০.৪৯	-০.০২	১.২৬
জানুয়ারি ১৬	১.১০	-০.০৬	২.৮৬
ফেব্রুয়ারি ১৬	-০.১৩	-০.২৬	০.০৫
মার্চ ১৬	০.৩০	০.৫০	০.০১
এপ্রিল ১৬	০.০৫	০.০৭	০.০৩
মে ১৬	-১.৪৪	-২.২৩	-০.২৮
জুন ১৬	০.২৭	০.৪৪	০.০৩

উৎস ঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

চার্ট ৩.১ জাতীয় পর্যায়ে ভোক্তা মূল্য সূচকভিত্তিক মূল্যস্ফীতি (১২-মাস গড় ভিত্তিকঃ অর্থবছর ০৬=১০০)

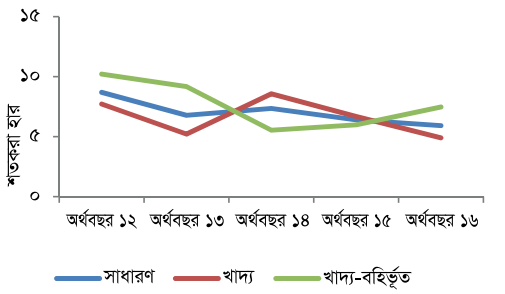

উৎস ঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

চার্ট ৩.২ গ্রামীণ পর্যায়ে ভোক্তা মূল্য সূচকভিত্তিক মূল্যস্ফীতি (১২-মাস গড় ভিত্তিকঃ অর্থবছর ০৬=১০০)

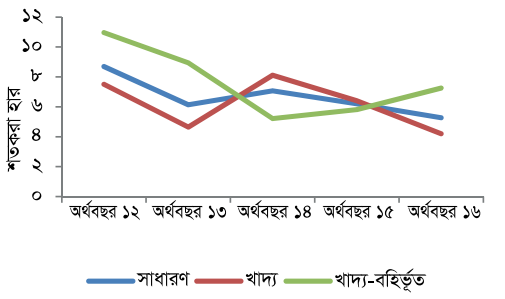

উৎস ঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

মাস বিক্ষিপ্ত আচরণ শেষে জুন ২০১৬-এ শতকরা ৪.২৩ ভাগে দাঁড়ায়। অর্থবছর ১৬-এ পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট খাদ্য মূল্যস্ফীতি জুন ২০১৫-এর শতকরা ৬.৩২ ভাগের তুলনায় বেশ কম ছিল। বার্ষিক গড় খাদ্য মূল্যস্ফীতি জুলাই ২০১৫-এর শতকরা ৬.৫৩ ভাগ থেকে ধারাবাহিকভাবে হ্রাস পেয়ে জুন ২০১৬-এ শতকরা ৪.৯০ ভাগে দাঁড়ায়।

৩.৪ অর্থবছর ১৬ জুড়ে যদিও বার্ষিক গড় খাদ্য-বহির্ভূত মূল্যস্ফীতি উর্ধ্বমুখী ধারা অনুসরণ করে, পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট খাদ্য-বহির্ভূত মূল্যস্ফীতিতে মিশ্রধারা ছিল। বার্ষিক গড় খাদ্য-বহির্ভূত মূল্যস্ফীতি জুলাই ২০১৫-এ শতকরা ৬.০৮ ভাগ ছিল। এ হার ক্রমান্বয়ে বেড়ে জুন ২০১৬-এ শতকরা ৭.৪৭ ভাগে দাঁড়ায়, যা জুন ২০১৫-এ শতকরা ৫.৯৯ ভাগ ছিল। অর্থবছর ১৬-এর শুরুতে জুলাই ২০১৫-এ পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট খাদ্য-বহির্ভূত মূল্যস্ফীতি ছিল শতকরা ৬.৮০ ভাগ। মূলত পোশাক ও পাদুকা, সামগ্রিক বাড়ি ভাড়া, জ্বালানি ও আলোকসজ্জা এবং গৃহসজ্জার আসবাবপত্র ও অন্যান্য খাদ্য-বহির্ভূত পণ্যের মূল্যসূচক বৃদ্ধির ফলে এ হার কয়েক মাস উঠানামা করে জানুয়ারি ২০১৬-এ সর্বোচ্চ শতকরা ৮.৭৪ ভাগে দাঁড়ায়। পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট খাদ্য-বহির্ভূত মূল্যস্ফীতি জানুয়ারি ২০১৬ হতে ধারাবাহিকভাবে কমে জুন ২০১৬-এ শতকরা ৭.৫০ ভাগে দাঁড়ায়, যা জুন ২০১৫-এ ছিল শতকরা ৬.১৫ ভাগ (সারণী ৩.৫)।

৩.৫ অর্থবছর ১৬-এ পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট ভিত্তিতে মুখ্য মূল্যস্ফীতি (খাদ্য ও জ্বালানি-বহির্ভূত) সার্বিক মূল্যস্ফীতির চেয়ে ধারাবাহিকভাবে বেশি ছিল, যদিও এ হারে মিশ্র ধারা দেখা যায় এবং জানুয়ারি ২০১৬-এ সর্বোচ্চ শতকরা ৯.৩৫ ভাগে পৌঁছায় এবং জুন ২০১৬-এ শতকরা ৮.২১ ভাগে দাঁড়ায়, যা জুন ২০১৫-এ শতকরা ৬.৭৪ ভাগ ছিল (চার্ট ৩.৫)। অর্থবছর ২০১৬-এ সাধারণ, খাদ্য এবং খাদ্য-বহির্ভূত মাসিক মূল্যস্ফীতিতেও মিশ্র ধারা পরিলক্ষিত হয় (সারণী ৩.১, চার্ট ৩.৪)।

৩.৬ অর্থবছর ১৬-এ গ্রামীণ এলাকার তুলনায় শহর এলাকায় মূল্যস্ফীতি অনেক বেশি ছিল। জুন ২০১৬-এ গ্রামীণ এলাকার বার্ষিক গড় মূল্যস্ফীতি ছিল শতকরা ৫.২৭ ভাগ, যা শহর এলাকায় ছিল শতকরা ৭.১৩ ভাগ। গ্রামীণ এলাকায় বার্ষিক গড় মূল্যস্ফীতি অর্থবছর ১৫-এর জুন মাসের শতকরা ৬.২০ ভাগ হতে হ্রাস পেয়ে অর্থবছর ১৬-এর জুন মাসে শতকরা ৫.২৭ ভাগে দাঁড়ায় (সারণী ৩.২, চার্ট ৩.২)। একই এলাকায় খাদ্য মূল্যস্ফীতি জুন ২০১৫-এর শতকরা ৬.৪০ ভাগ থেকে হ্রাস পেয়ে জুন ২০১৬-এ শতকরা ৪.২০ ভাগে দাঁড়ায়। অপরদিকে, একই সময়ে গ্রামীণ এলাকায় বার্ষিক গড় খাদ্য-বহির্ভূত মূল্যস্ফীতি শতকরা ৫.৮১ ভাগ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে শতকরা ৭.২৫ ভাগে দাঁড়ায়।

চার্ট ৩.৩ শহর এলাকায় ভোক্তা মূল্য সূচকভিত্তিক মূল্যস্ফীতি (১২-মাস গড় ভিত্তিকঃ অর্থবছর ০৬=১০০)

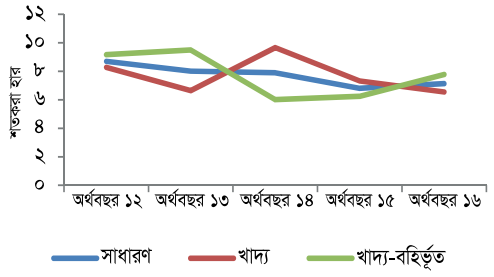

উৎস ঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

চার্ট ঃ ৩.৪ মাসিক মূল্যস্ফীতির হার (পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট ভিত্তিক)

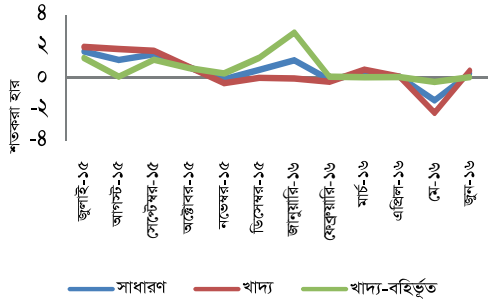

উৎস ঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

চার্ট ৩.৫ মাসিক মুখ্য (Core) মূল্যস্ফীতি (পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট ভিত্তিক)

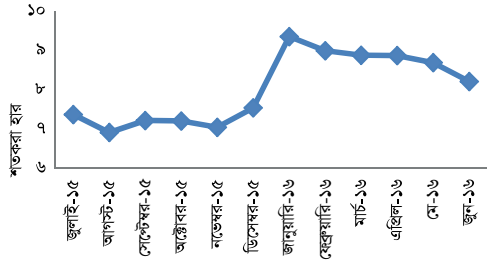

উৎস ঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

৩.৭ শহর এলাকায় বার্ষিক গড় মূল্যস্ফীতি অর্থবছর ১৫ এর জুন মাসের শতকরা ৬.৮০ ভাগ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ১৬ এর জুন মাসে শতকরা ৭.১৩ ভাগে দাঁড়ায় (সারণী ৩.২, চার্ট ৩.৩)। একই এলাকায় খাদ্য মূল্যস্ফীতি জুন ২০১৫-এর শতকরা ৭.৩২ ভাগ থেকে হ্রাস পেয়ে জুন ২০১৬-এ শতকরা ৬.৫৫ ভাগে দাঁড়ায়। অন্যদিকে, একই সময়ে খাদ্য-বহির্ভূত মূল্যস্ফীতি শতকরা ৬.২৪ ভাগ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে শতকরা ৭.৭৭ ভাগে দাঁড়ায়।

৩.৮ অর্থবছর ১৬-এ বাংলাদেশে মোট খাদ্যশস্যের উৎপাদন সামান্য হ্রাস পায়। দেশীয় মোট খাদ্যশস্যের উৎপাদন অর্থবছর ১৫-এর ৩৬.১ মিলিয়ন মেট্রিক টনের বিপরীতে অর্থবছর ১৬-এ ৩৫.৯ মিলিয়ন মেট্রিক টন হিসাব করা হয়। অর্থবছর ১৬-এ সরকারের খাদ্যশস্য সংগ্রহের পরিমাণ ছিল ১.২ মিলিয়ন মেট্রিক টন। অর্থবছর ১৬-এ খাদ্য মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে সরকার খোলা বাজারে কম দামে চাল বিক্রি ও 'কাজের বিনিময়ে খাদ্য'র মত বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

৩.৯ সরকার দরিদ্র পরিবারের কষ্ট লাঘবের জন্য আর্থিক এবং অ-আর্থিক চ্যানেলের মাধ্যমে দরিদ্র ও প্রান্তিক পরিবারের মধ্যে খাদ্যশস্য বিতরণ করে। সরকার পাবলিক ফুড ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম (পিএফডিএস)-এর অধীনে খোলা বাজারে বিক্রি, ফেয়ার প্রাইস কার্ড, টেস্ট রিলিফ এবং ভালনারেবল গ্রুপ ফিডিং চ্যানেলের মাধ্যমে অর্থবছর ১৬-এ ২.১ মিলিয়ন মেট্রিক টন খাদ্যশস্য বিতরণ করে, যা অর্থবছর ১৫-এ ছিল ১.৮ মিলিয়ন মেট্রিক টন।

৩.১০ বাংলাদেশ ব্যাংক মূল্যস্ফীতিকে অর্থবছর ১৬ শেষে শতকরা ৬.২ ভাগে নামিয়ে আনার লক্ষ্যে সতর্ক কিন্তু সরাসরি প্রবৃদ্ধি সহায়ক মুদ্রানীতি ভঙ্গি (জুলাই-ডিসেম্বর ২০১৫) অনুসরণ করে। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে বাংলাদেশ ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে উৎপাদনশীল খাতে ঋণ সরবরাহ করার জন্য নির্দেশনা দেয়া অব্যাহত রাখে।

৩.১১ ২০১৫ সনে আন্তর্জাতিক বাজারে প্রধান প্রধান পণ্য মূল্যের দাম পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় কমেছিল। ২০১৬ সনে (জুলাই পর্যন্ত) পেট্রোলিয়াম ও গমের দাম যথাক্রমে শতকরা ২৬.৫ ও ১৫.৪ ভাগ হ্রাস পায়। অপরদিকে, চাল, পাম তেল, সয়াবিন তেল, তুলা এবং চিনির দাম যথাক্রমে শতকরা ৩.৯, ৮.৪, ৩.৯, ০.৫ এবং ২৩.১ ভাগ বৃদ্ধি পায় (সারণী ৩.৩, চার্ট ৩.৬)।

চার্ট ৩.৬ আন্তর্জাতিক বাজারে প্রধান পণ্যসমূহের মূল্য পরিবর্তন

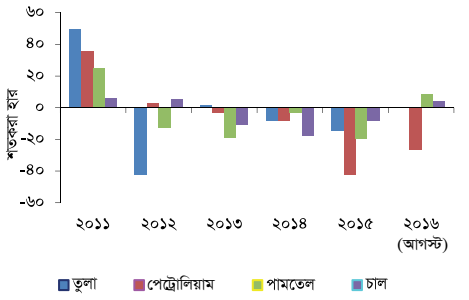

উৎসঃ ইন্টারন্যাশনাল ফাইন্যান্সিয়াল স্ট্যাটিসটিকস (আইএফএস), আগস্ট ২০১৬।

সারণী ৩.২ বার্ষিক গড়ভিত্তিক ভোক্তা মূল্যসূচকে নির্ণীত মূল্যস্ফীতি (ভিত্তি ঃ অর্থবছর ০৬ = ১০০)

বিভাগ	ভার	অর্থবছর ১৩	অর্থবছর ১৪	অর্থবছর ১৫	অর্থবছর ১৬
ক) জাতীয় পর্যায়					
সাধারণ সূচক	১০০.০০	১৮১.৭৩	১৯৫.০৮	২০৭.৫৮	২১৯.৮৬
		(৬.৭৮)	(৭.৩৫)	(৬.৪০)	(৫.৯২)
খাদ্য	৫৬.১৮	১৯৩.২৪	২০৯.৭৯	২২৩.৮০	২৩৪.৭৭
		(৫.২২)	(৮.৫৭)	(৬.৬৮)	(৪.৯০)
খাদ্য-বহির্ভূত	৪৩.৮২	১৬৬.৯৭	১৭৬.২২	১৮৬.৭৯	২০০.৭৪
		(৯.১৭)	(৫.৫৪)	(৫.৯৯)	(৭.৪৭)
খ) গ্রামীণ					
সাধারণ সূচক	১০০.০০	১৮৩.৯০	১৯৬.৯০	২০৯.১০	২২০.১২
		(৬.১৪)	(৭.০৭)	(৬.২০)	(৫.২৭)
খাদ্য	৬১.৪১	১৯২.১৪	২০৭.৭২	২২১.০২	২৩০.৩১
		(৪.৬৪)	(৮.১১)	(৬.৪০)	(৪.২০)
খাদ্য-বহির্ভূত	৩৮.৫৯	১৭০.৭৯	১৭৯.৬৯	১৯০.১৩	২০৩.৯২
		(৮.৯৪)	(৫.২১)	(৫.৮১)	(৭.২৫)
গ) শহর					
সাধারণ সূচক	১০০.০০	১৭৭.৭১	১৯১.৭২	২০৪.৭৬	২১৯.৩৭
		(৮.০১)	(৭.৮৯)	(৬.৮০)	(৭.১৩)
খাদ্য	৪৬.৫২	১৯৫.৯১	২১৪.৮৫	২৩০.৫৬	২৪৫.৬৬
		(৬.৬৪)	(৯.৬৬)	(৭.৩২)	(৬.৫৫)
খাদ্য-বহির্ভূত	৫৩.৪৮	১৬১.৮৮	১৭১.৬১	১৮২.৩২	১৯৬.৫০
		(৯.৪৯)	(৬.০১)	(৬.২৪)	(৭.৭৭)

নোট ঃ বন্ধনীভুক্ত সংখ্যাগুলো বার্ষিক মূল্যস্ফীতির হার নির্দেশক।
উৎস ঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

সারণী ৩.৩ আন্তর্জাতিক বাজারে প্রধান পণ্যসমূহের মূল্য পরিবর্তন

(শতকরা হার)

পণ্য	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬ (জুলাই)
চাল	৫.২	-১০.৬	-১৭.৮	-১০.৯	৩.৯
গম	-১.৪	-৩.৮	-৮.৮	-২৩.৫	-১৫.৪
পেট্রোলিয়াম	২.৭	-৩.২	-৮.৩	-৪৭.০	-২৬.৫
পাম অয়েল	-১২.৭	-১৮.৭	-৩.২	-২৩.৬	৮.৪
সয়াবিন তেল	-৫.৩	-১২.২	-১৯.৬	-১৭.৩	৩.৯
তুলা	-৪২.৩	১.৩	-৮.১	-১৫.৩	০.৫
চিনি	-১৮.৫	-১৭.২	-৩.৩	-২২.৭	২৩.১

উৎস ঃ ইন্টারন্যাশনাল ফাইন্যান্সিয়াল স্ট্যাটিসটিকস (আইএফএস) আগস্ট, ২০১৬।

৩.১২ সার্কভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে নেপালে এপ্রিল ২০১৬-এ সর্বোচ্চ মূল্যস্ফীতি শতকরা ৯.৮ ভাগ ছিল। ২০১৬ সনে বাংলাদেশ (আগস্ট ২০১৬-এ শতকরা ৫.৭৭ ভাগ), পাকিস্তান (জুলাই ২০১৬-এ শতকরা ৪.০ ভাগ) এবং শ্রীলংকায় (জুলাই ২০১৬-এ শতকরা ৫.৫ ভাগ) পরিমিত মাত্রায় উচ্চ মূল্যস্ফীতি ছিল। অন্যদিকে, মালদ্বীপ (এপ্রিল ২০১৬-এ শতকরা -০.২ ভাগ) এবং সিঙ্গাপুরে (জুন ২০১৬-এ শতকরা -০.৮ ভাগ) ঋণাত্মক মূল্যস্ফীতি ছিল (সারণী ৩.৪, চার্ট ৩.৭)।

মজুরি হারের গতিধারা

৩.১৩ অর্থবছর ১৫-এর তুলনায় অর্থবছর ১৬-এ সকল খাতে মজুরিসূচক হারে উচ্চ প্রবৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়। বার্ষিক সাধারণ মজুরির হারের প্রবৃদ্ধি অর্থবছর ১৫-এর শতকরা ৪.৯৪ ভাগ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ১৬-এ শতকরা ৬.১০ ভাগে দাঁড়ায় (সারণী ৩.৬, চার্ট ৩.৮)। অর্থবছর ১৬-এ সেবা খাতের মজুরি প্রবৃদ্ধি সর্বোচ্চ শতকরা ৬.৫৬ ভাগ ছিল এবং তার পরেই ছিল কৃষি (শতকরা ৬.৪৬ ভাগ) ও শিল্প (শতকরা ৫.০২ ভাগ) খাতের অবস্থান।

স্বল্পমেয়াদি মূল্যস্ফীতি পূর্বাভাস

৩.১৪ জ্বালানির মূল্য বৃদ্ধির সাথে সাথে ২০১৬ সালে উন্নত অর্থনীতির দেশগুলোতে গড় মূল্যস্ফীতি শতকরা ০.৮ ভাগ প্রক্ষেপণ করা হয়। জ্বালানির বর্ধিত মূল্যের প্রভাবে আগামী কয়েক বছর মূল্যস্ফীতি বাড়বে বলে ধারণা করা যায়। আগস্ট ২০১৬-এ তেলের মূল্য বেড়ে প্রতি ব্যারেল ৪৫ মার্কিন ডলার হয়, যা একই বছরের শুরুতে ১০ বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন ছিল। অনিচ্ছাকৃত উৎপাদন বন্ধের কারণে তেলের মূল্য উর্ধ্বমুখী হয়। ২০১৬ সনের প্রথমার্ধে উদীয়মান বাজার এবং উন্নয়নশীল অর্থনীতির দেশগুলোয় চাহিদা বৃদ্ধির ফলে ধাতুর মূল্য পরিমিত মাত্রায় বৃদ্ধি পায়। ভুট্টা ও গম ব্যতীত অন্যান্য বেশিরভাগ খাদ্য পণ্যের দাম বৃদ্ধি পেয়েছিল।

৩.১৫ খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (Food and Agricultural Organisation-FAO)-এর গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশনা ফুড আউটলুক জুন ২০১৬-এর তথ্য মতে সরবরাহ পর্যাপ্ত থাকায় বৈশ্বিক খাদ্য পণ্য বাজার সার্বিকভাবে স্থিতিশীল ছিল।

চার্ট ৩.৭ দক্ষিণ এশিয়ার দেশসমূহের মূল্যস্ফীতির অবস্থা

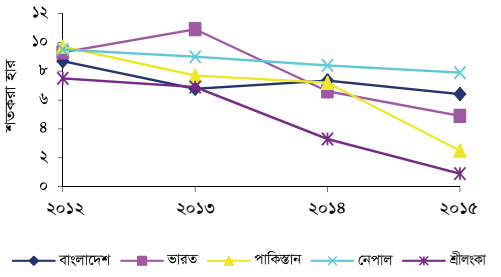

উৎস ঃ ১. * বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) এবং উপাত্তসমূহ অর্থবছর (জুলাই-জুন) অনুযায়ী নির্ণীত।
২. আইএফএস, সেপ্টেম্বর ২০১৬ (ডিসেম্বর ভিত্তিক নির্ণীত)

চার্ট ৩.৮ খাতভিত্তিক মজুরি সূচকের প্রবৃদ্ধি (ভিত্তি ঃ অর্থবছর ১১=১০০)

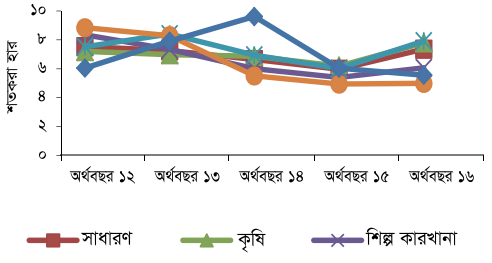

উৎস ঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

সারণী ৩.৪ সার্কভুক্ত এবং এশীয় অন্য দেশসমূহের মূল্যস্ফীতি#

দেশের নাম	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬
১। বাংলাদেশ	৮.৬৯	৬.৭৮	৭.৩৫	৬.৪১	৫.৭৭ (আগস্ট)
২। ভারত	৯.৩	১০.৯	৬.৬	৪.৯	-
৩। পাকিস্তান	৯.৭	৭.৭	৭.২	২.৫	৪.০ (জুলাই)
৪। নেপাল	৯.৫	৯.০	৮.৪	৭.৯	৯.৮ (এপ্রিল)
৫। ভুটান	১০.৯	৭.০	৮.২	৪.৫	৩.৪ (মে)
৬। শ্রীলংকা	৭.৫	৬.৯	৩.৩	০.৯	৫.৫ (জুলাই)
৭। মালদ্বীপ	১২.১	২.৩	২.১	১.০	-০.২(এপ্রিল)
এশিয়ার অন্যান্য দেশসমূহ					
৮। থাইল্যান্ড	৩.০	২.২	১.৯	-০.৯	০.৪ (জুন)
৯। সিঙ্গাপুর	৪.৫	২.৪	১.০	-০.৫	-০.৮ (জুন)
১০। মালয়েশিয়া	১.৭	২.১	৩.১	২.১	১.৬ (জুন)
১১। ইন্দোনেশিয়া	৪.৩	৬.৪	৬.৪	৬.৪	৩.৫ (জুন)
১২। কোরিয়া	২.২	১.৩	১.৩	০.৭	০.৭ (জুলাই)
১৩। মিয়ানমার	১.৫	৫.৫	৫.৫	১০.৮	-

উৎস ঃ @ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস), ভোক্তা মূল্যসূচক (ভিত্তি ঃ অর্থবছর ০৬=১০০)
আইএফএস, সেপ্টেম্বর ২০১৬ সিপিআই (ভিত্তি: ২০০০=১০০)

সারণী ৩.৫ জাতীয় পর্যায়ে ভোক্তা ঝুড়ির উপ-খাতভিত্তিক বার্ষিক গড় ভোক্তা মূল্যসূচক (ভিত্তি ঃ অর্থবছর ০৬=১০০)

খাত/ উপ-খাত	ভার	অর্থবছর ১৪	অর্থবছর ১৫	অর্থবছর ১৬	% পরিবর্তন অর্থবছর ১৫	% পরিবর্তন অর্থবছর ১৬
সাধারণ সূচক	১০০.০০	১৯৫.০৮	২০৭.৫৮	২১৯.৮৬	৬.৪১	৫.৯২
১। খাদ্য, পানীয় ও তামাক	৫৬.১৮	২০৯.৭৯	২২৩.৮০	২৩৪.৭৭	৬.৬৮	৪.৯০
২। খাদ্য-বহির্ভূত	৪৩.৮২	১৭৬.২৩	১৮৬.৭৯	২০০.৭৪	৫.৯৯	৭.৪৭
ক) বস্ত্র ও পাদুকা	৬.৮৪	১৯৪.৭৭	২০৯.৪৫	২৩৩.৫২	৭.৫৪	১১.৪৯
খ) ভাড়া, জ্বালানি ও বিদ্যুৎ	১৪.৮৮	১৬৩.৪৭	১৭১.৮০	১৮২.৭৫	৫.১০	৬.৩৭
গ) আসবাবপত্রাদি, গৃহায়ন সামগ্রী ও পরিচালনা	৪.৭৩	২০৬.১৪	২১৪.৪৪	২২৭.৫৩	৪.০৩	৬.১০
ঘ) স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও স্বাস্থ্যগত ব্যয়	৩.৪৭	১৬৪.০৬	১৮১.০৯	২০০.০৩	১০.৩৮	১০.৪৬
ঙ) পরিবহন ও যোগাযোগ	৫.৮০	১৬৭.২	১৮১.৭৮	২০১.৬০	৮.৭২	১০.৯০
চ) চিত্ত বিনোদন, আপ্যায়ন, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক সেবা	৪.২৮	১৬৪.৩৮	১৬৮.০২	১৭১.০১	২.২১	১.৭৮
ছ) বিবিধ দ্রব্য ও সেবা	৩.৮২	১৯৩.৭৫	২০৪.২১	২১১.৬১	৫.৪০	৩.৬২

উৎস ঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

৩.১৬ ২০১৬-১৭ সনেও বাজার পরিস্থিতি অনুকূল থাকবে বলে আশা করা যায়। গত দুই মৌসুমে উৎপাদন সংকটের পরে এফএও ২০১৬ সনে চাল উৎপাদনে শতকরা ১.০ ভাগ বৃদ্ধি প্রত্যাশা করছে। বিশ্বে গম উৎপাদন ২০১৬ সনে শতকরা ১.৪ ভাগ হ্রাস পাবে বলে প্রক্ষেপণ করা হলেও, তা মোট চাহিদার তুলনায় পর্যাপ্ত। ২০১৬ সনের মে মাসে এফএও-এর খাদ্য মূল্য সূচক ছিল ১৫৫.৮ পয়েন্টস্, যা গত বছরের একই সময়ের তুলনায় শতকরা ৭.০ ভাগ কম।

৩.১৭ অর্থবছর ১৭-এর জাতীয় বাজেটে বছর শেষে গড় মূল্যস্ফীতি লক্ষ্যমাত্রা শতকরা ৫.৮ ভাগ নির্ধারণ করা হয়। অর্থবছর ১৭-এর প্রথম প্রান্তিক শেষে গড় মূল্যস্ফীতির হার ছিল শতকরা ৫.৭ ভাগ, যা বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে কম। একই সময়ে গড় খাদ্য ও খাদ্য-বহির্ভূত মূল্যস্ফীতি ছিল যথাক্রমে শতকরা ৪.৬ এবং ৭.৫ ভাগ। অর্থবছরের শুরু থেকে খাদ্য মূল্যস্ফীতির হারে নিম্নমুখী প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। অন্যদিকে, গড় খাদ্য-বহির্ভূত মূল্যস্ফীতি হারে সেপ্টেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা ছিল, যখন এ হার ০.০৫ পারসেন্টেজ পয়েন্ট হ্রাস পায়। বাংলাদেশ ব্যাংক পরবর্তী প্রান্তিকে মূল্যস্ফীতি শতকরা ৫.৫ ভাগ হতে পারে বলে পূর্বাভাস দিয়েছে, যা প্রকৃতপক্ষে বহিঃঅভিঘাত বিবেচনায় নেয়নি। বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক পরিচালিত মূল্যস্ফীতি প্রত্যাশা জরিপ অনুসারে ডিসেম্বর ২০১৬-এ মূল্যস্ফীতি প্রত্যাশা সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে শতকরা ৬.৪ ভাগ এবং পেশাজীবীদের ক্ষেত্রে শতকরা ৫.৯ ভাগ। মূল্যস্ফীতির অনুকূল পূর্বাভাস সত্ত্বেও অর্থবছর শেষে জ্বালানির মূল্য সমন্বয়, যোগান সংকট এবং চাহিদাজনিত কিছু চ্যালেঞ্জ দেখা দিতে পারে। বাংলাদেশ ব্যাংক মূল্যস্ফীতির চাপ নিয়ন্ত্রণে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয় এবং প্রয়োজন অনুযায়ী মুদ্রা প্রবৃদ্ধি ও নীতি হারগুলো সমন্বয় করে থাকে।

সারণী ৩.৬ খাতভিত্তিক মজুরি হার সূচকের গতিধারা (ভিত্তি ঃ অর্থবছর ১১=১০০)

	অর্থবছর ১৩	অর্থবছর ১৪	অর্থবছর ১৫	অর্থবছর ১৬
সাধারণ	১১২.৬২	১১৮.৮২	১২৪.৬৯	১৩৬.০৪
	(৬.০১)	(৫.৫০)	(৪.৯৪)	(৬.১০)
কৃষি	১১২.০৮	১১৮.৪৪	১২৪.৫১	১৩৫.৮৬
	(৫.৭৮)	(৫.৬৮)	(৫.১২)	(৬.৪৬)
কৃষি	১১২.০৮	১১৮.৪০	১২৪.৪৬	১৩৫.৮৪
	(৫.৭৬)	(৫.৬৪)	(৫.১২)	(৬.৪৯)
মৎস্য	১১১.৮৯	১২০.৮১	১২৬.৮৫	১৩৬.৭৫
	(৬.৫৫)	(৭.৯৭)	(৫.০০)	(৪.৬০)
শিল্প	১১৩.৪৩	১১৯.০৭	১২৪.৩৮	১৩৪.৮৭
	(৬.০৮)	(৪.৯৭)	(৪.৪৭)	(৫.০২)
নির্মাণ	১১৪.৭০	১১৯.৯৩	১২৪.৮৪	১৩২.৫১
	(৬.৮৭)	(৪.৫৬)	(৪.০৯)	(৪.১৩)
উৎপাদন	১১১.৫৩	১২১.৮৬	১২৭.২৮	১৩৯.৬৬
	(৫.১৯)	(৯.২৭)	(৪.৪৪)	(৬.৮১)
সেবা	১১৩.৬৩	১২০.১৬	১২৬.১৫	১৩৯.২৮
	(৬.৯৬)	(৫.৭৫)	(৪.৯৮)	(৬.৫৬)

নোট ঃ বন্ধনীস্থিত সংখ্যাগুলো শতকরা হার নির্দেশক। উৎস ঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

সারণী ৩.৭ বৈশ্বিক মূল্যস্ফীতি পরিস্থিতি

(শতকরা পরিবর্তন)

	২০১৪	২০১৫	২০১৬[প]	২০১৭[প]
উন্নত অর্থনীতি	১.৪	০.৩	০.৮	১.৭
যুক্তরাষ্ট্র	১.৬	০.১	১.২	২.৩
ইউরো অঞ্চল	০.৪	০.০	০.৩	১.১
উদীয়মান এবং উন্নয়নশীল অর্থনীতি	৪.৭	৪.৭	৪.৫	৪.৪
উন্নয়নশীল এশিয়া	৩.৫	২.৭	৩.১	৩.৩
বাংলাদেশ	৭.০	৬.৪	৬.৭	৬.৯
ভারত	৫.৯	৪.৯	৫.৫	৫.২
শ্রীলংকা	৩.৩	০.৯	৪.১	৫.৩
পাকিস্তান	৮.৬	৪.৫	২.৯	৫.২

[প] প্রক্ষেপণ

উৎসঃ ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক আউটলুক, অক্টোবর ২০১৬।

মুদ্রা ও ঋণ

মুদ্রা ও ঋণ নীতির কৌশলগত অবস্থান

৪.১ কাঙ্ক্ষিত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন এবং মূল্যস্ফীতিকে পরিমিত পর্যায়ে রাখার লক্ষ্যে অর্থবছর ১৬-এ বাংলাদেশ ব্যাংক সতর্কতামূলক কিন্তু প্রবৃদ্ধি সহায়ক, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং বিনিয়োগবান্ধব মুদ্রানীতি অনুসরণ করে। জাতীয় বাজেটের ঘোষণা অনুযায়ী গড় মূল্যস্ফীতি শতকরা ৬.২ ভাগে সীমিত রাখা এবং জিডিপি প্রবৃদ্ধি শতকরা ৭.০ ভাগ অর্জনের লক্ষ্যে অর্থবছর ১৬-এর আর্থিক ও ঋণ নীতি এবং কর্মসূচি প্রণয়ন করা হয়। প্রাপ্ত তথ্য/উপাত্তসমূহ নির্দেশ করে যে, অর্থবছর ১৬-এ আর্থিক ও ঋণ কর্মসূচির মূল লক্ষ্যসমূহ অর্জিত হয়েছে। নিট বৈদেশিক সম্পদের উচ্চ প্রবৃদ্ধির ফলে ব্যাপক মুদ্রার বৃদ্ধি লক্ষ্যমাত্রাকে সামান্য অতিক্রম করলেও, অর্থবছর ১৬-এ মোট অভ্যন্তরীণ ঋণের প্রবৃদ্ধি লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে কম থাকে। অর্থবছর ১৬-এর শেষ ভাগে ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে সরকারের নিট ঋণ গ্রহণ কিছুটা বৃদ্ধি পেলেও, সমগ্র অর্থবছরে তা নিম্নমুখী ধারা অনুসরণ করে, যা বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবাহে বাড়তি সুযোগ সৃষ্টি করে। ফলে, বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি শতকরা ১৪.৮ ভাগ লক্ষ্যমাত্রাকে অতিক্রম করে জুন ২০১৬ শেষে শতকরা ১৬.৬ ভাগে দাঁড়ায়।

৪.২ বেসরকারি খাতে ঋণের জোরালো প্রবৃদ্ধি এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার পাশাপাশি অর্থবছর ব্যাপী সন্তোষজনকভাবে গ্যাস এবং বিদ্যুৎ সরবরাহ বৃদ্ধি অর্থবছর ১৬-এ শতকরা ৭.১ ভাগ প্রবৃদ্ধি অর্জনে অবদান রাখে এবং দেশকে শতকরা ৬ ভাগ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির আবর্ত থেকে শতকরা ৭ ভাগের উপরে উন্নীত করে। আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের মূল্যহ্রাসের প্রভাব ভোক্তা পণ্য মূল্যে বিলম্বিত এবং সামান্য হলেও বার্ষিক গড় মূল্যস্ফীতি শতকরা ৫.৯ ভাগে সীমিত থাকে, যা মুদ্রানীতিতে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা শতকরা ৬.২ ভাগের চেয়ে কম। ব্যাংক ব্যবস্থায় অতিরিক্ত তারল্য সৃষ্টি এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের তারল্য শোষণ ব্যয় (Sterilisation cost) বৃদ্ধি সত্ত্বেও ব্যয়বহুল উচ্চ সুদবাহী ব্যাংক বহির্ভূত ইন্সট্রুমেন্ট সঞ্চয়পত্র বিক্রির মাধ্যমে সরকারের অভ্যন্তরীণ ঋণ গ্রহণের ফলে প্রায় সমগ্র অর্থবছর মূল্যস্ফীতির চাপ মুক্ত ছিল।

৪.৩ আংশিকভাবে আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্য মূল্যের প্রশমন থেকে উদ্ভূত আমদানি বৃদ্ধির ধীরগতি এবং রেমিট্যান্স, রপ্তানি আয় এবং সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগের অন্তঃপ্রবাহের ফলে সৃষ্ট ডলারের সরবরাহ আত্মীভূতকরণের (absorbing) বিলম্বিত প্রভাবে টাকার মূল্যমানে ঊর্ধ্বমুখী চাপ বজায় থাকে। এ চাপ প্রশমনে সমগ্র অর্থবছর জুড়ে বাংলাদেশ ব্যাংক বৈদেশিক বিনিময় বাজার থেকে উদ্বৃত্ত ডলার ক্রয় অব্যাহত রাখে, যা বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের ক্রমবৃদ্ধিতে এবং বাংলাদেশের অর্থনীতির শক্তিশালী ও স্থিতিশীল অবস্থান তৈরির পাশাপাশি আমাদের দেশের উপর বিদেশি বিনিয়োগকারীদের আস্থা সুদৃঢ় করতে সহায়তা করেছে।

সারণী ৪.১ মুদ্রা ও ঋণ পরিস্থিতি

(বিলিয়ন টাকা)

	জুন ২০১৫ শেষে	জুন ২০১৬ শেষে	
	প্রকৃত স্থিতি	প্রক্ষেপণ	প্রকৃত স্থিতি
১. নিট বৈদেশিক সম্পদ	১৮৮৫.৬	২০৯৪.৬	২৩১৬.৬
	(+২১.৩)	(+১১.১)	(+২২.৮)
২. নিট অভ্যন্তরীণ সম্পদ (ক+খ)	৫৯৮৫.৬	৬৯৫৭.৩	৬৮৪১.৮
	(+৯.৯)	(+১৬.২)	(+১৪.৩)
ক) অভ্যন্তরীণ ঋণ (i+ii)	৬৯৫০.৩	৮০২৫.৭	৭৯৫৪.০
	(+১০.১)	(+১৫.৫)	(+১৪.৪)
i) সরকারি খাতে ঋণ [১]	১২০৪.৩	১৪২৯.৩	১২৪৩.৯
	(-২.৫)	(+১৮.৭)	(+৩.৩)
ii) বেসরকারি খাতে ঋণ	৫৭৪৬.০	৬৫৯৬.৪	৬৭১০.১
	(+১৩.২)	(+১৪.৮)	(+১৬.৮)
খ) অন্যান্য দায়/সম্পদ (নিট)	-৯৬৪.৭	-১০৬৮.৪	-১১১২.২
৩. সংকীর্ণ মুদ্রা যোগান (i+ii)	১৬০৩.২		২১১৮.৩
	(+১৩.৫)		(+৩২.১)
i) জনসাধারণের হাতে থাকা কারেন্সি নোট ও মুদ্রা	৮৭৯.৪	-	১২২০.৭
	(+১৪.৩)	-	(+৩৮.৮)
ii) তলবি আমানত [২]	৭২৩.৮		৮৯৭.৬
	(+১২.৫)	-	(+২৪.০)
৪. মেয়াদি আমানত	৬২৬৮.০		৭০৩৯.৫
	(+১২.১)		(+১২.৩)
৫. ব্যাপক মুদ্রা যোগান (১+২) বা (৩+৪)	৭৮৭১.২	৯০৫১.৯	৯১৫৭.৮
	(+১২.৪)	(+১৫.০)	(+১৬.৩)

[১] সরকারি খাত (নিট) হিসাবায়নে Govt. lending fund আমানত হিসেবে বিবেচিত হয়েছে।

[২] মনিটারি অথরিটির তলবি আমানত বাদ দেয়া হয়েছে ।

বন্ধনীভুক্ত সংখ্যাগুলো বছর ভিত্তিক পরিবর্তনের শতকরা হার নির্দেশক

উৎস ঃ মনিটারি পলিসি ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

মুদ্রা ও ঋণ পরিস্থিতি

৪.৪ প্রবৃদ্ধি সহায়ক মুদ্রানীতি ভঙ্গি অনুসরণ করে ব্যাপক মুদ্রা সরবরাহের প্রবৃদ্ধি শতকরা ১৫.০ ভাগে নির্ধারণ করা হয়, যেখানে নিট বৈদেশিক সম্পদ এবং নিট অভ্যন্তরীণ সম্পদের প্রবৃদ্ধি প্রক্ষেপিত হয় যথাক্রমে শতকরা ১১.১ এবং ১৬.২ ভাগ। অর্থবছর ১৬-এ লক্ষ্যমাত্রা শতকরা ১৫.০ ভাগের বিপরীতে ব্যাপক মুদ্রা সরবরাহের (M2) প্রবৃদ্ধি দাঁড়ায় শতকরা ১৬.৩ ভাগে, যেখানে অর্থবছর ১৫-এ প্রকৃত প্রবৃদ্ধি ছিল শতকরা ১২.৪ ভাগ। নিট বৈদেশিক সম্পদের জোরালো প্রবৃদ্ধির কারণেই ব্যাপক মুদ্রা সরবরাহের প্রবৃদ্ধি লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় বেশি। উল্লেখ্য, অর্থবছর ১৬-এ লক্ষ্যমাত্রা শতকরা ১১.১ ভাগের বিপরীতে নিট বৈদেশিক সম্পদের প্রবৃদ্ধি দাঁড়ায় শতকরা ২২.৮ ভাগ। উচ্চ রপ্তানি প্রবৃদ্ধির সাথে সাথে পরিমিত আমদানি প্রবৃদ্ধির কারণে লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় নিট বৈদেশিক সম্পদের উচ্চ প্রবৃদ্ধি ঘটে। অর্থবছর ১৬-এ শতকরা ১৫.৫ ভাগ লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অভ্যন্তরীণ ঋণের প্রবৃদ্ধি দাঁড়ায় শতকরা ১৪.৪ ভাগ, যেখানে অর্থবছর ১৫-এ প্রকৃত প্রবৃদ্ধি ছিল শতকরা ১০.১ ভাগ। সরকারি খাতে ঋণের নিম্ন প্রবৃদ্ধির কারণে লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অভ্যন্তরীণ ঋণের নিম্ন প্রবৃদ্ধি ঘটে। অর্থবছর ১৬-এ লক্ষ্যমাত্রা শতকরা ১৮.৭ ভাগের বিপরীতে সরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি দাঁড়ায় শতকরা ৩.৩ ভাগ, যেখানে অর্থবছর ১৫-এ প্রকৃত প্রবৃদ্ধি ছিল ঋণাত্মক শতকরা ২.৫ ভাগ।

রিজার্ভ মুদ্রা পরিস্থিতি

৪.৬ ব্যাপক মুদ্রা প্রক্ষেপণের সাথে সঙ্গতিপূর্ণভাবে তারল্য সমন্বয়ের লক্ষ্যে রিজার্ভ মুদ্রা ব্যবহারিক লক্ষ্য (operating target) হিসেবে ব্যবহৃত হয়। সরকারের ট্রেজারি বিল এবং বন্ডের সাপ্তাহিক নিলাম রিজার্ভ মুদ্রার মাত্রাকে প্রভাবিত করে, যেখানে মুদ্রাবাজার সুষম করার কাজে মূলত রেপো ও রিভার্স রেপোর নিলাম ব্যবহৃত হয়।

৪.৭ ব্যাপক মুদ্রা প্রবৃদ্ধির প্রক্ষেপণের সাথে সংগতি রেখে অর্থবছর ১৬-এর মুদ্রানীতি কর্মসূচিতে রিজার্ভ মুদ্রার প্রবৃদ্ধি শতকরা ১৪.৩ ভাগ ধরা হলেও, প্রকৃত প্রবৃদ্ধি দাঁড়ায় শতকরা ৩০.১ ভাগ। বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ব্যাংক ব্যবস্থায় বৈদেশিক মুদ্রার অতিরিক্ত অন্তঃপ্রবাহ শোষণ করার কারণে রিজার্ভ মুদ্রার প্রবৃদ্ধি লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় নজিরবিহীনভাবে অতিরিক্ত বেশি বৃদ্ধি পায়। ডলারের বিপরীতে টাকার প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বজায় রাখার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক

চার্ট ৪.১ ব্যাপক মুদ্রা (এম২) এবং এর উপাদানসমূহ

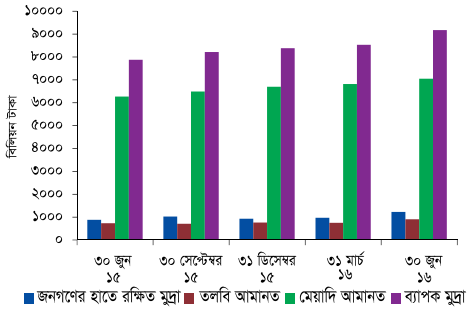

উৎস ঃ মনিটারি পলিসি ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণী ৪.২ রিজার্ভ মুদ্রা পরিস্থিতি

(বিলিয়ন টাকা)

	জুন ২০১৫ শেষের	জুন ২০১৬ শেষে	
	প্রকৃত স্থিতি	প্রক্ষেপণ	প্রকৃত স্থিতি
নিট বৈদেশিক সম্পদ ১[©]	১৬৯৫.১	-	২১১৭.৭
নিট বৈদেশিক সম্পদ ২[©]	১৬৮৮.৪	১৮৬৫.৮	২১০২.৪
নিট অভ্যন্তরীণ সম্পদ [১]	-২১৫.২	-	-১৯১.৭
নিট অভ্যন্তরীণ সম্পদ [২]	-২০৮.৫	-১৭৪.২	-১৭৬.৩
অভ্যন্তরীণ ঋণ	১৪৩.৬ (-৮.৪)	১৫৭.৫ (+৯.৭)	২৩১.৪ (+৬১.১)
সরকারি খাতে ঋণ [৩]	৯৫.৪ (-৬.৭)	১০৫.৪ (+১০.৫)	১৮৭.৭ (+৯৬.৭)
তফসিল ব্যাংকসমূহকে প্রদত্ত ঋণ[৪]	৪৮.২ (-১১.৬)	৫২.১ (+৮.১)	৪৩.৮ (-৯.৩)
অন্যান্য সম্পদ (নিট)	-৩৫২.২	-৩৩১.৭	-৪০৭.৮
রিজার্ভ মুদ্রা (ক+খ) বা (১+২)	১৪৭৯.৯ (+১৪.৩)	১৬৯১.৬ (+১৪.৩)	১৯২৬.০ (+৩০.১)
ইস্যুকৃত মুদ্রা	৯৮১.৫ (+১৪.৮)	১১২৭.৫ (+১৪.৯)	১৩২৩.১ (+৩৪.৮)
বাংলাদেশ ব্যাংকে ব্যাংকসমূহের জমা ৫[©]	৪৯৮.৪ (+১৩.৩)	৫৬৪.০ (+১৩.২)	৬০৩.০ (+২১.০)
মুদ্রা গুণক (এম২/রিজার্ভ মুদ্রা)	৫.৩২	৫.৩৫	৪.৭৬

[©] বৈদেশিক মুদ্রা ক্লিয়ারিং স্থিতি এবং অফশোর ব্যাংক হিসাব ব্যতীত।
[১] মাস শেষের বিনিময় হার ব্যবহার করে আর্থিক জরিপ উপাত্ত হতে হিসাবায়িত।
[২] স্থির বিনিময় হারের (জুন ২০১৫ শেষে) ভিত্তিতে হিসাবায়িত।
[৩] সরকারি খাত (নিট) হিসাবায়নে Govt. Lending Fund আমানত হিসেবে বিবেচিত হয়েছে ।
[৪] তফসিলি ব্যাংকসমূহকে প্রদত্ত কেবলমাত্র "ঋণ ও আগাম" বিবেচিত হয়েছে।
[৫] বৈদেশিক মুদ্রা ক্লিয়ারিং স্থিতি এবং নন-ব্যাংক ডিপোজিট ব্যতীত।
নোটঃ বন্ধনীভুক্ত সংখ্যাগুলো বছর ভিত্তিক পরিবর্তনের শতকরা হার নির্দেশক।
উৎসঃ মনিটারি পলিসি ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

অর্থবছর ১৬-এ বৈদেশিক মুদ্রা বাজার থেকে ৪১৩১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ক্রয় করে। ফলে, অর্থবছর ১৬-এ বাংলাদেশ ব্যাংকের নিট বৈদেশিক সম্পদ ২৩৬.৬ বিলিয়ন টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ১৮৬৫.৮ বিলিয়ন টাকা প্রক্ষেপণের বিপরীতে প্রকৃতপক্ষে ২১০২.৪ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়।

৪.৮ অন্যদিকে, অর্থবছর ১৬-এ ঋণাত্মক ১৭৪.২ বিলিয়ন টাকা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে নিট অভ্যন্তরীণ সম্পদের পরিমাণ দাঁড়ায় ঋণাত্মক ১৭৬.৩ বিলিয়ন টাকায়। বাংলাদেশ ব্যাংকের অভ্যন্তরীণ ঋণের প্রবৃদ্ধি এর উপাদানসমূহের সমন্বয়ে দাঁড়ায় শতকরা ৬১.১ ভাগ, যেখানে সরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি লক্ষ্যমাত্রা শতকরা ১০.৫ ভাগের বিপরীতে দাঁড়ায় শতকরা ৯৬.৭ ভাগ। অর্থবছর ১৬-এ লক্ষ্যমাত্রা ৫২.১ বিলিয়ন টাকার বিপরীতে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক তফসিলি ব্যাংকসমূহকে প্রদত্ত ঋণ দাঁড়ায় ৪৩.৮ বিলিয়ন টাকা। অর্থবছর ১৬-এ রিজার্ভ মুদ্রার প্রকৃত এবং প্রক্ষেপিত প্রবৃদ্ধি সারণী ৪.২-এ দেখানো হলো।

৪.৯ মুদ্রাগুণক অর্থবছর ১৫-এর ৫.৩৫ থেকে হ্রাস পেয়ে অর্থবছর ১৬-এ দাঁড়ায় ৪.৭৬। রিজার্ভ-আমানত অনুপাত অর্থবছর ১৫-এর ০.০৮৬ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ১৬-এ দাঁড়ায় ০.০৮৯। মুদ্রা-আমানত অনুপাত অর্থবছর ১৫-এর ০.১২৬ থেকে কিছুটা বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ১৬-এ দাঁড়ায় ০.১৫৪। উভয় অনুপাত পরিবর্তনের নিট ফলাফলে মুদ্রাগুণক হ্রাস পায়। অর্থবছর ১৬-এ অভ্যন্তরীণ ঋণ ও এর উপাদানগুলোর গতিপ্রকৃতি চার্ট ৪.২-এ দেখানো হলো।

মুদ্রার আয় গতি

৪.১০ মুদ্রার আয় গতি অর্থবছর ১৫-এর ১.৯২ থেকে হ্রাস পেয়ে অর্থবছর ১৬-এ ১.৮৯ এ দাঁড়ায় (সারণী ৪.৩)। অর্থবছর ১৫-এর শতকরা ০.৫২ ভাগ হ্রাসের বিপরীতে অর্থবছর ১৬-এ মুদ্রার আয় গতি শতকরা ১.৫৬ ভাগ হ্রাস পায়। বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর দ্রুত শাখা সম্প্রসারণ এবং আর্থিক অন্তর্ভুক্তিমূলক পদক্ষেপের ফলে অর্থনীতিতে লেনদেনের গতি ত্বরান্বিত হয়, যার ফলে বিগত কয়েক বছর ধরে মুদ্রার আয় গতিতে ক্রমহ্রাসমান ধারা বজায় থাকে। অর্থবছর ২০০৬-১৬ সময়ে জিডিপি প্রবৃদ্ধি, ব্যাপক মুদ্রা (M2) প্রবৃদ্ধি, মূল্যস্ফীতির হার এবং মুদ্রার আয় গতির গতি প্রকৃতি চার্ট ৪.৪-এ দেখানো হলো।

ব্যাংক ঋণ

৪.১১ অর্থবছর ১৫-এর শতকরা ১৩.৫০ ভাগ বৃদ্ধির বিপরীতে অর্থবছর ১৬-এ ব্যাংক ঋণের স্থিতি (বৈদেশিক বিল ও আন্তঃব্যাংক লেনদেন বাদে) ৯২৫.৭৭ বিলিয়ন টাকা বা শতকরা ১৬.১৬ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ৬৬৫৪.৭৬ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। মূলত আগাম ও বিল উভয়ই বৃদ্ধির কারণে অর্থবছর ১৬-এ ব্যাংক ঋণ বৃদ্ধি পায়।

চার্ট ৪.২ অভ্যন্তরীণ ঋণ এবং উপাদানসমূহ

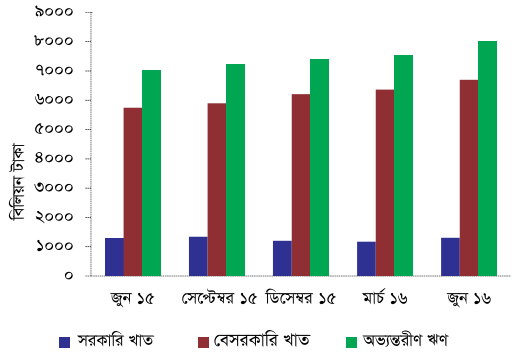

উৎস ঃ মনিটারি পলিসি ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

চার্ট ৪.৩ ব্যাপক মুদ্রা ও রিজার্ভ মুদ্রার প্রক্ষেপিত এবং প্রকৃত বৃদ্ধির গতিধারা

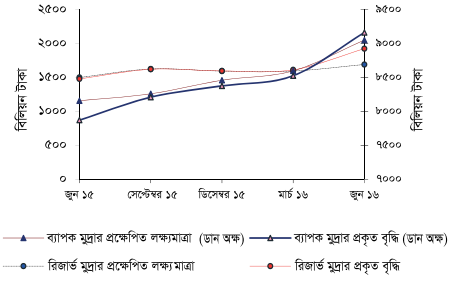

উৎস ঃ মনিটারি পলিসি ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

চার্ট ৪.৪ জিডিপি'র প্রবৃদ্ধি, এম২ প্রবৃদ্ধি, মূল্যস্ফীতি এবং মুদ্রার আয় প্রবৃদ্ধির গতি-প্রকৃতি

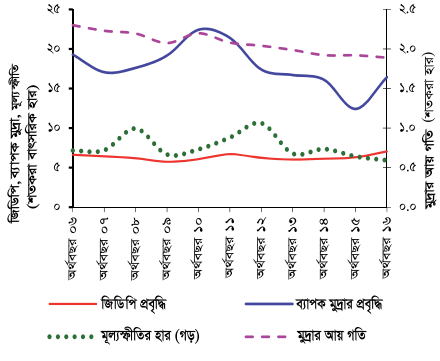

উৎস ঃ মনিটারি পলিসি ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

৪.১২ অর্থবছর ১৫-এর শতকরা ১৩.৯০ ভাগ বৃদ্ধির বিপরীতে অর্থবছর ১৬-এ আগামসমূহ ৮৯২.৪৭ বিলিয়ন টাকা বা শতকরা ১৬.১৪ ভাগ বৃদ্ধি পায়। ক্রয়কৃত ও

বাট্টাকৃত বিলসমূহ অর্থবছর ১৫-এর শতকরা ৩.৫২ ভাগ বৃদ্ধির বিপরীতে অর্থবছর ১৬-এ ৩৩.৩০ বিলিয়ন টাকা বা শতকরা ১৬.৬২ ভাগ বৃদ্ধি পায়। ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে ব্যাংক ঋণ ও এর উপাদানসমূহ সারণী ৪.৪-এ দেখানো হলো।

ব্যাংক আমানত

৪.১৩ ব্যাংক আমানত (আন্তঃব্যাংক লেনদেন বাদে) অর্থবছর ১৫-এর শতকরা ১২.৬৪ ভাগ বৃদ্ধির বিপরীতে ১০৩২.৮১ বিলিয়ন টাকা বা শতকরা ১৩.৮৪ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ১৬-এ ৮৪৯৫.৮১ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। সকল ধরনের আমানত বৃদ্ধিই আলোচ্য অর্থবছরে ব্যাংক আমানত বৃদ্ধিতে প্রভাব ফেলে। মেয়াদি আমানত অর্থবছর ১৫-এর শতকরা ১২.১৩ ভাগ বৃদ্ধির বিপরীতে ৭৭১.৪৭ বিলিয়ন টাকা বা শতকরা ১২.৩১ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ১৬-এ ৭০৩৯.৪৭ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। তলবি আমানত অর্থবছর ১৫-এর শতকরা ১২.৫০ ভাগ হ্রাসের বিপরীতে অর্থবছর ১৬-এ ১৭৩.৭৫ বিলিয়ন টাকা বা শতকরা ২৪.০০ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ৮৯৭.৫৯ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। সরকারি আমানত অর্থবছর ১৫-এর শতকরা ২০.১৪ ভাগ বৃদ্ধির বিপরীতে ৮৭.৫৮ বিলিয়ন টাকা বা শতকরা ১৮.৫৯ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ১৬-এ ৫৫৮.৭৫ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। অর্থবছর ১৬-এ ব্যাংক আমানতের ত্রৈমাসিক গতিধারা সারণী ৪.৫ এ দেখানো হলো।

ঋণ/আমানত অনুপাত

৪.১৪ বিশেষায়িত ব্যাংকসমূহ বাদে তফসিলি ব্যাংকসমূহের ঋণ/আমানত অনুপাত জুন ২০১৬ শেষে দাঁড়ায় ০.৭৮:১, যা জুন ২০১৫ শেষে ছিল ০.৭৭:১। অর্থাৎ, জুন ২০১৬ শেষে মোট ঋণের পরিমাণ ছিল মোট আমানতের শতকরা ৭৮ ভাগ, যেখানে জুন ২০১৫ শেষে মোট ঋণের পরিমাণ ছিল মোট আমানতের শতকরা ৭৭ ভাগ। আমানতের প্রবৃদ্ধির তুলনায় ঋণের প্রবৃদ্ধি কিছুটা বেড়ে যাওয়ায় ঋণ/আমানত অনুপাত সামান্য বৃদ্ধি পায়।

বাংলাদেশ ব্যাংক হতে তফসিলি ব্যাংকসমূহের কর্জ

৪.১৫ বাংলাদেশ ব্যাংক হতে তফসিলি ব্যাংকসমূহের মোট ঋণের পরিমাণ ২০১৫ সনের জুন শেষে শতকরা ১২.৭২ ভাগ হ্রাস পাওয়ার বিপরীতে ১৩৫.৬৪ বিলিয়ন টাকা বা শতকরা ২৮১.২১ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৬ সনের জুন শেষে ১৮৩.৮৮ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। উল্লেখ্য, জানুয়ারি ২০১৬ থেকে রপ্তানি উন্নয়ন তহবিল হতে তফসিলি ব্যাংকসমূহের ঋণ গ্রহণের বিষয়টি মোট স্থিতিতে প্রদর্শিত হওয়ায় অর্থবছর ১৬-এ বাংলাদেশ ব্যাংক হতে তফসিলি ব্যাংকসমূহের ঋণ গ্রহণের উল্লিখিত উচ্চ প্রবৃদ্ধি ঘটেছে।

সারণী ৪.৩ মুদ্রার আয় গতি

(বিলিয়ন টাকা)

অর্থবছর	চলতি বাজার মূল্যে মোট দেশজ উৎপাদন (ভিত্তি বছরঃ ২০০৫-০৬)	ব্যাপক মুদ্রা (এম২) (জুন শেষে)	মুদ্রার আয় গতি (জিডিপি/ এম২)
অর্থবছর ১০	৭৯৭৫.৩৯	৩৬৩০.৩১	২.২০ (-৭.৫৬)
অর্থবছর ১১	৯১৫৮.২৯	৪৪০৫.২০	২.০৮ (-৫.৪৫)
অর্থবছর ১২	১০৫৫২.০৪	৫১৭১.১০	২.০৪ (-১.৯২)
অর্থবছর ১৩	১১৯৮৯.২৩	৬০৩৫.০৬	১.৯৯ (-২.৪৫)
অর্থবছর ১৪	১৩৪৩৬.৭৪	৭০০৬.২৪	১.৯৩ (-৩.০২)
অর্থবছর ১৫	১৫১৫৮.০২	৭৮৭১.২০	১.৯২ (-০.৫২)
অর্থবছর ১৬	১৭৩২৮.৬৪	৯১৬৩.৭৮	১.৮৯ (-১.৫৬)

নোটঃ বন্ধনীভুক্ত সংখ্যাগুলো পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় শতকরা পরিবর্তন নির্দেশক।
উৎসঃ মনিটারি পলিসি ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণী ৪.৪ ব্যাংক ঋণ*

(বিলিয়ন টাকা)

তারিখ	আগামসমূহ	বিলসমূহ	মোট
৩০ জুন ১৫	৫৫২৮.৬৯ (৯৬.৫০)	২০০.৩০ (৩.৫০)	৫৭২৮.৯৯
৩০ সেপ্টেম্বর ১৫	৫৬৪০.৫১ (৯৬.৩১)	২১৬.১২ (৩.৬৯)	৫৮৫৬.৬৩
৩১ ডিসেম্বর ১৫	৫৯৭৫.২২ (৯৬.৭৯)	১৯৮.৪৩ (৩.২১)	৬১৭৩.৬৫
৩১ মার্চ ১৬	৬১২৬.৬৪ (৯৬.৬১)	২১৫.০৩ (৩.৩৯)	৬৩৪১.৬৭
৩০ জুন ১৬	৬৪২১.১৬ (৯৬.৪৯)	২৩৩.৬০ (৩.৫১)	৬৬৫৪.৭৬

*বৈদেশিক ঋণ ও আন্তঃব্যাংক ঋণ বাদে।
বন্ধনীভুক্ত সংখ্যাগুলো মোট স্থিতির শতকরা অংশ নির্দেশক।
উৎস ঃ মনিটারি পলিসি ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণী ৪.৫ ব্যাংক আমানত*

(বিলিয়ন টাকা)

তারিখ	তলবি আমানত	মেয়াদি আমানত	সরকারি আমানত	মোট আমানত
৩০ জুন ১৫	৭২৩.৮৪	৬২৬৮.০০	৪৭১.১৭	৭৪৬৩.০০
৩০ সেপ্টেম্বর ১৫	৬৯৯.১৬	৬৪৮৮.০৪	৪৬৩.৩০	৭৬৫০.৫০
৩১ ডিসেম্বর ১৫	৭৫২.২৮	৬৬৯৭.৯৫	৫১৯.১৬	৭৯৬৯.৪০
৩১ মার্চ ১৬	৭৪৩.০৪	৬৮১৬.৮৮	৫২১.৯৪	৮০৮১.৮৬
৩০ জুন ১৬	৮৯৭.৫৯	৭০৩৯.৪৭	৫৫৮.৭৫	৮৪৯৫.৮১

* আন্তঃব্যাংক ও সীমাবদ্ধ আমানত বাদে।
উৎস ঃ মনিটারি পলিসি ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

বাংলাদেশ ব্যাংকে তফসিলি ব্যাংকসমূহের জমা এবং তাদের নিজস্ব সিন্দুকে রক্ষিত তহবিল

৪.১৬ ২০১৫ সনের জুন শেষের শতকরা ১৩.২৮ ভাগ বা ৪৯৮.৩৯ বিলিয়ন টাকা বৃদ্ধির বিপরীতে বাংলাদেশ ব্যাংকে তফসিলি ব্যাংকসমূহের গচ্ছিত জমা ১০৪.৬০ বিলিয়ন টাকা বা শতকরা ২০.৯৯ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৬ সনের জুন শেষে ৬০২.৯৯ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ২০১৫ সনের জুন শেষের শতকরা ১৯.০৮ ভাগ বা ১০২.১৩ বিলিয়ন টাকা বৃদ্ধির বিপরীতে তফসিলি ব্যাংকসমূহের ভল্টে রক্ষিত টাকার পরিমাণ শতকরা ০.১৭ ভাগ বা ০.১৮ বিলিয়ন টাকা বৃদ্ধি পেয়ে জুন ২০১৬ শেষে ১০২.৩১ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়।

বাংলাদেশ ব্যাংকে তফসিলি ব্যাংকসমূহের নগদ জমা সংরক্ষণ আবশ্যকতা (CRR)

৪.১৭ তফসিলি ব্যাংকসমূহ কর্তৃক বাংলাদেশ ব্যাংকে রক্ষিতব্য নগদ জমার হার (CRR) ২৪ জুন ২০১৪ থেকে ৫০ বেসিস পয়েন্ট বৃদ্ধি করে তাদের মোট তলবি ও মেয়াদি দায়ের শতকরা ৬.৫ ভাগ নির্ধারণ করা হয়। উল্লেখ্য যে, ব্যাংকসমূহ গড়ে দ্বি-সাপ্তাহিক ভিত্তিতে শতকরা ৬.৫ ভাগ নগদ তহবিল সংরক্ষণ করে এবং এ জমার হার দৈনিক ভিত্তিতে কোনোক্রমেই শতকরা ৬.০০ ভাগের কম হবে না মর্মে নির্দেশনা রয়েছে।

তফসিলি ব্যাংকসমূহের তরল সম্পদ সংরক্ষণ আবশ্যকতা (SLR)

৪.১৮ ব্যাংক-কোম্পানি আইন, ১৯৯১ এর ধারা ৩৩ এর উপ-ধারা (২) এ আনীত সংশোধনী অনুযায়ী ব্যাংকসমূহকে তরল সম্পদ সংরক্ষণের আবশ্যকীয় হার (SLR) পৃথকভাবে পরিপালন করতে হয়। প্রচলিত ধারার ব্যাংকিং এর ক্ষেত্রে সিআরআর এর অতিরিক্ত নগদ জমাসহ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে সহজে বিনিময়যোগ্য সম্পদের রক্ষণীয় মাত্রা দৈনিক ভিত্তিতে তাদের মোট তলবি ও মেয়াদি দায়ের শতকরা ১৩.০ ভাগের এবং ইসলামি শরিয়াহ্‌ভিত্তিক ব্যাংকিং এর ক্ষেত্রে এ মাত্রা শতকরা ৫.৫ ভাগের কম হবে না মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, যা ১ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ থেকে কার্যকর করা হয়।

ব্যাংক রেট

৪.১৯ অর্থবছর ১৬-এ ব্যাংক রেট ৫.০ শতাংশে অপরিবর্তিত থাকে, যা ৬ নভেম্বর ২০০৩ থেকে কার্যকর রয়েছে।

সারণী ৪.৬ তফসিলি ব্যাংকসমূহের ভারীত গড় সুদের হার

(জুন শেষে (শতকরা সুদের হার))

খাত	অর্থবছর ১১	অর্থবছর ১২	অর্থবছর ১৩	অর্থবছর ১৪	অর্থবছর ১৫	অর্থবছর ১৬
আমানত	৭.২৭	৮.১৫	৮.৫৪	৭.৭৯	৬.৮০	৫.৫৪
আগাম	১২.৪২	১৩.৭৫	১৩.৬৭	১৩.১০	১১.৬৭	১০.৩৯
ব্যাপ্তি	৫.১৫	৫.৬০	৫.১৩	৫.৩১	৪.৮৭	৪.৮৫

উৎস ঃ মনিটারি পলিসি ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

চার্ট ৪.৫ তফসিলি ব্যাংকসমূহের ভারীত গড় সুদের হার

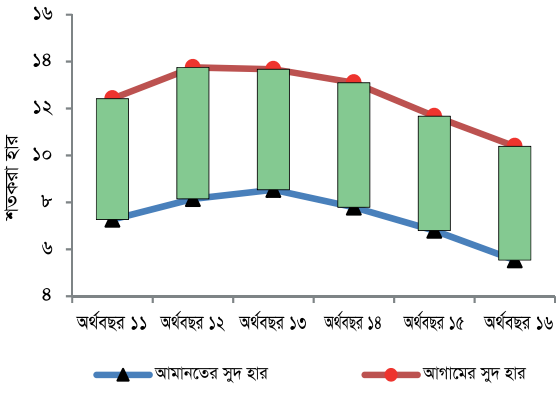

উৎস ঃ মনিটারি পলিসি ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

আমানত ও আগামের উপর সুদের হার

৪.২০ অর্থবছর ১১ হতে অর্থবছর ১৩ পর্যন্ত সময়ে তফসিলি ব্যাংকসমূহের আমানতের ভারীত গড় সুদের হার বৃদ্ধি পায়। আমানতের সুদ হার অর্থবছর ১৪-এর শতকরা ৮.৫৪ ভাগ থেকে পর্যায়ক্রমে হ্রাস পেয়ে অর্থবছর ১৬-এ শতকরা ৫.৫৪ ভাগে দাঁড়ায়। একইভাবে, অর্থবছর ১১ হতে অর্থবছর ১২ পর্যন্ত সময়ে আগামের ভারীত গড় সুদের হার ঊর্ধ্বমুখী ধারা অনুসরণ করে এবং অর্থবছর ১২-এর উচ্চতর শতকরা ১৩.৭৫ ভাগ থেকে ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেয়ে অর্থবছর ১৬-এ দাঁড়ায় শতকরা ১০.৩৯ ভাগ। স্বল্প সুদে বৈদেশিক অর্থায়নের সুযোগ, হ্রাসকৃত নীতি সুদ হার এবং ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের কঠোর নীতি অনুসরণ আমানত এবং আগামের ভারীত গড় সুদ হার হ্রাসে প্রভাব ফেলে। ঋণ ও আমানতের সুদ হারের ব্যাপ্তি অর্থবছর ১১ থেকে অর্থবছর ১৪ পর্যন্ত সময়কালে শতকরা ৫.০ ভাগের উপরে ছিল। আমানত এবং আগামের সুদ হারে নিম্নমুখী ধারা অনুসরণ করে অর্থবছর ১৫-এ সুদের হারের ব্যাপ্তি শতকরা ৪.৮৭ ভাগে নেমে আসে এবং অর্থবছর ১৬-এ সুদ হারের ব্যাপ্তি পুনরায় সামান্য হ্রাস পেয়ে শতকরা ৪.৮৫ ভাগে দাঁড়ায়।

অর্থবছর ১১ হতে অর্থবছর ১৬ পর্যন্ত সময়কালে তফসিলি ব্যাংকসমূহের আগাম এবং আমানতের ভারীত গড় সুদের হার এবং এর ব্যাপ্তি সারণী ৪.৬ এবং চার্ট ৪.৫-এ দেখানো হলো।

সুদ হার ও তারল্য ব্যবস্থাপনা

৪.২১ উৎপাদন উপকরণাদি এবং মূলধন যন্ত্রপাতি আমদানির জন্য স্বল্প সুদে বৈদেশিক অর্থায়নের সুযোগ বিদ্যমান থাকায় অর্থবছর ২০১৬-এ ব্যাংকগুলোর ঋণ গ্রহণ এবং ঋণ প্রদানের সুদ হারে নিম্নমুখী ধারা বজায় থাকে। এছাড়া, বাংলাদেশ ব্যাংক বিনিয়োগকে উজ্জীবিতকরণ এবং নীতি সুদ হারকে বাজার সুদ হারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ রাখতে ১৪ জানুয়ারি ২০১৬-এ রেপো ও রিভার্স রেপো হার ৫০ বেসিস পয়েন্ট কমিয়ে যথাক্রমে শতকরা ৬.৭৫ এবং ৪.৭৫ ভাগে পুনঃনির্ধারণ করে। এতদ্‌সত্ত্বেও, বাজারে পর্যাপ্ত তারল্য থাকায় তা সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে অর্থবছর ১৬-এ ৩০ দিন মেয়াদি বাংলাদেশ ব্যাংক বিলের পাশাপাশি ৭ দিন এবং ১৪ দিন মেয়াদি বাংলাদেশ ব্যাংক বিল চালু করা হয়।

৪.২২ মুদ্রানীতির কার্যকর ট্রান্সমিশনের জন্য প্রয়োজন মুদ্রা ও ঋণ বাজারকে শক্তিশালীকরণ। মুদ্রানীতির ট্রান্সমিশন চ্যানেলগুলোর কার্যক্রমকে মসৃণ রাখার লক্ষ্যে আর্থিক বাজারের হাতিয়ারগুলোর কার্যকারিতা জোরদারকরণের জন্য ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের ঋণ বিতরণ ও ঋণ আদায় শৃংখলায় বাংলাদেশ ব্যাংকের নজরদারি নিবিড় করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে, বাংলাদেশ ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা ও অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ, জবাবদিহিতা এবং স্বচ্ছতার উপর বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করেছে। তাছাড়া, অভ্যাসগত তথা ইচ্ছাকৃত ঋণখেলাপি আচরণকে নিরুৎসাহিত করা ছাড়াও বিভিন্ন প্রতিকূল পরিস্থিতিতে প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের সাহায্যে আন্তর্জাতিক সর্বোত্তম চর্চার অনুসরণে বাস্তবসম্মতভাবে ঋণ পুনর্গঠনের ব্যবস্থাও বাংলাদেশ ব্যাংকের বিবেচনাধীন রয়েছে। অধিকন্তু, ব্যাংক ব্যবস্থায় অনিয়ম প্রতিহত করতে বৃহৎ আর্থিক লেনদেন ও ঋণ পর্যালোচনায় ডিজিটাল প্রযুক্তি প্রয়োগ করা হয়েছে।

পুঁজি বাজার পরিস্থিতি

৪.২৩ পুঁজি বাজারে স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে অর্থবছর ১৬-এ বাংলাদেশ ব্যাংকের সহায়তা অব্যাহত ছিল। ২০১০ সনের উলম্ফন (bubble) এবং এর পরবর্তী ধসের পর বর্তমানে পুঁজি বাজার স্থিতিশীল রয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংক পুঁজি বাজার স্থিতিশীলকরণের জন্য উদ্যোগ গ্রহণের

চার্ট ৪.৬ তারল্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমঃ অর্থবছর ১৬

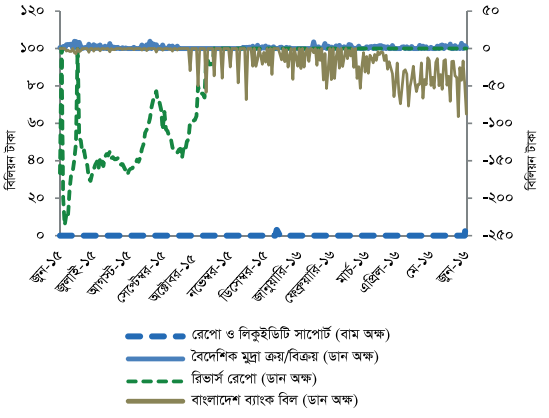

উৎস ঃ মনিটারি পলিসি ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

পাশাপাশি আন্তর্জাতিক সর্বোত্তম নীতি-পদ্ধতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং ব্যাংকগুলোর মূলধন ভিত্তির সাথে সঙ্গতি রেখে তাদের পুঁজি বাজারে বিনিয়োগের উপর সীমা আরোপ করেছে।

৪.২৪ বিনিয়োগকারীদের আস্থাহীনতার কারণে পুঁজি বাজারের অবস্থা কিছুটা নাজুক (anguishing) হওয়া সত্ত্বেও অর্থবছর ১৬-এ বাংলাদেশের পুঁজি বাজার পরিস্থিতি মোটামুটি স্থিতিশীল ছিল। জুন ২০১৬ শেষে ডিএসই সূচক দাঁড়ায় ৪৫০৭.৬, যা জুন ২০১৫ এর ডিএসই সূচক ৪৫৮৩.১ থেকে কিছুটা কম। মার্কেট ক্যাপিটাল ও জিডিপি অনুপাত জুন ২০১৫ এর শতকরা ২১.৪৫ ভাগ থেকে হ্রাস পেয়ে জুন ২০১৬ শেষে শতকরা ১৮.৪২ ভাগে দাঁড়িয়েছে। ডিএসই'র মূল্য-আয় অনুপাত (Price earnings ratio) জুন ২০১৫-এর ১৫.৯০ থেকে হ্রাস পেয়ে জুন ২০১৬ শেষে দাঁড়ায় ১৪.৬১। এখন, পুঁজি বাজার কর্তৃপক্ষকে পুঁজি বাজারে বিনিয়োগ প্রক্রিয়াকে আরো সুদৃঢ়করণ (streamlining), ইক্যুইটি ইস্যু ব্যয় হ্রাসকরণ এবং সম্ভাবনাময় কর্পোরেটদের পুঁজি বাজারের মাধ্যমে মূলধন উত্তোলনের পথকে সুগমতরকরণে গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন।

৪.২৫ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, সম্প্রতি বাংলাদেশ সরকার সাধারণ জনগণের জন্য দীর্ঘমেয়াদি পেনশন সঞ্চয় স্কিম চালু করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে যা একটি নতুন পেনশন ফান্ড রেগুলেটর দ্বারা তত্ত্বাবধায়ন করা হবে। এ ধরনের উদ্যোগের সফল প্রয়োগ আর্থিক এবং পুঁজি বাজারকে দীর্ঘমেয়াদি সঞ্চয়কে দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগের দিকে সঞ্চালন করতে অনেকাংশে সহায়তা করবে এবং জনগণের আস্থাকে পুনরুদ্ধার এবং তা ধরে রাখতে সাহায্য করবে।

ব্যাংকিং খাতের কর্মদক্ষতা, প্রবিধান এবং ব্যাংকগুলোর তত্ত্বাবধান

৫.১ আর্থিক খাতের সামগ্রিক সুষ্ঠুতা, দক্ষতা ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক তার প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বাংলাদেশ ব্যাংক বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে; যেমন ব্যাংকগুলোর ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ও কর্পোরেট গভর্নেন্স সংক্রান্ত কার্যক্রম অধিকতর জোরদারকরণ, সামগ্রিক ব্যাংকিং খাতসহ প্রত্যেকটি ব্যাংকের স্থিতিশীলতার কালান্তরিক পর্যালোচনা, স্ট্রেস টেস্টিং এর প্রয়োগ, বৃহৎ ঋণ তদারকি, এবং Self Assessment of Anti-Fraud Internal Controls এর মাধ্যমে ব্যাংকগুলোর জাল-জালিয়াতির ঘটনা তদারকি ও অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ জোরদারকরণ ইত্যাদি এবং অর্থবছর ১৬-এ বিষয়গুলোতে অধিকতর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। ব্যাংক কোম্পানি আইন, ১৯৯১ (২০১৩ পর্যন্ত সংশোধিত) এর আলোকে পুঁজি বাজারে তফসিলি ব্যাংকগুলোর বিনিয়োগ তদারকি জোরদার করা হয়েছে। ব্যাংকগুলোতে যথাযথ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পর্ষদ পর্যায়ে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এছাড়াও ব্যাংকের সকল ধরনের বিদ্যমান ও সম্ভাব্য ঝুঁকি চিহ্নিতকরণ, পরিমাপকরণ, তদারকি, নিয়ন্ত্রণ ও মোকাবেলার জন্য দায়-সম্পদ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা (Asset-Liability Management Guideline) সহ সকল কোর রিস্ক গাইডলাইন্স যুগোপযোগী করা হয়েছে।

ক. ব্যাংকিং খাতের কর্মদক্ষতা

৫.২ বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতে মোট চার ধরনের তফসিলি ব্যাংক রয়েছে। এগুলো হলো- রাষ্ট্র মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক (এসসিবি), রাষ্ট্র মালিকানাধীন উন্নয়ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান (ডিএফআই) বা বিশেষায়িত ব্যাংক, বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক (পিসিবি) এবং বিদেশি বাণিজ্যিক ব্যাংক (এফসিবি)। ডিসেম্বর ২০১৫ এর হিসাব অনুযায়ী বাংলাদেশে কার্যরত তফসিলি ব্যাংকের সংখ্যা ৫৬টি। ব্যাংকগুলোর শাখার মোট সংখ্যা ২০১৪ সনের ৯০৪০টি হতে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৫-এ ৯৩৯৭টিতে দাঁড়িয়েছে। মূলত বেসরকারি খাতে তফসিলি ব্যাংকের নতুন নতুন শাখা খোলার ফলে মোট শাখার সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। জুন ২০১৬ নাগাদ ব্যাংকের মোট শাখার সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ৯৪৫৩টিতে দাঁড়িয়েছে (পরিশিষ্ট-৪, সারণী-১)। ব্যাংকের ধরন অনুসারে ব্যাংক ব্যবস্থার কাঠামো সারণী ৫.১-এ দেখানো হলোঃ

৫.৩ ব্যাংকিং খাতের মোট সম্পদের মধ্যে রাষ্ট্র মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর সম্পদের পরিমাণ ২০১৪-এর মতো ২০১৫-এ শতকরা ২৭.৫ ভাগে দাঁড়িয়েছে। বেসরকারি ব্যাংকগুলোর মোট সম্পদের পরিমাণ ২০১৪-এর শতকরা ৬৩.৩ ভাগ হতে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৫-এ শতকরা ৬৪.৫ ভাগে উন্নীত হয়েছে। ২০১৫-এ বিদেশি বাণিজ্যিক ব্যাংকের ধারণকৃত মোট সম্পদের পরিমাণ ছিল শতকরা ৫.২ ভাগ, যা পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় শতকরা ০.৩ ভাগ কম। ২০১৫-এ বিশেষায়িত ব্যাংকগুলোর মোট সম্পদের পরিমাণ ছিল শতকরা ২.৮ ভাগ, যা ২০১৪-এ ছিল শতকরা ৩.৭ ভাগ। উল্লেখ্য যে, বিশেষায়িত ব্যাংকগুলোর মধ্য থেকে একটি ব্যাংককে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

৫.৪ ২০১৫ সনে মোট আমানত ২০১৪ সনের ৬৯৬৫.১ বিলিয়ন টাকা হতে শতকরা ১৩.৮ ভাগ বৃদ্ধি

সারণী ৫.১ ব্যাংক ব্যবস্থার কাঠামো (বিলিয়ন টাকা)

ব্যাংকের ধরন	২০১৪						২০১৫					
	ব্যাংকের সংখ্যা	শাখার সংখ্যা	মোট সম্পদ	মোট সম্পদের শতকরা অংশ	মোট আমানত	মোট সম্পদের শতকরা অংশ	ব্যাংকের সংখ্যা	শাখার সংখ্যা	মোট সম্পদ	মোট সম্পদের শতকরা অংশ	মোট আমানত	মোট সম্পদের শতকরা অংশ
এসসিবি	৫	৩৫৫৩	২৫১৭.১	২৭.৫	১৯৫২.১	২৮.০	৬	৩৬৯০	২৮৩৯.৬	২৭.৫	২২৫৪.৮	২৮.৪
বিশেষায়িত	৩	১৫০০	৩৩৩.৮	৩.৭	২৩৭.৬	৩.৪	২	১৪০৬	২৯১.৩	২.৮	২২৬.৬	২.৯
বেসরকারি	৩৯	৩৯১৭	৫৭৮৭.২	৬৩.৩	৪৪৪৯.৪	৬৩.৯	৩৯	৪২২৬	৬৬৫২.৯	৬৪.৫	৫১১০.৪	৬৪.৫
বিদেশি	৯	৭০	৫০৫.০	৫.৫	৩২৬.০	৪.৭	৯	৭৫	৫৩০.৮	৫.২	৩৩৬.৮	৪.৩
মোট	**৫৬**	**৯০৪০**	**৯১৪৩.০**	**১০০**	**৬৯৬৫.১**	**১০০**	**৫৬**	**৯৩৯৭**	**১০৩১৪.৭**	**১০০**	**৭৯২৮.৬**	**১০০**

নোটঃ ব্যাংকগুলো পঞ্জিকাবর্ষ ভিত্তিক স্থিতিপত্র (ব্যালেন্স শীট) প্রস্তুত করে এবং বছরান্তে ব্যাংকগুলোকে তাদেরকে নিরীক্ষিত স্থিতিপত্র বাংলাদেশ ব্যাংকে দাখিল করতে হয়। সে জন্য ব্যাংকগুলোর কর্মদক্ষতা সম্পর্কিত তথ্যসমূহ পঞ্জিকাবর্ষ ভিত্তিক দেখানো হলো।

চার্ট ৫.১ ব্যাংকিং খাতে একীভূত সম্পদ (বিলিয়ন টাকা)

ডিসেম্বর ২০১৪

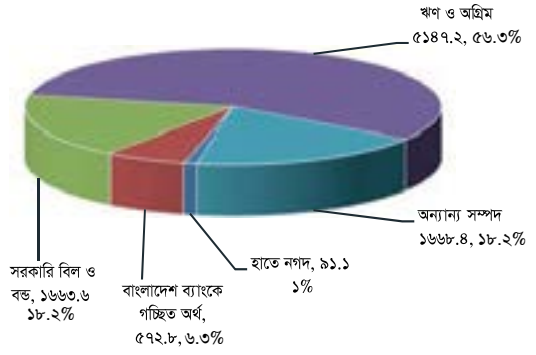

ডিসেম্বর ২০১৫

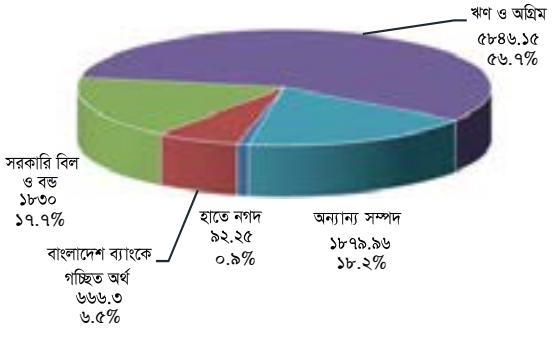

উৎস ঃ বাংলাদেশ ব্যাংক।

চার্ট ৫.২ ব্যাংকিং খাতে একীভূত দায় (বিলিয়ন টাকা)

ডিসেম্বর ২০১৪

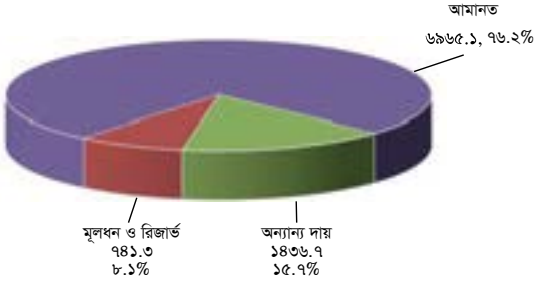

ডিসেম্বর ২০১৫

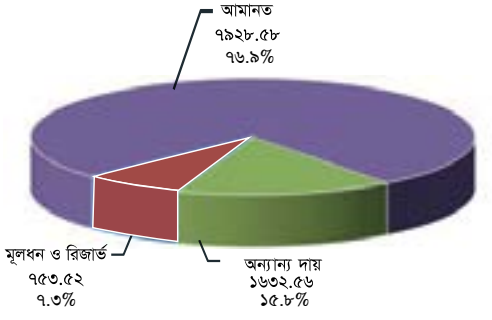

উৎস ঃ বাংলাদেশ ব্যাংক।

পেয়ে ৭৯২৮.৬ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। রাষ্ট্র মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর মোট আমানতের পরিমাণ ২০১৪ সনের শতকরা ২৮.০ ভাগ হতে সামান্য বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৫-এ শতকরা ২৮.৪ ভাগে দাঁড়িয়েছে। অপরদিকে, ২০১৫-এ বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর আমানতের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৫১১০.৪ বিলিয়ন টাকা বা ব্যাংকিং খাতের মোট আমানতের শতকরা ৬৪.৫ ভাগ, ২০১৪-সনে এর পরিমাণ ছিল ৪৪৪৯.৪ বিলিয়ন টাকা যা ব্যাংকিং খাতের মোট আমানতের শতকরা ৬৩.৯ ভাগ। ২০১৫-এ বিদেশি ব্যাংকগুলোর আমানতের পরিমাণ ২০১৪ সনের তুলনায় ১০.৮ বিলিয়ন টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে যদিও ব্যাংকিং খাতের মোট আমানতের ক্ষেত্রে তাদের অবদান গতবছরের শতকরা ৪.৭ ভাগ হতে হ্রাস পেয়ে শতকরা ৪.৩ ভাগে দাঁড়িয়েছে। বিশেষায়িত ব্যাংকগুলোর আমানতের পরিমাণ ২০১৪-এর ২৩৭.৬ বিলিয়ন টাকা হতে শতকরা ৪.৬ ভাগ হ্রাস পেয়ে ২০১৫-এ ২২৬.৬ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে।

ক.১. সমন্বিত স্থিতিপত্র

৫.৫ ২০১৫ সনে ব্যাংকিং খাতের একীভূত সম্পদের পরিমাণ ২০১৪ সনের তুলনায় সার্বিকভাবে শতকরা ১২.৮ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে। আলোচ্য সময়ে রাষ্ট্র মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর মোট সম্পদ শতকরা ১২.৮ ভাগ এবং বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর মোট সম্পদ শতকরা ১৫.০ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে। সামগ্রিক সম্পদে (১০৩১৪.৭ বিলিয়ন টাকা) ঋণ ও অগ্রিম খাতের অবদান সর্বাধিক, যার পরিমাণ ছিল ৫৮৪৬.২ বিলিয়ন টাকা (শতকরা ৫৬.৭ ভাগ)। বৈদেশিক মুদ্রাসহ হাতে নগদ তহবিলের পরিমাণ ছিল ৯২.৩ বিলিয়ন টাকা; বাংলাদেশ ব্যাংকে গচ্ছিত আমানতের পরিমাণ ছিল ৬৬৬.৩ বিলিয়ন টাকা; অন্যান্য সম্পদের পরিমাণ ছিল ১৮৮০.০ বিলিয়ন টাকা এবং সরকারি সিকিউরিটিজে বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ১৮৩০ বিলিয়ন টাকা (চার্ট-৫.১)।

৫.৬ ২০১৫ সনে ব্যাংকিং খাতের সামগ্রিক দায় ও মূলধনের মধ্যে মোট আমানতের অংশ ছিল শতকরা ৭৬.৯ ভাগ (৭৯২৮.৬ বিলিয়ন টাকা), যা ব্যাংকিং ব্যবস্থায় তহবিলের প্রধান উৎস হিসেবে কাজ করেছে। ২০১৫ সনে ব্যাংকগুলোর সামগ্রিক মূলধন ও সঞ্চিতির পরিমাণ ছিল ৭৫৩.৫ বিলিয়ন টাকা (মোট আমানতের শতকরা ৭.৩ ভাগ), যা ২০১৪ সনে ছিল ৭৪১.৩ বিলিয়ন (শতকরা ৮.১ ভাগ) টাকা (চার্ট-৫.২)

ক.২. মূলধন পর্যাপ্ততা

৫.৭ মূলধন পর্যাপ্ততা আর্থিক খাতের সকল প্রকার ঝুঁকি যেমন - ঋণ ঝুঁকি, বাজার ঝুঁকি, পরিচালন ঝুঁকি, সুদহার ঝুঁকি, তারল্য ঝুঁকি, সুনামহানির ঝুঁকি, নিষ্পত্তিকরণ ঝুঁকি, কৌশলগত ঝুঁকি, পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি হতে সৃষ্ট সম্ভাব্য ক্ষতি মোকাবেলায় ব্যাংকগুলোর অভিশোষণ ক্ষমতা পরিমাপ করে। ব্যাসেল-৩ মোতাবেক ব্যাংকগুলোকে ন্যূনতম মূলধন হিসেবে ঝুঁকিভিত্তিক সম্পদের শতকরা ১০.০ ভাগ অথবা ৪.০ বিলিয়ন টাকা, এদু'য়ের মধ্যে যেটি বেশি তা সংরক্ষণ করতে হয়। তত্ত্বাবধান পর্যালোচনা পদ্ধতির (Supervisory Review Process) আওতায় ব্যাংকগুলোকে পর্যাপ্ত মূলধন তথা ন্যূনতম প্রয়োজনীয় মূলধনের বেশি সংরক্ষণের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে, যা সম্ভাব্য সকল ঝুঁকি মোকাবেলায় সক্ষম। ব্যাংকগুলোর জন্য মূলধনের পর্যাপ্ততার পরিমাণ সাধারণত SRP-SREP (Supervisory Review Evaluation Process, the central bank's assessment) সংলাপের মাধ্যমে নির্ধারিত ও চূড়ান্ত হয়ে থাকে। ৩১ ডিসেম্বর ২০১৫ পর্যন্ত ব্যাংকগুলোর সার্বিক মূলধনের পরিমাণ ছিল ৭৫৩.৫ বিলিয়ন টাকা।

৫.৮ সারণী ৫.২ হতে দেখা যায় যে, ৩১ ডিসেম্বর ২০১৫-এ সামগ্রিকভাবে রাষ্ট্র মালিকানাধীন, বিশেষায়িত, বেসরকারি এবং বিদেশি ব্যাংকগুলোর মূলধন পর্যাপ্ততার হার ছিল যথাক্রমে শতকরা ৬.৪, -৩২.০, ১২.৪ এবং ২৫.৬ ভাগ। কিন্তু শ্রেণিকৃত ঋণ বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে ৪টি রাষ্ট্র মালিকানাধীন ব্যাংক, ২টি বেসরকারি ব্যাংক এবং ২টি বিশেষায়িত ব্যাংক এককভাবে প্রয়োজনীয় ন্যূনতম মূলধন সংরক্ষণ করতে ব্যর্থ হয়েছে। ডিসেম্বর ২০১৫-এ ব্যাংকিং খাতের সার্বিক মূলধন পর্যাপ্ততার হার ছিল শতকরা ১০.৮ ভাগ, যা ডিসেম্বর, ২০১৪ এ ছিল শতকরা ১১.৩ ভাগ। জুন ২০১৬ শেষে ব্যাংকিং খাতের সার্বিক মূলধন পর্যাপ্ততার হার ছিল শতকরা ১০.৩ ভাগ।

চার্ট ৫.৩ একীভূত মূলধন পর্যাপ্ততার বিবরণ

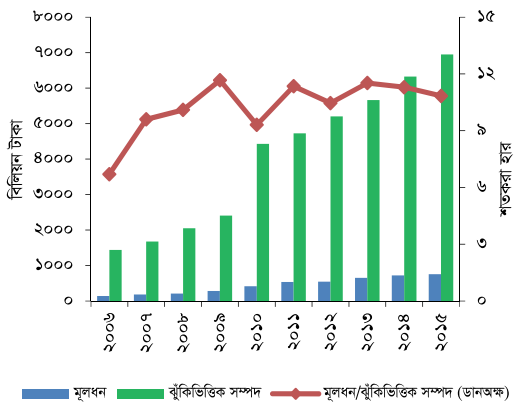

উৎস ঃ বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণী ৫.২ ব্যাংকের শ্রেণিভেদে মূলধন ও ঝুঁকি ভারীত সম্পদের অনুপাত

(শতকরা)

ব্যাংকের ধরন	২০০৮	২০০৯	২০১০	২০১১	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫	জুন শেষে ২০১৬
এসসিবি	৬.৯	৯.০	৮.৯	১১.৭	৮.১	১০.৮	৮.২৬	৬.৪	৫.৮
বিশেষায়িত	-৫.৩	০.৪	-৭.৩	-৪.৫	-৭.৮	-৯.৭	-১৭.৩	-৩২.০	-৩৪.৭
বেসরকারি	১১.৪	১২.১	১০.১	১১.৫	১১.৪	১২.৬	১২.৫	১২.৪	১১.৯
বিদেশি	২৪.০	২৮.১	১৫.৬	২১.০	২০.৬	২০.২	২২.৬	২৫.৬	২৩.৮
মোট	**১০.১**	**১১.৬**	**৯.৩**	**১১.৪**	**১০.৫**	**১১.৫**	**১১.৩**	**১০.৮**	**১০.৩**

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক।

ক.৩. সম্পদের গুণগত মান

৫.৯ বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর মোট সম্পদের একটি বড় অংশ হলো ঋণ ও অগ্রিম। ঋণ ও অগ্রিম খাতে উচ্চমাত্রার কেন্দ্রীভূতকরণ ব্যাংকের ঋণ ঝুঁকি বৃদ্ধি করতে পারে।

৫.১০ সম্পদের গুণগত মান নির্ণয়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সূচক হচ্ছে মোট ঋণের তুলনায় মোট শ্রেণিবিন্যাসিত ঋণের হার। ডিসেম্বর ২০১৫-এ বেসরকারি ব্যাংকগুলোর শ্রেণিবিন্যাসিত ঋণের হার সবচেয়ে কম এবং বিশেষায়িত ব্যাংকগুলোর এ হার সবচেয়ে বেশি ছিল। ডিসেম্বর ২০১৫ শেষে বেসরকারি ব্যাংকগুলোর মোট ঋণের তুলনায় শ্রেণিবিন্যাসিত ঋণের হার ছিল শতকরা ৪.৯০ ভাগ, যা রাষ্ট্র মালিকানাধীন ব্যাংক, বিদেশি ব্যাংক এবং বিশেষায়িত ব্যাংকগুলোর ছিল যথাক্রমে শতকরা ২১.৫,৭.৮ এবং ২৩.২ ভাগ (সারণী ৫.৩)। জুন ২০১৬ শেষে সামগ্রিক

বক্স ৫.১ ব্যাসেল-৩ এর আওতায় গৃহীত পদক্ষেপ ও নীতিমালাসমূহ

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের ভিত্তি সুসংহতকরণের লক্ষ্যে ব্যাংকিং সুপারভিশন সংক্রান্ত ব্যাসেল কমিটি (BCBS) ডিসেম্বর ২০১০ সনে "A global regulatory framework for more resilient banks and banking system" শীর্ষক একটি নীতিমালা জারি করে। এ প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ব্যাংক ব্যাসেল কাঠামো বাস্তবায়নে রোডম্যাপসহ মূলধন পর্যাপ্ততার সংশোধিত গাইডলাইন্স "Guidelines on Risk Based Capital Adequacy (Revised Regulatory Capital Framework for banks in line with Basel III)" ডিসেম্বর ২০১৪ সনে জারি করে। উক্ত গাইডলাইন্স এর নীতিমালাসমূহ ১ জানুয়ারি ২০১৫- জানুয়ারি ২০২০ সময় পর্যন্ত পর্যায়ক্রমিকভাবে বাস্তবায়নে বিশদ কার্য পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। BCBS ব্যাসেল কাঠামো সংশোধন তথা ব্যাসেল সংক্রান্ত বিভিন্ন নীতিমালা প্রণয়ন করে যার সর্বশেষ সংস্করণ ব্যাসেল-৩, এবং যার মূল লক্ষ্য ব্যাংকিং খাতকে অধিকতর স্থিতিশীলতা প্রদানের পাশাপাশি এর ঝুঁকি সহনশীলতা বাড়ানো এবং ব্যাংকগুলোকে একক ও সামগ্রিকভাবে ভবিষ্যৎ ব্যাংকিং খাতে উদ্ভূত আর্থিক বা অর্থনৈতিক সংকট মোকাবেলায় প্রস্তুত করা। ফলে, ব্যাংকগুলোকে এখন থেকে পর্যাপ্ত মূলধনের সাথে বিভিন্ন ঝুঁকিরোধক মূলধন তহবিল (Capital Buffer) সংরক্ষণ করতে হবে। ব্যাসেল -৩ এর আওতায় এ ঝুঁকিরোধক মূলধন (Capital Buffer) তহবিলসমূহের মধ্যে আপদকালীন সুরক্ষা তহবিল (Capital Conservation buffer) ও আবর্তনমূলক সুরক্ষা তহবিল (Countercyclical Buffer) ব্যাংকখাত তথা সামগ্রিকভাবে অর্থনৈতিক খাতের সুরক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। পাশাপাশি তা ব্যাংকিং খাতের অতিরিক্ত ঋণ প্রবৃদ্ধির সময়কালীন ঝুঁকি মোকাবেলায় ভূমিকা পালন করবে।

ব্যাসেল-৩ নীতিমালায় মূলধনের গুণগতমান বাড়ানোর পাশাপাশি ব্যাংকগুলোর জন্য আবশ্যিকভাবে সংরক্ষিতব্য মূলধনের পরিমাণও বাড়ানো হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের জারিকৃত ব্যাসেল-৩ সংক্রান্ত নীতিমালায় ঝুঁকিভিত্তিক সম্পদের তুলনায় মূলধন হার শতকরা ১০.০ ভাগ এবং এর অতিরিক্ত হিসেবে শতকরা ২.৫ ভাগ এর সমপরিমাণ আপদকালীন সুরক্ষা তহবিল রাখতে হবে যা Common Equity Tier-1 (CET1) মূলধন হিসেবে সংরক্ষিত থাকবে। এ বাফার সংরক্ষণ ২০১৬ সন থেকে শতকরা ০.৬২৫ ভাগ হারে শুরু হয়েছে এবং ২০১৯ সন পর্যন্ত তা শতকরা ২.৫ ভাগ হবে। সংকটকালীন সময়ে সম্পূরক মূলধন হিসেবে ব্যাংকগুলোকে সুরক্ষা দেয়ার পাশাপাশি শেয়ার পুনঃক্রয় বা লভ্যাংশ বিতরণ বা বোনাস প্রদানের ক্ষেত্রে আপদকালীন বাফার অত্যন্ত সহায়ক ভূমিকা সংরক্ষণ করবে। উদাহরণস্বরূপ কোনো ব্যাংকের কমন ইক্যুইটি টিয়ার ১ অনুপাত ৫.১২৫ হতে ৫.৭৫ এর মধ্যে থাকলে সেই ব্যাংককে পরবর্তী অর্থবছরে তার কর পরবর্তী আয়ের শতকরা ৮০.০ ভাগ সংরক্ষণ করতে হবে অর্থাৎ ব্যাংকটি শতকরা ২০.০ ভাগের বেশি বোনাস বা লভ্যাংশ বিতরণ করতে পারবে না।

তফসিলি ব্যাংকগুলো মার্চ ২০১৫ হতে ব্যাসেল-৩ এর আলোকে মূলধন পর্যাপ্ততার প্রতিবেদন/বিবরণী প্রস্তুত করেছে। ৩১ মার্চ ২০১৬ তারিখে সমগ্র ব্যাংকিং খাতে ঝুঁকিভিত্তিক সম্পদের তুলনায় গড় মূলধন পর্যাপ্ততার হার (CRAR) শতকরা ১০.৬২ ভাগ যেখানে CET1 অনুপাত শতকরা ৮.১৭ ভাগ। যা সামগ্রিকভাবে প্রয়োজনীয় ব্যাসেল-৩ নীতিমালার ন্যূনতম মূলধন পর্যাপ্ততা অনুপাত (CRAR শতকরা ১০.০ ভাগ এবং CET1 শতকরা ৪.৫ ভাগের এর চেয়ে বেশি) উক্ত সময়ে ৫৬টি ব্যাংকের মধ্যে ৭টি ব্যাংক ব্যাসেল-৩ নীতিমালার আওতায় প্রয়োজনীয় মূলধন সংরক্ষণের হার CET1 এবং CRAR পরিপালন করতে সক্ষম হয়নি।

ব্যাংকিং খাতের মোট ঋণের তুলনায় শ্রেণিবিন্যাসিত ঋণের হার ছিল শতকরা ১০.১ ভাগ এবং রাষ্ট্র মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক, বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক, বিদেশি ব্যাংক এবং বিশেষায়িত ব্যাংকগুলোর মোট ঋণের তুলনায় শ্রেণিবিন্যাসিত ঋণের হার ছিল যথাক্রমে শতকরা ২৫.৭, ৫.৪, ৮.৩ এবং ২৬.১ ভাগ।

৫.১১ মোট ঋণের তুলনায় ব্যাংকগুলোর শ্রেণিবিন্যাসিত ঋণের হার ২০০০ সনের সর্বোচ্চ মাত্রা (শতকরা ৩৪.৯ ভাগ) হতে ২০১১ সন (শতকরা ৬.১ ভাগ) পর্যন্ত সামগ্রিকভাবে হ্রাসের প্রবণতা ছিল। যদিও এ হার ২০১২-এ বৃদ্ধি পায় (শতকরা ১০ ভাগ) কিন্তু ২০১৫ শেষে পুনরায় হ্রাস পায় (শতকরা ৮.৮ ভাগ)। ২০১১ সন হতে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে মোট ঋণে ব্যাংকগুলোর শ্রেণিবিন্যাসিত ঋণের হার হ্রাস পাওয়ার অন্যতম কারণগুলোর মধ্যে একটি হচ্ছে- বকেয়া ঋণ আদায়ে কিছুটা অগ্রগতি, অন্যটি হচ্ছে- 'মন্দ' হিসেবে শ্রেণিকৃত ঋণের অবলোপন। কিন্তু ঋণের শ্রেণিবিন্যাস সংক্রান্ত নতুন সার্কুলার জারি ও ব্যাংকিং খাতের কিছু উল্লেখযোগ্য অনিয়মের কারণে ২০১২ ও ২০১৪ শেষে এ হার পুনরায় বৃদ্ধি পায়। সারণী ৫.৩ হতে দেখা যায় যে, জুন ২০১৬ শেষে ব্যাংকগুলোর শ্রেণিবিন্যাসিত ঋণের হার বৃদ্ধি পেয়ে শতকরা ১০.১ ভাগে উপনীত হয়েছে।

৫.১২ রাষ্ট্র মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ও বিশেষায়িত ব্যাংকগুলোর নিকট বিপুল পরিমাণ শ্রেণিবিন্যাসিত ঋণ বিদ্যমান থাকার অন্যতম কারণগুলো হচ্ছে বাণিজ্যিক ভিত্তি বিবেচনা ব্যতিরেকে বিশাল অংকের ঋণ প্রদান, ঋণ প্রস্তাব মূল্যায়নে দুর্বলতা এবং বিতরণকৃত ঋণের পর্যাপ্ত তত্ত্বাবধান এবং পর্যবেক্ষণের অভাব। অধিকন্তু, এ ব্যাংকগুলো জামানতের গুণগতমান নিম্ন হওয়ার কারণে দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত মন্দ ঋণ অবলোপন করার ব্যাপারে উদাসীন ছিল। তবে, সাম্প্রতিককালে ব্যাংকগুলোর আদায় কার্যক্রম ও প্রক্রিয়া শক্তিশালী/ জোরদারকরণের জন্য তাদের অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থার পুনর্গঠন এবং অবলোপন কার্যক্রম গ্রহণের প্রেক্ষিতে খেলাপি ঋণ আদায়ে কিছুটা উন্নতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

৫.১৩ সারণী ৫.৩(ক) এবং চার্ট ৫.৪ অনুযায়ী, ২০১৫ সনে সামগ্রিক ব্যাংকিং খাতের প্রভিশন ও স্থগিত সুদ সমন্বয়পূর্বক মোট ঋণের সাথে নিট খেলাপি ঋণের (NPL) অনুপাত ছিল শতকরা ২.৩ ভাগ। উন্নয়ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান (ডিএফআই) এর মোট ঋণের সাথে নিট খেলাপি ঋণের অনুপাত ২০১৪ সনে শতকরা ২৫.৫ ভাগ থেকে হ্রাস পেয়ে ২০১৫ সনে শতকরা ৬.৯ ভাগে দাঁড়ায়। উন্নয়ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান (DFI) এর মোট ঋণের সাথে নিট খেলাপি ঋণের অনুপাতের এ লক্ষণীয় হ্রাসের কারণ ছিল উন্নয়ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর একটিকে রাষ্ট্র মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক (এসসিবি) হিসেবে তালিকাভুক্তকরণ। ২০১৫ সনের ডিসেম্বর প্রান্তিকে, এসসিবি, পিসিবি এবং এফসিবি এর মোট ঋণের সাথে নিট খেলাপি ঋণের অনুপাত ছিল যথাক্রমে শতকরা ৯.২, ০.৬, এবং -০.২ ভাগ। অর্থবছর ২০১৬-এ এসসিবি, ডিএফআই, পিসিবি এবং এফসিবি এর মোট ঋণের সাথে নিট খেলাপি ঋণের অনুপাত ছিল যথাক্রমে শতকরা ১১.৮, ১০.৮, ০.৬ এবং ০.৯ ভাগ, যা সারণী ৫.৩ (ক) তে উপস্থাপন করা হলো।

চার্ট ৫.৪ একীভূত শ্রেণিবিন্যাসিত ঋণ ও মোট ঋণের তুলনামূলক অবস্থা

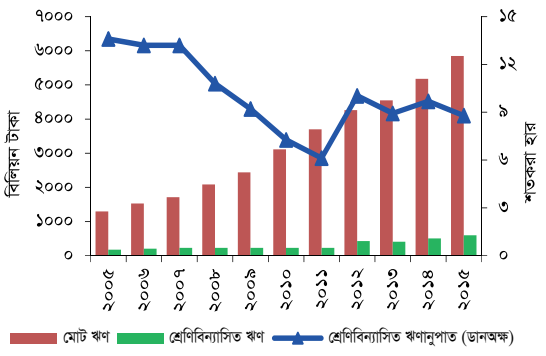

উৎস ঃ বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণী ৫.৩ ব্যাংকের শ্রেণিভেদে শ্রেণিবিন্যাসিত ঋণের (NPL) অনুপাত

(শতকরা হার)

ব্যাংকের ধরন	২০০৮	২০০৯	২০১০	২০১১	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬ (জুন শেষে)
এসসিবি	২৫.৪	২১.৪	১৫.৭	১১.৩	২৩.৯	১৯.৮	২২.২	২১.৫	২৫.৭
বিশেষায়িত	২৫.৫	২৫.৯	২৪.২	২৪.৬	২৬.৮	২৬.৮	৩২.৮	৩২.২	২৬.১
বেসরকারি	৪.৪	৩.৯	৩.২	২.৯	৪.৬	৪.৫	৫.০	৪.৯	৫.৪
বিদেশি	১.৯	২.৩	৩.০	৩.০	৩.৫	৫.৫	৭.৩	৭.৮	৮.৩
মোট	**১০.৮**	**৯.২**	**৭.৩**	**৬.১**	**১০.০**	**৮.৯**	**৯.৭**	**৮.৮**	**১০.১**

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণী ৫.৩ (ক) ব্যাংকের শ্রেণিভেদে শ্রেণিবিন্যাসিত ঋণের (NPL) নিট অনুপাত

(শতকরা হার)

ব্যাংকের ধরন	২০০৮	২০০৯	২০১০	২০১১	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬ জুন শেষে
এসসিবি	৫.৯	১.৯	১.৯	-০.৩	১২.৮	১.৭	৬.১	৯.২	১১.৮
বিশেষায়িত	১৭.০	১৮.৩	১৬.০	১৭.০	২০.৪	১৯.৭	২৫.৫	৬.৯	১০.৮
বেসরকারি	০.৯	০.৫	০.০	০.২	০.৯	০.৬	০.৮	০.৬	০.৬
বিদেশি	-২.০	-২.৩	-১.৭	-১.৮	-০.৯	-০.৪	-০.৯	-০.২	০.৯
মোট	২.৮	১.৭	১.৩	৬০.৭	৪.৪	২.০	২.৭	২.৩	২.৮

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক।

বক্স ৫.২ বাংলাদেশে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোতে শ্রেণিবিন্যাসিত ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধির কারণসমূহ

অনেকগুলো কারণ শ্রেণিবিন্যাসিত ঋণের বর্তমান উচ্চ অবস্থার জন্য দায়ী। বিভিন্ন প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা যেমন-ঋণ পুনঃতফসিলিকরণ, ঋণের বিপরীতে পর্যাপ্ত প্রভিশন সংরক্ষণ, ঋণ অবলোপন, ঋণ কাঠামোর পুনর্গঠন এবং সমন্বিত পরিদর্শন ও তত্ত্বাবধানসহ অনেক পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। ২০১১ সনে পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হলেও শ্রেণিবিন্যাসিত ঋণের হার উচ্চ রয়েছে (চার্ট-১)।

চার্ট ১ শ্রেণিবিন্যাসিত ঋণ ও মোট ঋণের অনুপাত

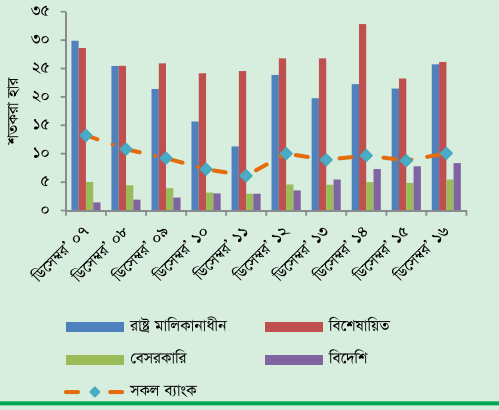

আর্থিক খাত বিশ্লেষক, গবেষক, নীতিমালা প্রণয়নকারী এবং এর সাথে সংশ্লিষ্টদের মতে শ্রেণিবিন্যাসিত ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধির কারণসমূহকে দুটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়-অর্থনৈতিক কারণ এবং অ-অর্থনৈতিক কারণ। অর্থনৈতিক কারণগুলোর মধ্যে ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডে স্থবিরতা, পণ্যমূল্যের উঠানামা এবং আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক মন্দা উল্লেখযোগ্য। আবার কিছু প্রতিষ্ঠানে প্রাকৃতিক দুর্যোগ, শ্রমিক অসন্তোষ এবং রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার কারণে উৎপাদন ব্যাহত হয়।

শ্রেণিবিন্যাসিত ঋণের উচ্চ হারের অ-অর্থনৈতিক কারণগুলো হলো- সুশাসনের অভাব, যোগ্যতার অভাবে প্রকল্প মূল্যায়নের ক্ষেত্রে তহবিল ব্যবস্থাপনায় অদক্ষতা, রাষ্ট্র মালিকানাধীন ব্যাংকগুলো কর্তৃক নির্দিষ্ট খাতে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ঋণ প্রদান এবং আইনি প্রক্রিয়ার দীর্ঘসূত্রিতা। কিছু কিছু ক্ষেত্রে স্বল্পমূল্যের জামানতের বিপরীতে উচ্চসুদে বাজারের প্রকৃত অবস্থাকে গোপন করে ঝুঁকিপূর্ণ প্রকল্পে ঋণ অনুমোদন দেয়া হয়। শ্রেণিবিন্যাসিত ঋণের কারণসমূহ ব্যাংকের ধরন অনুযায়ী ভিন্ন হয়। উদাহরণস্বরূপ, রাষ্ট্র মালিকানাধীন ব্যাংকগুলোতে শ্রেণিবিন্যাসিত ঋণের প্রধান কারণ হলো সুশাসনের দুর্বলতা। অন্যদিকে, বেসরকারি খাতের ব্যাংকগুলোতে প্রকল্প মূল্যায়নের ক্ষেত্রে দক্ষলোকের অভাব রয়েছে। ফলে, প্রতিকূল নির্বাচন (Adverse Selection) এবং নৈতিক বিপত্তির (Moral Hazard) কারণে ঋণের গুণগতমান দুর্বল হয়ে যায়।

শ্রেণিবিন্যাসিত ঋণ কমানোর জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক দূরদর্শী নীতিমালা প্রণয়ন, সমন্বিত পরিদর্শন এবং ব্যাসেল-৩ (Basel III) কাঠামো গ্রহণের মাধ্যমে তাঁর পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণ কার্যক্রমকে শক্তিশালী করেছে। বাংলাদেশ ব্যাংক রাষ্ট্র মালিকানাধীন খাতের ব্যাংকগুলোকে শ্রেণিবিন্যাসিত ঋণ আদায় ব্যবস্থার উন্নতির জন্য পরামর্শ দিয়েছে। এছাড়াও তফসিলি ব্যাংকগুলোকে নতুন ঋণ অনুমোদনের ক্ষেত্রে জামানত ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার চর্চা এবং সঠিক নিয়মকানুন মেনে চলার পরামর্শ দিয়েছে।

৫.১৪ সারণী ৫.৩(খ) তে ২০০৮ থেকে ২০১৫ পর্যন্ত সময়ে চার ধরনের ব্যাংকিং ব্যবস্থার খেলাপি ঋণের পরিমাণ দেখানো হয়েছে। রাষ্ট্র মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহে খেলাপি ঋণের (NPL) পরিমাণ ২০০৮ সনে ১২৭.৬ বিলিয়ন থেকে বেড়ে ২০১৫ সনে ২৭২.৮ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে। বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের খেলাপি ঋণের পরিমাণ ২০০৮ সনের ৫৭.০ বিলিয়ন টাকা থেকে ১৯৬.৩ বিলিয়ন টাকা বেড়ে ২০১৫ সনে ২৫৩.৩ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়; যেখানে উন্নয়ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের খেলাপি ঋণের পরিমাণ ২০০৮ সনের ৩৭.৩ বিলিয়ন টাকা থেকে বেড়ে ২০১৫ সনে ৪৯.৭ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। বৈদেশিক বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের খেলাপি ঋণের পরিমাণ ২০০৮ সনের ২.৯ বিলিয়ন টাকা থেকে বেড়ে ২০১৫ সনে ১৮.২ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। জুন ২০১৬ শেষে এসসিবি,

ডিএফআই, পিসিবি এবং এফসিবি এর মোট খেলাপি ঋণের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ৩০০.৮, ৫৮.২, ২৫৩.২ এবং ২১.৬ বিলিয়ন টাকা যা সারণী ৫.৩ (খ) তে তুলে ধরা হয়েছে।

৫.১৫ সারণী ৫.৪-এ ২০০৮ থেকে ২০১৫ সন পর্যন্ত ব্যাংকগুলোর খেলাপি ঋণের সার্বিক পরিমাণ এবং প্রয়োজনীয় প্রভিশন ও রক্ষিত প্রভিশন দেখানো হয়েছে। সারণী ৫.৪ এবং চার্ট ৫.৫ অনুযায়ী, ব্যাংকগুলোর পর্যাপ্ত প্রভিশন সংরক্ষণে ঘাটতি ছিল। ২০০৮ সনে ব্যাংকসমূহ কর্তৃক রক্ষিত প্রভিশনের পরিমাণ ছিল শতকরা ৯২.৭ ভাগ, যা পরবর্তীতে বেড়ে ২০১১ সনে দাঁড়ায় শতকরা ১০৩.০ ভাগ; ২০১৩ সনে তা হ্রাস পেয়ে শতকরা ৯৯.০ ভাগ এবং ২০১৫ সনে পুনরায় হ্রাস পেয়ে শতকরা ৮৬.১ ভাগে দাঁড়ায়। ২০১৬ সনের জুন-এ প্রভিশন সংরক্ষণের শতকরা হার বৃদ্ধি পেয়ে শতকরা ৮৭.৭ ভাগে দাঁড়িয়েছে।

৫.১৬ খেলাপি ঋণের বিপরীতে প্রয়োজনীয় প্রভিশন সংরক্ষণে ব্যর্থতার মূল কারণ ছিল অপর্যাপ্ত মুনাফা এবং ঋণ অবলোপনের লক্ষ্যে প্রভিশন স্থানান্তরের জন্য 'Problem Bank' ভুক্ত কয়েকটি ব্যাংকসহ কিছু রাষ্ট্র মালিকানাধীন, বিশেষায়িত এবং বেসরকারি ব্যাংকের অসমর্থতা। অন্যদিকে, বৈদেশিক বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ পর্যাপ্ত প্রভিশন সংরক্ষণের জন্য বেশ ভালো অবস্থানে ছিল। ২০১৪, ২০১৫ এবং ২০১৬ (জুন প্রান্তিকে) সনের প্রভিশন পর্যাপ্ততা হারের তুলনামূলক চিত্র সারণী ৫.৫ এ উপস্থাপন করা হলো।

৫.১৭ ৩৯টি বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকের মধ্যে ৩৭টি ব্যাংকই ২০১৫ সনের ডিসেম্বর প্রান্তিকে প্রয়োজনীয় প্রভিশন রাখতে সমর্থ হয়েছে। কিন্তু, বাকি দু'টি ব্যাংক তাদের সম্পদের স্বল্পতা এবং স্বল্প আয়ের কারণে প্রয়োজনীয় প্রভিশন রাখতে ব্যর্থ হয়েছে।

৫.১৮ ব্যাংকিং খাতে স্থিতিশীলতা আনয়নে ২০০৩ সনে ঋণ অবলোপনে একটি অভিন্ন নীতিমালা প্রবর্তন করা হয়। উক্ত নীতিমালা অনুযায়ী, ব্যাংক যে কোনো সময় তাদের শ্রেণিকৃত মন্দ ঋণ অবলোপন করতে পারবে। যেসব শ্রেণিকৃত ঋণ ৫ বছর যাবৎ মন্দ অবস্থায় থাকে অথবা যার বিপরীতে শতকরা ১০০ ভাগ প্রভিশন রয়েছে এমন ঋণ অবলোপনযোগ্য। সারণী ৫.৬ এ অবলোপনযোগ্য শ্রেণিকৃত মন্দ ঋণের পরিমাণ দেখানো হলো।

ক.৪. সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা

৫.১৯ সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার বৈশিষ্ট্যগুলো সাধারণত গুণবাচক হওয়ায় আর্থিক সূচকগুলোর ভিত্তিতে কোনো সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মান নির্ধারণ করা কঠিন। তথাপি মোট আয়-ব্যয় অনুপাত, পরিচালন ব্যয় ও মোট ব্যয় অনুপাত, কর্মচারী প্রতি ব্যয় ও পরিচালন ব্যয় এবং সুদ হারের ব্যবধান ইত্যাদি সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা মূল্যায়নের মাপকাঠি হিসেবে বিবেচিত।

সারণী ৫.৩ (খ) ব্যাংকের শ্রেণিভেদে শ্রেণিবিন্যাসিত ঋণের পরিমাণ

(বিলিয়ন টাকা)

ব্যাংকের ধরন	২০০৮	২০০৯	২০১০	২০১১	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬ জুন শেষে
এসসিবি	১২৭.৬	১১৭.৫	১০৭.৬	৯১.৭	২১৫.২	১৬৬.১	২২৭.৬	২৭২.৮	৩০০.৮
বিশেষায়িত	৩৭.৩	৪২.১	৪৯.৭	৫৬.৫	৭৩.৩	৮৩.৬	৭২.৬	৪৯.৭	৫৮.২
বেসরকারি	৫৭.০	৬১.৭	৬৪.৩	৭২.০	১৩০.৪	১৪৩.১	১৮৪.৩	২৫৩.৩	২৫৩.২
বিদেশি	২.৯	৩.৫	৫.৫	৬.৩	৮.৫	১৩.০	১৭.১	১৮.২	২১.৬
মোট	২২৪.৮	২২৪.৮	২২৭.১	২২৬.৪	৫২৭.৩	৪০৫.৮	৫০১.৬	৫৯৪	৬৩৩.৮

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক।

চার্ট ৫.৪ (ক) নিট শ্রেণিবিন্যাসিত ঋণ ও মোট ঋণের সামগ্রিক অবস্থা (নিট অব প্রভিশন)

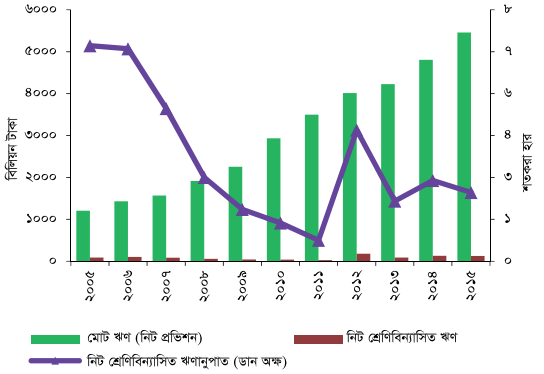

উৎস ঃ বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণী ৫.৪ প্রয়োজনীয় ও সংরক্ষিত প্রভিশন-সকল ব্যাংক

(বিলিয়ন টাকা)

ব্যাংকের ধরন	২০০৮	২০০৯	২০১০	২০১১	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬ (জুন শেষে)
খেলাপি ঋণের পরিমাণ	২২৪.৮	২২৪.৮	২২৭.১	২২৬.৪	৪২৭.৩	৪০৫.৮	৫০১.৬	৫৯৪.১	৬৩৩.৭
প্রয়োজনীয় প্রভিশন	১৩৬.১	১৩৪.৮	১৪৯.২	১৪৮.২	২৪২.৪	২৫২.৪	২৮৯.৬	৩০৮.৯	৩৬১.৮
রক্ষিত প্রভিশন	১২৬.২	১৩৭.৯	১৪২.৩	১৫২.৭	১৮৯.৮	২৪৯.৮	২৮১.৬	২৬৬.১	৩১৭.৩
অতিরিক্ত(+)/ ঘাটতি(-)	-৯.৯	৩.১	-৬.৯	৪.৬	-৫২.৬	-২.৬	-৭.৯	-৪২.৮	-৪৪.৫
প্রভিশন রক্ষণাবেক্ষণ অনুপাত(%)	৯২.৭	১০২.৩	৯৫.৪	১০৩.০	৭৮.৩	৯৯.০	৯৭.২	৮৬.১	৮৭.৭

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক।

অধিকন্তু, ব্যবস্থাপনার গুণগত মান মূল্যায়নের ক্ষেত্রে মধ্যম এবং উচ্চ পর্যায়ের ব্যবস্থাপনার প্রযুক্তিগত দক্ষতা ও নেতৃত্ব, পরিকল্পনা বাস্তবায়ন এবং সময়োপযোগী উদ্যোগ গ্রহণ, ইত্যাদি বিবেচনা করা হয়।

৫.২০ সারণী ৫.৭ থেকে লক্ষ্য করা যায় যে, ২০১৫-এ বিশেষায়িত ব্যাংকগুলোর ব্যয়-আয়ের অনুপাত ছিল সর্বোচ্চ, যার মূল কারণ ছিল উচ্চ প্রশাসনিক ও পরিচালন ব্যয়। বিশেষায়িত ব্যাংকগুলোর ব্যয়-আয়ের অনুপাত ২০১৪-এ শতকরা ৯৯.৫ ভাগ হতে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৫-এ শতকরা ১১৩.৯ ভাগ-এ দাঁড়িয়েছে। ২০১৫-এ রাষ্ট্র মালিকানাধীন, বেসরকারি এবং বিদেশি বাণিজ্যিক ব্যাংকের ব্যয়-আয়ের অনুপাত যথাক্রমে শতকরা ৮৪.৫, ৭৫.৫ এবং ৪৭.০ ভাগ-এ দাঁড়ালেও বিগত বছরের তুলনায় উল্লেখযোগ্য কোন পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়নি। জুন ২০১৬-এ রাষ্ট্র মালিকানাধীন ব্যাংক ও বিশেষায়িত ব্যাংকগুলোর ব্যয়-আয়ের অনুপাত বৃদ্ধি পেয়ে যথাক্রমে শতকরা ৯৯.২ ও ১৩২.২ ভাগে দাঁড়িয়েছে। বেসরকারি ব্যাংক এবং বিদেশি বাণিজ্যিক ব্যাংকের ব্যয়-আয়ের অনুপাত সামান্য হ্রাস পেয়ে যথাক্রমে শতকরা ৭৩.৫ ও ৪৫.০ ভাগে দাঁড়িয়েছে।

ক.৫. মুনাফা ও উপার্জনশীলতা

৫.২১ উপার্জন এবং মুনাফা পরিমাপের বিভিন্ন পদ্ধতি থাকলেও সবচেয়ে ভালো এবং ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত সূচক হচ্ছে সম্পদের উপর আয়হার (ROA), যার পরিপূরক অনুপাত হিসাবে কাজ করে মূলধনের উপর আয় হার (ROE) এবং নিট সুদ মার্জিন (NIM)।

৫.২২ সম্পদের উপর আয়হার এবং মূলধনের উপর আয় হার দ্বারা পরিমাপকৃত উপার্জন ক্ষমতার ক্ষেত্রে ব্যাংকগুলোর ধরনভেদে ব্যাপক তারতম্য পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। ২০০৮ হতে ২০১৫ সন পর্যন্ত বিভিন্ন ধরনের ব্যাংকের সম্পদের উপর আয়হার এবং মূলধনের উপর আয় হার সারণী ৫.৮-এ দেখানো হয়েছে। এ সূচকগুলো বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, রাষ্ট্র মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক ও বিশেষায়িত ব্যাংকগুলোর সম্পদের উপর আয়হার ছিল ব্যাংকিং খাতের গড় শতকরা হারের নিচে। রাষ্ট্র মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক ও বিশেষায়িত ব্যাংকগুলোর সম্পদের উপর আয়হারের খুব বেশি উন্নতি হয়নি। বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর সম্পদের উপর আয়হার ২০১০ সন পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে শক্তিশালী মাত্রায় থাকলেও নিট মুনাফা হ্রাস পাওয়ায় ২০১১ সন হতে ২০১২ সন পর্যন্ত নিম্নমুখী প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। ২০১২ সনের পর তা ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। বিদেশি ব্যাংকগুলোর ROA গত কয়েক বছর ধরে শক্তিশালী মাত্রায় রয়েছে।

৫.২৩ রাষ্ট্র মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর মূলধনের উপর আয় হার ২০১৫ সনে -১.৫ ছিল, তবে বিগত

চার্ট ৫.৫ সকল ব্যাংকের প্রভিশন পর্যাপ্ততার বিবরণ

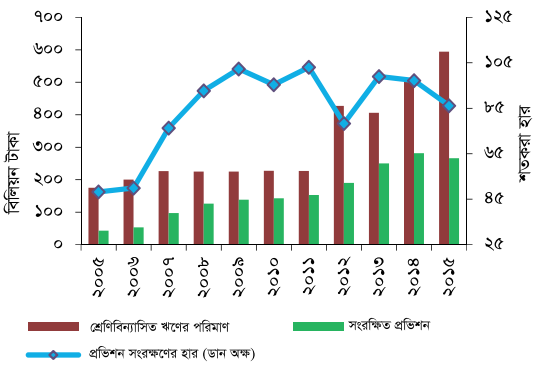

উৎস ঃ বাংলাদেশ ব্যাংক।

চার্ট ৫.৬ ব্যাংকের শ্রেণিভেদে শ্রেণিবিন্যাসিত ঋণের তুলনামূলক অবস্থা

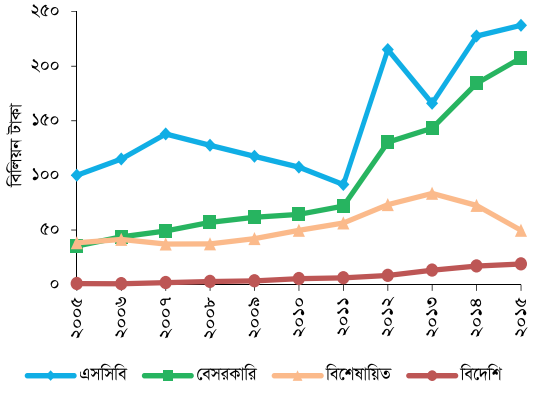

উৎস ঃ বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণী ৫.৫ প্রভিশন পর্যাপ্ততা হারের তুলনামূলক চিত্র

(বিলিয়ন টাকা)

বছর	আইটেম	এসসিবি	বিশেষায়িত	বেসরকারি	বিদেশি
২০১৪	প্রয়োজনীয় প্রভিশন	১২৮.৬	৩৭.১	১০৮.৭	১৫.৩
	সংরক্ষিত প্রভিশন	১৩৫.৩	১৪.৭	১১৫.৩	১৬.২
	প্রভিশন সংরক্ষণের হার (%)	১০৫.২	৩৯.৬	১০৬.১	১০৫.৯
২০১৫	প্রয়োজনীয় প্রভিশন	১৪০.৪	২৬.৪	১২৬.০	১৬.১
	সংরক্ষিত প্রভিশন	৯৪.৭	২৮.৪	১২৬.৬	১৬.৫
	প্রভিশন সংরক্ষণের হার (%)	৬৭.৫	১০৭.৬	১০০.৫	১০২.৫
২০১৬ জুন	প্রয়োজনীয় প্রভিশন	১৬৯.৭	৩০.৪	১৪৬.২	১৫.৫
	সংরক্ষিত প্রভিশন	১১৪.৬	২৮.৫	১৫৮.০	১৬.৩
	প্রভিশন সংরক্ষণের হার (%)	৬৭.৫	৯৩.৮	১০৮.১	১০৫.২

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক।

বছরের ঋণাত্মক শতকরা ১৩.৬ ভাগের তুলনায় উন্নতি হয়েছে। বিশেষায়িত ব্যাংকগুলোর মূলধনের উপর আয় হারও ঋণাত্মক ছিল। বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর মূলধনের উপর আয় হার ২০১৪ সনের শতকরা ১০.৩ ভাগ থেকে সামান্য বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৫ সনে শতকরা ১০.৮ ভাগে দাঁড়িয়েছে। বিদেশি ব্যাংকগুলোর মূলধনের উপর আয় হার ২০১৪ সনের শতকরা ১৭.৭ ভাগ থেকে হ্রাস পেয়ে ২০১৫ সনের শতকরা ১৪.৬ ভাগে দাঁড়িয়েছে।

৫.২৪ ব্যাংকিং খাতের সামগ্রিক নিট সুদ আয় (NII) ২০১৫ সনে ২৯২.৯ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে যা ২০১৫ সনে ছিল ২৭৪.২ বিলিয়ন টাকা। রাষ্ট্র মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর নিট সুদ আয় ২০১৪ সনের ৩৯.৭ বিলিয়ন টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৫ সনে ৪০.৪০ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে। উন্নয়ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের নিট সুদ আয় বিগত বছরের ২.১ বিলিয়ন টাকা থেকে হ্রাস পেয়ে ২০১৫ সনে ১.৭ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে। বিগত বছরের মত ২০১৫ সনেও নিট সুদ আয়ের বৃহৎ অংশই (শতকরা ৭৬.০ ভাগ) বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো থেকে এসেছে। বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর নিট সুদ আয় বিগত বছরের ২০৫.৮ বিলিয়ন টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২২২.৬ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে। বিদেশি বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর নিট সুদ আয়ও ২০১৪ সনের ২৬.৬ বিলিয়ন টাকা থেকে সামান্য বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৫ সনে ২৮.২ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে।

৫.২৫ ২০০৮ থেকে ২০১১ সন পর্যন্ত রাষ্ট্র মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো তহবিল ব্যয় হ্রাসকরণের মাধ্যমে তাদের নিট সুদ আয় বাড়াতে সক্ষম হয়। ২০১২ সনে রাষ্ট্র মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর নিট সুদ আয় হ্রাস পায় এবং পরবর্তীতে এর আরো অবনতি ঘটে। সোনালী ব্যাংক লিমিটেডের নিট সুদ আয় ব্যাপকভাবে কমে ১০.৫ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ২০০৮ সন হতে বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর নিট সুদ আয় লক্ষণীয় মাত্রায় বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০০৮ হতে ২০১৫ সন পর্যন্ত ব্যাংকিং খাতের সামগ্রিক নিট সুদ আয়ে ঊর্ধ্বমুখী ধারা লক্ষ্য করা যায়। উল্লেখ থাকে যে, ২০১৩ সনের সুদ আয় কমে যাওয়ার প্রধান কারণ ছিল রাষ্ট্র মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর দুর্বল কর্মদক্ষতা।

সারণী ৫.৬ ব্যাংকের শ্রেণিভেদে অবলোপনকৃত ঋণের পরিমাণ

(বিলিয়ন টাকা)

ব্যাংকের ধরন	৩০ জুন ০৯	৩০ জুন ১০	৩০ জুন ১১	৩০ জুন ১২	৩০ জুন ১৩	৩০ জুন ১৪	৩০ জুন ১৫	৩০ জুন ১৬
এসসিবি	৬৪.৫	৭০.৫	৮২.৪	৭২.৯	১০৭.২	১৫৪.৮	২১০.৩	২২০.৪
বিশেষায়িত	৩১.৮	৩১.৮	৩২.০	২৪.৫	৩২.৬	৩৪.২	৫.৬	৫.৬
বেসরকারি	৫৪.৭	৬৯.৬	৭৭.১	৬৪.৯	১০৯.৭	১২৭.৭	১৫৫.৫	১৮৯.৪
বিদেশি	২.০	২.১	২.৪	২.৬	৩.৭	৪.৪	৫.১	৭.২
মোট	**১৫৩.০**	**১৭৪.০**	**১৯৩.৯**	**১৬৪.৯**	**২৫৩.৩**	**৩২১.২**	**৩৭৬.৫**	**৪২৩.২**

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণী ৫.৭ ব্যাংকের শ্রেণিভেদে ব্যয়-আয় অনুপাত

(শতকরা হার)

ব্যাংকের ধরন	২০০৮	২০০৯	২০১০	২০১১	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬ (জুন শেষে)
এসসিবি	৮৯.৬	৭৫.৬	৮০.৭	৬২.৭	৭৩.২	৮৪.১	৮৪.১	৮৪.৫	৯৯.২
বিশেষায়িত	১০৩.৭	১১২.১	৮৭.৮	৮৮.৬	৯১.২	৯৪.৮	৯৯.৫	১১৩.৯	১৩২.২
বেসরকারি	৮৮.৪	৭২.৬	৬৭.৬	৭১.৭	৭৬.০	৭৭.৯	৭৫.৮	৭৫.৫	৭৩.৫
বিদেশি	৭৫.৮	৫৯.০	৬৪.৭	৪৭.৩	৪৯.৬	৫০.৪	৪৬.৮	৪৭.০	৪৫.০
মোট	**৮৭.৯**	**৭২.৬**	**৭০.৮**	**৬৮.৬**	**৭৪.০**	**৭৭.৮**	**৭৬.১**	**৭৬.৩**	**৭৯.৮**

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক।

চার্ট ৫.৭ সকল ব্যাংকের ব্যয়-আয়ের একীভূত চিত্র

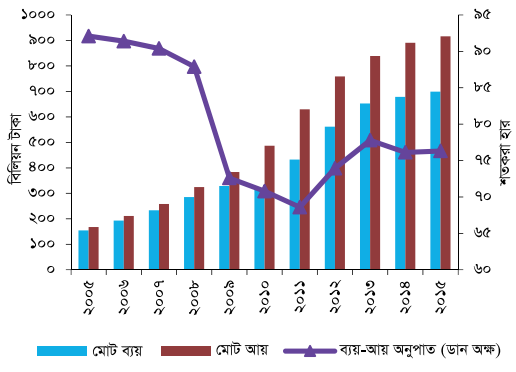

উৎস ঃ বাংলাদেশ ব্যাংক।

ক.৬. তারল্য

৫.২৬ বর্তমানে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে দ্বিসাপ্তাহিক ভিত্তিতে তাদের পূর্ববর্তী ২য় মাসের মোট গড় মেয়াদি ও চাহিবামাত্র দায়ের শতকরা ৬.৫ ভাগ (দৈনিক ন্যূনতম শতকরা ৬.০ ভাগ) নগদ তরল সম্পদ (CRR) হিসেবে সংরক্ষণ করতে হয়। প্রথাগত (Conventional) ব্যাংকের জন্য বিধিবদ্ধ তরল সম্পদ (SLR) সংরক্ষণের হার ব্যাংকের মোট গড় মেয়াদি ও চাহিবামাত্র দায়ের শতকরা ১৩.০ ভাগ। ইসলামি শরিয়াহ্ ভিত্তিতে পরিচালিত এবং বাণিজ্যিক

সারণী ৫.৮ ব্যাংকের শ্রেণিভেদে মুনাফা অর্জনের হার

(শতকরা হার)

ব্যাংকের ধরন	সম্পদের উপর উপার্জন হার (ROA)									ইক্যুইটির উপর উপার্জন হার (ROE)								
	২০০৮	২০০৯	২০১০	২০১১	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬ (জুন শেষে)	২০০৮	২০০৯	২০১০	২০১১	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬ (জুন শেষে)
এসসিবি	০.৭	১.০	১.১	১.৩	-০.৬	০.৬	-০.৬	-০.০৪	-০.২	২২.৫	২৬.২	১৮.৪	১৯.৭	-১১. ৯	১০.৯	-১৩.৫	-১.৫	-৯.৫
বিশেষায়িত	-০.৬	০.৪	০.২	০.১	০.১	-০.৪	-০.৭	-১.২	-২.০	-৬.৯	-১৭১.৭	-৩.২	-০.৯	-১.১	৫.৮	-৬.০	-৫.৮	-৯.৫
বেসরকারি	১.৪	১.৬	২.১	১.৬	০.৯	১.০	১.০	১.০	০.৭	১৬.৪	২১.০	২০.৯	১৫.৭	১০.২	৯.৮	১০.৩	১০.৮	৯.৪
বিদেশি	২.৯	৩.২	২.৯	৩.২	৩.৩	৩.০	৩.৪	২.৯	২.৭	১৭.৮	২২.৪	১৭.০	১৬.৬	১৭.৩	১৬.৯	১৭.৭	১৪.৬	১৩.২
মোট	**১.২**	**১.৪**	**১.৮**	**১.৫**	**০.৬**	**০.৯**	**০.৬**	**০.৮**	**০.৪**	**১৫.৬**	**২১.৭**	**২১.০**	**১৭.০**	**৮.২**	**১১.০**	**৮.১**	**১০.৫**	**৭.১**

উৎস ঃ বাংলাদেশ ব্যাংক।

ব্যাংকের ইসলামি শাখাসমূহের SLR সংরক্ষণের পরিমাণ তাদের মোট গড় মেয়াদি ও চাহিবামাত্র দায়ের শতকরা ৫.৫ ভাগ। তিনটি ব্যাংককে (দু'টি বিশেষায়িত এবং বিডিবিএল) SLR সংরক্ষণের বাধ্যবাধকতা হতে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে তবে, প্রযোজ্য হারে ব্যাংক তিনটিকে নগদ তরল সম্পদ (CRR) সংরক্ষণ করতে হয়। CRR বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে নগদে সংরক্ষণ করতে হয়, তবে SLR সংরক্ষণের জন্য ব্যাংকগুলো সরকার অনুমোদিত সিকিউরিটিজ (দায়হীন অংশ) ধারণ করতে পারে।

৫.২৭ সারণী ৫.১০ হতে দেখা যায় যে, বিদেশি বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর পর রাষ্ট্র মালিকানাধীন ব্যাংকগুলোর তরল সম্পদ সংরক্ষণের হার সর্বোচ্চ। সার্বিক বিচারে বিগত বছরগুলোতে ব্যাংকগুলোর মোট সম্পদের মধ্যে তরল সম্পদের অনুপাত স্থিতিশীল ছিল যদিও বিশেষায়িত ব্যাংকগুলোতে উক্ত অনুপাত শূন্য কারণ তাদেরকে SLR সংরক্ষণ করতে হয় না।

ক.৭. ক্যামেলস্ (CAMELS) রেটিং

৫.২৮ ক্যামেলস্ রেটিং হচ্ছে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের একটি শক্তিশালী তদারকি ব্যবস্থা যার মাধ্যমে ব্যাংকগুলোর সার্বিক অবস্থা নির্ণয় এবং নিবিড় পর্যবেক্ষণ প্রয়োজন এরূপ ব্যাংকসমূহ চিহ্নিত করা হয়। আন্তর্জাতিক সর্বোত্তম রীতিনীতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে চলা, ব্যাংকিং কার্যক্রমকে আধুনিক ও যুগোপযোগী করা এবং ব্যাংকের অবস্থা আরো নির্ভুলভাবে নির্ণয়ের লক্ষ্যে পূর্ববর্তী ক্যামেলস্ রেটিং নির্দেশিকাটি ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশন কর্তৃক পুনঃমূল্যায়ন করা হয়েছে। নতুন প্রবর্তিত ক্যামেলস্ রেটিং গাইডলাইন্সটি ডিসেম্বর ২০১৩ সন হতে অনুসৃত হচ্ছে।

৫.২৯ সংশোধিত ক্যামেলস্ রেটিং গাইডলাইন্সটিতে অনুপাত বা সূচকের ক্ষেত্রেই শুধু বড় ধরনের পরিবর্তন আনয়ন করা হয়েছে তা নয়, বরং গুণগত মূল্যায়নের

চার্ট ৫.৮ সমন্বিত উপার্জনশীলতা-সকল ব্যাংক

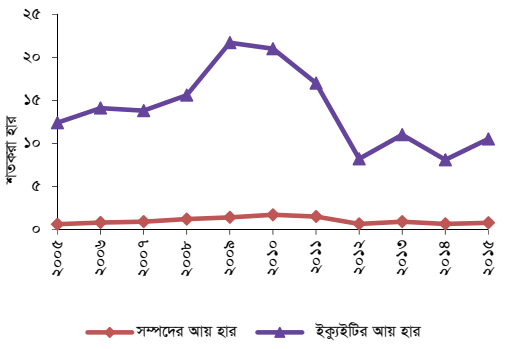

উৎস ঃ বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণী ৫.৯ ব্যাংকের শ্রেণিভেদে নিট সুদ আয়

(বিলিয়ন টাকা)

ব্যাংকের ধরন	২০০৮	২০০৯	২০১০	২০১১	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬ (জুন শেষে)
এসবিবি	৭.৯	১২.১	১৯.৮	৩৪.৩	১৪.৯	-৫.৪	৩৯.৭	৪০.৪	১৫.৬
বিশেষায়িত	১.৯	১.৯	৬.২	৪.৯	৪.৭	৩.৮	২.১	১.৭	১.৯
বেসরকারি	৪৮.৫	৫৬.৭	৮২.৮	৯১.৪	১১৪.৭	১১৮.২	২০৫.৮	২২২.৬	১১৮.৯
বিদেশি	১২.৬	১০.৭	১৩.০	১৬.১	১৯.৬	১৫.৮	২৬.৬	২৮.২	১২.৪
মোট	**৭০.৯**	**৮১.৫**	**১২১.৯**	**১৪৬.৭**	**১৫৩.৮**	**১৩২.৩**	**২৭৪.২**	**২৯২.৯**	**১৪৮.৭**

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক।

ক্ষেত্রেও প্রশ্নমালা (Questionnaire) নতুনভাবে বিন্যস্ত করা হয়েছে। গাইডলাইন্সটি পর্যালোচনার ক্ষেত্রে মূলধন পর্যাপ্ততা সংক্রান্ত ব্যাসেল-৩ নীতিমালাকে বিবেচনায় নেয়া হয়েছে এবং এ সম্পর্কিত কতিপয় অন্যান্য বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। মূলধন পর্যাপ্ততা হিসাবায়নের ক্ষেত্রে উত্তম মানসম্পন্ন মূলধনের ওপর গুরুত্বারোপ করাসহ মূলধনের তুলনায় পুঁজিবাজারে বিনিয়োগ ও ব্যালেন্সশীট বহির্ভূত দফার পরিমাণ, মোট মূলধনের তুলনায় বৃহদাংক ঋণের পরিমাণ ইত্যাদি বিষয়ও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। নতুন ক্যামেলস্ রেটিং নির্দেশিকাটিতে সম্পদের গুণগতমান মূল্যায়নের জন্য শ্রেণিকৃত ঋণের হার ও প্রভিশনিং পরিস্থিতির পাশাপাশি

সার্বিকভাবে ব্যাংকের লোন পোর্টফোলিও কেন্দ্রীভূত কি না তা যাচাই করার জন্য HHI (Herfindahl-Hirschman Index) প্রবর্তন করা হয়েছে। এছাড়া, ঝুঁকিপূর্ণ বিভিন্ন খাতে প্রদত্ত ঋণের পরিমাণও মূলধন পর্যাপ্ততা হিসাবায়নে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ক্যামেলস্ রেটিং এর আওতায় ব্যাংকগুলোকে দুই প্রকার রেটিং আরোপের মাধ্যমে মূল্যায়ন করা হয়- (১) উপাদানভিত্তিক পারফরমেন্স রেটিং, যা ক্যামেলস্ এর ছয়টি উপাদান অর্থাৎ মূলধন পর্যাপ্ততা, সম্পদের গুণগত মান, ব্যবস্থাপনা, উপার্জন ক্ষমতা, তারল্য ও বাজার ঝুঁকির প্রতি সংবেদনশীলতার ভিত্তিতে নির্ণয় করা হয় এবং (২) সমন্বিত ক্যামেলস্ রেটিং, যা ব্যাংকের সার্বিক আর্থিক অবস্থার ভিত্তিতে নির্ণীত হয়ে থাকে। উভয় প্রকার রেটিং '১-৫' স্কেলে নির্ণয় করা হয় যেখানে '১' এর মাধ্যমে সবচেয়ে ভালো বা উৎকৃষ্ট রেটিং এবং '৫' এর মাধ্যমে সবচেয়ে খারাপ বা নিকৃষ্ট রেটিং বোঝানো হয়। কোন ব্যাংকের সমন্বিত ক্যামেলস্ রেটিং '৪' বা '৫' অর্থাৎ 'প্রান্তিক' বা 'অসন্তোষজনক' নির্ণীত হলে সাধারণত ঐ ব্যাংকটিকে 'প্রবলেম ব্যাংক' হিসেবে চিহ্নিত করা হয় এবং এর কার্যাবলী ও আর্থিক অবস্থা বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করা হয়।

৫.৩০ ক্যামেলস্ রেটিং এর মাধ্যমে চিহ্নিত ব্যাংকগুলোর দুর্বলতা দূর করার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক মার্চ ২০০৫ হতে 'আর্লি ওয়ার্নিং সিস্টেম (EWS)' নামে একটি সুপারভিশন পদ্ধতি প্রবর্তন করেছে। কোন ব্যাংকের কার্যক্রমে দুর্বলতা পরিলক্ষিত হলে তাকে EWS এর আওতায় নিয়ে আসা হয় এবং নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে এর কার্যক্রমের মানোন্নয়নে সহায়তা করা হয়। বর্তমানে কোন ব্যাংক EWS পর্যবেক্ষণের অধীনে নেই।

৫.৩১ সংশোধিত ক্যামেলস্ রেটিং নির্দেশিকা অনুযায়ী, ডিসেম্বর ২০১৫-এ কোন ব্যাংকের রেটিং '১' বা 'শক্তিশালী' হিসেবে নির্ণীত হয়নি, ৩৬টি ব্যাংকের রেটিং '২' বা 'সন্তোষজনক', ১৩টি ব্যাংকের রেটিং '৩' বা 'মোটামুটি ভালো', ৫টি ব্যাংকের রেটিং '৪' বা 'প্রান্তিক' এবং ২টি ব্যাংকের রেটিং '৫' বা 'অসন্তোষজনক' ছিল।

ক.৮. শহর ও গ্রাম অঞ্চলে ব্যাংকগুলোর কার্যক্রম

৫.৩২ ৩০ জুন ২০১৬ তারিখে বাংলাদেশে ৫৬টি তফসিলি ব্যাংক তাদের ৯৪৫৩টি শাখার মাধ্যমে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। জুন ২০১৬ শেষে ব্যাংকগুলোর গ্রামীণ শাখার সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৫৩৬০টি; যা ব্যাংকগুলোর মোট শাখার শতকরা ৫৬.৭ ভাগ (পরিশিষ্ট-৪, সারণী-১৩)। একই সময়ে ব্যাংকগুলোর শহরে অবস্থিত

চার্ট ৫.৯ ব্যাংক ব্যবস্থার সমন্বিত নিট সুদ আয়

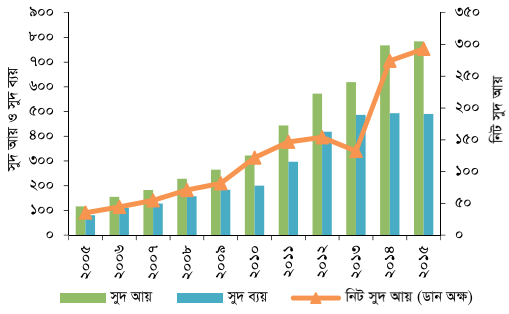

উৎস ঃ বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণী ৫.১০ ব্যাংকের শ্রেণিভেদে তারল্যের হার

(বিলিয়ন টাকা)

ব্যাংকের ধরন	২০০৮	২০০৯	২০১০	২০১১	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬ (জুন শেষে)
এসসিবি	৩২.৯	২৫.১	২৭.২	৩১.৩	২৯.২	৪৪.৩	৪.২	৪১.৪	৪০.১
বিশেষায়িত	১৩.৭	৯.৬	২১.৩	৬.৯	১২.০	১৫.৩	৬.৬	০.০	০.০
বেসরকারি	২০.৭	১৮.২	২১.৫	২৩.৫	২৬.৩	২৮.০	২৮.২	১৯.৭	১৮.৫
বিদেশি	৩১.৩	৩১.৮	৩২.১	৩৪.১	৩৭.৫	৪৬.২	৫৬.৯	৫১.৮	৪৬.০
মোট	২৪.৮	২০.৬	২৩.০	২৫.৪	২৭.১	৩২.৫	৩২.৭	২৬.৫	২৫.৩

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক।

শাখার সংখ্যা ৪০৯৩টিতে উন্নীত হয়েছে (মোট শাখার শতকরা ৪৩.৩ ভাগ)। রাষ্ট্র মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর গ্রামীণ শাখার সংখ্যা ২৩৩০টি (শতকরা ৬৩ ভাগ) এবং শহরে অবস্থিত শাখার সংখ্যা ১৩৭০টি (শতকরা ৩৭ ভাগ)। বিশেষায়িত ব্যাংকগুলোর গ্রামাঞ্চলে ১২৯৭টি (শতকরা ৯২.২ ভাগ) এবং শহরাঞ্চলে ১১০টি (শতকরা ৭.৮ ভাগ) শাখা আছে। বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর গ্রামাঞ্চলে ১৭৩৩টি (শতকরা ৪০.৬ ভাগ) এবং শহরাঞ্চলে ২৫৩৮টি (শতকরা ৫৯.৪ ভাগ) শাখা আছে। বিদেশি বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো শহরাঞ্চলের ৭৫টি শাখার মাধ্যমে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করছে। উক্ত সময়ে মোট আমানতের মধ্যে গ্রাম ও শহরে অবস্থিত শাখাসমূহের অংশ ছিল যথাক্রমে শতকরা ৮০.২ এবং ১৯.৮ ভাগ। অন্যদিকে, ডিসেম্বর ২০১৫-তে ব্যাংকিং খাত হতে প্রদত্ত মোট অগ্রিমের মধ্যে শহরাঞ্চলে এবং গ্রামাঞ্চলে প্রদত্ত অগ্রিমের অংশ ছিল যথাক্রমে শতকরা ৯০.১ এবং ৯.৯ ভাগ।

ক.৯. ইসলামিক ব্যাংকিং

৫.৩৩ ১৯৮৩ সন হতে বাংলাদেশে ইসলামিক ব্যাংকিং কার্যক্রম শুরু হয়েছে। অর্থবছর ২০১৬-এ বাংলাদেশে ৫৬টি ব্যাংকের মধ্যে ৮টি বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক পূর্ণাঙ্গ

সারণী ৫.১১ ইসলামিক ব্যাংকিং খাতের তুলনামূলক চিত্র (ডিসেম্বর ২০১৫ শেষে)

(বিলিয়ন টাকা)

বিবরণ	ইসলামিক ব্যাংক		প্রচলিত ব্যাংকের ইসলামিক শাখা*		ইসলামিক ব্যাংকিং খাত		সকল তফসিলি ব্যাংক	
	২০১৫	২০১৪	২০১৫	২০১৪	২০১৫	২০১৪	২০১৫	২০১৪
১	২		৩		৪=২+৩		৫	
ব্যাংকের সংখ্যা	৮	৮	১৬	১৬	২৪	২৪	৫৬	৫৬
মোট আমানত	১৫৫২.২	১৩৪৯.৭	৮৯.৪	৬৭.৬	১৬৪১.৬	১৪১৭.৩	৮০৩৩.৫	৬৯৬৫.১
মোট বিনিয়োগ	১৩০৫.৫	১১৩৭.৬	৮১.৭	৫৭.৭	১৩৮৭.২	১১৯৫.৪	৫৯৫২.৯	৫১৪৭.২
বিনিয়োগ-আমানত অনুপাত	৮৩.২	৮৪.৩	৭৫.৬	৮৫.৪	৮২.৭	৮৪.৩	৭০.৯৮	৭৩.৯
তারল্য ঃ উদ্বৃত্ত (+)/ঘাটতি (-)**	১৩৩.৪	১২৭.৫	৩.১	০.১	১৩৬.৫	১২৮.২	১২৩৪.১	১১৪২.২

* প্রচলিত ব্যাংকগুলোর ইসলামিক ব্যাংকিং শাখা/শাখাগুলো আলাদাভাবে এসএলআর সংরক্ষণ করে না।
**সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় সমন্বিতভাবে এসএলআর এবং তারল্য সংরক্ষণ করে থাকে।
উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক।

ইসলামিক ব্যাংকিং এবং ১৬টি প্রচলিত ব্যাংক (তিনটি বিদেশি ব্যাংকসহ) ইসলামিক ব্যাংকিং শাখার মাধ্যমে ইসলামিক ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। শুরু হতেই ইসলামিক ব্যাংকিং খাত জোরালো প্রবৃদ্ধি বজায় রেখে চলেছে; যা সমগ্র ব্যাংকিং খাতে সম্পদ, অর্থায়ন এবং আমানত বিবেচনায় ইসলামিক ব্যাংকিং খাতের বর্ধিত মার্কেট শেয়ারের প্রতিফলন। সারণী ৫.১১ এ ইসলামিক ব্যাংকিং কার্যক্রমের একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র প্রদর্শন করা হয়েছে। ডিসেম্বর ২০১৫ শেষে সকল ইসলামিক ব্যাংক এবং প্রচলিত ব্যাংকগুলোর ইসলামিক ব্যাংকিং শাখাসমূহের মোট আমানতের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১৬৪১.৬ বিলিয়ন টাকা; যা সামগ্রিক ব্যাংকিং খাতের মোট আমানতের শতকরা ২০.৭ ভাগ। ডিসেম্বর ২০১৫ শেষে সকল ইসলামিক ব্যাংক এবং প্রচলিত ব্যাংকগুলোর ইসলামিক ব্যাংকিং শাখাসমূহের মোট বিনিয়োগের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১৩৮৭.২ বিলিয়ন টাকা; যা দেশের সামগ্রিক ব্যাংকিং খাতের মোট বিনিয়োগের শতকরা ২৩.৭ ভাগ।

খ) আইনগত কাঠামো ও প্রবিধিগত বাধ্যবাধকতা

খ.১. ব্যাংকগুলোর জন্য ঝুঁকিভিত্তিক মূলধন পর্যাপ্ততা

৫.৩৪ আন্তর্জাতিক সর্বোত্তম রীতিনীতির সাথে সঙ্গতি বজায় রাখা এবং আর্থিক স্থিতিশীলতা উন্নীত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক ২০১৫ সন হতে ব্যাসেল-৩ এর আওতায় মূলধন পর্যাপ্ততার বাস্তবায়ন শুরু করেছে। ব্যাসেল-৩ এর পিলার-১ অনুযায়ী ঋণ ঝুঁকি (credit risk), বাজার ঝুঁকি (market risk) এবং পরিচালন ঝুঁকি (operational risk) এর বিপরীতে ব্যাংকসমূহ ঝুঁকিভিত্তিক সম্পদ হিসাবায়ন করছে। বাংলাদেশ ব্যাংক ২০১৪ সনে বাংলাদেশে ব্যাসেল-৩ বাস্তবায়নের রোডম্যাপ এবং "Guidelines on Risk Based Capital Adequacy (Revised Regulatory Capital Framework for banks in line with Basel III)" জারি করেছে। ডিসেম্বর ২০১৪ সনে ব্যাসেল-২ সফলভাবে সম্পন্ন হবার পর বাংলাদেশ ব্যাংক পর্যায়ক্রমিকভাবে ব্যাসেল-৩ বাস্তবায়ন শুরু করেছে যা ইতোমধ্যে জানুয়ারি, ২০১৫ সন হতে শুরু হয়েছে। মার্চ ২০১৫ ত্রৈমাসিক হতে ব্যাসেল-৩ এর নতুন নীতিমালা অনুসরণপূর্বক মূলধন পর্যাপ্ততার বিবরণী দাখিলের জন্য ব্যাংকগুলোকে নির্দেশনা দেয়া হয়েছিল। জুন ২০১৬ শেষে ব্যাংকিং খাতের মূলধন পর্যাপ্ততার হার দাঁড়ায় শতকরা ১০.৩ ভাগ যেখানে কমন ইক্যুইটি টিয়ার-১ মূলধন ছিল শতকরা ৭.৫ ভাগ; এতে ব্যাসেল-৩ এর মূলধন পর্যাপ্ততার প্রয়োজনীয় হার পূরণ হয়েছে। ব্যাসেল-৩ অনুযায়ী ৫৬টি ব্যাংকের মধ্যে ৭টি ব্যাংক কমন ইক্যুইটি টিয়ার-১ মূলধন ও মূলধন পর্যাপ্ততার হার সংরক্ষণ করতে ব্যর্থ হয়েছে।

৫.৩৫ ব্যাংকিং খাতে অতিরিক্ত অন এবং অফ ব্যালেন্স শীট লিভারেজ নিয়ন্ত্রণ করার লক্ষ্যে একটি সহজ, স্বচ্ছ, নন-রিস্কড বেসড রেশিও এর প্রবর্তন করা হয়েছে। বাংলাদেশে এর সর্বনিম্ন হার শতকরা তিন ভাগ। এ বিষয়ে গাইডলাইন্সে বর্ণিত নির্দেশনা ধাপে ধাপে বাস্তবায়ন করা হবে যা ডিসেম্বর ২০১৯ সনে মূলধন পর্যাপ্ততা হারের সাথে সম্পূর্ণভাবে বাস্তবায়িত হবে। ন্যূনতম মূলধন পর্যাপ্ততা হারের ধাপে ধাপে বাস্তবায়ন ব্যবস্থা (Phase-in Arrangements) সারণী ৫.১২ এ বর্ণিত হয়েছে।

নতুন মূলধন পর্যাপ্ততা কাঠামোর আওতায় ব্যাংকগুলোকে নিম্নে বর্ণিত অনুপাতগুলো সংরক্ষণ করতে হবেঃ

১. কমন ইক্যুইটি টিয়ার-১ মূলধন হবে মোট ঝুঁকিভিত্তিক সম্পদের কমপক্ষে শতকরা ৪.৫ ভাগ।

২. টিয়ার-১ মূলধন হবে মোট ঝুঁকিভিত্তিক সম্পদের কমপক্ষে শতকরা ৬.০০ ভাগ। অর্থাৎ অতিরিক্ত টিয়ার-১ মূলধন মোট ঝুঁকিভিত্তিক সম্পদের সর্বোচ্চ শতকরা ১.৫০ ভাগ বা কমন

বক্স ৫.৩ বাংলাদেশে শ্যাডো ব্যাংকিং (Shadow Banking)

ফাইন্যান্সিয়াল স্ট্যাবিলিটি বোর্ডের সংজ্ঞা অনুসারে- শ্যাডো (Shadow) ব্যাংকিং বলতে এমন একটি পদ্ধতিকে বোঝায় যা নিয়মিত ব্যাংকিং এর বাইরে অর্থায়ন করে থাকে এবং মূলত ঋণের মেয়াদ/তারল্যের প্রকৃতি রূপান্তরের মাধ্যমে সিস্টেমিক ঝুঁকি এবং Regulatory Arbitrage এর উদ্বেগ সৃষ্টি করতে পারে।

শ্যাডো ব্যাংকিং ২০০৭-২০০৯ সময়কালের বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দাকে ত্বরান্বিত করলেও তা মূলত অনিয়ন্ত্রিত ছিল। হাউজিং খাতের অভিঘাত বৈশ্বিক মন্দার অন্যতম কারণ যা প্রকৃতপক্ষে সাব-প্রাইম মর্টগেজ মার্কেটের জন্য অধিক ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। হাউজিং খাতের মূল্যহ্রাসের কারণে সাব-প্রাইম মর্টগেজ মার্কেটের সাথে সম্পৃক্ত অ্যাসেট ব্যাকড্ সিকিউরিটিজ (Asset Backed Securities) এর মূল্য হ্রাস পেতে থাকে। সাব-প্রাইম মর্টগেজ মার্কেটের এ অভিঘাত অপরাপর অন্যান্য খাতে দ্রুত ছড়িয়ে পড়লে স্বল্পমেয়াদি ঋণ অপসারণ করা কঠিন হয়ে পড়ে। ফলে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ স্বল্পমেয়াদি ঋণের নগদায়নের দিকে প্রবলভাবে ধাবিত হয় যার কেন্দ্রবিন্দু ছিল রেপো মার্কেট, অ্যাসেট ব্যাকড্ কমার্শিয়াল পেপার এবং মানি মার্কেট মিউচুয়াল ফান্ড। এর সবগুলো উপকরণই শ্যাডো ব্যাংকিং কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত।

সম্প্রতি বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতে শ্যাডো ব্যাংকিং কার্যক্রম বৃদ্ধি পেয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, জুলাই ২০১৩ মাসে শ্যাডো ব্যাংকিং কার্যক্রমের পরিমাণ ছিল ৩.৯৬ বিলিয়ন টাকা যা ডিসেম্বর ২০১৫ মাসে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৬.৪৭ বিলিয়ন টাকা। গত ২ বছর ৬ মাসে প্রবৃদ্ধির পরিমাণ শতকরা ৬৩.৩১ ভাগ। যদিও সামগ্রিক ব্যাংকিং খাতের সম্পদের তুলনায় শ্যাডো ব্যাংকিং কার্যক্রম খুবই নগণ্য, তথাপি শ্যাডো ব্যাংকিং কার্যক্রম এভাবে অনিয়ন্ত্রিত থাকলে ভবিষ্যতে তা ব্যাংকিং খাতের জন্য সিস্টেমিক ঝুঁকির কারণ হতে পারে। তাই শ্যাডো ব্যাংকিং কার্যক্রম নিয়মিতভাবে নজরদারি করা প্রয়োজন।

ফাইন্যান্সিয়াল স্ট্যাবিলিটি বোর্ডের প্রদত্ত সংজ্ঞাকে আমলে নিয়ে শ্যাডো ব্যাংকিং ইনডেক্স প্রস্তুত করা হয়েছে। বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতে সাধারণত রেপো মার্কেট, অ্যাসেট ব্যাকড্/মর্টগেজ ব্যাকড সিকিউরিটিজ এবং কমিটমেন্টকে (ডেরিভেটিভস্‌সহ) বিবেচনায় নিয়ে এ ইনডেক্সটি প্রস্তুত করা হয়েছে। শ্যাডো ব্যাংকিং এর সিংহভাগ কার্যক্রম রেপো মার্কেট এবং কমিটমেন্ট এর মাধ্যমে সম্পন্ন হয়ে থাকে। যেমনঃ ডিসেম্বর ২০১৫ মাসে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রস্তুতকৃত ইনডেক্স হতে দেখা যায় যে, উক্ত সময়ে শ্যাডো ব্যাংকিং কার্যক্রমে কমিটমেন্ট এর অবদান প্রায় শতকরা ৫৬.৬৫ ভাগ এবং আন্তঃব্যাংক রেপো মার্কেটের অবদান প্রায় শতকরা ৪১.৩৬ ভাগ। উক্ত ইনডেক্স হতে আরও পরিলক্ষিত হয় যে, মার্চ ২০১৫ মাসে সর্বাধিক পরিমাণ শ্যাডো ব্যাংকিং কার্যক্রম সম্পাদিত হয়। এসময়ে আন্তঃব্যাংক রেপো এবং কমিটমেন্ট এর পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৬.৪৯ বিলিয়ন এবং ৩.২৭ বিলিয়ন টাকা।

জুলাই ২০১৩ হতে ডিসেম্বর ২০১৫ সময়কালে আন্তঃব্যাংক রেপো এবং কমিটমেন্ট এর মাধ্যমে প্রায় শতকরা ৯৬.৭০ ভাগ শ্যাডো ব্যাংকিং কার্যক্রম সম্পাদিত হয়। অবশিষ্টাংশ সম্পাদিত হয় অ্যাসেট ব্যাকড্/মর্টগেজ ব্যাকড্ সিকিউরিটিজ এবং অ্যাসেট ব্যাকড্ কমার্শিয়াল পেপার এর মাধ্যমে। উল্লেখিত সময়কালে আন্তঃব্যাংক রেপো মার্কেটের অবদান শতকরা ৪৫.২ ভাগ এবং কমিটমেন্ট এর অবদান শতকরা ৫১.৭০ ভাগ। ফেব্রুয়ারি ২০১৫ মাসে রেপো মার্কেটে সর্বাধিক লেনদেন হয় এবং আগস্ট ২০১৫ মাসে কমিটমেন্ট এর সর্বাধিক লেনদেন হয় যা মোট শ্যাডো ব্যাংকিং এর যথাক্রমে শতকরা ৬৯.৭০ এবং ৮০.৩০ ভাগ।

শ্যাডো ব্যাংকিং ইনডেক্স পর্যালোচনা থেকে অনুমান করা যায় যে, হাউজহোল্ড এবং কর্পোরেট ক্রেডিট এর ক্ষেত্রে শ্যাডো ব্যাংকিং উত্তরোত্তর ক্রমবর্ধমানভাবে ভূমিকা রাখছে। ভবিষ্যতে দেশের ব্যাংকিং খাতে শ্যাডো ব্যাংকিং যাতে কোনোরূপ বিরূপ প্রভাব সৃষ্টি করতে না পারে সেজন্য এর কার্যক্রম নিয়মিতভাবে নজরদারির পাশাপাশি নিম্নলিখিত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করা যেতে পারেঃ

- আন্তঃব্যাংকের দৈনিক ঋণের চাহিদা ও সরবরাহের প্রতি নজরদারি বাড়ানো;
- আন্তঃব্যাংকের লেনদেনের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা বাড়ানো;
- আন্তঃব্যাংক রেপো মার্কেটের জামানতভিত্তিক লেনদেনের ক্ষেত্রে ন্যূনতম haircut নির্ধারণ করা;
- সম্পদ এবং জামানতের পরিমাণের উপর ভিত্তি করে লেনদেনের সীমা নির্ধারণ করা;
- আন্তঃব্যাংক রেপো লেনদেন কেবলমাত্র ট্রেজারি সিকিউরিটিজ অথবা বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক অনুমোদিত সিকিউরিটিজের মধ্যে লেনদেন সীমাবদ্ধ রাখা;
- আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জন্য তারল্য কভারেজ হার ও নিট স্থিতিশীল অর্থায়ন (funding) বাধ্যতামূলক করা।

ইক্যুইটি টিয়ার-১ মূলধনের শতকরা ৩৩.৩ ভাগ (দু'য়ের মধ্যে যেটি বেশি) পর্যন্ত হতে পারবে।

৩. ন্যূনতম মূলধন পর্যাপ্ততার হার (CRAR) হবে মোট ঝুঁকিভিত্তিক সম্পদের শতকরা ১০.০০ ভাগ। অর্থাৎ টিয়ার-২ মূলধন মোট ঝুঁকিভিত্তিক সম্পদের সর্বোচ্চ শতকরা ৪.০০ ভাগ বা কমন ইক্যুইটি টিয়ার-১ মূলধনের শতকরা ৮৮.৯ ভাগ (দু'য়ের মধ্যে যেটি বেশি) পর্যন্ত হতে পারবে ।

৪. ন্যূনতম মূলধন পর্যাপ্ততার হার ছাড়াও ব্যাংকগুলোকে মোট ঝুঁকিভিত্তিক সম্পদের শতকরা ২.৫ ভাগ আপদকালীন সুরক্ষা হিসেবে অতিরিক্ত কমন ইক্যুইটি টিয়ার-১ মূলধন সংরক্ষণ করতে হবে।

৫.৩৬ দেশের ব্যাংকিং খাতের সাম্প্রতিক অবস্থা বিবেচনায় নিয়ে ঝুঁকিভিত্তিক মূলধন পর্যাপ্ততার গাইডলাইন্সের ৩.৩ নং অনুচ্ছেদ সংশোধন করা হয়েছে; যেখানে অশ্রেণিকৃত ঋণের বিপরীতে রক্ষিত সাধারণ প্রভিশনের সম্পূর্ণ অংশ টিয়ার-২ মূলধন হিসেবে বিবেচিত হবে।

৫.৩৭ তত্ত্বাবধান পর্যালোচনা মূল্যায়ন পদ্ধতি বা Supervisory Review Evaluation Process (SREP) এর আওতায় ব্যাংকগুলোর SRP টিমের সাথে তাদের অভ্যন্তরীণ মূলধন পর্যাপ্ততা মূল্যায়ন প্রক্রিয়া (ICAAP) সংক্রান্ত পর্যবেক্ষণ/মূল্যায়ন বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের সংলাপ পরিচালিত হচ্ছে। উক্ত SRP- SREP সংলাপকালে বাংলাদেশ ব্যাংক সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের মূলধনের পরিমাণগত ও গুনগত দিক বিবেচনায় নিয়ে প্রয়োজনীয় মূলধনের পরিমাণ নির্ণয় করবে। ২০১১ সনে প্রথম SREP সংলাপ শুরু করা হয়। আলোচ্য সংলাপকে ফলপ্রসূ করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের পক্ষ থেকে মে ২০১৩ তে একটি সংশোধিত মূল্যায়ন পদ্ধতিগত দলিল প্রণয়ন করা হয়েছে। এ পদ্ধতিগত দলিলের আওতায় ব্যাংকগুলোকে রেসিডুয়াল ঝুঁকি মুখ্য ঝুঁকিগুলোর ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত মূল্যায়ন, ঋণ পুঞ্জীভূতকরণ ঝুঁকি, সুদ হার ঝুঁকি, তারল্য ঝুঁকি, সুনাম ঝুঁকি লেনদেন নিষ্পত্তির ঝুঁকি, কৌশলগত ঝুঁকি, পরিবেশগত ঝুঁকি, এবং অন্যান্য বস্তুগত ঝুঁকি সংক্রান্ত তথ্য নির্ধারিত ফরম্যাটে বাংলাদেশে ব্যাংকে দাখিলের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। এ প্রক্রিয়ায় ব্যাংকের ICAAP সংক্রান্ত তথ্যাদি

সারণী ৫.১২ ন্যূনতম প্রয়োজনীয় মূলধনের ধাপে ধাপে বাস্তবায়ন ব্যবস্থা

	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯
ন্যূনতম কমন ইক্যুইটি টিয়ার-১ (সিইটি-১) মূলধন এর হার	৪.৫	৪.৫	৪.৫	৪.৫	৪.৫
ক্যাপিটাল কনজারভেশন বাফার (সিসিবি)	-	০.৬২৫	১.২৫	১.৮৭৫	২.৫
ন্যূনতম সিইটি-১ মূলধন+সিসিবি	৪.৫	৫.১২৫	৫.৭৫	৬.৩৭৫	৭.০
ন্যূনতম টিয়ার-১ মূলধনের হার	৫.৫	৫.৫	৬.০	৬.০	৬.০
ন্যূনতম মোট মূলধনের হার	১০.০	১০.০	১০.০	১০.০	১০.০
ন্যূনতম মোট মূলধন+সিসিবি	১০.০	১০.৬২৫	১১.২৫	১১.৮৭৫	১২.৫
লিভারেজ অনুপাত	৩.০	৩.০	৩.০ পুনঃসমন্বয়	পিলার-১ এ স্থানান্তর	

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক।

বাংলাদেশ ব্যাংকের অন–সাইট এবং অফ-সাইট সুপারভিশন বিভাগগুলোতে সংরক্ষিত তথ্যাবলীর সাথে মিলিয়ে দেখা হবে। SRP-SREP সংলাপকালে ব্যাংকগুলো ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিষয়ে যথাযথ প্রমাণসহ তথ্য ও বাস্তবসম্মত পর্যালোচনা দাখিলে সমর্থ না হলে বাংলাদেশ ব্যাংক তার নিজস্ব বিচক্ষণতা এবং পরিদর্শন বিভাগের প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে ব্যাংকগুলোর জন্য মূলধন পর্যাপ্ততার স্তর নির্ধারণ করে থাকে। মে ২০১৪-তে প্রসেস ডকুমেন্টটি পুনরায় সংশোধন করা হয়েছে যার উপর ভিত্তি করে ৫৬টি ব্যাংক ৩১ ডিসেম্বর ২০১৪ ভিত্তিক ICAAP সংক্রান্ত রিপোর্ট দাখিল করেছে এবং ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ ও SRP টিমের এর সাথে এক এক করে সভাও সম্পন্ন হয়েছে।

খ.২. ঋণ শ্রেণিকরণ এবং প্রভিশনিং

৫.৩৮ অর্থবছর ১৩-এর শেষের দিকে বাংলাদেশ ব্যাংক ঋণ শ্রেণিবিন্যাসকরণ ও প্রভিশনিং সংক্রান্ত নীতিমালা পরিবর্তন করেছে। বাংলাদেশ ব্যাংক খেলাপি ঋণ (একটি আইনগত ধারণা যা ব্যাংককে ঋণগ্রহীতার বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট কিছু পদক্ষেপ নেয়ার অধিকার প্রদান করে) এবং শ্রেণিকৃত ঋণ (হিসাববিজ্ঞানের ধারণা যেখানে ঋণের সম্ভাব্য ক্ষতির জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ প্রভিশন রাখার নিয়ম) এর মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য নির্দেশ এবং প্রবর্তন করেছে।

খ.৩. ঋণ পুনর্গঠন

৫.৩৯ বৃহদাংক ঋণগ্রহীতাদের (সাধারণত যারা অনেকগুলো ব্যাংক হতে ঋণ গ্রহণ করেছে) স্বার্থে ঋণ পুনর্গঠন নীতিমালা পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছে। দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে বৃহদাংক ঋণগ্রহীতাদের অবদানের বিষয়টি বিবেচনা করে এবং ব্যাংকগুলোর ঋণ আদায় কার্যক্রমকে সহযোগিতা করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ

ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ ক্ষতিগ্রস্ত বৃহদাংক ঋণ গ্রহীতাদের জন্য আন্তর্জাতিক সর্বোত্তম রীতিনীতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রয়োজনীয় কিছু নীতি সহায়তা প্রদানের সুপারিশ করেছে। ফলে, বৃহদাংক ঋণ পুনর্গঠন নীতিমালা জারি করা হয় যা ৩০ জুন ২০১৫ পর্যন্ত কার্যকর ছিল। উক্ত নীতিমালা অনুযায়ী, কোন বিশেষ ঋণগ্রহীতা বা গ্রহীতা গ্রুপ কর্তৃক কোন ব্যাংক হতে গৃহীত ঋণের ক্ষেত্রে এককভাবে বা একত্রিতভাবে ঋণ পুনর্গঠন সুবিধা প্রাপ্তির জন্য যোগ্য বিবেচিত হবে। তাছাড়া, যে ঋণগ্রহীতার অনেকগুলো ব্যাংকে ঋণ রয়েছে তিনি একটি কনসোর্টিয়াম গঠনের মাধ্যমে ঋণ পুনর্গঠন সুবিধা প্রাপ্তির জন্য যোগ্য বিবেচিত হতে পারেন। ঋণ পুনর্গঠন সুবিধা প্রাপ্তির জন্য প্রয়োজনীয় ঋণের পরিমাণ হবে ন্যূনতম সামষ্টিকভাবে ৫ বিলিয়ন টাকা বা তার অধিক। এ নীতিমালা মোতাবেক ব্যাংক কোন একটি ঋণ হিসাবকে মাত্র একবার পুনর্গঠন সুবিধা প্রদান করতে পারবে; মেয়াদি ঋণের ক্ষেত্রে ঋণ পুনর্গঠনের সর্বোচ্চ মেয়াদ হবে ১২ (বারো) বছর এবং ডিমান্ড বা তলবি ঋণের ক্ষেত্রে এর মেয়াদ হবে সর্বোচ্চ ৬ (ছয়) বছর। কিন্তু ঋণগ্রহীতা যদি কোন প্রকার জাল-জালিয়াতির সাথে সংশ্লিষ্ট থাকে তাহলে তিনি বা তারা ঋণ পুনর্গঠন সুবিধা প্রাপ্তির জন্য যোগ্য বিবেচিত হবে না। বৃহদাংক ঋণ পুনর্গঠন নীতিমালার অধীনে এ পর্যন্ত বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদনক্রমে ১৪৫.৭ বিলিয়ন টাকার ঋণ পুনর্গঠন করা হয়েছে। ৩০ জুন ২০১৬ পর্যন্ত, উক্ত ঋণ হতে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকসমূহ ১.৯ বিলিয়ন টাকা ডাউন পেমেন্ট এবং ৫.০ বিলিয়ন টাকা বিভিন্ন ঋণগ্রহীতার নিকট হতে কিস্তি হিসেবে আদায় করেছে। যেহেতু অধিকাংশ ঋণগ্রহীতাই এ সময়ে মরেটরিয়াম পিরিয়ডের আওতায় রয়েছে তাই সকল ঋণগ্রহীতার নিকট হতে এখনও কিস্তি আদায় সম্পূর্ণভাবে শুরু হয়নি।

খ.৪. ব্যাংকগুলোতে সুশাসন প্রতিষ্ঠা

৫.৪০ ব্যাংকসমূহে সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশ ব্যাংক নানাবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এগুলোর মধ্যে- বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকের প্রধান নির্বাহী নিয়োগের ক্ষেত্রে উপযুক্ততা যাচাই পরীক্ষা (ফিট অ্যান্ড প্রোপার টেস্ট), পর্ষদ অডিট কমিটির সুনির্দিষ্ট নীতিমালা তৈরি, তথ্য প্রকাশ সম্পর্কিত বর্ধিত নির্দেশনা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। উপরোক্ত সংস্কার প্রক্রিয়ার ধারাবাহিকতায় ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা সুনির্দিষ্ট করা এবং ব্যাংকের দৈনন্দিন কার্যক্রমে পরিচালকমণ্ডলীর হস্তক্ষেপ সীমিত করার লক্ষ্যে পর্ষদ ও ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের ভূমিকা ও কার্যক্রম পুনঃসজ্ঞায়িত ও সুস্পষ্ট করা হয়েছে। ব্যাংক কোম্পানি আইন, ১৯৯১ এর এতদ্‌সংশ্লিষ্ট ধারাসমূহ ইতোমধ্যে সংশোধন করা হয়েছে।

গ. ব্যাংকগুলোর তত্ত্বাবধান

৫.৪১ আর্থিক খাতের সক্ষমতা, স্বচ্ছলতা ও পদ্ধতিগত দৃঢ়তা স্থাপন এবং একইসাথে আমানতকারীদের স্বার্থ সুরক্ষার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক ১. অফ-সাইট সুপারভিশন ও ২. অন-সাইট সুপারভিশন নামে দু'ধরনের সুপারভিশন কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশন ব্যাংকের অফ-সাইট সংক্রান্ত কাজে সদা সতর্ক রয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে এ বিভাগ ব্যাংকিং সুপারভিশনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনয়ন করেছে।

গ.১. ব্যাংকগুলোর অফ-সাইট সুপারভিশন

৫.৪২ দেশের ব্যাংকিং খাতের অর্থনৈতিক সক্ষমতা নিবিড়ভাবে এবং দ্রুত বিশ্লেষণের লক্ষ্যে নতুন কৌশল ও পদ্ধতি প্রবর্তনের সাথে সাথে অফ-সাইট মনিটরিং অন-সাইট পরিদর্শনের পরিপূরক হিসেবে তার কার্যক্রম অর্থবছর ১৬-তেও অব্যাহত রেখেছে।

ব্যাংকিং সুপারভিশন স্পেশালিস্ট (বিএসএস)

৫.৪৩ বর্তমান ব্যাংকিং সুপারভিশন কার্যক্রমকে আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশ ব্যাংক অফ-সাইট সুপারভিশন ডিপার্টমেন্টের আওতায় ছয়টি ব্যাংকিং সুপারভিশন স্পেশালিস্ট শাখা (বিএসএস) গঠন করেছে। প্রতিটি শাখা একজন উপ-মহাব্যবস্থাপক পর্যায়ের কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়। বিএসএস শাখাগুলো নিজ নিজ শাখার আওতাধীন ব্যাংকসমূহের পরিস্থিতি, কর্মদক্ষতা, ঝুঁকি, প্রাতিষ্ঠানিক সুশাসন, প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো প্রভৃতির প্রতি সার্বক্ষণিক নজর রাখে এবং ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত বিশদ পরিদর্শন প্রতিবেদন সংগ্রহপূর্বক যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকে। তত্ত্বাবধান কার্যক্রমের সাম্প্রতিক অগ্রগতি সম্পর্কে অবহিত হওয়ার লক্ষ্যে এ শাখাগুলো ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগসমূহের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করে থাকে। জুনিয়র ব্যাংক সুপারভিশন স্পেশালিস্টগণ ব্যাংকগুলোর ট্রেজারি কার্যক্রম, মূলধন পর্যাপ্ততা, ঋণ-আমানত হার প্রভৃতি নিরীক্ষণ করে থাকেন এবং নির্ধারিত সময় পরপর ব্যাংকগুলোর নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদনের তথ্যানুযায়ী ডায়াগনস্টিক রিভিউ রিপোর্ট (DRR) প্রস্তুত করেন। শাখাগুলো ব্যাংকগুলোর

সহনশীলতা বৃদ্ধির জন্য তাদের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাও যাচাই করে থাকে।

৫.৪৪ ব্যাংকিং সুপারভিশন স্পেশালিস্ট শাখাসমূহ রাষ্ট্র মালিকানাধীন ও বিশেষায়িত ব্যাংকগুলোর সাথে করা সমঝোতা স্মারকের অগ্রগতি পর্যালোচনা করে এবং তাদের পর্যবেক্ষণ তাৎক্ষণিকভাবে সংশ্লিষ্ট ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে অবহিত করে। ঋণ ব্যবস্থাপনা এবং অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির মান উন্নয়নের লক্ষ্যে চারটি রাষ্ট্র মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকে (সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, জনতা ব্যাংক লিমিটেড, অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড এবং রূপালী ব্যাংক লিমিটেড) বাংলাদেশ ব্যাংক বিশেষ পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ইতোমধ্যে, ডিসেম্বর ২০১৫ এ সরকার বেসিক ব্যাংক লিমিটেড এর মূলধন পুনর্গঠন বাবদ যথাক্রমে ১২.০ বিলিয়ন টাকা পুনর্ভরণ করেছে। অন্যদিকে, অর্থবছর ১৬-এর সমঝোতা স্মারকের মাধ্যমে বিকেবি এবং রাকাবকেও মনিটর করা হচ্ছে। বর্তমানে ব্যাংক দু'টির অর্থবছর ১৭-এর সমঝোতা স্মারক প্রস্তুতির কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

ব্যাংকের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম

৫.৪৫ ব্যাংকিং খাতে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনাকে আরও শক্তিশালী, কার্যকর এবং ফলপ্রসূ করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক ৬টি কোর রিস্কস ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা (২০১৫-২০১৬ সনে পর্যালোচনাকৃত), ঝুঁকিভিত্তিক মূলধন পর্যাপ্ততা এবং স্ট্রেস টেস্টিং নির্দেশিকা জারি করেছে। ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১২ বাংলাদেশ ব্যাংক ব্যাংকগুলোর ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা শিরোনামে আরেকটি নির্দেশিকা জারি করেছে। এটি ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার একটি সমন্বিত পদক্ষেপ যা ব্যাংকগুলোকে তাদের প্রতিষ্ঠানের ঝুঁকিসমূহ নির্ণয়, পরিমাপ, তদারকি এবং নিয়ন্ত্রণে সমসাময়িক পদ্ধতি আত্মীকরণে সাহায্য করবে।

৫.৪৬ বাংলাদেশ ব্যাংক ২০১৫ সনে পূর্বের আরএমপি/ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা প্রতিবেদন পরিবর্তন করে ব্যাংকগুলোর জন্য Comprehensive Risk Management Report (CRMR) ও Monthly Risk Management Report (MRMR) নামক দু'টি নতুন রিপোর্টিং ছক প্রণয়ন করেছে। ব্যাংকগুলোর ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমকে অধিকতর কার্যকর করার নিমিত্তে অর্ধ-বার্ষিক ভিত্তিতে দাখিলকৃত CRMR এ বিভিন্ন ধরনের সমসাময়িক ঝুঁকি এবং কিছু প্রশ্নাবলী (ব্যাংকের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার কাঠামো, ঋণ নীতি-পদ্ধতি, ঋণ প্রস্তাব মূল্যায়ন প্রক্রিয়া, ঋণ মঞ্জুর পরবর্তী প্রক্রিয়া, ঋণ তদারকি, পরিচালন ঝুঁকি যাচাই এবং তারল্য ঝুঁকি ইত্যাদি) অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ব্যাংকগুলোকে নিবিড় পর্যবেক্ষণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ধ-বার্ষিকের পাশাপাশি মাসিক ভিত্তিতেও ব্যাংকগুলোর ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পর্যালোচনা করছে। সম্প্রতি, বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ব্যাংকগুলোকে তাদের বার্ষিক ব্যবসা সম্প্রসারণের লক্ষ্যমাত্রার সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রতিটি সম্ভাব্য ক্ষেত্রে ঝুঁকি গ্রহণের সীমা নির্ধারণ করে তা পর্ষদের অনুমোদন নিয়ে বছরের প্রথম ত্রৈমাসিকের মধ্যে ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশনে দাখিলের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

৫.৪৭ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে আরও গুরুত্ব প্রদানের লক্ষ্যে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ইউনিটের পরিবর্তে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিভাগ গঠন এবং ব্যাংকের উচ্চ পর্যায়ের ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ থেকে একজন কর্মকর্তাকে (ন্যূনতম উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক) মুখ্য ঝুঁকি অফিসার হিসেবে নিয়োগের জন্যে ব্যাংকগুলোকে নির্দেশনা দেয়া হয়। এছাড়া, বাংলাদেশ ব্যাংক ব্যাংকগুলোকে একটি ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠনের নির্দেশনা দেয় যার সদস্যবৃন্দ ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক পর্ষদের সদস্য হতে মনোনীত হবে এবং ব্যাংকের কোম্পানি সচিব উক্ত কমিটির সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করবে। ব্যাংক কর্তৃক দাখিলকৃত CRMR এবং MRMR এর ওপর ভিত্তি করে ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশন ব্যাংকগুলোর ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম নিয়মিত মূল্যায়ন করে থাকে এবং পরিস্থিতি উন্নয়নের জন্যে গঠনমূলক পরামর্শ দিয়ে থাকে। ব্যাংকগুলোকে এসব পরামর্শ/সুপারিশমালা সম্পাদন করে পরিপালন প্রতিবেদন নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রেরণ করতে হয়।

৫.৪৮ Comprehensive Risk Management Report (CRMR) এ প্রদত্ত তথ্য, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিভাগ ও পর্ষদ পর্যায়ের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কমিটির সভার কার্যবিবরণী, ব্যাংক কর্তৃক দাখিলকৃত পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের পরিপালন তথ্য এবং অন্যান্য উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সম্ভাব্য সকল ধরনের ঝুঁকি পরিমাপের লক্ষ্যে একটি রিস্ক রেটিং পদ্ধতির প্রচলন করা হয়েছে। অর্ধ-বার্ষিক ভিত্তিতে নির্ণীত এ রিস্ক রেটিং ক্যামেলস্ রেটিং এর ব্যবস্থাপনা উপাদানে (Management Component) শতকরা ১৫ ভাগ গুরুত্ব বহন করে। অর্থাৎ একটি ব্যাংকের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার অনুশীলন তাদের ক্যামেলস্ রেটিং এ উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলবে। এছাড়া ব্যাংকগুলোর নতুন শাখা খোলার লাইসেন্স ও এডি লাইসেন্স প্রাপ্তি, লভ্যাংশ ঘোষণা ইত্যাদির ক্ষেত্রেও এ রেটিং গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। ডিসেম্বর ২০১৫-এর

রেটিং অনুযায়ী ৫৬টি তফসিলি ব্যাংকের মধ্যে ২৪টিকে নিম্নমাত্রার ঝুঁকি, ২৩টিকে সহনীয়/মাঝারি (Medium) মাত্রার এবং বাকি ৯টিকে উচ্চ মাত্রার ঝুঁকি সম্পন্ন ব্যাংক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

৫.৪৯ ব্যাংকগুলোর উপর তাদের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি (Internal control system) বিষয়ে একটি স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন (Self assessment report) বাংলাদেশ ব্যাংকে দাখিলের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ও পরিপালন (Internal control and compliance) ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণের মাধ্যমে ব্যাংকের পরিচালন ঝুঁকি ন্যূনতম মাত্রায় রাখাই হচ্ছে এ ধরনের স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদনের প্রধান উদ্দেশ্য। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক জালিয়াতির বিরুদ্ধে অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত বিষয়ে ৫৩টি প্রশ্ন এবং নির্দিষ্ট সময়ে সংঘটিত জাল-জালিয়াতির বিবরণ ও এর বিরুদ্ধে গৃহীত পদক্ষেপ সম্বলিত একটি রিপোর্টিং ছক প্রণয়ন করেছে। বাংলাদেশ ব্যাংক ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে এ প্রতিবেদনগুলো পর্যালোচনা করছে এবং ব্যাংকগুলোকে যথাযথ নির্দেশনা প্রদান করছে। উক্ত প্রতিবেদনে সরবরাহকৃত তথ্যের সঠিকতা যাচাইয়ের লক্ষ্যে তা অন-সাইট সুপারভিশন ডিপার্টমেন্টসমূহেও প্রেরণ করা হয়ে থাকে।

গ.২. ব্যাংকগুলোর অন-সাইট পরিদর্শন

৫.৫০ বাংলাদেশ ব্যাংকের বিধিবদ্ধ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বর্তমানে ৭টি বিভাগ - ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগ-১ (ডিবিআই-১), ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগ-২ (ডিবিআই-২), ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগ-৩ (ডিবিআই-৩), ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগ-৪ (ডিবিআই-৪), বৈদেশিক মুদ্রা পরিদর্শন বিভাগ (ডিএফইআই), ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টিগ্রিটি এন্ড কাস্টমার সার্ভিসেস ডিপার্টমেন্ট (এফআইসিএসডি) এবং বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টিলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা করে। এ সাতটি বিভাগ রাষ্ট্র মালিকানাধীন ব্যাংক, বিশেষায়িত ব্যাংক, বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক (ইসলামি শরীয়াহ্ ভিত্তিক ব্যাংকগুলো সহ), বিদেশি ব্যাংক এবং ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি) ও মানি চেঞ্জারসহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসমূহে অন-সাইট পরিদর্শন পরিচালনা করে থাকে। এ বিভাগসমূহ বিভিন্ন ধরনের পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে যেগুলোকে তিনভাগে ভাগ করা যায়- ১. বিশদ/নিয়মিত/প্রথাগত পরিদর্শন ২. ঝুঁকি ভিত্তিক/সিস্টেম চেক পরিদর্শন এবং ৩. বিশেষ/তাৎক্ষণিক পরিদর্শন।

৫.৫১ বিশদ পরিদর্শনে ব্যাংকসমূহের সার্বিক অবস্থা/কার্যক্রম (তথা মূলধন পর্যাপ্ততা, সম্পদের গুণগত মান, তারল্য, উপার্জন ক্ষমতা, ব্যবস্থাপনার দক্ষতা ইত্যাদি) মূল্যায়ন করা হয়। এগুলো মূল্যায়নের ভিত্তিতে ব্যাংকগুলোকে ঊর্ধ্বমুখী ১-৫ স্কেলে রেটিং করা হয়। অন-সাইট পরিদর্শন বিভাগসমূহ পরিদর্শন প্রতিবেদনে প্রদত্ত সুপারিশ ও নির্দেশনাসমূহ যথাযথভাবে পরিপালিত হচ্ছে কিনা তাও পর্যবেক্ষণ করে থাকে। ব্যাংকসমূহের মুখ্য ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকার পরিপালন তত্ত্বাবধানের উদ্দেশ্যে ঝুঁকিভিত্তিক পরিদর্শন পরিচালনা করা হয়। আমানতকারী, জনসাধারণ বা কোনো প্রতিষ্ঠানের অভিযোগের ভিত্তিতে বিশেষ পরিদর্শন পরিচালনা করা হয়।

৫.৫২ যেসব বাণিজ্যিক ব্যাংকের ক্যামেলস্ রেটিং ৩ থেকে ৫ এর মধ্যে থাকে, সেগুলো প্রতিবছর পরিদর্শন করা হয়। যেসব ব্যাংকের রেটিং ১ অথবা ২, সেগুলো প্রতি দু'বছরে একবার পরিদর্শন করা হয়। প্রভিশন, আয় ও ব্যয় হিসাবসমূহ অনুসন্ধানপূর্বক ব্যাংকগুলোকে তাদের চূড়ান্ত হিসাব সংশোধনের জন্য বলা হয়ে থাকে। অন-সাইট সুপারভিশনের কার্যকারিতা বৃদ্ধি এবং অন-সাইট ও অফ-সাইট সুপারভিশনের সময় ব্যবধান হ্রাসকল্পে এ পদ্ধতি প্রবর্তন করা হয়েছে।

৫.৫৩ অর্থবছর ১৬-এ, ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগ-১ (ডিবিআই-১) কর্তৃক ২৮টি ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়সহ সর্বমোট ১২১৬টি পরিদর্শন কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। একই সময়ে, ২৮টি ব্যাংকে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ইস্যুকৃত মুখ্য ঝুঁকি নির্দেশিকা (সম্পদ-দায় ব্যবস্থাপনা, ঋণ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, তথ্য ব্যবস্থাপনার নিরাপত্তা এবং অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ও পরিপালন) বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনার লক্ষ্যে ১৪০টি মুখ্য ঝুঁকি ভিত্তিক পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে। প্রতিটি ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়/আঞ্চলিক অফিসসহ যে কোন একটি শাখা মুখ্য ঝুঁকি ভিত্তিক পরিদর্শনের আওতায় আনা হয়েছে। বিশেষ পরিদর্শনের ক্ষেত্রে, সর্বমোট ২০৮টি পরিদর্শন কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে যার মধ্যে ১৫২টি পরিদর্শন ইন্টিগ্রেটেড সুপারভিশন সিস্টেম (আইএসএস) সফট্ওয়্যার এর সহায়তায় সম্পন্ন হয়েছে এবং ৫৬টি পরিদর্শন মূলত পর্যবেক্ষণ পর্যালোচনা মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার বাধ্যবাধকতা পূরণের জন্য সম্পন্ন করা হয়েছে। ব্যাংকগুলোকে তাঁদের বার্ষিক আর্থিক প্রতিবেদন চূড়ান্ত করার পূর্বে তাদের ব্যবস্থাপনা কমিটি (MANCOM), বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিদর্শক এবং বহিঃনিরীক্ষক এর সমন্বয়ে ত্রি-স্তরীয় সভা করার নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

অর্থবছর ১৬-এ, সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় যেমন, প্রধান অনিয়ম সনাক্তকরণ পদ্ধতি, আর্থিক প্রতিবেদন বিশ্লেষণ, সদ্য চালুকৃত পরিদর্শন নির্দেশিকার উপর আলোচনা ইত্যাদি বিষয়গুলোকে লক্ষ্য করে ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগ-১ নিবিড় অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ সভার আয়োজন করেছে।

৫.৫৪ অর্থবছর ১৬-তে, ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগ-২ কর্তৃক ৬টি প্রধান কার্যালয়, ১৮৩টি বড় শাখা এবং ৮৯৭টি ছোট শাখাসহ মোট ব্যাংকের ১০৮৬টি শাখায় বিশদ পরিদর্শন পরিচালনা করা হয়েছে। একই সময়ে রাষ্ট্র মালিকানাধীন ব্যাংকে ঝুঁকি ভিত্তিক ১৭টি পরিদর্শনসহ মোট ১৩৩টি বিশেষ পরিদর্শন পরিচালনা করা হয়েছে। এ বিভাগ কর্তৃক ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি) এর তিনটি শাখাসহ এর প্রধান কার্যালয়ে পরিদর্শন পরিচালনা করা হয়েছে।

৫.৫৫ অর্থবছর ১৬-এ, ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগ-৩ কর্তৃক ব্যাংকের পাঁচটি প্রধান কার্যালয় এবং এসএমই/ কৃষি ইউনিট ও ৬৪৭টি শাখাসহ মোট ৬৫২টি শাখায় বিশদ পরিদর্শন পরিচালনা করা হয়েছে। একই সময়ে এ বিভাগ কর্তৃক ২৫টি বিশেষ পরিদর্শন এবং ৮টি তাৎক্ষণিক পরিদর্শন পরিচালনা করা হয়েছে।

৫.৫৬ অর্থবছর ১৬-এ ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগ-৪ ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় ও শাখাসহ মোট ৩১৫টি পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। একই সময়ে ব্যাংকের সামগ্রিক সুষ্ঠুতা ও নিয়ম কানুন পরিপালন অবস্থা নির্ণয়ে ২০টি প্রধান কার্যালয় ও ২৩৮টি শাখায় এ বিভাগ কর্তৃক বিশদ পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে। এছাড়া, এ বিভাগ ব্যাংকগুলোর মুখ্য ঝুঁকি উন্নয়ন গাইডলাইন্স এর বাস্তবায়ন অগ্রগতি এবং ব্যাংকের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি পর্যালোচনা ও মূল্যায়নের লক্ষ্যে ব্যাংকের ২০টি প্রধান কার্যালয় ও ২০টি শাখায় মুখ্য ঝুঁকি পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। অধিকন্তু, ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগ-৪ কর্তৃক বিভিন্ন ব্যাংকের ২৬ টি শাখায় বিশেষ পরিদর্শন সম্পন্ন করা হয়েছে। এছাড়া, এ বিভাগ পরিদর্শন প্রতিবেদন এ উল্লিখিত সুপারিশমালার বাস্তবায়ন অগ্রগতি সার্বক্ষণিকভাবে মনিটর করে চলছে ।

৫.৫৭ ডিপার্টমেন্ট অব ফরেন এক্সচেঞ্জ ইন্সপেকশন ব্যাংকের বৈদেশিক বাণিজ্যিক অর্থায়ন, ট্রেজারি কার্যক্রম এবং ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রা ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেন এবং মানিচেঞ্জার প্রতিষ্ঠানগুলোর উপর পরিদর্শন পরিচালনা করে থাকে। অর্থবছর' ১৬-তে এ বিভাগ ব্যাংকের অনুমোদিত ডিলার শাখার উপর মোট ১১৩টি বিশদ পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। পাশাপাশি এ বিভাগ বৈদেশিক মুদ্রা ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার উপর ৫৬টি, মানিচেঞ্জারের উপর ৫৩টি এবং বৈদেশিক বাণিজ্য ও বৈদেশিক মুদ্রা সংক্রান্ত অনিয়মের বিষয়ে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক পরিদর্শন পরিচালনা করেছে। এছাড়া, এ বিভাগ প্রথমবারের মতো ব্যাংকগুলোর অফ-শোর ব্যাংকিং ইউনিটেও পরিদর্শন কার্যক্রম শুরু করেছে এবং ইতোমধ্যে ১৮টি পরিদর্শন কার্যক্রম সম্পন্ন করেছে।

৫.৫৮ ২৬ জুলাই ২০১২ তারিখ ভোক্তা স্বার্থ সংরক্ষণ সেন্টার (CIPC)-কে ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টিগ্রিটি এবং কাস্টমার সার্ভিসেস ডিপার্টমেন্ট (FICSD) নামে পুনর্গঠন করা হয়েছে। ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টিগ্রিটি এবং কাস্টমার সার্ভিসেস ডিপার্টমেন্ট (FICSD) ব্যাংক এবং নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক জালিয়াতির প্রাথমিক সন্দেহজনক সংকেত চিহ্নিতকরণ, জালিয়াতির অনুসন্ধান এবং প্রয়োজনে অপরাধ শনাক্তকরণে অতন্দ্র প্রহরী হিসেবে ভূমিকা পালন করছে। ব্যাংক ও নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নিরাপত্তা, দক্ষতা, কার্যকারিতা, স্বচ্ছতা এবং তথ্য প্রযুক্তি ও যোগাযোগ অবকাঠামোগত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা উন্নয়নে এ বিভাগের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। অর্থবছর ১৬-তে এ বিভাগ মোট ৪৭৯১টি অভিযোগ পেয়েছে যার মধ্যে ৪৬৯৮টি অভিযোগের নিষ্পত্তি করা হয়েছে। এক্ষেত্রে পরিপালনের হার শতকরা ৯৮.১ ভাগ। পাশপাশি একইসময়ে এ বিভাগ কর্তৃক বিভিন্ন বাণিজ্যিক ও বিশেষায়িত ব্যাংকে মোট ৮৫টি বিশেষ পরিদর্শন পরিচালনা করা হয়েছে।

৫.৫৯ অর্থবছর' ১৬-তে FICSD নির্ধারিত ফোন নম্বর, ই-মেইল ও পত্রের মাধ্যমে মোট ৪৫৩০টি অভিযোগ গ্রহণ করেছে। সম্ভাব্য স্বল্পতম সময়ে অভিযোগসমূহ তদন্ত ও নিষ্পত্তিকরণে এ বিভাগ নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। পরিপালনের এ হার উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। নির্দিষ্ট এলাকায় অভিযোগ প্রাপ্তি এবং দ্রুত নিষ্পত্তিকরণের লক্ষ্যে প্রধান কার্যালয়ের গ্রাহক সেবা বিভাগের পাশাপাশি বাংলাদেশ ব্যাংকের অন্য ১০টি শাখায়ও ভোক্তা স্বার্থ সংরক্ষণ সেন্টার (CIPC) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

৫.৬০ বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (BFIU) হলো মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এবং সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ এর আওতায় প্রদত্ত ক্ষমতা ও দায়িত্ব পরিপালনকারী জাতীয় কেন্দ্রীয় সংস্থা। বাংলাদেশে মানিলন্ডারিং প্রতিরোধক আইনি কাঠামো

শক্তিশালী করণার্থে এবং সন্ত্রাসী অর্থায়ন বন্ধে ২৬ নভেম্বর ২০১৫ তারিখে মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন (সংশোধিত), ২০১৫ প্রণয়ন করা হয়। এ বিভাগ (BFIU) প্রতিবেদন দাখিলকারী সংস্থা যেমন- ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, বীমা প্রতিষ্ঠান, মানি চেঞ্জার ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের কার্যকলাপ তদারকি করে থাকে। সুপারভিশন কার্যক্রমের আওতায় BFIU প্রতিবেদন দাখিলকারী প্রতিষ্ঠানসমূহে মানিলন্ডারিং প্রতিরোধে এবং সন্ত্রাসী অর্থায়নরোধে অন-সাইট ও অফ-সাইট সুপারভিশন পরিচালনা করে থাকে। BFIU প্রধানত দু'ধরনের অন-সাইট সুপারভিশন করে থাকে যা হলো- ১. সিস্টেম চেক পরিদর্শন এবং ২. বিশেষ পরিদর্শন। MLPA, 2012 এবং ATA, 2009 এর বিধিবিধান পরিপালনের বিষয়টি পর্যবেক্ষণ এবং তার বাস্তবায়ন নিশ্চিতকল্পে ষাণ্মাসিক ভিত্তিতে ব্যাংকগুলোতে সিস্টেম চেক পরিদর্শন করা হয়ে থাকে। অর্থবছর' ১৬-এ বিভাগ বিভিন্ন ব্যাংকের ৫৮টি শাখায় সিস্টেম চেক পরিদর্শন সম্পাদন করেছে। ব্যাংকসমূহ তাদের সন্দেহজনক লেনদেনের প্রতিবেদন (STR's) এবং নগদ লেনদেনের প্রতিবেদন (CTR's) BFIU এর নিকট দাখিল করতে বাধ্য।

৫.৬১ ব্যাংকসমূহ STR/CTRs নিয়মিত এবং যথাযথ ভাবে প্রদান করছে কিনা সে বিষয়ে BFIU বিশেষ পরিদর্শন পরিচালনা করে থাকে। অর্থবছর' ১৬-তে এ বিভাগ ৩২টি ব্যাংকের ৭৬টি শাখা অফিসে বিশেষ পরিদর্শন কার্যক্রম সম্পন্ন করেছে। BFIU বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান হতে প্রাপ্ত অভিযোগও তদন্ত করে থাকে। অধিকন্তু, এ অর্থবছরে BFIU ১৩০৭টি সন্দেহজনক লেনদেনের প্রতিবেদন গ্রহণ করেছে। এ প্রতিবেদনগুলো পর্যালোচনান্তে BFIU ৩৭টি প্রতিবেদন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য দুর্নীতি দমন কমিশন (ACC) এবং বাংলাদেশ পুলিশ এর ক্রিমিন্যাল ইনভেস্টিগেশন ডিপার্টমেন্ট (CID)-এ প্রেরণ করেছে। BFIU এ কেসগুলির অগ্রগতি সময়ে সময়ে তদারকি করছে। এ বিভাগ আলোচ্য সময়ের মধ্যে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী অর্থায়নরোধে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি সার্কুলার জারি পূর্বক প্রতিবেদন দাখিলকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে নির্দেশ প্রদানসহ বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

৫.৬২ প্রতিবেদন দাখিলকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মকর্তাদের মাঝে সচেতনতা আনয়নের লক্ষ্যে BFIU উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহকে তাদের কর্মকর্তাদের জন্য উল্লেখযোগ্য সংখ্যক প্রশিক্ষণ প্রোগ্রাম আয়োজনের জন্য উৎসাহ দিয়ে আসছে। এছাড়া, এ বিভাগ অন্যান্য আইনপ্রয়োগকারী সংস্থার জন্য ওয়ার্কশপ আয়োজন করেছে। অধিকন্তু, অর্থবছর ১৬-এ ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং বীমা প্রতিষ্ঠানসমূহের মুখ্য এন্টি মানিলন্ডারিং পরিপালন কর্মকর্তাদের (CAMLCO) জন্য পৃথক পৃথকভাবে বার্ষিক সভার আয়োজন করা হয়েছে। মানিলন্ডারিং/সন্ত্রাস অর্থায়ন সম্পর্কিত তথ্যাদি বিনিময়ের জন্য অন্যান্য দেশের ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট এর সাথে BFIU মোট ৪৩টি MOU স্বাক্ষর করেছে যার মধ্যে অর্থবছর ১৬-এ স্বাক্ষরিত MOU এর সংখ্যা ৮টি। এসব ছাড়াও মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী অর্থায়নরোধে আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টা বৃদ্ধিকল্পে APG, Egmont Group, FATF এবং BIMSTEC এর মত আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে BFIU সম্পৃক্ততা বজায় রেখে চলছে।

গ.৩ ফাইন্যান্সিয়াল স্ট্যাবিলিটি ও ম্যাক্রো প্রুডেন্সিয়াল সুপারভিশন

৫.৬৩ ফাইন্যান্সিয়াল স্ট্যাবিলিটি ডিপার্টমেন্ট ম্যাক্রো প্রুডেন্সিয়াল অ্যানালাইসিস এর মাধ্যমে আর্থিক ব্যবস্থার স্থিতিশীলতা নিরীক্ষণে সক্রিয়ভাবে কাজ করে যাচ্ছে। শুরু থেকেই এ বিভাগ সার্বিক আর্থিক স্থিতিশীলতা মূল্যায়নে বার্ষিক ভিত্তিতে আর্থিক স্থিতিশীলতা প্রতিবেদন প্রকাশ করে আসছে, যার লক্ষ্য আর্থিক ব্যবস্থার ঝুঁকি ও অরক্ষণীয় অবস্থা সম্পর্কে স্টেকহোল্ডারদের অবহিত করা। অধিকন্তু, এ বিভাগ প্রতি ত্রৈমাসিকে সার্বিক আর্থিক অবস্থা মূল্যায়নের লক্ষ্যে ত্রৈমাসিক আর্থিক স্থিতিশীলতা মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রকাশ করে আসছে।

৫.৬৪ ফাইন্যান্সিয়াল স্ট্যাবিলিটি ডিপার্টমেন্ট প্রাথমিকভাবে আর্থিক ব্যবস্থার উপর অর্থনৈতিক পরিস্থিতির সম্ভাব্য পরিবর্তনের প্রভাব নির্ণয়ের জন্য ম্যাক্রো স্ট্রেস টেস্টিং ডিজাইন করেছে। বিশ্বব্যাংকের কারিগরি সহায়তায় Financial Projection Model (FPM) বাস্তবায়িত হয়েছে। ব্যাংক ও নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের তারল্য ব্যবস্থাপনা পর্যবেক্ষণের জন্য Inter-bank Transaction Matrix (ITM) tool চালু করা হয়েছে। এ মেট্রিক্সটি সঙ্কটাপন্ন প্রতিষ্ঠানসমূহ খুঁজে বের করতে সাহায্য করবে এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে রক্ষার জন্য আগাম সতর্কতা সংকেত দিয়ে সাহায্য করবে।

৫.৬৫ Domestic Systemically Important Banks (DSIB) এর ব্যর্থতার প্রভাব একটি অপদ্ধতিগত

প্রতিষ্ঠানের ব্যর্থতার প্রভাব থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে অধিক হতে পারে- এ অন্তর্নিহিত ধারণার উপর ভিত্তি করে ফাইন্যান্সিয়াল স্ট্যাবিলিটি ডিপার্টমেন্ট তার নিজস্ব এখতিয়ারের মধ্যে DSIB চিহ্নিতকরণ এবং সেগুলো মোকাবেলার জন্য একটি কাঠামো প্রণয়ন করেছে। অধিকন্তু, আর্থিক ব্যবস্থার pro-cyclicality প্রতিহত করতে সঙ্কটকালে Counter-cyclical Capital Buffer (CCB) প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের পরিকল্পনা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। সম্ভাব্য সব ঘটনা মোকাবেলায় পরিকল্পনার অংশ হিসেবে এ বিভাগ Lender of the Last Resort (LOLR) এবং Bank Intervention Resolution Plan (BIRP) এর আওতায় বেশ কিছু ডকুমেন্টস প্রণয়ন করেছে। LOLR এর লক্ষ্য হচ্ছে মারাত্মক তারল্য সংকটের সময় ব্যাংকগুলোকে জরুরি তারল্য সহায়তা প্রদান করা যাতে সেটি সংক্রামক আকারে অন্য ব্যাংকসমূহকে বা সামগ্রিক ব্যবস্থাকে ক্ষতিগ্রস্ত না করে। অন্যদিকে, BIRP করদাতাদের তহবিল ব্যতিরেকে ব্যাংকসমূহের সুশৃঙ্খল সমাধানে আরো কার্যকর পদ্ধতি ও তথ্য সরবরাহ করে।

৫.৬৬ এ বিভাগ তারল্য, ঋণ পরিশোধের সামর্থ্য এবং আয়ের প্রেক্ষিতে ব্যাংকসমূহের তুলনামূলক আর্থিক চিত্র পর্যবেক্ষণে ষাণ্মাসিক ভিত্তিতে 'Bank Health Index(BHI) and Heat Map' প্রণয়ন করে আসছে। আর্থিক ক্ষেত্রে উত্তম তদারকি নিশ্চিতকরণ এবং নিয়ন্ত্রক সংস্থাসমূহের মধ্যে দ্বৈততা এড়ানোর লক্ষ্যে 'Coordinated Supervision Framework for Bangladesh' নামক একটি ধারণাপত্র প্রস্তুত করা হয়েছে। এছাড়া, এ বিভাগ প্রতিষ্ঠানসমূহের ঋণগ্রস্ততা পর্যবেক্ষণের জন্য 'Central Depository for Large Credit(CDLC)' নামক কর্পোরেট পর্যবেক্ষণ তালিকা (Watch List) প্রস্তুত করেছে।

ঘ. আর্থিক স্থিতিশীলতা ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা মোকাবিলায় ব্যাংকিং খাতের অবকাঠামো

ঘ.১. আমানত বীমা স্কিম

৫.৬৭ ব্যাংকে আমানত রাখার কারণে আমানতকারীদের সম্ভাব্য ক্ষতির ঝুঁকি হ্রাস বা দূর করার লক্ষ্যে আমানত বীমা স্কিম (DIS) গঠন করা হয়েছে। আমানত বীমা স্কিম (DIS) এর মূল উদ্দেশ্য হলো আর্থিক খাতে বাজার শৃংখলা বাড়ানো, মানবিক বিপর্যয় কমানো এবং ব্যাংকিং খাতের সংকটকালে জনগণের জন্য ন্যূনতম খরচে নিরাপত্তা বেষ্টনী নিশ্চিত করা। গ্রাহকদের নিরাপত্তা বিধানে আমানত

সারণী ৫.১৩ DITF এর সাম্প্রতিক অবস্থা

উপাদানসমূহ	অনিরীক্ষিত হিসাব (৩০ জুন ২০১৬ ভিত্তিক)	প্রিমিয়াম হার*
মোট তহবিল	৪৯.০৪ (বিলিয়ন টাকায়)	-
মোট বিনিয়োগ	৪৮.৯৯ (বিলিয়ন টাকায়)	-
বীমাযোগ্য আমানত এবং তলবি ও মেয়াদি দায়ের হার	৮১.৭৭%	-
মোট বীমাযোগ্য আমানতের মধ্যে বীমাকৃত আমানত	২৭.৯৩%	-
সম্পূর্ণ বীমাকৃত আমানত	৮৮.৮৯%	-
সাউন্ড ব্যাংক	-	০.০৮%
আর্লি ওয়ার্নিংভুক্ত ব্যাংক	-	০.০৯%
প্রবলেম ব্যাংক	-	০.১০%

*২০১৩ সাল হতে কার্যকর
উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক।

বীমা প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখে। অন্যদিকে, পদ্ধতিগত বিপর্যয় (Systematic Crisis) যথা আর্থিকভাবে শক্তিশালী ব্যাংক থেকে অব্যাহতভাবে আমানত উত্তোলন এবং এর ফলে পরিশোধ পদ্ধতির (Payment System) অস্থিতিশীলতা প্রভৃতির ঝুঁকি হ্রাসে আমানত বীমা পরোক্ষ ভূমিকা পালন করে থাকে। আন্তর্জাতিক দৃষ্টিকোণ থেকে, আমানত বীমা অনেক সুবিধা প্রদান করে থাকে এবং এটি দীর্ঘমেয়াদে সফল আধুনিক ব্যাংকিং ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে পরিগণিত হয়।

৫.৬৮ ১৯৮৪ সনের আগস্ট মাসে বাংলাদেশে "ব্যাংক আমানত বীমা অর্ডিনেন্স ১৯৮৪" নামে প্রথম আমানত বীমা স্কিম (DIS) প্রবর্তন করা হয়। ২০০০ সনের জুলাই মাসে এ অর্ডিনেন্স এর পরিবর্তে সংসদে "ব্যাংক আমানত বীমা আইন, ২০০০" নামে একটি আইন প্রবর্তন করা হয়। বর্তমানে বাংলাদেশের আমানত বীমা কার্যক্রম এ আইনের আওতায় পরিচালিত হচ্ছে। এ আইনের আওতায় বাংলাদেশ ব্যাংককে "আমানত বীমা ট্রাস্ট তহবিল (DITF)" নামে একটি তহবিল পরিচালনার অনুমোদন দেয়া হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালক পর্ষদ DITF এর ট্রাস্টি বোর্ড হিসেবে দায়িত্ব পালন করে থাকে এবং এ ট্রাস্টি বোর্ডের তত্ত্বাবধানে DITF পরিচালিত হয়ে আসছে। অধিকন্তু, বাংলাদেশ ব্যাংক আন্তর্জাতিক আমানত বীমা অ্যাসোসিয়েশন (IADI) এর সদস্য।

৫.৬৯ ব্যাংক আমানত বীমা আইন, ২০০০' অনুযায়ী আমানত বীমা ট্রাস্ট তহবিল (DITF) এর প্রধান কাজ হচ্ছে অর্ধ-বার্ষিক ভিত্তিতে (৩০ জুন/৩১ ডিসেম্বর) সকল তফসিলি ব্যাংক হতে প্রিমিয়াম সংগ্রহ করা এবং তা সরকারি

সিকিউরিটিজে বিনিয়োগ করা। এ ধরনের বিনিয়োগ হতে প্রাপ্ত আয় পুনরায় বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে DITF অ্যাকাউন্টে জমা করা হয়। এ আইন অনুসারে যদি কোন ব্যাংকের ব্যবসা গুটিয়ে ফেলার উপক্রম হয় সেক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক ঐ ব্যাংকের প্রত্যেক আমানতকারীকে তার গচ্ছিত আমানতের সমান বা সর্বোচ্চ ১ (এক) লক্ষ টাকা প্রদান করে।

৫.৭০ বাজার শৃঙ্খলার কার্যকারিতা উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক সকল ব্যাংকের জন্য ঝুঁকিভিত্তিক আমানত বীমা হার প্রবর্তন করেছে, যা জানুয়ারি-জুন ২০০৭ থেকে কার্যকর করা হয়েছে। জানুয়ারি-জুন ২০১৩ মেয়াদ থেকে প্রিমিয়াম হার বৃদ্ধি করা হয়েছে। অধিকন্তু, বিদ্যমান 'Deposit Protection Act' এর একটি সংশোধিত খসড়া অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে, যা বর্তমানে বিবেচনাধীন রয়েছে। আইনটির প্রস্তাবিত খসড়ায় সকল তফসিলি ব্যাংকের ন্যায় আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ (NBFIs)-এর আমানতকারীদেরকেও আমানত বীমা স্কিম (DIS) এর আওতায় অন্তর্ভুক্ত করার সুপারিশ করা হয়েছে। স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রিমিয়াম নিরূপণ ও অনলাইনে তা দাখিল করার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ২০১৫ সনের ফেব্রুয়ারি মাসে "Information for Deposit Insurance Premium Assessment (IDIPA)" নামে একটি সফ্‌টওয়্যার উদ্বোধন করেছেন।

৫.৭১ জনগণ যদি আমানত বীমা স্কিমের অস্তিত্ব ও সুযোগ সম্পর্কে সচেতন হয় তবে পদ্ধতিগত ঝুঁকি (Systemic Risk) হ্রাসের ক্ষেত্রে এর কার্যকারিতা নিশ্চিতভাবে বৃদ্ধি পাবে। এ বিষয়টি লক্ষ্য রেখে বাংলাদেশ ব্যাংক ইতোমধ্যে আমানত বীমা স্কিম সম্পর্কে জনসচেতনতা বিষয়ক একটি সার্কুলার ইস্যু করেছে এবং সাধারণ জনগণকে প্রতিনিয়ত আমানত বীমা স্কিমের সুবিধাদি ও সক্ষমতা সম্পর্কে অবহিত করার জন্য এ সম্পর্কিত হালনাগাদকৃত তথ্য-উপাত্ত বাংলাদেশ ব্যাংকের ওয়েবসাইট-এ নিয়মিত প্রকাশ করে আসছে।

ঘ.২. ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরোর কার্যক্রম

৫.৭২ সম্ভাব্য খেলাপি ঋণের পরিমাণ হ্রাসকরণের লক্ষ্যে ১৮ আগস্ট ১৯৯২ তারিখে বাংলাদেশ ব্যাংকে ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরো (সিআইবি) স্থাপন করা হয়। ১৯ জুলাই ২০১১ হতে সিআইবি এর অনলাইন সেবা প্রদান শুরু হয়। সিআইবি এর অনলাইন সিস্টেম ব্যাংকিং খাতে ঝুঁকিমুক্ত ঋণ প্রদান পদ্ধতি বজায় রাখার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বর্তমানে সিআইবি এর অনলাইন সেবা সদ্য গঠিত/উন্নীত নতুন সিআইবি অনলাইন সল্যুশন এর মাধ্যমে প্রদান করা হচ্ছে। নতুন সিআইবি অনলাইন সল্যুশন উন্নয়নের কাজ বাংলাদেশ ব্যাংকের অভ্যন্তরীণ সম্পদ ব্যবহারের মাধ্যমে সম্পাদন করা হয়েছে যা ১ অক্টোবর ২০১৫ হতে সরাসরি কার্যক্রম শুরু করেছে। নতুন অনলাইন সিস্টেমটি ভেন্ডরের উপর নির্ভরতা দূর করার পাশাপাশি পূর্ববর্তী অনলাইন সিস্টেম রক্ষণাবেক্ষণের বিপুল ব্যয় হ্রাস করেছে। অত্যাধুনিক আইসিটি সুবিধা গ্রহণ করার মাধ্যমে মান ও দক্ষতার বিচারে সিআইবি সেবার উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধিত হয়েছে। এটি রিপোর্ট প্রণয়নের ক্ষেত্রে প্রশংসনীয়ভাবে ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সময় বাঁচিয়েছে ও সশরীরে উপস্থিত হওয়ার আবশ্যকতা এড়িয়েছে, যা ঋণ প্রদানের প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করেছে।

৫.৭৩ ঋণগ্রহীতা, সহ-ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদারদের বিস্তারিত ঋণ তথ্য নিয়ে সিআইবি ডাটাবেইস গড়ে উঠেছে। যে সকল ঋণগ্রহীতার ঋণের স্থিতি ৫০০০০ টাকা বা তার অধিক এবং ক্রেডিট কার্ড তথ্য অনুযায়ী শ্রেণিকৃত/ খেলাপি ঋণের পরিমাণ ১০০০০ টাকা বা তার অধিক তাদের সিআইবি ডাটাবেইসের আওতায় আনা হয়েছে। ২০১৬ সনের জুন শেষে মোট ঋণগ্রহীতার সংখ্যা গত বছরের একই সময়ের ৯০৫১১২ এর তুলনায় শতকরা ২২.০ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ১১০১০৪৬ এ দাঁড়িয়েছে।

৫.৭৪ জুন ২০১৬ এ ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মোট ঋণ ও আগামের স্থিতি দাঁড়িয়েছে ৬৮৫২.৬৪ বিলিয়ন টাকা (বিএলডব্লিউ এর পরিমাণ সহকারে) যা গত বছরের একই সময়ের তুলনায় শতকরা ২২.০ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে। জুন ২০১৫-এ এর স্থিতি ছিল ৫৬০১.০ বিলিয়ন টাকা। এছাড়া, জুন ২০১৫ এ মোট ঋণের স্থিতি ছিল ৫৬০১.০ বিলিয়ন টাকা। অধিকন্তু, জুন ২০১৬তে মোট শ্রেণিকৃত ঋণের স্থিতি গত বছরের একই সময়ের তুলনায় শতকরা ১৯.০ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে। জুন ২০১৬ এ শ্রেণিকৃত ঋণের স্থিতি ৯২৯.৫৫ বিলিয়ন টাকা যেখানে জুন ২০১৫ এ এর পরিমাণ ছিল ৭৭৮.৩৯ বিলিয়ন টাকা।

টেকসই ব্যাংকিং

৬.১ পরিবেশবান্ধব ব্যাংকিং, কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা, আর্থিক অন্তর্ভুক্তি এবং আর্থিক শিক্ষার মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংক 'টেকসই অবস্থা' মূল ব্যাংকিং ব্যবস্থায় একীভূত করে আসছে। সমাজ ও পরিবেশভিত্তিক এ সকল ব্যাংকিং ব্যবস্থা ক্রমান্বয়ে টেকসই ব্যাংকিং ব্যবস্থার ধারণার জন্ম দিয়েছে। এভাবে বাংলাদেশ ব্যাংক সকল ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জন্য টেকসই ব্যাংকিং ব্যবস্থা প্রচলনে সম্ভাব্য সকল ক্ষেত্রে নীতিমালা ও নির্দেশনা প্রদান করে আসছে। টেকসই ব্যাংকিং ব্যবস্থা মূলত তিনটি বড় ক্ষেত্রের উপর নিবদ্ধ ঃ পরিবেশবান্ধব ব্যাংকিং, কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা ও আর্থিক অন্তর্ভুক্তি।

ক. পরিবেশবান্ধব ব্যাংকিং

৬.২ ২০১১ সন হতে বিভিন্ন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে বহুমুখী টেকসই ব্যাংকিং খাতে দিকনির্দেশনা প্রদানের মাধ্যমে পরিবেশবান্ধব ব্যাংকিংয়ের অগ্রদূত হিসেবে অন্যদের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিবেশবান্ধব ব্যাংকিং সংক্রান্ত কার্যক্রমসমূহ সাধারণভাবে নিম্নোক্তরূপে ভাগ করা যায়ঃ নীতিনির্ধারণী উদ্যোগসমূহ, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর পরিবেশবান্ধব ব্যাংকিং কার্যক্রমের পরিবীক্ষণ, বিভিন্ন ধরনের পরিবেশবান্ধব পণ্য/খাতের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের নিজস্ব পরিবেশ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যাবলী।

ক.১. নীতিনির্ধারণী উদ্যোগসমূহ

৬.৩ জানুয়ারি ২০১১– এ সকল ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক পরিবেশ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার নীতিমালা জারি করে, যা বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিবেশবান্ধব ব্যাংকিং সংক্রান্ত প্রথম নীতি নির্দেশনা। তফসিলি ব্যাংকগুলোর জন্য ফেব্রুয়ারি ২০১১, আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর আগস্ট ২০১৩ ও নতুন ব্যাংকগুলোর (২০১৩ সনে তফসিলভুক্ত) জন্য সেপ্টেম্বর ২০১৩ এ পরিবেশবান্ধব ব্যাংকিং নীতিমালা জারি করা হয়। জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলায় টেকসই পরিবেশ ব্যবস্থা নিশ্চিতকল্পে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের চলমান উদ্যোগ ত্বরান্বিত করতে জানুয়ারি ২০১৬ হতে

সারণী ৬.১ বিভিন্ন পণ্য/খাতে পরিবেশবান্ধব অর্থায়নঃ অর্থবছর ১৬

(মিলিয়ন টাকা)

পরিবেশবান্ধব অর্থায়নের খাত	এসসিবি	বিশেষায়িত	বেসরকারি	বিদেশি	আর্থিক প্রতিষ্ঠান	মোট
নবায়নযোগ্য জ্বালানি	৪৪.৪	৪.২	১৬০৫.০	১৮২.০	৩৬৬০.২	**৫৪৯৫.৭**
জ্বালানি দক্ষতা	১০.১	০.০	২৩৯৪.৩	০.৬	১২৫.৩	**২৫৩০.৩**
কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা	০.০	০.০	১২.২	০.০	০.০	**১২.২**
তরল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা	২৬.৩	০.০	৪৩২৬.৫	৩৬.২	৪৪৯.০	**৪৮৩৮.০**
বিকল্প জ্বালানি	১৬০.০	০.০	১৬৪.৮	০.০	৯.২	**৩৩৪.০**
আগুনে পোড়ানো ইট	১০০৩.৮	২৫.৩	৫৩৫৩.৯	০.০	৭৭৫.০	**৭১৫৭.৯**
নন ফায়ার ব্লক ব্রিক	০.০	০.০	১৬৯.৮	০.০	৪০.০	**২০৯.৮**
পুনঃপ্রক্রিয়াকৃত ও পুনঃপ্রক্রিয়াতব্য পণ্য	৯৯.১	০.০	৪১৭৯.৬	৮০.০	৫১৮.৮	**৪৮৭৭.৪**
গ্রিন ইন্ডাস্ট্রি	৩৮০.০	০.০	৪১০৬.২	২৮৩.৬	২৫৬.০	**৫০২৫.৮**
কারখানার কর্ম পরিবেশ উন্নয়ন	০.০	০.০	১৮১৭.১	৩৪.৮	৯৫.৫	**১৯৪৭.৪**
বিবিধ	২৯০.১	০.৬	৪৬৭.৯	১৫১.৭	১৯.৩	**৯২৯.৬**
মোট	**২০১৩.৭**	**৩০.১**	**২৪৫৯৭.৪**	**৭৬৮.৮**	**৫৯৪৮.২**	**৩৩৩৫৮.২**

উৎস ঃ সাসটেইনেবল ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণী ৬.২ প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ পরিবেশবান্ধব অর্থায়নঃ অর্থবছর ১৬

(মিলিয়ন টাকা)

ব্যাংকের ধরন	প্রত্যক্ষ পরিবেশবান্ধব অর্থায়ন	পরোক্ষ পরিবেশবান্ধব অর্থায়ন	মোট পরিবেশবান্ধব অর্থায়ন	খাতভিত্তিক অবদান
এসসিবি	২০১৩.৭	১২৩৪.৫	৩২৪৮.২	০.৬
বিশেষায়িত	৩০.১	০.০	৩০.১	০.০১
বেসরকারি	২৪৫৯৭.৪	৩৭৯৮৮৭.৫	৪০৪৪৮৫.০	৮০.৪
বিদেশি	৭৬৮.৮	৭৭৫৪৭.৩	৭৮৩১৬.১	১৫.৬
আর্থিক প্রতিষ্ঠান	৫৯৪৮.২	১১১৯৩.৮	১৭১৪২.০	৩.৪
মোট	**৩৩৩৫৮.২**	**৪৬৯৮৬৩.১**	**৫০৩২২১.৩**	**১০০.০**

উৎস ঃ সাসটেইনেবল ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রত্যক্ষ পরিবেশবান্ধব অর্থায়নের সর্বনিম্ন লক্ষ্যমাত্রা হিসেবে মোট বিতরণকৃত ঋণের/বিনিয়োগের শতকরা ৫.০ ভাগ নির্ধারণ করা হয়েছে। উপরোক্ত নীতিমালা অনুযায়ী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে একটি জলবায়ু ঝুঁকি তহবিল গঠনের জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলার উদ্যোগের টেকসই অবস্থা নিশ্চিতকল্পে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা ব্যয়ের শতকরা ১০.০ ভাগ জলবায়ু ঝুঁকি তহবিলে বরাদ্দ

করবে এবং এ ব্যয় অনুদান প্রদান অথবা হ্রাসকৃত সুদে অর্থায়ন উভয়ভাবেই হতে পারে। ইতোমধ্যে, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে তাদের নবনির্মিত ও সন্নিবেশিত অবকাঠামোসমূহে কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার প্রক্রিয়া, বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ এবং সৌর বিদ্যুৎ প্যানেল স্থাপনের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

ক.২. পরিবেশবান্ধব অর্থায়ন

৬.৪ অর্থবছর ১৬-এ ৪৬টি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান সর্বমোট ৫০৩.২ বিলিয়ন টাকা পরিবেশবান্ধব কর্মসূচিতে অর্থায়ন করেছে। মোট পরিবেশবান্ধব কর্মসূচি অর্থায়নে ব্যাংকগুলোর খাতওয়ারি অবদান লক্ষ্য করলে দেখা যায়, বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোই মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে (শতকরা ৮০.৪ ভাগ), এর পর রয়েছে বিদেশি ব্যাংকগুলো (শতকরা ১৫.৬ ভাগ), আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো (শতকরা ৩.৪ ভাগ), রাষ্ট্র মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো (শতকরা ০.৬ ভাগ) এবং বিশেষায়িত ব্যাংকগুলো (শতকরা ০.০১ ভাগ)। ব্যাংকগুলোর পণ্যভিত্তিক এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ পরিবেশবান্ধব কর্মসূচিতে অর্থায়ন যথাক্রমে সারণী ৬.১ ও ৬.২ এ দেয়া হলো।

ক.৩. পরিবেশগত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা

৬.৫ পরিবেশগত অবস্থা ও জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে সংশ্লিষ্টতা বিদ্যমান থাকায় পরিবেশগত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ঋণ ঝুঁকির একটি সহায়ক উপাদান হতে পারে। ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য জারিকৃত পরিবেশ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার নীতিমালা অনুসারে নির্ধারিত সীমার উপরে পরিবেশ ঝুঁকি রেটিং সম্পাদন বাধ্যতামূলক। নির্ধারিত সীমার উপরে সকল প্রকল্প ও ঋণ সুবিধার জন্য পরিবেশ ঝুঁকি রেটিং প্রযোজ্য। অর্থবছর ১৬-এ সকল ব্যাংকই পরিবেশ ঝুঁকি রেটিং সম্পাদন করেছে। এ সময়ে রেটিং যোগ্য ৭০৭০৭টি প্রকল্পের মধ্যে ৬০১৭৫টি প্রকল্পের রেটিং করা হয়। তন্মধ্যে ৫২৭৭৬টি প্রকল্পে ২২৪২.৮ বিলিয়ন টাকা অর্থায়ন করা হয়েছে (সারণী ৬.৩)।

ক.৪. জলবায়ু ঝুঁকি তহবিল ও পরিবেশবান্ধব বিপণন

৬.৬ অর্থবছর ১৬-এ ব্যাংকসমূহ জলবায়ু ঝুঁকি তহবিল ও পরিবেশবান্ধব বিপণন খাতে যথাক্রমে ৪৫৫.৭ মিলিয়ন ও ৫৩.৫ মিলিয়ন টাকা ব্যয় করেছে। একই সময়ে আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের জলবায়ু ঝুঁকি তহবিল ও পরিবেশবান্ধব বিপণন খাতে যথাক্রমে ৩.৯ মিলিয়ন ও ২.৭ মিলিয়ন টাকা ব্যয় করেছে।

সারণী ৬.৩ ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য পরিবেশ ঝুঁকি রেটিং ঃ অর্থবছর ১৬

রেটিংযোগ্য প্রকল্পের সংখ্যা	রেটিংযোগ্য প্রকল্পের সংখ্যা	রেটিংকৃত প্রকল্পের সংখ্যা	অর্থায়নকৃত রেটেড প্রকল্পের সংখ্যা	রেটেড প্রকল্পে বিতরণকৃত অর্থায়নের পরিমাণ (মিলিয়ন টাকায়)
এসসিবি	২১৫৪	১৯৬৭	১৯১৬	৪৮৪০৪.৩
বিশেষায়িত	৪৯	৩৮	৫০	২৩৫৪.১
বেসরকারি	৬২৩৭১	৫২১৮২	৪৬৫৩১	১৯৪৪৮১৫.৫
বিদেশি	৩২৪০	২৯৭৪	১৭১৭	১৩৪৮৩৯.৩
আর্থিক প্রতিষ্ঠান	২৮৯৩	৩০১৪	২৫৬২	১১২৩৪৪.৭
মোট	৭০৭০৭	৬০১৭৫	৫২৭৭৬	২২৪২৭৫৭.৮

উৎস ঃ সাসটেইনেবল ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

ক.৫. অনলাইন শাখা ও জ্বালানি দক্ষতা

৬.৭ পূর্ববর্তী অর্থবছরের মতো অর্থবছর ১৬ শেষে ৫৬টি ব্যাংকের মধ্যে ৫৫টি ব্যাংকের অনলাইন শাখা ছিল। একই সময়ে মোট শাখার অনুপাতে অনলাইন শাখার সংখ্যা দাঁড়িয়েছে শতকরা ৭৫.১ ভাগ যা পূর্ববর্তী অর্থবছর শেষে ছিল শতকরা ৬৮.১ ভাগ। সৌরবিদ্যুৎ চালিত শাখা স্থাপন করার ব্যাপারে পরিবেশবান্ধব ব্যাংকিং নীতিমালা ব্যাংকগুলোকে উৎসাহিত করেছে। অর্থবছর ১৬ শেষে সৌরবিদ্যুৎ চালিত ব্যাংক শাখার সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৪৯৩টিতে, পূর্ববর্তী অর্থবছর শেষে এরূপ ব্যাংক শাখা ছিল ৪১৬টি।

ক.৬. বাংলাদেশ ব্যাংকের নিজস্ব পরিবেশ ব্যবস্থাপনা

৬.৮ জ্বালানির দক্ষ ব্যবহারের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক তার ভবনের ছাদে সৌর শক্তি ব্যবস্থা ও সিএফসি নির্গমন হ্রাসের লক্ষ্যে চিলারভিত্তিক কেন্দ্রীয় শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা স্থাপন করেছে। বাংলাদেশ ব্যাংক কার্বন পদচিহ্ন পরিমাপের জন্য নিজস্বভাবে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। বিবি-ইন্ট্রানেট-এর মাধ্যমে ই-রিক্রুটমেন্ট, ডকুমেন্টেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম, লিভ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম, অনলাইন অফিস অর্ডার সিস্টেম, ইলেক্ট্রনিক পাস্ সিস্টেম, অনলাইন স্যালারি ও অ্যাকাউন্ট স্টেটমেন্ট, ব্যক্তিগত নথি হালনাগাদ সিস্টেম ইত্যাদি চালু করা হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের সকল বিভাগ ও ৯টি শাখা অফিসকে ৩৫০০ এরও বেশি কম্পিউটার সংযোগের মাধ্যমে কম্পিউটার নেটওয়ার্কের (LAN/WAN) আওতায় আনা হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের ইন্টারঅ্যাক্টিভ ওয়েবসাইটের মাধ্যমে মুক্ত তথ্য উদ্যোগ চালু করেছে যা প্রতি মুহূর্তে হালনাগাদ করা হয়। ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর অধিকাংশ রেগুলেটরি রিপোর্টিং ওয়েব আপলোড ও এন্টারপ্রাইজ ডাটা

ওয়ারহাউজের মাধ্যমে সংগ্রহ করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। বাংলাদেশ অটোমেটেড চেক প্রসেসিং সিস্টেম, বাংলাদেশ ইলেক্ট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার নেটওয়ার্ক, অনলাইন ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরো এবং এন্টারপ্রাইজ রিসোর্স প্ল্যানিং এর কার্যক্রম ইতোমধ্যেই শুরু হয়েছে। এছাড়াও, বাংলাদেশ ব্যাংক ই-প্রকিউরমেন্ট চালু করেছে।

ক.৭. পরিবেশবান্ধব পণ্য/খাতের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের পুনঃঅর্থায়ন স্কিম

৬.৯ সৌরশক্তি, বায়োগ্যাস ও বর্জ্য পরিশোধন প্লান্ট ইত্যাদি পরিবেশবান্ধব পণ্যে অর্থায়নের পথ সুগম ও বিস্তৃত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক ২০০৯ সনে ৬টি পরিবেশবান্ধব পণ্যের জন্য নিজস্ব উৎস হতে ২.০ বিলিয়ন টাকার একটি আবর্তনশীল পুনঃঅর্থায়ন স্কিম গঠন করে। অর্থবছর ১৬ পর্যন্ত বাংলাদেশ ব্যাংক পুনঃঅর্থায়ন স্কিমের আওতায় পরিবেশবান্ধব পণ্যের সংখ্যা ৬টি থেকে অদ্যাবধি ৫০টিতে উন্নীত করেছে এবং উক্ত পরিবেশবান্ধব পণ্যসমূহ নবায়নযোগ্য জ্বালানি, জ্বালানি দক্ষতা, কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, তরল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, বিকল্প জ্বালানি, আগুনে পোড়ানো ইট, নন-ফায়ার ব্লক ব্রিক, পুনঃপ্রক্রিয়াকরণ ও পুনঃপ্রক্রিয়াজাতযোগ্য পণ্য, গ্রিন ইন্ডাস্ট্রি, কারখানার কর্ম পরিবেশ ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং বিবিধ নামে ১১টি খাতে বিভক্ত করেছে। জুন ২০১৬ পর্যন্ত উক্ত স্কিমের আওতায় পুঞ্জীভূত পুনঃঅর্থায়নের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে সর্বমোট ২৮১১.৭০ মিলিয়ন টাকা। অর্থবছর ১৬-এ পুনঃঅর্থায়ন স্কিমের আওতায় বিতরণের পরিমাণ ছিল সর্বমোট ৯১৯.৭০ মিলিয়ন টাকা, যা অর্থবছর ১৫-এর বিতরণের (৩৯৩.৫০ মিলিয়ন টাকা) তুলনায় শতকরা ১৩৩.৭ ভাগ বেশি। সারণী ৬.৪ এবং চার্ট ৬.১ এ পুনঃঅর্থায়ন তহবিলের বিতরণের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। গ্রিন ফাইন্যান্স খাতে সরাসরি অর্থায়নের জন্য ইসলামি শরিয়াহ্‌ভিত্তিক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের উদ্বৃত্ত তারল্য নিয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক সেপ্টেম্বর ২০১৪ এ একটি পুনঃঅর্থায়ন তহবিল গঠন করে। উক্ত ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ বাংলাদেশ ব্যাংকের পুনঃঅর্থায়ন স্কিমের আওতায় চিহ্নিত ৫০টি পরিবেশবান্ধব পণ্যে অর্থায়নের বিপরীতে উক্ত পুনঃঅর্থায়ন তহবিল ব্যবহার করতে পারে। ৩০ জুন ২০১৬ তারিখ পর্যন্ত আলোচ্য পুনঃঅর্থায়ন স্কিমের আওতায় ইসলামি শরিয়াহ্‌ভিত্তিক চারটি ব্যাংক এবং একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ চুক্তি সম্পাদন করেছে।

সারণী ৬.৪ পরিবেশবান্ধব পণ্যের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক পুনঃঅর্থায়ন স্কিমের ব্যবহার প্রথা

(মিলিয়ন টাকা)

	অর্থবছর ১২	অর্থবছর ১৩	অর্থবছর ১৪	অর্থবছর ১৫	অর্থবছর ১৬
বায়োগ্যাস	১৩৩.২	১১৩.৬	২১২.৮	৮৩.৩	৮৪.৮
সোলার হোম সিস্টেম	১০.৫	৪০.২	৩২.২	৮৭.৫	১১৪.৭
সোলার ইরিগেশন পাম্প	৮.৪	০.০	১৭.৯	২৬.৫	০.৬
সোলার অ্যাসেম্বলি প্লান্ট	২৪৮.৮	১২২.৭	৪৯.৬	১৪৮.১	১৬.৩
সোলার মিনি গ্রিড	০.০	০.০	০.০	০.০	১০.০
বর্জ্য পরিশোধন প্লান্ট	২২.২	৫৭.৪	১০.০	০.০	৫৮.০
HHK প্রযুক্তিসম্পন্ন ইট প্রস্তুতকরণ	৫৫.০	১৭২.২	৫৯.০	৪৭.০	১৭৭.৮
কেঁচো কম্পোস্ট	০.০	০.০	০.০	১.১	১.৬
গ্রিন ইন্ডাস্ট্রি	০.০	০.০	০.০	০.০	৪০০.০
কারখানার কর্মপরিবেশ ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ	০.০	০.০	০.০	০.০	৩৫.৭
স্লারি হতে জৈবসার প্রস্তুতকরণ	০.০	০.০	০.০	০.০	০.২
পুনঃপ্রক্রিয়াজাতপূর্বক কাগজ উৎপাদন	০.০	০.০	০.০	০.০	২০.০
সর্বমোট	**৪৭৮.১**	**৫০৬.১**	**৩৮১.৫**	**৩৯৩.৫**	**৯১৯.৭**

উৎস ঃ সাসটেইনেবল ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

চার্ট ৬.১ পুনঃঅর্থায়নের ক্ষেত্রে পরিবেশবান্ধব পণ্যসমূহের অবদানঃ অর্থবছর ১৬

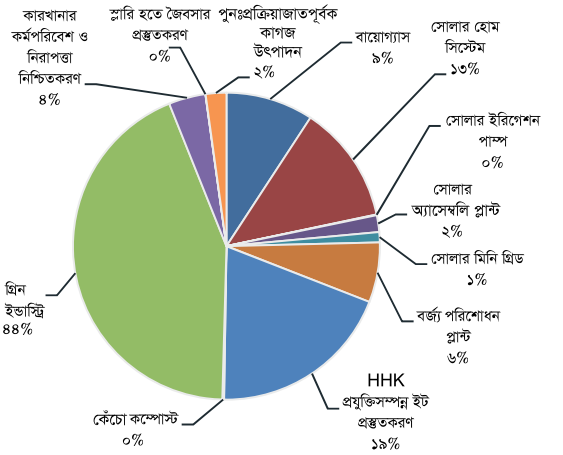

উৎস ঃ সাসটেইনেবল ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

ক.৮. এডিবি'র আর্থিক সহযোগিতায় বাস্তবায়নাধীন "ইট-ভাটা চুল্লির দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্প"

৬.১০ কার্বন নির্গমন ও দূষিত বস্তুকণা হ্রাসসহ, জ্বালানি ও প্রযুক্তির দক্ষ ব্যবহারের মাধ্যমে ইটভাটা চুল্লির দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে এডিবি'র আর্থিক সহযোগিতায় বাংলাদেশ ব্যাংকে ২০১২ সনে "Financing Brick Kiln Efficiency Improvement Project" নামক একটি

পুনঃঅর্থায়ন তহবিল গঠন করা হয়েছে। উক্ত তহবিলে এডিবি'র আর্থিক সহায়তার পরিমাণ প্রায় ৫০.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার/সমমূল্যের বাংলাদেশি টাকা। তহবিলটির দু'টি অংশ রয়েছেঃ পার্ট-এ এর জন্য Fixed Chemney Kiln (FCK) হতে Improved Zigzag Kiln এ রূপান্তর/উন্নয়ন খাতে পুনর্ভরণযোগ্য অর্থের পরিমাণ ৩০.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার/সমমূল্যের বাংলাদেশি টাকা এবং পার্ট-বি এর জন্য নতুনভাবে Vertical Shaft Brick Kiln (VSBK), Hybrid Hoffman Kiln (HHK), Tunnel Kiln প্রযুক্তিতে ইট ভাটা নির্মাণে পুনর্ভরণযোগ্য অর্থের পরিমাণ প্রায় ২০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার/সমমূল্যের বাংলাদেশি টাকা। আলোচ্য উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য অংশগ্রহণকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা প্রদান করা হয়। এ পর্যন্ত ৩৫টি ব্যাংক এবং ১৯টি আর্থিক প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে অংশগ্রহণ চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। জুন ২০১৬ পর্যন্ত বাংলাদেশ ব্যাংক হতে অংশগ্রহণকারী পাঁচটি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে আটটি উপ-প্রকল্পে প্রায় ১৬.২১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (১.৬ বিলিয়ন টাকা) বিতরণ করা হয়েছে। উক্ত পরিমাণ অর্থ এডিবি হতে লিক্যুইডেশন সম্পন্ন করা হয়েছে। এডিবি প্রকল্পটির মেয়াদ ৩১ মার্চ ২০১৭ পর্যন্ত বর্ধিত করেছে।

ক.৯. Financial Sector Support Project (FSSP)-এর আওতায় দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়ন সুবিধা

৬.১১ বাংলাদেশ ব্যাংক International Development Association (IDA) এর অর্থায়নে Financial Sector Support Project (FSSP) এর আওতায় উৎপাদনশীল বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের জন্য দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়ন সুবিধা প্রদান করছে। বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেনের জন্য অনুমোদিত অংশগ্রহণকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর মাধ্যমে এ অর্থায়ন সুবিধার আওতায় বেসরকারি ফার্মগুলোকে মার্কিন ডলারে অনলেন্ডিং/পুনঃঅর্থায়ন প্রদান করা হয়। এ সুবিধার আওতায় অর্থায়ন টেকসই করার লক্ষ্যে একটি পরিবেশ ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা কাঠামো প্রণয়ন করা হয়েছে।

ক.১০. গ্রিন ট্রান্সফরমেশন ফান্ড (জিটিএফ)

৬.১২ টেকসই অর্থায়ন ত্বরান্বিত করার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের সর্বশেষ পদক্ষেপ হলো গ্রিন ট্রান্সফরমেশন ফান্ড গঠন। ফেব্রুয়ারি ২০১৬ এ বাংলাদেশ ব্যাংক 'জিটিএফ'

সারণী ৬.৫ বাংলাদেশ ব্যাংক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও সামাজিক দায়বদ্ধতা তহবিল হতে খাতওয়ারি ব্যয়ের চিত্র

(মিলিয়ন টাকা)

খাত	অর্থের পরিমাণ
শিক্ষা	২৩.৫
স্বাস্থ্য	৯.৮
পরিবেশ	৭.৮
মানবসম্পদ উন্নয়ন/সক্ষমতা উন্নয়ন	১০.৭
আর্থিক অন্তর্ভুক্তি/নারীর ক্ষমতায়ন	১৫.১
অন্যান্য	৯.০
মোট	**৭৫.৯**

উৎস ঃ সাসটেইনেবল ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণী ৬.৬ ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সিএসআর কার্যক্রম

(মিলিয়ন টাকা)

খাত	ব্যাংক		আর্থিক প্রতিষ্ঠান	
	অর্থবছর ১৬	খাতওয়ারি অংশ	অর্থবছর ১৬	খাতওয়ারি অংশ
শিক্ষা	১৬১১.৪	২৯.০	৮.৪	১৬.৩
স্বাস্থ্য	৭৫৫.০	১৩.৬	৯.৬	১৮.৫
মানবিক ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা	১৮০২.৭	৩২.৫	৬.২	১২.১
পরিবেশবান্ধব	১০৬.৯	১.৯	২.৪	৪.৭
শিল্প ও সংস্কৃতি	৩০৬.৭	৫.৫	০.৯	১.৮
অবকাঠামোগত উন্নয়ন	২২.৭	০.৪	০.০	০.০
আয় উৎসারী কর্মকাণ্ড	৩৩৯.২	৬.১	০.০	০.০
অন্যান্য	৬১১.৫	১১.০	২৪.০	৪৬.৬
মোট	**৫৫৫৬.১**	**১০০**	**৫১.৬**	**১০০**

উৎস ঃ সাসটেইনেবল ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

চার্ট ৬.২ ব্যাংক সমূহের খাতওয়ারি সিএসআর ব্যয়ঃ অর্থবছর ১৬

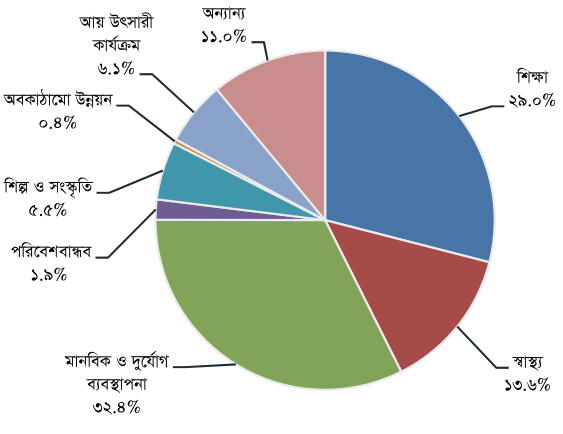

উৎস ঃ সাসটেইনেবল ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

নামে ২০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের একটি নতুন দীর্ঘমেয়াদি পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা গঠন করে। এ তহবিল দেশের পরিবেশবান্ধব অর্থনীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ রপ্তানিমুখী টেক্সটাইল ও চামড়া শিল্পের টেকসই প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিতকরণে ব্যবহৃত হবে। পরিবেশ-বান্ধব উদ্যোগ বাস্তবায়নে মূলধন যন্ত্রপাতি ও আনুষঙ্গিক উপকরণ আমদানির জন্য রপ্তানিমুখী টেক্সটাইল ও চামড়া শিল্পের উৎপাদক-রপ্তানিকারকদের বৈদেশিক মুদ্রায় অর্থায়নের জন্য এ তহবিল ব্যবহৃত হবে। এ উদ্যোগগুলোর মধ্যে ওয়েট প্রসেসিংয়ে পানি ব্যবহারে দক্ষতা, পানি সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানি ও জ্বালানি দক্ষতা অন্তর্ভুক্ত।

খ. কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা

৬.১৩ বাংলাদেশ ব্যাংক ২২ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখে আর্থিক খাতের কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা (সিএসআর) এর বাজেট বণ্টন ও প্রান্তিক ব্যবহার পর্যবেক্ষণে একটি নতুন নির্দেশনামূলক নীতিমালা জারি করেছে। এ নীতিমালায় সিএসআর কার্যক্রমের জন্য প্রশাসনিক কাঠামো, বাজেট বণ্টন, প্রত্যাশিত পরিধি এবং সিএসআর ব্যয় ও প্রান্তিক ব্যবহার পর্যবেক্ষণ বিষয়ক সুনির্দিষ্ট বর্ণনা প্রদান করা হয়েছে।

খ.১. বাংলাদেশ ব্যাংকের নিজস্ব সিএসআর কার্যক্রম

৬.১৪ বাংলাদেশ ব্যাংক প্রতিবছর তার বার্ষিক আয় হতে ৫০.০ মিলিয়ন টাকা নিজস্ব সিএসআর কার্যক্রমের আওতায় শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবেশ, মানব সম্পদ উন্নয়ন ইত্যাদি বিভিন্ন খাতে সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে 'বাংলাদেশ ব্যাংক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও সামাজিক দায়বদ্ধতা তহবিল' নামে একটি নিজস্ব তহবিল গঠন করে। পরবর্তীতে ২০১৫ সনে উক্ত তহবিলটি বার্ষিক ১০০.০ মিলিয়ন টাকায় উন্নীত করা হয়। অর্থবছর ১৬-এ উক্ত তহবিল (বাংলাদেশ ব্যাংকের বার্ষিক মুনাফা এবং অর্জিত সুদ) হতে ৭৫.৯ মিলিয়ন টাকা সহায়তা প্রদান করা হয়েছে, যা অর্থবছর ১৫-এ ছিল ৫১.৩ মিলিয়ন টাকা। অর্থবছর ১৬-এ ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের খাতওয়ারি সিএসআর ব্যয় সারণী ৬.৫-এ দেখানো হয়েছে।

খ.২. ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সিএসআর কার্যক্রম

৬.১৫ অর্থবছর ১৬-এ ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ সিএসআর খাতে মোট ৫৬০৭.৭ মিলিয়ন টাকা ব্যয় করেছে যা অর্থবছর ১৫-এ ছিল ৫৪০০.৭ মিলিয়ন টাকা। ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের খাতওয়ারি সিএসআর ব্যয়ের চিত্র সারণী ৬.৬ এ দেয়া হলো।

৬.১৬ ব্যাংকগুলো সিএসআর খাতে ব্যয় বরাদ্দের ক্ষেত্রে শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং মানবিক ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা খাতসমূহে

চার্ট ৬.৩ আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের খাতওয়ারি সিএসআর ব্যয়ঃ অর্থবছর ১৬

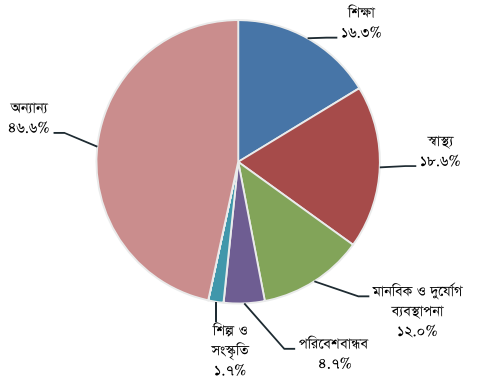

উৎসঃ সাসটেইনেবল ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণী ৬.৭ জুন ২০১৬ শেষে চার্জ ও ফি মুক্ত কৃষক এবং কৃষক ব্যতীত সর্বমোট হিসাব সংখ্যা

	এসসিবি	বিশেষায়িত	বেসরকারি	বিদেশি	মোট
কৃষক	৪৫৪২৫৬৫	৩৯৪৪০৪৩	৪৪৬৮২১	০	৮৯৩৩৪২৯
সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় ভাতাভোগী	৩১৪০৯৭৬	৮৫৯৩৪১	৯৮	০	৪০০০৪১৫
মুক্তিযোদ্ধা	২১৬১৩৯	২৮৬৩	১০৪২	০	২২০০৪৪
ক্ষুদ্র জীবন বীমা পলিসি গ্রহীতা	৬৭৪০৫	৫৩৭৭	১১৫৯	০	৭৩৯৪১
ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচির সুবিধাভোগী	১৫২৬৯	১১৫৬৮	৩২২১	০	৩০০৫৮
অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচি	১৩৫৮৮৯৭	৭৩১২১৪	৬৮২২	০	২০৯৬৯৩৩
সিটি কর্পোরেশনের পরিচ্ছন্ন কর্মী	৯৭০৩	০	২১৬	০	৯৯১৯
দুস্থ পুনর্বাসনের লক্ষ্যে অনুদানের উপকারভোগী	১০৫৫	০	১৫৯	০	১২১৪
খাদ্য ও জীবিকা নিরাপত্তা প্রকল্প	৬১৭৮৯	১৮৫৯	৭৪০	০	৬৪৩৮৮
দৃষ্টি প্রতিবন্ধীসহ সকল প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য ব্যাংকিং সেবা	১০০৪৫২	২৮১৬৭	৬৭	০	১২৮৬৮৬
তৈরি পোশাক শিল্পে কর্মরত শ্রমিক	৪১৩২৭	১৭৮	২৬৭২০৬	০	৩০৮৭১১
অন্যান্য	২৩৫২৯৪	২৫৬৬৩	৪৭৫২	০	২৬৫৭০৯
মোট	৯৭৯০৮৭১	৫৬১০২৭৩	৭৩২৩০৩	০	১৬১৩৩৪৪৭

উৎস ঃ ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

প্রাধান্য দেয়া অব্যাহত রেখেছে। ব্যাংকসমূহের অর্থবছর ১৬-এর সিএসআর-এ খাতওয়ারি ব্যয়ের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, মোট ব্যয়ের মধ্যে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, মানবিক ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে যথাক্রমে শতকরা ২৯.০, ১৩.৬ ও ৩২.৫ ভাগ ব্যয় হয়েছে। দরিদ্রদের জন্য আয় উৎসারী কার্যক্রম, শিল্প ও সংস্কৃতি এবং পরিবেশবান্ধব কার্যক্রমে সিএসআর কার্যক্রমের যথাক্রমে শতকরা ৬.১, ৫.৫ এবং ১.৯ ভাগ ব্যয় করা হয়েছে। যেহেতু, অবহেলিত এলাকায় অবকাঠামো উন্নয়ন অপেক্ষাকৃত নতুন ধারণা সেহেতু এ খাতে ব্যাংকসমূহের ব্যয় তাৎপর্যপূর্ণ ছিল না। ব্যাংকগুলোর সিএসআর কার্যক্রমের আওতায় ব্যয়ের বিশেষভাবে লক্ষণীয় অবদান চার্ট ৬.২ এ দেখানো হলো।

৬.১৭ অর্থবছর ১৬-এ আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সরাসরি সিএসআর ব্যয় মোট ৫১.৬ মিলিয়ন টাকা যার মধ্যে শতকরা ৪৬.৬ ভাগই ব্যয় হয়েছে অন্যান্য খাতে। অপরপক্ষে, অর্থবছর ১৬-এ আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ শিক্ষা, স্বাস্থ্য, মানবিক এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় তাদের মোট সিএসআর কার্যক্রমের যথাক্রমে শতকরা ১৬.৩, ১৮.৫ এবং ১২.১ ভাগ ব্যয় করেছে। পরিবেশবান্ধব কার্যক্রম এবং শিল্প ও সংস্কৃতি তুলনামূলক কম অগ্রাধিকার পেয়েছে এবং উক্ত খাতসমূহে মোট সিএসআর কার্যক্রমের যথাক্রমে শতকরা ৪.৭ এবং ১.৮ ভাগ ব্যয় হয়েছে। এছাড়া, আয় উৎসারী কার্যক্রম এবং অবহেলিত এলাকায় অবকাঠামো উন্নয়ন খাতে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সিএসআর কার্যক্রমের আওতায় কোন ব্যয় হয়নি। অর্থবছর ১৬-এ আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের খাতওয়ারি সিএসআর ব্যয় চার্ট ৬.৩-এ দেখানো হয়েছে।

গ. আর্থিক অন্তর্ভুক্তি

৬.১৮ আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কার্যক্রমের অংশ হিসেবে শহর ও গ্রামাঞ্চলের সুবিধাবঞ্চিত মানুষের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক আনুষ্ঠানিক ব্যাংকিং সেবা সম্প্রসারিত করেছে। বাংলাদেশ ব্যাংক বিভিন্ন টার্গেট গ্রুপ চিহ্নিত করেছে এবং তফসিলি ব্যাংকসমূহকে এ সকল টার্গেট গ্রুপের জন্য চার্জ ও ফি মুক্ত হিসাব (No-Frill Account) খোলার নির্দেশ দিয়েছে।

গ.১. চার্জ ও ফি মুক্ত কৃষক এবং কৃষক ব্যতীত অন্যান্য হিসাব

৬.১৯ বাংলাদেশ ব্যাংক রাষ্ট্র মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক ও বিশেষায়িত ব্যাংকগুলোকে জানুয়ারি ২০১০-এ কৃষকদের জন্য চার্জ ও ফি মুক্ত হিসাব খোলার নির্দেশনা প্রদান করে। অর্থবছর ১৬ পর্যন্ত বাংলাদেশ ব্যাংক পর্যায়ক্রমে

সারণী ৬.৮ জুন ২০১৬ শেষে চার্জ ও ফি মুক্ত কৃষক এবং কৃষক ব্যতীত হিসাবের সর্বমোট স্থিতি

(মিলিয়ন টাকা)

	এসসিবি	বিশেষায়িত	বেসরকারি	বিদেশি	মোট
কৃষক	৩২৩.৩	৫৬৫.২	১০৪০.৮	০.০	**১৯২৯.৩**
সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় ভাতাভোগী	৫০৩.৮৫	১২২৩.৩৫	.২১	০.০	**১৭২৭.৪**
মুক্তিযোদ্ধা	১৬৯৮	৩.২	২৪.৯৮	০.০	**১৭২৬**
ক্ষুদ্র জীবন বীমা পলিসি গ্রহীতা	৫৮.৫	৫.৫	৫.২	০.০	**৬৯.২**
ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচির সুবিধাভোগী	৭৩.৮	৮০৭.৭	৬০.২৭	০.০	**৯৪১.৮**
অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচি	৮৪১.৭	১৮৬৪.১	৯.৫৮	০.০	**২৭১৫.৪**
সিটি কর্পোরেশনের পরিচ্ছন্ন কর্মী	২.৬	০.০	১৩.৪১	০.০	**১৬.০**
দুস্থ পুনর্বাসনের লক্ষ্যে অনুদানের উপকারভোগী	১৭.৭	০.০	০.৩	০.০	**১৮**
খাদ্য ও জীবিকা নিরাপত্তা প্রকল্প	৬.৩৪	০.১	০.৮২	০.০	**৭.২৬**
দৃষ্টি প্রতিবন্ধীসহ সকল প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য ব্যাংকিং সেবা	৮১	৩০.২	.৬৭	০.০	**১১১.৯**
তৈরি পোশাক শিল্পে কর্মরত শ্রমিক	২৪.১	.৫	১১৪৭.৭২	০.০	**১১৭২.৩**
অন্যান্য	৭৩.৭৮	৬	৫.৭৮	০.০	**৮৫.৫**
মোট	**৩৭০৪.৬৭**	**৪৫০৫.৮৫**	**২৩০৯.৮২**	**০.০**	**১০৫২০.৩৪**

উৎস ঃ ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণী ৬.৯ ৩০ জুন ২০১৬ শেষে স্কুল ব্যাংকিং সর্বমোট হিসাব সংখ্যা এবং স্থিতি

ব্যাংকের ধরন	হিসাব সংখ্যা	স্থিতি (মিলিয়ন টাকা)
এসসিবি	৩২২৭৬১	৯৪৮.৮
বিশেষায়িত	২০৭৫৭৮	১৯৬.১
বেসরকারি	৬৫০৩৭৮	৭৫৮৫.১
বিদেশি	১৪৬২	৭৪.১
মোট	**১১৮২১৭৯**	**৮৮০৪.১**

উৎস ঃ ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

এ ব্যাংকগুলোকে কৃষক হিসাব ব্যতীত অন্যান্য নয়টি শ্রেণির জন্য চার্জ ও ফি মুক্ত হিসাব খোলার জন্য নির্দেশনা জারি করেছে। এছাড়াও বাংলাদেশ ব্যাংক তৈরি পোশাক শিল্প, ক্ষুদ্র চামড়া ও পাদুকা শিল্পজাত কারখানায় কর্মরত শ্রমিকদের জন্য চার্জ ও ফি মুক্ত হিসাব খোলার জন্য সকল তফসিলি ব্যাংককে নির্দেশনা প্রদান করেছে। অর্থবছর ১৫ হতে শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্য চার্জ ও ফি মুক্ত হিসাব খোলার জন্য সকল তফসিলি ব্যাংককে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

৬.২০ জুন ২০১৬ শেষে চার্জ ও ফি মুক্ত হিসাবের খাতওয়ারি বিন্যাস থেকে দেখা যায় যে, রাষ্ট্র মালিকানাধীন

বাণিজ্যিক ব্যাংক, বিশেষায়িত ব্যাংক, বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক এবং বিদেশি বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো সর্বমোট কৃষক হিসাব খুলেছে ৮৯৩৩৪২৯টি। এছাড়া, সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় ভাতাভোগী ৪০০৪১৫টি হিসাব, মুক্তিযোদ্ধা ২২০০৪৪টি হিসাব, ক্ষুদ্র জীবন বীমা পলিসি গ্রহীতা ৭৩৯৪১টি হিসাব, ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচির সুবিধাভোগী ৩০০৫৮টি হিসাব, অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচির ২০৯৬৯৩৩টি হিসাব, সিটি কর্পোরেশনের পরিচ্ছন্ন কর্মী ৯৯১৯টি হিসাব, দুস্থ পুনর্বাসনের লক্ষ্যে অনুদানের উপকারভোগী ১২১৪টি হিসাব, খাদ্য ও জীবিকা নিরাপত্তা প্রকল্প ৬৪৩৮৮টি হিসাব, দৃষ্টি প্রতিবন্ধীসহ সকল প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য ব্যাংকিং সেবা ১২৮৬৮৬টি হিসাব, তৈরি পোশাক শিল্পে কর্মরত শ্রমিক ৩০৮৭১১টি হিসাব এবং অন্যান্য ১০ টাকার হিসাব ২৬৫৭০৯টি। কিন্তু বিদেশি বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো উপরোক্ত খাতসমূহের জন্য কোন চার্জ ও ফি মুক্ত হিসাব খোলেনি। সুতরাং রাষ্ট্র মালিকানাধীন, বিশেষায়িত এবং বেসরকারি ব্যাংকগুলোর সকল খাতের সর্বমোট হিসাব সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৬১৩৩৪৪৭টি। সকল ব্যাংকের কৃষক হিসাবসমূহের মোট স্থিতির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১৯২৯.৩ মিলিয়ন টাকা। অপরপক্ষে, সকল খাতের মোট স্থিতির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১০৫২০.৩৪ মিলিয়ন টাকা। জুন ২০১৬ শেষে মোট চার্জ ও ফি মুক্ত সর্বমোট হিসাব সংখ্যা এবং স্থিতির পরিমাণ সারণী ৬.৭ ও ৬.৮ এ সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

গ.২. স্কুল ব্যাংকিং

৬.২১ ১৮ বছরের কমবয়স্ক শিক্ষার্থীদের ব্যাংকিং খাতে অন্তর্ভুক্তকরণের মাধ্যমে আর্থিক অন্তর্ভুক্তি প্রক্রিয়ার পরিধি আরো গভীর ও প্রসারিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক ২০১০ সনে স্কুল ব্যাংকিং কার্যক্রম শুরু করে। তখন থেকে ব্যাংকগুলো সঞ্চয়ী ও মেয়াদি হিসাবের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের ব্যাংকিং সুবিধা প্রদান করে আসছে। স্কুল ব্যাংকিং কার্যক্রমের মূল উদ্দেশ্য ছিল স্কুলগামী শিক্ষার্থীদের মধ্যে সঞ্চয় প্রবণতা সৃষ্টি এবং তাদের আর্থিক শিক্ষা ও আধুনিক, প্রযুক্তিবান্ধব ব্যাংকিং এর সাথে পরিচিত করানো। ব্যাংকগুলোর স্কুল ব্যাংকিং কার্যক্রম বৃদ্ধির লক্ষ্যে অক্টোবর ২০১৩ সনে বাংলাদেশ ব্যাংক একটি বিশদ নীতিমালা জারি করে। নীতিমালা অনুযায়ী, ৬ থেকে ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত যে কোনো শিক্ষার্থী তার পিতা-মাতা অথবা আইনগত অভিভাবকের সহায়তায় ন্যূনতম ১০০ টাকা জমার মাধ্যমে স্কুল ব্যাংকিং হিসাব খুলতে পারবে। জুন ২০১৬ পর্যন্ত ১১,৮২,১৭৯টি স্কুল ব্যাংকিং হিসাবে মোট জমার পরিমাণ ৮৮০৪.১ মিলিয়ন টাকা। জুন ২০১৬ পর্যন্ত স্কুল ব্যাংকিং কার্যক্রমের হালনাগাদকৃত তথ্যাদি সারণী ৬.৯ এ বর্ণিত রয়েছে।

সারণী ৬.১০ জুন ২০১৬ শেষে কর্মজীবী শিশু/পথশিশুদের মোট হিসাব সংখ্যা এবং স্থিতি

ব্যাংকের নাম	সংশ্লিষ্ট এনজিও'র নাম	হিসাব সংখ্যা	পুঞ্জীভূত জমা (মিলিয়ন টাকা)
সোনালী ব্যাংক লিঃ	উদ্দীপন	৫	৬.০
জনতা ব্যাংক লিঃ	ইবিসিআর প্রজেক্ট	১৫০	৭৫.০
অগ্রণী ব্যাংক লিঃ	উদ্দীপন	৩৫৩	৩১.০
রূপালী ব্যাংক লিমিটেড	মাসাস, সাফ	১০৫৬	৯৬০.০
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক	উদ্দীপন	১৬৩	২৭.০
ব্যাংক এশিয়া লিঃ	ব্র্যাক, অপরাজেয় বাংলাদেশ, উদ্দীপন	১৯১	২২৩.৬
মার্কেন্টাইল ব্যাংক লিঃ	অপরাজেয় বাংলাদেশ	২০১	১০২.৭
মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক লিঃ	এএসডি	৩৪	১.০
ন্যাশনাল ব্যাংক লিঃ	সিপিডি	১৯	১৩.০
এনসিসি ব্যাংক লিঃ	উদ্দীপন	১৫	১.৩
ওয়ান ব্যাংক লিঃ	সাজিদা ফাউন্ডেশন	২৩২	১৫৯.৪
পূবালী ব্যাংক লিঃ	অপরাজেয় বাংলাদেশ, ব্র্যাক, নারী মৈত্রী	৫৪৬	৪০০.০
দি সিটি ব্যাংক লিঃ	প্রদীপন	১৫০	১২০.০
ট্রাস্ট ব্যাংক লিমিটেড	মাসাস	২৮০	৭২.০
আল আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিঃ	এএসডি	৩৮	৮.২
উত্তরা ব্যাংক লিঃ	পরিবর্তন	৩২	১.১
মোট (১৬ টি ব্যাংক)		৩৪৬৫	২২০১.২

উৎস ঃ ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

গ.৩. কর্মজীবী শিশু/পথ শিশুদের জন্য ব্যাংকিং

৬.২২ কৃষকসহ বিভিন্ন সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জন্য ব্যাংকিং সুবিধা চালু করার পর, বাংলাদেশ ব্যাংক ৯ মার্চ ২০১৪ তারিখে সকল তফসিলি ব্যাংককে কর্মজীবী শিশু/পথ শিশুদের প্রাতিষ্ঠানিক আর্থিক সহায়তার আওতায় আনার নির্দেশনা প্রদান করে। এ প্রক্রিয়ার আওতায় ব্যাংক নিবন্ধনকৃত এনজিও'র সহায়তায় ন্যূনতম ১০ টাকা জমা প্রদান করে কর্মজীবী শিশু/পথ শিশুদের ব্যাংক হিসাব খুলতে পারবে এবং এ হিসাব থেকে কোনরূপ চার্জ/ফি কর্তন করা হবে না। এ উদ্যোগটি কর্মজীবী শিশু/পথ শিশুদের মধ্যে সঞ্চয় প্রবণতা গড়ে তুলবে এবং ক্রমান্বয়ে তাদের ভবিষ্যৎকে সুরক্ষিত করবে। সংশ্লিষ্ট এনজিও কর্মজীবী শিশু/পথ শিশুদের হিসাব পরিচালনার সকল দায়িত্ব বহন করবে এবং তাদের কল্যাণে কাজ করবে। জুন ২০১৬ পর্যন্ত ১৬টি ব্যাংক বিভিন্ন নিবন্ধনকৃত এনজিও'র সাথে এ সকল হিসাব পরিচালনার বিষয়ে দ্বিপাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষর করেছে।

জুন ২০১৬ পর্যন্ত কর্মজীবী শিশু/পথ শিশুদের জন্য ব্যাংকিং বিষয়ক কার্যক্রমের অগ্রগতি সারণী ৬.১০ এ বর্ণিত রয়েছে।

গ.৪. এজেন্ট ব্যাংকিং

৬.২৩ ভৌগোলিকভাবে প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাসকারী সমাজের সুবিধাবঞ্চিত, আর্থিক সেবাপ্রত্যাশী দরিদ্র জনসাধারণের নিকট সুরক্ষিত, নিরাপদ ও সুষ্ঠু ব্যাংকিং সেবা পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক ডিসেম্বর ২০১৩-এ এজেন্ট ব্যাংকিং নীতিমালা জারি করে। যে সকল স্থানে ব্যাংকের শাখা স্থাপন করা অত্যন্ত কঠিন এবং অলাভজনক, সে সকল স্থানে ব্যাংকিং সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে এজেন্ট ব্যাংকিং ব্যবস্থা একটি নতুন সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিয়েছে। এ কার্যক্রম প্রসারে ব্যাংকের এজেন্ট ব্যাংকিং কার্যক্রমের অনুমোদন ও পরিচালনার জন্য জুন ২০১৪-এ গাইডেন্স নোট ইস্যু করা হয়। জুন ২০১৬ পর্যন্ত ১২টি ব্যাংক এজেন্ট ব্যাংকিং কার্যক্রম চালুর জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদন লাভ করেছে এবং ১০টি ব্যাংক কার্যক্রম শুরু করেছে। জুন ২০১৬ পর্যন্ত এজেন্ট এর সংখ্যা ৭৮৯টি এবং আউটলেট এর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১২৮১টি। বর্তমানে ২৫৮৪৭১ জনের বেশি হিসাবধারী এজেন্ট ব্যাংকিং হিসাব পরিচালনা করছেন।

গ.৫. ১০ টাকার হিসাবধারীদের জন্য পুনঃঅর্থায়ন স্কিম

৬.২৪ সমাজের আর্থিক সুবিধাবঞ্চিত তৃণমূল জনগোষ্ঠীকে আনুষ্ঠানিক ব্যাংকিং সেবার আওতাধীন করতে এবং ১০ টাকার হিসাবধারীদের ব্যাংকিং কার্যক্রমে উৎসাহিত করতে বাংলাদেশ ব্যাংক মে ২০১৪-এ একটি আবর্তনশীল পুনঃঅর্থায়ন তহবিল গঠন করে। তহবিলটির পরিমাণ ২.০ বিলিয়ন টাকা। এ তহবিলের আওতায় পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা প্রাপ্তির সর্বোচ্চ সীমা ৫০ হাজার টাকা এবং অংশগ্রহণকারী ব্যাংকগুলোকে নির্দিষ্ট শর্তে সুদের হারের উপর ভর্তুকি প্রদান করা হয়। ৩০ জুন ২০১৬ পর্যন্ত পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা প্রাপ্তির লক্ষ্যে ৩২টি ব্যাংক বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে অংশগ্রহণকারী চুক্তি স্বাক্ষর করেছে এবং অর্থবছর ১৬-এ ২৯৭.৪ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করেছে।

গ.৬. এনআরবি ডাটাবেজ

৬.২৫ অনিবাসী বাংলাদেশিদের মাধ্যমে প্রেরিত বৈদেশিক রেমিট্যান্স বাংলাদেশের অর্থনীতির উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অর্থবছর ১৬-এ রেমিট্যান্স আয় অর্থবছর ১৫-এর ১৫৩১৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে শতকরা ২.৫২ ভাগ হ্রাস পেয়ে ১৮৯৩১ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়। রেমিট্যান্স প্রেরণকারীদের তথ্য একটি গতিশীল, সক্রিয় ও অন-লাইন ডাটাবেজে সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক অনিবাসী বাংলাদেশিদের তথ্য সংগ্রহের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে যে কোনো অনিবাসী তাঁর তথ্য প্রদান করে এ তথ্যভাণ্ডারে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। এ তথ্যভাণ্ডারটি বাংলাদেশ ব্যাংক এবং অনিবাসী বাংলাদেশিদের মধ্যে যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবেও কাজ করবে। এ তথ্যভাণ্ডারের মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংক অনিবাসী বাংলাদেশিদের মধ্যে বিভিন্ন সরকারি বিনিয়োগ সুবিধা বিষয়ক তথ্য প্রচার, বৈধ পথে রেমিট্যান্স প্রেরণ এবং অনিবাসীদের জন্য সরকারের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক কার্যক্রম সম্বন্ধে অনিবাসী বাংলাদেশিদের অবহিত করতে পারে। অনিবাসী বাংলাদেশিরা এর মাধ্যমে তাঁদের অভিযোগ, জিজ্ঞাসা এবং অভিমত প্রদান করতে পারবেন। অনিবাসীরা এ ডাটাবেজের মাধ্যমে নিজেদের মধ্যে একটি সেতুবন্ধন তৈরি করতে পারেন এবং দেশ ও পেশাভেদে অন্য অনিবাসীদের খুঁজে বের করতে পারবেন। জুন ২০১৬ পর্যন্ত বাংলাদেশ ব্যাংকের এনআরবি ডাটাবেজে মোট ৩৫৯ জন অনিবাসী নিবন্ধন করেছেন। ব্যাংকিং চ্যানেলের মাধ্যমে রেমিট্যান্স প্রেরণকে উৎসাহিত করার মাধ্যমে দেশের অন্তর্মুখী রেমিট্যান্স প্রবাহ বৃদ্ধির জন্য বর্তমানে বাংলাদেশ ব্যাংক অন্য স্টেকহোল্ডারদের সাথে সম্মিলিত উদ্যোগ গ্রহণ করছে। দেশের অর্থনীতিতে অনিবাসী বাংলাদেশিদের অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ এবং বৈধ পথে রেমিট্যান্স প্রেরণ উৎসাহিত করার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক ২০১৩ সনে "বাংলাদেশ ব্যাংক রেমিট্যান্স অ্যাওয়ার্ড" প্রবর্তন করেছে। দেশের অর্থনীতিতে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ২০১৬ সনে দক্ষ ও স্বল্প দক্ষ উভয় শাখায় ২৬ জন শ্রেষ্ঠ রেমিটার, ৫ জন শ্রেষ্ঠ বন্ডে বিনিয়োগকারী এবং ৪টি শ্রেষ্ঠ অনিবাসী বাংলাদেশি মালিকানাধীন এক্সচেঞ্জ হাউসকে "বাংলাদেশ ব্যাংক রেমিট্যান্স অ্যাওয়ার্ড-২০১৫" প্রদান করা হয়েছে।

গ.৭. আর্থিক শিক্ষা

৬.২৬ সমাজের আর্থিক সেবাবঞ্চিত বৃহৎ জনগোষ্ঠীকে আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণ প্রক্রিয়ার আওতায় আনার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক নানাবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। আর্থিক শিক্ষা প্রসারে অর্থবছর ১৪-এ বাংলাদেশ ব্যাংকের মূল ওয়েবপেইজে "ফাইন্যান্সিয়াল লিটারেসি" নামে একটি ওয়েবলিঙ্ক সংযুক্ত করা হয়েছে। এ ওয়েবপোর্টালকে

গতিশীল ও মিথস্ক্রিয়ামূলক করার জন্য ইতোমধ্যে দু'টি টেলিভিশন বিজ্ঞাপন, দশটি রেডিও বিজ্ঞাপন এবং সচেতনতামূলক প্রেস লেআউট প্রস্তুত করা হয়েছে। এ ওয়েবলিঙ্কে ফাইন্যান্সিয়াল লিটারেসির মৌলিক বিষয়সমূহ, গল্পের বই, গেমস্, ভিডিও, টেক্সট, বিভিন্ন আর্থিক সেবা ও পণ্য এবং এর মাধ্যম সংক্রান্ত তথ্য গণনার জন্য একটি ফাইন্যান্সিয়াল ক্যালকুলেটর, ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংক শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাথে সম্মিলিতভাবে স্কুল ও কলেজ পর্যায়ে 'Financial Literacy and Education (FLE)' কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

বিশেষ কার্যক্রমঃ ব্যাংকিং মেলা

৬.২৭ একটি ব্যাংকিং জাতি গড়ার শ্লোগান নিয়ে প্রথমবারের মতো ২৪-২৮ নভেম্বর ২০১৫ মেয়াদে বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে পাঁচ দিনব্যাপী 'ব্যাংকিং মেলা বাংলাদেশ ২০১৫' অনুষ্ঠিত হয়। এ বিশেষ অনুষ্ঠানে সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠী, স্কুলগামী শিক্ষার্থী, উন্মুক্ত অংশগ্রহণকারী এবং কর্মজীবী শিশুদের নিয়ে দিনব্যাপী 'Financial Literacy and Education (FLE)' প্রোগ্রাম আয়োজিত হয়। প্রতিদিন প্রায় সহস্রাধিক দর্শনার্থী মেলায় গমন করে এবং আর্থিক শিক্ষামূলক বিভিন্ন প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করে।

আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মদক্ষতা, প্রবিধান এবং তত্ত্বাবধান

৭.১ বাংলাদেশের আর্থিক ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের (এনবিএফআই) পুনরুত্থান ঘটেছে। গ্রাহকের প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ বিভিন্ন ধরনের দীর্ঘমেয়াদি আর্থিক সেবাসমূহ প্রদান করে থাকে। ব্যাংকিং খাত যে সকল আর্থিক সেবা সবসময় পূরণ করতে পারে না আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ সে সকল সেবা প্রদান করে অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ গৃহায়ন খাতের পাশাপাশি পুঁজি বাজারেও জোরালো ভূমিকা রাখছে। বাংলাদেশ ব্যাংক হতে ঝুঁকিভিত্তিক তত্ত্বাবধান ব্যবস্থার মাধ্যমে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে তত্ত্বাবধান করা হয়। অর্থবছর ১৬-এ সম্পদ ও আমানত বৃদ্ধির ক্ষেত্রে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ শক্তিশালী কর্মদক্ষতা প্রদর্শন করেছে।

৭.২ আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯৩ এর আওতায় লাইসেন্স প্রদান ও নিয়ন্ত্রণ করা হয়ে থাকে। আর্থিক প্রতিষ্ঠান প্রবিধানমালা, ১৯৯৪ অনুযায়ী আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের ন্যূনতম পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ ১.০ বিলিয়ন টাকা। বাংলাদেশে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ ব্যাংক-কোম্পানিসমূহের তুলনায় সীমিত পরিসরে ব্যবসা করছে। ২ ডিসেম্বর ২০১৩ থেকে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ তিন মাস মেয়াদি আমানত গ্রহণের অনুমোদন পেয়েছে।

৭.৩ বর্তমানে ৩৩টি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৩টি সরকারি মালিকানাধীন, ১১টি যৌথ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত এবং অবশিষ্ট ১৯টি স্থানীয় ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান। ৩০ জুন ২০১৬ এ দেশব্যাপী আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের শাখার সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ২২০টিতে। সারণী ৭.১-এ আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের গঠন কাঠামো দেখানো হলো।

ক. ১. সম্পদ

৭.৪ ২০১৬ সনে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মোট সম্পদ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক সম্পদের পরিমাণ ২০১৪ সনের ৫২০.১ বিলিয়ন টাকা হতে ২০১৫ সনে শতকরা ১৭.৫ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ৬১১.০ বিলিয়ন টাকায় উন্নীত হয়েছে। জুন ২০১৬ শেষে মোট সম্পদের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৬৭২.৮ বিলিয়ন টাকা।

সারণী ৭.১ আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কাঠামো

	২০১০	২০১১	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬*
আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	২৯	৩১	৩১	৩১	৩১	৩২	৩৩
সরকারি মালিকানাধীন	১	২	৩	৩	৩	৩	৩
যৌথ মালিকানাধীন	৮	৮	১০	১০	১০	১০	১১
বেসরকারি	২০	২০	১৮	১৮	১৮	১৯	১৯
নতুন শাখা সংখ্যা	২০	৫৩	৮	৭	৭	১৫	২২
মোট শাখা সংখ্যা	১০৮	১৬১	১৬৯	১৭৬	১৮৩	১৯৮	২২০

*জুন ২০১৬ শেষে।
উৎস ঃ আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও বাজার বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

চার্ট ৭.১ ৩০ জুন ২০১৬ অনুযায়ী আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের খাতভিত্তিক বিনিয়োগ

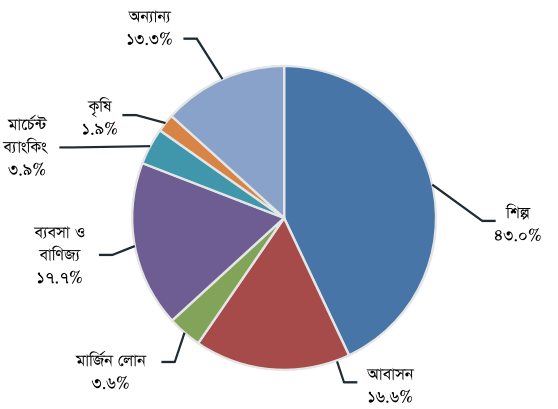

সূত্রঃ আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও বাজার বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

ক. ২. বিনিয়োগ

৭.৫ আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ অর্থনীতির বিভিন্ন খাতে বিনিয়োগ করলেও মূলত শিল্প খাতেই তাদের বিনিয়োগ পুঞ্জীভূত। জুন ২০১৬-এ আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের খাতভিত্তিক বিনিয়োগ ছিল শিল্পে শতকরা ৪৩.০ ভাগ, আবাসনে ১৬.৬ ভাগ, মার্জিন লোনে ৩.৬ ভাগ, ব্যবসা ও বাণিজ্যে ১৭.৭ ভাগ, মার্চেন্ট ব্যাংকিং এ ৩.৯ ভাগ, কৃষিতে ১.৯ ভাগ এবং অন্যান্য খাতে ১৩.৩ ভাগ (চার্ট ৭.১)।

৭.৬ আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯৩ এর বিধান অনুসারে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত পুঁজি বাজারে বিনিয়োগ করতে পারে। ডিসেম্বর ২০১৫

শেষে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের পুঁজি বাজারে মোট বিনিয়োগ ছিল ১৯.৪ বিলিয়ন টাকা, যা ডিসেম্বর ২০১৪-এ ছিল ১৮.৪ বিলিয়ন টাকা। জুন ২০১৬ শেষে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের পুঁজি বাজারে মোট বিনিয়োগ ২১.১ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়।

ক. ৩. আমানত

৭.৭ আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মোট আমানতের পরিমাণ ২০১৪ সনের ২৩৮.৫ বিলিয়ন টাকা (মোট দায়ের শতকরা ৫৬.২ ভাগ) হতে ২০১৫ সনে শতকরা ৩৩.৪ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ৩১৮.১ বিলিয়ন টাকায় (মোট দায়ের শতকরা ৬২.৫ ভাগ) উন্নীত হয়। জুন ২০১৬ শেষে মোট আমানতের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে ৩৫১.৪ বিলিয়ন টাকায় উন্নীত হয় (সারণী ৭.২)।

ক.৪. অন্যান্য দায় ও ইক্যুইটি

৭.৮ আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সামগ্রিক দায়ের পরিমাণ ২০১৪ সনের ৪২৪.২ বিলিয়ন টাকা হতে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৫ সনে ৫০৯.০ বিলিয়ন টাকায় উন্নীত হয়। মোট ইক্যুইটির পরিমাণ ২০১৪ সনের ৯৫.৮ বিলিয়ন টাকা হতে শতকরা ২০.০ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৫ সনে ১০২.০ বিলিয়ন টাকায় উন্নীত হয়। জুন ২০১৬-এ সামগ্রিক দায় ও ইক্যুইটির পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ৫৭২.০ ও ১০০.৮ বিলিয়ন টাকা।

ক.৫. বন্ড ও সিকিউরিটাইজেশন কার্যক্রম

৭.৯ বাংলাদেশে বন্ড মার্কেট এখনো আধুনিক নয়। স্বল্প সংখ্যক প্রতিষ্ঠান ও সীমিত সংখ্যক ইন্সট্রুমেন্ট নিয়ে এ মার্কেট পরিচালিত হচ্ছে। জিরো কুপন বন্ড ও অ্যাসেট ব্যাক্‌ড সিকিউরিটি ইস্যুর মাধ্যমে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ বন্ড মার্কেট উন্নয়নে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও বাজার বিভাগ হতে অনাপত্তি গ্রহণপূর্বক দু'টি আর্থিক প্রতিষ্ঠান (আইডিএলসি ফাইন্যান্স লিমিটেড ও লংকাবাংলা ফাইন্যান্স লিমিটেড) কর্তৃক যথাক্রমে ২.৫ এবং ৩.০ বিলিয়ন টাকার নন-কনভারটিবল জিরো কুপন বন্ড ইস্যু করা হয়। এছাড়া, জুন ২০১৬ এ রিলায়েন্স ফাইন্যান্স লিমিটেড কর্তৃক ১.০ বিলিয়ন টাকার নন-কনভার্টিবল সাবঅর্ডিনেটেড বন্ড ইস্যু করা হয়েছে।

খ. আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মদক্ষতা ও রেটিং

৭.১০ ব্যাংকের ন্যায় আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মদক্ষতা ক্যামেলস্ রেটিং এর মাধ্যমে মূল্যায়ন করা হয়ে থাকে, যাতে তাদের কর্মপন্থার ছয়টি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশকের পর্যালোচনা ও

সারণী ৭.২ আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সম্পদ, দায় ও আমানত

(বিলিয়ন টাকা)

	২০১০	২০১১	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬*
মোট সম্পদ	২৫১.৫	২৮৮.৪	৩৩৩.৯	৪৩৬.৩	৫২০.০৫	৬১১.০	৬৭২.৮
মোট দায়	২০৬.৮	২৩৫.৭	২৭৪.৩	৩৫০.৪	৪২৪.২৪	৫০৯.০	৫৭২.০
দায়-সম্পদ অনুপাত	৮২.২	৮১.৭	৮২.২	৮০.৩	৮১.৫	৮৩.৩	৮৫.০
মোট আমানত	৯৪.৪	১১২.৬	১৪৫.৪	১৯৮.৩	২৩৮.৫	৩১৮.১	৩৫১.৪
মোট দায়ের শতকরা হিসেবে আমানত	৪৫.৭	৪৭.৮	৫৩.০	৫৬.৬	৫৬.২	৬২.৫	৬১.৪

*৩০ জুন ২০১৬।
উৎস ঃ আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও বাজার বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

চার্ট ৭.২ আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মোট সম্পদ, দায় ও তাদের অনুপাত

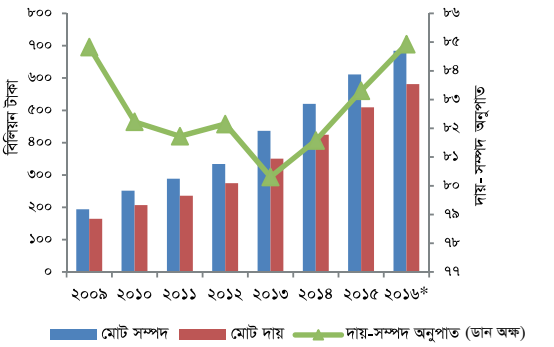

* ৩০ জুন ২০১৬।
উৎসঃ আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও বাজার বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

মূল্যায়ন করা হয়। ক্যামেলস্ রেটিং এ ব্যবহৃত নির্দেশক ছয়টি হলো ১. মূলধন পর্যাপ্ততা, ২. সম্পদের গুণগতমান, ৩. ব্যবস্থাপনা দক্ষতা, ৪. উপার্জন ক্ষমতা, ৫. তারল্য পরিস্থিতি ও ৬. বাজার ঝুঁকিজনিত সংবেদনশীলতা।

খ. ১. মূলধন পর্যাপ্ততা

৭.১১ মূলধন পর্যাপ্ততা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মূলধনের সার্বিক অবস্থার উপর আলোকপাত করে এবং সম্ভাব্য আর্থিক ক্ষতির হাত থেকে আমানতকারীদের সুরক্ষা প্রদানসহ প্রধান আর্থিক ঝুঁকি (যেমন- ঋণ ঝুঁকি, বাজার ঝুঁকি, সুদহার ঝুঁকি, ইত্যাদি) মোকাবেলায় প্রতিষ্ঠানকে সহায়তা করে। ব্যাসেল অ্যাকর্ড এর আওতায় আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে তাদের ঝুঁকিভিত্তিক সম্পদের কমপক্ষে শতকরা ১০ ভাগ, যার মধ্যে মুখ্য মূলধন কমপক্ষে শতকরা ৫ ভাগ মূলধন হিসেবে সংরক্ষণ করতে হয়। জুন ২০১৬ শেষে ক্যামেলস্ রেটিং এর মূলধন পর্যাপ্ততার ক্ষেত্রে ৩৩টি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ২টির রেটিং ছিল "১ বা সুদৃঢ়", ১৫টির "২ বা

সন্তোষজনক", ১৪টির "৩ বা মোটামুটি ভালো", ১টির "৪ বা প্রান্তিক এবং ১টি প্রতিষ্ঠান এখনো রেটিংয়ের আওতায় আসেনি।

খ. ২. সম্পদের গুণগত মান

৭.১২ সম্পদের গুণগত মান নির্ণয়ের গুরুত্বপূর্ণ সূচক হচ্ছে মোট ঋণ/লিজের তুলনায় শ্রেণিবিন্যাসিত ঋণ/লিজের হার। জুন ২০১৬ শেষে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের এ হার ছিল শতকরা ৯.০ ভাগ। আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মোট সম্পদের মধ্যে ঋণ, লিজ ও অগ্রিমের পরিমাণ শতকরা ৭৪.২ ভাগ। জুন ২০১৬ শেষে সম্পদের গুণগত মানের ক্ষেত্রে ৩৩টি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ১টির রেটিং ছিল "১ বা সুদৃঢ়", ৭টির রেটিং ছিল "২ বা সন্তোষজনক", ১৪টির "৩ বা মোটামুটি ভালো", ৯টির "৪ বা প্রান্তিক", ১টির রেটিং ছিল "৫ বা অসন্তোষজনক" এবং ১টি প্রতিষ্ঠান এখনো রেটিংয়ের আওতায় আসেনি।

খ. ৩. ব্যবস্থাপনা দক্ষতা

৭.১৩ সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা যে কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠান শক্তিশালীকরণ ও প্রবৃদ্ধি অর্জনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পূর্বশর্ত। মোট আয়-ব্যয় অনুপাত, পরিচালন ব্যয় ও মোট ব্যয় অনুপাত, কর্মচারী প্রতি আয় ও পরিচালন ব্যয় এবং সুদ হারের ব্যবধান ইত্যাদি সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা মূল্যায়নের মাপকাঠি হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। জুন ২০১৬ শেষে ব্যবস্থাপনা দক্ষতায় ৩৩টি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৪টির রেটিং ছিল "১ বা সুদৃঢ়", ২১টির রেটিং ছিল "২ বা সন্তোষজনক", ৪টির "৩ বা মোটামুটি ভালো", ২টির "৪ বা প্রান্তিক", ১টির রেটিং ছিল "৫ বা অসন্তোষজনক" এবং ১টি প্রতিষ্ঠান এখনো রেটিংয়ের আওতায় আসেনি।

খ. ৪. আয় ও উপার্জন ক্ষমতা

৭.১৪ আয় ও উপার্জন ক্ষমতা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের দক্ষ সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও দীর্ঘমেয়াদি সক্ষমতার পরিচায়ক। উপার্জন এবং মুনাফা পরিমাপের বিভিন্ন পদ্ধতির মধ্যে বহুল ও সর্বোত্তম ব্যবহৃত সূচক হচ্ছে সম্পদের ওপর আয় হার (ROA) যা ইক্যুইটির ওপর আয় হার (ROE) এর সম্পূরক। জুন ২০১৬ এ সকল আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ROA ও ROE ছিল যথাক্রমে শতকরা ০.৮ ও ৫.৬ ভাগ। জুন ২০১৬ শেষে উপার্জন ক্ষমতায় ৩৩টি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৩টির রেটিং ছিল "১ বা সুদৃঢ়", ১৬টির "২ বা সন্তোষজনক", ১১টির "৩ বা মোটামুটি ভালো", ২টির "৪ বা প্রান্তিক" এবং ১টি প্রতিষ্ঠান এখনো রেটিংয়ের আওতায় আসেনি।

সারণী ৭.৩ মোট ঋণ/লিজ এবং শ্রেণিকৃত ঋণ/লিজ

(বিলিয়ন টাকা)

	২০১০	২০১১	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬*
ঋণ/লিজ	১৭৮.১	২০৯.৭	২৫২.১	২৭৩.৬	৩৭২.৮	৪৪৮.৫	৪৯৮.৬
শ্রেণিকৃত ঋণ/লিজ	১০.৫	১০.৩	১৩.৭	১৬.৮	১৯.৭	৪০.০	৪৫.১
মোট ঋণ/লিজের শতকরা হিসেবে শ্রেণিকৃত ঋণ/লিজ	৫.৯	৪.৯	৫.৪	৬.১	৫.৩	৮.৯২	৯.০

*৩০ জুন ২০১৬।
উৎস ঃ আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও বাজার বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

চার্ট ৭.২ আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মোট শ্রেণিকৃত ঋণ/লিজ ও তাদের অনুপাত

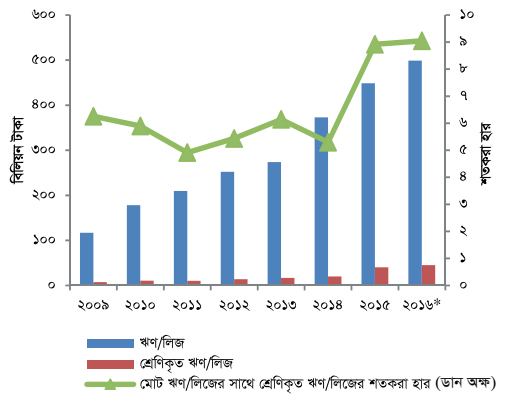

উৎসঃ আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও বাজার বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

খ. ৫. তারল্য পরিস্থিতি

৭.১৫ আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ শুধুমাত্র মেয়াদি আমানত গ্রহণ করতে পারে। বর্তমানে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে মোট মেয়াদি দায়ের শতকরা ৫ ভাগ বিধিবদ্ধ তরল সম্পদ (এসএলআর) রূপে, যার মধ্যে মেয়াদি আমানতের শতকরা ২.৫০ ভাগ (দৈনিক ন্যূনতম শতকরা ২ ভাগ) নগদ তরল সম্পদ (সিআরআর) হিসেবে দ্বি-সাপ্তাহিক ভিত্তিতে সংরক্ষণ করতে হয়। মেয়াদি আমানত গ্রহণ করে না এমন আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের এসএলআর শতকরা ২.৫০ ভাগ। সরকারি আর্থিক প্রতিষ্ঠান ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড (ইডকল) বিধিবদ্ধ তরল সম্পদ সংরক্ষণের এ বাধ্যবাধকতা থেকে অব্যাহতি প্রাপ্ত। জুন ২০১৬ শেষে তারল্য পরিস্থিতিতে ৩৩টি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ১৯টির রেটিং ছিল "২ বা সন্তোষজনক", ১০টির "৩ বা মোটামুটি

ভালো", ২টির "৪ বা প্রান্তিক", ১টির রেটিং ছিল "৫ বা অসন্তোষজনক" এবং ১টি প্রতিষ্ঠান এখনো রেটিংয়ের আওতায় আসেনি।

খ. ৬. বাজার ঝুঁকির সাথে সংবেদনশীলতা

৭.১৬ সুদ হার বা ইক্যুইটির পরিবর্তন কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সম্পদ-দায়, উপার্জন এবং মূলধনের উপর কি ধরনের বিরূপ প্রভাব ফেলে, তা বাজার ঝুঁকিজনিত সংবেদনশীলতার মাত্রা নির্দেশ করে। এ সংবেদনশীলতা মূল্যায়নের সময় কার্যকর ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বাজার ঝুঁকি নিরূপণ ও নিয়ন্ত্রণে কোন প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনার সক্ষমতার উপর গুরুত্ব দেয়া হয়ে থাকে। সংবেদনশীলতা মূল্যায়নের ক্ষেত্রে কোন কঠিন পরিস্থিতিতে সুদহার অথবা ইক্যুইটি মূল্যের (অথবা উভয়েরই) সম্ভাব্য অভিঘাতজনিত দুর্বলতাকে বিবেচনায় নেয়া হয়। অনেক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেই বাজার ঝুঁকির প্রাথমিক উৎস নন্-ট্রেডিং অবস্থা এবং সুদের হার পরিবর্তনে তার সংবেদনশীলতা থেকে উদ্ভূত হয়। জুন ২০১৬ শেষে বাজার ঝুঁকির সাথে সংবেদনশীলতায় ৩৩টি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৩টির রেটিং ছিল "১ বা সুদৃঢ়", ৯টির রেটিং ছিল "২ বা সন্তোষজনক", ১৫টির "৩ বা মোটামুটি ভালো", ৪টির "৪ বা প্রান্তিক", ১টির রেটিং ছিল "৫ বা অসন্তোষজনক" এবং ১টি প্রতিষ্ঠান এখনো রেটিংয়ের আওতায় আসেনি।

খ. ৭. সমন্বিত ক্যামেলস্ রেটিং

৭.১৭ জুন, ২০১৬-এ ৩৩টি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ১টির সমন্বিত ক্যামেলস্ রেটিং ছিল "১ বা সুদৃঢ়", ১৫টির "২ বা সন্তোষজনক", ১৩টির "৩ বা মোটামুটি ভালো", ৩টির "৪ বা প্রান্তিক" এবং অবশিষ্ট প্রতিষ্ঠানটি এখনো রেটিংয়ের আওতায় আসেনি।

গ. আইনি কাঠামো ও প্রুডেন্সিয়াল রেগুলেশন্স

৭.১৮ আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের আর্থিক সামর্থ্য উন্নয়ন এবং কার্যক্রমে অধিকতর স্বচ্ছতা আনয়নপূর্বক এ খাতকে শক্তিশালীকরণের ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে অর্থবছর ১৬-এ কতিপয় নীতি নির্ধারণী ও নিয়ন্ত্রণমূলক পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছে।

সারণী ৭.৪ আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মুনাফা অর্জনের হার

	২০১০	২০১১	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬*
ইক্যুইটি আয় হার (ROE)	২৪.৪	১১.৭	১০.৪	৭.৫	৯.৯	৯.৯	৫.৬
সম্পদ আয় হার (ROA)	৪.৩	২.১	১.৯	১.৫	১.৮	১.৮	০.৮

*৩০ জুন ২০১৬।
উৎস ঃ আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও বাজার বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

গ.১. আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মূলধন পর্যাপ্ততা এবং ব্যাসেল একোর্ড বাস্তবায়নে অগ্রগতি

৭.১৯ জানুয়ারি ২০১২ হতে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহে ব্যাসেল-২ এর বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলছে। আন্তর্জাতিক উত্তম পন্থাসমূহের অনুশীলন এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মূলধন কাঠামো অধিকতর ঝুঁকিভিত্তিক ও আঘাত-সহনশীল করণার্থে বাংলাদেশ ব্যাংক ইতোমধ্যেই প্রুডেন্সিয়াল গাইডলাইনস্ অন ক্যাপিটাল অ্যাডিকোয়েসি অ্যান্ড মার্কেট ডিসিপ্লিন (CAMD) নামক একটি গাইডলাইন জারি করেছে। বিধিবদ্ধ পরিপালন হিসেবে সকল আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে গাইডলাইনস অনুসরণ করতে হবে। বিষয়টি মত বিনিময়ের মাধ্যমে সম্পন্নকরণের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের একজন ডেপুটি গভর্নরের নেতৃত্বে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রধান নির্বাহীগণের সমন্বয়ে একটি উচ্চ পর্যায়ের স্টিয়ারিং কমিটি গঠন করা হয়েছে, যারা নীতিগত সিদ্ধান্তের উপর কার্যক্রম পরিচালনা করছেন। অধিকন্তু, বাংলাদেশ ব্যাংকের একজন নির্বাহী পরিচালকের নেতৃত্বে একটি ওয়ার্কিং গ্রুপ স্টিয়ারিং কমিটিকে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করছে। ব্যাসেল একোর্ড বাস্তবায়নে স্টিয়ারিং কমিটি ও ওয়ার্কিং গ্রুপের বিভিন্ন নির্দেশনা পরিপালনের জন্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও বাজার বিভাগে ব্যাসেল বাস্তবায়ন সেল গঠন করা হয়েছে।

গ. ২. আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্পোরেট সুশাসন

৭.২০ আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহে কর্পোরেট সুশাসন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে পরিচালনা পর্ষদ, বিভিন্ন কমিটি, ব্যবস্থাপনা ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার ক্ষমতা, দায়িত্ব ও কার্যাবলী বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সুস্পষ্টভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে। পরিচালনা পর্ষদ প্রতিষ্ঠানের ভিশন/মিশন, বার্ষিক কৌশলগত পরিকল্পনা, মুখ্য কার্যদক্ষতা নির্দেশক, মুখ্য ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার গাইডলাইন, ইত্যাদি নির্ধারণ ও অনুমোদন করে থাকেন। তারা কোনভাবেই প্রতিষ্ঠানের দৈনন্দিন পরিচালন কার্যক্রমে হস্তক্ষেপ করবেন না। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা প্রতিষ্ঠানের দৈনন্দিন কার্যাবলী ও ব্যবসা পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য দায়বদ্ধ।

গ. ৩. সম্পদের শ্রেণিবিন্যাস ও প্রভিশনিং

৭.২১ আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ ঋণ, অগ্রিম, লিজ, বিনিয়োগ ইত্যাদির মেয়াদ পর্যালোচনায় সম্ভাব্য ক্ষতির বিপরীতে সংস্থান সংরক্ষণ করে থাকে। ঋণ/লিজের মেয়াদোত্তীর্ণের ভিত্তিতে এদের স্ট্যান্ডার্ড, বিশেষ উল্লেখ হিসাব, নিম্নমান, সন্দেহজনক ও মন্দ/ক্ষতি মানে শ্রেণিকরণ করে যথাক্রমে শতকরা ১, ৫, ২০, ৫০ ও ১০০ ভাগ সংস্থান সংরক্ষণ করতে হয়। এসএমই খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধির জন্য স্ট্যান্ডার্ড এসএমই ঋণ/লিজের জন্য শতকরা ১ ভাগের স্থলে শতকরা ০.২৫ ভাগ সংস্থান সংরক্ষণের সুযোগ দেওয়া হয়েছে। জুন ২০১৬-এ মোট বকেয়া ঋণ/লিজের পরিমাণ ছিল ৪৯৮.৬ বিলিয়ন টাকা, যার মধ্যে শ্রেণিকৃত ছিল ৪৫.১ বিলিয়ন টাকা (শতকরা ৯.০ ভাগ)।

গ. ৪. ঋণ পুনঃতফসিলিকরণের নীতিমালা

৭.২২ বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত হারে ডাউন পেমেন্ট নগদে গ্রহণ সাপেক্ষে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের ঋণ/লিজ হিসাব পুনঃতফসিল করতে পারে। ঋণ/লিজ হিসাব ১ম, ২য় ও তদ্‌পরবর্তী ধাপে পুনঃতফসিলিকরণের জন্য ন্যূনতম গৃহীতব্য ডাউন পেমেন্টের পরিমাণ হবে যথাক্রমে মেয়াদোত্তীর্ণ কিস্তির শতকরা ১৫, ৩০ ও ৫০ ভাগ বা মোট বকেয়ার শতকরা ১০, ২০ ও ৩০ ভাগ-এ দু'য়ের মধ্যে যা কম।

গ. ৫. মুখ্য ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা

৭.২৩ আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের পাঁচটি মুখ্য ঝুঁকি যেমন- ঋণ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ও পরিপালন, সম্পদ-দায় ব্যবস্থাপনা, মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসবাদী কর্মকাণ্ডে অর্থায়ন প্রতিরোধ ও তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত গাইডলাইন ইস্যু করা হয়েছে। আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ইস্যুকৃত গাইডলাইন্সের নির্দেশনাসমূহকে ন্যূনতম ভিত্তি বিবেচনায় তাদের নিজস্ব ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার গাইডলাইন প্রস্তুত করে থাকে।

গ.৬. স্ট্রেস টেস্টিং

৭.২৪ ২০১০ সন হতে বাংলাদেশ ব্যাংক দেশের অর্থায়ন ব্যবস্থা অধিকতর শক্তিশালী করার লক্ষ্যে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের স্ট্রেস টেস্টিং কার্যক্রম অর্ধ-বার্ষিক ভিত্তিতে পরিচালনা করে আসছে। আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য একটি নতুন আর্থিক অবস্থার নির্দেশক, দেউলিয়াত্বের হার (Insolvency Ratio), কার্য পরিকল্পনার সুপারিশমালা স্বয়ংক্রিয়ভাবে নির্ণয়ের লক্ষ্যে বুদ্ধিভিত্তিক স্বয়ংক্রিয় ফরম্যাট, ১ থেকে ৫ পর্যন্ত রেটিং স্কেল, ভারীত স্থিতিস্থাপকতা- ভারীত দেউলিয়াত্বের হার (WAR-WIR Matrix) দ্বারা অঞ্চলভিত্তিক অবস্থান (সবুজ, হলুদ ও লাল) সংশোধিত গাইডলাইনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সংশোধিত গাইডলাইনস্ অনুযায়ী আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে ত্রৈমাসিক অর্থাৎ ৩১ মার্চ, ৩০ জুন, ৩০ সেপ্টেম্বর এবং ৩১ ডিসেম্বর ভিত্তিতে স্ট্রেস টেস্টিং করতে হয়। জুন ২০১৬ এর স্ট্রেস টেস্টিং প্রতিবেদন অনুযায়ী ৩৩টি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৫টি সবুজ অঞ্চলে, ১৩টি হলুদ অঞ্চলে এবং অবশিষ্ট ১৫টি লাল অঞ্চলে অবস্থান করছিল।

ঘ. গ্রাহক স্বার্থ সংরক্ষণ সংক্রান্ত বিধিমালা

ঘ.১ চার্জ-এর তালিকা

৭.২৫ আমানতকারী/ বিনিয়োগকারী/ গ্রাহক স্বার্থ সংরক্ষণার্থে কতিপয় সেবার বিপরীতে ধার্যকৃত চার্জ যৌক্তিক পর্যায়ে নির্ধারণসহ বিভিন্ন সেবার বিপরীতে ধার্যকৃত চার্জের একটি সম্পূর্ণ তালিকা শাখা ও প্রধান কার্যালয়ের সুবিধাজনক দৃশ্যমান স্থানে প্রদর্শন করার পাশাপাশি প্রতিষ্ঠানের স্ব-স্ব ওয়েবসাইটে আপলোড করার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক হতে আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক যথাযথ মনিটরিং কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ ষান্মাসিক ভিত্তিতে এতদ্‌সংক্রান্ত বিবরণী দাখিল করে থাকে। কমিটমেন্ট ফি, সুপারভিশন ফি এবং চেক ডিজঅনার ফি নামে কোন কমিশন/চার্জ আরোপ করা যাবে না।

ঘ.২. বাংলাদেশে আর্থিক প্রতিষ্ঠানের পণ্য ও সেবাসমূহের নির্দেশিকা

৭.২৬ আর্থিক খাতের পণ্য ও সেবার চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর এ বিষয়ক নিয়ন্ত্রণ কাঠামোর পুনর্মূল্যায়ন ও পুনর্বিন্যাস প্রয়োজন। এ উদ্দেশ্যে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য "Guidelines on Products and Services of Financial Institutions in Bangladesh" প্রণয়ন করা হয়েছে। এ গাইডলাইন্সে বিদ্যমান ও ভবিষ্যৎ পণ্য ও সেবাসমূহের বিভিন্ন বিষয়া অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। গ্রাহক-স্বার্থ সংরক্ষণ বাংলাদেশ ব্যাংকের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য, এ গাইডলাইন্সটির মাধ্যমে তা নিশ্চিতকরণের ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে। এটি প্রতিষ্ঠানসমূহের পণ্য ও সেবা সংক্রান্ত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন এবং নতুন পণ্য ও সেবা উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে শৃংখলা আনয়নেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

ঙ. আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য Cost of Fund Index

৭.২৭. ২০১৩ সনে প্রকাশিত গাইডলাইন্স অব বেস রেট অ্যান্ড কস্ট অব ফান্ড অনুযায়ী আর্থিক প্রতিষ্ঠনসমূহকে নিয়মিতভাবে তাদের বেস রেট অ্যান্ড কস্ট অব ফান্ড বিবরণী বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রেরণ করতে হয়। এসব বিবরণীর ভিত্তিতে বাংলাদেশ ব্যাংক কস্ট অব ফান্ড ইনডেক্স নামে একটি সমন্বিত বিবরণী প্রস্তুত করে বাংলাদেশ ব্যাংকের ওয়েবসাইটে আপলোড এবং প্রতি মাসে ইনডেক্স হালনাগাদ করে থাকে।

উল্লেখ্য, বেস রেট হলো সর্বনিম্ন সুদহার যে হারে ঋণ/লিজ দেওয়া হয়। সুনির্দিষ্ট কোন নীতিমালা না থাকায় আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের নিজস্ব পদ্ধতিতে সুদহার নির্ধারণ করে থাকে। কিছু আর্থিক প্রতিষ্ঠান ভাসমান পদ্ধতিতে সুদহার নির্ধারণ করে থাকে। এ পদ্ধতিতে প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের নিজস্ব তহবিল খরচের তারতম্যের ভিত্তিতে সুদহার নির্ধারণ করে থাকে। এ কারণে তারল্য ব্যবস্থাপনায় প্রতিষ্ঠানসমূহের দক্ষতা এবং সক্ষমতা সরাসরি গ্রাহকদের প্রভাবিত করে। আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক ভাসমান সুদহার পদ্ধতির ক্ষেত্রে রেফারেন্স রেট-এর জন্য কোন আদর্শ মান সুনির্দিষ্ট না থাকায় একটি গ্রহণযোগ্য রেফারেন্স হিসেবে কস্ট অব ফান্ড ইনডেক্স ব্যবহৃত হচ্ছে। বেস রেট সিস্টেম সুদহার নির্ধারণ পদ্ধতিকে সহজ এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের হিসাব রক্ষণ ও দায়িত্বে স্বচ্ছতাকে আরও নিশ্চিত করবে। ভারত, নেপাল, ভুটানসহ আরও অনেক দেশে বেস রেট সিস্টেম ব্যবহৃত হচ্ছে। এ অঞ্চলে বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য কস্ট অব ফান্ড ইনডেক্স অন্তর্ভুক্ত করে বেস রেট সিস্টেম প্রবর্তন করা হয়েছে।

চ. আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য কমার্শিয়াল পেপারের গাইডলাইন্স

৭.২৮ কমার্শিয়াল পেপারের উপর কিছু নীতিমালা নির্ধারণের জন্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য কমার্শিয়াল পেপারের গাইডলাইন্স ইস্যু করা হয়েছে। গাইডলাইন্সটির নীতিমালায় বর্ণিত শর্তসমূহ পরিপালন সাপেক্ষে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কমার্শিয়াল পেপারের বিনিয়োগকারী, প্রদানকারী, জামিনদার, ইস্যুয়িং বা পেয়িং প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করতে পারবে।

আর্থিক বাজার

৮.১ বাংলাদেশ ব্যাংক দেশের আর্থিক বাজারের স্বচ্ছতা ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে অর্থবছর ১৬-তেও প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। বাংলাদেশ ব্যাংক আর্থিক বাজার উন্নয়ন সম্পর্কে সতর্ক রয়েছে এবং তার মুদ্রানীতি ভঙ্গির সুষ্ঠুতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে রেপো বাজারে কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের সক্রিয় ভূমিকার ফলে মুদ্রা বাজার স্থিতিশীল ছিল এবং তারল্য কলমানি হার (নীতি হার) বিস্তারের সাথে রেপো হার নীতি প্রায় স্থির ছিল।

মুদ্রা বাজার

কলমানি মার্কেট-অর্থবছর ১৬

৮.২ আলোচ্য অর্থবছরে দেশের মুদ্রা বাজারে (আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও ব্যাংকসমূহের সমন্বয়ে) স্থিতিশীল প্রবৃদ্ধি ধারা বজায় থাকে। বাংলাদেশ ব্যাংক প্রাইমারি ডিলার ও প্রাইমারি ডিলার বহির্ভূত ব্যাংকগুলোর ধারণকৃত যোগ্য ট্রেজারি বিল ও ট্রেজারি বন্ডের বিপরীতে রেপো, বিশেষ রেপো ও তারল্য সহায়তা সুবিধা প্রদান করে। বাংলাদেশ ব্যাংকের বিচক্ষণ নীতি পদক্ষেপের ফলে অর্থবছর ১৬- এ আন্তঃব্যাংক কলমানি বাজারে ভারীত গড় সুদের হার শতকরা ৩.৬৭ ভাগ থেকে শতকরা ৫.৭১ ভাগের মধ্যে স্থিতিশীল থাকে (সারণী ৮.১ এবং চার্ট ৮.১)। অর্থবছর ১৬-এ কলমানি বাজারে মাসিক গড় লেনদেনের পরিমাণ ৪৩.৫৮ বিলিয়ন টাকা বৃদ্ধি পায় যা অর্থবছর ১৫-এর তুলনায় শতকরা ৩.৭৪ ভাগ বেশি ছিল। কলমানি মার্কেটে লেনদেনের পরিমাণ অর্থবছরের প্রথম মাসে কিছুটা কম ছিল যা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পায় এবং ভারীত গড় সুদ হারে অর্থবছর ১৬-এ কিছুটা ওঠানামা থাকলেও নিম্ন হার লক্ষ্য করা যায় যা রেপো হারের কাছাকাছি স্থির থাকে।

পুনঃক্রয় চুক্তি নিলাম-অর্থবছর ১৬

৮.৩ সরকারি ট্রেজারি বিল এবং বন্ডের জামানতভিত্তিক অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বাংলাদেশ ব্যাংকের পূর্বনির্ধারিত নীতি হারে প্রাইমারি ডিলার ও প্রাইমারি ডিলার বহির্ভূত ব্যাংকগুলোকে স্বল্প সময়ের জন্য ঋণ প্রদানের জন্য বিভিন্ন প্রকারের পুনঃক্রয় (repo) চুক্তি নিলাম করে থাকে। রেপোর মাধ্যমে ব্যাংকিং খাতে অর্থ প্রবিষ্ট হয় এবং প্রয়োজনীয় তহবিল যোগান দিয়ে ব্যাংকসমূহের স্বল্পমেয়াদি তারল্য বজায় রাখে। রেপো এবং রিভার্স রেপো হার যথাক্রমে শতকরা ৭.২৫ এবং ৫.২৫ ভাগ হতে ১৪ জানুয়ারি, ২০১৬ তারিখে ৫০ বেসিস পয়েন্ট কমিয়ে যথাক্রমে শতকরা ৬.৭৫ এবং ৪.৭৫ ভাগে পুনঃনির্ধারণ করা হয়। একই সাথে মুদ্রা নীতির মুখ্য লক্ষ্য পূরণের জন্য ব্যাংকগুলোকে মুদ্রা বাজার হতে তারল্য সহায়তায় উৎসাহিতকরণ এবং বাংলাদেশ

সারণী ৮.১ কলমানি মার্কেটের লেনদেনের পরিমাণ ও ভারীত গড় সুদের হার

সময়	লেনদেনের পরিমাণ (বিলিয়ন টাকা)	ভারীত গড় সুদের হার (%)	লেনদেনের পরিমাণ (বিলিয়ন টাকা)	ভারীত গড় সুদের হার (%)
	অর্থবছর ১৫		অর্থবছর ১৬	
জুলাই	১১৬৬.৫০	৬.৬৮	৮৫২.১২	৫.৬৭
আগস্ট	১২৫৫.৯০	৬.৫২	১১০১.৯৭	৫.৬৩
সেপ্টেম্বর	১৫৬৯.৩১	৬.৮৬	১১৪০.০০	৫.৭১
অক্টোবর	১৩৫৪.৪২	৮.৪১	৯১১.২৫	৫.৬৩
নভেম্বর	১৩৮১.৫২	৭.৭৭	১৩০৪.৭১	৩.৮৫
ডিসেম্বর	১১৬৪.৮২	৭.৯৩	১৩৪৬.০৫	৩.৬৯
জানুয়ারি	১২৪২.৫৯	৮.৫৭	১১৯১.৪৬	৩.৯০
ফেব্রুয়ারি	১১৬৪.৪৯	৮.২১	১২০৭.৬৪	৩.৭৩
মার্চ	১০৩০.০৯	৭.৬৬	১২৬৭.৩৯	৩.৬৮
এপ্রিল	৮৫৯.১৪	৭.৫৭	১২৫০.৭৪	৩.৬৮
মে	৮৪৬.৩৪	৬.৪১	১৫১৬.৯৬	৩.৬৭
জুন	৯৫৩.৩০	৫.৭৯	১৪২১.১০	৩.৭১
গড়	**১১৬৫.৭০**	**৭.৩৭**	**১২০৯.২৮**	**৪.৩৮**

উৎসঃ ডেট ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

চার্ট ৮.১ কলমানি সুদের হার

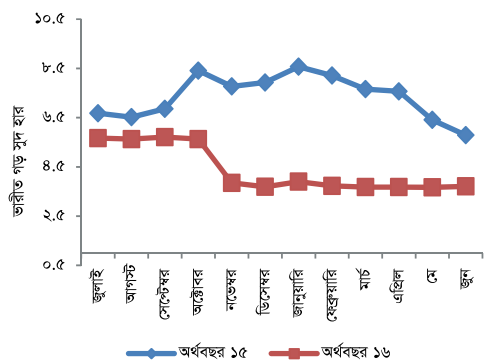

উৎসঃ মনিটারি পলিসি ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণী ৮.২ পুনঃক্রয় চুক্তি নিলাম-অর্থবছর ১৬

মোট অনুষ্ঠিত নিলামের সংখ্যা	মেয়াদ	প্রাপ্ত দরপত্র		গৃহীত দরপত্র		গৃহীত দরপত্রের সুদের হার (%)
		সংখ্যা	অভিহিত মূল্য (বিলিয়ন টাকা)	সংখ্যা	অভিহিত মূল্য (বিলিয়ন টাকা)	
৩	১-দিন/২-দিন	৯	৪.৮২	৯	৪.৫৭	৭.২৫-১০.২৫
	১০-দিন	১	৮.৪৮	১	৮.৪৮	৯.৭৫
	মোট	**১০**	**১৩.৩০**	**১০**	**১৩.০৫**	**৭.২৫-১০.২৫***

* গৃহীত দরপত্রের সার্বিক সুদের হার।
উৎস ঃ মনিটারি পলিসি ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

ব্যাংক হতে তারল্য সহায়তায় নিরুৎসাহিতকরণের জন্য বিশেষ রেপো হার শতকরা ৯.৭৫ ভাগে অপরিবর্তিত থাকে।

৮.৪ অর্থবছর ১৬-এ মোট ৩টি পুনঃক্রয় চুক্তি নিলাম (বিশেষ রেপো ও LSF নিলামসহ) অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত নিলামে মোট ১৩.৩০ বিলিয়ন টাকার ১০টি দরপত্রের মধ্যে মোট ১৩.০৫ বিলিয়ন টাকা গৃহীত হয় যা অর্থবছর ১৫-এর গৃহীত দরপত্রসমূহের মূল্যমানের তুলনায় শতকরা ৯৯.৭২ ভাগ কম ছিল; যেখানে অর্থবছর ১৫-এর মোট নিলামে ৪৫৯৭.২০ বিলিয়ন টাকার ২৯৮৩টি দরপত্রের মধ্যে মোট ৪৫৯৩.৪০ বিলিয়ন টাকার দরপত্র গৃহীত হয়েছিল (সারণী ৮.২)। অর্থবছর ১৬-এ গৃহীত দরপত্রের সুদের হারের সীমা ছিল বার্ষিক শতকরা ৭.২৫-১০.৭৫ ভাগ, পূর্ববর্তী অর্থবছরেও এ সুদের হারের সীমা একই ছিল।

বিপরীত পুনঃক্রয় চুক্তি (reverse repo) নিলাম-অর্থবছর ১৬

৮.৫ রিজার্ভ মুদ্রা ও মুদ্রা গুণককে সঠিক পর্যায়ে বজায় রাখতে বাংলাদেশ ব্যাংক বিপরীত পুনঃক্রয় চুক্তি নিলাম কার্যক্রমের মাধ্যমে অর্থ বাজার থেকে বাংলাদেশ ব্যাংক অতিরিক্ত অর্থ উত্তোলন করে। এ বিপরীত পুনঃক্রয় চুক্তির ক্ষেত্রে ব্যাংকগুলোকে কোন জামানত প্রদান করা হয় না। অর্থবছর ১৬-এ মোট ২১৫টি দৈনিক বিপরীত পুনঃক্রয় চুক্তি নিলাম অনুষ্ঠিত হয়। মোট ১৪৫৩৮.৪৯ বিলিয়ন টাকার ১৭৯৭টি ১-২ দিন মেয়াদি এবং ৪৭২টি ৩-৭ দিন মেয়াদি দরপত্রের মধ্যে মোট ১১৭৪৭.৯৬ বিলিয়ন টাকা গৃহীত হয়। অর্থবছর ১৫-এ মোট ৫৪৭৭.৬২ বিলিয়ন টাকার দরপত্রের মধ্যে সবগুলোই গৃহীত হয়েছিল। গৃহীত দরপত্রের সুদের হার ছিল বার্ষিক শতকরা ৫.২৫ ভাগ, যা ১৪ জানুয়ারি ২০১৬ তারিখে পরিবর্তিত হয়ে বার্ষিক শতকরা ৪.৭৫ ভাগ হয় (সারণী ৮.৩)।

বাংলাদেশ ব্যাংক বিল

৮.৬ ব্যাংক ব্যবস্থায় তারল্য পরিস্থিতিকে অধিকতর কার্যকরভাবে বজায় রাখার জন্য 'মুক্ত বাজার কার্যক্রম' এর হাতিয়ার হিসেবে ৭-দিন ও ১৪-দিন মেয়াদি বাংলাদেশ ব্যাংক বিল এপ্রিল ২০১৬ হতে এবং ৩০-দিন মেয়াদি বাংলাদেশ ব্যাংক বিলের কার্যক্রম অর্থবছর ০৯ হতে শুরু হয়ে অর্থবছর ১৬-তেও অব্যাহত থাকে। স্থিতিশীল সুদের হার এবং বৈদেশিক বিনিময় হারে স্থিতিশীলতা বজায় রাখার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক আলোচ্য সময়ে দক্ষতার সাথে এ কার্যক্রম পরিচালনা করে। অর্থবছর ১৬-এর বাংলাদেশ ব্যাংক বিলের নিলামের ফলাফলসমূহ সারণী ৮.৪ এ দেখানো হলো।

সরকারি সিকিউরিটিজ মার্কেট

সরকারি ট্রেজারি বিলের নিলাম

৮.৭ ট্রেজারি বিল ও ট্রেজারি বন্ড স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন দায় হিসেবে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে বাংলাদেশ ব্যাংক ইস্যু করে থাকে। এ পরোক্ষ মুদ্রা হাতিয়ারসমূহ বাংলাদেশ ব্যাংক ঋণ ব্যবস্থাপনার জন্য ব্যবহার করে। সিকিউরিটিজগুলো নিলামের মাধ্যমে ইস্যু করা হয় যেখানে ঐ সকল দরপত্রকে বরাদ্দ প্রদান করা হয়, যা সর্বনিম্ন থেকে সর্বোচ্চ আয় সীমায় প্রজ্ঞাপিত পরিমাণ পূরণ করতে পারে।

সারণী ৮.৩ বিপরীত পুনঃক্রয় চুক্তি নিলাম-অর্থবছর ১৬

মোট অনুষ্ঠিত নিলামের সংখ্যা	মেয়াদ	প্রাপ্ত দরপত্র		গৃহীত দরপত্র		গৃহীত দরপত্রের সুদের হার (%)@
		সংখ্যা	অভিহিত মূল্য (বিলিয়ন টাকা)	সংখ্যা	অভিহিত মূল্য (বিলিয়ন টাকা)	
২১৫	১-দিন/২-দিন	১৭৯৭	১১৪৮২.৮৯	১৪৭৯	৯২৬৩.৫৯	৫.২৫
	৩-দিন/৭-দিন	৪৭২	৩০৫৫.৬০	৪০১	২৪৮৪.৩৭	৫.২৫
	মোট	**২২৬৯**	**১৪৫৩৮.৪৯**	**১৮৮০**	**১১৭৪৭.৯৬**	**৫.২৫***

* গৃহীত দরপত্রের সার্বিক সুদের হার। @ ১৪ জানুয়ারি ১৬ হতে পুনঃক্রয় সুদ হার শতকরা ৪.৭৫ ভাগ কার্যকর হয় কিন্তু অর্থবছর ১৬-এ কোনো দরপত্র গৃহীত হয়নি।
উৎস ঃ মনিটারি পলিসি ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণী ৮.৪ বাংলাদেশ ব্যাংক বিলের নিলাম-অর্থবছর ১৬

বিলের মেয়াদ	প্রস্তাবিত দরপত্র		গৃহীত দরপত্র		বিলের স্থিতি (জুন ২০১৬ শেষে) (বিলিয়ন টাকা)	বার্ষিক আয় হারের পরিসীমা* (%)	
	সংখ্যা	অভিহিত মূল্য (বিলিয়ন টাকা)	সংখ্যা	অভিহিত মূল্য (বিলিয়ন টাকা)		অর্থবছর ১৫	অর্থবছর ১৬
৭- দিন	৪৩৮	১৪৭৫.৭৮	৪৩৪	১৪৭৩.৬৮	২৭.৮০	-	২.৮৭-২.৯৭
১৪- দিন	১৪৭	৪২০.৩৪	১৪৩	৪১৯.০৯	১৬১.৩৫	-	২.৯৩-২.৯৮
৩০- দিন	১৩৬৯	১৯৫৮.৪৫	১১৪৩	১৬৮৩.৪০	৭৪.৬৩	৫.২৪-৬.০০	২.৬০-৫.২৫
মোট	**১৯৫৪**	**৩৮৫৪.৫৭**	**১৭২০**	**৩৫৭৬.১৭**	**২৬৩.৭৮**	**৫.২৪-৬.০০**	**২.৬০-৫.২৫**

* গৃহীত দরপত্রের ভারীত গড় বার্ষিক আয় হারের পরিসীমা।
উৎস ঃ মনিটারি পলিসি ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

দরপত্রের জন্য নিলামকারীকে আংশিক বরাদ্দ দেয়া হয়। এ দরপত্রসমূহ ইস্যু করার দু'টি কারণ রয়েছে। প্রথমত, স্বল্প খরচে সরকারের বাজেট ঘাটতিতে অর্থায়নের জন্য এবং দ্বিতীয়ত, বাজারে বিরাজমান অতিরিক্ত তারল্য ব্যবস্থাপনার জন্য। অর্থবছর ১৬-এ দরপত্র নিলামের ক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ১৫টি প্রাথমিক ডিলারের (পিডি) মধ্যে ৩ টি আর্থিক প্রতিষ্ঠান বাদে ১২টি প্রাথমিক ডিলার (পিডি) অবলেখক এবং বাজার নির্ধারক হিসেবে নিলামে অংশগ্রহণের প্রতিশ্রুতিতে কাজ করে। আগস্ট ২০১২ বছর থেকে বাংলাদেশ ব্যাংক ১২টি পিডি ব্যাংক ও ২৫টি পিডি বহির্ভূত ব্যাংকের জন্য নতুন অবলেখন বাধ্যতা এবং আবশ্যকীয় বণ্টন ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছে। সংশোধিত নিলাম পদ্ধতি অনুসারে ১২টি পিডি ব্যাংক নিলামে অবিক্রিত অংশের শতকরা ৬০ ভাগ এবং ২৫টি পিডি বহির্ভূত ব্যাংক শতকরা ৪০ ভাগ তাদের তলবি এবং মেয়াদি মোট দায়ের বিবেচনায় ধারণ করবে। উল্লেখিত শতকরা ৬০ ভাগ প্রস্তাবিত পরিমাণের শতকরা ৫০ ভাগ ১২টি পিডি ব্যাংক তাদের তলবি এবং মেয়াদি মোট দায়ের বিবেচনায় ধারণ করবে এবং অবশিষ্ট শতকরা ৫০ ভাগ তাদের মধ্যে সমভাবে ধারণ করবে। এ ১২টি পিডি ব্যাংক ছাড়াও এখন নতুন আরো ৮টি ব্যাংক নির্দিষ্ট অবলেখন বাধ্যতা মেনে পিডি হিসেবে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। এছাড়াও, নিলাম হার, বাজারের অবস্থা, এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় নিয়ে নিলাম কমিটি অবিক্রীত পরিমাণ বাংলাদেশ ব্যাংকে ডিভল্ব করতে পারে।

৮.৮ অর্থবছর ১৬–এ সরকারের ঋণ ব্যবস্থাপনার প্রধান হাতিয়ার হিসেবে ৯১-দিন, ১৮২-দিন ও ৩৬৪-দিন মেয়াদি সরকারি ট্রেজারি বিলের সাপ্তাহিক নিলাম অব্যাহত ছিল। অর্থবছর ১৬-এ ট্রেজারি বিলের নিলামের ফলাফলের সারসংক্ষেপ সারণী ৮.৫ এ দেখানো হয়েছে। ব্যাংকিং ব্যবস্থা থেকে সরকারের ঋণ খুবই কম হওয়ায় এবং বাজারে অতিরিক্ত তারল্য থাকায় অর্থবছর ১৫ এর তুলনায় অর্থবছর ১৬-এ সমস্ত ট্রেজারি বিলের ভারীত গড় সুদ হ্রাস পেয়েছে।

৮.৯ আলোচ্য সময়ে মোট ১৯১৪.০৫ বিলিয়ন টাকা মূল্যের ৩২১২টি দরপত্র পাওয়া যায়, যার মধ্যে ১৬.০৫ বিলিয়ন টাকার ডিভল্বমেন্টসহ মোট ৫৮৮.০০ বিলিয়ন টাকা মূল্যের ৮৭৮টি দরপত্র গৃহীত হয়। গৃহীত দরপত্রের ভারীত আয় হার সীমা ছিল বার্ষিক শতকরা ২.৪৩-৬.৬৭ ভাগ। অর্থবছর ২০১৫-এ ১৬০১.১৩ বিলিয়ন টাকা মূল্যের ৩৬০০টি দরপত্র পাওয়া গিয়েছিল, যার মধ্যে মোট ৭৪১.৯৫ বিলিয়ন টাকা মূল্যের দরপত্র গৃহীত হয়েছিল।

বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ট্রেজারি বন্ড (বিজিটিবি) এর নিলাম

৮.১০ তারল্য ও সামষ্টিক অর্থনীতির সূচকসমূহ বিবেচনায় নিয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক ও অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রস্তুতকৃত পূর্বঘোষিত নিলাম সময়সূচি অনুযায়ী ষান্মাসিক ভিত্তিক সুদ কুপনবাহী ২-বছর, ৫-বছর, ১০-বছর, ১৫-বছর এবং ২০-বছর মেয়াদি ট্রেজারি বন্ডের নিলাম প্রতিমাসে অনুষ্ঠিত হয়। তারল্য উন্নয়ন এবং সম্পদ-দায়ের সামঞ্জস্য

সারণী ৮.৫ সরকারি ট্রেজারি বিলের নিলাম-অর্থবছর ১৬

বিলের মেয়াদ	প্রস্তাবিত দরপত্র		গৃহীত দরপত্র		বিলের স্থিতি (জুন ২০১৬ শেষে) (বিলিয়ন টাকা)	বার্ষিক আয় হারের পরিসীমা* (%)	
	সংখ্যা	অভিহিত মূল্য (বিলিয়ন টাকা)	সংখ্যা	অভিহিত মূল্য (বিলিয়ন টাকা)		অর্থবছর ১৫	অর্থবছর ১৬
৯১- দিন	১৫৯০	১০৬৬.৫৫	৩৮২	৩১২.২০	৮৩.০০	৫.৩৭-৭.৭৭	২.৪৩-৫.৫৬
১৮২- দিন	৮২৩	৪৭৯.৪০	২০১	১৩৬.৮০	৫৫.৫০	৬.৩১-৮.০৮	৩.২২-৬.৩০
৩৬৪- দিন	৭৯৯	৩৬৮.১০	২৯৫	১২২.৯৪	১২৯.৫০	৬.৫৩-৮.৩১	৩.৭৪-৬.৬৭
ডিভল্বমেন্ট টু বিবি/পিডি এবং নন পিডি				১৬.০৬			
মোট	৩২১২	১৯১৪.০৫	৮৭৮	৫৮৮.০০	২৬৮.০০	৫.৩৭-৮.৩১	২.৪৩-৬.৬৭

* গৃহীত দরপত্রের ভারীত গড় বার্ষিক আয় হারের পরিসীমা।
উৎস ঃ মনিটারি পলিসি ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণী ৮.৬ বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ট্রেজারি বন্ডের নিলাম- অর্থবছর ১৬

বন্ডের মেয়াদ	প্রস্তাবিত দরপত্র		গৃহীত দরপত্র		বন্ডের স্থিতি (জুন ২০১৬ শেষে) (বিলিয়ন টাকা)	বার্ষিক আয় হারের পরিসীমা* (%)
	সংখ্যা	অভিহিত মূল্য (বিলিয়ন টাকা)	সংখ্যা	অভিহিত মূল্য (বিলিয়ন টাকা)		
২-বছর	৪৯৮	১৭১.১৩	১৪১	৫০.৮৪	৯৮.০৬	৪.১৯০০-৭.৬২০৫
ডিভল্বমেন্ট টু বিবি/পিডি এবং নন পিডি				৭.১৬		
৫-বছর	৫২৯	১৭৭.৩৮	১৬৭	৫২.৫৬	৩৩১.৭০	৫.০৪৪৩-৮.৫৫৭৩
ডিভল্বমেন্ট টু বিবি/পিডি এবং নন পিডি				৭.৪৪		
১০-বছর	৫৪১	১৬৬.৪৪	১৬৩	৫১.২১	৪৯০.৯৭	৫.৯৫০০-৯.৭৫১১
ডিভল্বমেন্ট টু বিবি/পিডি এবং নন পিডি				৬.৭৯		
১৫-বছর	৩৭০	১২১.১৯	৭৭	২৭.১১	১৯১.৬৬	৭.১৮৪৮-১০.০২৬২
ডিভল্বমেন্ট টু বিবি/পিডি এবং নন পিডি				৭.৩৯		
২০-বছর	৪৩২	১৪১.১২	১১৮	২৯.৬৯	১৬৪.৮৭	৭.৫৭৫৭-১০.৩৫৪৮
ডিভল্বমেন্ট টু বিবি/পিডি এবং নন পিডি				১.৩১		
মোট	**২৩৭০**	**৭৭৭.২৬**	**৬৬৬**	**২৪১.৫০**	**১২৭৭.২৬**	**৪.১৯০০-১০.৩৫৪৮@**

* গৃহীত দরপত্রের ভারীত গড় বার্ষিক আয় হারের পরিসীমা। @ বিভিন্ন মেয়াদি ট্রেজারি বন্ডের সুদ হারের সার্বিক পরিসীমা।
উৎস ঃ মনিটারি পলিসি ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

বিধান করার লক্ষ্যে ২৮ মে ২০১৩ থেকে ২-বছর মেয়াদি বিজিটিবি প্রবর্তন করা হয়।

৮.১১ বিজিটিবি নিলাম কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত কাট অফ কুপন হার বন্ডের দাম নির্ধারণের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়। কুপন হারের সর্বনিম্ন দরধারীকে অভিহিত মূল্যের নিরিখে বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রিমিয়াম জমা দিতে হয়। ব্যাংকসমূহ তাদের তরল সম্পদ সংরক্ষণের আবশ্যকীয়তার (SLR) উদ্দেশ্যে held to maturity (HTM) এবং held for trade (HFT) আকারে গভর্নমেন্ট ট্রেজারি বিল এবং বিজিটিবি ব্যবহার করতে পারে। HTM সিকিউরিটিজগুলো অভিহিত মূল্যের দিকে ধাবিত হওয়ার জন্য বছর শেষে পরিশোধিত হয় আর HFT সিকিউরিটিজগুলো marking to market পদ্ধতি অনুসারে কেনাবেচা করা হয়। এ বিল এবং বন্ডসমূহ সেকেন্ডারি মার্কেটে লেনদেনের জন্যও যোগ্য। অর্থবছর ১৬-এ আলোচ্য বন্ডগুলোর ৪৮টি নিলাম অনুষ্ঠিত হয় যেখানে ৭৭৭.২৬ বিলিয়ন টাকার মোট ২৩৭০টি দরপত্র পাওয়া যায় এবং ২৪১.৫০ বিলিয়ন টাকার ৬৬৬টি দরপত্র গৃহীত হয়। এর মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রাইমারি ডিলার এবং পিডি বহির্ভূত ব্যাংকের নিকট ৩০.০৯ বিলিয়ন টাকা ডিভল্বমেন্ট করা হয়। জুন ২০১৬ শেষে এ বন্ডের স্থিতি শতকরা ১০.৮০ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ১২৭৭.২৬ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায় যা জুন ২০১৫ শেষে ছিল ১১৫২.৭৩ বিলিয়ন টাকা।

৮.১২ অর্থবছর ১৬-এ ট্রেজারি বন্ডগুলোর ভারীত গড় আয় হার শতকরা ৪.১৯০০ ভাগ থেকে শতকরা ১০.৩৫৪৮ ভাগের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। অর্থবছর ১৬-এর বিজিটিবি

চার্ট ৮.২ অর্থবছর ১৬-এ বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ট্রেজারি বন্ড (বিজিটিবি) এর ভারীত গড় আয় হার

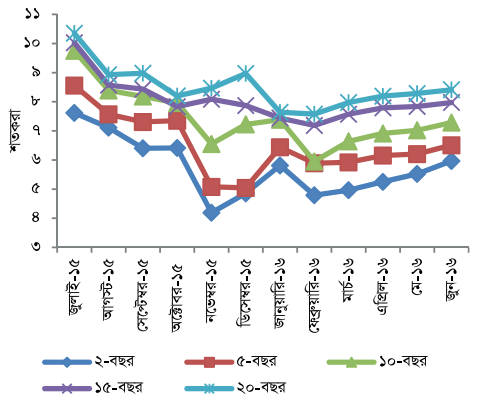

উৎসঃ মনিটারি পলিসি ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

নিলামের ফলাফলসমূহ সারণী ৮.৬ এ দেখানো হলো। অর্থবছর ১৬-এ ট্রেজারি বন্ডের বার্ষিক ভারীত গড় আয় হারের পরিবর্তনের গতির বিবরণ চার্ট ৮.২ এ দেয়া হলো, যা নিম্নমুখী প্রবণতা দেখায়।

৮.১৩ অর্থবছর ১৫-এ ৪১৪.৮১ বিলিয়ন টাকার দরপত্র পাওয়া যায়, যার মধ্যে ১৭০.২৬ বিলিয়ন টাকার দরপত্র গৃহীত হয় যার মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক/পিডি/ পিডি বহির্ভূত ব্যাংকের নিকট ২০.৮৭ বিলিয়ন টাকা ডিভল্বমেন্ট করা হয়। অর্থবছর ১৫-এ ভারীত গড় আয় হার শতকরা ৮.৩৫৯৪ ভাগ থেকে শতকরা ১২.০৯৩৮ ভাগের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল।

বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ইসলামিক ইনভেস্টমেন্ট বন্ড (ইসলামিক বন্ড)

৮.১৪ ইসলামি ব্যাংকিং খাতের সুষম তারল্য ব্যবস্থাপনার জন্য মুদ্রা বাজারের উন্নয়নের লক্ষ্যে ইসলামি ব্যাংকসমূহ ও ব্যক্তিগণের দ্বারা তৈরি তহবিলের বিপরীতে গ্যারান্টি স্বরূপ সরকার বন্ড ইস্যু করে থাকে। প্রকৃতপক্ষে সরকার এ খাত থেকে কোন অর্থ ধার করে না। ইসলামি শরিয়াহ্ ভিত্তিক সঞ্চয়ের হার এবং ইসলামি ব্যাংকের স্থিতিপত্রের সংশ্লিষ্ট সূচকের দ্বারা প্রতিফলিত লাভ বা লোকসানের উপর বন্ডের আয় নির্ভর করে। অর্থবছর ০৫-এ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ইসলামি শরিয়াহ্ভিত্তিক ৬-মাস মেয়াদি বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ইসলামিক ইনভেস্টমেন্ট বন্ড (ইসলামিক বন্ড) প্রচলন করা হয়। নতুন হাতিয়ার হিসেবে ৩-মাস মেয়াদি বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ইসলামিক ইনভেস্টমেন্ট বন্ড (ইসলামিক বন্ড) নামে বন্ডটি ১ জানুয়ারি ২০১৫ থেকে চালু করা হয়। উল্লেখ্য যে, ১-বছর এবং ২-বছর মেয়াদি ইসলামিক বন্ডগুলোর নিলাম ১ জানুয়ারি ২০১৫ থেকে বন্ধ আছে। ইসলামি শরীয়াহ্ মোতাবেক এ সরকারি বন্ড পরিচালিত হয়। নিয়ম অনুসারে, ইসলামি শরিয়াহভিত্তিক ব্যবসার লাভ-লোকসান গ্রহণে সম্মত বাংলাদেশি প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিগণ এবং যে কোন অনিবাসী বাংলাদেশি এ বন্ড ক্রয় করতে পারে। জুন ২০১৬ শেষে উক্ত বন্ডের মোট বিক্রয়ের পরিমাণ দাঁড়ায় ১২২.৯৪ বিলিয়ন টাকা, যেখানে মোট অর্থায়ন ও নিট স্থিতির পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ৩৭.৮০ বিলিয়ন টাকা এবং ৮৫.১৪ বিলিয়ন টাকা। জুন ২০১৫ শেষে উক্ত বন্ডের মোট বিক্রয়ের পরিমাণ ছিল ১৩৫.৮৪ বিলিয়ন টাকা; অপরদিকে মোট অর্থায়ন ও নিট স্থিতির পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ২৫.৪০ বিলিয়ন টাকা এবং ১১০.৪৪ বিলিয়ন টাকা। এ বন্ডের সার্বিক লেনদেনের সারসংক্ষেপ সারণী ৮.৭ এ দেওয়া হলো।

সারণী ৮.৭ বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ইসলামিক বন্ড

(বিলিয়ন টাকা)

বিবরণ	অর্থবছর ১৪	অর্থবছর ১৫	অর্থবছর ১৬
ক) বিক্রয়	১২১.৩৪	১৩৫.৮৪	১২২.৯৪
খ) অর্থায়ন	২৪.৩৭	২৫.৪০	৩৭.৮০
গ) নিট স্থিতি	৯৬.৯৭	১১০.৪৪	৮৫.১৪

উৎস ঃ মতিঝিল অফিস, বাংলাদেশ ব্যাংক।

পুঁজি বাজার

বাংলাদেশে বিনিয়োগ অর্থায়ন

৮.১৫ বিনিয়োগ অর্থায়নে মেয়াদি ঋণের প্রাধান্য উদ্যোক্তাদের নিজস্ব তহবিলের স্বল্পতা ও স্বল্পঝুঁকি নির্দেশ করে, যার সাথে স্বল্পমেয়াদি আমানতের মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদি ঋণের অর্থায়ন থেকে উদ্ভূত তারল্য ঝুঁকিসহ ঋণ প্রদানকারী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর উপর অসামঞ্জস্যপূর্ণভাবে উচ্চমাত্রার ঝুঁকি জড়িত রয়েছে।

৮.১৬ অর্থবছর ১৬-এ ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর মাধ্যমে বিতরণকৃত মেয়াদি শিল্প ঋণের পরিমাণ দাঁড়ায় ৬৫৫.৪ বিলিয়ন টাকা, যা প্রাইভেট প্লেসমেন্ট এবং পাবলিক অফারিং এর মাধ্যমে পুঁজি বাজারে নতুন ইস্যু হতে সংগৃহীত ৪.৩ বিলিয়ন টাকার তুলনায় বহুগুণ বেশি। এটা শিল্পখাতে অর্থায়নের ক্ষেত্রে ব্যাংক থেকে অর্থায়নের অত্যধিক প্রাধান্য নির্দেশ করে।

৮.১৭ ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড (ডিএসই) এর প্রধান মূল্য সূচক এবং বাজার মূলধন জুলাই ২০১৫ থেকে ফেব্রুয়ারি ২০১৬ পর্যন্ত বেশ স্থিতিশীল ছিল। অর্থবছর ১৬ এর ৩য় প্রান্তিকে বাজার নিম্নমুখী ছিল। এপ্রিল ২০১৬ শেষে ডিএসইএক্স এবং বাজার মূলধন হ্রাস পেয়ে যথাক্রমে ৪১৯৫.৭ ও ২৯৯৯.৯ বিলিয়ন টাকা হয়, যা জুন ২০১৬ শেষে হয় যথাক্রমে ৪৫০৭.৬ ও ৩১৮৫.৭ বিলিয়ন টাকা। তবে, কিছু কার্যকর ব্যবস্থা নেয়ার ফলে অর্থবছর ১৬ শেষে পুঁজিবাজার স্থিতিশীল হয়ে ওঠে। পুঁজিবাজারকে ২০১০ সালের পতন থেকে স্থিতিশীল রাখার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক সক্রিয় ভূমিকা পালন করে আসছে।

৮.১৮ ডিএসই "ডিএসই ইনফো" এবং "ডিএসই-মোবাইল" নামে দু'টি অ্যাপ্লিকেশন যথাক্রমে ১৫ নভেম্বর ২০১৫ এবং ৯ মার্চ ২০১৬ তারিখে চালু করে। ৭ এপ্রিল ২০১৬ তারিখে ডিএসই ওয়েবসাইটে "লিস্টেড সিকিউরিটিজ এর হালনাগাদকরণ" একটি পৃষ্ঠা অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং ২৬ মে ২০১৬ তারিখে নিউ বুক বিল্ডিং সফ্টওয়্যার চালু করা হয়। ৩০ জুন ২০১৫ তারিখে ডিএসই (লিস্টিং) রেগুলেশনস, ২০১৫ বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন দ্বারা অনুমোদিত হয় এবং ১২ জুলাই ২০১৫ তারিখে গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়।

অর্থবছর ১৬-এ পুঁজি বাজারের কার্যক্রম

প্রাথমিক ইস্যু

৮.১৯ অর্থবছর ১৬-এ ১১টি নতুন কোম্পানি পুঁজি বাজার হতে ৪.৩ বিলিয়ন টাকার মূলধন সংগ্রহ করে, যা অর্থবছর

১৫-এ ২১টি কোম্পানির মাধ্যমে সংগৃহীত ৭.৩ বিলিয়ন টাকার তুলনায় বেশ কম। অর্থবছর ১৬-এ নতুন ইক্যুইটি ইস্যুর মাধ্যমে সংগৃহীত মূলধনের মধ্যে ০.৮ বিলিয়ন টাকা প্রাইভেট প্লেসমেন্ট ও ৩.৫ বিলিয়ন টাকা পাবলিক অফারিং এর মাধ্যমে সংগৃহীত হয়। অর্থবছর ১৫-এ প্রাইভেট প্লেসমেন্ট ও পাবলিক অফারিং এর মাধ্যমে যথাক্রমে ১.৭ বিলিয়ন এবং ৫.৬ বিলিয়ন টাকা সংগৃহীত হয়েছিল।

৮.২০ অর্থবছর ১৬-এ পাবলিক অফারিং এর বিপরীতে ষোলোগুণেরও বেশি টাকার আবেদন জমা পড়ে যা প্রাইমারি বাজারে নতুন ইস্যুকৃত সিকিউরিটিজ এর স্বল্পতার ইঙ্গিত দেয়। অর্থবছর ১৬-এ ১০৯টি কোম্পানি তাদের লভ্যাংশে রক্ষিত টাকার বিপরীতে মোট ২২.৭ বিলিয়ন টাকার বোনাস শেয়ার ইস্যু করে যা অর্থবছর ১৫-এর ১৩০টি কোম্পানির ইস্যুকৃত ২৬.৬ বিলিয়ন টাকার তুলনায় কম। অপরদিকে, অর্থবছর ১৬-এ ২টি কোম্পানি মোট ২.২ বিলিয়ন টাকার রাইট শেয়ার ইস্যু করে যা অর্থবছর ১৫-এর ৫টি কোম্পানির ইস্যুকৃত ৬.০ বিলিয়ন টাকার তুলনায় কম।

সেকেন্ডারি বাজার কার্যক্রম

৮.২১ অর্থবছর ১৬ শেষে বাজার মূলধনের শতকরা হিসেবে ম্যানুফ্যাকচারিং খাত প্রাধান্য বিস্তার করে যার অবদান হল শতকরা ৪২.৬১ ভাগ, এর পর ক্রমান্বয়ে সার্ভিসেস ও বিবিধ (শতকরা ৩২.৫৮ ভাগ), আর্থিক খাত (শতকরা ২৪.৫৯ ভাগ), এবং কর্পোরেট বন্ড (শতকরা ০.২২ ভাগ)-এর অবদান রয়েছে। অর্থবছর ১৬ শেষে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের নতুন ইস্যুসহ মোট বাজার মূলধনের পরিমাণ অর্থবছর ১৫-এর ৩২৪৭.৩ বিলিয়ন টাকার তুলনায় শতকরা ১.৯ ভাগ হ্রাস পেয়ে ৩১৮৫.৭ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায় যা মোট দেশজ উৎপাদনের (চলতি বাজার মূল্যে) শতকরা ১৮.৪ ভাগ (চার্ট ৮.৩)। অর্থবছর ১৬ শেষে চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জে এ বাজার মূলধনের পরিমাণ অর্থবছর ১৫-এর তুলনায় শতকরা ৩.২ ভাগ হ্রাস পেয়ে ২৫০৬.১ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়, যা মোট দেশজ উৎপাদনের শতকরা ১৪.৫ ভাগ। অর্থবছর ১৬-এ ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে ডিএসই ব্রড ইনডেক্স ও চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের সেকেন্ডারি বাজারে মোট সিকিউরিটিজ লেনদেনের পরিমাণ বিগত অর্থবছরের তুলনায় যথাক্রমে শতকরা ৪.৫ ও ১৯.১ ভাগ হ্রাস পায়। অর্থবছর ১৬-এ ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে ডিএসই ব্রড ইনডেক্স ও চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের সকল শেয়ারের মূল্য সূচক বিগত অর্থবছরের তুলনায় যথাক্রমে শতকরা ১.৬ ভাগ ও শতকরা ২.১ ভাগ হ্রাস পেয়ে ৪৫০৭.৬ ও ১৩৮০২.৬-এ দাঁড়ায় (সারণী ৮.৯ ও ৮.১০)।

সারণী ৮.৮ ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) এর কার্যক্রম

বিবরণ	জুন শেষে		
	অর্থবছর ১৪	অর্থবছর ১৫	অর্থবছর ১৬
ক) তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজ এর সংখ্যা*	৫৩৬	৫৫৫	৫৫৯
খ) ইস্যুকৃত ইক্যুইটি এবং ঋণ* (বিলিয়ন টাকা)	১০৩২.১	১০৯২.০	১১২৭.৪
গ) প্রাইভেট প্লেসমেন্ট এবং পাবলিক অফারিং এর মাধ্যমে নতুন ইক্যুইটি (বিলিয়ন টাকা)	৬.৬	৭.৩	৪.৩
ঘ) বাজার মূলধন (বিলিয়ন টাকা)	২৯৪৩.২	৩২৪৭.৩	৩১৮৫.৭
ঙ) লেনদেন পরিমাণ (বিলিয়ন টাকা)	১১২৫.৪	১১২৩.৫	১০৭২.৫
চ) লেনদেন সংখ্যা (বিলিয়ন)	২৪.৩	২৬.৬	২৯.০
ছ) ব্রড ইনডেক্স (DSEX)@	৪৪৮০.৫	৪৫৮৩.১	৪৫০৭.৬

* কোম্পানি, মিউচুয়াল ফান্ড, ডিবেঞ্চার এবং ট্রেজারি বন্ডসহ।
@ DSE ২৮ জানুয়ারি ২০১৩ তারিখে S & P Dow Jones কর্তৃক প্রণয়নকৃত গাইডলাইন অনুযায়ী বেঞ্চমার্ক DSE ব্রড ইনডেক্স (DSEX) চালু করে। ১ আগস্ট ২০১৩ তারিখ থেকে বাজার হতে DSE সাধারণ সূচক বাতিল করা হয়।
উৎসঃ ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ।

সারণী ৮.৯ চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ (সিএসই) এর কার্যক্রম

বিবরণ	জুন শেষে		
	অর্থবছর ১৪	অর্থবছর ১৫	অর্থবছর ১৬
ক) তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজ এর সংখ্যা*	২৭৬	২৯২	২৯৮
খ) ইস্যুকৃত ইক্যুইটি এবং ঋণ (বিলিয়ন টাকা)	৪৭০.৭	৫২৯.৮	৫৬৬.১
গ) বাজার মূলধন (বিলিয়ন টাকা)	২২৮৬.৭	২৫৮৮.১	২৫০৬.১
ঘ) লেনদেন-পরিমাণ (বিলিয়ন টাকা)	১০২.২	৯৬.৫	৭৮.১
ঙ) লেনদেন - সংখ্যা (বিলিয়ন)	২.৭	২.৭	২.৫
চ) সার্বিক শেয়ার মূল্যসূচক	১৩৭৬৬.২	১৪০৯৭.২	১৩৮০২.৬

* কোম্পানি, মিউচুয়াল ফান্ড এবং ডিবেঞ্চারসহ।
উৎস ঃ চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ।

চার্ট ৮.৩ ডিএসই এর বাজার কার্যক্রমের গতিধারা

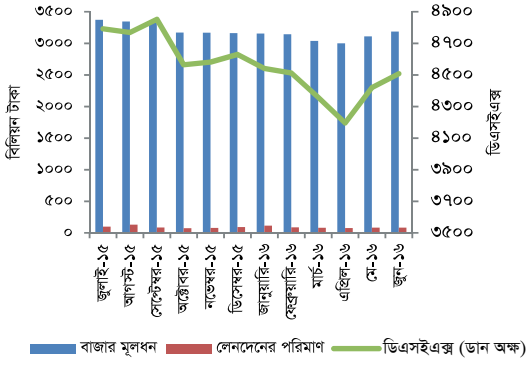

উৎসঃ ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ।

অনিবাসী পোর্টফোলিও বিনিয়োগ

৮.২২ অর্থবছর ১৬-এ অনিবাসী বিনিয়োগকারীগণ কর্তৃক অনিবাসী বিনিয়োগকারী টাকা হিসাব (NITA)-এর মাধ্যমে বাংলাদেশের স্টক এক্সচেঞ্জের শেয়ার/সিকিউরিটিজে বিনিয়োগের মোট আন্তঃপ্রবাহের পরিমাণ অর্থবছর ১৫-এর ৪৭.৮ বিলিয়ন টাকা থেকে কমে দাঁড়ায় ৪৪.৮ বিলিয়ন টাকায়। শেয়ার/সিকিউরিটিজ বিক্রয়লব্ধ অর্থ বিদেশে প্রত্যাবাসনের মোট অর্থের পরিমাণ অর্থবছর ১৫-এর ২৮.৬ বিলিয়ন টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ১৬-এ ৫২.৪ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। শুরু (এপ্রিল ১৯৯২) থেকে জুন ২০১৬ পর্যন্ত বিনিয়োগের মোট আন্তঃপ্রবাহের পরিমাণ দাঁড়ায় ২২১.৩ বিলিয়ন টাকা, এর বিপরীতে বিদেশে প্রত্যাবাসিত বিক্রয়লব্ধ অর্থের মোট পরিমাণ দাঁড়ায় ১৭০.৫ বিলিয়ন টাকা।

আইসিবি কার্যক্রম

৮.২৩ দেশে দ্রুত শিল্পায়ন এবং সুসংহত ও সক্রিয় মূলধন বাজার পুনর্গঠন, বিশেষ করে দেশের সিকিউরিটিজ বাজার উন্নয়নের প্রেক্ষাপটে ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি) প্রতিষ্ঠিত হয়। আইসিবি ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট লিঃ (আইসিএমএল), আইসিবি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিঃ (আইএএমসিএল) এবং আইসিবি সিকিউরিটিজ ট্রেডিং কোম্পানি লিঃ (আইএসটিসিএল) নামে তিনটি সাবসিডিয়ারি কোম্পানি প্রতিষ্ঠা ও কার্যক্রমের মাধ্যমে আইসিবি'র মূলধন বাজার উন্নয়ন কর্মসূচি কার্যক্রমের পরিসর বৃদ্ধি করা হয়েছে।

৮.২৪ অর্থবছর ১৬-এ বিনিয়োগকারীদের হিসাবের বিপরীতে নিট বিনিয়োগের পরিমাণ দাঁড়ায় ৬.৩ বিলিয়ন টাকা এবং এর বিপরীতে আমানতের পরিমাণ দাঁড়ায় ০.৪ বিলিয়ন টাকা। আইসিবি'র অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিঃ (আইএসটিসিএল) দেশের দ্রুত সম্প্রসারিত অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানিগুলোর অন্যতম প্রতিষ্ঠান হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। জুন ২০১৬ শেষে কোম্পানিটি ১০টি ক্লোজড এন্ড ও ৬টি ওপেন-এন্ড মিউচুয়াল ফান্ড পুঁজি বাজারে নিয়ে আসে। এছাড়া, কোম্পানিটি বিভিন্ন প্রকারের মিউচুয়াল ফান্ড (নিয়মিত এবং বিশেষ ধরনের) পুঁজি বাজারে নিয়ে আসে। এ কোম্পানির ১৬টি মিউচুয়াল ফান্ডের পোর্টফোলিও-তে নিট বিনিয়োগের পরিমাণ দাঁড়ায় ১৪.২ বিলিয়ন টাকা।

সারণী ৮.১০ অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যের প্রকারভেদে তফসিলি ব্যাংকগুলোর আগাম

(বিলিয়ন টাকা)

খাত	জুন শেষে		
	অর্থবছর ১৫	অর্থবছর ১৬[সা]	পরিবর্তন (%)
কৃষি, বন ও মৎস্য	২৯৪.৫	৩৪৭.৫	১৮.০
শিল্প	৯৫৫.১	১০৮৭.০	১৩.৮
চলতি মূলধনের জন্য অর্থ যোগান	৯৮৮.৩	১২৬৫.৫	২৮.১
নির্মাণ	৪৪০.৩	৫৪০.৭	২২.৮
পরিবহন ও যোগাযোগ	৪০.৬	৪৬.২	১৩.৮
ব্যবসা	১৯৫৬.৭	২২১৫.৩	১৩.২
অন্যান্য	৬৮৬.১	৭১০.৮	৩.৬
মোট	**৫৩৬১.৫**	**৬২১৩.১**	**১৫.৯**

[সা] সাময়িক
উৎসঃ পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

৮.২৫ আইসিবি'র সিকিউরিটিজ ট্রেডিং সাবসিডিয়ারি কোম্পানি (আইএসটিসিএল) দেশের একটি একক বৃহত্তম স্টক ব্রোকার হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে এবং অর্থবছর ১৬-এ মোট ১১৪.৫ বিলিয়ন টাকার লেনদেন করে, যা ঢাকা ও চট্টগ্রাম উভয় স্টক এক্সচেঞ্জের মোট লেনদেনের শতকরা ৯.৯ ভাগ। মূল আইসিবি অর্থবছর ১৬-এ ৩.৮ বিলিয়ন টাকা মূল্যের ইউনিট সার্টিফিকেট বিক্রয় করে, এর বিপরীতে ১.০ বিলিয়ন টাকা মূল্যের ইউনিট সার্টিফিকেট পুনঃক্রয় করে। আলোচ্য অর্থবছরে আইসিবি ১.২ বিলিয়ন টাকার আমানত গ্রহণ করে এবং বিনিয়োগকারীদের বিনিয়োগ হিসাবের বিপরীতে ৯.২ বিলিয়ন টাকার ঋণ অনুমোদন করে। আলোচ্য অর্থবছরে আইসিবি মোট ৩১.১ বিলিয়ন টাকার বিনিয়োগ অঙ্গীকার করে, যার মধ্যে ইক্যুইটিতে বিনিয়োগ ০.৮ বিলিয়ন টাকা এবং ডিবেঞ্চার ক্রয় ১.২ বিলিয়ন টাকা। অর্থবছর ১৫-এ আইসিবি মোট ২৭.২ বিলিয়ন টাকার বিনিয়োগ অঙ্গীকার করেছিল।

পুঁজি বাজারে তফসিলি ব্যাংকগুলোর বিনিয়োগ

৮.২৬ বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ইসলামিক ইনভেস্টমেন্ট বন্ড ব্যতীত তফসিলি ব্যাংকগুলোর পুঁজি বাজারের সিকিউরিটিজে (ইক্যুইটি ও ডিবেঞ্চার হিসেবে) বাংলাদেশ জুন ২০১৬ শেষে মোট বিনিয়োগের পরিমাণ দাঁড়ায় ২৩৮.৬ বিলিয়ন টাকা, জুন ২০১৫ শেষে যার পরিমাণ ছিল ২০২.১ বিলিয়ন টাকা। শেয়ার ও সিকিউরিটিজ এর বিপরীতে তফসিলি ব্যাংকগুলোর আগামের স্থিতি জুন ২০১৬ শেষে দাঁড়ায় ৩৯.৭ বিলিয়ন টাকা, যা জুন ২০১৫ শেষে ছিল ৩০.৪ বিলিয়ন টাকা।

পুঁজি বাজার উন্নয়নে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ

৮.২৭ পুঁজি বাজারে বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ সুরক্ষা করা এবং এর সার্বিক কার্যক্রম জোরদারকরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি) অর্থবছর ১৬-এ বেশকিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে ঃ

- ক্লোজড-এন্ড মিউচুয়াল ফান্ড হতে ওপেন-এন্ড মিউচুয়াল ফান্ডে পরিবর্তনের জন্য গাইডলাইন ৮ জুলাই ২০১৫ তারিখে প্রণয়ন করা হয়;
- বিএসইসি পুঁজিবাজার সম্পর্কে প্রশিক্ষণের লক্ষ্যে ১৭ নভেম্বর ২০১৫ তারিখে তার নিজস্ব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করে;
- বিএসইসি মহিলা বিনিয়োগকারীদের জন্য আলাদা শিক্ষা কার্যক্রম গ্রহণ করেছে;
- বিগত ২২ নভেম্বর ২০১৫ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে বিএসইসি এবং সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অব ইন্ডিয়ার মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা ও কারিগরি সহায়তা সংক্রান্ত একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়;
- মূল্য সংবেদনশীল তথ্য প্রকাশের আদেশ সম্বলিত গেজেট ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ তারিখে প্রকাশিত হয়;
- ফাইন্যান্সিয়াল ডেরিভেটিভস ইস্যু সংক্রান্ত একটি গাইডলাইন ২০ জুন ২০১৬ তারিখে জারি করা হয়;
- বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (এক্সচেঞ্জ ট্রেডেড ফান্ড) বিধিমালা, ২০১৬ জারি।

ঋণ বাজার

অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যের প্রকারভেদে তফসিলি ব্যাংকগুলোর আগাম

৮.২৮ অর্থবছর ১৬-এ অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যের প্রকারভেদে তফসিলি ব্যাংকগুলোর সকল আগামের ক্ষেত্রে ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় (সারণী ৮.১০)। জুন ২০১৬ শেষে অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যের প্রকারভেদে তফসিলি ব্যাংকগুলোর মোট আগামের পরিমাণ ৬২১৩.১ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়, যা জুন ২০১৫ শেষের ৫৩৬১.৫ বিলিয়ন টাকার তুলনায় শতকরা ১৫.৯ ভাগ বেশি। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যের প্রকারভেদে তফসিলি ব্যাংকগুলোর আগাম প্রদানের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। অর্থবছর ১৫-এর তুলনায় অর্থবছর ১৬-এ মোট আগামের মধ্যে চলতি মূলধনে অর্থায়ন খাতে আগাম উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পায় যা পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় শতকরা ২৮.১ ভাগ বেশি। আলোচ্য বছরে বিভিন্ন খাতে আগামের প্রবৃদ্ধি ছিলঃ নির্মাণ খাত শতকরা ২২.৮ ভাগ, পরিবহন ও যোগাযোগ খাত শতকরা ১৩.৮ ভাগ, কৃষি, বন ও মৎস্য খাত শতকরা ১৮.০ ভাগ, ব্যবসা খাত শতকরা ১৩.২ ভাগ, শিল্প খাত শতকরা ১৩.৮ ভাগ এবং অন্যান্য খাতে শতকরা ৩.৬ ভাগ।

৮.২৯ অর্থবছর ১৬-এ মোট আগামের খাতভিত্তিক অবদানের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, ব্যবসা খাতের (শতকরা ৩৬.০ ভাগ) ভূমিকা সর্বাগ্রে। তারপর রয়েছে চলতি মূলধনে অর্থায়ন (শতকরা ২১.০ ভাগ), শিল্প খাত (শতকরা ১৭.০ ভাগ), নির্মাণ খাত (শতকরা ৯.০ ভাগ), কৃষি, বন ও মৎস্যখাত (শতকরা ৫.০ ভাগ), পরিবহন ও যোগাযোগ

সারণী ৮.১১ ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর মেয়াদি শিল্প ঋণ

(বিলিয়ন টাকা)

ঋণপ্রদানকারী ব্যাংক/ প্রতিষ্ঠান	বিতরণ		আদায়		স্থিতি		মেয়াদোত্তীর্ণ		মোট স্থিতির মধ্যে মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণের শতকরা হার	
	অর্থবছর ১৫	অর্থবছর ১৬	অর্থবছর ১৫	অর্থবছর ১৬	অর্থবছর ১৫	অর্থবছর ১৬	অর্থবছর ১৫	অর্থবছর ১৬	অর্থবছর ১৫	অর্থবছর ১৬
রাষ্ট্র মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক	৩০.৮	২৯.৩	২৩.০	২৫.৩	২২৫.৬	২৫৩.৩	৩৭.৫	৪৭.৬	১৬.৬	১৮.৮
বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক	৪৬২.৯	৪৯৬.৮	৩৫৭.৭	৩৫৩.৫	৭৭৪.০	৯১৭.২	৬৮.৫	৯৫.৬	৮.৯	১০.৪
বিদেশি ব্যাংক	১৬.৩	২২.০	১৮.৮	২২.৫	১৭.৮	৩০.৭	২.৩	৩.৫	১৩.২	১১.৫
রাষ্ট্র মালিকানাধীন বিশেষায়িত ব্যাংক (বিকেবি, রাকাব)	১০.৫	৭.৬	২৩.৮	১৭.৪	৪৯.৮	৬৫.৭	২৭.৯	৩০.২	৫৬.০	৪৬.০
আর্থিক প্রতিষ্ঠান	৭৭.৩	৯৯.৭	৫২.১	৬৩.৬	১৬৪.৩	১৯৪.২	১২.০	২০.০	৭.৩	১০.৩
মোট	**৫৯৭.৮**	**৬৫৫.৪**	**৪৭৫.৪**	**৪৮২.৩**	**১২৩১.৪**	**১৪৬১.০**	**১৪৮.২**	**১৯৬.৯**	**১২.০**	**১৩.৫**

উৎস ঃ এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

খাত (শতকরা ১.০ ভাগ) এবং অন্যান্য খাত (শতকরা ১১.০ ভাগ)। অর্থবছর ১৬-এ তফসিলি ব্যাংকগুলোর মোট আগামের অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যভিত্তিক অবদান চার্ট ৮.৪ এ দেখানো হলো।

ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর মেয়াদি শিল্প ঋণ

৮.৩০ অর্থবছর ১৬-এ ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর মেয়াদি শিল্প ঋণ বিতরণ শতকরা ৯.৬ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ৬৫৫.৪ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। অন্যদিকে, আদায়ের পরিমাণ শতকরা ১.৪ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ৪৮২.৩ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। জুন ২০১৬ শেষে ঋণের স্থিতি শতকরা ১৮.৬ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ১৪৬১.০ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। অর্থবছর ১৬-এ মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণ শতকরা ৩২.৯ ভাগ বৃদ্ধি পায় এবং মোট ঋণ স্থিতির শতকরা হিসেবে মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণ বৃদ্ধি পেয়ে ১৩.৫ ভাগে দাঁড়ায় (সারণী-৮.১১)।

৮.৩১ জুন ২০১৬ শেষে ১৪৬১.০ বিলিয়ন টাকার মোট মেয়াদি শিল্প ঋণের স্থিতির মধ্যে বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর অংশ ছিল শতকরা ৬২.৮ ভাগ, যা মেয়াদি শিল্প ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে তাদের মুখ্য ভূমিকা নির্দেশ করে (সারণী ৮.১১ এবং চার্ট ৮.৫)। মোট স্থিতিতে ছয়টি রাষ্ট্র মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক ও দুইটি বিশেষায়িত ব্যাংকের অবদান ছিল শতকরা ২১.৮ ভাগ। তবে, মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণের পরিমাণ বেশি থাকায় বর্তমানে ঋণদানে তাদের প্রকৃত ভূমিকাও গৌণ। এ ব্যাংকগুলো অর্থবছর ১৬-এ মাত্র ৩৬.৯ বিলিয়ন টাকা (শতকরা ৫.৬ ভাগ) ঋণ বিতরণ করে, যেখানে সবগুলো ব্যাংকের সর্বমোট বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ ছিল ৬৫৫.৪ বিলিয়ন টাকা। জুন ২০১৬ শেষে মেয়াদি শিল্প ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর অবদান সবচেয়ে বেশি (৪৯৬.৮ বিলিয়ন টাকা), এর পরবর্তী অবস্থানে রয়েছে যথাক্রমে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ (৯৯.৭ বিলিয়ন টাকা), রাষ্ট্র মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ (২৯.৩ বিলিয়ন টাকা), বিদেশি ব্যাংক (২২.০ বিলিয়ন টাকা) এবং দু'টি রাষ্ট্র মালিকানাধীন বিশেষায়িত ব্যাংক (৭.৬ বিলিয়ন টাকা)।

৮.৩২ জুন ২০১৬ শেষে আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণের পরিমাণ ছিল খুবই কম (মোট স্থিতির শতকরা ১০.৩ ভাগ)। বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো এবং বিদেশি ব্যাংকগুলোর মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণের পরিমাণও তুলনামূলকভাবে কম (যথাক্রমে মোট স্থিতির শতকরা ১০.৪ ভাগ এবং ১১.৫ ভাগ)। জুন ২০১৬ শেষে রাষ্ট্র মালিকানাধীন বিশেষায়িত ব্যাংক এবং রাষ্ট্র মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণের পরিমাণ ছিল অনেক বেশি (যথাক্রমে মোট স্থিতির শতকরা ৪৬.০ এবং ১৮.৮ ভাগ)। বিকেবি এবং রাকাব মূলত কৃষি খাতে ঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান হওয়ায় মেয়াদি শিল্প ঋণের ক্ষেত্রে এদের ভূমিকা খুবই নগণ্য।

চার্ট ৮.৪ মোট আগামের খাতভিত্তিক অবদানঃ অর্থবছর ১৬

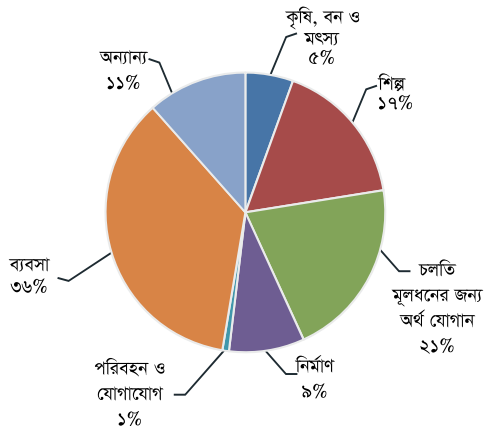

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক।

চার্ট ৮.৫ ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর শিল্প খাতে মেয়াদি ঋণঃ অর্থবছর ১৬

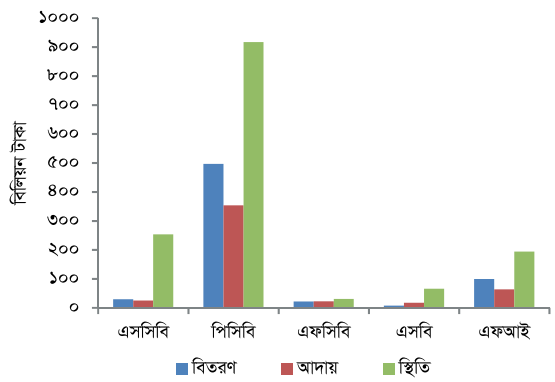

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক।

ইনভেস্টমেন্ট প্রমোশন এন্ড ফাইন্যান্সিং ফ্যাসিলিটি (আইপিএফএফ)

৮.৩৩ "ইনভেস্টমেন্ট প্রমোশন এন্ড ফাইন্যান্সিং ফ্যাসিলিটি (আইপিএফএফ)" প্রকল্পটি অনলেন্ডিং ভিত্তিক কারিগরি সহায়তা (TA) প্রকল্প, যা স্থানীয় আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সামর্থ্যের বাইরে অবকাঠামো ও অন্যান্য বিনিয়োগ প্রকল্পগুলোতে দীর্ঘমেয়াদি অর্থ প্রদানের মাধ্যমে আর্থিক বাজারের সম্পদ সম্পূরণ করছে। মূলধন প্রকল্প বিশেষ করে অবকাঠামো উন্নয়নে বেসরকারি খাতের উদ্যোক্তাদের এগিয়ে আনতে এটি কাজ করে। সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগের পক্ষে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রশাসনিক চুক্তি অনুযায়ী দুটি পর্যায়ে এ প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে।

৮.৩৪ আইপিএফএফ এর আওতায় সরকার অনুমোদিত বেসরকারি অবকাঠামোগত উন্নয়ন প্রকল্পগুলো যা সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগের (পিপিপি) ভিত্তিতে বাস্তবায়িত হবে, সেগুলোতে নির্বাচিত অংশগ্রহণকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠানের (পিএফআই) মাধ্যমে আইপিএফএফ এর আওতায় অর্থসংস্থান করা হচ্ছে। আইপিএফএফ এর আওতায় অর্থসংস্থানের জন্য যোগ্য খাতগুলো হলো অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প, বিদ্যুৎ, সেবা, শিল্প এবং সামাজিক খাত। দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রকল্পের মুখ্য বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে একটি হলো প্রকল্পের আওতায় যে কোন অনুমোদিত প্রকল্পের মোট ব্যয়ের শতকরা ২৫ ভাগ উদ্যোক্তার নিজস্ব তহবিল থেকে ব্যয় করতে হবে এবং প্রকল্প ব্যয়ের কমপক্ষে শতকরা ১৫ ভাগ পিএফআই ব্যয় করবে। অবশিষ্ট শতকরা ৬০.০ ভাগ আইপিএফএফ ফান্ড থেকে অর্থায়ন করা হবে। পিএফআই গুলোই ঋণ যোগানে উদ্ভূত সকল বাণিজ্যিক ঝুঁকি বহন করবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। চুক্তি অনুযায়ী প্রকল্পটির জানুয়ারি ২০০৭ থেকে ডিসেম্বর ২০১১ পর্যন্ত পাঁচ বছর মেয়াদকালে মোট খরচ ছিল ৬০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। আইপিএফএফ প্রকল্পটির প্রথম চার বছরের মধ্যে এর অনলেন্ডিং কম্পোনেন্ট-এর শতভাগ বিতরণ করে যার ফলে আরও অতিরিক্ত ৩০৭.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (আইডিএ ২৫৭.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং বাংলাদেশ সরকার ৫০.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার) অনুমোদন করে প্রকল্পের মেয়াদ ডিসেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়েছে।

৮.৩৫ আইপিএফএফ মোট তহবিলের ১০০ শতাংশ (৪.২ বিলিয়ন টাকা বা ৬১.৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার) অর্থ ছাড় করতে সমর্থ হয়েছে, যা প্রকল্পের অনলেন্ডিং কম্পোনেন্ট হিসেবে রাখা হয়েছিল এবং তা থেকে প্রকল্প মেয়াদের ৪র্থ বছরের প্রথম ধাপের মধ্যে ১৭৮ মেগাওয়াট ধারণক্ষমতা সম্পন্ন ৭টি পাওয়ার প্লান্ট-এ অর্থায়নের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। আইপিএফএফ-এর আওতায় সবগুলো পাওয়ার প্লান্ট থেকে জাতীয় গ্রিডে বিদ্যুৎ সরবরাহ হচ্ছে। দ্বিতীয় ধাপে জুন ২০১৬ পর্যন্ত ২১৮.৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিতরণ করা হয়েছে, যা ৪১১ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন ৫টি পাওয়ার প্লান্ট, ১টি ইনল্যান্ড কনটেইনার ডিপো, সারাদেশে অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল স্থাপনের একটি প্রকল্প, একটি জেটি প্রকল্প এবং ৩টি পানি শোধনাগার নির্মাণে প্রদান করা হয়েছে।

সারণী ৮.১২ গৃহায়ন খাতে ঋণের স্থিতি

(বিলিয়ন টাকা)

ঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলো	মোট স্থিতি (জুন শেষে)		
	অর্থবছর ১৪	অর্থবছর ১৫	অর্থবছর ১৬
ক) গৃহায়ন অর্থায়নে বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠানগুলো	৫৯.৩	৬৩.৬	৭০.৪
১। এইচবিএফসি	২৯.৭	৩০.৩	৩০.১
২। ডেল্টা-ব্র্যাক হাউজিং ফাইন্যান্স	২৬.৪	২৮.৭	৩৩.৪
৩। ন্যাশনাল হাউজিংফাইন্যান্স	৩.২	৪.৬	৬.৯
খ) ব্যাংকগুলো	৩৫৮.০	৩৯২.০	৪৫০.৭
১। বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক	২৩১.৮	২৬২.৩	৩১২.৮
২। রাষ্ট্র মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক	৯৫.৬	১০৮.৭	১১৬.৯
৩। অন্যান্য ব্যাংক	৩০.৬	২১.০	২১.০
গ) অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান	২৩.২	৩০.৮	৪২.৯
ঘ) ক্ষুদ্র ঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান			
গ্রামীণ ব্যাংক	০.০৪	০.০২	০.০৭
মোট	**৪৪০.৫**	**৪৮৬.৪**	**৫৬৪.১**

সা সাময়িক।
উৎসঃ আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও বাজার বিভাগ, পরিসংখ্যান বিভাগ,বাংলাদেশ ব্যাংক এবং গ্রামীণ ব্যাংক।

ইক্যুইটি এন্ড এন্টারপ্র্যানারশীপ ফান্ড (ইইএফ)

৮.৩৬ ঝুঁকিপূর্ণ কিন্তু উদীয়মান কৃষিভিত্তিক/খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং তথ্য প্রযুক্তি খাতে বিনিয়োগকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার বাজেট বরাদ্দের মাধ্যমে প্রদত্ত ১.০ বিলিয়ন টাকার তহবিল নিয়ে অর্থবছর ০১-এ ইক্যুইটি এন্ড এন্টারপ্র্যানারশীপ তহবিল (ইইএফ) গঠন করে। ১ জুন ২০০৯ তারিখে বাংলাদেশ ব্যাংক ও আইসিবির মধ্যে ইইএফ এর পরিচালনামূলক কার্যক্রম হস্তান্তরের একটি চুক্তি সম্পাদিত হয়। এ চুক্তির আওতায় আইসিবি এখন ইইএফ এর পরিচালনামূলক কার্যক্রম সম্পাদন করছে, যেখানে বাংলাদেশ ব্যাংকের ইইএফ ইউনিট নীতি নির্ধারণ, তহবিল পরিচালনা ও কার্যক্রম পরিবীক্ষণ সংক্রান্ত কাজ করছে।

৮.৩৭ এ পর্যন্ত জাতীয় বাজেট থেকে মোট ৩০.০ বিলিয়ন টাকা বরাদ্দের বিপরীতে সরকার বিভিন্ন অর্থবছরে ২০.৩ বিলিয়ন টাকা ছাড় করেছে। শুরু থেকে ৩০ জুন ২০১৬ পর্যন্ত সর্বমোট ৭৩.২ বিলিয়ন টাকা ব্যয় সম্বলিত ১৯১৫টি (১৭৯৪টি কৃষিভিত্তিক/ খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং ১২১টি আইটি) প্রকল্পে বিভিন্ন ধাপে ইইএফ মঞ্জুরি দেয়া হয়েছে। জুন ২০১৬ শেষে ইইএফ সরকার থেকে প্রকল্পের অনুকূলে ২০.৩ বিলিয়ন টাকা মঞ্জুরির বিপরীতে পুঞ্জীভূত ইক্যুইটি ঋণ বিতরণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১৩.০ বিলিয়ন টাকা। এ পর্যন্ত ১৭৫টি ইইএফ সহায়তাপ্রাপ্ত কোম্পানি ২.২ বিলিয়ন টাকা আংশিক অথবা সম্পূর্ণ শেয়ার-বাই-ব্যাক সুবিধা গ্রহণ করেছে। ইইএফ সহায়তা প্রাপ্ত প্রকল্প ৪৬০০০ জনের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করেছে। ইইএফ এর সহায়তাপ্রাপ্ত আইসিটি প্রকল্প কর্তৃক প্রস্তুতকৃত বিশ্বমানের সফ্‌টওয়্যার এখন দেশব্যাপী ব্যবহৃত হচ্ছে এবং এগুলো রপ্তানিও হচ্ছে। কৃষিভিত্তিক ইইএফ সহায়তাপ্রাপ্ত প্রকল্পগুলো পল্লি অবকাঠামো উন্নয়নেও অবদান রাখছে।

গৃহ নির্মাণ অর্থসংস্থান

৮.৩৮ জুন ২০১৬ শেষে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর গৃহায়ন ঋণের স্থিতি দাঁড়ায় ৫৬২.৯ বিলিয়ন টাকা (সারণী ৮.১২), যা বেসরকারি খাতে ঋণের শতকরা ৯.১ ভাগ।

৮.৩৯ সাম্প্রতিক বছরগুলোতে মোট গৃহায়ন ঋণ পোর্টফোলিও-এর ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। মোট গৃহায়ন ঋণের মধ্যে বেসরকারি ব্যাংকগুলো তাদের বিশাল আমানত সংগ্রহের মাধ্যমে গৃহায়ন ঋণ পোর্টফোলিও সম্প্রসারণ করছে এবং জুন ২০১৬ শেষে ৩০৯.২ বিলিয়ন টাকা ঋণ স্থিতি নিয়ে বাজারে প্রাধান্য বজায় রেখেছে (সারণী ৮.১২)। এ খাতে রাষ্ট্র মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর অবস্থান দ্বিতীয়; জুন ২০১৬ শেষে তাদের ঋণের স্থিতি দাঁড়ায় ১১৯.৩ বিলিয়ন টাকা এবং অন্য ব্যাংকগুলোর ঋণের স্থিতি দাঁড়ায় ২১.০ বিলিয়ন টাকা। এ ছাড়া, গৃহ নির্মাণে বিশেষায়িত বেসরকারি খাতের ২টি ঋণপ্রদানকারী সংস্থাও ধীরে ধীরে শক্তিশালী অবস্থান তৈরি করছে। তারা কিছু চুক্তিভিত্তিক আমানত স্কিমসহ দীর্ঘমেয়াদি আমানতের ভিত্তিতে ঋণদান কার্যক্রমে অর্থায়ন করে আসছে।

৮.৪০ জুন ২০১৬ শেষে রাষ্ট্র মালিকানাধীন হাউজ বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন (এইচবিএফসি) এর গৃহ নির্মাণ ঋণ স্থিতি দাঁড়ায় ৩০.১ বিলিয়ন টাকায়। এ প্রতিষ্ঠানের

চার্ট ৮.৬ টাকা-ডলার বিনিময় হারঃ অর্থবছর ১৬

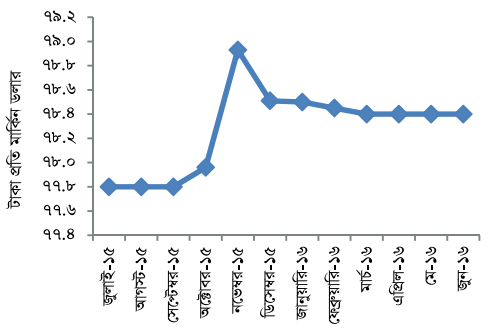

উৎসঃ মনিটারি পলিসি ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

তহবিলের উৎস হচ্ছে সরকার পরিশোধিত মূলধন ও সরকারি গ্যারান্টির বিপরীতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নিকট বিক্রয়কৃত সুদবাহী ঋণপত্র বা ডিবেঞ্চার। এইচবিএফসি সাম্প্রতিক বছরগুলোতে দ্বিতীয় উৎস থেকে তহবিল পাচ্ছে না। অতীতে এইচবিএফসি স্বল্প সুদবাহী ডিবেঞ্চার ইস্যু করে তা রাষ্ট্র মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক ও বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট বিক্রয়ের মাধ্যমে তহবিল সংগ্রহ করে গৃহায়ন ঋণে অর্থায়ন করত। পরিচালন ব্যয় ও ঘাটতি অর্থায়ন ব্যয় মিটানোর পর ইতিপূর্বে প্রদত্ত ঋণের আদায়কৃত তহবিলের মাধ্যমে এর নতুন ঋণ প্রদান কার্যক্রমও সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে। ফলে এইচবিএফসি এর নতুন ঋণদান কার্যক্রম সীমিত হয়ে পড়ে। এইচবিএফসি অর্থবছর ১৫ এবং অর্থবছর ১৬-এ যথাক্রমে ৪.৮ বিলিয়ন টাকা ও ৫.২ বিলিয়ন টাকা আদায়ের বিপরীতে যথাক্রমে ২.৭ বিলিয়ন টাকা এবং ২.৫ বিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করেছে।

৮.৪১ সরকার কর্তৃক সৃষ্ট গৃহায়ন তহবিল এনজিও-গুলোকে শতকরা ১.৫ ভাগ সরল সুদে গৃহ নির্মাণ ঋণ বিতরণে অর্থায়ন করে থাকে, যারা পল্লি এলাকায় ক্ষুদ্র ঋণগ্রহণকারী সদস্যদের শতকরা ৫.৫ ভাগ সরল সুদে দশ বছর পর্যন্ত গৃহ নির্মাণ ঋণ প্রদান করছে। জুন ১৬ পর্যন্ত গৃহায়ন তহবিল থেকে ৫১৩টি ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণকারী এনজিওর মাধ্যমে ২.০ বিলিয়ন টাকা গৃহ নির্মাণ ঋণ হিসেবে অবমুক্ত করা হয়েছে, যা ৬৩টি জেলার ৪০৩টি উপজেলাকে আওতায় এনেছে এবং দেশে ৬৫৪৩৬টি গৃহ নির্মাণ করেছে। এছাড়াও নতুন করে ১০২টি এনজিও গৃহ নির্মাণের জন্য তালিকাভুক্ত হয়েছে। এ পর্যন্ত আদায়যোগ্য মোট ১.৫ বিলিয়ন টাকার বিপরীতে তহবিল ১.৪ বিলিয়ন

টাকা আদায় করেছে। জুন ২০১৬ শেষে আদায়ের হার দাঁড়ায় শতকরা ৯৪.৯ ভাগ।

৮.৪২ এ তহবিলের অর্থায়নে ০.২ বিলিয়ন টাকা ব্যয়ে সাভার উপজেলার আশুলিয়াতে শ্রমজীবী মহিলাদের জন্য একটি মহিলা ডরমিটরি নির্মিত হচ্ছে যেখানে ৭৪৪ জন শ্রমজীবী মহিলা আবাসন সুবিধা পাবে। গৃহ নির্মাণ ছাড়াও এ তহবিল ০.০১ বিলিয়ন টাকা আর্থিক সহায়তা হিসেবে প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত গরিব লোকজনের মধ্যে বিতরণ করেছে।

বৈদেশিক মুদ্রা বাজার

৮.৪৩ বৈদেশিক বিনিময় হারের অযৌক্তিক অস্থিতিশীলতা দূরীকরণে বাংলাদেশ ব্যাংক মুদ্রা বাজারে তীক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ করে এবং প্রয়োজনে মুদ্রা বাজারে হস্তক্ষেপ করে।

৮.৪৪ বৈদেশিক মুদ্রা বাজারের স্থিতিশীলতা বজায় রাখা এবং বহিঃপ্রতিযোগিতা সক্ষমতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মূলত বাংলাদেশ ব্যাংকের হস্তক্ষেপের কারণে অর্থবছর ১৬-এ ডলারের বিপরীতে বাংলাদেশি টাকা অর্থবছর ১৫-এর শতকরা ০.২২ ভাগ অপচিতির তুলনায় শতকরা ০.৭৭ ভাগ অপচিতি হয়। ৩০ জুন ২০১৬ শেষে আন্তঃব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রা বাজারে ভারীত গড় আন্তঃব্যাংক হার ডলারের বিপরীতে বাংলাদেশ টাকা দাঁড়ায় ৭৮.৪০ টাকা যা ৩০ জুন ২০১৫ শেষে ছিল ৭৭.৮০ টাকা (চার্ট ৮.৬)।

কৃষি ও এসএমই অর্থায়ন

৯.১ দেশের ব্যাপকভিত্তিক কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে প্রতিনিয়ত কৃষি খাতের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশের পথে অগ্রসরমান হতে সহায়তা করছে। কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনে কৃষি এবং এর সহযোগী খাতসমূহের পাশাপাশি কৃষি কাঁচামালভিত্তিক মাইক্রো ও ক্ষুদ্র শিল্পোদ্যোগের প্রবৃদ্ধি এ ক্ষেত্রে মূল চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করছে। এ কারণেই এ খাতসমূহের নিরবচ্ছিন্ন প্রবৃদ্ধির জন্য স্বল্প খরচে পর্যাপ্ত ঋণের সরবরাহ অপরিহার্য। বাংলাদেশ ব্যাংক দেশব্যাপী একটি দক্ষ ও সমন্বিত ঋণ বিতরণ প্রক্রিয়া প্রবর্তনের মাধ্যমে এ খাতসমূহে মূলধন ও ব্যাংকিং সেবা প্রাপ্তির সুযোগ নিশ্চিত করতে তার কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। একটি অনুকূল পরিবেশের মধ্য দিয়ে কৃষি এবং গ্রামভিত্তিক অকৃষি কার্যক্রম, এসএমই ও এর সহযোগী খাতসমূহের ঋণের ধারা অব্যাহত রাখতে অর্থবছর ১৬-এ বার্ষিক কৃষি ঋণ নীতিমালায় বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। বিশেষায়িত এবং রাষ্ট্র মালিকানাধীন ব্যাংকগুলোর পাশাপাশি বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকের উল্লেখযোগ্য অংশগ্রহণের ফলে অর্থবছর ১৬-এ কৃষি খাতে প্রকৃত ঋণ বিতরণ ছিল ১৭৬.৪ বিলিয়ন টাকা যা এর লক্ষ্যমাত্রা ১৬৪.০ বিলিয়ন টাকার (সারণী ৯.১) চেয়ে বেশি।

সারণী ৯.১ কৃষি ও পল্লি ঋণ বিতরণ ও আদায়ের তুলনামূলক বিবরণী

(বিলিয়ন টাকা)

	বিতরণ	অর্থবছর ১৪*	অর্থবছর ১৫*	অর্থবছর ১৬*
১।	ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা	১৪৫.৯৫	১৫৫.৫০	১৬৪.০০
	ক) শস্য (চা ব্যতীত)	৬৯.৩৮	৭৫.৬৯	৮০.৯৯
	খ) সেচ যন্ত্রপাতি	৩.৬৮	৩.৩৯	৪.৬৯
	গ) গবাদিপশু	১৫.২৬	১৬.৭০	১৬.৯৪
	ঘ) কৃষি পণ্যের বিপণন	২.৫৭	১.৯১	২.১৯
	ঙ) মৎস্য	১২.৬৮	১৫.৩৬	১৬.৭৮
	চ) দারিদ্র্য দূরীকরণ	১১.১৬	১১.৩৭	৯.৫৭
	ছ) অন্যান্য কৃষি কর্মকাণ্ড	৩১.২২	৩১.০৮	৩২.৮৪
২।	প্রকৃত বিতরণ	১৬০.৩৭	১৫৯.৭৮	১৭৬.৪৬
	ক) শস্য (চা ব্যতীত)	৭১.৩১	৭৬.০৪	৮৬.৯৫
	খ) সেচ যন্ত্রপাতি	২.৩৯	২.৩৮	২.৬০
	গ) গবাদিপশু	১৯.৯৬	২০.৫৭	২৬.১৪
	ঘ) কৃষি পণ্যের বিপণন	১.৬৭	১.৫৪	১.০৯
	ঙ) মৎস্য	১৩.৭৮	১৬.৫৩	১৯.৮৫
	চ) দারিদ্র্য দূরীকরণ	১৮.৬৪	১৪.৮১	১৫.৫৯
	ছ) অন্যান্য কৃষি কর্মকাণ্ড	৩২.৬২	২৭.৯১	২৪.২৪
৩।	মেয়াদ ভিত্তিক ঋণ বিতরণ	১৬০.৩৭	১৫৯.৭৮	১৭৬.৪৬
	ক) স্বল্পমেয়াদি	১১৮.৮৫	১২৭.৪৮	১৪৪.২২
	খ) দীর্ঘমেয়াদি	৪১.৫২	৩২.৩০	৩২.২৪
৪।	প্রকৃত আদায়	১৭০.৪৬	১৫৪.০৭	১৭০.৫৬
৫।	আদায়যোগ্য ঋণ	২৪৮.১৩	২২০.৩৪	২২৭.৯০
৬।	মোট ঋণের স্থিতি	৩৪৬.৮৪	৩২৯.৩৭	৩৪৪.৭৭
৭।	মোট মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণ	৭৬.১২	৬৭.২৯	৫৬.৭৮
৮।	মোট ঋণের স্থিতিতে মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণের শতকরা হার	২১.৯৫	২০.৪৩	১৬.৪৭

* বিআরডিবি এবং বিএসবিএল ব্যতীত
উৎসঃ কৃষি ঋণ বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

অর্থবছর ১৬-এ কৃষি ঋণ কর্মসূচি

৯.২ এই কর্মসূচির আওতায় গৃহীত কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপগুলোর বাস্তবায়ন ঃ

- মোট ৩.৪ মিলিয়ন কৃষক যার মধ্যে ১.৫ মিলিয়ন নারী। তারা বিভিন্ন ব্যাংক হতে প্রায় ৪৪.৮ বিলিয়ন টাকা কৃষি ও পল্লি ঋণ পেয়েছেন।
- বিভিন্ন ব্যাংক কর্তৃক আয়োজিত মোট ১৪৯১৬ টি প্রকাশ্য ঋণ বিতরণ কর্মসূচির মাধ্যমে ০.২ মিলিয়ন কৃষকের মাঝে ৫.২ বিলিয়ন টাকা কৃষি ও পল্লি ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।
- একই অর্থবছরে ২.৬ মিলিয়ন ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষি বিভিন্ন ব্যাংক থেকে ১২০.৯ বিলিয়ন টাকা কৃষি ও পল্লি ঋণ পেয়েছেন।
- চর, হাওর প্রভৃতি অনগ্রসর এলাকার ৭৯৭২ জন কৃষকের মাঝে বিভিন্ন ব্যাংকের উদ্যোগে প্রায় ২৭৩.৮ মিলিয়ন টাকা কৃষি ও পল্লি ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।
- কৃষকদের জন্য রাষ্ট্র মালিকানাধীন ব্যাংকগুলোতে মাত্র ১০ টাকা জমা গ্রহণপূর্বক অর্থবছর ১৬ পর্যন্ত প্রায় ৯.৯ মিলিয়ন (পুঞ্জীভূত) হিসাব খোলা হয়।
- আমদানি বিকল্প নির্দিষ্ট কিছু ফসলে (যেমন ডাল, তেলবীজ, মসলাজাতীয় ফসল এবং ভুট্টা) শতকরা ৪ ভাগ রেয়াতি সুদহারে ০.৮ বিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

- পার্বত্য চট্টগ্রামের ৩টি জেলায় প্রায় ২০০৭৬ জন উপজাতি কৃষকের মাঝে মাত্র শতকরা ৫ ভাগ সুদহারে ০.৫ বিলিয়ন টাকারও বেশি ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

বিতরণ

৯.৩ রাষ্ট্র মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের পাশাপাশি বেসরকারি মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক এবং বিদেশি বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ কৃষি ঋণ বিতরণে এগিয়ে আসায় সাম্প্রতিক বছরগুলোতে কৃষি ও গ্রামীণ অর্থায়ন বৃদ্ধি পেয়েছে বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। অর্থবছর ১৬-এ ১৬৪ বিলিয়ন টাকা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে প্রকৃত বিতরণ ছিল ১৭৬.৪ বিলিয়ন টাকা, যা অর্থবছর ১৫-এর মোট বিতরণ ১৫৯.৮ বিলিয়ন টাকার তুলনায় শতকরা ১০.৪ ভাগ বেশি। সারণী ৯.১ এ কৃষি ঋণের সামগ্রিক বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতির তুলনামূলক অবস্থা এবং চার্ট ৯.১ ও ৯.২ এ অর্থবছর ১৬-এ কৃষি ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা ও প্রকৃত বিতরণ দেখানো হলো।

৯.৪ অর্থবছর ১৬-এ সার্বিক ঋণ বিতরণের প্রায় শতকরা ৮১.৭ ভাগ ছিল স্বল্পমেয়াদি এবং অবশিষ্ট শতকরা ১৮.৩ ভাগ ছিল সেচ যন্ত্রপাতি, কৃষি যন্ত্রপাতি ও গবাদিপশু ইত্যাদি খাতে প্রদত্ত দীর্ঘমেয়াদি ঋণ। স্বল্পমেয়াদি ঋণের সিংহভাগই ছিল শস্য উৎপাদন ও দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচিতে যা মোট স্বল্পমেয়াদি ঋণের যথাক্রমে শতকরা ৫৬.২ ও ৬.৬ ভাগ (সারণী ৯.১)।

৯.৫ কৃষি খাতে (সকল ব্যাংকসহ) মোট বকেয়া ঋণের পরিমাণ পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় ১৫.৪ বিলিয়ন টাকা বা শতকরা ৪.৭ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ১৬-এ ৩৪৪.৮ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায় যা অর্থবছর ১৫-এ ছিল ৩২৯.৪ বিলিয়ন টাকা (সারণী ৯.২)।

৯.৬ কৃষি ও পল্লি ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে দু'টি বিশেষায়িত ব্যাংক যথা-বিকেবি ও রাকাব এবং চারটি রাষ্ট্র মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক যেমন মুখ্য ভূমিকা পালন করে আসছে, তেমনি বিদেশি ও বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের অবদানও এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তবে, অর্থবছর ১৬-এ রাষ্ট্র মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো এবং রাকাব লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় যথাক্রমে শতকরা ৫.৯ ও ৩০.৩ ভাগ কম ঋণ বিতরণ করলেও বিকেবি, বিদেশি বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ ও বেসরকারি মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় যথাক্রমে শতকরা ২.৯, ২.৯ ও ২.৫ ভাগ বেশি ঋণ বিতরণ করেছে (সারণী ৯.২)। এছাড়া, অর্থবছর ১৬-এ বিআরডিবি এবং বিএসবিএল তাদের নিজস্ব অর্থায়নে ৭.৯ বিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করেছে যার ফলে মোট ঋণ বিতরণ ১৮৪.৪ বিলিয়ন টাকায় (সকল ব্যাংকসহ) দাঁড়ায়।

সারণী ৯.২ কৃষি ঋণদাতা প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রম - অর্থবছর ১৬

(বিলিয়ন টাকা)

ঋণদাতা	বিতরণ লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত বিতরণ	আদায়	মেয়াদোত্তীর্ণ	স্থিতি	মোট ঋণের স্থিতির তুলনায় মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণের হার (%)
রাষ্ট্র মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ	২৮.৯০		২৮.২৩	২৩.০২	৮৭.১৬	২৬.৪১
বিকেবি	৪৮.০০		৫১.৩৬	২১.৬৩	১৪০.২৯	১৫.৪২
রাকাব	১৬.০০		১৩.২৯	১০.৩৮	৩৪.৭৯	২৯.৮৩
উপমোট	৯২.৯০		৯২.৮৮	৫৫.০৩	২৬২.২৪	২০.৯৯
এফসিবি	৩.৯৩		৪.৯৮	০.০০৩	২.২৯	০.১৩
পিসিবি	৬৭.১৭		৭২.৭০	১.৭৫	৮০.২৪	২.১৮
উপমোট	৭১.১০		৭৭.৬৮	১.৭৫	৮২.৫৩	২.১২
সর্বমোট	১৬৪.০০		১৭০.৫৬	৫৬.৭৮	৩৪৪.৭৭	১৬.৪৭
সংক্ষিপ্তসার						
* অর্থবছর ১৬	১৬৪.০০	১৭৬.৪৬	১৭০.৫৬	৫৬.৭৮	৩৪৪.৭৭	১৬.৪৭
* অর্থবছর ১৫	১৫৫.৫০	১৫৯.৭৮	১৫৪.০৭	৬৭.২৯	৩২৯.৩৭	২০.৪৩
* অর্থবছর ১৪	১৪৫.৯৫	১৬০.৩৭	১৭০.৪৬	৭৬.১২	৩৪৬.৩৩	২১.৯৮
* অর্থবছর ১৩	১৪১.৩০	১৪৬.৬৭	১৪৩.৬২	৫২.০৯	৩১০.৫৮	১৬.৭৭
অর্থবছর ১২	১৩৮.০০	১৩১.৩২	১২৩.৫৯	৬০.৫২	২৫৯.৭৫	২৩.৩০

* বিআরডিবি এবং বিএসবিএল ব্যতীত।
উৎসঃ কৃষি ঋণ বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

ঋণ আদায়

৯.৭ কৃষি পণ্য উৎপাদনে কাঁচামাল ও উৎপাদিত পণ্য উভয় ক্ষেত্রেই ভর্তুকি সহায়তা প্রদানের কারণে অর্থবছর ১৬-এ কৃষি ঋণ আদায় পূর্ববর্তী অর্থবছর ১৫-এর মোট আদায় ১৫৪.১ বিলিয়ন টাকার তুলনায় শতকরা ১০.৭ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ১৭০.৬ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। কৃষি ঋণের প্রকৃত আদায়ের হার অর্থবছর ১৬-এ ছিল শতকরা ৭৪.৮ ভাগ (আদায়যোগ্য ঋণসহ) যা পূর্ববর্তী অর্থবছর ১৫-এর শতকরা ৬৯.৯ ভাগ (সারণী ৯.১)।

৯.৮ কৃষি ঋণের স্থিতির তুলনায় মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণের শতকরা হার ২০.৪ ভাগ থেকে হ্রাস পেয়ে জুন ২০১৬ শেষে শতকরা ১৬.৫ ভাগে দাঁড়ায় (সারণী ৯.২)। সঠিক তথ্য সরবরাহ নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে ফসল কাটার মৌসুমের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ব্যাংকগুলোর ঋণ আদায়ের কর্মকৌশল নির্ধারণ এবং প্রণোদনামূলক পদক্ষেপগুলো অধিকতর জোরদার করা উচিত যাতে আগামী বছরগুলোতে কৃষি ঋণ আদায়ে অধিকতর অগ্রগতি সাধিত হয়।

কৃষি ঋণের উৎসসমূহ

৯.৯ সাম্প্রতিক সময়ে বেসরকারি মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ কৃষি খাতে অর্থায়নের ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা পালন করছে। বার্ষিক কৃষি ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে বেসরকারি মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর অংশ ছিল সর্বাধিক। অর্থবছর ১৬-এ বেসরকারি মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ মোট কৃষি ঋণের শতকরা ৪৭.৪ ভাগ বিতরণ করে, বিকেবি (শতকরা ২৮.০ ভাগ), রাষ্ট্র মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ (শতকরা ১৫.৪ ভাগ), রাকাব (শতকরা ৬.৩ ভাগ) এবং বিদেশি বেসরকারি মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ (শতকরা ২.৯ ভাগ)। অর্থবছর ১৬ শেষে মোট বকেয়া ঋণের স্থিতিতে রাষ্ট্র মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণের পরিমাণ দাঁড়ায় শতকরা ২৬.৪ ভাগ যেখানে রাকাব এবং বিকেবি- এর মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণের পরিমাণ ছিল বকেয়া ঋণের যথাক্রমে শতকরা ২৯.৮ ও ১৫.৪ ভাগ (সারণী ৯.২)। অর্থবছর ১৬ শেষে বেসরকারি ব্যাংকসমূহের মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণের পরিমাণ দাঁড়ায় বকেয়া ঋণের শতকরা ২.২ ভাগ।

কৃষি ঋণের বিপরীতে বাংলাদেশ ব্যাংকের পুনঃঅর্থায়ন

৯.১০ অর্থবছর ১৬-এ কেবলমাত্র ব্র্যাক বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে ৬.০ বিলিয়ন টাকার পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা গ্রহণ করেছে। পূর্বের পুনঃঅর্থায়নকৃত ঋণের ১৫.৯ বিলিয়ন টাকা

চার্ট ৯.১ অর্থবছর ১৬-এ কৃষি ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা

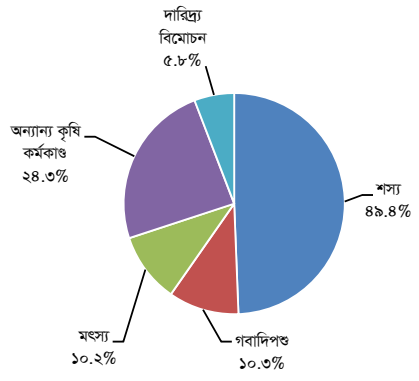

উৎসঃ কৃষি ঋণ বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

চার্ট ৯.২ অর্থবছর ১৬-এ প্রকৃত কৃষি ঋণ বিতরণ

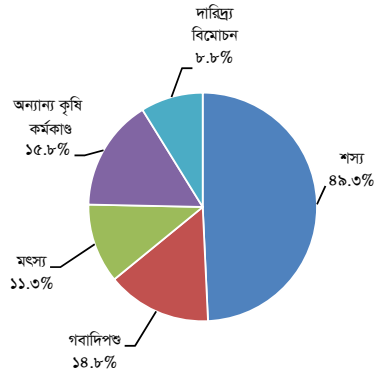

উৎসঃ কৃষি ঋণ বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

(সুদসহ) আদায় করার ফলে অর্থবছর ১৬-এর জুন শেষে ব্যাংক/প্রতিষ্ঠানগুলোর আদায়যোগ্য বকেয়া স্থিতির পরিমাণ ৪০.৮ বিলিয়ন (সুদসহ) টাকায় দাঁড়ায়। বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে পুনঃঅর্থায়নের বিস্তারিত পরিস্থিতি সারণী ৯.৩-এ দেখানো হলো।

পাট খাতের জন্য পুনঃঅর্থায়ন স্কিম

৯.১১ অর্থবছর ১৫-এ পাটজাত দ্রব্য উৎপাদন ও রপ্তানির সাথে সংশ্লিষ্ট কোম্পানির কাঁচাপাট ক্রয়ে চলতি মূলধন সরবরাহের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক ২ বিলিয়ন টাকার একটি বিশেষ পুনঃঅর্থায়ন স্কিম চালু করেছে। অর্থবছর ১৬-এ ৯টি ব্যাংক এ স্কিমের আওতায় ০.৫ বিলিয়ন টাকা পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা গ্রহণ করেছে।

সারণী ৯.৩ কৃষি ঋণের বিপরীতে বাংলাদেশ ব্যাংকের পুনঃঅর্থায়ন

(বিলিয়ন টাকা)

	অর্থবছর ১৪			অর্থবছর ১৫			অর্থবছর ১৬		
	পুনঃঅর্থসংস্থান গ্রহণ	পুনঃঅর্থসংস্থান পরিশোধ	পুনঃঅর্থসংস্থান স্থিতি	পুনঃঅর্থসংস্থান গ্রহণ	পুনঃঅর্থসংস্থান পরিশোধ	পুনঃঅর্থসংস্থান স্থিতি	পুনঃঅর্থসংস্থান গ্রহণ	পুনঃঅর্থসংস্থান পরিশোধ	পুনঃঅর্থসংস্থান স্থিতি
১। বিকেবি	০.০০	৩.৪২	৩১.১৩	৫.০০	৯.০৬	২৮.৩৪	০.০০	৮.০৯	২৬.৮৫
২। রাকাব	৬.০০	৯.১২	১৩.০০	২.০০	৪.৭৯	১১.১১	০.০০	৩.৩০	৭.৯২
৩। ব্র্যাক	৪.৫০	৪.৪৯	৪.৫০	৪.১১	৪.৫০	৪.১১	৬.০০	৪.৫০	৬.০০
৪। বিএসবিএল	-	০.০৪	০.০৮৫	০.০০	০.০৪	০.০৪	০.০০	০.০০	০.০০
৫। বিআরডিবি	-	-	-	-	-	-	-	-	-
মোট	**১০.৫০**	**১৭.০৭**	**৪৮.৭১**	**১১.১১**	**১৮.৩৯**	**৪৩.৬০**	**৬.০০**	**১৫.৮৯**	**৪০.৭৭**

উৎস ঃ কৃষি ঋণ বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

দুগ্ধ উৎপাদন ও কৃত্রিম প্রজনন খাতে পুনঃঅর্থায়ন স্কিম

৯.১২ দেশের দুগ্ধজাত খামারসমূহের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক পাঁচ বছর মেয়াদি ২.০ বিলিয়ন টাকার একটি ঘূর্ণায়মান তহবিল গঠন করেছে। অর্থবছর ১৬-এ দুগ্ধ খামারিদের দুগ্ধবতী গাভী প্রতিপালন এবং কৃত্রিম প্রজনন খাতে সহজ এবং সুলভ ঋণ প্রদানের লক্ষ্যে এ স্কিমের আওতায় ১৪টি ব্যাংককে মোট ০.৮ বিলিয়ন টাকা পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে গ্রাহক পর্যায়ে সুদের হার শতকরা ৫.০ ভাগ এবং বিতরণকারী ব্যাংকের জন্য সরকারি ভর্তুকি ধরা হয়েছে শতকরা ৫.০ ভাগ।

বাংলাদেশ ব্যাংকের তত্ত্বাবধানাধীন কৃষি ঋণ প্রকল্প/কর্মসূচিসমূহ

৯.১৩ অর্থবছর ১৬-এ দাতাদের আর্থিক সহযোগিতাপুষ্ট এবং ব্যাংকের নিজস্ব অর্থায়নে পরিচালিত কতিপয় কৃষি ঋণ প্রকল্প/কর্মসূচির আওতায় ০.৫ বিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের নিবিড় পরিবীক্ষণ ও তত্ত্বাবধানের মাধ্যমে ০.৮ বিলিয়ন টাকা আদায় করা হয়। এরূপ কতিপয় চলমান প্রকল্প/কর্মসূচি এর মধ্যে রয়েছে কৃষিভিত্তিক শিল্প ও প্রযুক্তি উন্নয়ন প্রকল্প (ATDP), প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র খামার ব্যবস্থায় শস্য নিবিড়করণ প্রকল্প (MSFSCIP) এবং শস্য গুদামজাতকরণ ঋণ প্রকল্প (SHOGORIP), উত্তর-পশ্চিম শস্য বহুমুখীকরণ প্রকল্প (NCDP) এবং দ্বিতীয় শস্য বহুমুখীকরণ প্রকল্প (SCDP)।

৯.১৪ অর্থবছর ১৬-এ জাইকার অর্থায়নে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকের কৃষির উৎপাদনশীলতার উন্নয়ন এবং বহুমুখীকরণ অর্থায়ন প্রকল্প (SMAP) শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ১৩টি ক্ষুদ্র ঋণ প্রতিষ্ঠানের (এমএফআই) মাধ্যমে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের মোট ২.৫ বিলিয়ন টাকা কৃষি ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

বর্গাচাষিদের জন্য পুনঃঅর্থায়ন স্কিম

৯.১৫ বর্গাচাষিদের মাঝে কৃষি ঋণ সুবিধা পৌঁছে দিতে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রবর্তিত একটি বিশেষ পুনঃঅর্থায়ন স্কিম অর্থবছর ১০-এ শুরু হয়, যা অর্থবছর ১৬ পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। এ স্কিমের আওতায় বাংলাদেশ ব্যাংক অর্থবছর ১৬-এ ০.২ মিলিয়নেরও বেশি বর্গাচাষির মাঝে মোট ৬.০ বিলিয়ন টাকা পুনঃঅর্থায়ন করেছে।

ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে অর্থায়ন

৯.১৬ দেশের টেকসই প্রবৃদ্ধি অর্জনে এসএমই খাতের গুরুত্বপূর্ণ অবদানের কথা বিবেচনা করে বাংলাদেশ ব্যাংক ''এসএমই ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচি" নামে বিস্তারিত নির্দেশনাসহ একটি সমন্বিত নীতিমালা ও কর্মসূচি প্রণয়ন করেছে যাতে দেশের সকল ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জন্য সম্ভাব্য সকল পন্থায় এসএমই খাতে অর্থায়নের নির্দেশনা রয়েছে, যাকে অ্যালায়েন্স ফর ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন (এএফআই) কর্তৃক এসএমই খাতে অর্থায়নের শ্রেষ্ঠ অনুশীলন হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। এর সাথে বাংলাদেশ ব্যাংকের নানাবিধ সহায়ক পদক্ষেপ এ খাতকে আরো গতিশীল করে তুলেছে, যা এ খাতের কার্যক্রমকে প্রতিনিয়ত সক্রিয় রাখতে সহায়তা করছে।

৯.১৭ বাংলাদেশ ব্যাংক ২০১০ সন থেকে ''এসএমই ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচি" এর আওতায় লক্ষ্যমাত্রাভিত্তিক 'এসএমই ঋণ কর্মসূচি' শুরু করে। বাংলাদেশ ব্যাংক লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে না দিয়ে বরং সংশ্লিষ্ট ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে তাদের স্ব স্ব লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করার ক্ষমতা প্রদান করে। ২০১৫ (জানুয়ারি-ডিসেম্বর) সনে ঋণ

সারণী ৯.৪ ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক এসএমই ঋণ বিতরণ

(বিলিয়ন টাকা)

মেয়াদ	উপ-খাতসমূহ			মোট	নারী উদ্যোক্তা
	ব্যবসা	উৎপাদন	সেবা		
২০১০-১১	৩৬৫.৮৩	১৫৪.৩৬	৩২.৩৭	৫৫২.৫৬	২০.০৭
২০১১-১২	৩৭৯.১৯	১৮৩.৮৪	৩৫.০৯	৫৯৮.১২	২৩.১১
২০১২-১৩	৫১৮.৪১	২৩৩.০৪	৪২.০২	৭৯৩.৪৬	২৪.৭২
২০১৩-১৪	৫৯৪.৪১	২৫০.৮৭	৬০.৭৭	৯০৬.০৫	৩৬.৪৩
২০১৪-১৫	৬৮০.৪৩	৩২৩.৫০	৯৮.৯৪	১১০২.৮৭	৩৯.৬৮
২০১৫-১৬*	৭৮১.৬৩	৩৩৪.০৭	১৩৪.৭১	১২৫০.৪১	৫৪.২৭

* সাময়িক
উৎসঃ এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত হয়েছিল ১০৪৫.৯ বিলিয়ন টাকা যা ২০১৪ সনের লক্ষ্যমাত্রা হতে ১৫৮.৩ বিলিয়ন টাকা বেশি। ২০১৫ সনে সকল ব্যাংক ও অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান একত্রে ৭২৪৯০৩ জন এসএমই উদ্যোক্তার বিপরীতে মোট ১১৫৮.৭ বিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করে যা লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে শতকরা ১০.৮ ভাগ বেশি। এ ধারাবাহিকতায় ২০১৬ (জানুয়ারি-ডিসেম্বর) সনে ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ১১৩৫.০ বিলিয়ন টাকা। ২০১৬ এর প্রথমার্ধে ঋণ বিতরণ করা হয়েছে ৬৫৬.০ বিলিয়ন টাকা। ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ২০১০ থেকে ২০১৬ পর্যন্ত এসএমই ঋণের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জনের চিত্র চার্ট ৯.৩ এ দেখানো হলো।

চার্ট ৯.৩ এসএমই ঋণের লক্ষ্যমাত্রা এবং অর্জন

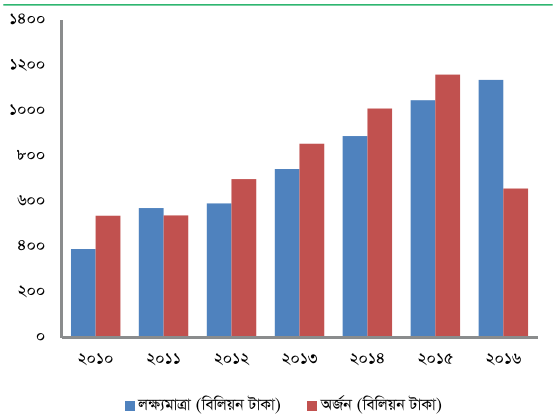

*২০১৬ সনের প্রথমার্ধ পর্যন্ত
উৎস ঃ কৃষি ঋণ বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

৯.১৮ অর্থবছর ১৬-এ সকল ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান ৬০০ হাজার কুটির, ক্ষুদ্র, অতি ক্ষুদ্র এবং মাঝারি উদ্যোক্তার বিপরীতে মোট ১২৫০.৪ বিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করেছে। নারী উদ্যোক্তাদের দেশের উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। নারী উদ্যোক্তাদের দ্বারা পরিচালিত এসএমই প্রকল্পসমূহে অর্থবছর ১৬-এ মোট ৫৪.৩ বিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে (সারণী ৯.৪)। বাংলাদেশ ব্যাংকের এসএমই ও স্পেশাল প্রোগ্রামস বিভাগ (এসএমইএন্ডএসপিডি) এসএমই অর্থায়ন কার্যক্রম ও এর উন্নয়নে পরিবীক্ষণের কাজ করছে। বাংলাদেশ ব্যাংক অর্থবছর ১৬-এ এসএমই খাতের অগ্রগতি ও সম্প্রসারণের জন্য ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জন্য এ খাতে পুনঃঅর্থায়ন কর্মসূচি অব্যাহত রেখেছে।

এসএমই খাতে বাংলাদেশ ব্যাংকের পুনঃঅর্থায়ন

৯.১৯ বাংলাদেশ ব্যাংক সরকার ও বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার সহায়তায় ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জন্য মোট আট ধরনের ঘূর্ণায়মান পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা বাস্তবায়ন করছে। জুন ২০১৬ শেষে বিভিন্ন ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে ৫১৭৩২ জন উদ্যোক্তার বিপরীতে মোট ৫৭.৫ বিলিয়ন টাকার পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। এসএমই খাতের উন্নয়নের লক্ষ্যে পরিচালিত বিভিন্ন কর্মসূচি ও বিশেষ স্কিম সারণী ৯.৫ এ দেখানো হলো।

কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের জন্য পুনঃঅর্থায়ন স্কিম

৯.২০ বাংলাদেশ ব্যাংক বিভাগীয় সদর দপ্তর এবং নারায়ণগঞ্জ শহরের বাইরে কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের উন্নয়নে অর্থায়নের লক্ষ্যে নভেম্বর ২০০১ সনে নিজস্ব অর্থায়নে ১.০ বিলিয়ন টাকার একটি বিশেষ তহবিল গঠন করেছে। ব্যাপক চাহিদার কারণে ২০১২ সনে এ তহবিল

২.০ বিলিয়ন টাকায় উন্নীত করা হয়, যা পরবর্তীতে ২০১৩ সনে ৪.০ বিলিয়ন এবং ২০১৫ সনে ৪.৫ বিলিয়ন টাকায় উন্নীত করা হয়। এ স্কিমের আওতায় বিভিন্ন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে ব্যাংক রেটে পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা প্রদান করা হয়। ২০১৬ সনের জুন পর্যন্ত এ স্কিমের আওতায় ২৩১২ জন উদ্যোক্তার বিপরীতে ৮.৮ বিলিয়ন টাকা ঘূর্ণায়মান তহবিল হিসেবে বিতরণ করা হয়েছে (সারণী ৯.৫)।

ক্ষুদ্র, মাইক্রো ও কুটির শিল্পের জন্য নব্য উদ্যোক্তা ফান্ড

৯.২১ বাংলাদেশ ব্যাংক নিজস্ব অর্থায়নে ক্ষুদ্র, মাইক্রো ও কুটির শিল্পের নব্য উদ্যোক্তাদের প্রারম্ভিক মূলধন সরবরাহের লক্ষ্যে ১.০ বিলিয়ন টাকার একটি তহবিল গঠন করেছে, যা সম্ভাবনাময় উদ্যোক্তাগণের মধ্যে শতকরা ১০ ভাগ সুদ হারে (ব্যাংক হার + ৫%) পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা প্রদান করা হবে। জুন ২০১৬ শেষে ২০৬ জন নতুন উদ্যোক্তার বিপরীতে বিভিন্ন ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে মোট ০.০৮ বিলিয়ন টাকা পুনঃঅর্থায়ন করা হয়েছে (সারণী ৯.৫)।

ইসলামি শরীয়াহ্‌ভিত্তিক পুনঃঅর্থায়ন স্কিম

৯.২২ বাংলাদেশ ব্যাংক সেপ্টেম্বর ২০১৪ মাসে এসএমই অর্থায়নে ইসলামি ব্যাংক ও ইসলামি আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ইসলামি শরিয়াহ্‌ভিত্তিক একটি বিশেষ পুনঃঅর্থায়ন তহবিল গঠন করেছে। এ তহবিলের আওতায় ইসলামিক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে কৃষিভিত্তিক শিল্পসমূহ, ক্ষুদ্র শিল্প (নারীদের দ্বারা পরিচালিত এসএমইসমূহ) খাত এবং নব্য উদ্যোক্তাদের দ্বারা পরিচালিত ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পসমূহ ইত্যাদিতে অর্থায়নের বিপরীতে পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা প্রদান করা হবে। জুন ২০১৬ শেষে ৪৩৫টি উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানের বিপরীতে বিভিন্ন ইসলামি ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে মোট ২.১ বিলিয়ন টাকা পুনঃঅর্থায়ন করা হয়েছে (সারণী ৯.৫)।

নারী উদ্যোক্তাদের পুনঃঅর্থায়ন

৯.২৩ বাংলাদেশ ব্যাংক নারী উদ্যোক্তাদের শতকরা ১০ ভাগ হারে ঋণ প্রদান করার জন্য সকল ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে উৎসাহিত করছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের এসএমইএন্ডএসপি ডিপার্টমেন্টে একটি নারীবান্ধব উদ্যোক্তা ডেস্ক প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, সকল ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানকেও এ ধরনের ডেস্ক স্থাপনের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। মোট এসএমই ঋণের শতকরা ১৫ ভাগ শুধু নারী উদ্যোক্তাদের জন্য সংরক্ষিত রাখার পাশাপাশি ক্ষুদ্র, মাইক্রো ও কুটির শিল্পের নব্য নারী উদ্যোক্তাদের ঋণ প্রদানের জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অধিকন্তু, বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত পুনঃঅর্থায়ন সুবিধার আওতায় জামানত ছাড়া শুধুমাত্র ব্যক্তিগত অঙ্গীকারনামার মাধ্যমে নারী উদ্যোক্তোদের ন্যূনতম ২.৫ মিলিয়ন টাকা ঋণ মঞ্জুরের জন্য সকল ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। ২০১৬ সনের জুন পর্যন্ত নারী উদ্যোক্তাদের ১৬০২৮টি উদ্যোক্তা

সারণী ৯.৫ বাংলাদেশ ব্যাংকের বিভিন্ন পুনঃঅর্থায়ন স্কিমের আওতায় এসএমই খাতে পুনঃঅর্থায়নের বিবরণ

(বিলিয়ন টাকা)

তহবিলের নাম	বাজেট/তহবিল	উদ্যোক্তার ধরন	৩০ জুন ২০১৬ পর্যন্ত পুনঃঅর্থায়ন		মন্তব্য
			উদ্যোক্তার সংখ্যা	পুনঃঅর্থায়নের পরিমাণ	
		সাধারণ	১২,৭১১	১২.২৫	
বাংলাদেশ ব্যাংক তহবিল	৬.৫	নারী উদ্যোক্তা	১৫,৪৪৫	১৫.৭২	চলমান
		উপমোট	**২৮,১৫৬**	**২৭.৯৭**	
ইজিবিএমপি (IDA Fund)	১.১৬		৩,১৬০	৩.১৩	বন্ধ
		সাধারণ	৩,১৩৪	৩.১৮	
এসএমইএসডিপি (ADB-1) তহবিল	২.০২	নারী উদ্যোক্তা	১৩০	০.১৭	বন্ধ
		উপমোট	**৩,২৬৪**	**৩.৩৫**	
		সাধারণ	১৩,১৯২	৬.৯৯	
এসএমইএসডিপি (ADB-2) তহবিল	৭.০০	নারী উদ্যোক্তা	৪৫৩	০.৪৮	বন্ধ
		উপমোট	**১৩,৬৪৫**	**৭.৪৭**	
JICA এফএসপিডিএসএমই তহবিল	৩.৭৭		৫৫৪	৪.৫৪	RFA এর মাধ্যমে চলমান
কৃষিভিত্তিক পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পে পুনঃঅর্থায়ন	৪.৫০		২,৩১২	৮.৮০	চলমান
উদীয়মান উদ্যোক্তাদের জন্য পুনঃঅর্থায়ন	০.৫		২০৬	০.০৮	চলমান
ইসলামি শরীয়াহ্‌ভিত্তিক পুনঃঅর্থায়ন স্কিম			৪৩৫	২.১১	চলমান
সর্বমোট			**৫১,৭৩২**	**৫৭.৪৫**	
নারী উদ্যোক্তাদের বিপরীতে পুনঃঅর্থায়ন			**১৬,০২৮**	**১৬.৩৭**	

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক।

প্রতিষ্ঠানের বিপরীতে ১৬.৪ বিলিয়ন টাকা পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা প্রদান করা হয়েছে (সারণী ৯.৫)।

নব্য উদ্যোক্তা তৈরি ও উদ্যোক্তাদের উন্নয়ন তহবিল

৯.২৪ এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) এবং সুইস এজেন্সি ফর ডেভলপমেন্ট কর্পোরেশন (এসডিসি) এর সহায়তায় বাংলাদেশ সরকার শ্রমবাজারে নব্য প্রবেশকারী এবং যুবক শ্রমিকদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে "Skills for Employment Investment Programme (SEIP)" নামে একটি প্রকল্প হাতে নিয়েছে। সরকারের প্রচেষ্টার সাথে সামঞ্জস্য রেখে বাংলাদেশ ব্যাংকও নব্য উদ্যোক্তা সৃষ্টি ও উন্নয়নে কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে। এ লক্ষ্যে আগামী তিন বছরে বাংলাদেশ ব্যাংক ১০২০০ জন লোককে বাজারমুখী কর্ম প্রশিক্ষণ প্রদান করবে, যাতে তারা নিজেদের এসএমই ব্যবসা শুরু করতে পারে বা এ খাতে নিজেদের নিযুক্ত করতে পারে। জুন ২০১৬ পর্যন্ত ১৩৪০ জন প্রশিক্ষণার্থী বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণ করেছে। ইতোমধ্যে ৭১৬ জন কোর্স সম্পন্ন করে সনদ গ্রহণ করেছে এবং আরও ২৭৩ জন প্রশিক্ষিত ব্যক্তি বিভিন্ন খাতে নিযুক্ত আছে। বাংলাদেশ ব্যাংক এ নব্য উদ্যোক্তাদের সাহায্যার্থে নব্য উদ্যোক্তাবান্ধব পুনঃঅর্থায়ন স্কিম গঠন করেছে।

নতুন প্রকল্পের বাস্তবায়ন

ক. আরবান বিল্ডিং সেফটি প্রজেক্ট (UBSP)

৯.২৫ তৈরি পোশাক খাতে নিরাপদ কর্ম পরিবেশ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ১৩ ডিসেম্বর ২০১৫ সনের ৩৬তম জাপানি ODA প্যাকেজের আওতায় জাপান JICA দ্বারা প্রতিনিধিত্ব) ও বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে একটি ঋণ চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে "আরবান বিল্ডিং সেফটি প্রজেক্ট (UBSP)" নামে একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এ চুক্তি অনুযায়ী JICA ১২০৮৬ মিলিয়ন জাপানি ইয়েন প্রদান করবে যার মধ্যে ৪১২৯ মিলিয়ন জাপানি ইয়েন (২.৭ বিলিয়ন টাকা) ব্যবহার করা হবে টু স্টেপ লোন (TSL) এর ক্ষেত্রে। বাংলাদেশ ব্যাংকের এসএমইএন্ডএসপি ডিপার্টমেন্ট এ প্রকল্পের অনুমোদিত নির্দেশনা অনুযায়ী TSL এর উপাদানসমূহ নিয়ন্ত্রণ ও বাস্তবায়ন করবে। আশা করা হচ্ছে যে, অর্থবছর ১৭-এর প্রারম্ভে এ প্রকল্প হতে তৈরি পোশাক খাতে অর্থায়ন শুরু হবে।

খ. ফরেন ডিরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট প্রমোশন প্রজেক্ট (FDIPP)

৯.২৬ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে জাপান কর্তৃক সরাসরি বিনিয়োগকে উৎসাহিত করতে ৩৬তম জাপানি ODA প্যাকেজের আওতায় "ফরেন ডিরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট প্রমোশন প্রজেক্ট (FDIPP)" নামে একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। ১৩ ডিসেম্বর ২০১৫ সনের বাংলাদেশ সরকার ও জাপান সরকার (JICA দ্বারা প্রতিনিধিত্ব) এর মধ্যে একটি ঋণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এ চুক্তি অনুযায়ী JICA ১৫৮২৫ মিলিয়ন জাপানি ইয়েন প্রদান করবে যার মধ্যে ৭০৩৩ মিলিয়ন জাপানি ইয়েন (৫.২ বিলিয়ন টাকা প্রায়)

সারণী ৯.৬ গ্রামীণ ব্যাংক ও বৃহৎ এনজিওগুলোর ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম

(বিলিয়ন টাকা)

	অর্থবছর ১৪	অর্থবছর ১৫	অর্থবছর ১৬
১। মোট বিতরণ	**৩৯৮.১৮**	**৫০৭.৯২**	**৬৬২.৬১**
ক) গ্রামীণ ব্যাংক	১১৭.২৩	১৩৯.১৮	১৬৯.৩৩
খ) ব্র্যাক	১৩৩.৮৭	১৭২.৫৭	২১৮.৫১
গ) আশা	১০২.৬০	১৪৬.৩৯	২০৯.০৫
ঘ) টিএমএসএস	১৮.৬৪	২৩.৪৮	২৬.২০
ঙ) ব্যুরো বাংলাদেশ	২৩.৬৩	২৬.৩০	৩৯.৫২
২। মোট আদায়	**৩৯০.০৪**	**৪৪৮.৮৭**	**৪৪৪.২৭**
ক) গ্রামীণ ব্যাংক	১১৩.৬৮	১৩৫.৬৩	১৮১.০০
খ) ব্র্যাক	১৩৮.৩৯	১৫০.৮২	১৯৩.৬০
গ) আশা	৯৯.০৪	১১৭.৯৫	১৭৬.৪৯
ঘ) টিএমএসএস	১৬.০২	২০.৯২	২৪.৫২
ঙ) ব্যুরো বাংলাদেশ	২২.৯০	২৩.৫৬	৩১.৫৫
৩। মোট ঋণের স্থিতি	**২৫২.৪৮**	**৪৭৯.৭৯**	**৩৯৬.৭৫**
ক) গ্রামীণ ব্যাংক	৮৭.৭৩	৯১.২৯	১০৯.৩৯
খ) ব্র্যাক	৮১.১৭	১৯৩.৪৬	১২৭.৮৩
গ) আশা	৫৯.২৯	১৫৩.৫৭	১২০.২৮
ঘ) টিএমএসএস	১০.৫৭	২৫.০১	১৪.৮২
ঙ) ব্যুরো বাংলাদেশ	১৩.৭২	১৬.৪৭	২৪.৪৩
৪। মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণ	**৬.১৬**	**৬.৯১**	**৭.৪৭**
ক) গ্রামীণ ব্যাংক	১.৬৮	১.৩৪	১.২৭
খ) ব্র্যাক	২.১২	২.৯৬	৩.০২
গ) আশা	১.৭০	১.৮৯	২.৩৮
ঘ) টিএমএসএস	০.৩৩	০.৩৫	০.৩৩
ঙ) ব্যুরো বাংলাদেশ	০.৩২	০.৩৮	০.৪৮
৫। মোট স্থিতিতে মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণের হার	**২.৪৩**	**১.৪৪**	**১.৮৮**
ক) গ্রামীণ ব্যাংক	১.৯১	১.৪৭	১.১৬
খ) ব্র্যাক	২.৬১	১.৫৩	২.৩৬
গ) আশা	২.৮৭	১.২৩	১.৯৮
ঘ) টিএমএসএস	৩.১৭	১.৩৯	২.২৪
ঙ) ব্যুরো বাংলাদেশ	২.৩৬	২.২৮	১.৯৬

উৎস ঃ মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি (এমআরএ)।

বাংলাদেশ ব্যাংক জাপানি উদ্যোক্তা, জাপান বাংলাদেশ যৌথ উদ্যোগে গঠিত ফার্ম অথবা বাংলাদেশি শিল্প যা জাপানি উদ্যোক্তাদের সাথে নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত রয়েছে এ সকল ক্ষেত্রে পুনঃঅর্থায়ন করবে। আশা করা হচ্ছে যে, অর্থবছর ১৭-এর প্রারম্ভে এ প্রজেক্ট হতে অর্থায়ন শুরু হবে।

গ্রামীণ ব্যাংক ও বৃহৎ এনজিওসমূহের ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম

৯.২৭ বর্তমানে ক্ষুদ্র ঋণ সুবিধার কারণে বহুসংখ্যক শহুরে ও পল্লি দরিদ্র জনগণ নিজেদের আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সক্ষম হয়েছে। যেহেতু পল্লি ঋণের ক্ষেত্রে ক্ষুদ্রঋণ পথ প্রদর্শকের মতো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে তাই ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমকে আয় বৃদ্ধি এবং দরিদ্রতা দূরীকরণের প্রধান নিয়ামক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। অধিকন্তু, এটি দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে সঞ্চয় আহরণ বাড়ানোর মাধ্যমে দেশের সামগ্রিক বিনিয়োগে গঠনমূলক ভূমিকা রাখছে। দেশের ব্যাংকিং সেবা বহির্ভূত এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থিক সেবা ও ঋণের প্রাপ্যতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক মুখ্য ভূমিকা পালন করছে। ICT ভিত্তিক নতুন আর্থিক উপকরণ (মোবাইল ব্যাংকিং) পল্লি ও শহর অঞ্চলের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থিক সেবা প্রাপ্তিতে ব্যাপক পরিবর্তন নিয়ে এসেছে। বাংলাদেশে এক হাজারেরও বেশি এনজিও এবং ক্ষুদ্রঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। নিবন্ধিত আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও ঋণগ্রহীতার সংখ্যাসহ ঋণগ্রহীতা প্রতি সঞ্চয়ের হার ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০১৬ সনের জুন পর্যন্ত ৬৮০টি অনুমোদনপ্রাপ্ত আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং ১৯১টি সাময়িক অনুমোদনপ্রাপ্ত আর্থিক প্রতিষ্ঠান মোট ২৬.৩ মিলিয়ন জনগণকে ক্ষুদ্র ঋণ সেবা প্রদান করছে, যা অর্থবছর ১৫-এ ছিল ২৬.০ মিলিয়ন।

৯.২৮ ক্ষুদ্র ঋণকে বিস্তৃত ও সহজতর করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব চিন্তা ও ধারণার উপর ভিত্তি করে PKSF প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৯৯০ সনের মে মাসে সূচনালগ্ন থেকে পল্লি কর্মসহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) অংশীদার সংস্থাগুলোর (POs) সহায়তায় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য ক্ষুদ্রঋণ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণে ক্ষুদ্রঋণ তহবিল সরবরাহকারী এবং সামর্থ্য সৃষ্টিকারী শীর্ষস্থানীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে। পিকেএসএফ কর্তৃক অর্থবছর ১৬-এ ২৭৪টি অংশীদার সংস্থাকে (POs) প্রদত্ত ঋণের পরিমাণ দাঁড়ায় ২৪৪.৪ বিলিয়ন টাকা, যা অর্থবছর ১৫-এর ২১৩.৮ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ৩০.৬ বিলিয়ন টাকা বা শতকরা ১৪.৩ ভাগ বেশি।

২০১৭ অর্থবছরের রোডম্যাপ

৯.২৯ জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সামঞ্জস্য রেখে জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার শতকরা ৭.০ ভাগ নিশ্চিত করতে কৃষি খাতে বাৎসরিক শতকরা ৪.০-৪.৫ ভাগ হারে প্রবৃদ্ধি প্রয়োজন। বাংলাদেশের কৃষিতে প্রধান চ্যালেঞ্জগুলো হচ্ছে উৎপাদনশীলতা ও লাভজনকতা বৃদ্ধি, ভোগের সাথে সামঞ্জস্য রেখে উৎপাদনে বৈচিত্রতা বৃদ্ধি, খাদ্য নিরাপত্তা ও গুণাগুণ নিশ্চিতকরণ, সেচ খামার যান্ত্রিকীকরণ বৃদ্ধি এবং জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব কমিয়ে আনা।

৯.৩০ বাংলাদেশ ব্যাংক অর্থবছর ১৭-এর জন্য ১৭৫.৫ বিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে বার্ষিক 'কৃষি ও পল্লি ঋণ নীতিমালা' ঘোষণা করেছে, যা অর্থবছর ১৬-এর লক্ষ্যমাত্রা ১৬৪.০ বিলিয়ন টাকার চেয়ে শতকরা ৭.০ ভাগ বেশি। বাংলাদেশ ব্যাংক ২০১৬ সনের ডিসেম্বর পর্যন্ত এসএমই খাতে ১১৩৫.০ বিলিয়ন টাকা ঋণ প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে। এ খাতসমূহকে আরও চাঙ্গা করার লক্ষ্যে উভয় খাতের বিভিন্ন অংশে পর্যাপ্ত ঋণের প্রবাহ নিশ্চিত করতে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে, যা এ খাতগুলোকে টেকসই উন্নয়নের দিকে অগ্রসরমান হতে সহায়তা করবে।

সরকারি অর্থসংস্থান

১০.১ বাজেটের বিভিন্ন পদক্ষেপের মাধ্যমে দেশের সরকারি অর্থসংস্থান ক্রমশ উন্নত হচ্ছে। অর্থনীতির সম্ভাবনাসমূহের নিরিখে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্য রেখে দীর্ঘ সময় ধরে চলমান শতকরা ৬.০ ভাগ প্রবৃদ্ধি ফাঁদ অতিক্রম করে প্রবৃদ্ধির হার শতকরা ৭.০ ভাগে উন্নীত করার লক্ষ্য নিয়ে অর্থবছর ১৬ বাজেট প্রণয়ন করা হয়। বেসরকারি খাতে দেশি বিদেশি বিনিয়োগ ত্বরান্বিতকরণ, বিশেষ অর্থনৈতিক এলাকা সৃষ্টি, দ্রুত রূপান্তরযোগ্য অবকাঠামো প্রকল্প, জাতীয় সামাজিক প্রতিরক্ষা কৌশল গ্রহণ এবং মানব সম্পদ ও দক্ষতা উন্নয়নে ব্যয় বৃদ্ধির মাধ্যমে অর্থনীতিকে উচ্চ প্রবৃদ্ধির পথে রাখার জন্য সব ধরনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। মধ্যম মেয়াদে ভালো প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ জিডিপি'র শতকরা ০.৫ ভাগ থেকে জিডিপি'র শতকরা ১.০০ ভাগ এ উন্নীত করা এবং নারীদের শ্রম শক্তিতে অংশগ্রহণের হার বৃদ্ধির প্রতি মনোনিবেশ করা হয়েছে। অর্থবছর ১৬-এর বাজেটে উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য বৃহৎ পরিসরে আইসিটির ব্যবহারের মাধ্যমে মূলধনের অধিকতর দক্ষতা ও মোট উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিকে একটি উপায় হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

১০.২ রাজস্ব পরিস্থিতি স্থিতিশীল রাখার জন্য প্রত্যক্ষ কর বৃদ্ধি, অনুন্নয়ন ব্যয় সুসংহতকরণ এবং সরকারি ঋণকে টেকসই পর্যায়ে নেয়ার প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। অর্থবছর ১৬-এ বাজেট ঘাটতি জিডিপি'র শতকরা ৫.০ ভাগে দাঁড়ায়, যা প্রাথমিক লক্ষ্যমাত্রার সমান।

ক. অর্থবছর ১৬-এর বাজেট এবং রাজস্ব পরিস্থিতি

ক.১. রাজস্ব প্রাপ্তি

১০.৩ অর্থবছর ১৬-এ মোট সংশোধিত রাজস্ব প্রাপ্তির পরিমাণ ছিল ১৭৭৪.০ বিলিয়ন টাকা, যা প্রাথমিক লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় শতকরা ১৪.৯ ভাগ কম এবং অর্থবছর ১৫-এর প্রকৃত রাজস্ব প্রাপ্তির তুলনায় শতকরা ২১.৫ ভাগ বেশি। কর রাজস্ব, অর্থবছর ১৫-এর তুলনায় শতকরা ২০.৭ ভাগ বৃদ্ধি পায় যা মোট রাজস্ব প্রাপ্তির শতকরা ৮৭.৬ ভাগ। অর্থবছর ১৬-এ কর-বহির্ভূত রাজস্ব আয় অর্থবছর ১৫-এর তুলনায় শতকরা ২৮.১ ভাগ বৃদ্ধি পায় (সারণী ১০.১)।

সারণী ১০.১ সরকারের রাজস্ব এবং ব্যয়

(বিলিয়ন টাকা)

	অর্থবছর ১৫#	অর্থবছর ১৫ জিডিপি'র শতকরা হার	অর্থবছর ১৬*	অর্থবছর ১৬ জিডিপি'র শতকরা হার	অর্থবছর ১৭	অর্থবছর ১৭ জিডিপি'র শতকরা হার
১. মোট রাজস্ব	**১৪৫৯.৭**	**৯.৬**	**১৭৭৪.০**	**১০.২**	**২৪২৭.৫**	**১২.৪**
ক. কর রাজস্ব	১২৮৮.০	৮.৫	১৫৫৪.০	৯.০	২১০৪.০	১০.৭
খ. কর ব্যতীত অন্যান্য রাজস্ব	১৭১.৭	১.১	২২০.০	১.৩	৩২৩.৫	১.৬
২. মোট ব্যয়	**২০৪৩.৮**	**১৩.৫**	**২৬৪৫.৭**	**১৫.৩**	**৩৪০৬.১**	**১৭.৪**
ক. চলতি ব্যয়	১১৮৯.৯	৭.৯	১৫০৩.৮	৮.৭	১৮৮৯.৭	৯.৬
খ. এডিপি	৬০৩.৮	৪.০	৯১০.০	৫.৩	১১০৭.০	৫.৬
গ. অন্যান্য	২৫০.১	১.৭	২৩১.৯	১.৩	৪০৯.৪	২.১
৩. বাজেট ঘাটতি	**৫৮৪.১**	**৩.৯**	**৮৭১.৭**	**৫.০**	**৯৭৮.৫**	**৫.০**

প্রকৃত, * সংশোধিত বাজেট
উৎসঃ বাজেটের সংক্ষিপ্তসার ২০১৬-১৭, অর্থ মন্ত্রণালয়।

১০.৪ মোট রাজস্ব প্রাপ্তি অর্থবছর ১৬-এর সংশোধিত বাজেটে জিডিপি'র শতকরা ১০.২ ভাগে পৌঁছে, যা অর্থবছর ১৫-এ শতকরা ৯.৬ ভাগ ছিল। জিডিপি'র শতকরা অংশ হিসেবে কর রাজস্ব প্রাপ্তি অর্থবছর ১৬-এ শতকরা ৯.০ ভাগে দাঁড়ায় যা পূর্ববর্তী অর্থবছরে ছিল শতকরা ৮.৫ ভাগ। একইভাবে, জিডিপি'র শতকরা অংশ হিসেবে কর-বহির্ভূত রাজস্ব প্রাপ্তি অর্থবছর ১৬-এ শতকরা ১.৩ ভাগে দাঁড়ায় যা অর্থবছর ১৫-এ ছিল শতকরা ১.১ ভাগ।

১০.৫ অর্থবছর ১৬-এর সংশোধিত বাজেটে আয় ও মুনাফার ওপর প্রত্যক্ষ কর শতকরা ২৭.২ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ৫১৮.০ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়, যা অর্থবছর ১৫-এ ৪০৭.১ বিলিয়ন টাকা ছিল। অর্থবছর ১৫-এর প্রকৃত আয়ের তুলনায় অর্থবছর ১৬-এ কর-বহির্ভূত আয়ের খাত হিসেবে মাদক শুল্ক, যানবাহন কর, আয় ও মুনাফার ওপর কর, ভূমি রাজস্ব, সম্পূরক শুল্ক, মূল্য সংযোজন কর (মূসক), অন্যান্য কর ও শুল্ক, আবগারি শুল্ক, এবং স্ট্যাম্প বিক্রয় (নন জুডিশিয়াল) খাতে যথাক্রমে শতকরা ৪২.৯, ২৭.৪, ২৭.২, ২২.১, ১৮.৯, ১৮.৮, ১৬.৫, ৪.০ এবং ৩.৭ ভাগ বৃদ্ধি পায়। অর্থবছর ১৬-এর সংশোধিত বাজেটে রপ্তানি শুল্ক আয় অর্থবছর ১৫-এর সমান হয় (সারণী ১০.২)।

১০.৬ অর্থবছর ১৬-এর সংশোধিত বাজেটে কর-

বহির্ভূত রাজস্ব খাতে প্রশাসনিক ফি বাবদ প্রাপ্তি, লভ্যাংশ ও মুনাফা, ভাড়া, ইজারা ও আদায়, প্রতিরক্ষা, টোল ও লেভি বাবদ প্রাপ্তি, রেলপথ, ডাক বিভাগ এবং অন্যান্য কর ব্যতীত রাজস্ব ও প্রাপ্তি অর্থবছর ১৫-এর প্রকৃত প্রাপ্তির তুলনায় যথাক্রমে শতকরা ৪২.৬, ৪৬.৫, ৩৬.৪, ৭২.০, ৬১.৮, ২৬.৩, ৮.০, এবং ১৪.৮ ভাগ বৃদ্ধি পায়। অন্যদিকে, সুদ, মূলধন রাজস্ব, সেবা বাবদ প্রাপ্তি এবং জরিমানা, দণ্ড ও বাজেয়াপ্তকরণ বাবদ প্রাপ্তি যথাক্রমে শতকরা ২.৬, ১৬.৭, ২৩.৭, ও ১৪.৩ ভাগ হ্রাস পায় (সারণী ১০.২)।

ক.২. ব্যয়

১০.৭ অর্থবছর ১৬-এর সংশোধিত বাজেটে মোট সরকারি ব্যয় দাঁড়ায় ২৬৪৫.৭ বিলিয়ন টাকা যা জিডিপি'র শতকরা ১৫.৩ ভাগ এবং অর্থবছর ১৫-এর প্রকৃত ব্যয়ের তুলনায় শতকরা ২৯.৫ ভাগ বেশি। অর্থবছর ১৬-এর সংশোধিত বাজেটে চলতি ব্যয় দাঁড়ায় ১৫০৩.৮ বিলিয়ন টাকা (জিডিপি'র শতকরা ৮.৭ ভাগ) যা অর্থবছর ১৫-এর প্রকৃত ব্যয় ১১৮৯.৯ বিলিয়ন টাকার তুলনায় শতকরা ২৬.৪ ভাগ বেশি (সারণী ১০.১)।

১০.৮ অর্থবছর ১৬-এর সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) ৯১০.০ বিলিয়ন টাকা ধার্য করা হয়েছে যা বাজেটের শতকরা ৬.২ ভাগ কম। তবে সংশোধিত এডিপি অর্থবছর ১৫-এর প্রকৃত এডিপি'র তুলনায় শতকরা ৫০.৭ ভাগ বেশি। অর্থবছর ১৬-এর সংশোধিত বাজেটে, মোট এডিপি'র শতকরা ৪৩.৫ ভাগ অবকাঠামো খাতে (বিদ্যুৎ, তেল, গ্যাস ও প্রাকৃতিক সম্পদ, পরিবহন ও যোগাযোগ), শতকরা ১৭.০ ভাগ সামাজিক খাতে (শিক্ষা ও ধর্ম, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, জনসংখ্যা ও পরিবার কল্যাণ) এবং শতকরা ৫.২ ভাগ কৃষি খাতে ব্যয় করা হয়েছে (সারণী ১০.৫)।

ক.৩. অর্থবছর ১৬-এর বাজেট ঘাটতি অর্থায়ন

১০.৯ অর্থবছর ১৬-এর সংশোধিত বাজেটে ঘাটতির পরিমাণ (অনুদান ব্যতীত) দাঁড়ায় ৮৭১.৭ বিলিয়ন টাকা (জিডিপি'র শতকরা ৫.০ ভাগ) (সারণী ১০.১)। অর্থবছর ১৬-এ ঘাটতি অর্থায়নে অভ্যন্তরীণ ঋণের অংশ ছিল ৬২১.৮ বিলিয়ন টাকা (জিডিপি'র শতকরা ৩.৬ ভাগ)। এর মধ্যে ৩১৬.৮ বিলিয়ন টাকা (জিডিপি'র শতকরা ১.৮ ভাগ) ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে গৃহীত ঋণ এবং অবশিষ্ট ৩০৫.০ বিলিয়ন টাকা (জিডিপি'র শতকরা ১.৮ ভাগ) ব্যাংক-বহির্ভূত ঋণ যা প্রধানত জাতীয় সঞ্চয় প্রকল্পসমূহ হতে গৃহীত ঋণ (চার্ট ১০.৩)। বাজেট ঘাটতির বৈদেশিক অর্থায়নের পরিমাণ

চার্ট ১০.১ রাজস্ব আয়ের বণ্টনঃ অর্থবছর ১৬ (সংশোধিত)

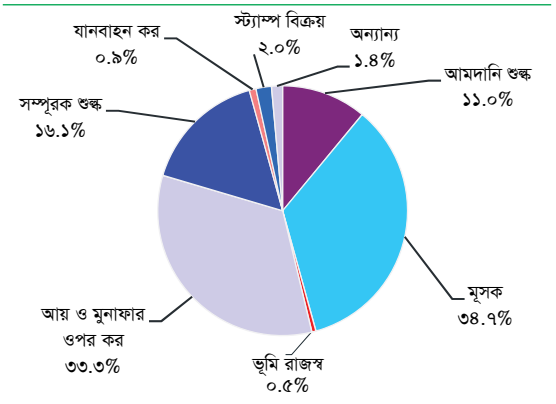

উৎসঃ বাজেটের সংক্ষিপ্তসার ২০১৬-১৭, অর্থ মন্ত্রণালয়।

চার্ট ১০.২ রাজস্ব আয়ের বণ্টনঃ অর্থবছর ১৭ (প্রাক্কলিত)

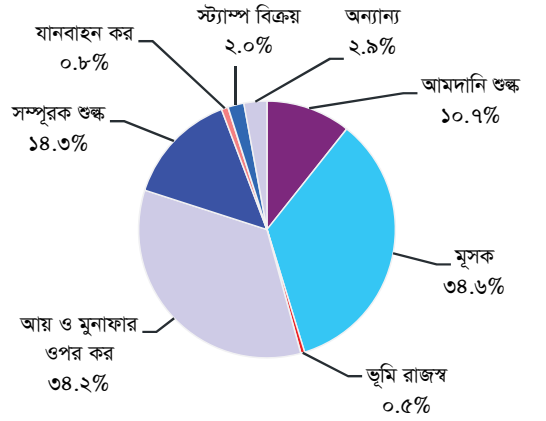

উৎসঃ বাজেটের সংক্ষিপ্তসার ২০১৬-১৭, অর্থ মন্ত্রণালয়।

(অনুদান ব্যতীত) ১৯৯.৬ বিলিয়ন টাকা (জিডিপি'র শতকরা ১.২ ভাগ) (সারণী ১০.৬)।

ক.৪. অর্থবছর ১৬-এর বাজেটে রাজস্ব আয়ের প্রধান প্রধান পদক্ষেপ

প্রত্যক্ষ কর

১০.১০ আয় ও মুনাফার ওপর প্রত্যক্ষ কর সরকারি আয়ের প্রধান উৎস হিসেবে পরিগণিত হয়। অর্থবছর ১৬-এর সংশোধিত বাজেটে প্রত্যক্ষ করের পরিমাণ মোট রাজস্ব প্রাপ্তির শতকরা ৩৩.৩ ভাগ ছিল যা অর্থবছর ১৫-এ শতকরা ৩১.৬ ভাগ ছিল। অর্থবছর ১৬-এর জাতীয় বাজেটে প্রত্যক্ষ করের প্রস্তাবিত পদক্ষেপগুলো হলোঃ

ব্যক্তিগত আয়ের উপর কর

- ব্যক্তিশ্রেণি করদাতাদের করমুক্ত আয় সীমা ২২০,০০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ২৫০,০০০ টাকা করা হয়।
- মহিলা এবং পঁয়ষট্টি বছর বা তদূর্ধ্ব বয়সী করদাতাদের করমুক্ত আয় সীমা ২৭৫,০০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৩০০,০০০ টাকা করা হয়।
- শারীরিক প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে এ সীমা ৩৫০,০০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৩৭৫,০০০ টাকা করা হয়।
- যুদ্ধাহত গেজেটেড মুক্তিযোদ্ধা করদাতাদের করমুক্ত আয় সীমা ৪০০,০০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৪২৫,০০০ টাকা করা হয়।
- সারচার্জ আরোপযুক্ত নিট সম্পদের সীমা ২০০,০০,০০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ২২৫,০০,০০০ টাকা করা হয়।
- ওয়েজ অর্নার্স ডেভেলপমেন্ট বন্ড, ইউএস ডলার প্রিমিয়াম বন্ড, ইউএস ডলার ইনভেস্টমেন্ট বন্ড, ইউরো ইনভেস্টমেন্ট বন্ড, ইউরো প্রিমিয়াম বন্ড, পাউন্ড স্টার্লিং ইনভেস্টমেন্ট বন্ড এবং পাউন্ড স্টার্লিং প্রিমিয়াম বন্ড হতে অর্জিত সুদ আয়করমুক্ত রাখা হয়।
- শেয়ারের আয়ের ওপর ১০ শতাংশ উৎস কর এবং ট্রেজারি বন্ড ও ট্রেজারি বিলের ওপর ৫ শতাংশ উৎস কর প্রত্যাহার করা হয়।
- লিমিটেড কোম্পানিগুলোর করমুক্ত ডিভিডেন্ড আয় সীমা ২০,০০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ২৫,০০০ টাকা করা হয়।
- অননুমোদিত বিদেশি নাগরিককে নিয়োগ প্রদানকারীর ওপর ৫০ শতাংশ কর অথবা ৫০০,০০০ টাকা (যেটি অধিক) আরোপ করা।
- অনিবাসী নাগরিকের আয়ের উপর উৎস কর কর্তন করা ।

কর্পোরেট আয়ের ওপর কর

- পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানি, ব্যাংক, বীমা, আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য কর হার

সারণী ১০.২ খাতভিত্তিক রাজস্ব আদায়

(বিলিয়ন টাকা)

	অর্থবছর ১৫#	অর্থবছর ১৬*	অর্থবছর ১৭
১. কর রাজস্ব	১২৮৮.০	১৫৫৪..০	২১০৪.০
ক. এনবিআর কর রাজস্ব	১২৩৯.৮	১৫০০.০	২০৩১.৫
আয় ও মুনাফার ওপর কর	৪০৭.১	৫১৮.০	৭১৯.৪
আমদানি শুল্ক	১৪৮.৯	১৭১.১	২২৪.৫
রপ্তানি শুল্ক	০.৩	০.৩	০.৪
সম্পূরক শুল্ক	২১০.৮	২৫০.৬	৩০০.৮
মূল্য সংযোজন কর (মূসক)	৪৫৩.৭	৫৩৯.১	৭২৭.৬
আবগারি শুল্ক	৯.৯	১০.৩	৪৪.৫
অন্যান্য কর ও শুল্ক	৯.১	১০.৬	১৪.৩
খ. এনবিআর বহির্ভুত কর রাজস্ব	৪৮.২	৫৪.০	৭২.৫
মাদক শুল্ক	০.৭	১.০	১.৫
যানবাহন কর	১০.৬	১৩.৫	১৭.৭
ভূমি রাজস্ব	৬.৮	৮.৩	১০.৬
স্ট্যাম্প বিক্রয় (নন জুডিশিয়াল)	৩০.১	৩১.২	৪২.৭
২. কর বহির্ভুত রাজস্ব	১৭১.৭	২২০.০	৩২৩.৫
প্রশাসনিক ফি	৩৩.১	৪৭.২	৪৮.৪
লভ্যাংশ ও মুনাফা	৩১.০	৪৫.৪	৭৯.২
সুদ	৭.৮	৭.৬	৮.০
মূলধন রাজস্ব	০.৬	০.৫	০.৬
সেবা বাবদ প্রাপ্তি	৭.৬	৫.৮	৬.০
প্রতিরক্ষা বাবদ প্রাপ্তি	১২.৫	২১.৫	২৩.৪
টোল ও লেভি	৩.৪	৫.৫	৭.৬
জরিমানা, দণ্ড ও বাজেয়াপ্তকরণ	২.৮	২.৪	৩.৬
রেলপথ	৯.৫	১২.০	১৩.৫
ডাক বিভাগ	২.৫	২.৭	৩.১
অ-বাণিজ্যিক বিক্রয়	৫.০	৫.০	৫.৪
ভাড়া, ইজারা ও আদায়	১.১	১.৫	১.৩
কর ব্যতীত অন্যান্য রাজস্ব ও প্রাপ্তি	৫৪.৮	৬২.৯	১২৩.৪
মোট	**১৪৫৯.৭**	**১৭৭৪.০**	**২৪২৭.৫**

প্রকৃত, * সংশোধিত বাজেট
উৎসঃ বাজেটের সংক্ষিপ্তসার ২০১৬-১৭, অর্থ মন্ত্রণালয়।

সারণী ১০.৩ রাজস্ব ব্যয়ের ধারা

(বিলিয়ন টাকা)

	অর্থবছর ১৫#	অর্থবছর ১৬*	অর্থবছর ১৭
সামাজিক খাত	৫৩৮.৪	৭৩৬.৯	৯৩২.৯
জনপ্রশাসন	১২২.৯	২৩৭.৫	৪৭২.৭
অভ্যন্তরীণ ঋণের সুদ	২৯৪.৪	৩০০.৪	৩৮২.৪
প্রতিরক্ষা	১৭৪.৯	২০৬.৯	২২১.৩
জনশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা	১৩১.৬	১৭৪.২	২১০.৬
বৈদেশিক ঋণের সুদ	১৫.৪	১৬.৩	১৭.১
কৃষি খাত	১৫৯.৩	১৮৫.০	২২৭.১
পরিবহন ও যোগাযোগ	১৯০.৫	২৬৭.৯	৩৭২.৭
স্থানীয় সরকার ও পল্লি উন্নয়ন	১৭৮.৩	২১৪.৬	২৩৫.৪
গৃহায়ন	১৯.৭	৩৯.৪	৩১.২
অন্যান্য	২১৮.৪	২৬৬.৬	৩০২.৭
মোটঃ	**২০৪৩.৮**	**২৬৪৫.৭**	**৩৪০৬.১**

প্রকৃত, * সংশোধিত বাজেট
উৎসঃ বাজেটের সংক্ষিপ্তসার ২০১৬-১৭, অর্থ মন্ত্রণালয়।

২৭.৫ শতাংশ হতে হ্রাস করে ২৫.০ শতাংশ এবং পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত নয় এমন কোম্পানি, ব্যাংক, বীমা, আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য কর হার ৪২.৫ শতাংশ হতে হ্রাস করে ৪০.০ শতাংশ করা হয়।

- পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত সিগারেট কোম্পানিগুলোর ট্যাক্স ৪০.০ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৪৫.০ শতাংশ করা হয়।
- সমবায় সমিতির কৃষি ও কুটির শিল্প ব্যতীত আয়ের ওপর প্রদেয় করের হার কমিয়ে ১৫.০ শতাংশ করা হয়।
- চিংড়ি, হাঁস-মুরগি ও মাছের হ্যাচারির আয়ের ওপর সাধারণ করের পরিবর্তে প্রগতিশীল হারে কর আরোপ করা হয়। এ ফার্মগুলোর প্রথম ১,০০০,০০০ টাকা আয়ের ওপর ৩.০ শতাংশ, পরবর্তী ২,০০০,০০০ টাকা আয়ের ওপর ১০.০ শতাংশ, এবং অবশিষ্ট টাকা আয়ের ওপর ১৫.০ শতাংশ হারে কর আরোপ করা হয়।
- অটো-মোবাইল শিল্পে ও টায়ার শিল্পে ট্যাক্স হলিডে সুবিধা প্রদান করা হয়।
- হাঁস-মুরগি (পোল্ট্রি) শিল্পের প্রথম ১,০০০,০০০ টাকা আয়ের ওপর ৩.০ শতাংশ, পরবর্তী ২,০০০,০০০ টাকা আয়ের ওপর ১০.০ শতাংশ, এবং অবশিষ্ট টাকা আয়ের ওপর ১৫.০ শতাংশ হারে কর আরোপ করা হয়।
- হাঁস-মুরগির খাবার, দুগ্ধ, তুঁত চাষ, মৌমাছি পালন, মৎস্য পালন ইত্যাদি খাতের প্রথম ১,০০০,০০০ টাকা আয়ের ওপর ৩.০ শতাংশ, পরবর্তী ২,০০০,০০০ টাকা আয়ের ওপর ১০.০ শতাংশ, এবং অবশিষ্ট টাকা আয়ের ওপর ১৫.০ শতাংশ হারে কর আরোপ করা হয়।

মূল্য সংযোজন কর (মূসক)

১০.১১ একটি আধুনিক, বিনিয়োগবান্ধব, ভোক্তাস্বার্থ ও রাজস্ববান্ধব মূল্য সংযোজন কর ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ২০১২ সালে জাতীয় সংসদে "মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২" নামক একটি নতুন মূসক আইন গৃহীত হয়েছে। অর্থবছর ১৭ থেকে এ আইন সম্পূর্ণভাবে কার্যকর করার সিদ্ধান্ত হয়।

সারণী ১০.৪ সামাজিক খাতে ব্যয়ের ধারা

(বিলিয়ন টাকা)

	অর্থবছর ১৫#	অর্থবছর ১৬*	অর্থবছর ১৭
শিক্ষা ও প্রযুক্তি	৩০২.৯	৩৯৩.৩	৫২৯.১
স্বাস্থ্য	১০৪.২	১৪৮.১	১৭৪.৯
বিনোদন, সংস্কৃতি ও ধর্ম	১৮.৬	২৩.৮	২৭.০
শ্রম ও কর্মসংস্থান	১.১	২.৯	৩.১
সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণ	১১১.৬	১৬৮.৮	১৯৮.৮
মোট	৫৩৮.৪	৭৩৬.৯	৯৩২.৯

প্রকৃত, * সংশোধিত বাজেট
উৎসঃ বাজেটের সংক্ষিপ্তসার ২০১৬-১৭, অর্থ মন্ত্রণালয়।

১০.১২ বাংলাদেশে পরোক্ষ করের একটি প্রধান উপকরণ হচ্ছে মূসক। অর্থবছর ১৬-এ মূল্য সংযোজন করের পরিমাণ ৫৩৯.১ বিলিয়ন টাকা যা এ সময়ে মোট রাজস্ব প্রাপ্তির শতকরা ৩৪.৭ ভাগ এবং অর্থবছর ১৫-এ রাজস্ব প্রাপ্তি ৪৫৩.৭ বিলিয়ন টাকার তুলনায় শতকরা ১৮.৮ ভাগ বেশি। অর্থবছর ১৬-এর জাতীয় বাজেটে মূসকের প্রস্তাবিত পদক্ষেপগুলো হলঃ

মূসক অব্যাহতি

- দেশে অভ্যন্তরীণভাবে উৎপাদিত পশু খাদ্যের নিউট্রিশন প্রিমিক্স এর ওপর ১৫ শতাংশ মূসক প্রত্যাহার।
- প্রাথমিক কৃষি পণ্যের সংরক্ষণ খরচ ও বাজার মূল্য কমানোর লক্ষ্যে হিমাগারের বিদ্যুৎ বিলের মূসক অব্যাহতি প্রদান।
- লিভার সংক্রান্ত জটিল রোগের ঔষধের আভ্যন্তরীণ উৎপাদন ও বিক্রয় পর্যায়ে মূসক অব্যাহতি প্রদান।
- ভাঙা লোহার টুকরা ও লোহার স্ক্র্যাপ এর যোগানের ওপর মূসক অব্যাহতি প্রদান।
- আভ্যন্তরীণ শিল্পকে রক্ষার জন্য পেট (PET) চিপ্‌স এর আমদানি পর্যায়ে শতকরা ৪.০ ভাগ হারে আগাম বাণিজ্য মূসক অব্যাহতি প্রদান।
- আলোকচিত্র শিল্পের মূসক প্রত্যাহার।
- আয়রন অক্সাইডের আভ্যন্তরীণ উৎপাদন পর্যায়ে মূসক প্রত্যাহার।
- নমুনা ঔষধ রপ্তানির মূসক অব্যাহতি সীমা

৩০,০০০ টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ১০০,০০ টাকা করা হয়।

- ৬০ অ্যাম্পিয়ার পর্যন্ত ব্যাটারি উৎপাদনকারীদের মূসক অব্যাহতি প্রদান।
- প্লাস্টিক বর্জ্যের রিসাইকেলকৃত প্লাস্টিক স্ফটিকের উৎপাদনের মূসক অব্যাহতি প্রদান।
- পাট ও পাটজাত দ্রব্যের লাইসেন্স ইস্যু ও নবায়ন ফি'র ওপর ধার্যকৃত মূসক প্রত্যাহার।
- গ্লাস টিউব ও বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী বাল্ব এবং এর কাঁচামালের ওপর ধার্যকৃত মূসক প্রত্যাহারের সময়সীমা ৩০ জুন ২০১৭ পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়।

মূসক আরোপ ও বর্ধিতকরণ

- সিরামিকের বাথটাব, জাকুজি, শাওয়ার ও শাওয়ার ট্রের ওপর শতকরা ২০.০ ভাগ হারে সম্পূরক কর আরোপ করা হয়।
- ক্রেডিট রেটিং ও অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ সম্পর্কিত কার্যক্রমের ওপর শতকরা ১৫.০ ভাগ হারে মূসক আরোপ করা হয়।
- ইনডেনটিং ফার্ম, কংক্রিট রেডিমিক্স, নারিকেলের ছোবড়ার বর্জ্য (কোপরা ওয়েস্ট), টিস্যু হোল্ডার, বরফ ট্রে, আইসক্রিম ও প্লাস্টিক হ্যাঙ্গার ইত্যাদিকে মূসক অব্যাহতি তালিকা হতে বাদ দেয়া হয়।
- অনলাইনে দ্রব্য ও সেবা লেনদেনের ওপর শতকরা ৪.০ ভাগ হারে মূসক আরোপ করা হয়।
- সুপার শপ্‌গুলোর লেনদেনের ওপর শতকরা ২.০ ভাগের পরিবর্তে শতকরা ৪.০ ভাগ হারে মূসক আরোপ করা হয়।
- স্বর্ণ ও রৌপ্য শিল্প, স্বর্ণ ও রৌপ্য বিক্রয় কেন্দ্র ও স্বর্ণ পরিশোধনকারীর ক্ষেত্রে বিদ্যমান মূসক শতকরা ৩.০ ভাগ থেকে বাড়িয়ে ৫.০ ভাগ করা হয় এবং যোগানদার সেবার ক্ষেত্রে বিদ্যমান মূসক শতকরা ৪.০ ভাগ থেকে বাড়িয়ে ৫.০ ভাগ করা হয়।
- বিল্ডিং নির্মাণ খাতে ফ্ল্যাটের আকৃতির ওপর ভিত্তি করে বিদ্যমান ৩ শতাংশের পরিবর্তে ক্রমবর্ধমান হারে মূসক আরোপ করা হয়।

সারণী ১০.৫ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বিভিন্ন খাতের অংশ

(শতকরা হার)

	অর্থবছর ১৫#	অর্থবছর ১৬*	অর্থবছর ১৭
কৃষি	৫.৮	৫.২	৪.৬
পরিবহন	২৭.৫	২২.৫	২৫.৮
শিক্ষা ও ধর্ম	১৪.৪	১০.৭	১৩.১
ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ এবং গৃহায়ন	৮.২	১১.৫	১২.১
বিদ্যুৎ	৮.৮	১৭.০	১১.৮
পল্লি উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান	১০.৫	৯.০	৮.২
স্বাস্থ্য, পুষ্টি, জনসংখ্যা ও পরিবার কল্যাণ	৪.৫	৬.৩	৬.৩
পানি সম্পদ	২.৮	৩.০	৩.১
শিল্প	২.১	১.৫	১.৯
তেল, গ্যাস, ও প্রাকৃতিক সম্পদ	১.৬	২.১	১.৭
যোগাযোগ	১.৩	১.৯	১.৫
অন্যান্য	১২.৫	৯.৩	১০.০
মোট	**১০০**	**১০০**	**১০০**

প্রকৃত, * সংশোধিত বাজেট
উৎসঃ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ২০১৫-২০১৬ এবং ২০১৬-২০১৭, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়।

সারণী ১০.৬ বাজেট ঘাটতির ধারা

(বিলিয়ন টাকা)

	অর্থবছর ১৫#	অর্থবছর ১৬*	অর্থবছর ১৭
অভ্যন্তরীণ ঋণ	৫১১.৭	৬২১.৮	৬১৫.৫
ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে গৃহীত ঋণ	৫.১	৩১৬.৮	৩৮৯.৪
ব্যাংক-বহির্ভূত ঋণ	৫০৬.৬	৩০৫.০	২২৬.১
বৈদেশিক অর্থায়ন	৪৯.১	১৯৯.৬	৩০৭.৯
বাজেট ঘাটতি (অনুদান সহ)	৫৬০.৯	৮২১.৪	৯২৩.৪
বাজেট ঘাটতি (অনুদান ব্যতীত)	৫৮৪.১	৮৭১.৭	৯৭৮.৫
জিডিপি (মেমোরেন্ডাম আইটেম)	১৫১৩৬.০	১৭২৯৫.৭	১৯৬১০.২

প্রকৃত, * সংশোধিত বাজেট
উৎসঃ বাজেটের সংক্ষিপ্তসার ২০১৬-১৭, অর্থ মন্ত্রণালয়।

আমদানি শুল্ক ও কর

১০.১৩ বাংলাদেশ অর্থনীতির সুরক্ষা ও প্রতিযোগিতা বজায় রাখার লক্ষে বিদ্যমান আমদানি শুল্কের ধাপসমূহ সময়ের সাথে সাথে পুনর্গঠন ও যৌক্তিকীকরণ হয়েছে। পাশাপাশি, পাচার ও অসত্য ঘোষণা প্রতিরোধের জন্য অসামঞ্জস্যপূর্ণ শুল্ক ও কর কাঠামো সংশোধিত হয়েছে। আমদানি শুল্ক অর্থবছর ১৬-এর সংশোধিত বাজেটে শতকরা ১৪.৯ ভাগ হারে বৃদ্ধি পেয়ে ১৭১.১ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায় যা অর্থবছর ১৫-এ ১৪৮.৯ বিলিয়ন টাকা ছিল। অর্থবছর

১৬-এর জাতীয় বাজেটে আমদানি শুল্কের প্রস্তাবিত পরিবর্তনসমূহ হলোঃ

- অর্থবছর ১৬-এ কৃষির কাঁচামাল, সার, বীজ ও অন্য প্রয়োজনীয় উপকরণসমূহের আমদানি শুল্ক অব্যাহতি প্রদান হয়।
- পোশাক শিল্পের ক্রমবিকাশের স্বার্থে অগ্নি নির্বাপক যন্ত্রপাতি, বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী ও অবকাঠামোগত পণ্যের আমদানির ওপর শতকরা ৫ ভাগের অতিরিক্ত আমদানি শুল্ক ও সম্পূর্ণ মূসক অব্যাহতি প্রদান।
- কম্পিউটার এবং ওয়েব ও ডিজিটাল ক্যামেরাসহ বিভিন্ন আইটি দ্রব্যের শুল্ক ২৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে ১০ শতাংশ করা হয়।
- মূলধনী দ্রব্যের শুল্ক ২ শতাংশ থেকে কমিয়ে ১ শতাংশ করা হয়।
- কাঁচা রাবারের আমদানি শুল্ক ১০ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৫ শতাংশ করা হয়।
- ক্ষতিকর রাসায়নিক যেমন- এজো ডাইস, ওরগেনোটিন কম্পাউন্ডস, ক্লোরফেনল্‌স এর আমদানি শুল্ক ৫ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ২৫ শতাংশ করা হয়।
- গার্মেন্টস, টেরি টাওয়েল, কার্টুন ও জিনিসপত্র, পাট ও পাটজাত দ্রব্য এবং হিমায়িত খাদ্যসহ সকল রপ্তানির ওপর শতকরা ১.০ ভাগ হারে কর আরোপ করা হয়।
- রেশম শিল্পের গুরুত্ব ও সম্ভাব্যতা বিবেচনা করে ও সস্তা আমদানিকৃত দ্রব্যের সাথে অসম প্রতিযোগিতা থেকে রক্ষার জন্য আমদানিকৃত রেশম পণ্যের শুল্কহার ২৫ শতাংশে বৃদ্ধি এবং রেশম কাপড়ের উপর ৪৫ শতাংশ সম্পূরক শুল্ক আরোপ করা হয়।
- চা আমদানির উপর সম্পূরক শুল্ক ১৫ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ২০ শতাংশ করা হয়।

অন্যান্য শুল্ক

- মোবাইলের নতুন সিমকার্ড ইস্যু ও প্রতিস্থাপনের জন্য ১০০ টাকা সিমট্যাক্স আরোপ করা হয়।
- মোবাইলের সিম (SIM) কার্ড ও রুইম (RUIM) কার্ড এর মাধ্যমে প্রদত্ত সেবার ওপর ৫ শতাংশ সম্পূরক শুল্ক আরোপ করা হয়।

চার্ট ১০.৩ বাজেট ঘাটতি অর্থায়নঃ অর্থবছর ১৬ (জিডিপির শতকরা হিসাবে)

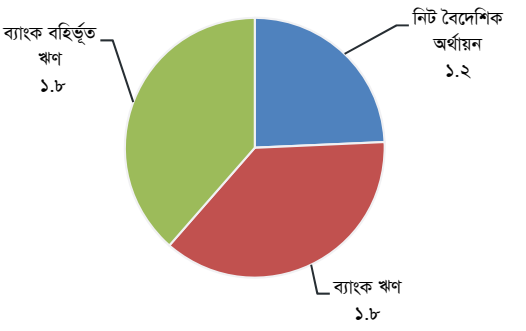

* সংশোধিত
উৎসঃ বাজেটের সংক্ষিপ্তসার ২০১৬-১৭, অর্থ মন্ত্রণালয়।

চার্ট ১০.৪ বাজেট ঘাটতি অর্থায়নঃ অর্থবছর ১৭ (অনুদানসহ) (জিডিপির শতকরা হিসাবে)

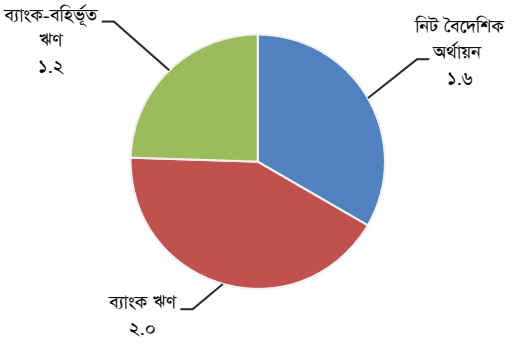

* প্রাক্কলিত
উৎসঃ বাজেটের সংক্ষিপ্তসার ২০১৬-১৭, অর্থ মন্ত্রণালয়।

- মোটরগাড়িতে ব্যবহৃত টায়ারের ওপর ২০ শতাংশ সম্পূরক শুল্কহার আরোপ করা হয়।
- ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, পাইকারি বিক্রেতা, খুচরা বিক্রেতা, এবং দোকানদারদের বাৎসরিক টার্নওভারের উপর যথাক্রমে ৩৬০০ টাকা, ৭২০০ টাকা, ১০০০০ টাকা, ১৪০০০ টাকা কর বর্ধিতকরণ করা হয়।

রাজস্ব ব্যবস্থাপনা কৌশল ও নীতিমালা

১০.১৪ বর্তমানে বাংলাদেশ সরকার রাজস্ব ব্যবস্থাপনাকে দক্ষতর করে তোলার বিভিন্ন কৌশল ও নীতিমালা বাস্তবায়ন করছে। এর মধ্যে রয়েছেঃ

- উৎসে কর সংগ্রহ ত্বরান্বিত করার জন্য একটি পৃথক কর অঞ্চল প্রতিষ্ঠা।
- দ্বৈত নাগরিকদের আয় সনাক্ত এবং মানিলন্ডারিং এর তথ্য সংগ্রহ করার জন্য আয়কর সেল প্রতিষ্ঠা।
- উপজেলা পর্যায়ে 'আয়কর মেলা' সম্প্রসারণ।
- সকল শুল্ক ব্যবস্থাপনায় আধুনিক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা চালুকরণ।
- প্রতিটি শুল্ক কেন্দ্রে অভিযোগ ও সেবা ডেস্ক প্রতিষ্ঠা।
- অংশীদারত্বমূলক শুল্ক বাণিজ্য প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ভুয়া ঘোষণা এবং অন্যান্য প্রতারণামূলক কর্মকাণ্ড প্রতিরোধের জন্য অংশীদারত্বমূলক শুল্ক বাণিজ্য প্রতিষ্ঠা।
- শুল্ক ব্যবস্থাপনার সম্মিলিত সাফল্য (Synergy) নিশ্চিত করার জন্য অন্যান্য সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের যেমন– ব্যাংক, বন্দর, বেপজা (BEPZA), বেজা (BEZA) ইত্যাদির সাথে অংশীদারত্ব প্রতিষ্ঠা।

খ. অর্থবছর ১৭-এর বাজেট

১০.১৫ অর্থবছর ১৭-এর বাজেট ২ জুন ২০১৬-এ পেশ করা হয় এবং ৩০ জুন ২০১৬-এ জাতীয় সংসদে পাস হয়। উচ্চ প্রবৃদ্ধি, নিম্ন মূল্যস্ফীতি, বিনিয়োগ গতিশীলতার মাধ্যমে ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত বাংলাদেশ অর্জনের লক্ষ্যকে সামনে রেখে অর্থবছর ১৭-এর বাজেট প্রণয়ন করা হয়েছে। অর্থবছর ১৭-এর বাজেটে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার ধরা হয়েছে শতকরা ৭.২ ভাগ এবং মূল্যস্ফীতির হার শতকরা ৫.৮ ভাগ। বাজেট ঘাটতির পরিমাণ জিডিপির ৫.০ শতাংশের মধ্যে থাকবে বলে আশা করা হচ্ছে।

১০.১৬ অর্থবছর ১৭-এর বাজেটের মোট আকার ধরা হয়েছে ৩৪০৬.১ বিলিয়ন টাকা যা জিডিপি'র শতকরা ১৭.৪ ভাগ এবং অর্থবছর ১৬-এর সংশোধিত বাজেট অপেক্ষা শতকরা ২৮.৭ ভাগ বেশি। প্রাক্কলিত উন্নয়ন ব্যয় হলো ১১৭০.৩ বিলিয়ন টাকা যা জিডিপি'র শতকরা ৬.০ ভাগ। এ উন্নয়ন ব্যয় পূর্ববর্তী অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটের চেয়ে শতকরা ২২.০ ভাগ বেশি। অর্থবছর ১৭-এর এডিপি'র মধ্যে শতকরা ২৪.৬ ভাগ মানব সম্পদ উন্নয়ন খাতে (শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য খাত), শতকরা ২৪.৫ ভাগ কৃষি খাতে (কৃষি, পল্লি উন্নয়ন ও পল্লি প্রতিষ্ঠান, পানি সম্পদ এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য খাত), শতকরা ১৩.৫ ভাগ বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে, শতকরা ২৫.৮ ভাগ যোগাযোগ খাতে (সড়ক, রেলপথ, সেতু এবং যোগাযোগ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য খাত) এবং শতকরা ১১.৬ ভাগ অন্যান্য খাতে বরাদ্দ রাখা হয়েছে। (সারণী ১০.৫)

১০.১৭ বরাদ্দের প্রকৃতির উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগকে তিনটি প্রধান গ্রুপে ভাগ করা হয়েছে। এগুলো হলো- সামাজিক অবকাঠামো, ভৌত অবকাঠামো এবং সাধারণ সেবা। অর্থবছর ১৭-এর প্রস্তাবিত বাজেটে সামাজিক অবকাঠামো খাতে মোট ব্যয়ের প্রায় শতকরা ২৮.৩ ভাগ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে যার মধ্যে মানব সম্পদ উন্নয়ন (শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য খাত) খাতে বরাদ্দ শতকরা ২৫.২ ভাগ। ভৌত অবকাঠামো খাতে মোট ব্যয়ের শতকরা ২৯.৭ ভাগ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে সার্বিক কৃষি ও পল্লি উন্নয়ন খাতে শতকরা ১৩.৬ ভাগ, যোগাযোগ খাতে শতকরা ১০.২ ভাগ এবং বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে শতকরা ৪.৪ ভাগ। সাধারণ সেবা খাতে শতকরা ২৪.৫ ভাগ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। সরকারি বেসরকারি অংশীদারত্ব (পিপিপি) প্রকল্প, বিভিন্ন শিল্পে নগদ সহায়তা এবং রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোয় ভর্তুকি ও বিনিয়োগ খাতে শতকরা ২.২ ভাগ রাখা হয়েছে।

১০.১৮ এ প্রধান তিনটি খাত ছাড়া, সুদ পরিশোধ খাতে শতকরা ১১.৭ ভাগ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে এবং অবশিষ্ট শতকরা ৩.৫ ভাগ নিট ঋণদান ও অন্যান্য ব্যয় বাবদ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। পূর্ববর্তী অর্থবছরের ন্যায় আঞ্চলিক সমতা, উন্নত অবকাঠামো, মানব সম্পদ উন্নয়ন এবং ব্যয়ের গুণগত মানের প্রতি অঙ্গীকারের বিষয়টি মনে রেখে বড় আকারের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি প্রস্তাব করা হয়েছে।

খ.১. রাজস্ব প্রাপ্তি

১০.১৯ অর্থবছর ১৭-এর বাজেটে প্রক্ষেপিত রাজস্ব প্রাপ্তির পরিমাণ ২৪২৭.৫ বিলিয়ন টাকা (জিডিপির শতকরা ১২.৪ ভাগ) যা অর্থবছর ১৬-এর সংশোধিত বাজেটের তুলনায় শতকরা ৩৬.৮ ভাগ বেশি। কর রাজস্ব ও কর-বহির্ভূত রাজস্ব প্রাপ্তি অর্থবছর ১৬-এর সংশোধিত বাজেট-এর তুলনায় যথাক্রমে শতকরা ৩৫.৪ ভাগ এবং শতকরা ৪৭.০ ভাগ হারে বাড়ার প্রত্যাশা করা হয়েছে। অর্থবছর

১৭-এর বাজেটে, জিডিপি'র শতকরা অংশ হিসেবে মোট রাজস্ব প্রাপ্তি ১২.৪ ভাগে পৌঁছার লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছে যা অর্থবছর ১৬-এর সংশোধিত বাজেটে শতকরা ১০.৩ ভাগ ছিল (সারণী ১০.১)। অর্থবছর ১৭-এর বাজেটে আয় ও মুনাফার ওপর প্রত্যক্ষ কর অর্থবছর ১৬ এর সংশোধিত বাজেটের তুলনায় শতকরা ৩৮.৯ ভাগ হারে বৃদ্ধি পাবে বলে প্রত্যাশা করা হয়েছে, যেখানে পরোক্ষ কর (মূল্য সংযোজন কর, আবগারি শুল্ক, সম্পূরক শুল্ক ও রপ্তানি শুল্ক) শতকরা ৩০.৪ ভাগ হারে বৃদ্ধি পাবে বলে প্রত্যাশা করা হয়েছে। কর-বহির্ভূত রাজস্ব খাতের লভ্যাংশ ও মুনাফা বাবদ প্রাপ্তি অর্থবছর ১৭-এর বাজেটে অর্থবছর ১৬ এর সংশোধিত বাজেটের তুলনায় শতকরা ৭৪.৪ ভাগ হারে বৃদ্ধি পাবে বলে প্রত্যাশা করা হয়েছে। (সারণী ১০.২)

১০.২০ অর্থবছর ১৭-এর বাজেটে কর-বহির্ভূত রাজস্ব খাতে জরিমানা, দণ্ড ও বাজেয়াপ্তকরণ বাবদ প্রাপ্তি, টোল ও লেভি বাবদ প্রাপ্তি, মূলধন রাজস্ব, ডাক বিভাগ, রেলপথ, প্রতিরক্ষা, প্রশাসনিক ফি বাবদ প্রাপ্তি যথাক্রমে শতকরা ৫০.০, ৩৮.২, ২০.০, ১৪.৮, ১২.৫, ৮.৮, এবং ২.৫ ভাগ হারে বৃদ্ধি পাবে বলে প্রত্যাশা করা হয়েছে। অন্যদিকে, ভাড়া, ইজারা ও আদায় বাবদ প্রাপ্তি অর্থবছর ১৬-এর সংশোধিত বাজেটের তুলনায় শতকরা ১৩.৩ ভাগ হারে হ্রাস পাবে বলে প্রত্যাশা করা হয়েছে।

খ.২. ব্যয়

১০.২১ অর্থবছর ১৭-এ মোট সরকারি ব্যয় ৩৪০৬.১ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়াবে বলে প্রত্যাশা করা হয়েছে, যা অর্থবছর ১৬-এর সংশোধিত ব্যয়ের তুলনায় শতকরা ২৮.৭ ভাগ বেশি। অর্থবছর ১৭-এর চলতি ব্যয় অর্থবছর ১৬-এর সংশোধিত বাজেটের তুলনায় শতকরা ২৫.৭ ভাগ, বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি শতকরা ২১.৬ ভাগ এবং অন্যান্য ব্যয় শতকরা ৭৬.৬ ভাগ বৃদ্ধি পাবে বলে ধরা হয়েছে। অর্থবছর ১৭-এর বাজেটে প্রক্ষেপিত চলতি ব্যয় ১৮৮৯.৭ বিলিয়ন টাকা (সারণী ১০.১)। মোট ব্যয়ের শতকরা ২৭.৪ ভাগ বরাদ্দ করা হয়েছে সামাজিক খাতে, যার প্রধান অংশই (৯৬.৮ ভাগ) শিক্ষা ও প্রযুক্তি, সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণ কর্মসূচি এবং স্বাস্থ্য খাতে ব্যয়িত হবে (সারণী ১০.৪)।

১০.২২ কৃষি খাতে (উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন ব্যয় মিলে) মোট ২২৭.১ বিলিয়ন টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটের তুলনায় শতকরা ২২.৮ ভাগ বেশি। মানব সম্পদ উন্নয়ন হলো সর্বাঙ্গীন উন্নয়ন প্রচেষ্টার অবিচ্ছেদ্য অংশ। এ কারণে মানব সম্পদ উন্নয়ন খাতে (উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন ব্যয় একত্রে) মোট ৮৫৯.১৮ বিলিয়ন টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে যা মোট উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন বাজেটের শতকরা ২৫.২ ভাগ। মোট বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির শতকরা ৫২.৯ ভাগ অবকাঠামো খাতে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। অন্যদিকে, মোট বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির শতকরা ১৯.৪ ভাগ সামাজিক খাতে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে (সারণী ১০.৫)।

খ.৩. অর্থবছর ১৭-এর বাজেট ঘাটতি ও এর অর্থায়ন

১০.২৩ অর্থবছর ১৭-এ বাজেট ঘাটতি (অনুদান ব্যতীত) প্রাক্কলিত ৯৭৮.৫ বিলিয়ন টাকা প্রাক্কলন করা হয়েছে যা অর্থবছর ১৬-এর সংশোধিত বাজেট ঘাটতির তুলনায় ১০৬.৮ বিলিয়ন টাকা বেশি। অর্থবছর ১৭-এ প্রক্ষেপিত বাজেট ঘাটতি-জিডিপি অনুপাত শতকরা ৫.০ ভাগ যা অর্থবছর ১৬-এর সংশোধিত বাজেটে একই ছিল। আশা করা হচ্ছে যে, অভ্যন্তরীণ ব্যাংক ও ব্যাংক-বহির্ভূত ঋণের মাধ্যমে ঘাটতির ৬১৫.৫ বিলিয়ন টাকা (জিডিপি'র শতকরা ৩.২ ভাগ) পূরণ করা হবে এবং বৈদেশিক অর্থায়নের মাধ্যমে অবশিষ্ট ৩০৭.৯ বিলিয়ন টাকা (জিডিপি'র শতকরা ১.৬ ভাগ) মেটানো হবে, যা অর্থবছর ১৬-এর সংশোধিত বাজেটে ছিল যথাক্রমে ৬২১.৮ বিলিয়ন টাকা (জিডিপি'র শতকরা ৩.৬ ভাগ) এবং ১৯৯.৬ বিলিয়ন টাকা (জিডিপি'র শতকরা ১.২ ভাগ) (চার্ট ১০.৩ ও ১০.৪)। মোট অভ্যন্তরীণ ঋণের মধ্যে ব্যাংক ব্যবস্থা হতে ৩৮৯.৪ বিলিয়ন টাকা ও ব্যাংক-বহির্ভূত খাত হতে ২২৬.১ বিলিয়ন টাকা অর্থায়ন হবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে।

বৈদেশিক খাত

বাণিজ্য এবং লেনদেন ভারসাম্য

১১.১ অর্থবছর ১৬-এ বৈদেশিক দুর্বল বৈশ্বিক অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার স্বত্ত্বেও বহিঃখাতের প্রাণবন্ত কার্যক্রম বাংলাদেশের সামষ্টিক অর্থনীতিকে শক্তিশালী অবস্থানে রাখে। রপ্তানির প্রবৃদ্ধি বেড়েছে এবং খাদ্য ও খাদ্য বহির্ভূত দ্রব্যের (লোহা, তুলা, কয়লা, সার, অপরিশোধিত পেট্রোলিয়াম এবং সয়াবিন তেল) নিম্নমূল্যের কারণে আমদানি প্রবৃদ্ধি তুলনামুলকভাবে কম বেড়েছে। ফলে, চলতি হিসাবের ভারসাম্যের উন্নতি হয়েছে, বৈদেশিক মুদ্রা বাজার আরও স্থিতিশীল হওয়ার পাশাপাশি বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ বৃদ্ধি পেয়েছে। মূলধনী হিসাব এবং আর্থিক হিসাবের উদ্বৃত্ত হ্রাস পেলেও শক্তিশালী চলতি হিসাব ভারসাম্যের উদ্বৃত্তের মাধ্যমে তা সহনশীল পর্যায়ে রয়েছে।

১১.২ অর্থবছর ১৬-এ বৈদেশিক খাতের অধিকাংশ নির্দেশকসমূহ সন্তোষজনক অবস্থানে ছিল (চার্ট ১১.১)। চলতি হিসাব ভারসাম্য জিডিপি'র শতকরা হিসাবে অর্থবছর ১৫-এর ১.৫ ভাগ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ১৬-এ ১.৭ ভাগে দাঁড়ায়। বৈদেশিক ঋণ-জিডিপি'র অনুপাত আরো হ্রাস পেয়ে অর্থবছর ১৬-এ শতকরা ১১.৭ এ দাঁড়ায়। রিয়ার সূচকে শতকরা ৫.৬ ভাগ উপচিতি হলেও রপ্তানি খাতের কার্যক্রম ভালো অবস্থানে ছিল। বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ ৩০.১৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়, যা প্রায় ৮ মাসের প্রত্যাশিত পণ্য ও সেবা আমদানি ব্যয় মেটাতে সক্ষম।

সার্বিক লেনদেন ভারসাম্য

১১.৩ শক্তিশালী রপ্তানি আয় এবং সেবা খাতের আয় বৃদ্ধি চলতি হিসাব উদ্বৃত্তকে ত্বরান্বিত করেছে। অর্থবছর ১৬-এ মূলধনী হিসাব ও আর্থিক হিসাবের উদ্বৃত্ত হ্রাস পেয়ে যথাক্রমে ৪৭৮ মিলিয়ন এবং ১৬১০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়। একই সময়ে সার্বিক লেনদেন ভারসাম্যের উদ্বৃত্ত অর্থবছর ১৫-এর ৪৩৭৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ১৬-এ ৫০৩৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায় (চার্ট ১১.১ ও পরিশিষ্ট-৩ এর সারণী ১৬)।

১১.৪ দেশে বাণিজ্য ঘাটতি অর্থবছর ১৫-এর ৬৯৬৫.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে হ্রাস পেয়ে অর্থবছর ১৬-এ ৬২৭৪.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়। মোট রপ্তানি আয়ের উল্লেখযোগ্য প্রবৃদ্ধির পাশাপাশি আমদানি ব্যয়ের

চার্ট ১১.১ বৈদেশিক খাতের প্রধান নির্দেশকসমূহ

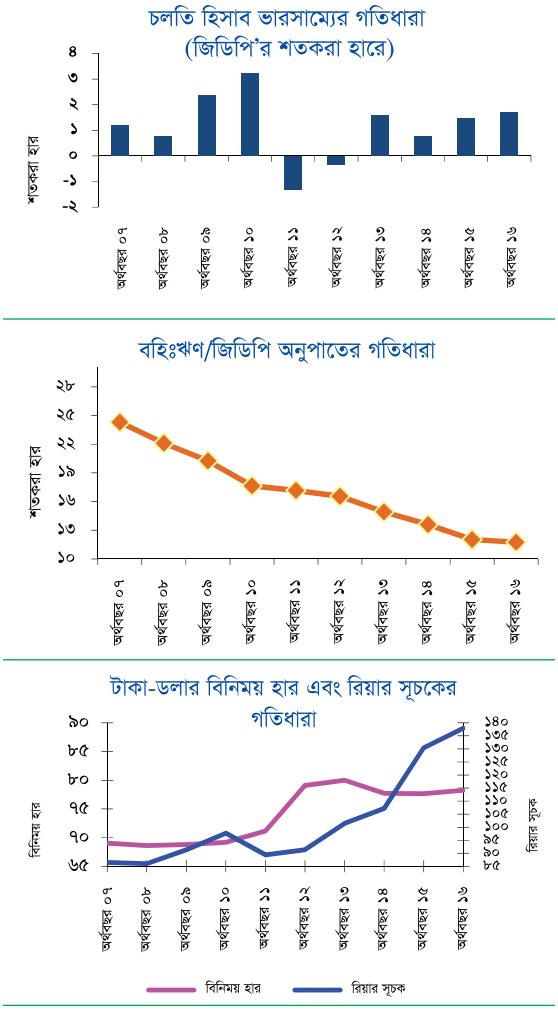

উৎস ঃ বাংলাদেশ ব্যাংক।

বক্স ১১.১ মূলধনী হিসাবের পরিবর্তনযোগ্যতা (Convertibility) ঃ বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট

মূলধনী হিসাবের পরিবর্তনযোগ্যতা বলতে বুঝায় মূলধনী লেনদেনে বহিঃমুখী বা অন্তঃমুখী প্রবাহের ক্ষেত্রে বাজার নির্ধারিত বিনিময় হারে মুদ্রাকে পরিবর্তন করার অবাধ সুযোগ থাকা। সহজ কথায়, মূলধনী হিসাবের পরিবর্তনযোগ্যতার মাধ্যমে কোন প্রকার নিয়ন্ত্রণ বা বিধিনিষেধ ছাড়া যে কোন ব্যাক্তি যে কোন পরিমাণ স্থানীয় মুদ্রাকে বৈদেশিক মুদ্রায় পরিবর্তন অথবা বৈদেশিক মুদ্রাকে স্থানীয় মুদ্রায় পরিবর্তন করতে পারে। কিন্তু, মূলধনের আন্তর্জাতিক গতিবিধি সবসময় অবাধ নয়। বিভিন্ন দেশ তাদের অর্থনীতির সুরক্ষার জন্য আর্থিক খাতকে অস্থিতিশীল করতে পারে মূলধনের এমন অনিশ্চিত প্রবাহের উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে থাকে।

মূলধনী লেনদেনের উদারীকরণকে একটি উন্নয়নশীল দেশের সার্বিক উদারীকরণ প্রক্রিয়ার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। বৈদেশিক বেসরকারি মূলধন উন্নয়নশীল অর্থনীতিতে বিনিয়োগের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ তহবিলের উৎস। Fischer (1997)[1], এর মতে আর্থিক একীভবন (Financial Integration) এবং মূলধনের মুক্ত গতিশীলতা বিশ্বব্যাপী সঞ্চয়ের অধিকতর কার্যকর বণ্টন নিশ্চিত করার পাশাপাশি সম্পদকে সর্বোচ্চ উৎপাদনমুখী খাতে ব্যবহার করতে সহায়তা করে। ফলে, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও কল্যাণ বৃদ্ধি পায়। যাহোক, গত তিন দশকে অনেকগুলো দেশ সারাবিশ্বের সাথে একীভূত করার লক্ষ্যে আর্থিক বিধিমালা শিথিল করার মাধ্যমে মূলধনের মুক্ত বিচলন নিশ্চিত করতে তাদের অর্থনীতির দরজা খুলে দিয়েছে। যদিও বৈদেশিক মূলধন প্রবাহকে সফলতার সাথে সদ্ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে অনেকগুলো দেশ বেশ লাভবান হয়েছে; এর বিপরীতে কিছু দেশকে বৈদেশিক মূলধন প্রবাহের অদক্ষ ব্যবস্থাপনার কারণে মারাত্মক আর্থিক সংকটের সম্মুখীন হতে হয়েছে। এ দুই ধরনের ঘটনাই বাংলাদেশের মতো দেশগুলোর জন্য উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত হয়ে আছে।

বাংলাদেশ অন্যান্য সংস্কারের পাশাপাশি মূলধনের প্রবাহ উদারীকরণের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ১৯৯০ সাল থেকেই বাংলাদেশ আর্থিক খাতের উন্নতি এবং আন্তর্জাতিক মুক্তবাণিজ্যের ক্রমবৃদ্ধির পাশাপাশি বিনিয়োগ ত্বরান্বিতকরণ এবং উৎপাদন প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যে আর্থিক প্রবাহের জন্য পুনর্গঠনের পথে যাত্রা অব্যাহত রেখেছে। এ পুনর্গঠন প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপগুলো হলো বাজারভিত্তিক সুদ হার নির্ধারণ, উল্লেখযোগ্যভাবে বাণিজ্য ও শুল্ক উদারীকরণ, চলতি হিসাবের বহিঃলেনদেনের ক্ষেত্রে টাকার পূর্ণ পরিবর্তনযোগ্যতার বিষয়ে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের ধারা আট (article VIII) এর বাধ্যবাধকতা গ্রহণ, এবং বাজারভিত্তিক মুদ্রা বিনিময় হার নির্ধারণ।

বৈদেশিক সরাসরি বিনিয়োগ (FDI) এবং বৈদেশিক পোর্টফোলিও বিনিয়োগ (FPI) আকৃষ্ট করতে মূলধনী হিসাবের বহিঃলেনদেন ক্রমান্বয়ে উদারীকরণ করা হচ্ছে। বাংলাদেশ ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের পূর্ণ বৈদেশিক মালিকানার অনুমতি দেয়। কতিপয় সংরক্ষিত খাত ব্যতীত বিদেশি বিনিয়োগকারীগণ যে কোন খাতে বিনিয়োগ করতে পারে। পুঁজিবাজারে অংশগ্রহণের মাধ্যমে তারা সরকারি বন্ড, শেয়ার ও ডিবেঞ্চার কেনা-বেচা করতে পারে। ইক্যুইটি শেয়ার বিক্রি করে প্রাপ্ত অর্থ, মুনাফা, বিনিয়োগকৃত সম্পত্তির টাকা ফেরত নেওয়া এবং বৈদেশিক সরাসরি বিনিয়োগ ও পোর্টফোলিও বিনিয়োগ থেকে অর্জিত মুনাফার টাকা সহজেই বিদেশে প্রত্যাবাসনযোগ্য। মূলধনী হিসাবের পরিবর্তনযোগ্যতার দিকে উদারীকরণের পদক্ষেপ ছাড়াও, স্থানীয় কর্পোরেট ব্যবসায়ীদের বিদেশ থেকে স্বল্প মেয়াদি ঋণ গ্রহণের জন্য অনুমতি দেয়া হচ্ছে। যদিও বাংলাদেশি বিনিয়োগকারীদের বিদেশে বিনিয়োগ করার বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা এখনও বহাল আছে।

২০৩০ সালের মধ্যে উচ্চ-মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হওয়ার জন্য ব্যাপক বিনিয়োগের চহিদার গুরুত্ব বিবেচনায় বৈদেশিক মূলধনের অধিকতর আন্তঃপ্রবাহ অপরিহার্য। প্রবৃদ্ধির পথে মূলধন আন্তঃপ্রবাহের প্রয়োজনীয়তা বিবেচনায় ভবিষ্যতে বাংলাদেশকে ব্যাপক উদারীকরণের পথে যেতে হবে। কিন্তু তার পূর্বে কিছু পদক্ষেপ নিতে হবে, যেমন ১) মূলধনী হিসাবের পূর্ণ পরিবর্তনযোগ্যতার জন্য একটি রোড ম্যাপ তৈরির লক্ষ্যে একটি টেকনিক্যাল কমিটি গঠন করা, ২) রাজস্ব সুসংহতকরণের জন্য সরকারের বাজেট ঘাটতি কমিয়ে আনা, ৩) ব্যাংকিং খাতের বিচক্ষণ প্রবিধি এবং পরিদর্শনের মানকে আরো শক্তিশালী করা, ৪) মূল্যস্ফীতি লক্ষ্যমাত্রা কাঠামোর বাস্তবায়ন, এবং ৫) বহুমুখী আর্থিক মধ্যস্থতা প্রক্রিয়াকে আরো প্রশস্ত করা। মূলধনী হিসাবের পরিবর্তনযোগ্যতা আমাদেরকে লাভবান করতে পারে এবং সেজন্য উপরোক্ত পদক্ষেপগুলো বিবেচনায় বাংলাদেশের অভিঘাত সহনশীলতা অর্জন এবং মূলধনী হিসাবের পরিবর্তনযোগ্যতার কারণে উদ্ভূত দুর্দশা থেকে সুরক্ষার জন্য ধীরে ধীরে অগ্রসর হওয়া উচিত হবে।

[1] Fischer, S., 1997. Capital account liberalisation and the role of the IMF. সেমিনার পেপার, 'Asia and the IMF' শীর্ষক সেমিনারে উপস্থাপিত। লিংকঃ https://www.imf.org/en/News/Articles/2015/09/28/04/53/sp091997.

সামান্য প্রবৃদ্ধির ফলে বাণিজ্য ঘাটতি হ্রাস পেয়েছে। সেবা হিসাবের ঘাটতি অর্থবছর ১৫-এর ৩১৮৬.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে শতকরা ১২.৩ ভাগ হ্রাস পেয়ে অর্থবছর ১৬-এ ২৭৯৩.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়। প্রাথমিক আয় হিসাবের ঘাটতিও অর্থবছর ১৫-এর ২৮৬৯.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে শতকরা ১০.০ ভাগ হ্রাস পেয়ে অর্থবছর ১৬-এ ২৫৮২.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়। মাধ্যমিক আয়ের উদ্বৃত্ত অর্থবছর ১৫-এর ১৫৮৯৫.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে শতকরা ৩.৪ ভাগ হ্রাস পেয়ে অর্থবছর ১৬-এ ১৫৩৫৫.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়। প্রবাসী বাংলাদেশিদের প্রেরিত রেমিট্যান্স অর্থবছর-১৬ এ ৩.০ ভাগ হ্রাস পায়। এ সকল খাতের সার্বিক ফলাফল হলো চলতি হিসাব ভারসাম্যের উদ্বৃত্ত অর্থবছর ১৫-এর ২৮৭৫.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ১৬-এ ৩৭০৬.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়।

১১.৫ বর্তমানে প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ আর্থিক হিসাবের একটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক। সরকার ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগের প্রতি কৌশলগত গুরুত্ব প্রদান করেছে। প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ শতকরা ৯.৩ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে প্রথমবারের মতো ২.০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার অতিক্রম করেছে। অর্থবছর ১৬-এ পোর্টফোলিও বিনিয়োগ ব্যাপক হারে, শতকরা ৬৭.৩ ভাগ হ্রাস পেয়ে ১২৪.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়, যার আংশিক প্রতিফলন হলো সরকারের সিকিউরিটিজের নিম্ন লভ্যাংশ।

১১.৬ অর্থবছর ১৬-এ রপ্তানি আয় (এফওবি) শতকরা ৮.৯ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ৩৩৪৪১.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায় এবং আমদানি ব্যায় (এফওবি) শতকরা ৫.৫ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ৩৯৭১৫.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায় (চার্ট ১১.৩ ও ১১.৪। সার্বিক লেনদেন ভারসাম্যের পরিস্থিতি পরিশিষ্ট-৩ এর ১৬ নং সারণী-এ দেয়া হল।

রপ্তানি

১১.৭ অর্থবছর ১৬-এ রপ্তানি আয় অর্থবছর ১৫-এর ৩১২০৮.৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে শতকরা ৯.৮ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ৩৪২৫৭.২ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়, যা সারণি ১১.১ এ দেখানো হয়েছে। রপ্তানি আয়ের একটি বড় অংশ (চার পঞ্চমাংশেরও অধিক) হলো পোশাক খাত (ওভেন ও নিটওয়্যার পণ্য)।

চার্ট ১১.২ বাণিজ্য, চলতি হিসাব ও সার্বিক লেনদেন ভারসাম্য-এর গতিধারা (জিডিপির শতকরা হারে)

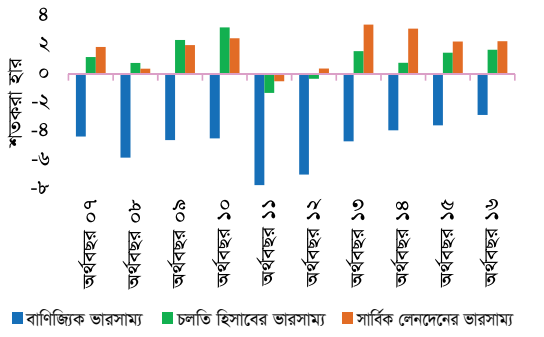

উৎস ঃ বাংলাদেশ ব্যাংক।

চার্ট ১১.৩ রপ্তানি আয়ের গতিধারা

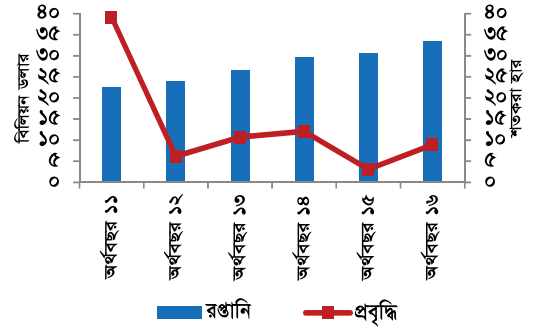

উৎস ঃ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো।

রপ্তানি কাঠামো

১১.৮ তৈরি পোশাক (ওভেন ও নিটওয়্যার পণ্য)ঃ ওভেন ও নিটওয়্যার পণ্য যা থেকে বাংলাদেশের মোট রপ্তানি আয়ের শতকরা প্রায় ৮২ ভাগ উপার্জন হয়, অর্থবছর ১৫-এর ২৫৪৯১.৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে জোরালো প্রবৃদ্ধির মাধ্যমে অর্থবছর ১৬-এ ২৮০৯৪.১ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়। অর্থবছর-১৬ এ ওভেন এবং নিটওয়্যার পণ্যের প্রবৃদ্ধি ছিল যথাক্রমে শতকরা ১২.৮ ও ৭.৫ ভাগ।

১১.৯ চামড়াঃ চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য থেকে রপ্তানি আয় অর্থবছর ১৫ এর তুলনায় শতকরা ৩.০ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ১৬-এ ৬৬৬.১ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়।

১১.১০ হিমায়িত খাদ্যঃ হিমায়িত খাদ্য খাত প্রধানত হিমায়িত চিংড়ি। হিমায়িত চিংড়ি ও মাছ রপ্তানি আয় অর্থবছর ১৫-এর ৫৫৮.৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে শতকরা ৭.১

বক্স ১১.২ বাংলাদেশের ইপিজেড প্রতিষ্ঠানসমূহের সাম্প্রতিক বাণিজ্যিক গতিশীলতা

দেশের দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বিশেষত শিল্পায়নের মাধ্যমে চাঙ্গা করার লক্ষ্যে সরকার বাংলাদেশে বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার জন্য "উন্মুক্ত দুয়ার নীতি" গ্রহণ করেছে। রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকায় (ইপিজেড) বৈদেশিক বিনিয়োগ বর্ধন, আকর্ষণ ও সহজতর করার জন্য সরকারের অঙ্গপ্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ (বেপজা) কাজ করছে। ইপিজেডসমূহ স্থাপনের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে ইপিজেডসমূহে বিনিয়োগ এবং রপ্তানির পরিমাণ বাড়ানো। ইপিজেডসমূহ বৈদেশিক বাণিজ্যের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সহজতর করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। লক্ষ্য করা গেছে যে, শিল্পকারখানার প্রায় অর্ধেক চট্টগ্রাম ইপিজেড ও ঢাকা ইপিজেডে কেন্দ্রীভূত এবং বাকি কারখানা অন্যান্য ইপিজেডে কাজ করছে। বিগত দু'দশকে ইপিজেড অঞ্চলসমূহে বিদেশি বিনিয়োগে ক্রমবর্ধমান প্রবণতা দেখা গেছে, যদিও ব্যতিক্রম হিসেবে বৈদেশিক বিনিয়োগ আগের অর্থবছরের তুলনায় ২০০৯ অর্থবছরে ১৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে নেমে এসেছিল।

জুন ২০১৬ এর তথ্য অনুযায়ী বিনিয়োগের প্রায় তিন-চতুর্থাংশ চট্টগ্রাম ইপিজেড ও ঢাকা ইপিজেডে (শতকরা ৬৮ ভাগ) এবং বাকি বিনিয়োগ অন্যান্য ইপিজেডে রয়েছে (চার্ট ১)। যা হোক, বৈদেশিক বিনিয়োগের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা যায় যে, ইপিজেড এলাকার তুলনায় ইপিজেড ব্যতীত অন্যান্য এলাকায় বিনিয়োগ বেশি রয়েছে (চার্ট ২)।

চার্ট ১ বিনিয়োগে ইপিজেডসমূহের অবদান

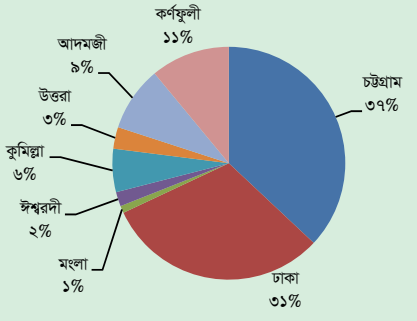

উৎস ঃ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো।

চার্ট ২ ইপিজেড ও অন্যান্য অঞ্চলে সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ

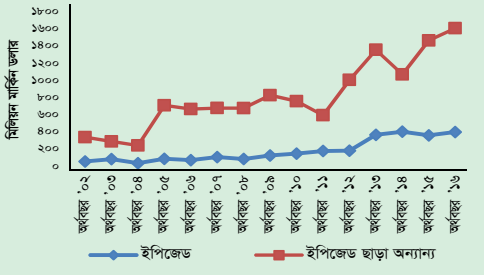

উৎস ঃ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো।

সময় ক্রমিক উপাত্ত থেকে দেখা যায় যে, ইপিজেড এলাকায় বিনিয়োগ অন্যান্য এলাকায় বিনিয়োগের তুলনায় স্থিতিশীল যদিও উভয় অঞ্চলে বিগত বছরগুলোতে বৈদেশিক বিনিয়োগ বাড়ছে। লক্ষ্য দেখা গেছে যে, শতভাগ বিদেশি মালিকাধীন প্রতিষ্ঠানের বিনিয়োগ রয়েছে শতকরা ৫৬ ভাগ, যৌথ মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহের রয়েছে শতকরা ১৫ ভাগ এবং বাকি অংশ স্থানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের।

চার্ট ৩ হতে দেখা যায় যে, ইপিজেড হতে মোট রপ্তানির শতকরা ৪৭ ভাগ চট্টগ্রাম ইপিজেড এবং শতকরা ৩৯ ভাগ ঢাকা ইপিজেড থেকে হয়েছে। তথাপি, দেশের মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) তুলনায় এ রপ্তানির পরিমাণ তাৎপর্যপূর্ণ নয় (চার্ট ৪)।

চার্ট ৩ রপ্তানিতে ইপিজেডসমূহের অবদান

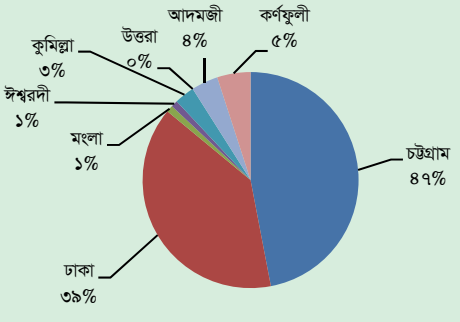

উৎস ঃ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো।

চার্ট ৪ জিডিপির শতকরা হিসেবে ইপিজেডের রপ্তানি

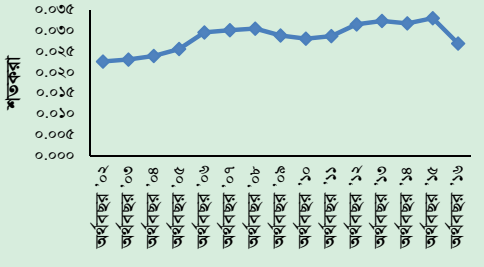

উৎস ঃ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো।

সমুদ্রবন্দরের খুব নিকট এবং স্থানীয় পরিবহন খরচ তুলনামূলক কমে যাবার কারণে বেশিরভাগ শিল্পকারখানাই চট্টগ্রাম ইপিজেড কেন্দ্রিক। নতুন ইপিজেড স্থাপনের ক্ষেত্রে ভালো পরিবহন ব্যবস্থাকে অবশ্যই অগ্রাধিকার দিতে হবে। রপ্তানির উন্নয়ন, শিল্পনীতি এবং প্রবৃদ্ধি কেন্দ্রকে অন্তর্ভুক্তকরণের কৌশল হিসেবে ইপিজেডকে দেখা দরকার। প্রক্রিয়াকরণ এলাকার ভিতরে এবং বাইরের শিল্প-কারখানার মধ্যে অর্থনৈতিক সহযোগিতা উৎসাহিতকরণের লক্ষ্যে সরকারি উদ্যোগ প্রয়োজন।

ভাগ হ্রাস পেয়ে অর্থবছর ১৬-এ ৫১৯.৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়।

১১.১১ পাদুকাঃ অর্থবছর ১৬-এ পাদুকা রপ্তানি আয় অর্থবছর-১৫ এর ৬৭৩.৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের তুলনায় শতকরা ৬.১ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ৭১৪.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়।

১১.১২ রাসায়নিক দ্রব্যঃ রাসায়নিক দ্রব্য হতে রপ্তানি আয় অর্থবছর ১৫-এর ১১১.৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে শতকরা ১০.৫ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ১৬-এ ১২৩.৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়।

১১.১৩ চাঃ অর্থবছর ১৬-এ চা রপ্তানি আয় অর্থবছর-১৫-এর ২.৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের বিপরীতে শতকরা ৩০.৮ ভাগ হ্রাস পেয়ে ১.৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়।

১১.১৪ পাটজাত দ্রব্য (কার্পেট ব্যতীত)ঃ অর্থবছর ১৬-এ পাটজাত দ্রব্য রপ্তানি করে ৭৪৬.৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় হয়, যা অর্থবছর ১৫-এর ৭৫৭.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের তুলনায় শতকরা ১.৪ ভাগ কম।

১১.১৫ কাঁচাপাটঃ অর্থবছর ১৬-এ কাঁচাপাট রপ্তানি আয় অর্থবছর-১৫ এর ১১১.৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৭৩.২ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়।

রপ্তানি বাজার

১১.১৬ রপ্তানি বহুমুখীকরণের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল রপ্তানি বাজার বহুমুখীকরণ। বর্তমানে বাংলাদেশের পণ্য প্রায় ২০০টি দেশে রপ্তানি হয়। অর্থবছর ১৬-এ মোট রপ্তানির শতকরা ৫৪.৬ ভাগ করা হয়েছে ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলোতে, যেখানে শতকরা ২১.৯ ভাগ রপ্তানি করা হয়েছে নাফটা (NAFTA) জোটভূক্ত দেশগুলোতে। ASEAN+3, ওআইসি (OIC) এবং সার্ক (SAARC) অঞ্চলভুক্ত দেশগুলোতে রপ্তানি আয় ছিল যথাক্রমে মোট রপ্তানির শতকরা ১.৭, ৫.৫ এবং ২.৩ ভাগ (চার্ট ১১.৪)।

রপ্তানি উন্নয়ন তহবিল (ইডিএফ)

১১.১৭ দেশের রপ্তানিকারকদের বৈদেশিক মুদ্রায় পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার এবং আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা (আইডিএ) যৌথভাবে ১৯৮৯ সাল থেকে ৩০.১৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের একটি প্রাথমিক তহবিল নিয়ে রপ্তানি উন্নয়ন তহবিল (ইডিএফ) এর কার্যক্রম শুরু করে। রপ্তানি আয় প্রবৃদ্ধির সাথে সাথে রপ্তানি

সারণী ১১.১ রপ্তানি কাঠামো

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

খাতসমূহ	অর্থবছর ১৫	অর্থবছর ১৬	শতকরা পরিবর্তন
১. কাঁচা পাট	১১১.৬	১৭৩.২	৫৫.২
২. পাটজাত দ্রব্য	৭৫৭.০	৭৪৬.৪	-১.৪
৩. চা	২.৬	১.৮	-৩০.৪
৪. চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য	৬৪৬.৭	৬৬৬.১	৩.০
৫. হিমায়িত চিংড়ি এবং মাছ	৫৫৮.৮	৫১৯.৪	-৭.১
৬. ওভেন পোশাক	১৩০৬৪.৬	১৪৭৩৮.৭	১২.৮
৭. নিটওয়্যার দ্রব্যাদি	১২৪২৬.৮	১৩৩৫৫.৪	৭.৫
৮. রাসায়নিক দ্রব্য	১১১.৯	১২৩.৭	১০.৫
৯. পেট্রোলিয়াম উপজাত	৭৭.৬	২৯৭.০	২৮২.৭
১০. প্রকৌশলী দ্রব্যাদি	৪৪৭.০	৫১০.১	১৪.১
১১. বিশেষায়িত বস্ত্রখাত	১০৭.০	১০৮.৭	১.৬
১২. পাদুকা	৬৭৩.৩	৭১৪.০	৬.১
১৩. অন্যান্য	২২২৪.০	২৩০২.৬	৩.৫
মোট ঃ	৩১২০৮.৯	৩৪২৫৭.২	৯.৮

উৎসঃ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো।

চার্ট ১১.৪ অর্থবছর ১৬-এ রপ্তানি আয়ের গন্তব্যভিত্তিক চিত্র

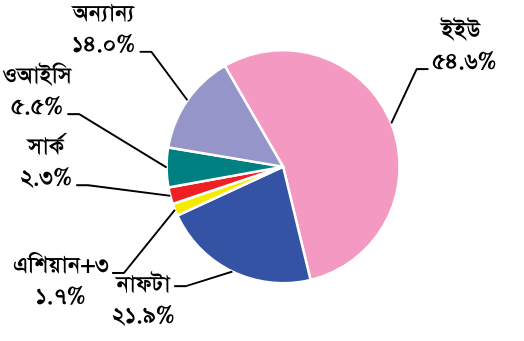

উৎস ঃ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো।

উন্নয়ন তহবিল (ইডিএফ)-ও বৃদ্ধি পেয়েছে। জুন ২০১৬-এ রপ্তানি উন্নয়ন তহবিল (ইডিএফ) ২০০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত করা হয়। উপরন্তু, গ্রিন প্রকল্পে পুনঃঅর্থায়নের লক্ষ্যে আরও ২০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার তহবিলে বরাদ্দ করা হয়েছে। রপ্তানিকারকগণ অথরাইজড ডিলার (এডি) ব্যাংকগুলোর মাধ্যমে রপ্তানি এলসি/ ফার্ম রপ্তানি চুক্তি/ ইনল্যান্ড ব্যাক টু ব্যাক এলসির বিপরীতে আমদানির ক্ষেত্রে ইডিএফ ঋণ সুবিধা গ্রহণ করতে পারবে। টেক্সটাইল, পোশাক, এক্সেসরিজ/প্যাকেজিং সামগ্রী, প্লাস্টিক সামগ্রী, চামড়াজাত পণ্য ও পাদুকা, সিরামিক সামগ্রী, রঙিন সুতা,

কৃষি খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, বাই-সাইকেল ইত্যাদি খাতসমূহ ইডিএফ-এর পুনঃঅর্থায়ন ঋণ সুবিধা গ্রহণ করতে পারবে। বর্তমানে চামড়াজাত পণ্য ও পাদুকা, সিরামিক সামগ্রী, রঙিন সূতা, কৃষি খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, বাই-সাইকেল, এক্সেসরিজ অ্যান্ড প্যাকেজিং এবং প্লাস্টিক পণ্য উৎপাদনকারী রপ্তানিকারক ব্যতীত একজন ঋণগ্রহীতার জন্য সর্বোচ্চ ঋণ সীমা ২০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার নির্ধারিত হয়। যদিও, এ ঋণ সীমা চামড়াজাত পণ্য ও পাদুকা, সিরামিক সামগ্রী, রঙ্গিন সুতা, কৃষিখাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, বাই-সাইকেল-এর জন্য ১৫.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, এক্সেসরিজ অ্যান্ড প্যাকেজিংয়ের জন্য ২.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং প্লাস্টিক পণ্য উৎপাদনকারী রপ্তানিকারকদের জন্য ১.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার নির্ধারিত হয়। ইডিএফ অর্থায়নের আওতায় ডলারের সুদের হার ছয় মাস LIBOR+2.5%। এর মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের অংশ LIBOR+1.0% এবং অবশিষ্ট ১.৫% শতাংশ অথরাইজড ডিলার ব্যাংকগুলো বহন করে থাকে। সাধারণত, ইডিএফ থেকে পুনর্ভরণের প্রাথমিক সময়সীমা ১৮০ দিন নির্ধারিত হয় যা পরবর্তীতে রপ্তানি প্রক্রিয়া ও রপ্তানিকারকদের প্রয়োজনে আরো ৯০ দিন পর্যন্ত বাড়ানোর সুযোগ রয়েছে। আবর্তনশীল পদ্ধতিতে ইডিএফ ঋণ বিতরণের মোট পরিমাণ অর্থবছর ১৫-এ ৩.৫৫ বিলিয়ন ডলারের তুলনায় অর্থবছর ১৬-এ ৩.৮৪ বিলিয়ন ডলারে দাঁড়ায়। জুন ২০১৬-এ ইডিএফ-এর স্থিতির পরিমাণ ১.৬৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায় যা, পূর্ববর্তী বছরে ছিল ১.৬৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।

আমদানি

১১.১৮ অর্থবছর ১৬-এ মোট আমদানি ব্যয় এর পরিমাণ অর্থবছর ১৫-এর ৩৭৬৬২.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে শতকরা ৫.৫ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ৩৯৭১৫.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায় (সারণী ১১.২)। অর্থবছর ১৬-এ চাল আমদানি হ্রাস পাওয়ার কারণে খাদ্যশস্য আমদানিতে উল্লেখযোগ্য ঋণাত্মক প্রবৃদ্ধি শতকরা ২৯.১ ভাগ (চাল শতকরা ৭৭.৯ ভাগ ও গম শতকরা ৩.৮ ভাগ) ছিল। খাদ্যশস্যের আমদানি অর্থবছর ১৫-এর ১৪৯০.৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের তুলনায় অর্থবছর ১৬-এ ১০৫৭.৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়। অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যের আমদানি অর্থবছর ১৫-এর ২৯৮০.৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের বিপরীতে শতকরা ১৭.৮ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ১৬-এ ৩৫১১.২ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়। দুধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্য (শতকরা ২২.৪ ভাগ) এবং চিনির (শতকরা ১৭.৪ ভাগ) ঋণাত্মক প্রবৃদ্ধি ব্যতীত অন্যান্য সকল পণ্যের আমদানিতে ধণাত্মক প্রবৃদ্ধি হয়েছে। ভোগ্যপণ্য ও মধ্যবর্তী পণ্য আমদানি অর্থবছর ১৫-এর ১৯৮৪৭.৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে শতকরা ৩.২ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ১৬-এ ২০৪৮৮.৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়। মূলধনী দ্রব্য ও অন্যান্য পণ্যের আমদানি ব্যয়ে শতকরা ৯.০ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ১৬-এ ১৭৮৬৩.৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়। ইপিজেড এর আমদানি অর্থবছর ১৫-এর ৩১৩৮.১ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের তুলনায় শতকরা ৪.৩ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ১৬-এ ৩২৭২.৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়।

সারণী ১১.২ আমদানি কাঠামো

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

বিবরণ	অর্থবছর ১৫	অর্থবছর ১৬*	% পরিবর্তন
ক) খাদ্যশস্য	**১৪৯০.৬**	**১০৫৭.৬**	**-২৯.১**
১। চাল	৫০৮.০	১১২.২	-৭৭.৯
২। গম	৯৮২.৬	৯৪৫.৪	-৩.৮
খ) অন্যান্য খাদ্যদব্য	**২৯৮০.৪**	**৩৫১১.২**	**১৭.৮**
১। দুধ এবং দুধজাত দ্রব্য	২৭৭.২	২১৫.০	-২২.৪
২। মসলা	১৮২.৪	১৯৮.৫	৮.৮
৩। তেলবীজ	৩৭৪.০	৫৩২.১	৪২.৩
৪। ভোজ্য তেল	৯২৩.৮	১৪৩৬.৪	৫৫.৫
৫। ডাল (সকল প্রকার)	৪৩৪.৩	৪৭৭.৫	৯.৯
৬। চিনি	৭৮৮.৭	৬৫১.৭	-১৭.৪
গ) ভোগ্য ও মধ্যবর্তী পণ্য	**১৯৮৪৭.৬**	**২০৪৮৮.৬**	**৩.২**
১। ক্লিংকার	৬৩৮.৪	৫৭১.২	-১০.৫
২। অপরিশোধিত পেট্রোলিয়াম	৩১৬.০	৩৮৩.৯	২১.৫
৩। পিওএল	২০৭৫.৭	২২৫৫.৮	৮.৭
৪। রাসায়নিক দ্রব্য	১৭২৩.৭	১৮৪৫.৩	৭.১
৫। ঔষধ সামগ্রী	১৩৬.৯	২৩৬.২	৭২.৫
৬। সার	১৩৩৮.৯	১১১১.৮	-১৭.০
৭। ট্যানিং ও ডাইং প্রক্রিয়াজাত সামগ্রী	৫৯৯.০	৫৮৩.৮	-২.৫
৮। প্লাস্টিক এবং রাবার সামগ্রী	২০৫২.৩	১৯৪২.৭	-৫.৩
৯। কাঁচা তুলা	২২৯৫.৫	২২৩৩.০	-২.৭
১০। সুতা	১৮৫১.২	১৯৫৯.৪	৫.৮
১১। টেক্সটাইল এবং আনুষঙ্গিক উপকরণ	৫৭৪২.০	৬১৯৩.১	৭.৯
১২। তন্তুজাত দ্রব্য	১০৭৮.০	১১৭২.৪	৮.৮
ঘ) মূলধনী পণ্য ও অন্যান্য	**১৬৩৮৫.০**	**১৭৮৬৩.৪**	**৯.০**
১। লৌহ এবং ইস্পাত এবং অন্যান্য বেজ ধাতু	৩২৬৫.০	৩২২৬.৭	-১.২
২। মূলধনী দ্রব্য	৩৩২০.৫	৩৩৯৮.৫	২.৩
৩। অন্যান্য	৯৭৯৯.৫	১১২৩৮.২	১৪.৭
মোট আমদানি (সিআইএফ)	**৪০৭০৩.৭**	**৪২৯২০.৮**	**৫.৪**
ইপিজেড-এর আমদানি	৩১৩৮.১	৩২৭২.৬	৪.৩
মোট আমদানি (এফওবি)	**৩৭৬৬২.০**	**৩৯৭১৫.০**	**৫.৫**

* সাময়িক

উৎস ঃ এনবিআর-এর তথ্য থেকে বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিসংখ্যান বিভাগ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত।

বাণিজ্য শর্ত

১১.১৯ অর্থবছর ১৫-এর বাণিজ্য শর্ত ৮৫.৮৬ এর বিপরীতে অর্থবছর ১৬-এ বাণিজ্য শর্ত ছিল ৮৫.৮৮ (ভিত্তি ঃ অর্থবছর ২০০৫-০৬=১০০)। অর্থবছর ১৬-এ রপ্তানি ও আমদানির মূল্য সূচক উভয়ই যথাক্রমে শতকরা ৭.৫ ভাগ ও শতকরা ৭.৪ ভাগ বৃদ্ধি পায় (সারণী ১১.৩)।

দ্বিপাক্ষিক এবং বহুপাক্ষিক সম্পর্ক

১১.২০ অর্থবছর ১৬-এ বাংলাদেশ দ্বিপাক্ষিক, আঞ্চলিক এবং বহুপাক্ষিক আলোচনা ও চুক্তির মাধ্যমে বৈদেশিক বাণিজ্য শক্তিশালীকরণের ধারা অব্যাহত রাখে। দেশের বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক স্বার্থ রক্ষার জন্য বাংলাদেশ বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় অংশগ্রহণ করেছে।

১১.২১ সম্প্রতি জাপান "Bay of Bengal Industrial Growth Belt" (বিগ-বি)-এর আওতায় অর্থনৈতিক সহযোগিতায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছে। বাংলাদেশের শিল্প ও বাণিজ্য, জ্বালানি এবং যোগাযোগ এ ৩টি খাতকে বিবেচনায় রেখে বাংলাদেশে জাপানি কৌশলের গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ হিসেবে বিগ-বি-এর আবির্ভাব হয়। অর্থবছর ১৬-এ বাংলাদেশ, ভুটান, ভারত এবং নেপাল মোটর ভেহিকেল এগ্রিমেন্ট (বিবিআইএন-এমভিএ)-এর রেটিফিকেশনের মাধ্যমে আঞ্চলিক সহযোগিতার উন্নয়নও ঘটেছে। বিবিআইএন-এমভিএ-এর মাধ্যমে আন্তঃদেশীয় যাত্রী ও পণ্য পরিবহনের মাধ্যমে এ অঞ্চলের অর্থনৈতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করবে বলে আশা করা যায়। যাহোক, অন্যান্য আঞ্চলিক ব্লকগুলোর মধ্যে বিশেষত অ্যাসোসিয়েশন ফর সাউথ ইস্ট এশিয়ান নেশনস (ASEAN)-এ বাংলাদেশ এ ধরনের চুক্তি সম্পাদনের জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারে। এ সকল কার্যক্রম দেশের উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জনে সহায়ক হবে।

প্রবাসী বাংলাদেশিদের প্রেরিত অর্থ

১১.২২ প্রবাসী বাংলাদেশিদের প্রেরিত অর্থের অন্তঃপ্রবাহ দেশের চলতি হিসাব খাতকে শক্তিশালী করে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। অর্থবছর ১৬-এ প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থের আন্তঃপ্রবাহ হয়েছে ১৪৯৩১.১৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যদিও এটা অর্থবছর ১৫-এর ১৫৩১৬.৯২ মিলিয়ন ডলার হতে শতকরা ২.৫২ ভাগ হ্রাস পেয়েছে। প্রধানত, উপসাগরীয় দেশগুলোতে প্রলম্বিত তেলের মূল্যের পতন ও অর্থনৈতিক মন্দার কারণে দেশে রেমিট্যান্সের অন্তঃপ্রবাহ হ্রাস পায়। বাংলাদেশ ব্যাংক

চার্ট ১১.৫ আমদানি ব্যয়ের গতিধারা

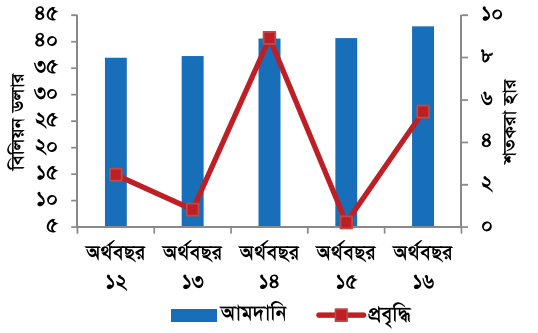

উৎস ঃ এনবিআর-এর তথ্য থেকে বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিসংখ্যান বিভাগ কর্তক প্রস্তুতকৃত।

সারণী ১১.৩ বাংলাদেশের বাণিজ্য শর্ত

(ভিত্তি ঃ অর্থবছর ০৬=১০০)

বছর	রপ্তানি মূল্য সূচক	আমদানি মূল্য সূচক	পণ্য বাণিজ্য শর্ত
অর্থবছর ০৭	১০৪.৮৫	১০৩.৬৪	১০১.১৭
অর্থবছর ০৮	১১৬.৩৪	১৩১.৪২	৮৮.৫৩
অর্থবছর ০৯	১২৫.১৩	১৪০.৩৫	৮৯.১৬
অর্থবছর ১০	১৩২.৬৪	১৪৮.৩২	৮৯.৪৩
অর্থবছর ১১	১৪৬.৪১	১৬৬.৫১	৮৭.৯৩
অর্থবছর ১২	১৫১.৭১	১৭৬.৪৪	৮৫.৯৮
অর্থবছর ১৩	১৬৩.০৪	১৮৯.৬২	৮৫.৯৮
অর্থবছর ১৪	১৭২.০৯	২০০.৩৭	৮৫.৮৯
অর্থবছর ১৫	১৮২.৩৪	২১২.৩৭	৮৫.৮৬
অর্থবছর ১৬	১৯৫.৯৮	২২৮.১৯	৮৫.৮৮

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

প্রতিনিয়ত বৈধ চ্যানেলে রেমিট্যান্স অন্তঃপ্রবাহকে উৎসাহিত করছে এবং বৈদেশিক বিনিময় হাউজ ও দেশীয় ব্যাংকগুলোর মধ্যে ড্রয়িং অ্যারেঞ্জমেন্টের অনুমোদন নীতি সহজীকরণসহ রেমিট্যান্স বিতরণ নেটওয়ার্ককে আরো সহজ করার জন্য কাজ করে যাচ্ছে। বর্তমানে রেমিট্যান্স সংগ্রহের জন্য বাংলাদেশের বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর সাথে বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত ৩২০টি বিদেশি ব্যাংক/এক্সচেঞ্জ হাউজ এর ১১৪২টি ড্রয়িং অ্যারেঞ্জমেন্ট রয়েছে। ব্যাংকগুলোকে নতুন নতুন বিনিময় হাউজ/শাখা অফিস খুলতে উৎসাহিত করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে রেমিট্যান্স সংগ্রহের জন্য কয়েকটি স্থানীয় ব্যাংক ৩৩টি এক্সচেঞ্জ হাউজ/প্রতিনিধি অফিস স্থাপন করেছে।

১১.২৩ কিছু মাইক্রো ফাইন্যান্স ইনস্টিটিউট (এমএফআই) রেমিট্যান্স বিতরণে সহযোগিতা করছে। ব্যাংকগুলো এখন এমএফআই-এর শাখা নেটওয়ার্ক ব্যবহার করছে এবং বাংলাদেশ পোস্ট অফিসকে রেমিট্যান্স বিতরণের সাব-এজেন্ট হিসেবে কাজে লাগাচ্ছে। ৩০ জুন ২০১৬ পর্যন্ত

বক্স ১১.৩ বাংলাদেশের বৈদেশিক খাতের অবদানের উপর BREXIT এর প্রভাব

৪৩ বছর সদস্য থাকার পর যুক্তরাজ্য ২৩ জুন ২০১৬ তারিখে গণভোটের মাধ্যমে ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ) ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নেয়, যা পরবর্তী সময়ের ব্রিটিশ অর্থনীতিতে কিছুটা অনিশ্চয়তা তৈরি করে। যুক্তরাজ্যের ইইউ ত্যাগের প্রভাব বিভিন্ন দেশকে (যুক্তরাজ্যসহ) নানাভাবে প্রভাবিত করবে; যা মূলত নির্ভর করবে যুক্তরাজ্যের সাথে সংশ্লিষ্ট দেশসমূহের সম্পর্কের গতি-প্রকৃতি ও গভীরতার উপর। বিভিন্ন পরোক্ষ প্রভাব ছাড়াও বাণিজ্য, আর্থিক প্রবাহ, বিনিয়োগ, বৈদেশিক অনুদান, অভিবাসন, রেমিট্যান্স প্রবাহ এবং নানা আর্থ-সামাজিক সংযোগের মাধ্যমে প্রত্যক্ষভাবে বিভিন্ন দেশ প্রভাবিত হবে।

Overseas Development Institute (ODI) এর প্রাক্কলন অনুযায়ী ব্রেক্সিট (BREXIT) পরবর্তী প্রথম সপ্তাহে পাউন্ড শতকরা ১০ ভাগ মূল্য হারাবে এবং যুক্তরাজ্যের জিডিপি শতকরা ৩ ভাগ হ্রাস পাবে যার ফলে স্বল্পমেয়াদে যুক্তরাজ্যের আমদানি কমে যাবে। যুক্তরাজ্যে বাংলাদেশের রপ্তানির শতকরা ৯০ ভাগই হচ্ছে টেক্সটাইল ও গার্মেন্টস পণ্য, যা দেশের মোট রপ্তানির শতকরা ১০ ভাগ। তাই ব্রেক্সিট পরবর্তীতে বাংলাদেশি গার্মেন্টস এবং অন্যান্য রপ্তানিকারকদের জন্য বর্তমান বাজার শেয়ার বজায় রাখা কঠিন হবে। Mendez-Parra et al. (২০১৬) এর প্রাক্কলন অনুসারে দুর্বলতর পাউন্ডের কারণে বাংলাদেশের রপ্তানি শতকরা ০.৯ ভাগ কমে যাবে। যা হোক দুর্বলতর পাউন্ডের ফলে যুক্তরাজ্য থেকে বাংলাদেশের আমদানি তুলনামূলকভাবে সস্তা হবে, যার ফলে যুক্তরাজ্য থেকে আমদানির পরিমাণ তুলনামূলক বেশি হবে বলে ধারণা করা যেতে পারে।

চিত্র ১ নির্বাচিত উন্নয়নশীল দেশসমূহের গন্তব্যভিত্তিক রপ্তানির পরিমাণ (%, ২০১৪)

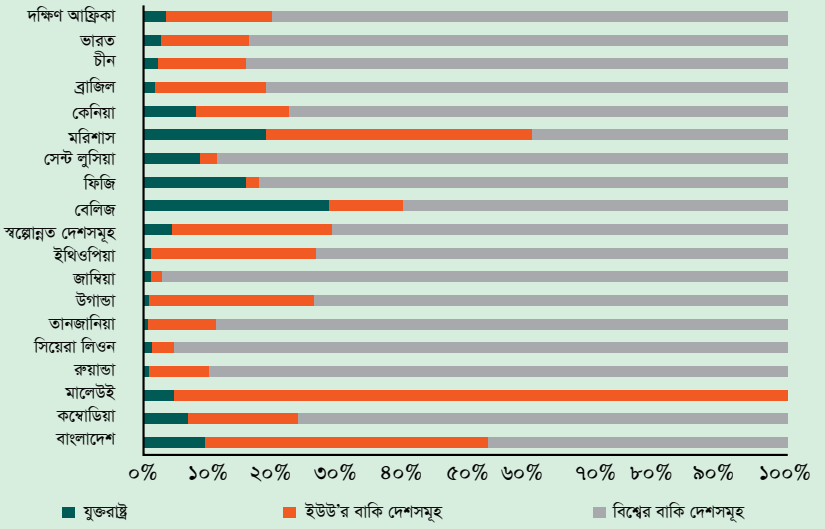

উৎস: Mendez-Parra et al., (2016)

ব্রেক্সিট এর কারণে যুক্তরাজ্য থেকে প্রবাসী বাংলাদেশিদের পাঠানো রেমিট্যান্স প্রবাহে ধীরগতি আসবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। অর্থবছর ১৬-এ বাংলাদেশের মোট রেমিট্যান্সের শতকরা ৫.৮ ভাগ যুক্তরাজ্য থেকে এসেছে, যার পরিমাণ ৮৬৩ মিলিয়ন ডলার । Stevens & Kennan (2016) এর প্রাক্কলন অনুযায়ী পাউন্ডের অবমূল্যায়নের কারণে যুক্তরাজ্য থেকে আসা বৈদেশিক সাহায্যের পরিমাণ আনুমানিক ১.৯ বিলিয়ন ডলার কমে যাবে। OECD-এর Database (২০১৫) অনুযায়ী বাংলাদেশে যুক্তরাজ্যের বৈদেশিক উন্নয়ন সাহায্যের পরিমাণ ৩৪২.৮৫ মিলিয়ন ডলার, যা পরিমাণের দিক থেকে ৫ম অবস্থানে রয়েছে। অদূর ভবিষ্যতে ব্রেক্সিট এর কারণে যুক্তরাজ্য থেকে প্রাপ্ত উন্নয়ন সাহায্য কমে যেতে পারে।

বাংলাদেশের মতো যেসব দেশের সাথে যুক্তরাজ্যের দৃঢ় সম্পর্ক আছে ব্রেক্সিট পরবর্তী রিজার্ভ ও বিনিময় হারের ব্যবস্থাপনার বিষয়ে তাদের সতর্ক থাকতে হবে। দেশীয় মুদ্রাকে পাউন্ডের বিপরীতে শক্তিশালী হতে দিলে তা আমাদের রপ্তানি পণ্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে এবং মূলধনী ক্ষতিকে বাড়িয়ে দিবে, যা পরবর্তীতে যুক্তরাজ্যের সাথে সম্ভাব্য নতুন বাণিজ্য চুক্তিকে প্রভাবিত করবে। উপরন্তু, পাউন্ডের ব্যাপক দরপতন বাংলাদেশি টাকার স্থিতিশীলতাকে কিছুটা হলেও প্রভাবিত করবে।

রেফারেন্স

Mendez-Parra, M., Papadavid, P., & Velde, D. te. (2016). BREXIT and development. Retrieved from https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/resource-documents/10685.pdf

OECD Database (2015). Organisaton for Economic Co-operation and Development (OECD) Website. Retrieved from https://data.oecd.org/

Stevens, C., & Kennan, J. (2016). Trade Implications of BREXIT for Commonwealth Developing Countries. Retrieved from http://www.oecd-ilibrary.org/commonwealth/trade/trade-implications-of-BREXIT-for-commonwealth-developing-countries_5jlsngn60kxp-en

২৬টি এমএফআই দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে তাদের শাখার মাধ্যমে রেমিট্যান্স বিতরণে সাহায্য করেছে। বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে ২ (দুই) কর্মদিবসের মধ্যে সুবিধাভোগীদের নিকট রেমিট্যান্স বিতরণ নিশ্চিত করার জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। কিছু ব্যাংক গ্রামীণফোন, বাংলালিংক এবং রবির মতো বিভিন্ন মোবাইল অপারেটরদের দেশব্যাপী নেটওয়ার্কের মাধ্যমে রেমিট্যান্স বিতরণের অনুমোদন লাভ করেছে। কিছু ব্যাংককে সিঙ্গার বাংলাদেশ লিমিটেডের বিভিন্ন আউটলেটের মাধ্যমে রেমিট্যান্স বিতরণের অনুমোদন দেয়া হয়েছে।

১১.২৪ অর্থ প্রেরণকারীদের মধ্যে প্রতিযোগিতা বৃদ্ধির জন্য বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে বিভিন্ন মাল্টিন্যাশনাল মানি রেমিটার/এক্সচেঞ্জ হাউজগুলোর সঙ্গে চুক্তি সম্পাদনের জন্য উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে যাতে করে তারা বিভিন্ন বিকল্প থেকে পছন্দ করতে পারে।

১১.২৫ বাংলাদেশের অর্জিত মোট রেমিট্যান্সের শতকরা প্রায় ১৯.৪ ভাগ আসে সৌদি আরব থেকে, শতকরা ১৭.৮ ভাগ সংযুক্ত আরব আমিরাত এবং শতকরা ১৫.৯ ভাগ যুক্তরাষ্ট্র থেকে। অর্থবছর ১৬-এর প্রধান রেমিট্যান্স প্রেরণকারী দেশগুলোর অবস্থান চার্ট ১১.৬-এ দেখানো হয়েছে।

বৈদেশিক সাহায্য

১১.২৬ বৈদেশিক সাহায্যের মোট পরিমাণ অর্থবছর ১৫-এর ৩০৪৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে শতকরা ১৩.৩ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ১৬-এ ৩৪৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায় (সারণী-১১.৪)। অর্থবছর ১৬-এ খাদ্য সাহায্যের পরিমাণ ৩২ মিলিয়ন ডলারে দাঁড়ায়, যা অর্থবছর ১৫-এ ছিল ৩৮ মিলিয়ন ডলার। অর্থবছর ১৬-এ প্রকল্প সাহায্যের পরিমাণ দাঁড়ায় ৩৪১৮ মিলিয়ন ডলার, যা অর্থবছর ১৫-এ ছিল ৩০০৬ মিলিয়ন ডলার। উল্লেখ্য যে, অর্থবছর ১৬-এ

চার্ট ১১.৬* অর্থবছর ১৬-এর প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থ

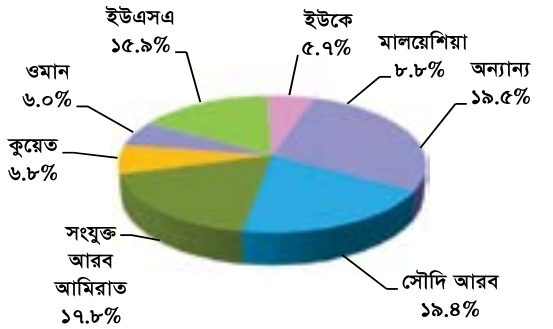

উৎস ঃ বাংলাদেশ ব্যাংক।

পূর্ববর্তী বছরের ন্যায় কোন প্রকার পণ্য সাহায্য পাওয়া যায়নি। ৩০ জুন ২০১৬-এ মোট বকেয়া বৈদেশিক ঋণের স্থিতির পরিমাণ দাঁড়ায় ২৫৯৬৩ মিলিয়ন ডলার (অর্থবছর ১৬-এর জিডিপি'র শতকরা ১১.৭ ভাগ) যেখানে অর্থবছর ১৫-এর জুন পর্যন্ত এর পরিমাণ ছিল ২৩৯০১ মিলিয়ন ডলার (অর্থবছর ১৫-এর জিডিপি'র শতকরা ১২.৩ ভাগ)। অর্থবছর ১৬-এ বৈদেশিক ঋণ পরিশোধের পরিমাণ দাঁড়ায় ১০৪৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (আইএসএফ থেকে পুনঃক্রয় ছাড়া), যা অর্থবছর ১৫-এর ১০৯৭ মিলিয়ন ডলারের তুলনায় ৫২ মিলিয়ন ডলার বা শতকরা ৪.৭ ভাগ কম। অর্থবছর ১৬-এ আসল এবং সুদ বাবদ যথাক্রমে ৮৪২ মিলিয়ন ও ২০২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার পরিশোধ করা হয়, যেখানে অর্থবছর ১৫-এ এর পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৯১০ মিলিয়ন ও ১৮৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। অর্থবছর ১৬-এ ঋণ পরিশোধের পরিমাণ রপ্তানি আয়ের শতকরা ৩.১ ভাগে দাঁড়ায়।

বৈদেশিক মুদ্রা বাজার কার্যক্রম ও মুদ্রা বিনিময় হারের গতিবিধি

১১.২৭ অর্থবছর ১৬-এ প্রধানত রপ্তানি আয়ের প্রবৃদ্ধি

ও স্থিতিশীল রেমিট্যান্স প্রবাহ এবং স্বল্প আমদানি প্রবৃদ্ধির কারণে স্থানীয় বৈদেশিক মুদ্রা বাজারে তারল্য বজায় ছিল। আন্তঃব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেনের (স্পট, ফরোয়ার্ড ও সোয়াপ) পরিমাণ অর্থবছর ১৫-এর ১৯.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে সামান্য হ্রাস পেয়ে অর্থবছর ১৬-এ ১৯.০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়। এ অর্থবছরে মার্কিন ডলার ব্যতীত (প্রধানত জাপানি ইয়েন) আন্তঃব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেনের (স্পট, ফরোয়ার্ড ও সোয়াপ) পরিমাণ ১৭.৭ বিলিয়নে দাঁড়ায়। টাকা-ডলার বিনিময় হার প্রতি ডলার পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় শতকরা ০.৭৭ ভাগ অবচিতি হয়ে ৩০ জুন ২০১৬ শেষে ৭৮.৪ টাকায় দাঁড়ায়, যা বৈদেশিক মুদ্রা বাজারে স্থিতিশীলতা নির্দেশ করে। বাংলাদেশ ব্যাংক মুদ্রা বিনিময় হারে নমনীয়তা বজায় রাখতে উৎসাহিত করার পাশাপাশি মুদ্রা বিনিময় হারের অতিরিক্ত উঠানামা হ্রাস করে। বৈদেশিক মুদ্রা বাজারে বিনিময় হার স্থিতিশীল রাখার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক আন্তঃব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রা বাজার থেকে পূর্ববর্তী অর্থবছরের ৩.৪ বিলিয়ন ডলারের বিপরীতে অর্থবছর ১৬-এ ৪.১৩ বিলিয়ন ডলারের বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয় করে।

বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ

১১.২৮ বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক বৈদেশিক মুদ্রা মজুদ বলতে বুঝায় সংরক্ষিত স্বর্ণ, বৈদেশিক মুদ্রা এবং আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলের স্পেশাল ড্রয়িং রাইটস (এসডিআর) এর সমষ্টি। অর্থবছর ১৬-এ বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রা মজুদ দৃঢ়ভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে (শতকরা ২০.৫৫ ভাগ)। ফলে, ২৭ জুন ২০১৬-এ বৈদেশিক মুদ্রা মজুদ ৩০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার অতিক্রম করে, যা একটি নতুন রেকর্ড। অর্থবছর ১৬-এর জুন শেষে বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ দাঁড়ায় ৩০.১৭ বিলিয়ন। বাংলাদেশ ব্যাংক মূলধন সংরক্ষণকে প্রাধান্য দেয়ার পাশাপাশি বিনিয়োগের মাধ্যমে বর্ধিত আয়ের লক্ষ্যে বন্ড (সভরেন, সুপরান্যাশনাল, অধিক সুনামখ্যাত, বিদেশি বাণিজ্যিক ব্যাংক কর্তৃক ইস্যুকৃত), ইউএস গভর্নমেন্ট টি-বিল ও নোট এবং আন্তর্জাতিকভাবে সুনামখ্যাত বিদেশি বাণিজ্যিক ব্যাংকে স্বল্প মেয়াদি ডিপোজিটে বিনিয়োগের মাধ্যমে বহিঃসম্পদের পোর্টফোলিও বহুমুখী করে থাকে। এছাড়া, বাংলাদেশ ব্যাংক দেশের ম্যানুফ্যাকচারিং খাতকে সহায়তা করার লক্ষ্যে ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট অ্যাসোসিয়েশন (আইডিএ)-এর আর্থিক সহযোগিতায় দীর্ঘ মেয়াদি অর্থায়ন (এলটিএফ) নামে একটি প্রকল্প চালু করেছে।

সারণী ১১.৪ বৈদেশিক সাহায্য প্রাপ্তি এবং দায় পরিশোধ#

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

বিবরণ	অর্থবছর ১৪	অর্থবছর ১৫*	অর্থবছর ১৬**
১। **প্রাপ্তি**	**৩১২২**	**৩০৪৪**	**৩৪৫০**
ক) খাদ্য সাহায্য	৩৮	৩৮	৩২
খ) প্রকল্প সাহায্য	৩০৮৪	৩০০৬	৩৪১৮
২। **পরিশোধ (মধ্যম ও দীর্ঘ মেয়াদি)**	**১২০৮**	**১০৯৭**	**১০৪৫**
ক) আসল	১০১৮	৯১০	৮৪২
খ) সুদ	১৯০	১৮৮	২০২
৩। **জুন শেষে বকেয়া বৈদেশিক ঋণের স্থিতি**	**২৪৩৮৮**	**২৩৯০১**	**২৫৯৬৩**
৪। জিডিপি'র শতকরা হিসেবে বৈদেশিক ঋণের স্থিতি	১৪.১	১২.৩	১১.৭
৫। রপ্তানির শতকরা হিসেবে বৈদেশিক ঋণ (মধ্যম ও দীর্ঘ মেয়াদি) পরিশোধ	৪.১	৩.৬	৩.১

আইএমএফ থেকে গৃহীত লোন ব্যতীত।
* সংশোধিত, ** সাময়িক।
উৎস ঃ অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়।

মুদ্রা মজুদ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম

১১.২৯ বাংলাদেশ ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রা মজুদের ব্যবস্থাপনা কৌশল ও কার্যক্রম পদ্ধতি মূলত আন্তর্জাতিক আর্থিক বাজারের অবস্থা এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রতিফলন, সেইসাথে বৈদেশিক মুদ্রা মজুদের ব্যবস্থাপনায় নির্ধারিত বিভিন্ন ধ্রুবকের প্যারামিটারগুলোর প্রতিও লক্ষ্য রাখা। বাংলাদেশ ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রা মজুদের ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি আন্তর্জাতিকভাবে প্রচলিত সর্বোৎকৃষ্ট নীতিমালাকে অনুসরণ করে। বর্তমানে বাংলাদেশ ব্যাংক এর পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত রিজার্ভ ম্যানেজমেন্ট গাইডলাইনস্ (আরএমজি) অনুযায়ী বৈদেশিক মুদ্রা মজুদ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিচালিত হয়। বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক বৈদেশিক মুদ্রা মজুদ রাখার উদ্দেশ্য হলো বহিঃখাতে স্থিতিশীলতা রক্ষা, বৈদেশিক লেনদেনে গতিশীলতা নিশ্চিত করা এবং টাকার বিনিময় মূল্যে আস্থা রক্ষা। বাংলাদেশ ব্যাংক অন্য পক্ষের সাথে লেনদেনে ঝুঁকি সর্বনিম্ন করার উদ্দেশ্যে তার মজুদকে আন্তর্জাতিকভাবে পরিচিত এজেন্সি কর্তৃক (স্ট্যাডার্ড অ্যান্ড পুওর, মুডিজ এবং ফিচ) নির্ধারিত ভালো ক্রেডিট রেটিং এর ভিত্তিতে আন্তর্জাতিকভাবে সুপরিচিত বিভিন্ন কেন্দ্রীয় ও বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহে বিনিয়োগ করেছে।

১১.৩০ বৈদেশিক বিনিময় হার ঝুঁকি সর্বনিম্ন এবং মজুদ মূল্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বৈদেশিক মুদ্রার বিন্যাস বহুমুখী

করা হয়। রিজার্ভ ম্যানেজমন্টে গাইডলাইনস্ মোতাবেক সুদ হার ঝুঁকি হ্রাস করার জন্য সতর্কতার সাথে সঠিক বিনিয়োগ সময় সীমা এবং কারেন্সি বেঞ্চমার্ক অনুসরণ করার পাশাপাশি, অপারেশনাল ঝুঁকি কমানোর লক্ষ্যে মজুদ ব্যবস্থাপনা ও বিনিয়োগ কার্যক্রম তিনটি বিভিন্ন রিপোর্টিং ইউনিট যথা ফ্রন্ট অফিস, মিডল অফিস এবং ব্যাক অফিসের (Front Office, Middle Office and Back Office) অধীনে পরিচালিত হয়। রিজার্ভ ম্যানেজমন্টে গাইডলাইনস্ এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে বাংলাদেশ ব্যাংক তার পোর্টফোলিও বিনিয়োগকে বিভিন্ন খাত যেমন স্বর্ণ, টি-বিল, রেপো, স্বল্প মেয়াদি ডিপোজিট, উচ্চ রেটিং সম্পন্ন সভরেন, সুপরান্যাশনাল এবং কর্পোরেট বন্ডে বহুমুখীকরণ করেছে। ইউরো দায় সংকটাপন্ন দেশগুলোর ব্যাংকসমূহে তহবিল জমা ও সিকিউরিটিতে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ও সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অনুসরণ করে আসছে।

এশিয়ান ক্লিয়ারিং ইউনিয়ন (ACU) এর আওতায় লেনদেন

১১.৩১ অর্থবছর ১৬-এ পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় এশিয়ান ক্লিয়ারিং ইউনিয়নের (ACU) সদস্যভুক্ত দেশগুলোর সাথে বাংলাদেশের মোট লেনদেনের নিট ভলিউম পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় কিছুটা হ্রাস পায়। আলোচ্য বছরে ACU সদস্যভুক্ত দেশগুলোতে বাংলাদেশের রপ্তানি আয় অর্থবছর ১৫-এর ১১৫.৪৯ মিলিয়ন ACU ডলার (৮.৯৯ বিলিয়ন টাকা) থেকে উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ১৬-এ ১২৭.৭৯ মিলিয়ন ACU ডলারে (১০.০২ বিলিয়ন টাকা) দাঁড়ায় এবং ACU সদস্যভুক্ত দেশগুলোতে আমদানি ব্যয়ের পরিমাণ ৫৭৪৮.৮৭ মিলিয়ন ACU ডলার (৪৪৭.২৬ বিলিয়ন টাকা) হতে কিছুটা হ্রাস পেয়ে ৫৫৭৯.৮৮ মিলিয়ন ACU ডলারে (৪৩৭.৪৬ বিলিয়ন টাকা) দাঁড়ায়। এশিয়ান ক্লিয়ারিং ইউনিয়নের (ACU) সদস্যভুক্ত দেশগুলোর সাথে বাংলাদেশের মোট লেনদেনের চিত্র থেকে দেখা যায় যে, অর্থবছর ১৬-এ বাংলাদেশ নেট দেনাদার ছিল। ACU এর আওতায় বিগত তিন বছরে বাংলাদেশের প্রাপ্তি ও পরিশোধ সারণী-১১.৬ এ দেখানো হলো।

আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলের সাথে লেনদেন

১১.৩২ এপ্রিল ২০১২-এ আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল (আইএমএফ)-এর নির্বাহী বোর্ড বাংলাদেশের জন্য ৩-বছর মেয়াদি Extended Credit Facility (ECF) অনুমোদন করেছে। ECF সুবিধার আওতায় ৭টি সমান কিস্তির মাধ্যমে

সারণি ১১.৫ বাংলাদেশ ব্যাংকের মোট বৈদেশিক মুদ্রা মজুদ

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

মাস	অর্থবছর ১২	অর্থবছর ১৩	অর্থবছর ১৪	অর্থবছর ১৫	অর্থবছর ১৬
জুলাই	১০৩৮১	১০৫৭০	১৫৫৩৪	২১৩৮৪	২৫৪৬৯
আগস্ট	১০৯১৪	১১৪৩৫	১৬২৫২	২২০৭০	২৬১৭৫
সেপ্টেম্বর	৯৮৮৪	১১২৫২	১৬১৫৫	২১৮৩৭	২৬৩৭৯
অক্টোবর	১০৩৩৮	১২৩৪০	১৭৩৪৬	২২৩১৩	২৭০৫৮
নভেম্বর	৯২৮৫	১১৭৫৪	১৭১০৬	২১৫৯০	২৬৪০৮
ডিসেম্বর	৯৬৩৫	১২৭৫১	১৮০৯৫	২২৩১০	২৭৪৯৩
জানুয়ারি	৯৩৮৬	১৩০৭৭	১৮১১৯	২২০৪২	২৭১৩৯
ফেব্রুয়ারি	১০০৬৭	১৩৮৪৮	১৯১৫১	২৩০৩২	২৮০৫৯
মার্চ	৯৫৭৯	১৩৯৭১	১৯২৯৫	২৩০৫৩	২৮২৬৬
এপ্রিল	১০১৯৩	১৪৮২৯	২০৩৭০	২৪০৭২	২৯১০৬
মে	৯৫২০	১৪৫৩১	২০২৬৮	২৩৭০৮	২৮৮০৩
জুন	১০৩৬৪	১৫৩১৫	২১৫০৮	২৫০২৫	৩০১৬৮

উৎস ঃ একাউন্টস এন্ড বাজেটিং ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

চার্ট ১১.৭ বিদেশে রক্ষিত তরল সম্পদ

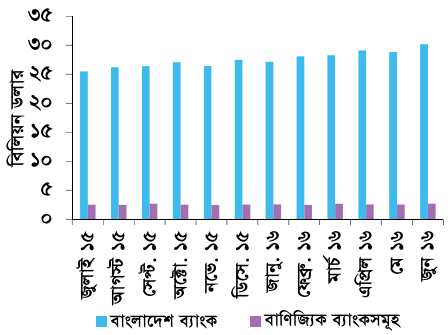

উৎস ঃ বাংলাদেশ ব্যাংক।

৬৪০.০ মিলিয়ন এসডিআর প্রদান করা হবে। আইএমএফ অর্থবছর ১৬-এ ECF-এর অধীনে ৬ষ্ঠ কিস্তি (১৮২.৮৫ মিলিয়ন এসডিআর) ছাড় করে, ফলে ৩০ জুন ২০১৬ শেষে ECF-এর অধীনে বাংলাদেশের দায়ের স্থিতির পরিমাণ দাঁড়ায় ৬৩৯.৯৬ মিলিয়ন এসডিআর। অর্থবছর ২০১৬ এর জুন শেষে বাংলাদেশ আইএমএফ'কে PRGF-এর বিপরীতে ২৬.৯২ মিলিয়ন এসডিআর পরিশোধ করে। এর ফলে অর্থবছর ২০১৬ শেষে PRGF-এর অধীনে বকেয়া দায়ের পরিমাণ দাঁড়ায় ৩.৩৬ মিলিয়ন এসডিআর। অর্থবছর ২০১৬ শেষে আইএমএফ-এর অধীনে বকেয়া দায়ের স্থিতির পরিমাণ দাঁড়ায় ৬৪৩.৩২ মিলিয়ন এসডিআর এবং অর্থবছর ২০১৬-এ বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলকে সার্ভিস চার্জ বাবদ ০.২৮ মিলিয়ন এসডিআর পরিশোধ করে (সারণী-১১.৭)। ১৪তম সাধারণ কোটা রিভিউ-র আওতায় বাংলাদেশের কোটার পরিমাণ ৫৩৩.৩০ মিলিয়ন এসডিআর থেকে দ্বিগুণ

করে ১০৬৬.৬০ মিলিয়ন এসডিআর করা হয়। কোটার নির্ধারিত পরিমাণ পরিশোধ করা হয়েছে। ফলে, অর্থবছর ২০১৬ শেষে আইএমএফ-এর নিকট বাংলাদেশের কোটার পরিমাণ ১০৬৬.৬০ মিলিয়ন এসডিআর-এ দাঁড়িয়েছে।

বিনিময় হার নীতিমালার পরিবর্তন

১১.৩৩ বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় প্রবিধান সহজীকরণের চলমান প্রচেষ্টায় অর্থবছর ১৬-এ নিম্নলিখিত উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনসমূহ পরিলক্ষিত হয়েছে-

- **বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ (সংশোধিত) আইন, ২০১৫ঃ** ৬ সেপ্টেম্বর ২০১৫ তারিখে Foreign Exchange Regulation (Amendment) Act, 2015 এর মাধ্যমে Foreign Exchange Regulation Act, 1947 সংশোধিত হয়েছে। এর মাধ্যমে বর্ণিত আইনের ১০(দশ) টি ধারায় সংশোধনী আনা হয়েছে (বক্স ১১.৪)।

- **বাংলাদেশে আগত যাত্রী বা অন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক স্বর্ণ/রৌপ্য বুলিয়ন আনয়নঃ** বাংলাদেশ ব্যাংক নোটিফিকেশন ইস্যুকরণের মাধ্যমে নিবাসী কিংবা অনিবাসী নির্বিশেষে বাংলাদেশে আগত যাত্রী বা অন্য কোন ব্যক্তিকে কাস্টমস অ্যাক্ট, ১৯৬৯ এর আওতায় জারিকৃত ব্যাগেজ রুলস অনুযায়ী নির্ধারিত পরিমাণ পর্যন্ত স্বর্ণ/রৌপ্য (bullion/ingot আকারে) আনয়নের অনুমতি প্রদান করেছে।

- **মানি চেঞ্জার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক হজ্জযাত্রীদের নগদ বহনের জন্য ছাড়যোগ্য বৈদেশিক মুদ্রা বিক্রয়ঃ** অনুমোদিত মানিচেঞ্জিং প্রতিষ্ঠানগুলো হজ্জযাত্রীগণের নিকট জনপ্রতি সর্বোচ্চ ১০০০ (এক হাজার) মার্কিন ডলার বা সমতুল্য অন্যান্য বৈদেশিক মুদ্রা নগদে ছাড় করতে পারবে।

- **ভিসা ব্যতীত বিদেশ ভ্রমণেচ্ছু বাংলাদেশি নাগরিকদের অনুকূলে বৈদেশিক মুদ্রা ছাড়করণঃ** অনুমোদিত ডিলার ব্যাংক port entry/on arrival ভিত্তিতে ভিসা প্রদানকারী দেশ/অঞ্চলসমূহে ভ্রমণেচ্ছু নিবাসী বাংলাদেশি নাগরিকদের অনুকূলে ভিসা ছাড়াই অন্যান্য প্রযোজ্য নির্দেশনাবলী পরিপালন সাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট দেশ/অঞ্চলের জন্য প্রযোজ্য অব্যবহৃত বার্ষিক ভ্রমণ কোটার সমপরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা ছাড় করতে পারবে। বর্ণিত সুবিধাটি সরকারি, আধা-সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীগণের দাপ্তরিক প্রয়োজনে বিদেশ সফরে প্রাপ্য বৈদেশিক মুদ্রা ছাড়করণের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে। পূর্বে অনুমোদিত ডিলার ব্যাংকসমূহ এক্ষেত্রে ২০০ মার্কিন ডলার ছাড়করণের প্রাধিকারপ্রাপ্ত ছিল।

সারণী ১১.৬ এশিয়ান ক্লিয়ারিং ইউনিয়নের আওতাধীন বাংলাদেশের প্রাপ্তি ও পরিশোধ

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

লেনদেনের শিরোনাম	অর্থবছর ১৪	অর্থবছর ১৫	অর্থবছর ১৬	শতকরা পরিবর্তন
প্রাপ্তি (রপ্তানি)	৭৯.৭৪ (৬.১৯)	১১৫.৪৯ (৮.৯৯)	১২৭.৭৯ (১০.০২)	১০.৬৫
পরিশোধ (আমদানি)	৫৭০৬.৯০ (৪৪৩.০৩)	৫৭৪৮.৮৭ (৪৪৭.২৬)	৫৫৭৯.৮৮ (৪৩৭.৪৬)	(-) ২.৯৪
নিট ঃ ঘাটতি (-)/ উদ্বৃত্ত (+)	-৫৬২৭.১৬ (-৪৩৬.৮৪)	-৫৬৩৩.৩৮ (-৪৩৮.২৮)	-৫৪৫২.০৯ (-৪২৭.৪৪)	(-) ৩.২২

নোট ঃ ১) বন্ধনীভুক্ত সংখ্যাসমূহ বিলিয়ন টাকা নির্দেশ করে।
২) এসিইউ ডলার=১ মার্কিন ডলার; ১ মার্কিন ডলার = ৭৮.৪০ টাকা।

সারণী ১১.৭ আইএমএফ থেকে প্রাপ্ত সুবিধাদির বিপরীতে বকেয়া দায়ের স্থিতি

(মিলিয়ন এসডিআর)

সুবিধাদি	জুন ২০১৫ শেষে বকেয়া দায়ের স্থিতি	অর্থবছর ১৬-এ উত্তোলন/ক্রয়	অর্থবছর ২০১৬-এ পরিশোধ	জুন ২০১৬ শেষে বকেয়া দায়ের স্থিতি
পিআরজিএফ জুন ২০০৩	৩০.২৮	-	২৬.৯২	৩.৩৬
ইসিএফ এপ্রিল ২০১২	৪৫৭.১১	১৮২.৮৫	-	৬৩৯.৯৬
মোট	**৪৮৭.৩৯**	**১৮২.৮৫**	**২৬.৯২**	**৬৪৩.৩২**

উৎস ঃ ফরেক্স রিজার্ভ এন্ড ট্রেজারি ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক

- **বিদেশি ব্লকড অ্যাকাউন্টে বৈদেশিক মুদ্রায় আমানত রাখাঃ** বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের বিদেশে অনুমোদিত কোর্সে শিক্ষা গ্রহণ প্রক্রিয়া সহজীকরণের জন্য মনোনীত ব্যাংক অ্যাকাউন্ট বা স্টুডেন্ট অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে ভিসা বা ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার উদ্দেশ্যে বিদেশি ব্লকড অ্যাকাউন্টে বৈদেশিক মুদ্রায় আমানত রাখার অনুমোদন দেয়া হয়েছে।

- **আন্তর্জাতিক ক্রেডিট কার্ড/ ভার্চুয়াল কার্ডের মাধ্যমে ভিসা প্রক্রিয়াকরণ ফি পরিশোধঃ** প্রথাগত পরিশোধ পদ্ধতি ছাড়াও আন্তর্জাতিক ক্রেডিট কার্ড বা ভার্চুয়াল কার্ডের মাধ্যমে অনলাইনে ভিসা প্রক্রিয়াকরণ ফি পরিশোধ করা যাবে।

- **বাংলাদেশ ব্যাংকে TM (Travel and Miscellaneous) Form দাখিলঃ** বাংলাদেশ ব্যাংক জানুয়ারি ২০১৬ হতে মাসিক/মেয়াদি রিটার্ন এর সাথে TM Form এবং এতদ্‌সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রাদি বাংলাদেশ ব্যাংকে দাখিলকরণ থেকে এডি ব্যাংকসমূহকে অব্যাহতি প্রদান করেছে। এখন

বক্স ১১.৪ বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ (সংশোধনী) আইন ২০১৫ এর মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৪৭ এর গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনসমূহ

বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৪৭ হালনাগাদ ও যুগোপযোগীকরণের মাধ্যমে অধিকতর ব্যবসা ও বিনিয়োগবান্ধব করার লক্ষ্যে বিগত ৬ সেপ্টেম্বর ২০১৫ তারিখে জাতীয় সংসদে বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ (সংশোধনী) আইন ২০১৫ নামে সংশোধিত হয়েছে। এর মাধ্যমে বর্ণিত আইনের ১০(দশ)টি ধারায় সংশোধনী আনা হয়েছে। এ সংশোধনীর প্রধান বিষয়গুলো নিম্নরূপ ঃ

১। আইনটির ব্যাপ্তি (scope) সম্প্রসারণঃ বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ আইনে আনীত সংশোধনীর মাধ্যমে এর ব্যাপ্তি সমগ্র বাংলাদেশে বিস্তৃত করা হয়েছে এবং (ক) বাংলাদেশের সকল নাগরিক, (খ) বাংলাদেশে নিবাসী সকল ব্যক্তি এবং (গ) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের চাকুরীতে নিয়োজিত সকল ব্যক্তিকে এ আইনের আওতাভুক্ত করা হয়েছে।

২। কিছু সংজ্ঞা অন্তর্ভুক্তকরণঃ সংশোধনীর মাধ্যমে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেমন ব্যক্তি, বাংলাদেশে নিবাসী ব্যক্তি, চলতি হিসাবে লেনদেন, মূলধনী হিসাবে লেনদেন, আমদানি, রপ্তানি, সেবা, পণ্য ইত্যাদির সংজ্ঞা/ব্যাখ্যা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

৩। মূলধনী হিসাবে লেনদেন অনুমোদনযোগ্যতাঃ আনীত সংশোধনীর মাধ্যমে সরকার/বাংলাদেশ ব্যাংককে মূলধনী হিসাবে লেনদেন ও এসব হিসাবে বিনিময়যোগ্যতার অনুমোদন দেয়ার প্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে।

৪। চলতি হিসাবে লেনদেন অনুমোদনযোগ্যতাঃ সংশোধনীর মাধ্যমে চলতি হিসাবে লেনদেনকে বিনিময়যোগ্য রূপে ঘোষণা প্রদান করা হয়েছে।

৫। ১৮এ ধারা বিলুপ্তিঃ ব্যবসা-বাণিজ্য সহজীকরণের উদ্যোগের অংশ হিসেবে বিদেশি পক্ষের এজেন্ট হিসেবে কাজ করার জন্য এ আইনের আওতায় বাংলাদেশ ব্যাংকের পূর্বানুমোদন গ্রহণের আবশ্যকতা রহিত করা হয়েছে।

৬। ১৮বি ধারার আওতায় পরিপালন সহজীকরণঃ বিদেশি প্রতিষ্ঠানের শাখা/প্রতিনিধি/লিয়াজোঁ অফিস স্থাপনে এ আইনের ১৮বি ধারার আওতায় বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদন গ্রহণের বিদ্যমান বিধান রহিত করা হয়েছে। তবে, উপরোক্ত অফিসসমূহকে নতুন বিধান অনুযায়ী বাংলাদেশ ব্যাংকে রিপোর্ট করতে হবে।

৭। অদৃশ্য/অভৌত উপাদান ও সেবাখাতকে আইনের আওতায় অন্তর্ভুক্তকরণ ঃ আলোচ্য সংশোধনীতে সিকিউরিটিজ, রপ্তানি, আমদানি ইত্যাদির সংজ্ঞায় অদৃশ্য উপাদান অন্তর্ভুক্ত করার পাশাপাশি সেবাখাতকে তত্ত্বাবধানের আওতায় আনা হয়েছে।

৮। প্রশাসনিক জরিমানার ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্তকরণঃ এ আইন সংশোধনের মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক অনুমোদনের শর্তাদি বা সাধারণ বা বিশেষ নির্দেশনা লঙ্ঘনের জন্য অনুমোদিত ডিলারের উপর আর্থিক দণ্ডারোপের ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে।

৯। আইন লঙ্ঘনের জন্য শাস্তির মেয়াদ বৃদ্ধিঃ আইনটি সংশোধনের মাধ্যমে এ আইন লঙ্ঘনের শাস্তির সর্বোচ্চ সীমা ৪ বছর থেকে বাড়িয়ে ৭ বছর করা হয়েছে।

১০। বাংলাদেশি নিবাসী কর্তৃক বিদেশে ধারণকৃত সম্পত্তির তথ্য চাওয়ার ক্ষমতা অন্তর্ভুক্তকরণঃ আইনটি সংশোধনের মাধ্যমে বাংলাদেশে নিবাসী ব্যক্তিবর্গের নিকট বৈদেশিক মুদ্রা বা বৈদেশিক সিকিউরিটিজ ধারণ সংক্রান্ত তথ্যের পাশাপাশি বিদেশে স্থাবর সম্পত্তি বা অন্য কোন সম্পত্তির তথ্য চাওয়ার ক্ষমতা সরকার/ বাংলাদেশ ব্যাংককে প্রদান করা হয়েছে।

১১। বাংলাদেশে নিবাসী বিদেশি নাগরিকদের প্রয়োজনীয় তথ্য চাওয়ার ক্ষমতা অন্তর্ভুক্তকরণঃ বাংলাদেশ ব্যাংককে এ আইনের উদ্দেশ্য পূরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশে অবস্থানরত বিদেশি নাগরিকগণের নিকট থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য চাওয়ার ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে।

থেকে এডি ব্যাংকগুলো এ সংক্রান্ত লেনদেনসমূহ বাংলাদেশ ব্যাংকের Online TM monitoring system এ যথাযথভাবে রিপোর্ট করবে।

- **Long Term Financing Facility (LTFF)ঃ** Financial Sector Support Project (FSSP) বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আইডিএ-এর সাথে সম্পাদিত অর্থায়ন চুক্তির আওতায় প্রধানত ক্ষুদ্র ও মাঝারি খাতের শিল্প প্রতিষ্ঠানকে উৎপাদন খাতের উন্নয়ন, সম্প্রসারণ অথবা নবনির্মিত উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের জন্য মূলধনী যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি ক্রয়, নির্ধারিত অর্থনৈতিক অঞ্চলে শিল্প-কারখানা স্থানান্তর ইত্যাদি খাতে অর্থায়নকারী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে বাংলাদেশ ব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রায় ৩-১০ বছর পর্যন্ত দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়ন সুবিধা দিবে।

- **গ্রিন ট্রান্সফরমেশন ফান্ডঃ** সবুজ ও পরিবেশবান্ধব উদ্যোগ বাস্তবায়নের মাধ্যমে টেক্সটাইল ও চামড়া খাতের টেকসই প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক 'গ্রিন ট্রান্সফরমেশন ফান্ড' নামে ২০০ (দুইশত) মিলিয়ন মার্কিন ডলারের একটি আবর্তনশীল তহবিল গঠন করেছে। এ তহবিল হতে এডি ব্যাংকগুলো কর্তৃক যোগ্য গ্রাহকদের মূলধনী যন্ত্রপাতি ও এক্সেসরিজ আমদানির লক্ষ্যে বৈদেশিক মুদ্রায় ঋণ প্রদান করা হবে এবং প্রদত্ত ঋণের বিপরীতে বাংলাদেশ ব্যাংক পুনঃঅর্থায়ন করবে।

- **বিদেশে কর্মরত অনিবাসী বাংলাদেশিদের টাকায় ঋণ প্রদানঃ** অনুমোদিত ডিলার ব্যাংক কনজিউমার ফাইন্যান্সিং এর জন্য প্রুডেন্সিয়াল রেগুলেশন্স এর বিদ্যমান নির্দেশনা পরিপালন সাপেক্ষে বিদেশে কর্মরত অনিবাসী বাংলাদেশি নাগরিকদের টাকায় গৃহায়ন ঋণ সুবিধা প্রদান করতে পারবে। প্রদেয় ঋণ সুবিধায় ঋণ ও ইক্যুইটি অনুপাত ৫০ঃ ৫০ এর বেশি হবে না।

মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ কার্যক্রম

১১.৩৪ আর্থিক খাতে প্রচলিত নানাবিধ সেবা ও পণ্যের মাধ্যমে অপরাধলব্ধ অর্থের উৎস সহজে গোপন করার সুযোগ থাকায় এ খাতের বর্ধিষ্ণুতা সমগ্র পৃথিবীজুড়ে মানিলন্ডারিং কার্যক্রম ও আর্থিক অপরাধের প্রধান লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়েছে। এক্ষেত্রে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে নিশ্ছিদ্র ব্যবস্থা অপরাধীদের এ খাত ব্যবহার থেকে প্রতিহত করে। মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ও প্রধান সমন্বয়কারী সংস্থা হিসেবে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) অর্থবছর ১৬-এ মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে নানাবিধ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপসমূহ নিম্নরূপঃ

রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থার জন্য নিয়ন্ত্রণকারী বিধি-বিধান

জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের বিভিন্ন রেজুলুশনের আওতায় তালিকাভুক্ত ব্যক্তি/সংস্থার নাম রিপোর্টিং এজেন্সিসমূহ কর্তৃক স্বয়ংক্রিয়ভাবে যাচাইয়ের লক্ষ্যে বিএফআইইউ ইতোমধ্যে নির্দেশনা প্রদান করেছে, যা অধিকাংশ ব্যাংক ইতোমধ্যে পরিপালন করেছে।

মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে রিয়েল এস্টেট ডেভেলপার, মূল্যবান ধাতু বা পাথরের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, ট্রাস্ট ও কোম্পানি সেবা প্রদানকারী ও আইনজীবী, নোটারি, অন্যান্য আইন পেশাজীবী এবং অ্যাকাউন্টেন্টদের করণীয় বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্তকরণপূর্বক বিএফআইইউ ৯ জুলাই ২০১৫ তারিখে একটি বিশদ পরিপত্র জারি করেছে।

বিএফআইইউ ২ সেপ্টেম্বর ২০১৫ তারিখে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধের লক্ষ্যে অলাভজনক সংস্থা/ প্রতিষ্ঠান (Non-Profit Organization) ও বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার (Non Government Organization) করণীয় বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্তকরণপূর্বক একটি বিশদ পরিপত্র জারি করেছে।

মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে বাংলাদেশে কার্যরত সকল মানিচেঞ্জার প্রতিষ্ঠানের করণীয় বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্তকরণপূর্বক বিএফআইইউ ৯ সেপ্টেম্বর ২০১৫ তারিখে একটি বিশদ পরিপত্র জারি করেছে।

বিএফআইইউ ১০ সেপ্টেম্বর ২০১৫ তারিখে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধের লক্ষ্যে বীমা প্রতিষ্ঠানসমূহের করণীয় বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্তকরণপূর্বক একটি বিশদ পরিপত্র জারি করেছে।

মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে সমবায় সমিতিসমূহের করণীয় বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্তকরণপূর্বক বিএফআইইউ ৭ অক্টোবর ২০১৫ তারিখে একটি বিশদ পরিপত্র জারি করেছে।

বিএফআইইউ ১৯ অক্টোবর ২০১৫ তারিখে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধের লক্ষ্যে ক্যাপিটাল মার্কেট ইন্টারমিডিয়ারিজ (Capital Market Intermediaries) প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য করণীয় বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্তকরণপূর্বক একটি বিশদ পরিপত্র জারি করেছে।

আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য বিএফআইইউ ৩০ জুলাই ২০১৫ তারিখে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন বিষয়ক ঝুঁকি মূল্যায়ন গাইডলাইনস্ জারি করেছে।

তফসিলি ব্যাংকসমূহের জন্য বিএফআইইউ ১০ সেপ্টেম্বর ২০১৫ তারিখে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন বিষয়ক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা গাইডলাইনস্ জারি করেছে।

সন্দেহজনক লেনদেন রিপোর্ট গ্রহণ ও বিশ্লেষণপূর্বক আইন প্রয়োগকারী সংস্থায় প্রেরণ

১১.৩৫ বিএফআইইউ অর্থবছর ১৬-এ বিভিন্ন রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা হতে মোট ১৩০৭টি সন্দেহজনক লেনদেন রিপোর্ট গ্রহণ করেছে। উক্ত রিপোর্টসমূহ বিশ্লেষণপূর্বক পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্তে ৩৭টি প্রতিবেদন দুর্নীতি দমন কমিশন ও বাংলাদেশ পুলিশের সিআইডি'তে প্রেরণ করেছে। এসব কেইস এর বিষয়ে বিএফআইইউ সময়ে সময়ে মনিটরিং করে থাকে।

মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে জাতীয় উদ্যোগ

১১.৩৬ মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ (সংশোধন) আইন, ২০১২ ২৬ নভেম্বর ২০১৫ তারিখে জারি করা হয়েছে। আইনের এ সংশোধনীতে বিএফআইইউকে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় সংস্থা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এ সংশোধনীর মাধ্যমে মানিলন্ডারিং অপরাধ তদন্তের ক্ষেত্রে তদন্তকারী সংস্থার সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়েছে।

আন্তর্জাতিক সহযোগিতা

১১.৩৭ মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন বিষয়ক তথ্যাদি আদান-প্রদানের লক্ষ্যে বিএফআইইউ জুন ২০১৬ পর্যন্ত সর্বমোট ৪৩টি দেশের এফআইইউ-এর সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছে, যার মধ্যে অর্থবছর ১৬-এ ৮টি দেশের এফআইইউ-এর সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। দেশগুলো হচ্ছে- অস্ট্রেলিয়া, চীন, জর্ডান, লেবানন, কাজাখস্তান, নাইজেরিয়া, উজবেকিস্তান ও ম্যাকাও। অর্থবছর ১৬-এ বিএফআইইউ বিভিন্ন দেশের এফআইইউ-এর নিকট হতে সংশ্লিষ্ট তথ্যাদির জন্য ২৮টি অনুরোধ পেয়েছে এবং এগুলোর চাহিদা মোতাবেক যথাযথ তথ্য প্রদান করা হয়েছে। পাশাপাশি বিএফআইইউও তথ্যের জন্য বিভিন্ন দেশের এফআইইউকে ৩৫টি অনুরোধ করেছে।

সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচি

১১.৩৮ বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট বিভিন্ন রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থার কর্মকর্তাদের জন্য মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কাজে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচি অব্যাহত রেখেছে। দেশের ৫৬টি জেলাতে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি আয়োজনের জন্য ব্যাংকসমূহকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে এবং বিএফআইইউ এক্ষেত্রে সহযোগিতা প্রদান অব্যাহত রেখেছে। অন্যান্য রিপোর্টিং সংস্থাকেও এরূপ প্রশিক্ষণ কর্মসূচি আয়োজন করার জন্য উৎসাহিত করা হচ্ছে ও প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়া, অন্যান্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কর্মকর্তাদের জন্য এতদ্‌বিষয়ক ওয়ার্কশপের আয়োজন করা হয়েছে। এছাড়াও অর্থবছর ১৬-এ বিএফআইইউ কর্তৃক ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও বীমা প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রধান মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তাবৃন্দের জন্য পৃথকভাবে বার্ষিক সম্মেলন আয়োজন করা হয়েছে।

দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সম্মেলন/সভা/কর্মশালায় অংশগ্রহণ

১১.৩৯ আন্তর্জাতিক সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে মানিলন্ডারিং, সন্ত্রাসে অর্থায়ন ও ব্যাপক বিধ্বংসী অস্ত্রের বিস্তারে অর্থায়ন প্রতিরোধের লক্ষ্যে বিএফআইইউ বিভিন্ন দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থা; যেমন- এপিজি, এগমন্ট গ্রুপ, এফএটিএফ ও বিমস্‌টেক এর মতো সংস্থাগুলোর সাথে নিবিড় যোগাযোগ বজায় রেখেছে। বাংলাদেশ সরকার ও বিএফআইইউ-এর কর্মকর্তাগণ অর্থবছর ১৬-এ অন্য এফআইইউসমূহের সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত আন্তর্জাতিক কর্মকাণ্ডে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছে। অধিকন্তু, বাংলাদেশের মানিলন্ডারিং এবং সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে কেন্দ্রীয় সংস্থা হিসেবে বিএফআইইউ বাংলাদেশের বিভিন্ন সরকারি সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত সম্মেলন/সভা/কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেছে।

বাংলাদেশের মিউচ্যুয়াল ইভ্যালুয়েশন প্রক্রিয়া

১১.৪০ বাংলাদেশের মানিলন্ডারিং এবং সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ ব্যবস্থা পরিবীক্ষণের লক্ষ্যে এশিয়া প্যাসিফিক গ্রুপ অন মানিলন্ডারিং (এপিজি) অর্থবছর ১৬-এ তৃতীয়বারের

মতো মিউচ্যুয়াল ইভ্যালুয়েশন কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। মিউচ্যুয়াল ইভ্যালুয়েশন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মানিলন্ডারিং এবং সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে গঠিত আন্তঃরাষ্ট্রীয় সংস্থা ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকশন টাস্কফোর্স (এফএটিএফ) এর বিভিন্ন সুপারিশ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে দেশসমূহ কর্তৃক মানিলন্ডারিং এবং সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে গৃহীত পদক্ষেপের মূল্যায়ন করা হয় এবং চিহ্নিত ঘাটতিসমূহ দূরীকরণের লক্ষ্যে বিভিন্ন সুপারিশ প্রদান করা হয়। এফএটিএফ এর সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নে দেশসমূহের অগ্রগতি এফএটিএফ কর্তৃক মনিটর করা হয়। এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলে মানিলন্ডারিং এবং সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ ব্যবস্থা মূল্যায়নের লক্ষ্যে এফএটিএফ এর আঞ্চলিক সংস্থা হিসেবে এশিয়া প্যাসিফিক গ্রুপ অন মানিলন্ডারিং (এপিজি) এ অঞ্চলের দেশসমূহের জন্য মিউচ্যুয়াল ইভ্যালুয়েশন কার্যক্রম পরিচালনা করে।

১১.৪১ বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, সংস্থা, বিভাগ ও এজেন্সির সহায়তায় সফলভাবে মিউচ্যুয়াল ইভ্যালুয়েশন সম্পন্ন করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় সংস্থা হিসেবে বিএফআইইউ এ প্রক্রিয়ার যাবতীয় কার্যক্রম সমন্বয় করেছে। ১১-২৩ অক্টোবর ২০১৫ মেয়াদে এপিজি'র মিউচ্যুয়াল ইভ্যালুয়েশন অন-সাইট টিম বাংলাদেশ সফর করে এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, সংস্থা, বিভাগ ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থা এবং রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থার কর্মকর্তাদের সাথে ৫০টিরও অধিক সভায় অংশগ্রহণ করে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহ করে। সফলভাবে এপিজি'র টিমের সদস্যগণের মুখোমুখি হবার লক্ষ্যে বিএফআইইউ বছরজুড়ে সংশ্লিষ্ট আইন, বিধিমালা, সার্কুলার, সার্কুলার লেটার ইত্যাদির পর্যালোচনা ও এপিজির চাহিদা অনুযায়ী সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থা হতে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করাসহ অন্যান্য বিভিন্ন প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করে।

পেমেন্ট অ্যান্ড সেটেলমেন্ট সিস্টেমস্

১২.১ বাজারভিত্তিক হাতিয়ারগুলোর সহায়তার মুদ্রা নীতির কার্যক্রম সহজীকরণ এবং সম্পদের দক্ষ বণ্টন ও পদ্ধতিগত ঝুঁকি হ্রাসের লক্ষ্যে দেশের তারল্য ব্যবস্থাপনার সুষমকরণে একটি সক্রিয় পেমেন্ট ও সেটেলমেন্ট পদ্ধতি আধুনিক আর্থিক বাজার অবকাঠামোর অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে কাজ করে। ইলেক্ট্রনিক ও টেলিযোগাযোগের ক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনীর ফলে পেমেন্ট ও সেটেলমেন্ট পদ্ধতির অত্যাধুনিক উন্নয়নের ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশে পেমেন্ট এর দীর্ঘমেয়াদি কৌশল নিরূপণে প্রয়োজনীয় সক্ষমতা সৃষ্টির আলোকে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রচলিত পেমেন্ট পদ্ধতিকে উচ্চতর স্তরে উন্নীতকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। আধুনিক প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনীসমূহের ব্যবহারের দ্বারা মুদ্রা ও আর্থিক হাতিয়ারগুলোর দ্রুত ও নির্বিঘ্ন স্থানান্তর নিশ্চিতকরণে একটি নিরাপদ ও দক্ষ পেমেন্ট ও সেটেলমেন্ট পদ্ধতি আর্থিক বাজার অবকাঠামোর সুষ্ঠু প্রবৃদ্ধির জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

১২.২ আধুনিক প্রযুক্তি সম্বলিত পেমেন্ট অ্যান্ড সেটেলমেন্ট সিস্টেমস এর গুরুত্বের কথা বিবেচনা করে বাংলাদেশ ব্যাংকের পেমেন্ট সিস্টেমস ডিপার্টমেন্ট, নিরাপত্তা ও দক্ষতার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক মানের সাথে সঙ্গতি রেখে দেশের পেমেন্ট সিস্টেমসকে আধুনিক করতে পেমেন্ট সিস্টেমস কৌশল নির্ধারণ, অটোমেটেড চেক প্রসেসিং সিস্টেম, ইলেক্ট্রনিক ফান্ডস ট্রান্সফার, ন্যাশনাল পেমেন্ট সুইচ, রিয়েল টাইম গ্রস সেটেলমেন্ট, মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস, ই-কমার্স, এম-কমার্স এবং ইলেক্ট্রনিক পেমেন্ট সিস্টেমস এর জন্য আইনি ও প্রবিধানিক কাঠামো (Legal and Regulatoty Framework) এবং পেমেন্ট সিস্টেমস ওভারসাইট এর বিষয়ে কাজ করে যাচ্ছে যা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে দ্রুততর করতে এবং বাংলাদেশের সকল নাগরিককে ব্যাংকিং সেবার আওতাভুক্ত করতে সহায়তা করবে।

১২.৩ বিরতিহীন আর্থিক লেনদেন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আধুনিক স্বয়ংক্রিয় পেমেন্ট অবকাঠামো তৈরির জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক নানাবিধ প্রকল্প গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশ অটোমেটেড ক্লিয়ারিং হাউজ এর কার্যক্রম শুরুর মাধ্যমে নগদ এবং কাগজভিত্তিক লেনদেনকে ইলেক্ট্রনিক পেমেন্ট-এ রূপান্তরের কাজ করছে। বিভিন্ন পরিশোধ উপকরণ যেমন– চেক, ব্যাংক ড্রাফট, পে অর্ডার, ডিভিডেন্ড এবং রিফান্ড ওয়ারেন্ট ইত্যাদি যা পূর্বে ম্যানুয়েল নিকাশ ঘরের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হতো তা এখন বাংলাদেশ অটোমেটেড ক্লিয়ারিং হাউজ এর মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয়ভাবে হয়ে থাকে। তাছাড়া অ-আর্থিক পরিশোধ যেমন, ক্রেডিট কার্ড, ডেবিট কার্ড এবং এটিএম লেনদেনও শহর এলাকাগুলোতে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে।

১২.৪ দেশে ইলেক্ট্রনিক পেমেন্ট সিস্টেম উন্নয়নের মাধ্যমে বাংলাদেশ অটোমেটেড চেক প্রসেসিং সিস্টেম (BACPS) ৭ অক্টোবর ২০১০ তারিখে এর কার্যক্রম চালু করে। পরবর্তীতে, পেমেন্ট অ্যান্ড সেটেলমেন্ট সিস্টেম এর কৌশল অনুযায়ী পেমেন্ট ব্যবস্থার অধিকতর আধুনিকায়নের জন্য ইলেক্ট্রনিক ফান্ডস ট্রান্সফার, ই-কমার্স, মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস এবং এম-কমার্স এর ব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। বর্তমানে চলমান পেমেন্ট প্লাটফর্মসমূহ সংক্ষিপ্তভাবে নিচে উল্লেখ করা হল।

বাংলাদেশ অটোমেটেড ক্লিয়ারিং হাউজ (BACH)

১২.৫ BACH এর দু'টি উপাদান রয়েছে-বাংলাদেশ অটোমেটেড চেক প্রসেসিং সিস্টেম (BACPS) এবং বাংলাদেশ ইলেক্ট্রনিক ফান্ডস ট্রান্সফার নেটওয়ার্ক (BEFTN)। উভয় পদ্ধতিতেই দলগত (batch) ভাবে ব্যাংকসমূহ হতে দৈনিক প্রাপ্ত লেনদেনসমূহ পূর্ব নির্ধারিত একটি সময়ে প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংকে রক্ষিত প্রতিটি ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট বহিতে তা একক বহুপাক্ষিক (Single multilateral) নিট অংকে নিষ্পত্তি করা হয়। BACH সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন তথ্য আদান-প্রদানের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের ডাটা সেন্টার (DC) এবং ডিজাস্টার রিকভারি সাইট (DR) এর সাথে বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ ভার্চুয়াল প্রাইভেট নেটওয়ার্ক (VPN) পদ্ধতিতে যুক্ত রয়েছে। এ প্রক্রিয়ায় নিরাপদ তথ্য আদান-প্রদানের জন্য ডিজিটাল সার্টিফিকেট ব্যবস্থাও প্রণয়ন করা হয়েছে।

বাংলাদেশ অটোমেটেড চেক প্রসেসিং সিস্টেম (BACPS)

১২.৬ BACPS চেক ইমেজিং অ্যান্ড ট্রানকেশন সিস্টেম (Cheque Imaging and Truncation System-CITS) প্রযুক্তির ব্যবহার করে বিভিন্ন কাগজভিত্তিক উপকরণ হতে ইমেজভিত্তিক উপকরণ যেমন চেক, পে অর্ডার, ডিভিডেন্ড এবং রিফান্ড ওয়ারেন্ট ইত্যাদির ইলেক্ট্রনিক নিকাশ কার্যক্রম সম্পন্ন করে। এ ব্যবস্থার মাধ্যমে সমগ্র নিকাশ কার্যক্রম

ঢাকায় অবস্থিত কেন্দ্রীয় প্রসেসিং সেন্টার এর মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়। এ ব্যবস্থা আন্তর্জাতিক সর্বোত্তম মান ও অনুসৃত পদ্ধতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ এবং তা সর্বাধিক মূল্য সাশ্রয়ী চেক প্রসেসিং এর সমাধান হিসেবেও বিবেচিত হয়ে থাকে।

১২.৭ অর্থবছর ১৬-এ BACPS এর মাধ্যমে সর্বমোট প্রায় ২০.০৪ মিলিয়ন সাধারণ মূল্যের এবং ১.৯ মিলিয়ন উচ্চ মূল্যের চেক ও অন্যান্য ইন্সট্রুমেন্ট নিকাশ করা হয় যার নিকাশমূল্য যথাক্রমে ৬১২৫.৭ বিলিয়ন টাকা এবং ১০৮৩৬.২ বিলিয়ন টাকা। এ ব্যবস্থার মাধ্যমে নিকাশ সময়কে কমিয়ে সারা দেশে উচ্চ মূল্যের ইন্সট্রুমেন্টের জন্য টি+০ এবং সাধারণ মূল্যের ইন্সট্রুমেন্টের জন্য টি+১ করা হয়েছে। চার্ট ১২.১ এবং ১২.২ এর মাধ্যমে অর্থবছর ১৬-এর নিকাশকৃত সাধারণ মূল্যের এবং উচ্চমূল্যের চেকের সংখ্যার চিত্র দেখানো হয়েছে।

বাংলাদেশ ইলেক্ট্রনিক ফান্ডস ট্রান্সফার নেটওয়ার্ক (BEFTN)

১২.৮ কাগজবিহীন পরিশোধ ব্যবস্থাকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে বিশেষ করে কর্পোরেট পর্যায়ে একটি নিরাপদ, গতিশীল এবং মূল্যসাশ্রয়ী লেনদেন নিশ্চিত করার জন্য ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১১ হতে বাংলাদেশ ইলেক্ট্রনিক ফান্ডস ট্রান্সফার নেটওয়ার্ক (BEFTN) এর কার্যক্রম শুরু হয়। ১৫ সেপ্টেম্বর ২০১১ হতে এ নেটওয়ার্ক ক্রেডিট এবং ডেবিট লেনদেন শুরু করে।

১২.৯ BEFTN প্রচলিত কাগজনির্ভর ব্যবস্থার তুলনায় অধিকতর দক্ষ ও গতিশীল আন্তঃব্যাংক নিকাশ মাধ্যম হয়ে উঠেছে। এ ব্যবস্থায় বিভিন্ন ধরনের ক্রেডিট ট্রান্সফার যেমন, বেতনভাতাদি, বৈদেশিক এবং আভ্যন্তরীণ রেমিট্যান্স, সোশ্যাল সিকিউরিটি, কোম্পানি ডিভিডেন্ড, রিটায়ারমেন্ট বেনিফিট, ব্যয় পুনর্ভরণ, বিল পরিশোধ, কর্পোরেট পেমেন্টস, গভর্নমেন্ট ট্যাক্স পেমেন্টস, ভেটেরান্স পেমেন্টস, সরকারি লাইসেন্স ফি, ব্যক্তি হতে ব্যক্তি পরিশোধ কার্যক্রম সম্পাদিত হচ্ছে। আবার বিভিন্ন ধরনের ডেবিট ট্রান্সফার যেমন, মর্টগেজ পেমেন্টস, মেম্বারশিপ ডিউস, লোন পেমেন্টস্, ইন্সুরেন্স প্রিমিয়ামস্, ইউটিলিটি বিল পেমেন্টস্, কোম্পানি ক্যাশ কনসেন্ট্রেশন ইত্যাদি এ নেটওয়ার্কের অধীনে নিষ্পত্তি করা হচ্ছে। বর্তমানে ৬২টি মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণ এ সিস্টেমের মাধ্যমে বেতনভাতাদি গ্রহণ করছেন। এছাড়াও বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠান যেমন দুর্নীতি দমন কমিশন এবং সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের বেতনও BEFTN এর মাধ্যমে পরিশোধ করা হয়।

চার্ট ১২.১ BACH এর মাধ্যমে নিকাশকৃত রেগুলার ভ্যালু চেকের সংখ্যা ও মূল্যমান

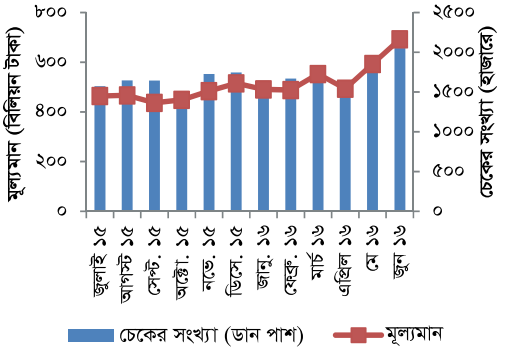

উৎস ঃ পেমেন্ট সিস্টেমস্ ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

চার্ট ১২.২ BACH এর মাধ্যমে নিকাশকৃত হাই ভ্যালু চেকের সংখ্যা ও মূল্যমান

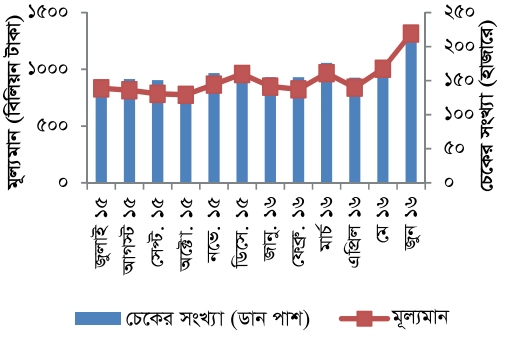

উৎস ঃ পেমেন্ট সিস্টেমস্ ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

চার্ট ১২.৩ ক্রেডিট এন্ট্রির সংখ্যা ও মূল্যমান

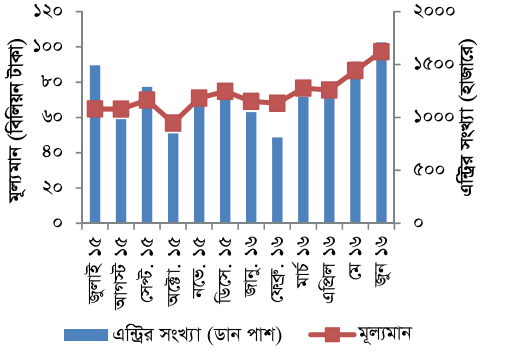

উৎস ঃ পেমেন্ট সিস্টেমস্ ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

১২.১০ অর্থবছর ১৬-এ BEFTN এর মাধ্যমে ৮৭৫.৩ বিলিয়ন টাকা মূল্যমানের ১৪.৬ মিলিয়ন ইএফটি ক্রেডিট লেনদেন এবং প্রায় ৭৯.০ বিলিয়ন টাকা মূল্যমানের ০.৭ মিলিয়ন ডেবিট লেনদেন হয়। অর্থবছর ২০১৬-এ BEFTN এর মাধ্যমে ক্রেডিট এবং ডেবিট লেনদেনের পরিমাণ ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে বলে পরিলক্ষিত হয়। চার্ট ১২.৩ এবং ১২.৪ এর মাধ্যমে অর্থবছর ১৬-এর মাসিক ভিত্তিতে ইএফটি ক্রেডিট এবং ডেবিট লেনদেন চিত্র দেখানো হয়েছে।

ই-কমার্স

১২.১১ বাংলাদেশ ব্যাংক দেশের বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহকে ই-কমার্স চালু করার নির্দেশনা প্রদান করেছে। অনুমোদিত ই-কমার্স লেনদেনসমূহ নিম্নরূপঃ

গ্রাহকের হিসাব থেকে প্রাপকের হিসাবের ইউটিলিটি বিলের অনলাইন পেমেন্ট।

একই ব্যাংকের একজন গ্রাহকের ভিন্ন হিসাবের মধ্যে টাকা স্থানান্তর, ক্রেতার ব্যাংক হিসাব হতে বিক্রেতার ব্যাংক হিসাবে পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের কারণে উদ্ভূত অর্থ পরিশোধ বা গ্রহণ।

ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করে ইন্টারনেটের মাধ্যমে দেশীয় মুদ্রায় লেনদেন।

মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস

১২.১২ মোবাইল ফোন ব্যবহারকারীর সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি এবং দেশব্যাপী মোবাইল নেটওয়ার্কের বিস্তৃতির সুবাদে মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস, ব্যাংকিং সেবার আওতা বহির্ভূত জনগোষ্ঠীকে আর্থিক সেবায় অন্তর্ভুক্তিকরণ, বিশেষ করে দেশব্যাপী দ্রুত রেমিটেন্স প্রদানের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হয়ে উঠেছে। ৩০ জুন ২০১৬ পর্যন্ত সর্বমোট ২৫টি ব্যাংককে মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস এর অনুমোদন দেওয়া হয় যার মধ্যে ১৮টি ব্যাংক/সাবসিডিয়ারি কার্যক্রম চালু করেছে। এ খাতে বর্তমানে নিবন্ধিত গ্রাহকের সংখ্যা ৩৬.২ মিলিয়ন এবং গ্রাহকদের স্বচ্ছন্দে সেবা প্রদানের জন্য রয়েছে ০.৬ মিলিয়ন প্রতিনিধি। মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস সংক্রান্ত আইনি এবং প্রবিধানিক নীতিমালা অনুযায়ী বাংলাদেশে শুধুমাত্র ব্যাংক নেতৃত্বাধীন মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস মডেলকে (Bank led model) অনুমোদন দেয়া হয়। সারণী ১২.১ এ বাংলাদেশে মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস অর্থবছর ১৬-এর মাসিক অবস্থা দেখানো হয়েছে।

চার্ট ১২.৪ ডেবিট এন্ট্রির সংখ্যা ও মূল্যমান

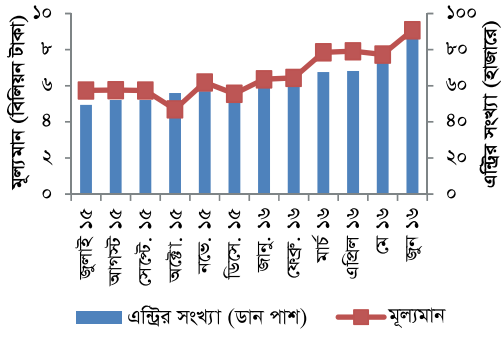

উৎস ঃ পেমেন্ট সিস্টেমস্ ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

অনুমোদিত মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেসসমূহ নিম্নরূপঃ

- ইনওয়ার্ড ফরেন রেমিট্যান্স প্রদান।
- মোবাইল অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করে এজেন্ট, ব্যাংক শাখা বা এটিএম এর মাধ্যমে নগদ জমা ও উত্তোলন।
- ব্যক্তি থেকে ব্যবসায়িক পরিশোধ যেমন- ইউটিলিটি বিল পরিশোধ, মার্চেন্ট পেমেন্টস।
- ব্যবসায়িক থেকে ব্যক্তির পরিশোধ যেমন- বেতনভাতাদি বিতরণ, ডিভিডেন্ড এবং রিফান্ড ওয়ারেন্ট পেমেন্টস্, ভেন্ডর পেমেন্টস্, ইত্যাদি।
- সরকার কর্তৃক ব্যক্তি পর্যায়ে সামাজিক নিরাপত্তা খাতে প্রদেয় পরিশোধসমূহ যেমন- বয়স্ক ভাতা, মুক্তিযোদ্ধা ভাতা, ভর্তুকি, ইত্যাদি।
- ব্যক্তি কর্তৃক সরকারকে পরিশোধ যেমন- কর, লেভি পরিশোধ।
- ব্যক্তি থেকে ব্যক্তির লেনদেনসমূহ (একটি রেজিস্টার্ড মোবাইল অ্যাকাউন্ট হতে অন্য রেজিস্টার্ড মোবাইল অ্যাকাউন্টে)।
- অন্যান্য যেমন- মাইক্রোফাইন্যান্স, সীমাতিরিক্ত উত্তোলন সুবিধা, ইন্স্যুরেন্স প্রিমিয়াম, ডিপিএস ইত্যাদি।

১২.১৩ মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস এর আওতায় ইনওয়ার্ড ফরেন রেমিট্যান্স, নগদ জমা ও উত্তোলন, ব্যক্তি থেকে ব্যক্তির লেনদেন, ব্যবসায়িক থেকে ব্যক্তির লেনদেন,

ব্যক্তি থেকে ব্যবসায়িক লেনদেন ইত্যাদি সেবা প্রদান করা হয়। বর্তমানে এ খাতে দিন দিন লেনদেনের পরিমাণ এবং টাকার অংক বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ ব্যবস্থায় সুবিধাবঞ্চিত মানুষদের জন্য বৈধ আর্থিক সেবা গ্রহণের ভালো সুযোগ তৈরি করেছে। চার্ট ১২.৫ এ মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস এর জুন ২০১৬ এর বিদ্যমান অবস্থা দেখানো হয়েছে।

ইন্টারনেট ব্যাংকিং

১২.১৪ ১১ মার্চ ২০১১ তারিখ হতে ইন্টারনেট/অনলাইন সুবিধা ব্যবহার করে একই ব্যাংকের বিভিন্ন গ্রাহকের হিসাবে ০.৫ মিলিয়ন টাকা পর্যন্ত স্থানান্তর এর অনুমোদন দেয়া হয়েছে। তবে শর্ত হচ্ছে, এটি মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, সন্ত্রাস বিরোধী আইন এবং বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জারিকৃত বিভিন্ন আইন এবং সার্কুলারের সাথে সম্পূর্ণভাবে সঙ্গতিপূর্ণ হবে।

ন্যাশনাল পেমেন্ট সুইচ বাংলাদেশ (NPSB)

১২.১৫ ২৭ ডিসেম্বর ২০১২ তারিখ হতে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক পরিচালিত ন্যাশনাল পেমেন্ট সুইচ বাংলাদেশ (NPSB) এর আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু হয়। এটিএম (ATM), পয়েন্ট অব সেল (POS), ইন্টারনেট প্রভৃতির মাধ্যমে উদ্ভূত আন্তঃব্যাংক ইলেক্ট্রনিক পেমেন্টকে সহজতর করার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক National Payment Switch Bangladesh (NPSB) বাস্তবায়নের কার্যক্রম শুরু করে। ন্যাশনাল পেমেন্ট সুইচ অব বাংলাদেশ (NPSB) এর প্রধান উদ্দেশ্য হলো ব্যাংকসমূহ কর্তৃক পরিচালিত সুইচসমূহের জন্য একটি সাধারণ প্লাটফর্ম তৈরি করা যা একটি প্রধান সুইচ হিসেবে কাজ করে এবং অন্য সুইচসমূহকে ধীরে ধীরে প্রধান সুইচের সাথে যুক্ত করা। বর্তমানে ৫১টি ব্যাংক বাংলাদেশে কার্ডভিত্তিক লেনদেন সম্পাদন করছে। এর মধ্যে ৪৯টি ব্যাংকের আন্তঃব্যাংকের এটিএম লেনদেন এবং ৩৯টি ব্যাংকের পয়েন্ট অব সেল (POS) লেনদেন NPSB এর মাধ্যমে সম্পন্ন হচ্ছে। বাকি ব্যাংকসমূহ খুব শীঘ্রই NPSB এর সাথে যুক্ত হবে মর্মে আশা করা যাচ্ছে। NPSB এর মাধ্যমে আন্তঃব্যাংক এটিএম এবং POS লেনদেনের সংখ্যা এবং পরিমাণ দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। অর্থবছর ১৬- এ NPSB এর মাধ্যমে আন্তব্যাংক ATM এবং POS লেনদেনের সংখ্যা এবং পরিমাণ চার্ট ১২.৬ এবং ১২.৭ এ দেখানো হয়েছে।

১২.১৬ ডিজিটাল পেমেন্ট সিস্টেমস তথা ডিজিটাল

সারণি ১২.১ বাংলাদেশে মোবাইল আর্থিক সেবার বর্তমান চিত্র

মাস	এজেন্ট এর সংখ্যা (হাজারে)	নিবন্ধিত গ্রাহকের সংখ্যা (মিলিয়ন)	লেনদেনের সংখ্যা (মিলিয়ন)	লেনদেনের মূল্যমান (বিলিয়ন)
জুলাই ১৫	৫৩১.৭	২৮.৭	৯৭.৭	১৩৮.১
আগস্ট ১৫	৫৩৩.৯	২৮.৩	১০২.১	১২৮.৪
সেপ্টে. ১৫	৫৪২.৪	২৯.২	১০৬.৪	১৫০.৭
অক্টো. ১৫	৫৪৭.৮	৩০.২	১০৭.৪	১৩০.৪
নভে. ১৫	৫৫২.৭	৩১.২	১১০.৯	১৪৯.২
ডিসে. ১৫	৫৬১.২	৩১.৮	১১৪.৮	১৬১.২
জানু. ১৬	৫৬৯.৭	৩৩.১	১১৮.৮	১৬৭.৫
ফেব্রু. ১৬	৫৭৭.০	৩৪.০	১১৬.২	১৬৫.৭
মার্চ ১৬	৫৮৪.৯	৩৪.৯	১২১.৩	১৮২.৪
এপ্রিল ১৬	৫৭৭.৬	৩৫.৬	১১৯.৬	১৮২.১
মে ১৬	৫৯২.৪	৩৫.৫	১২০.১	১৮৪.৮
জুন ১৬	৬০৪.৪	৩৬.২	১২৪.৫	২৩১.৫

উৎসঃ পেমেন্ট সিস্টেমস্ ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

চার্ট ১২.৫ মোবাইলের মাধ্যমে প্রদেয় বিভিন্ন আর্থিক সেবার মার্কেট শেয়ার

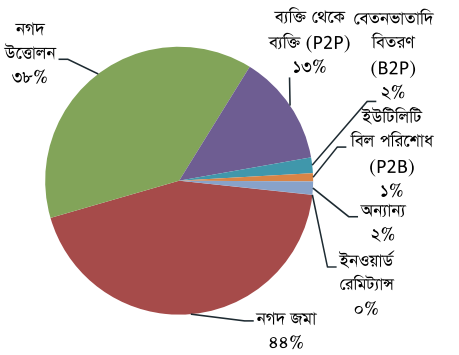

উৎস ঃ পেমেন্ট সিস্টেমস্ ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের পেমেন্ট সিস্টেমস ডিপার্টমেন্ট ব্যাংক ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সাথে অত্যন্ত নিবিড়ভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশে কার্ডভিত্তিক ইলেক্ট্রনিক পেমেন্টকে জনপ্রিয় করতে NPSB গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ফলে কার্ডভিত্তিক পেমেন্ট টার্মিনাল এর সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। সারণী ১২.২ এ বাংলাদেশে NPSB এর মাধ্যমে ATM এবং POS এর সংখ্যা ও প্রবৃদ্ধি দেখানো হয়েছে। নিরাপদ, দক্ষ এবং ডিজিটাল পেমেন্ট সিস্টেমস নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পেমেন্ট সিস্টেমস ডিপার্টমেন্ট NPSB অপারেটিং ম্যানুয়্যালস, ATM অপারেটিং গাইডলাইনস এবং এ সংক্রান্ত অন্যান্য প্রবিধিগত কাঠামো প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন করতে কাজ করে যাচ্ছে।

রিয়েল টাইম গ্রস সেটেলমেন্ট (RTGS)

১২.১৭ ২৯ অক্টোবর ২০১৫ তারিখে বাংলাদেশ ব্যাংক RTGS ব্যবস্থার কার্যক্রম শুরু করে। সকল বাণিজ্যিক ব্যাংক (একটি ছাড়া) কার্যক্রম চালুর প্রথম দিন থেকে এ ব্যবস্থার সাথে সংযুক্ত হয়েছে। প্রাথমিকভাবে অংশগ্রহণকারী ব্যাংকসমূহ, ব্যাংক থেকে ব্যাংক লেনদেনে বেশি আগ্রহী ছিল। অধিকাংশ বড় শহরগুলিতে রোড শো এবং র‍্যালীর মতো জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম সম্পন্ন করার পর গ্রাহক থেকে গ্রাহক লেনদেনের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে এ ব্যবস্থায় দিন দিন লেনদেনের সংখ্যা ও পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। অর্থবছর ১৬-এ RTGS ব্যবস্থায় দৈনিক গড়ে ৯০০টি লেনদেনের মাধ্যমে ৫ বিলিয়ন টাকার আন্তঃব্যাংক লেনদেন সম্পন্ন হয়েছে। RTGS ব্যবস্থার নির্বিঘ্ন, দ্রুত এবং নিরাপদ কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকল বিভাগ একত্রে কাজ করে যাচ্ছে। অংশগ্রহণকারী ব্যাংকসমূহের জন্য আন্তঃদিবস তারল্য সুবিধা এবং আন্তঃব্যাংক দেশীয় বিদেশি মুদ্রায় লেনদেন ও নিষ্পত্তির ব্যবস্থা পরীক্ষামূলকভাবে চালু রয়েছে এবং পরীক্ষা শেষে এ সকল কার্যক্রম সক্রিয়ভাবে চালু করা হবে।

পেমেন্ট সিস্টেমস অপারেটর (পিএসও) এবং অনলাইন পেমেন্ট গেটওয়ে সার্ভিস প্রভাইডারস (ওপিজিএসপিএস)

১২.১৮ উন্নয়নশীল অর্থনীতি হিসেবে দেশে ই-কমার্স এবং অনলাইন কেনাকাটা দ্রুত জনপ্রিয় হচ্ছে ও বৃদ্ধি পাচ্ছে। ই-কমার্স এবং অনলাইন কেনাকাটার পরিশোধ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে অনলাইন পেমেন্ট গেটওয়ে সার্ভিস প্রভাইডারস (ওপিজিএসপিএস) অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। বাজার চাহিদা বিবেচনায় রেখে ই-কমার্স এবং অনলাইন কেনাকাটার পরিশোধকে সহজতর করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক এ যাবৎ মোট ৫টি প্রতিষ্ঠানকে পেমেন্ট সিস্টেমস অপারেটর (পিএসও) লাইসেন্স প্রদান করেছে। ব্যাংকসমূহ বর্তমানে ডাটা এন্ট্রি/ডাটা প্রসেস, অফশোর আইটি সেবা, বিজনেস প্রসেস আউটসোর্সিং জাতীয় স্বল্প মূল্য সেবা রপ্তানির মাধ্যমে অর্জিত আয়/রেমিট্যান্স আনয়নের সুবিধা প্রদান করতে পারে। উপরোক্ত সেবাসমূহের রপ্তানিকারকগণ তাদের বৈদেশিক পেমেন্টসমূহ এখন ওপিজিএসপিএস এর মাধ্যমে পেতে পারে।

আইনি এবং প্রবিধিগত কাঠামো

১২.১৯ ইলেক্ট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফারকে সহায়তা করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক বেশ কয়েকটি আইনি এবং প্রবিধানিক ব্যবস্থা প্রকাশ করেছে। বাংলাদেশের পেমেন্ট ও সেটেলমেন্ট সিস্টেমস্ এর বিদ্যমান আইনি এবং প্রবিধানিক কাঠামোসমূহ নিম্নরূপঃ

- ১১ জানুয়ারি ২০১০ এ প্রকাশিত ''বাংলাদেশ অটোমেটেড চেক প্রসেসিং সিস্টেমস অপারেটিং রুলস এবং প্রসিডিউরস্''।
- ২২ সেপ্টেম্বর ২০১১ এ প্রকাশিত ''মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস সংক্রান্ত নীতিমালা''।

সারণী ১২.২ বাংলাদেশে ATM ও POS এর সংখ্যা

ATM	৬২০২	৮৩২০	২৫.৫
POS	২২১২৩	৩০৩৬৩	২৭.১

উৎসঃ পেমেন্ট সিস্টেমস্ ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

চার্ট ১২.৬ ATM এর মাধ্যমে আন্তঃব্যাংক লেনদেনের গতিধারা

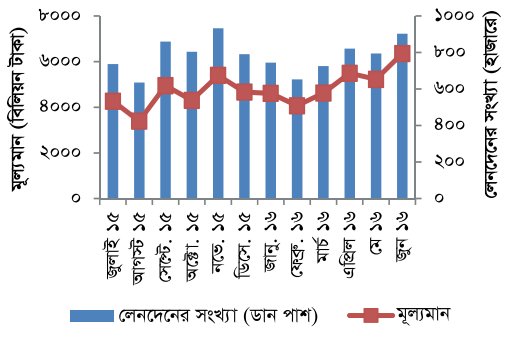

উৎস ঃ পেমেন্ট সিস্টেমস্ ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

চার্ট ১২.৭ আন্তঃব্যাংক POS এর লেনদেনের গতিধারা

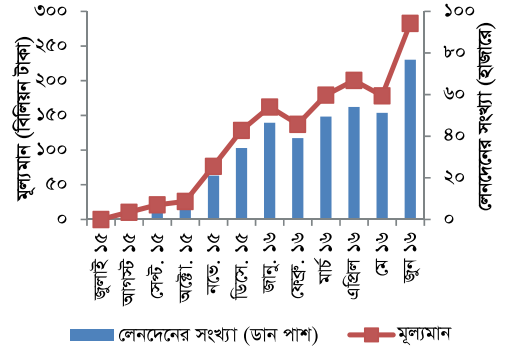

উৎস ঃ পেমেন্ট সিস্টেমস্ ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

বক্স ১২.১ বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতে সাইবার ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা

কম্পিউটার, ইন্টারনেট এবং অন্যান্য ইলেক্ট্রনিক মাধ্যমে তথ্য, ছবি এবং অন্যান্য বিষয় অতি দ্রুত বিনিময় করা যায়। সাইবার-ক্রাইম, ই-ক্রাইম, হাই-টেক ক্রাইম অথবা ইলেক্ট্রনিক ক্রাইম তথ্য প্রযুক্তিতে প্রতারণামূলক ক্রিয়াকলাপ হিসেবে বিবেচিত। এ অযাচিত চর্চার স্থান, লক্ষ্য, উপকরণ, উৎস এবং মাধ্যম হিসেবে কম্পিউটার অথবা ইন্টারনেটকে ব্যবহার করা হচ্ছে। চিকিৎসা ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ, বৈদ্যুতিক বিতরণ ব্যবস্থা, টেলিফোন কল রাউটিং, আর্থিক লেনদেন রেকর্ডিংসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে কম্পিউটার এবং ইন্টারনেট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। অন্যদিকে, সাইবার স্টকিং, ফিশিং, হ্যাকিং, সেবা বাধাগ্রস্ত করা, ই-মেইল স্পুফিং, স্প্যামিং ও পুঞ্জীভূত ই-মেইল প্রেরণসহ বিভিন্ন ধরনের ইলেক্ট্রনিক ক্রাইমও সংগঠিত হচ্ছে। যদিও ইন্টারনেট ও ওয়েভ প্রযুক্তি দ্রুতগতিতে প্রসারিত হচ্ছে এবং বিভিন্ন ধরনের সুযোগ-সুবিধা প্রদান করছে তথাপি ই-মেইল গুপ্তচরবৃত্তি, ক্রেডিট কার্ড জালিয়াতি, স্প্যাম, সফ্টওয়্যার পাইরেসিসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে হুমকি বৃদ্ধি পাচ্ছে।

ব্যাংকিং খাতে অবৈধভাবে এক হিসাব থেকে অন্য হিসাবে অর্থ স্থানান্তর সংক্রান্ত বিষয়টি ব্যাংকিং জালিয়াতি হিসেবে পরিচিত। সাইবার-ক্রাইমকে সাইবার-প্রতারণা, সাইবার-সহিংসতা, সাইবার-অনধিকার প্রবেশ ও সাইবার-পর্ণোগ্রাফি এ চারভাগে শ্রেণিবদ্ধ করা হয়। ব্যাংকিং জালিয়াতি যেমন ক্রেডিট কার্ড জালিয়াতি/চুরি এবং মেধাস্বত্ব লঙ্ঘনসহ অনৈতিক কার্যকলাপসমূহ সাইবার-প্রতারণার অধীনে শ্রেণিভুক্ত করা হয়।

এটিএম জালিয়াতি, ই-মানিলন্ডারিং ও ক্রেডিট কার্ড জালিয়াতিসমূহ ব্যাংকিং খাতে সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ সাইবার অপরাধ হিসেবে দৃশ্যমান হচ্ছে। সাধারণভাবে জালিয়াতি বলতে ব্যবহারকারীর ব্যাংক হিসাবে প্রবেশাধিকার, ফান্ড চুরির অর্থ অন্যান্য ব্যাংক হিসাবে স্থানান্তর করাকেই বোঝায়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে সাইবার অপরাধীরা ব্যাংকিং শনাক্তকরণ বিষয়াদি অর্থাৎ পাসওয়ার্ড, ই-পিন, সার্টিফিকেট ইত্যাদি গ্রাহকদের হিসাবে প্রবেশ করতে ব্যবহার করে এবং তারা অর্থ চুরি করে অন্য হিসাবে অবৈধভাবে স্থানান্তর করে। সাইবার অপরাধীরা কখনও কখনও ব্যাংকিং খাতের দৃঢ় ভাবমূর্তি নষ্ট করতেই উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে কাজ করে থাকে এবং সেজন্য তারা ব্যাংকের সার্ভার ব্লক করে গ্রাহকদের হিসাবে প্রবেশাধিকার অবরুদ্ধ করে দেয়। ব্যাংকিং খাতের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা অনেকটাই দুর্বল রয়েছে বিধায় সর্বদা পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণসহ বিভিন্ন পদ্ধতি বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

গত কয়েক বছরে বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাত বিভিন্ন ধরনের নিরাপত্তা ভঙ্গের শিকার হয়েছে-

- ৬ জানুয়ারি ২০১৩ তারিখে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ এর সাইট "হিউম্যান মাইন্ড ক্র্যাকার" কর্তৃক হ্যাক করা হয় ।
- ২০১৫ সনে একটি বেসরকারি ব্যাংকের ব্যাংক হিসাব হ্যাক করা হয়েছে এবং তাদের হিসাব থেকে টাকা উত্তোলন করে নেওয়া হয়েছে।
- ২ ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখে হ্যাকার গ্রুপ সোনালী ব্যাংকের নেটওয়ার্ক নিরাপত্তা লঙ্ঘন করে ওয়েবসাইটের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয়। তারা নিজেদের একটি 'মুসলিম হ্যাকার' হিসেবে প্রকাশ করে।
- ফেব্রুয়ারি ২০১৬ মাসে তিনটি বাণিজ্যিক ব্যাংকের ছয়টি এটিএম বুথে স্কিমিং হামলা করা হয় এবং
- ব্যাংকিং ইতিহাসে সর্বকালের সর্ববৃহৎ ই-অর্থ পাচার হয় ফেব্রুয়ারি ২০১৬ এ যখন হ্যাকার গ্রুপ নিউইয়র্কের ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংকে রক্ষিত বাংলাদেশ ব্যাংকের হিসাব থেকে ১০১ মিলিয়ন ডলার চুরি করে, যার প্রায় ৩৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার পুনরুদ্ধার করা হয়েছে।
- সরকারি ক্রয় কাঠামোর মধ্যে দুর্নীতির কারণে যখন অযোগ্য বিক্রেতাদের দক্ষতার সঠিক মূল্যায়ন এবং আইটি বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ ছাড়া নির্বাচিত করা হয় তখন বাণিজ্যিক ব্যাংকে হ্যাকিং এর ঘটনা পরিলক্ষিত হয়। উক্ত ঘটনার প্রেক্ষিতে সব ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাইবার-নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক নিম্নোক্ত সুপারিশ প্রদানে উদ্বুদ্ধ হয়ঃ
- একটি বিশদ সাইবার নিরাপত্তা ঝুঁকি মূল্যায়নের মাধ্যমে বিদ্যমান প্রযুক্তিতে কোন দুর্বলতা আছে কি না তা নির্ণয়ের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- সাইবার নিরাপত্তা বিষয়টি অংশগ্রহণমূলকভাবে নিয়ে সমস্ত আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক একটি যৌথ উদ্যোগ গ্রহণ করা।

- এটিএম বুথে অ্যান্টি-স্কিমিং ডিভাইস স্থাপন করা।
- কার্ড স্কিমিং এড়াতে ইএমভি (ইউরোপ, মাস্টারকার্ড এবং ভিসা) স্ট্যান্ডার্ড সম্বলিত কার্ড ব্যবহার করা।

বাংলাদেশে ব্যাংকিং খাতের বাইরে এবং ভিতরে হ্যাকিং এর সাধারণ প্রবণতাসমূহ চিহ্নিত করে প্রতিকারের মাধ্যমে প্রযুক্তি এবং কম্পিউটার এর সাথে সম্পর্কিত অপরাধ নিয়ন্ত্রণ এবং প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্যে উপরিল্লিখিত বিষয়াদি একটি চলমান প্রক্রিয়া হিসেবে বিবেচিত হয়। ব্যাংকিং শিল্প ক্রমাগত সাইবার-অপরাধের শিকার হচ্ছে। যেহেতু ২০১৬ এর পূর্বে উল্লেখযোগ্য কোন সাইবার-অপরাধের মতো ঘটনা বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতে সংঘটিত হয়নি, সেহেতু এসব অপরাধের বিরুদ্ধে কোন ধরনের নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের বাধ্যবাধকতা ছিল না। কিন্তু সাইবার ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা এবং নিরসনে এখনই ব্যাংকগুলোর মনোযোগ দেবার জন্য উপযুক্ত সময়। সুতরাং, নতুন প্রযুক্তি ও সেবা পরিস্থিতির উন্নয়নের সঙ্গে সাইবার নিরাপত্তা দৃঢ়কল্পে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ব্যাংকিং খাতের নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রযুক্তিগত ও আইনগত বিষয়াদির সাথে সামঞ্জস্য রেখে শক্তিশালী করতে হবে।

ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে নিরাপদ প্রযুক্তি এবং দক্ষ জনশক্তি গ্রহণের জন্য ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকাসহ ব্যাংক লেনদেন সুরক্ষিত করার জন্য ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, বিকল্প বিতরণ চ্যানেল নিরাপত্তা, ধারণক্ষমতা ব্যবস্থাপনা, বাইরের যন্ত্রপাতি ব্যবহারে সীমাবদ্ধতা, নেটওয়ার্ক পরিসীমা নিরাপত্তা, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা পন্থা এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় নিয়মকানুন পরিপালন করার বিষয়ে নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংক আইসিটি নিরাপত্তা নির্দেশিকার তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ করেছে। বাংলাদেশ ব্যাংক সাইবার নিরাপত্তা সুশাসন, পূর্ণ সাইবার ঝুঁকি মূল্যায়ন এবং সাইবার ভীতি দূরীকরণে পর্যাপ্ত পরিকল্পনা গ্রহণের জন্য ব্যাংকগুলোকে নির্দেশনা দিয়েছে।

- ০৯ ডিসেম্বর ২০১৩ এ প্রকাশিত ''এজেন্ট ব্যাংকিং সংক্রান্ত নীতিমালা''।
- ১৫ মে ২০১৪ এ প্রকাশিত ''বাংলাদেশ পেমেন্ট ও সেটেলমেন্ট সিস্টেমস্ রেগুলেশনস্ ২০১৪''।
- ১৫ মে ২০১৪ এ প্রকাশিত ''বাংলাদেশ ইলেক্ট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার নেটওয়ার্ক অপারেটিং রুলস্''।
- ১৪ মে ২০১৫ এ প্রকাশিত '' ন্যাশনাল পেমেন্ট সুইচ বাংলাদেশ (NPSB) সুইচ অপারেটিং রুলস্ এবং ইউজার ম্যানুয়ালঃ ডিসপিউট ম্যানেজমেন্ট রুলস্''।
- ০৯ সেপ্টেম্বর ২০১৫ এ প্রকাশিত ''বাংলাদেশ রিয়েল টাইম গ্রস সেটেলমেন্ট (BD-RTGS) সিস্টেমস রুলস্''।

অন্যান্য পেমেন্ট সিস্টেমস উদ্যোগ

১২.২০ দক্ষ এবং গতিশীল পেমেন্ট সিস্টেমস্ এর ক্রমবর্ধমান চাহিদার প্রেক্ষিতে আন্তর্জাতিক সর্বোত্তম মান ও রীতিনীতির সাথে সঙ্গতি রেখে একটি নিরাপদ, ঝুঁকিবিহীন এবং দক্ষ পেমেন্টস অবকাঠামো তৈরির লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের পেমেন্ট সিস্টেমস ডিপার্টমেন্ট আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সাথে নিবিড়ভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশ ব্যাংক, পেমেন্ট সিস্টেমস্ অ্যাক্ট এর খসড়া প্রস্তুতের কাজ চূড়ান্ত করেছে যা বর্তমানে প্রয়োজনীয় অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। অনলাইন ভ্যাট পেমেন্ট ব্যবস্থা চালু করার লক্ষ্যে পেমেন্ট সিস্টেমস ডিপার্টমেন্ট সংশ্লিষ্ট সরকারি সংস্থার সাথে কাজ করে যাচ্ছে। দেশের ইলেক্ট্রনিক পেমেন্ট ব্যবস্থার আর্থিক এবং অর্থনৈতিক সুবিধার বিষয়াদি নিয়েও পেমেন্ট সিস্টেমস ডিপার্টমেন্ট কাজ করছে। এক্ষেত্রে বিশ্ব ব্যাংক গ্রুপের আইএফসি এর সাথে নতুন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম

১২.২১ নতুন ইলেক্ট্রনিক পেমেন্ট সিস্টেমস্ যেমন- অটোমেটেড চেক প্রসেসিং, ইলেক্ট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার, ন্যাশনাল পেমেন্ট সুইচ, রিয়েল টাইম গ্রস সেটেলমেন্ট এবং মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। বাণিজ্যিক ব্যাংক, ব্যবসায়ী মহল এবং সরকারি কর্মকর্তাদের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক বিভিন্ন সভা ও কর্মশালার আয়োজন করেছে। এছাড়াও বাংলাদেশ ব্যাংক বিভিন্ন স্টেকহোল্ডার যেমন- চেম্বার অব কমার্স, স্টক এক্সচেঞ্জ, বাংলাদেশ সিকিউরিটি এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন, সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি বাংলাদেশ লিমিটেড, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানসমূহে ইলেক্ট্রনিক ফান্ড

ট্রান্সফার নেটওয়ার্ক জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। জনসচেতনতা বৃদ্ধি কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংকের পেমেন্ট সিস্টেমস্ ডিপার্টমেন্ট (পিএসডি) বিভিন্ন বিভাগীয় শহরে কয়েকটি সেমিনার, র‍্যালী এবং রোড শো এর আয়োজন করেছে।

১২.২২ ঝুঁকিবিহীন, দ্রুত এবং স্বল্প মূল্যের আর্থিক সেবা প্রদানে ইলেক্ট্রনিক পেমেন্ট অ্যান্ড সেটেলমেন্ট ব্যবস্থার সক্ষমতা ইতোমধ্যে প্রমাণিত। বিশেষত কাগজবিহীন EFT লেনদেন দিনে দিনে কর্পোরেট বডি, স্টক এক্সচেঞ্জ সদস্য এবং শিল্প জোটের মধ্যে জনপ্রিয় হচ্ছে। মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস, ই-কমার্স, এম-কমার্স দেশের আর্থিক সেবা খাতের পরিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। NPSB দেশের ব্যবহারিক পর্যায়ে ইলেক্ট্রনিক পেমেন্টস এবং আর্থিক লেনদেনের পরিধি বৃদ্ধি করবে। সার্বিকভাবে এ ধরনের ইলেক্ট্রনিক পরিশোধ ব্যবস্থা ইতোমধ্যে এর পরিচালনগত কার্যক্ষমতা, লেনদেনের গতিশীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে আর্থিক

চার্ট ১২.৮ RTGS লেনদেনের গতিধারা

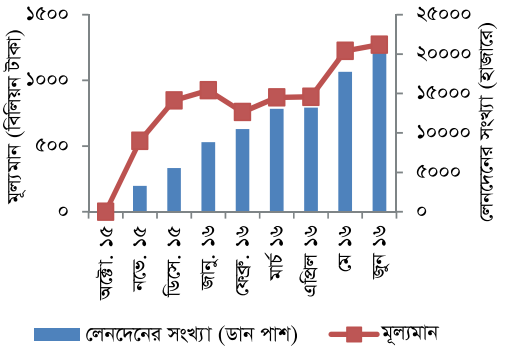

উৎস ঃ পেমেন্ট সিস্টেমস্ ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

বাজার ব্যবস্থার সকল ক্ষেত্রে স্থিতিশীলতা ও নমনীয়তা আনতে সক্ষম হয়েছে। RTGS ব্যবস্থা বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশের পেমেন্ট অ্যান্ড সেটেলমেন্ট সিস্টেমস্ ব্যবস্থাকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উন্নীত করা সম্ভব হয়েছে।

প্রশাসন

১৩.১ বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রশাসনিক এবং ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিষয়গুলো এ অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

নতুন গভর্নর নিয়োগ

১৩.২ ১৫ মার্চ ২০১৬ তারিখে ড. আতিউর রহমান এর বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর পদ হতে পদত্যাগের পর জনাব ফজলে কবির ২০ মার্চ ২০১৬ তারিখ হতে ব্যাংকের গভর্নর হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।

নতুন পর্ষদ পরিচালক নিয়োগ

১৩.৩ জনাব মোঃ আবুল কাসেম এর স্থলে জনাব আবু হেনা মোহাঃ রাজী হাসান ১০ এপ্রিল ২০১৬ তারিখ থেকে পরিচালক পর্ষদের পরিচালক মনোনীত হন। ড. জামালউদ্দিন আহমেদ, এফসিএ এবং ড. রুশিদান ইসলাম রহমান ১৩ মার্চ ২০১৬ তারিখ থেকে পর্ষদের পরিচালক পদে নিয়োগ প্রাপ্ত হন। ড. এম আসলাম আলম এর স্থলে জনাব মোঃ ইউনুসুর রহমান ২১ মার্চ ২০১৬ তারিখ থেকে পরিচালক পর্ষদের পরিচালক পদে নিযুক্ত হন। জনাব মহাঃ নাজিমুদ্দিন এর স্থলে জনাব মোহাম্মদ নওশাদ আলী চৌধুরী ১৪ জুন ২০১৬ তারিখ থেকে পর্ষদের সচিব হিসেবে নিয়োগ প্রাপ্ত হন।

নির্বাহী কমিটি

১৩.৪ বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার, ১৯৭২ (রাষ্ট্রপতির আদেশ নং- ১২৭, ১৯৭২) এর ১২(১) ধারা বলে অর্থবছর ১৬-এ নতুন নির্বাহী কমিটি গঠনের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন ছিল তবে চূড়ান্ত হয়নি। অর্থবছর ১৬-এ পরিচালক পর্ষদের নির্বাহী কমিটির মোট তিনটি সভা অনুষ্ঠিত হয়।

পর্ষদের নিরীক্ষা কমিটি

১৩.৫ আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী কর্পোরেট গভর্নেন্সকে শক্তিশালী করার প্রয়াস তথা কর্পোরেট সুশাসন উন্নয়নের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিকভাবে অনুসৃত নীতিমালার সাথে সঙ্গতি রেখে পর্ষদের চারজন অ-নির্বাহী (non-executive) পরিচালকের সমন্বয়ে ১২ আগস্ট ২০০২ তারিখে অডিট কমিটি গঠিত হয়। নিরীক্ষা প্রক্রিয়া, আর্থিক প্রতিবেদনের উপর অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার পদ্ধতি এবং আর্থিক প্রতিবেদন প্রণয়ন প্রক্রিয়ার উপর নজরদারি করার দায়িত্ব পরিচালক পর্ষদের উপর ন্যস্ত আছে তা পরিপালনে সহায়তা করে থাকে অডিট কমিটি।

নিরীক্ষা কমিটিকে হিসাব এবং আর্থিক রিপোর্টিং বিষয়ক বিভিন্ন ইস্যু সম্পর্কে সার্বিক সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে ৯ জুন ২০১৫ তারিখ থেকে নিরীক্ষা কমিটির অ-নির্বাহী (non-executive) উপদেষ্টা হিসেবে জনাব আমিনুর রহমান চৌধুরী-কে এফসিএ হিসেবে ড. জামালউদ্দিন আহমদ-এর স্থলে নিয়োগ দেয়া হয়েছে।

অর্থবছর ১৬-এ নতুন নিরীক্ষা কমিটি গঠনের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন ছিল, তবে তা চূড়ান্ত হয়নি। অর্থবছর ১৬-এ নিরীক্ষা কমিটির মোট পাঁচটি সভা অনুষ্ঠিত হয়।

বাংলাদেশ ব্যাংক পরিচালক পর্ষদের অডিট কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত ইন্টারনাল অডিট ডিপার্টমেন্ট চার্টার অনুসারে ইন্টারনাল অডিট ডিপার্টমেন্ট (আইএডি) কর্তৃক অর্থবছর ১৬-এ ৫৫টি নিরীক্ষাযোগ্য ইউনিট (বিভাগ/অফিস/ইউনিট/সেল) চিহ্নিত করে এবং অর্থবছর ১৬-এর অডিট পরিকল্পনা রূপরেখা তৈরি করে। তন্মধ্যে, ১১টি নিরীক্ষাযোগ্য ইউনিটকে উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ চিহ্নিত করে বছরে চারবার, ৯টি নিরীক্ষাযোগ্য ইউনিটকে বছরে দু'বার এবং ৩টি ইউনিটকে বছরে একবার করে এবং ৩৩টি ইউনিট মধ্যম এবং নিম্ন ঝুঁকিপূর্ণ চিহ্নিত করে বছরে একবার নিরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। নিরীক্ষা প্রতিবেদন গভর্নর এবং পর্ষদের অডিট কমিটি সমীপে উপস্থাপন করা হয়। গভর্নর এবং অডিট কমিটি কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা/পরামর্শ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট নিরীক্ষিত ইউনিটগুলোকে জানানো হয়। এসব নির্দেশনা/পরামর্শ বাস্তবায়নের অগ্রগতি প্রতিবেদন অডিট কমিটির সভায় উপস্থাপন করা হয়।

এক্সিকিউটিভ ম্যানেজমেন্ট টিম

১৩.৬ গভর্নর, সকল ডেপুটি গভর্নর, অর্থনৈতিক উপদেষ্টা এবং সকল নির্বাহী পরিচালক মহোদয়ের সমন্বয়ে এক্সিকিউটিভ ম্যানেজমেন্ট টিম (ইএমটি) গঠিত। এ টিম বাংলাদেশ ব্যাংকের সার্বিক কার্যক্রমের বাস্তবায়ন পর্যালোচনা করে থাকে। অর্থবছর ১৬-এ এক্সিকিউটিভ ম্যানেজমেন্ট টিম এর চারটি সভা অনুষ্ঠিত হয়।

বিভিন্ন পদে নতুন নিয়োগ

১৩.৭ অর্থবছর ১৬-এ মোট ৪৩ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে নতুন নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। অর্থবছর ১৬-এ বিভিন্ন পদে নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের সংখ্যা নিম্নরূপঃ

সহকারী পরিচালক (জেনারেল)	৫
সহকারী পরিচালক (পরিসংখ্যান)	৭
সহকারী পরিচালক (প্রকৌশল-সিভিল)	৬
সহকারী পরিচালক (প্রকৌশল-যান্ত্রিক)	১
কর্মচারী	২৪
সর্বমোট	**৪৩**

অবসরগ্রহণ, স্বেচ্ছা অবসরগ্রহণ, বাধ্যতামূলক অবসর, পদত্যাগ, অপসারণ এবং মৃত্যুবরণ

১৩.৮ অর্থবছর ১৬-এ বাংলাদেশ ব্যাংকে অবসরগ্রহণ/ স্বেচ্ছা অবসরগ্রহণ / পদত্যাগ/ অপসারণ, সাময়িক বরখাস্ত/ চাকুরিচ্যুতি, মৃত্যুবরণকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীর সংখ্যা নিম্নরূপ ঃ

অবসরগ্রহণ	২৬৭
স্বেচ্ছা অবসরগ্রহণ	৯
পদত্যাগ	১০
মৃত্যুবরণ	১৫
বাধ্যতামূলক অবসর	৬
অপসারণ	২
সর্বমোট	৩০৯

নতুন পদ সৃষ্ট/পদ উন্নীতকরণ/অবলুপ্তকরণ

১৩.৯ অর্থবছর ১৬-এ কর্মকর্তা পর্যায়ের ৩৯৬টি ও কর্মচারী পর্যায়ের ১৮৭টি নতুন পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। কাজের গুরুত্ব বিবেচনায় কর্মকর্তা পর্যায়ের ৫০টি পদকে পরবর্তী উচ্চতর পদে উন্নীত করা হয়েছে। এ প্রক্রিয়া সম্পাদনকালে সমসংখ্যক পূর্ববর্তী নিম্নতর পদকে অবলুপ্ত করা হয়েছে। অর্থবছর ১৬ শেষে মঞ্জুরিকৃত পদবল ৮১২৪ হতে বৃদ্ধি পেয়ে ৮৭০৭ এ উন্নীত হয়েছে।

মঞ্জুরিকৃত পদবল ও কর্মরত জনবল

১৩.১০ ৩০ জুন ২০১৬ এ মঞ্জুরিকৃত পদবল, কর্মরত জনবল ও শুণ্যপদের সংখ্যা ছিল–

শ্রেণি	মঞ্জুরিকৃত পদ	কর্মরত জনবল	শূন্যপদের সংখ্যা
প্রথম শ্রেণি	৫২৪৪	৪০১৯	১২২৫
দ্বিতীয় শ্রেণি	১০১৯	১১৭	৯০২
তৃতীয় শ্রেণি	১৮৫৭	১৩২৪	৫৩৩
চতুর্থ শ্রেণি	৫৮৭	২৬৬	৩২১
মোট	**৮৭০৭**	**৫৭২৬**	**২৯৮১**

অর্থবছর ১৬-এ কর্মরত কর্মকর্তার সংখ্যা (প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণি) অর্থবছর ১৫-এর ৪৪৩০ হতে শতকরা ৬.৬৪ ভাগ হ্রাস পেয়ে ৪১৩৬ জন এবং কর্মরত কর্মচারীর সংখ্যা (তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণি) ১৬৩৭ হতে শতকরা ২.৮৭ ভাগ হ্রাস পেয়ে ১৫৯০ জনে দাঁড়ায়। বছর শেষে কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সংখ্যার অনুপাত ছিল ২.৬ ঃ ১। ৩০ জুন ২০১৬ এ মঞ্জুরিকৃত পদের প্রায় শতকরা ৩৪.২৪ ভাগ পদ শূন্য ছিল।

পদোন্নতি

১৩.১১ আলোচ্য অর্থবছরে ১০০৩ জন কর্মকর্তা এবং ২৭৮ জন কর্মচারী তাদের পরবর্তী উচ্চতর গ্রেডে পদোন্নতি প্রাপ্ত হয়েছেন।

প্রেষণ/লিয়েন

১৩.১২ অর্থবছর ১৬-এর শেষে ৬৫ জন কর্মকর্তা দেশে এবং বিদেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে প্রেষণে কর্মরত ছিলেন। একই সময়ে ৪১ জন কর্মকর্তা চাকুরিতে লিয়েন ভোগ করেছেন, যার মধ্যে ২৬ জন দেশের অভ্যন্তরে এবং ১৫ জন বিদেশে কর্মরত ছিলেন।

ব্যাংকের বিভিন্ন বিভাগ পুনর্গঠন/নতুন বিভাগ গঠন

১৩.১৩ অর্থবছর ১৬-এ অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ইস্যুকৃত গেজেট এর প্রেক্ষিতে ১৪টি সরকারি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে ১ম ও ২য় শ্রেণির কর্মকর্তা নিয়োগের নিমিত্তে বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ে "ব্যাংকার্স সিলেকশন কমিটি সচিবালয়" নামে একটি বিভাগ গঠন করা হয়েছে। আর্থিক প্রতিষ্ঠানের পরিদর্শন কার্যক্রম আরো দ্রুততর ও অর্থবহ করার লক্ষ্যে "আর্থিক প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন বিভাগ" নামে আরেকটি বিভাগ প্রধান কার্যালয়ে গঠন করা হয়েছে। এসএমই অ্যান্ড স্পেশাল প্রোগ্রাম্‌স ডিপার্টমেন্ট এর অধীনে

"জাইকা প্রজেক্ট ইমপ্লিমেন্টেশন ইউনিট" এবং এক্সপেন্ডিচার ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট-১ এর অধীনে "ইনকাম ট্যাক্স অ্যাসেসমেন্ট সেল" নামে একটি সেল গঠন করা হয়েছে। এছাড়াও বাংলাদেশ ব্যাংকের চলমান সকল প্রকল্পের ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে কাজ করার জন্য ফাইন্যান্সিয়াল সেক্টর সাপোর্ট অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানিং ডিপার্টমেন্ট এর অধীনে "সেন্ট্রাল প্রজেক্ট মনিটরিং ইউনিট" নামে একটি ইউনিট গঠন করা হয়েছে।

কল্যাণমূলক কার্যাবলী এবং বৃত্তি অনুমোদন

১৩.১৪ অর্থবছর ১৬-এ বাংলাদেশ ব্যাংক কর্মকর্তা/কর্মচারী কল্যাণ তহবিল হতে ব্যাংকের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের চিকিৎসা সহায়তা হিসেবে ০.২৪ মিলিয়ন টাকা প্রদান করা হয়। এছাড়াও অর্থবছর ১৬-এ বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক পরিচালিত বিদ্যালয়/ মসজিদ/ ক্লাব/ ডে-কেয়ার সেন্টার/ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ পরিষদসমূহের বিনোদন ও কল্যাণমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য ৭৩.১২ মিলিয়ন টাকা বরাদ্দ করা হয়।

বৈদেশিক প্রশিক্ষণ এবং অধ্যয়ন

১৩.১৫ অর্থবছর ১৬-এ বাংলাদেশ ব্যাংকের ৬০৬ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী বৈদেশিক প্রশিক্ষণ কোর্স/সেমিনার/ ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণ করেন। উপরন্তু ১৬ জন কর্মকর্তাকে বিদেশে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের জন্য প্রেষণ/বৈদেশিক শিক্ষা ছুটির অনুমতি দেয়া হয়েছে।

অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ এবং অধ্যয়ন

১৩.১৬ অর্থবছর ১৬-এ বাংলাদেশ ব্যাংকের মোট ৭১২ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান (বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমি ব্যতীত) কর্তৃক আয়োজিত কোর্স/ সেমিনার/ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণ করেন। অধিকন্তু অর্থবছর ১৬-এ ৪৯ জন কর্মকর্তাকে দেশে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের অনুমতি প্রদান করা হয়েছে।

অটোমেশন ও পেপারলেস ব্যাংকিং এ অগ্রগতি

১৩.১৭ ডকুমেন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম সফলভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে। ডকুমেন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের মাধ্যমে সকল প্রকার ইনওয়ার্ড এবং আউটওয়ার্ড করা ডকুমেন্ট অনুসন্ধান করা যাবে। ই-নোটিং বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। সকল প্রকার ডকুমেন্টকে আর্কাইভে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য কেন্দ্রীয়ভাবে ডকুমেন্ট আর্কাইভিং এর কাজ শুরু করা হয়েছে। ই-অ্যাটেন্ডেন্স সিস্টেম শুরু করা হয়েছে। সাধারণ ছুটির জন্য লিভ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমে অটোমেটেড পদ্ধতি সংযোজিত হয়েছে। এ সিস্টেমের মাধ্যমে কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ সাধারণ ছুটির আবেদন করতে পারবেন। এ ধরনের পদক্ষেপসমূহ ব্যাংককে কাগজমুক্ত পরিবেশ সৃষ্টিতে সহায়তা করার পাশাপাশি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য দৈনন্দিন কাজ সম্পাদন সহজতর ও আরামদায়ক করে তুলেছে।

বাংলাদেশ ব্যাংক প্রশিক্ষণ একাডেমি (বিবিটিএ) কর্তৃক আয়োজিত প্রশিক্ষণ কোর্স, কর্মশালা ও সেমিনার

১৩.১৮ বাংলাদেশ ব্যাংক, তফসিলি ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ, সেমিনার, কর্মশালা, তথ্যের আদান-প্রদান, গবেষণা এবং নতুনভাবে শিক্ষাদানের মাধ্যমে একটি বিশ্বমানের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রশিক্ষণ একাডেমি বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। বিবিটিএ এর প্রশিক্ষকদের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং সরকারি ও বেসরকারি খাতের ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত বিভিন্ন আধুনিক জ্ঞান প্রদানের জন্য বিবিটিএ দেশে ও বিদেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এবং বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠানের প্রশিক্ষিত কর্মী দ্বারা বিভিন্ন কর্মসূচির আয়োজন করেছে। এসব কিছু বিবেচনায় রেখে পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধিকল্পে বিবিটিএ'র ঢাকা কেন্দ্রে এবং ঢাকার বাইরে বাংলাদেশ ব্যাংকের অন্য অফিসগুলোতে অর্থবছর ১৬-এ মোট ১৩৯টি প্রশিক্ষণ কোর্স/কর্মশালা/ সেমিনার এর আয়োজন করে। এতে মোট ৬৯৩৩ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করে। অর্থবছর ১৬-এ বিবিটিএ আয়োজিত প্রশিক্ষণ কোর্স, কর্মশালা ও সেমিনারের বিবরণ সারণী ১৩.১ এ দেখানো হলো।

সারণী ১৩.১ অর্থবছর ১৬-এ বিবিটিএ'তে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ কোর্স, কর্মশালা ও সেমিনারের বিবরণী

ক্রমিক নং	বিষয়	সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
১	২	৩	৪
ক.	**বুনিয়াদি কোর্স**	**২**	**১২০**
১)	বুনিয়াদি কোর্স- (সহকারী পরিচালক) -২০১৫	১	৬০
২)	বুনিয়াদি কোর্স (সহকারী পরিচালক) -২০১৬	১	৬০
খ.	**অন্যান্য ট্রেনিং কোর্স**	**১২০**	**৩৯৯৯**
i)	**বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তাদের জন্য**	**৫৪**	**১৩৯৪**
১)	অ্যাডাপটিভ লিডারশিপ ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড কমিউনিকেশন্স	১	২৫
২)	ব্যাংকিং সুপারভিশন, সুপারভাইসরি রিভিউ অ্যান্ড ইভ্যালুয়েশন প্রসেস একর্ডিং টু ব্যাসেল- II, পিলার-২	১	২৬
৩)	ব্যাংকিং সুপারভিশন এবং ফাইন্যান্সিয়াল স্ট্যাবিলিটি	৩	৭১
৪)	বেসিক ইকোনমেট্রিক্স	১	৩২
৫)	কর্পোরেট গভর্নেন্স ইন ব্যাংকস্ লিডারশিপ, টিম বিল্ডিং অ্যান্ড নেগোসিয়েশন স্কিল	১	৩৩
৬)	কারেন্সি ম্যানেজমেন্ট, পেমেন্ট অ্যান্ড সেটেলমেন্ট সিস্টেমস্ ইন বাংলাদেশ	১	৩০
৭)	ই-ব্যাংকিং	১	২৮
৮)	ই-কমার্স অ্যান্ড ই-ব্যাংকিং	১	৩৪
৯)	ইমারজিং ট্রেন্ডস্ ইন ইলেক্ট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার/ ইএফটি ফ্রড মিটিগেশন	১	৩১
১০)	ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন অ্যান্ড সাসটেইনেবল ফাইন্যান্সিং	১	৩০
১১)	ফাইন্যান্সিয়াল স্ট্যাবিলিটি অ্যানালাইসিস	১	২৬
১২)	ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট অ্যানালাইসিস অ্যান্ড রেশিও অ্যানালাইসিস ফর ব্যাংকিং সুপারভাইসর	৩	৭৭
১৩)	ফাইন্যান্সিং এগ্রিকালচার অ্যান্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট	২	৪১
১৪)	ফিসক্যাল পলিসি	১	৩০
১৫)	ফরেন এক্সচেঞ্জ ইন্সপেকশন প্রসিডিউর অন এডি ব্রাঞ্চেস্	৩	৭৫
১৬)	ফরেন এক্সচেঞ্জ রেগুলেশন্স (অ্যামেন্ডমেন্ড) অ্যাক্ট, ২০১৫	১	২৪
১৭)	আইসিটি রিস্ক ম্যানেজমেন্ট	১	৩৮
১৮)	ইন্টিগ্রিটি অ্যান্ড অ্যান্টিকরাপশন ইন ফাইন্যান্সিয়াল সেক্টর	২	৬২
১৯)	ইন্ট্রোডাকশন টু ফরেন এক্সচেঞ্জ অ্যান্ড ফরেন ট্রেড	২	৪৬
২০)	ল'জ রিলেটিং টু ব্যাংকস্ অ্যান্ড এনবিএফআইএস্	১	২৩
২১)	লিডারশিপ, টিম বিল্ডিং অ্যান্ড নেগোসিয়েশন স্কিলস্	১	২২
২২)	ম্যাক্রো প্রুডেন্সিয়াল রেগুলেশন্স	১	২১
২৩)	মনিটারি পলিসি ফরমুলেশন অ্যান্ড ইমপ্লিমেনটেশন প্রসেস ইন বাংলাদেশ ব্যাংক	২	৪৯
২৪)	প্রেজেনটেশন স্কিল ফর এনহ্যানসিং ম্যানেজেরিয়াল পারফরমেন্স	১	৪৬
২৫)	প্রিভেনশন অব ফ্রড/ ফর্জারি ইন ক্রেডিট কার্ড/ ইন্টারনেট ব্যাংকিং/ মোবাইল ব্যাংকিং	২	৫৮
২৬)	প্রিভেনশন অব মানি লন্ডারিং অ্যান্ড টেরোরিস্ট ফাইন্যান্সিং	১	২৭
২৭)	প্রবলেম ব্যাংক রিফর্ম, রিস্ট্রাকচারিং অ্যান্ড রিসলুয়েশন	১	২৩
২৮)	প্রকিউরমেন্ট ম্যানেজমেন্ট ইন বিবি	২	৩৯
২৯)	রিসার্চ মেথোডলজি অ্যান্ড ডাটা অ্যানালাইসিস	১	২২
৩০)	রিস্ক বেজড্ সুপারভিশন	১	২৭
৩১)	এসএমই ফাইন্যান্সিং	১	২০
৩২)	স্ট্রেস টেস্টিং	১	২৭
৩৩)	টেকনিকস্ অব ব্যাংক সুপারভিশন অ্যান্ড ইন্সপেকশন রিপোর্ট রাইটিং	১	৩০
৩৪)	টেকনিকস্ অফ এনবিএফআইএস্ সুপারভিশন অ্যান্ড ইন্সপেকশন রিপোর্ট রাইটিং	১	২৫
৩৫)	ট্রেনিং কোর্স অন ইআরপি-এফআইসিও মডিউল	২	৩২
৩৬)	ট্রেনিং কোর্স অন ইআরপি-এমএম মডিউল	১	২৭
৩৭)	ইউসিপি ৬০০ অ্যান্ড আদার ইমপর্টেন্ট আইসিসি পাবলিকেশন্স	২	৫২
৩৮)	আন্ডারস্ট্যান্ডিং ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টস	৩	৬৫
ii)	**তফসিলি ব্যাংকের কর্মকর্তাদের জন্য**	**৭১**	**৪৪৪০**
১)	ব্যাংক ফ্রড ডিটেকশন রিলেটেড উইথ এসএমই ব্যাংকিং	১	৩২
২)	ক্যাপিটাল অ্যাডিকুয়েসি ফর ব্যাংকস্ একর্ডিং টু ব্যাসেল III	২	৫৬
৩)	সিআইবি বিজনেস রুলস্ অ্যান্ড অনলাইন সিস্টেমস্	৮	৬১১
৪)	ক্লাসিফিকেশন, প্রভিশনিং অ্যান্ড রিশিডিউলিং অব লোনস্	৭	৪৬০
৫)	ক্রেডিট রিস্ক ম্যানেজমেন্ট	১	৩৩
৬)	ডিলিকুইন্সি ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড সুপারভাইসিং ট্রাভলড্ ক্রেডিট ইন্সটিটিউশন্স	২	৫৩
৭)	ডিটেকশন, ডিসপোজাল, অব ফোরজড্ অ্যান্ড মিউটিলেটেড নোটস্	৯	৬৬৮
৮)	ফরেন ডাইরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড এক্সটারনাল ডেট রিপোর্টিং	২	৮০
৯)	ফরেন এক্সচেঞ্জ অ্যান্ড ফরেন ট্রেড	২	৬৪
১০)	ফরেন এক্সচেঞ্জ অ্যান্ড ট্রানজেকশন রিপোর্টিং	১	৩৩
১১)	গাইডলাইন অন আইসিটি সিকিউরিটি ফর ব্যাংকস্ অ্যান্ড এনবিএফআইএস্	৩	১০৮
১২)	আইসিটি রিস্ক ম্যানেজমেন্ট	২	৬১
১৩)	ইন্টিগ্রেটেড সুপারভিশন সিস্টেম (আইএসএস)	৪	৩৬৫
১৪)	ইন্টিগ্রেটেড সুপারভিশন সিস্টেম (আইএসএস) রিপোর্টিং	৩	২২৩
১৫)	ইসলামিক ব্যাংকিং অ্যান্ড ফাইন্যান্স	২	৬৮
১৬)	মানি অ্যান্ড ব্যাংকিং ডাটা রিপোর্টিং	৯	৩৮৭
১৭)	অনলাইন ফরেন এক্সচেঞ্জ অ্যান্ড ট্রানজেকশন রিপোর্টিং	৩	১১৮

১৮)	পলিসি/ ডিরেক্টিভস্ অ্যান্ড কারেন্ট ইস্যুজ অব বিবি	১	৩৯
১৯)	প্রিভেনশন অব মানি লন্ডারিং অ্যান্ড টেরোরিস্ট ফাইন্যান্সিং	৫	৭৭০
২০)	এসএমই ক্রেডিট রিস্ক ম্যানেজমেন্ট	১	২৬
২১)	এসএমই কাস্টমার অ্যাডভোকেসি অ্যান্ড বিজনেস প্ল্যান অ্যানালাইসিস ফর এসএমই ব্যাংকার	১	২৮
২২)	রিপোর্টিং অব ক্যাপিটাল অ্যাসেস্মেন্ট অ্যান্ড লিভারেজ রেশিও অব ব্যাংকস্ আন্ডার ব্যাসেল III একর্ডস ইন বাংলাদেশ	২	১৫৭
গ.	**কর্মশালা/ সেমিনার/ লেকচার সেশন**	**১১**	**৯৫৭**
১)	সিআইবি বিজনেস রুলস্ অ্যান্ড অনলাইন সিস্টেমস্	১	৬৫
২)	ক্লাসিফিকেশন, প্রভিশনিং অ্যান্ড রিশিডিউলিং অব লোনস্	২	৭৭
৩)	কোর্স অন ক্যাশ অফিসারস্ অব এসসিবি	১	৩৫০
৪)	ডে লং প্রোগ্রাম অন লিডারশিপ	১	৫৪
৫)	ডিটেকশন, ডিসপোজাল অব ফোরজড্ অ্যান্ড মিউটিলেটেড নোটস্	১	৩৪
৬)	এক্সিকিউটিভ ডেভেলপমেন্ট সেমিনার	১	১০৫
৭)	প্রিভেনশন অব মানি লন্ডারিং	১	৩০
৮)	সেমিনার অন ইকোনমিক ডিপ্লোমেসি	১	৬২
৯)	ট্রেনিং কোর্স অন এমএল/ সিএফটি	১	১৭৫
১০)	আন্ডারস্ট্যান্ডিং ইকোনমিক ইন্ডিকেটরস্	১	২৮
ঘ.	**আন্তর্জাতিক ট্রেনিং কোর্স/ সেমিনার**	**১**	**২২**
১)	সেকেন্ড ইন্টারন্যাশনাল স্টাডি ভিজিট প্রোগ্রাম অন ফাইন্যান্সিং এমএসএমইস ইন বাংলাদেশ	১	২২
	সর্বমোট (১+২+৩+৪)	**১৩৯**	**৬৯৩৩**

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমি।

ফাইন্যান্সিয়াল সেক্টর সাপোর্ট প্রজেক্ট

১৩.১৯ বাংলাদেশের আর্থিক খাতকে অধিকতর সুসংহত করে স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আর্থিক বাজারের শক্তিশালী অবকাঠামোগত উন্নয়ন, বাংলাদেশ ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধান ক্ষমতার উন্নয়ন এবং উৎপাদনশীল খাতে দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়ন সুবিধা প্রদানের জন্য আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা (আইডিএ)-এর সহযোগিতায় বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক "ফাইন্যান্সিয়াল সেক্টর সাপোর্ট প্রজেক্ট-এফএসএসপি" বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রকল্পটির মোট ব্যয় ৩৫০.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যার মধ্যে আইডিএ-এর অর্থায়ন ৩০০.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের নিজস্ব অর্থায়ন ৫০.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

১৩.২০ প্রকল্পটির মেয়াদকালে তিনটি প্রধান কম্পোনেন্টের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হবে। কম্পোনেন্টগুলো হল- (ক) আর্থিক বাজারের অবকাঠামোকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সর্বোৎকৃষ্ট চর্চার অনুরূপে উন্নীতকরণ, (খ) ব্যাংকিং খাতে তত্ত্বাবধান ও প্রবিধির আন্তর্জাতিক মান পরিপালনের নিমিত্তে নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থার সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ এবং (গ) আর্থিক বাজার উন্নয়নে দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়ন বাজার খাতে অনুঘটন/ উদ্দীপনা সরবরাহকরণ। আলোচ্য কম্পোনেন্টগুলোর উদ্দেশ্য নিম্নরূপঃ

ক. আর্থিক বাজারের অবকাঠামো শক্তিশালীকরণ

১৩.২১ এ কম্পোনেন্টের লক্ষ্য হল বাংলাদেশের আর্থিক তথ্য-প্রযুক্তি খাত আরো জোরদারকরণ, বিশেষত (ক) পেমেন্ট ও সেটেলমেন্ট ব্যবস্থা উন্নয়নের মাধ্যমে বাংলাদেশের ইলেক্ট্রনিক পরিশোধ ব্যবস্থা আন্তর্জাতিক মানে উন্নীতকরণ; বিশেষত সরকারি পরিশোধ ব্যবস্থা, (খ) ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরোর (সিআইবি) সরবরাহকৃত তথ্যের মান বৃদ্ধি এবং ক্ষুদ্র-ঋণ তথ্য অন্তর্ভুক্তকরণের মাধ্যমে ঋণ তথ্য ব্যুরোর আওতা বৃদ্ধি ও আধুনিকায়ন, (গ) বাংলাদেশ ফাইনান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের কাঠামো শক্তিশালীকরণ ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাথে আন্তঃসংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে দেশের আর্থিক সিস্টেমের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং (ঘ) বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য প্রযুক্তি ব্যবস্থাপনা শক্তিশালীকরণের মাধ্যমে উন্নততর আর্থিক বাজারের জন্য স্থিতিশীল এবং নিরাপদ প্ল্যাটফর্ম নিশ্চিতকরণ। এছাড়াও নতুন প্রযুক্তি ও প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট কাজকর্ম আত্মীকরণে কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও সহযোগী প্রতিষ্ঠানসমূহের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সামর্থ্য বৃদ্ধিতে প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে।

খ. প্রবিধি ও তত্ত্বাবধান সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ

১৩.২২ ব্যাংকিং প্রবিধি ও তত্ত্বাবধানে প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টেশন ও প্রশিক্ষণসহ বিশদ ঝুঁকিভিত্তিক তত্ত্বাবধান পদ্ধতির উন্নয়ন ও আত্মীকরণে প্রকল্পটি কারিগরি সহায়তা প্রদান করবে। বর্তমানে ব্যাংকিং সিস্টেম নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধানের জন্য নিয়মভিত্তিক তত্ত্বাবধান পদ্ধতি প্রচলিত রয়েছে। ঝুঁকিভিত্তিক তত্ত্বাবধান পদ্ধতি এ প্রক্রিয়াকে আরো পূর্বাভাসমূলক করে তুলবে। প্রকল্পের এ কম্পোনেন্টটি বাংলাদেশ ব্যাংককে নিয়মভিত্তিক তত্ত্বাবধান পদ্ধতির পরিবর্তে ঝুঁকিভিত্তিক তত্ত্বাবধান পদ্ধতি গ্রহণের মাধ্যমে একটি নিরাপদ ও সুরক্ষিত ব্যাংকিং সিস্টেম নিশ্চিতকরণে সহায়তা করবে। ভবিষ্যতে প্রুডেন্সিয়াল রেগুলেশন্স পুনঃনিরীক্ষণ ও শক্তিশালীকরণে এবং সিস্টেম গঠনে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মানের উপদেষ্টা/পরামর্শক(গণ)/ প্রতিষ্ঠান(সমূহ) এর নিয়োগদানের মাধ্যমে কারিগরি সহায়তা প্রদান করা হবে।

গ. দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়ন সুবিধা প্রদান

১৩.২৩ বর্তমান আর্থিক বাজার কাঠামোর অন্যতম একটি অসুবিধা হচ্ছে দেশের উৎপাদনশীল খাতের দীর্ঘমেয়াদি ঋণ চাহিদা পূরণের অপর্যাপ্ত উৎস। ফলে, দীর্ঘমেয়াদি ঋণ চাহিদা মেটানো হচ্ছে অপেক্ষাকৃত স্বল্পমেয়াদি অর্থায়ন দ্বারা, যা ব্যাংক এবং বিনিয়োগকারী উভয়ের জন্যই অসুবিধা সৃষ্টি করছে। উৎপাদনশীল খাতে প্রযুক্তি এবং উৎপাদনগত উৎকর্ষতা সাধন এবং আন্তর্জাতিক মানের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ সামাজিক ও পরিবেশগত মান চর্চার মাধ্যমে প্রবৃদ্ধির হার বজায় রাখার জন্য দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়নের চাহিদা রয়েছে। এ উদ্দেশ্যে প্রকল্পের এ কম্পোনেন্টের আওতায় অংশগ্রহণকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের (Participating Financial Institutions- পিএফআই) মাধ্যমে নির্ধারিত মানদণ্ডের উপর ভিত্তি করে উৎপাদনশীল খাতে উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানসমূহকে বৈদেশিক মুদ্রায় দীর্ঘমেয়াদি ঋণ প্রদান করা হবে। উৎপাদনশীল প্রতিষ্ঠানগুলোর নতুন ব্যবসা স্থাপন, সম্প্রসারণ এবং/অথবা আধুনিকায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করার জন্য মূলধনী যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম ক্রয়সহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহের জন্য এ সুবিধা পাওয়া যাবে। পিএফআইসমূহ এবং ঋণগ্রহীতাদের প্রয়োজনীয় কারিগরি সহায়তাও প্রদান করা হবে। ইতোমধ্যে ২৫টি বাণিজ্যিক ব্যাংকের পিএফআই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এ পর্যন্ত প্রায় ৩৩.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার সমপরিমাণ সাতটি ঋণ আবেদন মঞ্জুর করা হয়েছে, যার মধ্যে ৭.০৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ইতোমধ্যে বিতরণ করা হয়েছে।

প্রকল্পের সফল ও যথাযথ বাস্তবায়নান্তে দেশের আর্থিক বাজারের তথ্য প্রযুক্তি অবকাঠামো জোরদার, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধান ক্ষমতা অধিকতর উন্নয়ন এবং উৎপাদন সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান ত্বরান্বিত হবে বলে আশা করা যায়।

বাংলাদেশ ব্যাংকের ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের হিসাব

১৪.১ বাংলাদেশ ব্যাংকের অর্থবছর ১৬-এর আর্থিক পরিচালনার ফলাফল আন্তর্জাতিক অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড বোর্ড (আইএএসবি) কর্তৃক অনুমোদিত আন্তর্জাতিক ফিন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং স্ট্যান্ডার্ড (আইএফআরএস) অনুযায়ী প্রস্তুত করা হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের হিসাবের নির্বাহী সারসংক্ষেপ (এসপিসিএল ব্যতীত) নিম্নরূপ ঃ

আয়

১৪.২ ব্যাংকের মোট পরিচালন আয় (বৈদেশিক মুদ্রা পুনর্মূল্যায়নজনিত লাভ/ক্ষতি ব্যতীত) অর্থবছর ১৫-এর ২৮.০৭ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ৬.৯৫ বিলিয়ন (শতকরা ২৪.৭৬ ভাগ) টাকা হ্রাস পেয়ে অর্থবছর ১৬-এ ৩৫.০২ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে। অর্থবছর ১৫-এ ৮.৪৫ বিলিয়ন টাকা পরিচালন ক্ষতির বিপরীতে অর্থবছর ১৬-এ ব্যাংকের পরিচালন আয় ৩৭.২৮ বিলিয়ন টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ২৮.৮৩ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে, যেখানে অর্থবছর ১৫-এ ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রা পুনর্মূল্যায়নজনিত ক্ষতির পরিমাণ ছিল ৮.৪৫ বিলিয়ন টাকা। উৎসভিত্তিক আয়ের বিবরণ সারণী ১৪.১ এ দেখানো হয়েছে।

বৈদেশিক মুদ্রায় আর্থিক সম্পদ হতে আয়

১৪.৩ বৈদেশিক মুদ্রায় বিনিয়োগের উপর ভার আরোপিত সুদের হারের সামগ্রিক বৃদ্ধির কারণে অর্থবছর ১৬-এ বৈদেশিক মুদ্রায় আর্থিক সম্পদ থেকে বাংলাদেশ ব্যাংকের আয় অর্থবছর ১৫-এর ১২.২৬ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ৬.৭১ বিলিয়ন (শতকরা ৫৪.৭৩ ভাগ) টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ১৮.৯৭ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে।

স্থানীয় মুদ্রায় আর্থিক সম্পদ থেকে আয়

১৪.৪ অর্থবছর ১৬-এ স্থানীয় মুদ্রার আর্থিক সম্পদ হতে বাংলাদেশ ব্যাংকের আয় অর্থবছর ১৫-এর ১৫.৮১ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ০.২৪ বিলিয়ন (শতকরা ১.৫১ ভাগ) টাকা হ্রাস পেয়ে অর্থবছর ১৬-এ ১৬.০৫ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে। সামগ্রিকভাবে সরকারের দক্ষ রাজস্ব আয় ও ঋণ ব্যবস্থাপনা এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের দক্ষ তারল্য ব্যবস্থাপনার কারণে মূলত এ খাতে মোট আয় হ্রাস পেয়েছে।

সারণী ১৪.১ আয়ের উৎস

(বিলিয়ন টাকা)

বিবরণ	অর্থবছর ১৬	অর্থবছর ১৫
পরিচালন আয়		
ক. বৈদেশিক মুদ্রার আর্থিক সম্পদ হতে আয়	**১৮.৯৭**	**১২.২৬**
সুদ আয়	১৭.৪৫	১১.৯৩
কমিশন ও বাট্টা	১.৫১	০.৩৩
খ. অভ্যন্তরীণ মুদ্রার আর্থিক সম্পদ হতে আয়	**১৬.০৫**	**১৫.৮১**
সুদ আয়	৯.৭০	১৪.০৮
কমিশন ও বাট্টা	০.৭৯	১.৩৮
ডিভিডেন্ড ও অন্যান্য	০.১২	০.০০
অন্যান্য আয়	৫.৪৫	০.৩২
মোট: (ক+খ)	**৩৫.০২**	**২৮.০৭**
গ. বৈদেশিক মুদ্রা পুনর্মূল্যায়নজনিত লাভ/ (ক্ষতি)	**(৬.১৯)**	**(৩৬.৫২)**
উসুলকৃত লাভ (ক্ষতি)	(০.৮৫)	(০.০০)
অউসুলকৃত লাভ (ক্ষতি)	(৫.৩৪)	(৩৬.৫২)
মোট: (ক+খ+গ)	**২৮.৮৩**	**(৮.৪৫)**

টীকাঃ বন্ধনী হ্রাস/ক্ষতি নির্দেশ করছে।
উৎসঃ একাউন্টস্ এন্ড বাজেটিং ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

চার্ট ১৪.১ ব্যাংকের আয় ব্যয় ও মুনাফা

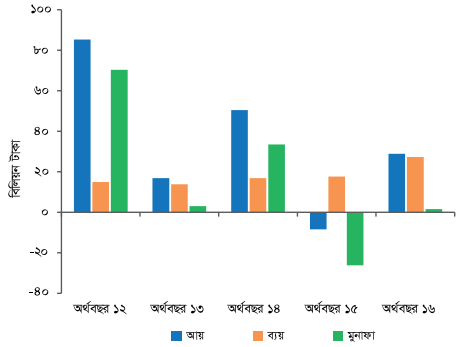

উৎসঃ একাউন্টস্ এন্ড বাজেটিং ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

বৈদেশিক মুদ্রা পুনর্মূল্যায়ন হতে অর্জিত আয়

১৪.৫ অর্থবছর ১৬-এ বৈদেশিক মুদ্রার পুনর্মূল্যায়নে ব্যাংক ৬.১৯ বিলিয়ন টাকা ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। এটা মূলত বাংলাদেশি টাকার বিপরীতে ব্যাংকে গচ্ছিত বৈদেশিক মুদ্রা দুর্বল হওয়ার কারণে হয়েছে। এ পুনর্মূল্যায়নজনিত ক্ষতি সঞ্চিতি হিসাবে স্থানান্তর করা হয়েছে।

ব্যয়

১৪.৬ অর্থবছর ১৬-এ ব্যাংকের মোট ব্যয় অর্থবছর ১৫-এর ১৭.৬৯ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ৯.৬১ বিলিয়ন (শতকরা ৫৪.৩২ ভাগ) টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ২৭.৩০ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে। প্রশাসনিক ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায় মূলত এ ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে। ব্যয়ের খাতসমূহের বিস্তারিত বিবরণ সারণী ১৪.২ এ দেখানো হলো।

আর্থিক ব্যয়

১৪.৭ অর্থবছর ১৬-এ আর্থিক ব্যয় অর্থবছর ১৫-এর ৫.৪৫ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ৭.০৩ বিলিয়ন (শতকরা ১২৯ ভাগ) টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ১২.৪৮ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে। মূলত বৈদেশিক ও স্থানীয় মুদ্রায় আর্থিক দায়ের উপর প্রদত্ত সুদ বৃদ্ধি পাওয়ায় এ ব্যয় হ্রাস পেয়েছে।

অন্যান্য ব্যয়

১৪.৮ অর্থবছর ১৬-এর অন্যান্য ব্যয় অর্থবছর ১৫-এর ১২.২৪ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ২.৫৮ বিলিয়ন (শতকরা ২১.০৮ ভাগ) টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ১৪.৮২ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে। প্রশাসনিক ব্যয় বৃদ্ধির ফলে এ খাতে মোট ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে।

মুনাফা

১৪.৯ অর্থবছর ১৬-এ ব্যাংকের পরিচালন মুনাফা (বৈদেশিক মুদ্রার পুনর্মূল্যায়নজনিত লাভ/ক্ষতি ব্যতীত) অর্থবছর ১৫-এর ১০.৩৮ বিলিয়ন টাকার তুলনায় হ্রাস পেয়ে ৭.৭২ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে। অর্থবছর ১৬-এ ব্যাংকের পরিচালন ক্ষতি (বৈদেশিক মুদ্রার পুনর্মূল্যায়নজনিত লাভ/ক্ষতি সহ) অর্থবছর ১৫-এর ২৬.১৪ বিলিয়ন টাকার তুলনায় হ্রাস পেয়ে ১.৫৩ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে।

অন্যান্য সামগ্রিক আয়

১৪.১০ আলোচ্য বছরে ব্যাংক স্বর্ণ, রৌপ্য এবং আর্থিক হাতিয়ারসমূহের পুনর্মূল্যায়ন বাবদ ৭.৫৮ বিলিয়ন টাকা লাভ করেছে। এ পুনর্মূল্যায়নজনিত লাভ অন্যান্য সামগ্রিক আয় বিবরণীতে স্থানান্তর করা হয়েছে এবং পরবর্তীতে সঞ্চিতি হিসাবে স্থানান্তর করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক বাজারে স্বর্ণ এবং রৌপ্যের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে এ লাভের সৃষ্টি হয়েছে।

সারণী ১৪.২ ব্যাংকের ব্যয়ের খাত

(বিলিয়ন টাকা)

বিবরণ	অর্থবছর ১৬	অর্থবছর ১৫
ক. আর্থিক খরচ	১২.৪৮	৫.৪৪
বৈদেশিক মুদ্রায় আর্থিক দায়ের উপর প্রদত্ত ব্যয়	০.৫৪	০.৪২
বৈদেশিক মুদ্রায় আর্থিক দায়ের উপর প্রদত্ত সুদ	০.৩২	০.১৬
বৈদেশিক মুদ্রায় আর্থিক দায়ের উপর প্রদত্ত কমিশন ও অন্যান্য ব্যয়	০.২২	০.২৬
স্থানীয় মুদ্রায় আর্থিক দায়ের উপর প্রদত্ত ব্যয়	১১.৯৪	৫.০৩
স্থানীয় মুদ্রায় আর্থিক দায়ের উপর প্রদত্ত সুদ	৮.০২	১.৮৭
স্থানীয় মুদ্রায় আর্থিক দায়ের উপর প্রদত্ত কমিশন ও অন্যান্য ব্যয়	৩.৯২	৩.১৫
খ. অন্যান্য খরচ	১৪.৮২	১২.২৪
নোট মুদ্রণ	৩.৩২	৩.৮২
সাধারণ এবং প্রশাসনিক খরচ	১১.৫০	৮.৪২
মোট ব্যয় (ক+খ)	২৭.৩০	১৭.৬৯

উৎসঃ একাউন্টস্ এন্ড বাজেটিং ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

মুনাফা আবন্টন

১৪.১১ মোট মুনাফা ৭.৭২ বিলিয়ন টাকা হতে ০.৫৫ বিলিয়ন টাকা বিধিবদ্ধ তহবিল, ০.১০ বিলিয়ন টাকা বাংলাদেশ ব্যাংক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও সামাজিক দায়বদ্ধতা তহবিল এবং ০.২৯ বিলিয়ন টাকা সম্পদ নবায়ন ও স্থানান্তর তহবিলে স্থানান্তর করা হয়েছে। সুদ সংক্রান্ত তহবিলে ০.০১ বিলিয়ন টাকা স্থানান্তরের পর ৬.৭৮ বিলিয়ন টাকা সরকারের হিসাবে স্থানান্তর করা হয়েছে, যা অর্থবছর ১৫-এর ৯.৫৭ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ২.৭৯ বিলিয়ন টাকা কম।

ব্যাংকিং ও ইস্যু বিভাগের সমন্বিত স্থিতিপত্র

সম্পদ

১৪.১২ বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধির কারণে অর্থবছর ১৬-এ বৈদেশিক মুদ্রায় আর্থিক সম্পদ অর্থবছর ১৫-এর ২০১১.৫৮ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ৪৬৮.৭২ বিলিয়ন টাকা (শতকরা ২৩.৩০ ভাগ) বৃদ্ধি পেয়ে ২৪৮০.৩০ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে।

১৪.১৩ বিভিন্ন উপায়ে সরকারকে প্রদত্ত ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে অর্থবছর ১৬-এ স্থানীয় মুদ্রায় আর্থিক

সম্পদ অর্থবছর ১৫-এর ২৩৬.৪৯ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ১০০.০১ বিলিয়ন টাকা (শতকরা ৪২.৩৩ ভাগ) বৃদ্ধি পেয়ে ৩৩৬.৫৯ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে।

১৪.১৪ অর্থবছর ১৬-এ ব্যাংকের অ-আর্থিক সম্পদ অর্থবছর ১৫-এর ৪৩.১১ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ০.৯৮ বিলিয়ন টাকা হ্রাস পেয়ে ৪২.৩১ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে।

দায়

১৪.১৫ আইএমএফ এর নিকট দায় বৃদ্ধির কারণে অর্থবছর ১৬-এ বৈদেশিক মুদ্রার আর্থিক দায় অর্থবছর ১৫-এর ৩১৬.৬৪ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ৬১.১৬ বিলিয়ন টাকা (শতকরা ১৯.৩২ ভাগ) বৃদ্ধি পেয়ে ৩৭৭.৮০ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে। মুদ্রা প্রচারণ বৃদ্ধি, স্বল্পমেয়াদি ধার এবং ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের স্থানীয় মুদ্রা বাংলাদেশ ব্যাংকে জমা বৃদ্ধির কারণে অর্থবছর ১৬-এ স্থানীয় মুদ্রায় আর্থিক দায় অর্থবছর ১৫-এর ১৮২৮.৭০ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ৫০৮.২৩ বিলিয়ন টাকা (শতকরা ২৭.৭৯ ভাগ) বৃদ্ধি পেয়ে ২৩৩৬.৯৩ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে।

প্রচারণকৃত নোট

১৪.১৬ অর্থবছর ১৬-এ মুদ্রার প্রচারণ অর্থবছর ১৫-এর ৯৭৩.৬৩ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ৩৩৩.৬৭ বিলিয়ন টাকা (শতকরা ৩৪.২৭ ভাগ) বৃদ্ধি পেয়ে ১৩০৭.৩০ বিলিয়ন টাকা হয়েছে। মুদ্রা প্রচারণজনিত দায়ের (১৩০৭.৩০ বিলিয়ন টাকা) বিপরীতে স্বর্ণ ও রৌপ্য ৭.২৮ বিলিয়ন টাকা, অনুমোদিত বৈদেশিক মুদ্রা ১২১০.০০ বিলিয়ন টাকা (বাংলাদেশের বাহিরে সংরক্ষিত), সরকারি সিকিউরিটিজ ৪৩.৬৫ বিলিয়ন টাকা, বাংলাদেশি মুদ্রা ৪.৫০ বিলিয়ন টাকা এবং অন্যান্য অভ্যন্তরীণ সম্পদ ২৯.৮৮ বিলিয়ন টাকার সংস্থান রাখা হয়েছে।

ইক্যুইটি (Equity)

১৪.১৭ ব্যাংকের মোট ইক্যুইটি অর্থবছর ১৬-এ পূর্ববর্তী অর্থবছরের ১৪৫.৮৪ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ১.৫৬ বিলিয়ন টাকা হ্রাস পেয়ে ১৪৪.২৮ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে। ব্যাংকের ইক্যুইটির বিবরণ নিম্নরূপ ঃ

ক. ব্যাংকের পরিশোধিত মূলধন ০.০৩ বিলিয়ন টাকায় অপরিবর্তিত রয়েছে।

খ. অর্থবছর ১৬-এ সংরক্ষিত মুনাফা অর্থবছর ১৫-এর ৯.৫৭ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ২.৭৯ বিলিয়ন টাকা হ্রাস পেয়ে ৬.৭৮ বিলিয়ন টাকা হয়েছে।

গ. অর্থবছর ১৬-এ পুনর্মূল্যায়ন সঞ্চিতি অর্থবছর ১৫-এর ৬৪.২০ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ১.২৯ বিলিয়ন টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ৬৫.৪৯ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে।

ঘ. অর্থবছর ১৬-এ কারেন্সি ফ্লাকচুয়েশন রিজার্ভ অর্থবছর ১৫-এর ২৬.৬৭ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ০.৮৬ বিলিয়ন টাকা হ্রাস পেয়ে ২৫.৮১ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে।

ঙ. অর্থবছর ১৬-এ বিধিবদ্ধ তহবিলসমূহের স্থিতি অর্থবছর ১৫-এর ১৫.৫৭ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ০.৫৫ বিলিয়ন টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ১৬.১২ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে।

চ. অর্থবছর ১৬-এ অ-বিধিবদ্ধ তহবিলের স্থিতি অর্থবছর ১৫-এর ১৪.২২ বিলিয়ন টাকা হতে হ্রাস পেয়ে ১৪.১৭ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে।

ছ. অন্যান্য তহবিল ১১.৩৪ বিলিয়ন টাকা হতে বৃদ্ধি পেয়ে ১১.৬৩ বিলিয়ন টাকায় উন্নীত হয়েছে।

জ. সাধারণ সঞ্চিতি ৪.২৫ বিলিয়ন টাকায় অপরিবর্তিত রয়েছে।

বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভ

১৪.১৮ অর্থবছর ১৬-এ বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ অর্থবছর ১৫-এর ১৯৪৬.৯৭ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ৪১৮.২২ বিলিয়ন টাকা (শতকরা ২১.৪৮ ভাগ) বৃদ্ধি পেয়ে ২৩৬৫.১৯ বিলিয়ন টাকায় উন্নীত হয়েছে।

সমন্বয়

১৪.১৯ আলোচ্য বছরে বাংলাদেশ ব্যাংকের শতভাগ মালিকানাধীন সাবসিডিয়ারি প্রতিষ্ঠান "দি সিকিউরিটি প্রিন্টিং করপোরেশন (বাংলাদেশ) লিঃ" (এসপিসিবিএল) এর হিসাব ব্যাংকের হিসাবের সাথে একীভূত করা হয়েছে।

নিরীক্ষক

১৪.২০ অর্থবছর ১৬-এ বাংলাদেশ ব্যাংকের আর্থিক বিবরণীসমূহ আন্তর্জাতিক নিরীক্ষা মানদণ্ড (আইএসএ) অনুযায়ী নিরীক্ষা প্রতিষ্ঠান রহমান রহমান হক এবং এ. কাসেম এন্ড কোম্পানি, বাংলাদেশ, চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস কর্তৃক নিরীক্ষিত হয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংক

প্রতিবেদন ও আর্থিক বিবরণী

৩০ জুন ২০১৬ তারিখে

সমাপ্ত বছরের

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রতি নিরীক্ষকদের প্রতিবেদন

আর্থিক বিবরণীর উপর প্রতিবেদন

আমরা এতদ্‌সঙ্গে সংযোজিত বাংলাদেশ ব্যাংক ("ব্যাংক") এবং এর সাবসিডিয়ারির ("গ্রুপ") ৩০ জুন ২০১৬ তারিখের পৃথক ও সমন্বিত স্থিতিপত্র (একত্রে একে "আর্থিক বিবরণী" নামে অভিহিত করা হয়েছে) সংশ্লিষ্ট সমাপ্ত বছরের আয়-ব্যয় বিবরণী, অন্যান্য সামগ্রিক আয় বিবরণী, ইক্যুইটি পরিবর্তনের বিবরণী ও নগদ তহবিল প্রবাহের বিবরণী এবং তাৎপর্যপূর্ণ হিসাব নীতিসমূহের টীকাসহ সকল সমন্বিত আর্থিক বিবরণী নিরীক্ষা করেছি।

আর্থিক বিবরণীর বিষয়ে পরিচালকমণ্ডলীর দায়দায়িত্ব

আন্তর্জাতিক ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং স্ট্যান্ডার্ড (আইএফআরএস) অনুযায়ী ব্যাংকের আর্থিক বিবরণীসমূহ প্রস্তুতকরণ ও তা স্বচ্ছভাবে উপস্থাপন এবং উক্ত আর্থিক বিবরণীসমূহ যাতে জালিয়াতি বা ভুলতথ্য মুক্ত থাকে এ রকম অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ রক্ষা করা ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব।

নিরীক্ষকদের দায়দায়িত্ব

গ্রুপের সমন্বিত আর্থিক বিবরণী ও ব্যাংকের আর্থিক বিবরণীর উপর নিরীক্ষাভিত্তিক অভিমত ব্যক্ত করাই আমাদের দায়িত্ব। আমরা আন্তর্জাতিক নিরীক্ষার মানদণ্ড অনুযায়ী আমাদের নিরীক্ষা পরিচালনা করেছি। উক্ত নিরীক্ষামান অনুযায়ী নৈতিকতার নিরিখে আমাদের এমনভাবে নিরীক্ষার কাজ পরিকল্পনা ও সম্পাদন করতে হয়েছে যাতে যুক্তিসঙ্গতভাবে গ্রুপের সমন্বিত আর্থিক বিবরণী ও ব্যাংকের আর্থিক বিবরণীসমূহ উল্লেখযোগ্য রকম ত্রুটিমুক্ত থাকে।

সমন্বিত আর্থিক বিবরণীতে প্রদর্শিত অর্থের পরিমাণ এবং টীকাসমূহ সংশ্লিষ্ট তথ্যপ্রমাণাদি সংগ্রহ নিরীক্ষা কার্যের অন্তর্ভুক্ত। আর্থিক বিবরণীতে জালিয়াতি ও ভুল হতে উদ্ভূত ভ্রান্ত বিবৃতি থাকার বিষয়ে ঝুঁকি নির্ণয়ের ক্ষেত্রে প্রক্রিয়া নির্বাচন আমাদের বিবেচনাধীন, যার মধ্যে গ্রুপের সমন্বিত আর্থিক বিবরণী ও ব্যাংকের আর্থিক বিবরণীর উল্লেখযোগ্য রকমের ভুল-ত্রুটিসমূহের (ইচ্ছাকৃত বা ভুলবশত যা হোক) ঝুঁকি পরিমাপ অন্তর্ভুক্ত। এ ঝুঁকি পরিমাপের জন্যে আমরা গ্রুপের সমন্বিত আর্থিক বিবরণীসমূহ এবং ব্যাংকের আর্থিক বিবরণীসমূহ তৈরি ও স্বচ্ছ উপস্থাপন-সংশ্লিষ্ট অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বিবেচনা করে থাকি যা কি না নিরীক্ষা প্রক্রিয়া নির্ধারণের লক্ষ্যে (যা সময়োপযোগী) কিন্তু এটা প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার কার্যকারিতার উপর মতামত প্রদানের উদ্দেশ্যে করা হয় না। প্রকৃতপক্ষে ব্যবহৃত হিসাবরক্ষণ নীতিমালার যথার্থতা মূল্যায়ন এবং ব্যবস্থাপনা কর্তৃক হিসাব মূল্যায়নের যৌক্তিকতা নির্ণয় সে সাথে গ্রুপের সমন্বিত আর্থিক বিবরণীসমূহ ও ব্যাংকের আর্থিক বিবরণীসমূহ সার্বিক উপস্থাপনের মূল্যায়ন নিরীক্ষা কার্যের অন্তর্ভুক্ত।

আমরা বিশ্বাস করি যে, নিরীক্ষা মতামত প্রদানের জন্য আমরা যে সকল নিরীক্ষা প্রমাণাদি সংগ্রহ করেছি, তা আমাদের নিরীক্ষা মতামতের জন্য একটি ভিত্তি হিসেবে পর্যাপ্ত এবং যথাযথ।

মতামত

আমাদের মতে, বাংলাদেশ ব্যাংকের ৩০ জুন ২০১৬ তারিখে গ্রুপের সমন্বিত আর্থিক বিবরণী ও ব্যাংকের আর্থিক বিবরণী সার্বিক বিবেচনায় গ্রুপ ও ব্যাংকের আর্থিক ফলাফল স্বচ্ছভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে এবং প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ফলাফল ও নগদ তহবিলের প্রবাহ আন্তর্জাতিক ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী উপস্থাপন করা হয়েছে।

রহমান রহমান হক
চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস, বাংলাদেশ

এ. কাসেম এন্ড কোং
চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস, বাংলাদেশ

৩০ আগস্ট ২০১৬

বাংলাদেশ ব্যাংক
৩০ জুন ২০১৬ তারিখে সমন্বিত আর্থিক অবস্থার বিবরণী

	নোটসমূহ	২০১৬ '০০০ টাকায়	২০১৫ '০০০ টাকায়
সম্পদ			
বৈদেশিক মুদ্রায় আর্থিক সম্পদ			
বৈদেশিক মুদ্রা হিসাব	৪	৪৫০১৭৪৯৭	২১,০১৫,৮৬০
বৈদেশিক বিনিয়োগ	৫	২০৩৪৬৭৪৪১৭	১,৬৮৪,৩৯৩,২৫৮
আইএমএফ সংশ্লিষ্ট সম্পদ	৬.০১	২০৮৯৪৯৯২৪	১৩১,১৪৮,১৮৫
স্বর্ণ এবং রৌপ্য	৭	৭২৭৮৮৮৯	৬,৪১৪,৬৬৩
স্বর্ণ লেনদেনজনিত দাবি	৮	৩৮৮৪৯৩৫০	৩৪,১৮১,০৮২
ব্যাংককে বৈদেশিক মুদ্রায় প্রদত্ত ঋণ	৯	১৩২২৩৪৩২৪	১২৭,৭৪২,০৮৫
অন্যান্য বৈদেশিক সম্পদ	১০	১৩২৯২২০৭	৬,৬৮০,৪৬৫
মোট-বৈদেশিক মুদ্রায় আর্থিক সম্পদ		**২,৪৮০,২৯৬,৬০৮**	**২,০১১,৫৭৫,৫৯৮**
স্থানীয় মুদ্রায় আর্থিক সম্পদ			
নগদ ও নগদ সমতুল্য	১১	১৬,৬৮৪,৬১৮	১৪,৪৮৩,৯৮৭
রিভার্স রিপো	১২	৮,৪৮০,০০০	-
সরকারকে প্রদত্ত ঋণ	১৩	১৯৯,১০৯,১৭৯	১১২,২৮৯,৫৮৫
স্থানীয় মুদ্রায় বিনিয়োগ	১৪	৫,৩৬১,৩৯২	৬,২৬৯,০৮৬
স্থানীয় মুদ্রায় ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও কর্মচারীদের প্রদত্ত ঋণ	১৫	১০৫,৫৯৩,০৬৮	১০৭,০৪০,২১২
স্থানীয় মুদ্রায় অন্যান্য আর্থিক সম্পদ	১৬	৩,৭৯৪,১৪৭	৫৩১,৬৪৮
মোট-স্থানীয় মুদ্রায় আর্থিক সম্পদ		**৩৩৯,০২২,৪০৪**	**২৪০,৬১৪,৫১৮**
মোট আর্থিক সম্পদ		**২,৮১৯,৩১৯,০১২**	**২,২৫২,১৯০,১১৬**
অ-আর্থিক সম্পদ			
সম্পদ, স্থাপনা এবং সরঞ্জামাদি	১৭	৪৮,৮৭৭,৪৬৭	৪৬,১৫০,৪২৮
অস্পর্শনীয় সম্পদ	১৮	৩১০,৯৮৬	৪৪৫,১৭৯
অন্যান্য অ-আর্থিক সম্পদ	১৯	৮,০৪৯,৬৪৩	৯,১৩৭,৮৭৮
মোট-অ-আর্থিক সম্পদ		**৫৭,২৩৮,০৯৬**	**৫৫,৭৩৩,৪৮৫**
মোট সম্পদ		**২,৮৭৬,৫৫৭,১০৮**	**২,৩০৭,৯২৩,৬০১**
দায়সমূহ এবং ইক্যুইটি			
দায়সমূহ			
বৈদেশিক মুদ্রায় আর্থিক দায়			
ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের জমা	২০	১৪৭,৬৩৫,৩৯৯	১৪৯,১৫৯,৯৩২
আইএমএফ সংশ্লিষ্ট দায়	৬.০২	২৩০,১৬৭,৫৬৬	১৬৭,৪৭৫,৮৭৪
মোট-বৈদেশিক মুদ্রায় আর্থিক দায়		**৩৭৭,৮০২,৯৬৫**	**৩১৬,৬৩৫,৮০৬**
স্থানীয় মুদ্রায় আর্থিক দায়			
প্রচারণকৃত নোট	২১	১,৩০৭,৩০৩,৭১৮	৯৭৩,৬৩৩,৪৪৯
স্থানীয় মুদ্রায় ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের জমা	২২	৬০৮,৯৩৭,৪০৭	৫০৩,০১৭,২৭৪
স্বল্পমেয়াদি দেনা	২৩	২৬৩,৪০১,৪০২	১৮০,৭২১,৯৯৫
স্থানীয় মুদ্রায় অন্যান্য আর্থিক দায়	২৪	১৫৯,২০২,৭০৮	১৭৩,৮৮১,২৪৭
মোট-স্থানীয় মুদ্রায় আর্থিক দায়		**২,৩৩৮,৮৪৫,২৩৫**	**১,৮৩১,২৫৩,৯৬৫**
মোট দায়		**২,৭১৬,৬৪৮,২০০**	**২,১৪৭,৮৮৯,৭৭১**
ইক্যুইটি			
মূলধন	২৫	৩০,০০০	৩০,০০০
আ-বণ্টিত মুনাফা	৩২	১৫,৭৫৯,৬০৯	১৭,২১০,৯৪৮
পুনর্মূল্যায়ন সঞ্চিতি	২৬	৭১,৪৯২,২০৮	৭০,২০৪,২৪৮
মুদ্রার বিনিময় হার তারতম্যজনিত সঞ্চিতি	২৭	২৫,৮১২,১৯৯	২৬,৬৬৩,৯৪৪
বিধিবদ্ধ তহবিল	২৮	১৬,১১৭,০৪৬	১৫,৫৬৭,০৪৬
অবিধিবদ্ধ তহবিল	২৯	১৪,১৬৭,১৭০	১৪,২১৯,৪৬৮
অন্যান্য সঞ্চিতি	৩০	১১,৬৩০,১৭৬	১১,৩৩৭,৬৭৬
সাধারণ সঞ্চিতি	৩১	৪,৯০০,৫০০	৪,৮০০,৫০০
মোট-ইক্যুইটি		**১৫৯,৯০৮,৯০৮**	**১৬০,০৩৩,৮২৯**
মোট দায় এবং ইক্যুইটি		**২,৮৭৬,৫৫৭,১০৮**	**২,৩০৭,৯২৩,৬০১**

সংযোজিত নোট ১ হতে ৪৯ এই আর্থিক বিবরণীর অবিচ্ছেদ্য অংশ।

মোঃ জাকের হোসেন মহাব্যবস্থাপক (চলতি দায়িত্বে) একাউন্টস এন্ড বাজেটিং ডিপার্টমেন্ট	আবু হেনা মোহাঃ রাজী হাসান ডেপুটি গভর্নর	ফজলে কবির গভর্নর

বাংলাদেশ ব্যাংক

৩০ জুন ২০১৬ তারিখে আর্থিক অবস্থার পৃথক বিবরণী

সম্পদ	নোটসমূহ	২০১৬ '০০০ টাকায়	২০১৫ '০০০ টাকায়
বৈদেশিক মুদ্রায় আর্থিক সম্পদ			
বৈদেশিক মুদ্রা হিসাব	৪	৪৫,০১৭,৪৯৭	২১,০১৫,৮৬০
বৈদেশিক বিনিয়োগ	৫	২,০৩৪,৬৭৪,৪১৭	১,৬৮৪,৩৯৩,২৫৮
আইএমএফ সংশ্লিষ্ট সম্পদ	৬.০১	২০৮,৯৪৯,৯২৪	১৩১,১৪৮,১৮৫
স্বর্ণ এবং রৌপ্য	৭	৭,২৭৮,৮৮৯	৬,৪১৪,৬৬৩
স্বর্ণ লেনদেনজনিত দাবি	৮	৩৮,৮৪৯,৩৫০	৩৪,১৮১,০৮২
ব্যাংককে বৈদেশিক মুদ্রায় প্রদত্ত ঋণ	৯	১৩২,২৩৪,৩২৪	১২৭,৭৪২,০৮৫
অন্যান্য বৈদেশিক সম্পদ	১০	১৩,২৯২,২০৭	৬,৬৮০,৪৬৫
মোট-বৈদেশিক মুদ্রায় আর্থিক সম্পদ		**২,৪৮০,২৯৬,৬০৮**	**২,০১১,৫৭৫,৫৯৮**
স্থানীয় মুদ্রায় আর্থিক সম্পদ			
নগদ ও নগদ সমতুল্য	১১.০১	৪,৫১৪,১২২	৩২১,৭০৬
রিভার্স রিপো	১২	৮,৪৮০,০০০	-
সরকারকে প্রদত্ত ঋণ	১৩	১৯৯,১০৯,১৭৯	১১২,২৮৯,৫৮৫
স্থানীয় মুদ্রায় বিনিয়োগ	১৪.০১	১৬,৭১৫,০০০	১৭,৭৯৫,০০০
স্থানীয় মুদ্রায় ব্যাংক,আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও কর্মচারীদের প্রদত্ত ঋণ	১৫.০১	১০৪,৩৩৭,০৫২	১০৫,৯১৩,৪৮৭
স্থানীয় মুদ্রায় অন্যান্য আর্থিক সম্পদ	১৬.০১	৩,৪৩২,৩৬১	১৬৯,২৮৩
মোট-স্থানীয় মুদ্রায় আর্থিক সম্পদ		**৩৩৬,৫৮৭,৭১৪**	**২৩৬,৪৮৯,০৬১**
মোট আর্থিক সম্পদ		**২,৮১৬,৮৮৪,৩২২**	**২,২৪৮,০৬৪,৬৫৯**
অ-আর্থিক সম্পদ			
সম্পদ, স্থাপনা এবং সরঞ্জামাদি	১৭.০১	৩৮,২৭৭,৯৬১	৩৮,৫০৮,৫১৫
অস্পর্শনীয় সম্পদ	১৮	৩১০,৯৮৬	৪৪৫,১৭৯
অন্যান্য অ-আর্থিক সম্পদ	১৯.০১	৩,৫৪৫,১৪৩	৪,১৫৮,৫৮১
মোট- অ-আর্থিক সম্পদ		**৪২,১৩৪,০৯০**	**৪৩,১১২,২৭৫**
মোট সম্পদ		**২,৮৫৯,০১৮,৪১২**	**২,২৯১,১৭৬,৯৩৪**
দায়সমূহ এবং ইক্যুইটি			
দায়সমূহ			
বৈদেশিক মুদ্রায় আর্থিক দায়			
ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের জমা	২০	১৪৭,৬৩৫,৩৯৯	১৪৯,১৫৯,৯৩২
আইএমএফ সংশ্লিষ্ট দায়	৬.০২	২৩০,১৬৭,৫৬৬	১৬৭,৪৭৫,৮৭৪
মোট-বৈদেশিক মুদ্রায় আর্থিক দায়		**৩৭৭,৮০২,৯৬৫**	**৩১৬,৬৩৫,৮০৬**
স্থানীয় মুদ্রায় আর্থিক দায়			
প্রচারণকৃত নোট	২১	১,৩০৭,৩০৩,৭১৮	৯৭৩,৬৩৩,৪৪৯
স্থানীয় মুদ্রায় ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের জমা	২২	৬০৮,৯৩৭,৪০৭	৫০৩,০১৭,২৭৪
স্বল্পমেয়াদি দেনা	২৩	২৬৩,৪০১,৪০২	১৮০,৭২১,৯৯৫
স্থানীয় মুদ্রায় অন্যান্য আর্থিক দায়	২৪.০১	১৫৭,২৯১,২১২	১৭১,৩২৭,০৯৪
মোট-স্থানীয় মুদ্রায় আর্থিক দায়		**২,৩৩৬,৯৩৩,৭৩৯**	**১,৮২৮,৬৯৯,৮১২**
মোট দায়		**২,৭১৪,৭৩৬,৭০৪**	**২,১৪৫,৩৩৫,৬১৮**
ইক্যুইটি			
মূলধন	২৫	৩০,০০০	৩০,০০০
আ-বণ্টিত মুনাফা	৩২.০১	৬,৭৮২,৫৭৯	৯,৫৬৮,৬০৪
পুনর্মূল্যায়ন সঞ্চিতি	২৬.০১	৬৫,৪৯২,০৩৮	৬৪,২০৪,০৭৮
মুদ্রার বিনিময় হার তারতম্যজনিত সঞ্চিতি	২৭	২৫,৮১২,১৯৯	২৬,৬৬৩,৯৪৪
বিধিবদ্ধ তহবিল	২৮	১৬,১১৭,০৪৬	১৫,৫৬৭,০৪৬
অবিধিবদ্ধ তহবিল	২৯	১৪,১৬৭,১৭০	১৪,২১৯,৪৬৮
অন্যান্য সঞ্চিতি	৩০	১১,৬৩০,১৭৬	১১,৩৩৭,৬৭৬
সাধারণ সঞ্চিতি	৩১.০১	৪,২৫০,৫০০	৪,২৫০,৫০০
মোট-ইক্যুইটি		**১৪৪,২৮১,৭০৮**	**১৪৫,৮৪১,৩১৬**
মোট দায় এবং ইক্যুইটি		**২,৮৫৯,০১৮,৪১২**	**২,২৯১,১৭৬,৯৩৪**

সংযোজিত নোট ১ হতে ৪৯ এই আর্থিক বিবরণীর অবিচ্ছেদ্য অংশ।

মোঃ জাকের হোসেন মহাব্যবস্থাপক (চলতি দায়িত্বে) একাউন্টস এন্ড বাজেটিং ডিপার্টমেন্ট	আবু হেনা মোহাঃ রাজী হাসান ডেপুটি গভর্নর	ফজলে কবির গভর্নর

বাংলাদেশ ব্যাংক
৩০ জুন ২০১৬ তারিখে সমাপ্ত বছরের সমন্বিত সামগ্রিক আয়ের বিবরণী

আয়	নোটসমূহ	২০১৬ '০০০ টাকায়	২০১৫ '০০০ টাকায়
বৈদেশিক মুদ্রার আর্থিক সম্পদ হতে আয়			
সুদ আয়	৩৩	১৭,৪৫৪,৮৫৩	১১,৯২৫,০৬৩
কমিশন এবং বাট্টা	৩৪	১,৫১৩,৯১৭	৩৩৩,৫৯৩
মোট-বৈদেশিক মুদ্রার আর্থিক সম্পদ হতে আয়		**১৮,৯৬৮,৭৭০**	**১২,২৫৮,৬৫৬**
স্থানীয় মুদ্রার আর্থিক সম্পদ হতে আয়			
সুদ আয়	৩৬	১০,৮৫৫,১২৬	১৫,০৪৩,০৩৪
কমিশন এবং বাট্টা	৩৭	৭৮৭,৯৯৬	১,৩৮২,৪৬৯
সাবসিডিয়ারি কর্তৃক অন্য প্রতিষ্ঠানের নিকট বিক্রয়		১,৯৬৯,৬২০	১,৯৩১,২৩৭
বিবিধ আয়		৫,৪৭৫,৪৩০	৩৪৭,৬০৬
মোট-স্থানীয় মুদ্রার আর্থিক সম্পদ হতে আয়		**১৯,০৮৮,১৭২**	**১৮,৭০৪,৩৪৬**
মোট আয়		**৩৮,০৫৬,৯৪২**	**৩০,৯৬৩,০০২**
ব্যয়সমূহ			
বৈদেশিক মুদ্রায় আর্থিক দায়ের ব্যয়			
সুদ ব্যয়	৩৫	(৩১৮,৭৫৩)	(১৬৩,৫৬৩)
কমিশন এবং অন্যান্য ব্যয়		(২১৯,১৬৯)	(২৫৬,১৫০)
মোট ব্যয়- বৈদেশিক মুদ্রায় আর্থিক দায় বাবদ		**(৫৩৭,৯২২)**	**(৪১৯,৭১৩)**
স্থানীয় মুদ্রার আর্থিক দায়ের ব্যয়			
সুদ ব্যয়	৩৯	(৮,০১৯,৫৩৮)	(১,৮৭৩,৫৮৮)
কমিশন এবং অন্যান্য ব্যয়	৪০	(৩,৯১৭,৬৫৪)	(৩,১৫৩,০০৯)
মোট ব্যয়- -স্থানীয় মুদ্রায় আর্থিক দায় বাবদ		**(১১,৯৩৭,১৯২)**	**৫,০২৬,৫৯৭**
অন্যান্য ব্যয়			
সাধারণ এবং প্রশাসনিক ব্যয়	৪১	(১৬,৪২২,০৬৪)	(১৪,২৬৭,৯২৭)
মোট-অন্যান্য ব্যয়		**(১৬,৪২২,০৬৪)**	**(১৪,২৬৭,৯২৭)**
মোট-ব্যয়সমূহ		**(২৮,৮৯৭,১৭৮)**	**(১৯,৭১৪,২৩৭)**
বৈদেশিক মুদ্রা পুনর্মূল্যায়নজনিত আয়/(ক্ষতি) - অউসুলকৃত		(৫,৩৪৩,১৬৯)	(৩৬,৫২১,৩৩৪)
বৈদেশিক মুদ্রা পুনর্মূল্যায়নজনিত আয় - উসুলকৃত		(৮৫১,৭৪৪)	(৯৬,২৯২)
আর্থিক বছরের লাভ/(ক্ষতি)		**২,৯৬৪,৮৫১**	**(২৫,৩৬৮,৮৬১)**
দফাসমূহ- যা লাভ-ক্ষতি হিসাবে পুনঃশ্রেণিকৃত হতে পারে			
অন্যান্য সমন্বিত আয়			
স্বর্ণ পুনর্মূল্যায়নজনিত আয়/(ক্ষতি)		৫,৫১৩,৪৩৭	(৪,৮২৩,৮২৪)
রৌপ্য পুনর্মূল্যায়নজনিত আয়/(ক্ষতি)		১৯,০৫৭	(৭৪,৮০৭)
আর্থিক হাতিয়ারসমূহের পুনর্মূল্যায়নজনিত আয়/(ক্ষতি)		২,০৪৯,০২৩	৪,৫০৭,৫৯৯
মোট-অন্যান্য সমন্বিত আয়/(ক্ষতি)		**৭,৫৮১,৫১৭**	**(৩৯১,০৩২)**
মোট-সমন্বিত আয়/(ক্ষতি) সমগ্র আর্থিক বছরের		**১০,৫৪৬,৩৬৮**	**(২৫,৭৫৯,৮৯৩)**

সংযোজিত নোট ১ হতে ৪৯ এই আর্থিক বিবরণীর অবিচ্ছেদ্য অংশ।

মোঃ জাকের হোসেন মহাব্যবস্থাপক (চলতি দায়িত্বে) একাউন্টস এন্ড বাজেটিং ডিপার্টমেন্ট	আবু হেনা মোহাঃ রাজী হাসান ডেপুটি গভর্নর	ফজলে কবির গভর্নর

বাংলাদেশ ব্যাংক

৩০ জুন ২০১৬ তারিখে সমাপ্ত বছরের সামগ্রিক আয়ের পৃথক বিবরণী

সম্পদ	নোটসমূহ	২০১৬ '০০০ টাকায়	২০১৫ '০০০ টাকায়
বৈদেশিক মুদ্রার আর্থিক সম্পদ হতে আয়			
সুদ আয়	৩৩	১৭,৪৫৪,৮৫৩	১১,৯২৫,০৬৩
কমিশন এবং বাট্টা	৩৪	১,৫১৩,৯১৭	৩৩৩,৫৯৩
মোট-বৈদেশিক মুদ্রার আর্থিক সম্পদ হতে আয়		**১৮,৯৬৮,৭৭০**	**১২,২৫৮,৬৫৬**
স্থানীয় মুদ্রার আর্থিক সম্পদ হতে আয়			
সুদ আয়	৩৬.০১	৯,৬৯৮,৫২৯	১৪,০৮৪,৮০৩
কমিশন এবং বাট্টা	৩৭	৭৮৭,৯৯৬	১,৩৮২,৪৬৯
সাবসিডিয়ারি কর্তৃক অন্য প্রতিষ্ঠানের নিকট বিক্রয়		১২০,০০০	২৫,০০০
বিবিধ আয়	৩৮	৫,৪৪৬,৪৯০	৩২৩,৮৩৬
মোট-স্থানীয় মুদ্রার আর্থিক সম্পদ হতে আয়		**১৬,০৫৩,০১৫**	**১৫,৮১৬,১০৮**
মোট আয়		**৩৫,০২১,৭৮৫**	**২৮,০৭৪,৭৬৪**
ব্যয়সমূহ			
বৈদেশিক মুদ্রায় আর্থিক দায়ের ব্যয়			
সুদ ব্যয়	৩৫	(৩১৮,৭৫৩)	(১৬৩,৫৬৩)
কমিশন এবং অন্যান্য ব্যয়		(২১৯,১৬৯)	(২৫৬,১৫০)
মোট- বৈদেশিক মুদ্রায় আর্থিক দায়জনিত ব্যয়		**(৫৩৭,৯২২)**	**(৪১৯,৭১৩)**
স্থানীয় মুদ্রার আর্থিক দায়ের ব্যয়			
সুদ ব্যয়	৩৯	(৮,০১৯,৫৩৮)	(১,৮৭৩,৫৮৮)
কমিশন এবং অন্যান্য ব্যয়	৪০	(৩,৯১৭,৬৫৪)	(৩,১৫৩,০০৯)
মোট-স্থানীয় মুদ্রার আর্থিক দায়ের ব্যয়		**(১১,৯৩৭,১৯২)**	**(৫,০২৬,৫৯৭)**
অন্যান্য ব্যয়			
নোট মুদ্রণজনিত ব্যয়		(৩,৩১৮,৬৪৭)	(৩,৮১৭,২৮৯)
সাধারণ এবং প্রশাসনিক খরচ	৪১.০১	(১১,৫০২,৯৪৬)	(৮,৪২৩,২৪৭)
মোট-অন্যান্য ব্যয়		**(১০,৯২৮,২৯৭)**	**(১২,২৪০,৫৩৬)**
মোট ব্যয়		**(২৭,২৯৬,৭০৭)**	**(১৭,৬৮৬,৮৪৬)**
বৈদেশিক মুদ্রা পুনর্মূল্যায়নজনিত আয়/(ক্ষতি) - অউসুলকৃত		(৫,৩৪৩,১৬৯)	(৩৬,৫২১,৩৩৪)
বৈদেশিক মুদ্রা পুনর্মূল্যায়নজনিত আয় - উসুলকৃত		(৮৫১,৭৪৪)	(৯৬,২৯২)
আর্থিক বছরের লাভ/(ক্ষতি)		১,৫৩০,১৬৫	(২৬,২২৯,৭০৮)
দফাসমূহ- যা লাভ-ক্ষতি হিসাবে পুনঃশ্রেণিকৃত হতে পারে			
অন্যান্য সমন্বিত আয়			
স্বর্ণ পুনর্মূল্যায়নজনিত আয়/(ক্ষতি)		৫,৫১৩,৪৩৭	(৪,৮২৩,৮২৪)
রৌপ্য পুনর্মূল্যায়নজনিত আয়/(ক্ষতি)		১৯,০৫৭	(৭৪,৮০৭)
আর্থিক হাতিয়ারসমূহের পুনর্মূল্যায়নজনিত আয়/(ক্ষতি)		২,০৪৯,০২৩	৪,৫০৭,৫৯৯
মোট-অন্যান্য সমন্বিত (ক্ষতি)/আয়		**৭,৫৮১,৫১৭**	**(৩৯১,০৩২)**
মোট-সমন্বিত (ক্ষতি)/আয় সমগ্র আর্থিক বছরের		**৯,১১১,৬৮২**	**(২৬,৬২০,৭৪০)**

সংযোজিত নোট ১ হতে ৪৯ এই আর্থিক বিবরণীর অবিচ্ছেদ্য অংশ।

মোঃ জাকের হোসেন মহাব্যবস্থাপক (চলতি দায়িত্বে) একাউন্টস এন্ড বাজেটিং ডিপার্টমেন্ট	আবু হেনা মোহাঃ রাজী হাসান ডেপুটি গভর্নর	ফজলে কবির গভর্নর

বাংলাদেশ ব্যাংক
৩০ জুন ২০১৬ তারিখে সমাপ্ত বছরের ইক্যুইটি পরিবর্তনের সমন্বিত বিবরণী

'০০০ টাকায়

বিবরণ	অবন্টনযোগ্য											বন্টনযোগ্য	ইক্যুইটি
	মূলধন	পুনর্মূল্যায়ন সঞ্চিতি				মুদ্রার তারতম্যজনিত সঞ্চিতি	বিধিবদ্ধ তহবিল	অবিধিবদ্ধ তহবিল	অন্যান্য সঞ্চিতি		সাধারণ সঞ্চিতি	অবন্টিত মুনাফা	
		স্বর্ণ ও রৌপ্য	বৈদেশিক মুদ্রা হিসাব	আর্থিক হাতিয়ারসমূহ	সম্পত্তি, স্থাপনা ও যন্ত্রপাতি				সম্পদ নবায়ন ও পুনঃস্থাপন সঞ্চিতি	সুদ সঞ্চিতি			
১ জুলাই ২০১৪ তারিখে স্থিতি	৩০,০০০	**১৫,৫৫০,৬৪১**	**৫১,০৯১,৫২৯**	-	**৪০,৪৭৪,৪৪৩**	**২৬,৭৬০,২৩৬**	**১৫,০১৭,০৪৬**	**১৪,২২২,৪৫২**	**৩,০৩৪,৪৮৬**	**৮,১২৮,৫৭৪**	**৪,৭০০,৫০০**	**২২,৫২৫,৩২৭**	**২০১,৫৩৫,২৩৩**
সরকার থেকে প্রাপ্য এর বিপরীতে সমন্বয়	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(১৬,০৫০)	(১৬,০৫০)
প্রদত্ত লভ্যাংশ ২০১৩-২০১৪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(১৫,৬২৭,৭৮১)	(১৫,৬২৭,৭৮১)
মোট-সমন্বিত আয়/(ক্ষতি) সমগ্র আর্থিক বছরের	-	(৪,৮৯৮,৬৩০)	(৩৬,৫২১,৩৩৪)	৪,৫০৭,৫৯৯		(৯৬,২৯২)		-	-	-	-	১১,২৪৮,৭৬৬	(২৫,৭৫৯,৮৯৩)
তহবিলসমূহের যথোপযুক্ত ব্যবহার *	-	-	-	-	-	-	-	(১০২,৯৮৪)	-	-	-	-	(১০২,৯৮৪)
পূর্ববর্তী বছরের সমন্বয় **	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	৫,৩০৩	৫,৩০৩
অন্যান্য তহবিলে মুনাফার বন্টন	-	-	-	-	-	-	৫৫০,০০০	১০০,০০০	২৯১,৫০০	(১১৬,৮৮৩)	-	(৮২৪,৬১৭)	০
সাধারণ সঞ্চিতি হিসাবে স্থানান্তর	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	(১০০,০০০)	০
৩০ জুন ২০১৫ তারিখে স্থিতি	৩০,০০০	**১০,৬৫২,০১১**	**১৪,৫৭০,১৯৬**	**৪,৫০৭,৫৯৯**	**৪০,৪৭৪,৪৪৩**	**২৬,৬৬৩,৯৪৪**	**১৫,৫৬৭,০৪৬**	**১৪,২১৯,৪৬৮**	**৩,৩২৫,৯৮৫**	**৮,০১১,৬৯১**	**৪,৮০০,৫০০**	**১৭,২১০,৯৪৮**	**১৬০,০৩৩,৮৩০**
প্রদত্ত লভ্যাংশ ২০১৪-২০১৫	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	(৯,৫৬৮,৬০৩)	(৯,৫৬৮,৬০৩)
বছরের মোট সমন্বিত আয়	-	৫,৫৩২,৪৯৪	(৫,৩৪৩,১৬৯)	২,০৪৯,০২৩		৮৫১,৭৪৪	-	-	-	-	-	৯,১৫৯,৭৬৪	১০,৫৪৬,৩৬৮
তহবিলসমূহের যথোপযুক্ত ব্যবহার	-			-		-	-	(১৫২,২৯৮)	-	-	-	-	(১৫২,২৯৮)
পুনর্মূল্যায়নের বিপরীতে সমন্বয়	-	-	-	(৯৫০,৩৮৯)		-	-	-	-	-	-	-	(৯৫০,৩৮৯)
অন্যান্য তহবিলে মুনাফার আবন্টন	-	-	-	-		-	৫৫০,০০০	১০০,০০০	২৯২,৫০০	-	১০০,০০০	(১,০৪২,৫০০)	-
৩০ জুন ২০১৬ তারিখে স্থিতি	৩০,০০০	**১৬,১৮৪,৫০৫**	**৯,২২৭,০২৬**	**৫,৬০৬,২৩৩**	**৪০,৪৭৪,৪৪৩**	**২৫,৮১২,২০০**	**১৬,১১৭,০৪৬**	**১৪,১৬৭,১৭০**	**৩,৬১৮,৪৮৫**	**৮,০১১,৬৯১**	**৪,৯০০,৫০০**	**১৫,৭৫৯,৬০৯**	**১৫৯,৯০৮,৯০৮**

* ২৯ নং নোট দেখা যেতে পারে।

** এই পরিমাণটি বিগত বছরে হিসাবভুক্ত না হওয়া সম্পদ, স্থাপনা এবং যন্ত্রপাতির বিক্রয় বাবদ আয় থেকে অর্জিত।

বাংলাদেশ ব্যাংক
৩০ জুন ২০১৬ তারিখে সমাপ্ত বছরের ইক্যুইটি পরিবর্তনের বিবরণী

'০০০ টাকায়

বিবরণ	অবন্টনযোগ্য											বন্টনযোগ্য	ইক্যুইটি
	মূলধন	পুনর্মূল্যায়ন সঞ্চিতি				মুদ্রার তারতম্যজনিত সঞ্চিতি	বিধিবদ্ধ তহবিল	অবিধিবদ্ধ তহবিল	অন্যান্য সঞ্চিতি		সাধারণ সঞ্চিতি	অবন্টিত মুনাফা	
		স্বর্ণ ও রৌপ্য	বৈদেশিক মুদ্রা হিসাব	আর্থিক হাতিয়ারসমূহ	সম্পত্তি, স্থাপনা ও যন্ত্রপাতি				সম্পদ নবায়ন ও পুনঃস্থাপন সঞ্চিতি	সুদ সঞ্চিতি			
১ জুলাই ২০১৪ তারিখে স্থিতি	৩০,০০০	**১৫,৫৫০,৬৪১**	**৫১,০৯১,৫২৯**	-	**৩৪,৪৭৪,২৭৩**	**২৬,৭৬০,২৩৬**	**১৫,০১৭,০৪৬**	**১৪,২২২,৪৫২**	**৩,০৩৪,৪৮৫**	**৮,১২৮,৫৭৪**	**৪,২৫০,৫০০**	**১৫,৬৪৩,৮৩১**	**১৮৮২০৩৫৬৭**
সরকার থেকে প্রাপ্য এর বিপরীতে সমন্বয়	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(১৬,০৫০)	(১৬,০৫০)
প্রদত্ত লভ্যাংশ ২০১৩-২০১৪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(১৫,৬২৭,৭৮১)	(১৫,৬২৭,৭৮১)
মোট-সমন্বিত আয়/(ক্ষতি) সমগ্র আর্থিক বছরের	-	(৪,৮৯৮,৬৩০)	(৩৬,৫২১,৩৩৪)	৪,৫০৭,৫৯৯	-	(৯৬,২৯২)	-	-	-	-	-	১০,৩৮৭,৯১৮	(২৬,৬২০,৭৪০)
তহবিলসমূহের যথোপযুক্ত ব্যবহার *	-	-	-	-	-	-	-	(১০২,৯৮৪)	-	-	-	-	(১০২,৯৮৪)
পূর্ববর্তী বছরের সমন্বয় **	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	৫,৩০৩	৫,৩০৩
অন্যান্য তহবিলে মুনাফার বন্টন	-	-	-	-	-	-	৫৫০,০০০	১০০,০০০	২৯১,৫০০	(১১৬,৮৮৩)	-	(৮২৪,৬১৭)	-
৩০ জুন ২০১৫ তারিখে স্থিতি	৩০,০০০	১০,৬৫২,০১১	১৪,৫৭০,১৯৫	৪,৫০৭,৫৯৯	৩৪,৪৭৪,২৭৩	২৬,৬৬৩,৯৪৪	১৫,৫৬৭,০৪৬	১৪,২১৯,৪৬৮	৩,৩২৫,৯৮৬	৮,০১১,৬৯১	৪,২৫০,৫০০	৯,৫৬৮,৬০৪	১৪৫,৮৪১,৩১৬
প্রদত্ত লভ্যাংশ ২০১৪-২০১৫	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(৯,৫৬৮,৬০৩)	(৯,৫৬৮,৬০৩)
বছরের মোট সমন্বিত আয়	-	৫,৫৩২,৪৯৪	(৫,৩৪৩,১৬৯)	২,০৪৯,০২৩	-	(৮৫১,৭৪৪)	-	-	-	-	-	৭,৭২৫,০৭৮	৯,১১১,৬৮২
তহবিলসমূহের যথোপযুক্ত ব্যবহার	-	-	-	-	-	-	-	(১৫২,২৯৮)	-	-	-	-	(১৫২,২৯৮)
পুনর্মূল্যায়নের বিপরীতে সমন্বয়	-	-	-	(৯৫০,৩৮৯)	-	-	-	-	-	-	-	-	(৯৫০,৩৮৯)
অন্যান্য তহবিলে মুনাফার আবন্টন	-	-	-	-	-	-	৫৫০,০০০	১০০,০০০	২৯২,৫০০	-	-	(৯৪২,৫০০)	-
৩০ জুন ২০১৬ তারিখে স্থিতি	৩০,০০০	১৬,১৮৪,৫০৫	৯,২২৭,০২৬	৫,৬০৬,২৩৩	৩৪,৪৭৪,২৭৩	২৫,৮১২,২০০	১৬,১১৭,০৪৬	১৪,১৬৭,১৭০	৩,৬১৮,৪৮৫	৮,০১১,৬৯১	৪,২৫০,৫০০	৬,৭৮২,৫৭৯	১৪৪,২৮১,৭০৮

* ২৯ নং নোট দেখা যেতে পারে।

** এ পরিমাণটি বিগত বছরে হিসাবভুক্ত না হওয়া সম্পদ, স্থাপনা এবং যন্ত্রপাতির বিক্রয় বাবদ আয় থেকে অর্জিত।

বাংলাদেশ ব্যাংক
৩০ জুন ২০১৬ তারিখে সমাপ্ত বছরের সমন্বিত নগদ প্রবাহ বিবরণী

	২০১৬ ০০০ টাকায়	২০১৫ ০০০ টাকায়
পরিচালন কার্যক্রম হতে নগদ প্রবাহ		
সুদ প্রাপ্তি	১৮,৬১৫,০৬৬	১৭,৩২০,০২১
সুদ প্রদান	(৮,৩১৮,২০৭)	(২,০৩৭,১৫০)
গ্রাহক থেকে প্রাপ্তি	১,৯৭১,৩৯১	১,৫১৫,৮২২
ফি, কমিশন ও অন্যান্য আয়	৭,৭৪৮,২৪৯	১,৮৭৩,২৮২
কমিশন ও বাট্টা প্রদান	(৪,১৩৬,৮২৩)	(৩,৪৫৬,১৯২)
কর্মচারী, সরবরাহকারী, সরকার ইত্যাদি প্রদান	(১৭,৯৭৬,১১৪)	(১২,৮৬৮,১৩৫)
ব্যাংক এবং কর্মচারীদের অগ্রিম প্রদান	১,৫৩৪,৬৮২	৩,৪৪৫,১২০
অন্যান্য সম্পদের (বৃদ্ধি)/হ্রাস	(৮,৯১১,৪৮২)	(৩৫৮,৪৭৫)
মুদ্রা প্রচারণ	৩৩৩,৬৭০,২৭০	১২৬,৪৬২,৮৪৯
অন্যান্য দায়ের বৃদ্ধি/(হ্রাস)	(১৫,১৩৮,৫৬৭)	(২১,৩৬৪,৪৮৩)
পরিচালন কার্যক্রম হতে নিট নগদ প্রবাহ	**৩০৯,০৫৮,৪৬৪**	**১১০,৫৩২,৬৫৯**
বিনিয়োগ কার্যক্রম হতে নগদ প্রবাহ		
বিনিয়োগ হতে আয়	৯,৬৫০,৫৭০	৬,৭৬৪,০৭০
বৈদেশিক ট্রেজারি বিল ও বন্ডে (বৃদ্ধি)/হ্রাস	(১,০৯২,৩৩৪)	(২৭৭,০৫৯,৫০৮)
অন্যান্য বিনিয়োগ (বৃদ্ধি)/হ্রাস	(৫,৪১৪,৩৭৮)	(২০,৮২৯,২০৩)
সরকারি সিকিউরিটিজ-এ বিনিয়োগ (বৃদ্ধি)/হ্রাস	(৮৬,৮১৯,৫৯৩)	৫৬,৫৬৯,১৫৫
বৈদেশিক মুদ্রায় বিনিয়োগ (বৃদ্ধি)/হ্রাস	(৬,১৯৪,৯১৩)	(৩৮,৫২৪,৮৪৫)
ঋণপত্রে বিনিয়োগ (বৃদ্ধি)/হ্রাস	৯০৭,৬৯৭	১,৯৫৮,১৩২
সম্পত্তি, স্থাপনা ও যন্ত্রপাতি ক্রয়	(৬৫৩,২৬১)	(৫৬৬,৬৮৬)
সম্পত্তি, স্থাপনা ও যন্ত্রপাতি বিক্রয়	৩,৫৪৯	২,৩৯৭
আইএমএফ এর সাথে দায়সমূহের নিষ্পত্তি	(১৫,১১০,০৫৮)	(৩,৫৩৬,০৩৬)
বিনিয়োগ কার্যক্রমে নিট নগদ বহিঃপ্রবাহ	**(১০৪,৭২২,৭২৩)**	**(২৭৫,২২২,৫২৩)**
আর্থিক কার্যক্রম হতে নগদ প্রবাহ		
সরকারকে লভ্যাংশ প্রদান	(৯,৫৬৮,৬০৩)	(১৫,৬২৭,৭৮১)
অর্থায়ন কার্যক্রমে নিট নগদ বহিঃপ্রবাহ	**(৯,৫৬৮,৬০৩)**	**(১৫,৬২৭,৭৮১)**
নগদ ও নগদ সমতুল্যের নিট বৃদ্ধি /(হ্রাস)	**১৯৪,৭৬৭,১৩৮**	**(১৮০,৩১৭,৬৪৫)**
১ জুলাই তারিখে নগদ ও সমতুল-নগদ	১৫২,২৮৮,২২১	৩৩২,৬০৫,৮৬৬
৩০ জুন তারিখে নগদ ও নগদ সমতুল	**৩৪৭,০৫৫,৩৫৯**	**১৫২,২৮৮,২২১**
নগদ ও নগদ সমতুল্যে অন্তর্ভুক্ত		
বৈদেশিক মুদ্রা হিসাব	৪৫,০১৭,৪৯৭	২১,০১৫,৮৬০
বৈদেশিক বিনিয়োগ (তিন মাস বা তার কম মেয়াদি)	১,২৯৬,৮২৭,৩৭৮	৯৪৯,৬৮৭,৫৭৬
ধাতব মুদ্রা ও কাগজী মুদ্রার স্থিতি	**১৬,৬৮৪,৬১৮**	**১৪,৪৮৩,৯৮৭**
রিভার্স রিপো	**৮,৪৮০,০০০**	**-**
ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের বৈদেশিক মুদ্রা জমা	**(১৪৭,৬১৫,৩২৫)**	**(১৪৯,১৫৯,৯৩২)**
স্বল্পমেয়াদি ঋণ	(২৬৩,৪০১,৪০২)	(১৮০,৭২১,৯৯৫)
ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জমা	**(৬০৮,৯৩৭,৪০৭)**	**(৫০৩,০১৭,২৭৪)**
মোট	**৩৪৭,০৫৫,৩৫৯**	**১৫২,২৮৮,২২১**

বাংলাদেশ ব্যাংক
৩০ জুন ২০১৬ তারিখে সমাপ্ত বছরের নগদ প্রবাহ বিবরণী

	২০১৬ '০০০ টাকায়	২০১৫ '০০০ টাকায়
পরিচালন কার্যক্রম হতে নগদ প্রবাহ		
সুদ প্রাপ্তি	১৮,৬১১,৩২০	১৬,৫০৮,৬২৩
সুদ প্রদান	(৮,৩১৮,২০৭)	(২,০৩৭,১৫০)
ফি, কমিশন ও অন্যান্য আয়	৭,৭৪৮,৪০৩	১,৮৫০,১২৪
কমিশন ও বাট্টা প্রদান	(৪,১৩৬,৮২৩)	(৩,৪৫৬,১৯২)
কর্মচারী এবং সরবরাহকারীদের প্রদান	(১৩,৫৬৪,১৮৮)	(১১,২৪৯,৪৫৮)
ব্যাংক এবং কর্মচারীদের অগ্রিম প্রদান	১,৬৬৩,৯৭২	৩,৪৯৫,২২৮
অন্যান্য সম্পদের (বৃদ্ধি)/হ্রাস	(৮,৯১১,৪৮২)	(৩৫৮,৪৭৫)
মুদ্রা প্রচারণ	৩৩৩,৬৭০,২৭০	১২৬,৪৬২,৮৪৯
অন্যান্য দায়ের বৃদ্ধি/(হ্রাস)	(১৫,১৩৮,৫৬৭)	(২১,৩৬৪,৪৮৩)
পরিচালন কার্যক্রম হতে নিট নগদ প্রবাহ	**৩১১,৬২৪,৬৯৭**	**১০৯,৮৫১,০৬৭**
বিনিয়োগ কার্যক্রম হতে নগদ প্রবাহ		
লভ্যাংশ প্রাপ্তি	১২০,০০০	২৫,০০০
বিনিয়োগ হতে আয়	৮,৬৯২,৮০২	৬,৭৬৪,০৭০
বৈদেশিক ট্রেজারি বিল ও বন্ডে (বৃদ্ধি)/হ্রাস	(১,০৯২,৩৩৪)	(২৭৭,০৫৯,৫০৮)
অন্যান্য বিনিয়োগ (বৃদ্ধি)/হ্রাস	(৫,৪১৪,৩৭৮)	(২০,৮২৯,২০৩)
সরকারি সিকিউরিটিজ-এ বিনিয়োগ (বৃদ্ধি)/হ্রাস	(৮৬,৮১৯,৫৯৩)	৫৬,৫৬৯,১৫৫
বৈদেশিক মুদ্রায় বিনিয়োগ (বৃদ্ধি)/হ্রাস	(৬,১৯৪,৯১৩)	(৩৮,৫২৪,৮৪৫)
ঋণপত্রে বিনিয়োগ (বৃদ্ধি)/হ্রাস	১,০৮০,০০০	(১০,৭৯০,০০০)
সম্পত্তি, স্থাপনা ও যন্ত্রপাতি ক্রয়	(৫৬২,০৯১)	(৫১৩,৪৪৪)
সম্পত্তি, স্থাপনা ও যন্ত্রপাতি বিক্রয়	৩৩৯৫	১,৭৮৪
আইএমএফ এর সাথে দায়সমূহের নিষ্পত্তি	(১৫,১১০,০৫৮)	(৩,৫৩৬,০৩৬)
বিনিয়োগ কার্যক্রমে নিট নগদ বহিঃপ্রবাহ	**(১০৫,২৯৭,১৭২)**	**(২৮৭,৮৯৩,০২৬)**
আর্থিক কার্যক্রম হতে নগদ প্রবাহ		
সরকারকে লভ্যাংশ প্রদান	(৯,৫৬৮,৬০৩)	(১৫,৬২৭,৭৮১)
আর্থিক কার্যক্রম হতে নিট নগদ প্রাপ্তি/(ব্যবহার)	(৯,৫৬৮,৬০৩)	(১৫,৬২৭,৭৮১)
নগদ ও নগদ সমতুল্যের নিট বৃদ্ধি /(হ্রাস)	১৯৬,৭৫৮,৯২২	(১৯৩,৬৬৯,৭৪১)
১ জুলাই তারিখে নগদ ও সমতুল-নগদ	১৩৮,১২৫,৯৪০	৩৩১,৭৯৫,৬৮২
৩০ জুন তারিখে নগদ ও সমতুল-নগদ	**৩৩৪,৮৮৪,৮৬২**	**১৩৮,১২৫,৯৪০**
নগদ ও নগদ সমতুল্যে অন্তর্ভুক্ত		
বৈদেশিক মুদ্রা হিসাব	৪৫,০১৭,৪৯৭	২১,০১৫,৮৬০
বৈদেশিক বিনিয়োগ (তিন মাস বা তার কম মেয়াদি)	১,২৯৬,৮২৭,৩৭৭	৯৪৯,৬৮৭,৫৭৬
ধাতব মুদ্রা ও কাগজী মুদ্রার স্থিতি	৪,৫১৪,১২২	৩২১,৭০৬
রিভার্স রিপো	৮,৪৮০,০০০	-
ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের বৈদেশিক মুদ্রা জমা	(১৪৭,৬১৫,৩২৫)	(১৪৯,১৫৯,৯৩২)
স্বল্পমেয়াদি ঋণ	(২৬৩,৪০১,৪০২)	(১৮০,৭২১,৯৯৫)
ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জমা	(৬০৮,৯৩৭,৪০৭)	(৫০৩,০১৭,২৭৪)
মোট	**৩৩৪,৮৮৪,৮৬২**	**১৩৮,১২৫,৯৪০**

বাংলাদেশ ব্যাংকঃ আর্থিক বিবরণীর নোটসমূহ
৩০ জুন ২০১৬ সমাপ্ত বছরের

১ প্রতিষ্ঠান পরিচিতি

বাংলাদেশ ব্যাংক ('ব্যাংক'), একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা, বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক, যা বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার, ১৯৭২ (১৯৭২ সালের পি.ও. নং ১২৭) এর আদেশবলে ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১ তারিখে প্রতিষ্ঠিত হয়। ব্যাংকটি বাংলাদেশের অভ্যন্তরে এবং ব্যাংকটির প্রধান কার্যালয় মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০ এ অবস্থিত।

ব্যাংকটির ১০টি শাখা আছে যেগুলোর অবস্থান নিম্নরূপঃ

অবস্থান	ঠিকানা
মতিঝিল অফিস	মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০
চট্টগ্রাম অফিস	নতুন/৬১৭, শহীদ সোহরাওয়ার্দী রোড, চট্টগ্রাম
রাজশাহী অফিস	নাটোর রোড, মাঝি হাটা, বোয়ালিয়া, রাজশাহী-৬০০০
বগুড়া অফিস	হোল্ডিং নং- ১৬৮৩, ঠনঠনিয়া, বগুড়া-৫৮০০
রংপুর অফিস	বাংলাদেশ ব্যাংক রংপুর অফিস, রংপুর-৫৪০০
খুলনা অফিস	১, রতন সেন রোড, খুলনা-৯১০০
বরিশাল অফিস	দীনবন্ধু সেন রোড, বরিশাল-৮২০০
সিলেট অফিস	ভিআইপি রোড, তালতলা, সিলেট-৩১০০
সদরঘাট অফিস	বাহাদুরশাহ্ রোড, সদরঘাট, ঢাকা-১০০০
ময়মনসিংহ অফিস	২৯ দুর্গাবাড়ি রোড, ময়মনসিংহ-২২০০

সারা দেশে নির্দিষ্ট সংখ্যক ট্রেজারি সম্পর্কিত কার্যাবলী বিষয়ে সোনালী ব্যাংক লিঃ এর সাথে বাংলাদেশ ব্যাংকের একটি স্বতন্ত্র এজেন্সি ব্যবস্থা চালু রয়েছে। উল্লেখিত এক্সক্লুসিভ এজেন্সি ব্যবস্থার অধীনে ২০১৬ সালের ৩০ জুন তারিখে সোনালী ব্যাংক লিঃ এর ৫৯৩টি শাখা প্রাত্যহিক রাজস্ব সংক্রান্ত কার্যাবলী সম্পাদনের সাথে জড়িত ছিল।

বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার, ১৯৭২ এর ৭(অ) নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ব্যাংকটির প্রধান কার্যক্রমগুলো হচ্ছে-

১. মুদ্রা নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা।

২. বৈদেশিক মুদ্রার বাজারে হস্তক্ষেপকরণের নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা।

৩. মুদ্রা নীতি ও রাজস্ব নীতির মিথস্ক্রিয়ার ফলে মুদ্রার বিনিময় হার নীতি, অর্থনীতির বিভিন্ন নীতি নির্ধারণী কার্যক্রমের প্রভাব এবং বিভিন্ন আইনি বিষয়ে সরকারকে পরামর্শ প্রদান করা।

৪. রিজার্ভ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা কার্য সম্পন্ন করা।

৫. একটি নিশ্চিত ও দক্ষ পেমেন্ট সিস্টেম তৈরি, নিয়ন্ত্রণ এবং সচল রাখা, সেই সাথে ব্যাংক নোট ইস্যু করা; এবং

৬. ব্যাংক ও অ-আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে তদারকি ও নিয়ন্ত্রণ করা।

বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার, ১৯৭২ এর ১৬(১৮) নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বাংলাদেশ ব্যাংক সরকারের ব্যাংকার হিসেবেও কাজ করে।

বাংলাদেশ ব্যাংকঃ আর্থিক বিবরণীর নোটসমূহ

৩০ জুন ২০১৬ সমাপ্ত বছরের

বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার ১৯৭২-ধারা-৪(২) অনুযায়ী বাংলাদেশ ব্যাংকের সম্পূর্ণ মূলধন বাংলাদেশ সরকারকে বণ্টন করা হয়েছে।

দি সিকিউরিটি প্রিন্টিং করপোরেশন (বাংলাদেশ) লিমিটেড (এসপিসিবিএল) নামে বাংলাদেশ ব্যাংকের সম্পূর্ণ মালিকানাধীন একটি সাবসিডিয়ারি কোম্পানি রয়েছে, যা ২২ এপ্রিল ১৯৯২ সালে গঠিত হয় কারেন্সি নোট মুদ্রণ ও সরবরাহের উদ্দেশ্যে। ব্যাংক ও এর সাবসিডিয়ারি কোম্পানি একত্রে "দি গ্রুপ" নামে পরিচিত। নোট নং ৩.০১(ক) ও ১৪.০২।

২ আর্থিক প্রতিবেদনসমূহ প্রস্তুতের ভিত্তি

২.০১ কমপ্লায়েন্স বিবরণী

ইন্টারন্যাশনাল অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড বোর্ড (আইএএসবি) কর্তৃক ইস্যুকৃত ইন্টারন্যাশনাল ফিন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং স্ট্যান্ডার্ড (আইএফআরএস) অনুসরণ করে ব্যাংক এবং গ্রুপের যথাক্রমে পৃথক এবং সমন্বিত আর্থিক বিবরণীসমূহ প্রস্তুত করা হয়েছে। আইএফআরএস সমূহের কমপ্লায়েন্স স্ট্যাটাস নিম্নে দেখানো হলঃ

		কমপ্লায়েন্স স্ট্যাটাস
আইএএস ১	আর্থিক প্রতিবেদনসমূহের উপস্থাপন	পরিপালিত
আইএএস ২	মজুদ পণ্য	পরিপালিত
আইএএস ৭	নগদ প্রবাহের বিবরণী	পরিপালিত
আইএএস ৮	হিসাববিজ্ঞান নীতিমালা, হিসাববিজ্ঞানের অনুমান ও ভুলসমূহ	পরিপালিত
আইএএস ১০	প্রতিবেদন পরবর্তী ঘটনাসমূহ	পরিপালিত
আইএএস ১১	নির্মাণ চুক্তি	প্রযোজ্য নয়
আইএএস ১২	আয়কর	পরিপালিত
আইএএস ১৬	সম্পত্তি, স্থাপনা ও সরঞ্জামাদি	পরিপালিত
আইএএস ১৭	লিজ	পরিপালিত
আইএএস ১৮	রাজস্ব	পরিপালিত
আইএএস ১৯	কর্মচারী সুবিধাসমূহ	পরিপালিত
আইএএস ২০	সরকারি অনুদানের হিসাব ও সরকারি সাহায্যের ডিসক্লোজারসমূহ	পরিপালিত
আইএএস ২১	বৈদেশিক মুদ্রার মূল্য পরিবর্তনের প্রভাব	পরিপালিত
আইএএস ২৩	ধারের মূল্য	পরিপালিত
আইএএস ২৪	প্রাসঙ্গিক পক্ষের ডিসক্লোজারসমূহ	পরিপালিত
আইএএস ২৬	রিটায়ারমেন্ট বেনেফিট প্ল্যানের অ্যাকাউন্টিং ও রিপোর্টিং	প্রযোজ্য নয়
আইএএস ২৭	পৃথক আর্থিক বিবরণী	পরিপালিত
আইএএস ২৮	অ্যাসোসিয়েট ও জয়েন্ট ভেনচার-এ বিনিয়োগ	প্রযোজ্য নয়
আইএএস ৩২	ফিন্যান্সিয়াল ইন্সট্রুমেন্টস: ডিসক্লোজ এবং উপস্থাপন	পরিপালিত
আইএএস ৩৩	শেয়ার প্রতি আয়	প্রযোজ্য নয়

বাংলাদেশ ব্যাংকঃ আর্থিক বিবরণীর নোটসমূহ
৩০ জুন ২০১৬ সমাপ্ত বছরের

আইএএস ৩৪	অন্তবর্তীকালীন আর্থিক প্রতিবেদন	প্রযোজ্য নয়
আইএএস ৩৬	সম্পত্তির ইমপেয়ারমেন্ট	পরিপালিত
আইএএস ৩৭	সঞ্চিতি, সম্ভাব্য দায় ও সম্পদসমূহ	পরিপালিত
আইএএস ৩৮	অস্পর্শনীয় সম্পদসমূহ	পরিপালিত
আইএএস ৩৮	অবচয়, অস্পর্শনীয় দায় ও সম্পদসমূহ	পরিপালিত
আইএএস ৩৯	আর্থিক হাতিয়ারসমূহঃ স্বীকৃতি ও নির্ণয়	পরিপালিত
আইএএস ৪০	বিনিয়োগযোগ্য সম্পত্তি	প্রযোজ্য নয়
আইএএস ৪১	কৃষি	প্রযোজ্য নয়
আইএফআরএস ১	প্রথমবার ইন্টারন্যাশনাল ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং স্ট্যান্ডার্ড গ্রহণ	প্রযোজ্য নয়
আইএফআরএস ২	শেয়ারভিত্তিক পরিশোধ	প্রযোজ্য নয়
আইএফআরএস ৩	সমন্বিত ব্যবসায়	পরিপালিত
আইএফআরএস ৪	বীমা চুক্তি	প্রযোজ্য নয়
আইএফআরএস ৫	বিক্রয় ও স্থগিত কার্যক্রমের জন্য অচলতি সম্পদসমূহ	প্রযোজ্য নয়
আইএফআরএস ৬	খনিজ সম্পদ উত্তোলন ও মূল্যায়ন	প্রযোজ্য নয়
আইএফআরএস ৭	আর্থিক হাতিয়ারসমূহঃ ডিসক্লোজারসমূহ	পরিপালিত
আইএফআরএস ৮	পরিচালন ক্ষেত্রসমূহ	প্রযোজ্য নয়
আইএফআরএস ১০	সমন্বিত আর্থিক বিবরণী	পরিপালিত
আইএফআরএস ১১	যৌথ চুক্তি	প্রযোজ্য নয়
আইএফআরএস ১২	অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ডিসক্লোজারসমূহ	পরিপালিত
আইএফআরএস ১৩	প্রকৃত মূল্য নির্ণয়	পরিপালিত

২.০২ মূল্যায়নের ভিত্তি

নিম্নোক্ত উল্লেখযোগ্য বিষয়সমূহ ব্যতিরেকে সমন্বিত ও পৃথক আর্থিক বিবরণীসমূহ ঐতিহাসিক ব্যয় ভিত্তিতে প্রস্তুত করা হয়েছে

মূল্যায়নের ভিত্তি	উল্লেখযোগ্য বিষয়সমূহ
প্রকৃত মূল্য	স্বর্ণ এবং রৌপ্য
	স্বর্ণ সংক্রান্ত লেনদেন হতে উদ্ভূত দাবি
	সম্পত্তি, স্থাপনা ও সরঞ্জামাদি
	ইউ.এস ডলার ট্রেজারি বিল, বৈদেশিক বন্ড, সরকারি ট্রেজারি বিল ও বন্ড, বাংলাদেশ হাউজ বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন (বিএইচবিএফসি) এর ডিবেঞ্চার, আইসিবি ইসলামি ব্যাংক লিঃ এর শেয়ার।
বর্তমান মূল্য	নির্দিষ্ট বেনিফিট অবলিগেশন হতে উদ্ভূত দায়।

বাংলাদেশ ব্যাংকঃ আর্থিক বিবরণীর নোটসমূহ

৩০ জুন ২০১৬ সমাপ্ত বছরের

২.০৩ কার্যকরী ও উপস্থাপন মুদ্রা

আর্থিক বিবরণীগুলো বাংলাদেশি টাকায় উপস্থাপন করা হয়েছে, যা ব্যাংকের পরিচালন মুদ্রা। আর্থিক বিবরণীগুলো নিকটবর্তী হাজার টাকার অঙ্কে উপস্থাপন করা হয়েছে।

২.০৪ ইস্যু বিভাগ এবং ব্যাংকিং বিভাগের মধ্যে সম্পর্ক

বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার, ১৯৭২ অনুযায়ী ব্যাংকের ইস্যু বিভাগ, যা ব্যাংকিং বিভাগ হতে পৃথক এবং সম্পূর্ণভাবে স্বতন্ত্র হবে, কর্তৃক ব্যাংক নোট ইস্যুর কাজ পরিচালনা করা হবে। ইস্যু বিভাগ বিশেষভাবে নোট ইস্যু এবং ইস্যু সংশ্লিষ্ট সম্পদসমূহ নিয়ে কাজ করবে। ব্যাংকিং বিভাগ ব্যাংকের অন্যান্য সকল কার্যকলাপ নিয়ে গঠিত। আলোচ্য বিভাগসমূহের পৃথকীকরণ এবং ইস্যু ও ব্যাংকিং বিভাগের (একত্রে একে "আর্থিক অবস্থার বিবরণী" বলা হয়) বিবরণীসমূহ অভ্যন্তরীণভাবে প্রস্তুত করা হয় এবং সারা বছরব্যাপী অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রতি সপ্তাহান্তে প্রেরণ করা হয়। বাৎসরিক আর্থিক বিবরণীসমূহ ব্যাংকের সকল দায় ও সম্পদসমূহকে একত্রিত করে প্রস্তুত করা হয়। প্রচারণকৃত নোটের বিপরীতে সম্পদের সংস্থান বিষয়ে নোট নং ২১ এ উল্লেখ করা হয়েছে।

২.০৫ অনুমিত হিসাব ও বিচার্যের ব্যবহার

আর্থিক বিবরণীগুলো তৈরিতে ব্যবস্থাপনার বিচার্য, অনুমিত হিসাব ও ধারণার ভিত্তি সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে হিসাব নীতিতে এবং উপস্থাপিত সম্পদ, দায়, আয় ও ব্যয়ের ওপর প্রতিফলিত হয়েছে। এ সকল অনুমিত হিসাব প্রকৃত ফলাফল হতে পৃথক হতে পারে। অনুমিত হিসাব ও তার সাথে সম্পর্কিত ধারণাসমূহ চলমান ধারণার নীতির ভিত্তিতে পর্যালোচনা করা হয়ে থাকে। হিসাববিজ্ঞানের ধারণাসমূহের পুনর্নির্ধারণ চলতি হিসাব সময়ের মধ্যে কার্যকর করা হয়ে থাকে এবং ভবিষ্যৎ সময়ের ওপর কোনরূপ প্রভাব ফেললেও তা বিবেচনা করা হয়।

ঋণের ক্ষতি, সিকিউরিটির ন্যায্য মূল্য, ন্যায্য মূল্যের অনুক্রমের মূল্যায়ন, সম্পত্তি, স্থাপনা ও সরঞ্জামাদির ন্যায্য মূল্য, অবচয় নির্ণয়ের জন্য সম্পত্তির আর্থিক আয়ুষ্কাল এবং অবসর পরবর্তী সুবিধাদি যেমন পেনশন, গ্র্যাচুয়িটি এবং ছুটির নগদ বিক্রয় সংক্রান্ত সঞ্চিতি গণনা এবং ঐসকল ধারণা যা সুনির্দিষ্ট বেনিফিট পরিকল্পনার অ্যাকচুয়ারিয়াল মূল্যায়নে অনুমিত হিসাব, বিচার্য হিসাব এবং ধারণাসমূহ ব্যবহৃত হয়।

২.০৬ তুলনাসমূহ

আইএএস ৮-হিসাবনীতি, হিসাব অনুমান এবং ভুলের পরিবর্তন নীতি অনুযায়ী কোন প্রতিষ্ঠানের বিগত সময়কালে সংগঠিত ভুলগুলোর তুলনামূলক তথ্য পর্যালোচনাপূর্বক পুনঃনির্ণয় করে ভুলসমূহ সংশোধন করা প্রয়োজন। ৩০ জুন ২০১৬ ভিত্তিক আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতের সময় এ ধরনের কোন ভুল উদঘাটিত হয়নি।

৩ হিসাবের গুরুত্বপূর্ণ নীতিমালা

গ্রুপভুক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের আর্থিক বিবরণী সংশ্লিষ্ট নীতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে সামঞ্জস্যতা নীতি অনুসৃত হয়েছে। চলতি বছরের উপস্থাপনের সাথে সামঞ্জস্য বিধানের জন্য কিছু তুলনামূলক চিত্র পুনঃশ্রেণিকরণ করা হয়েছে।

৩.০১ সমন্বিতকরণের ভিত্তি

ক) সাবসিডিয়ারি

সিকিউরিটি প্রিন্টিং করপোরেশন (বাংলাদেশ) লিঃ (এসপিসিএল) বাংলাদেশ ব্যাংকের শতভাগ মালিকানাধীন একটি সাবসিডিয়ারি প্রতিষ্ঠান। চাহিদার ভিত্তিতে সময় অনুযায়ী বাংলাদেশ ব্যাংকে ব্যাংক নোট সরবরাহ করা প্রতিষ্ঠানটির দায়িত্ব। প্রতিষ্ঠানটি পূর্ব নির্ধারিত মূল্যে বাংলাদেশ ব্যাংকে নোট সরবরাহ করে থাকে। তাছাড়াও এসপিসিএল ব্যাংক ব্যতীত অন্যান্য পার্টির নিকট কিছু সিকিউরিটিজ বিক্রি করে থাকে।

বাংলাদেশ ব্যাংকঃ আর্থিক বিবরণীর নোটসমূহ
৩০ জুন ২০১৬ সমাপ্ত বছরের

খ) সমন্বিতকরণের ক্ষেত্রে পরিহার্য লেনদেনগুলো

সমন্বিত আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতের ক্ষেত্রে আন্তঃগ্রুপ স্থিতি ও লেনদেনগুলো এবং আন্তঃগ্রুপ লেনদেন হতে উদ্ভূত অনুপার্জিত আয় এবং ব্যয় পরিহার করা হয়েছে। সাবসিডিয়ারি লেনদেন হতে উদ্ভূত অ-উসুলকৃত লাভ সাবসিডিয়ারি গ্রুপের স্বার্থ অনুযায়ী ততটুকু পর্যন্ত বাদ দেওয়া যায়। অ-উসুলকৃত লাভের মতো অ-উসুলকৃত ক্ষতিও একইভাবে ততটুকু পরিহার করা হয়েছে যার ক্ষতির কোন সাক্ষ্য নেই।

৩.০২ বৈদেশিক মুদ্রার লেনদেন

লেনদেনের তারিখে বিরাজমান বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার প্রয়োগ করে বৈদেশিক মুদ্রার লেনদেনকে টাকায় প্রকাশ করা হয়েছে "আইএএস ২১ঃ বৈদেশিক বিনিময় হার পরিবর্তনের প্রভাব" মেনে। স্থিতিপত্র প্রস্তুতের তারিখে বৈদেশিক মুদ্রায় রক্ষিত সম্পদ ও দায়গুলো উক্ত তারিখের বিনিময় হার প্রয়োগের মাধ্যমে টাকায় রূপান্তর করা হয়েছে। বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়জনিত তারতম্য লাভ/ক্ষতি বিবরণীতে প্রদর্শিত হয়েছে। বৈদেশিক মুদ্রার রক্ষিত অন্যান্য অ-আর্থিক সম্পদ এবং দায় বাজার মূল্যে মূল্যায়িত হয়েছে এবং ঐ তারিখের বিনিময় হার প্রয়োগ করে টাকায় রূপান্তর করা হয়েছে। লাভ-ক্ষতি বিবরণীতে বৈদেশিক মুদ্রার লাভ-ক্ষতি বিনিময় হারের লাভ-ক্ষতির নিট ভিত্তিতে প্রদর্শিত হয় যা মূলত নির্ভর করে বৈদেশিক মুদ্রার নিট লাভ/ক্ষতির পরিবর্তনের ভিত্তিতে। স্থিতিপত্র প্রস্তুতের তারিখে টাকার বিপরীতে প্রধান বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার যা আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতে ব্যবহার করা হয়েছে তা তুলে ধরা হলঃ

ফরেন কারেন্সি	বিনিময় হার (টাকা)	
	২০১৬	২০১৫
ইউএস ডলার	৭৮.৪০০০	৭৭.৮০০৪
অস্ট্রেলিয়ান ডলার	৫৮.৪০৮০	৫৯.৯৬৮৬
কানাডিয়ান ডলার	৬০.৬৬৭০	৬২.২৬৫২
ইউরো	৮৭.০৫৫৪	৮৬.৬১৫২
পাউন্ড স্টার্লিং	১০৪.৩১৯০	১২২.২৫৫৬
সিএনওয়াই	১১.৭৫৬৯	১২.৫৪১৪
যেপিওয়াই	০.৭৫৯৩	০.৬৩৫৫
এসডিআর	১০৯.৬৬৫৯	১০৯.৪১৮৫
এসজিডি	৫৮.২১২১	৫৭.৭৫৮৩
এসইকে	৯.২৭০১	৯.৩৭৭৭

৩.০৩ বৈদেশিক মুদ্রায় লেনদেনজনিত লাভ/ক্ষতি

বৈদেশিক মুদ্রায় লেনদেনজনিত উসুলকৃত লাভ/ক্ষতি গড় ব্যয় পদ্ধতি ব্যবহার করে নির্ণয় করা হয়। প্রতি মাসের শেষে প্রতিটি মুদ্রার গড় ব্যয়ের স্থিতির মধ্যকার পার্থক্য (ক) যখন মুদ্রা পজিশনের নিট বৃদ্ধি হয় তখন গড় মূল্যের বৃদ্ধি হল মাসের গড় হার এবং বৃদ্ধি পাওয়া মুদ্রার মূল্যের গুণিতকের সমান। এবং (খ) যখন মুদ্রা পজিশনের নিট হ্রাস হয় তখন প্রারম্ভিক গড় হারের সাথে হ্রাসকৃত মূল্যের তুলনা করে গড় মূল্যের হ্রাস নির্ণয় করা হয়। সমাপনী বিনিময় হারের অভিহিত মূল্য এবং মুদ্রার গড় মূল্যের পার্থক্য নির্ণীত হয়েছে। এ পার্থক্যকে উসুলকৃত পুনর্মূল্যায়নজনিত সঞ্চিতি হিসেবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে।

বাংলাদেশ ব্যাংকঃ আর্থিক বিবরণীর নোটসমূহ
৩০ জুন ২০১৬ সমাপ্ত বছরের

উসুলকৃত পুনর্মূল্যায়নজনিত সঞ্চিতি হিসাব এবং লেজার ব্যালেন্সের পার্থক্যকে আলোচ্য সময়ের অ-উসুলকৃত পুনর্মূল্যায়নজনিত লাভ/ক্ষতি বলা হয় এবং একে উক্ত সময়ের লাভ/ক্ষতি বিবরণীতে প্রদর্শিত হয়। পরবর্তীতে উসুলকৃত এবং অ-উসুলকৃত এ লাভ/ক্ষতি আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে মুদ্রার বিনিময় হার তারতম্যজনিত সঞ্চিতিতে এবং বৈদেশিক মুদ্রার পুনর্মূল্যায়নজনিত সঞ্চিতিতে স্থানান্তর করা হয়।

৩.০৪ আর্থিক সম্পদ ও দায়

আর্থিক সম্পদগুলো বৈদেশিক মুদ্রা হিসাব, বৈদেশিক বিনিয়োগ, আইএমএফ এ রক্ষিত সম্পদসমূহ, স্বর্ণ ও রৌপ্য, স্বর্ণ লেনদেন হতে দাবি, ব্যাংকসমূহকে বৈদেশিক মুদ্রায় ঋণ, বৈদেশিক মুদ্রার অন্যান্য আর্থিক সম্পদ, নগদ ও নগদ সমতুল্য, রিপো, বাংলাদেশ সরকারকে দেয় ঋণ, স্থানীয় মুদ্রায় বিনিয়োগ, ব্যাংকসমূহ, আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং কর্মকর্তাদিগকে স্থানীয় মুদ্রায় ঋণ এবং স্থানীয় মুদ্রার অন্যান্য আর্থিক সম্পদ এর সমন্বয়ে গঠিত।

আর্থিক দায় বলতে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে স্থানীয় ও বৈদেশিক মুদ্রায় আমানত গ্রহণ, আইএমএফ-এর নিকট দায়, মুদ্রা প্রচারণ, স্বল্পমেয়াদি ধার এবং অন্যান্য স্থানীয় মুদ্রায় আর্থিক দায়।

ক) স্বীকৃতি এবং প্রাথমিক মূল্যায়ন

আর্থিক বিবরণীতে ঋণ এবং অগ্রিম যে তারিখে উদ্ভূত হয় সে তারিখে আর্থিক বিবরণীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সম্পদ ক্রয় অথবা বিক্রয়ের ক্ষেত্রে স্বীকৃতি প্রদান ও অন্তর্ভুক্তকরণের সাধারণ নিয়ম হলো যে তারিখে গ্রুপ কর্তৃক সম্পদ গ্রহণ করা হবে অথবা ক্রয়মূল্য পরিশোধ করা হবে। অন্যান্য আর্থিক সম্পদ ও দায় প্রাথমিকভাবে তখনই স্বীকৃতি প্রদান করা হয় যখন গ্রুপ হাতিয়ারসমূহের বিনিময় চুক্তির একটি পক্ষ হিসেবে কাজ করে। আর্থিক সম্পদ ও দায়সমূহ প্রাথমিকভাবে প্রকৃত মূল্যে মূল্যায়িত হয়ে থাকে।

খ) শ্রেণিকরণ এবং পরবর্তী পরিমাপন

প্রাথমিকভাবে অন্তর্ভুক্তি হওয়ার পর সম্পদ ও দায় পরিমাপের জন্য আইএএস-৩৯ আর্থিক হাতিয়ারসমূহঃ স্বীকৃতি ও মূল্যায়ন অনুযায়ী নিম্নরূপভাবে শ্রেণিকরণ করা হয়েছেঃ

১) লাভ-ক্ষতির মাধ্যমে প্রকৃত মূল্যের আর্থিক সম্পদ/দায়।

লাভ-ক্ষতির মাধ্যমে প্রকৃত মূল্যের আর্থিক সম্পদ ও আর্থিক দায়সমূহ সেই আর্থিক সম্পদ ও আর্থিক দায় যা নিম্নের যে কোনটিঃ

- ট্রেডিং এর জন্য ধারণকৃত সম্পদ হিসেবে শ্রেণিকৃত, অথবা
- লাভ-ক্ষতি হিসাবের মাধ্যমে প্রকৃত মূল্যে প্রাথমিকভাবে অন্তর্ভুক্তিকরণ হিসেবে শ্রেণিকৃত।

আর্থিক সম্পদ ও আর্থিক দায়সমূহকে ট্রেডিং এর জন্য ধারণকৃত হিসাবে গণ্য করা হয় যদিঃ

- স্বল্প সময়ের জন্য ক্রয়-বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে সম্পদসমূহ অর্জন করা হয়;
- স্বল্পমেয়াদে মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রাথমিকভাবে বিনিয়োগ তালিকার অংশ হিসেবে হিসাবায়ন করা, অথবা
- ডেরিভেটিভ (ঐ সমস্ত ডেরিভেটিভ ব্যতীত যা আর্থিক নিশ্চয়তার চুক্তি অথবা কার্যকরী হেজিং হাতিয়ার)।

বাংলাদেশ ব্যাংকঃ আর্থিক বিবরণীর নোটসমূহ
৩০ জুন ২০১৬ সমাপ্ত বছরের

নিম্নোক্ত অবস্থায় আর্থিক সম্পদ ও দায়সমূহকে প্রকৃত মূল্যে লাভ বা ক্ষতির মাধ্যমে দেখানো হয়ঃ

- এ আরোপণ তাৎপর্যপূর্ণভাবে হিসাবের গড়মিল হ্রাস করে, অথবা দূর করে যা অন্যভাবে উদ্ভব হতে পারে।
- সম্পদ ও দায়সমূহের মধ্যে এরূপ ডেরিভেটিভ রয়েছে, যা তাৎপর্যপূর্ণভাবে নগদ প্রবাহকে পরিবর্তন করে।

২) মেয়াদপূর্তি পর্যন্ত ধারণকৃত বিনিয়োগঃ

মেয়াদপূর্তি পর্যন্ত ধারণকৃত বিনিয়োগসমূহ হচ্ছে নির্দিষ্ট মেয়াদ ও পরিশোধের সূচিসহ নন-ডেরিভেটিভ আর্থিক সম্পদ যা নিম্নোক্ত ব্যতিক্রম ব্যতীত ধারণের ইচ্ছা গ্রুপের রয়েছে।

- যা লাভ-ক্ষতির মাধ্যমে প্রকৃত মূল্যে নিরূপণ বা প্রাথমিক হিসাবে অন্তর্ভুক্তকরণ ছিল,
- যা বিক্রয়যোগ্য;
- যা ঋণ ও প্রাপ্য।

অল্প পরিমাণের মেয়াদপূর্তি পর্যন্ত ধারণকৃত বিনিয়োগের বিক্রয় অথবা পুনঃশ্রেণিকরণ পরবর্তীতে সব মেয়াদপূর্তি পর্যন্ত ধারণকৃত বিনিয়োগের পুনঃশ্রেণিকরণ হবে যা বিক্রয়যোগ্য এবং চলতি এবং পরবর্তী দুই বছরের জন্য শ্রেণিকৃত বিনিয়োগ সিকিউরিটি হতে গ্রুপকে মেয়াদপূর্তি পর্যন্ত ধারণকৃত বিনিয়োগ হিসেবে রক্ষা করবে। যদিও নিম্নের যে কোন অবস্থায় বিক্রয় এবং পুনঃশ্রেণিকরণ কোন পুনঃশ্রেণিকরণের সূত্রপাত করবে নাঃ

বাজারের সুদ হারের সাথে পরিবর্তনশীল বিক্রয় অথবা পুনঃশ্রেণিকরণ যা মেয়াদপূর্তির খুব নিকটবর্তী তা আর্থিক সম্পত্তির ন্যায্য মূল্যের উপর কোন গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলবে না।

- বিক্রয় অথবা পুনঃশ্রেণিকরণের পরে গ্রুপ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে সব সম্পত্তির মূল আসল টাকা সংগ্রহ করেছে।

বাংলাদেশ সরকারের ট্রেজারি বিল এবং বন্ড, ইউএস ডলার ট্রেজারি বিল এবং ঋণপত্রে বিনিয়োগকে মেয়াদপূর্তি পর্যন্ত ধারণকৃত বিনিয়োগ হিসেবে শ্রেণিকরণ করা হয়েছে যদি না উপরোল্লিখিত বর্ণনা অনুযায়ী পুনঃশ্রেণিকরণ করা হয়।

৩) ঋণ এবং প্রাপ্য

নিম্নের ক্ষেত্রগুলো ব্যতীত ঋণ ও প্রাপ্য হচ্ছে নন-ডেরিভেটিভ আর্থিক সম্পদ যেগুলোর নির্দিষ্ট ও নির্ণয়যোগ্য পরিশোধসূচি রয়েছে এবং যার কার্যকর বাজার মূল্য নেইঃ

- যেগুলো অচিরেই বা স্বল্পমেয়াদে বিক্রয় করতে চাওয়া হয় সেগুলোকে ট্রেডিং এর জন্য ধারণকৃত সম্পদ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে, এবং যেগুলো প্রাথমিক অন্তর্ভুক্তিকরণ করা হয়েছে সেগুলোকে লাভ/ক্ষতির মাধ্যমে প্রকৃত মূল্যে নিরূপণ করা হয়েছে;
- প্রাথমিক অন্তর্ভুক্তিকরণে যেগুলো বিক্রয়যোগ্য বলে বিবেচনা করা হয়েছে; অথবা
- ঋণের মূল্যমান হ্রাস ব্যতীত গ্রুপ যে সমস্ত ক্ষেত্রে তার প্রাথমিক বিনিয়োগ পরিপূর্ণভাবে আদায় করতে পারবে না এবং যেগুলো বিক্রয়যোগ্য হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

ঋণ ও আগাম প্রাথমিকভাবে ন্যায্য মূল্যের সাথে সাথে ক্রমবর্ধমান প্রত্যক্ষ খরচ এবং পরিশেষে কার্যকরী সুদ হিসাবায়ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অবলোপন পদ্ধতিতে মূল্যায়ন করা হয়।

বাংলাদেশ ব্যাংকঃ আর্থিক বিবরণীর নোটসমূহ
৩০ জুন ২০১৬ সমাপ্ত বছরের

টাকা মুদ্রা ও নগদ স্থিতি, বৈদেশিক মুদ্রা হিসাব, বিদেশি বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর সাথে স্বল্পমেয়াদি বিনিয়োগ, আইএমএফ এর কাছে রক্ষিত সম্পত্তি, ব্যাংকের নিকট বৈদেশিক মুদ্রা ঋণ, প্রাপ্য সুদ, বাংলাদেশ সরকারের নিকট ঋণ ও আগাম, রিভার্স রিপো চুক্তি এবং ব্যাংকের নিকট স্থানীয় মুদ্রায় ঋণ, আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং কর্মকর্তা এবং অন্যান্য স্থানীয় মুদ্রা আর্থিক বিবরণীতে ঋণ ও প্রাপ্যতা হিসেবে শ্রেণিকরণ করা হয়েছে।

৪) বিক্রয়যোগ্য আর্থিক সম্পদ

বিক্রয়যোগ্য আর্থিক সম্পদ বলতে ঐ সমস্ত নন-ডেরিভেটিভ আর্থিক সম্পদকে বুঝাবে যা বিক্রয়যোগ্য হিসেবে শ্রেণিকরণ করা হয়েছে এবং যা (ক) ঋণ এবং প্রাপ্য (খ) মেয়াদপূর্তি পর্যন্ত ধারণকৃত বিনিয়োগ অথবা (গ) লাভ ক্ষতির মাধ্যমে প্রকৃত মূল্যে নির্ণীত আর্থিক সম্পদ অথবা (ঘ) ট্রেডিং সম্পত্তি এবং দায় এর অন্তর্ভুক্ত নয়।

সুইফট্ শেয়ার, স্বর্ণ ও রৌপ্য/স্বর্ণ লেনদেনজনিত দাবি, আইসিবি ইসলামি ব্যাংক এর শেয়ার বিক্রয়যোগ্য আর্থিক সম্পদ হিসেবে শ্রেণিকরণ করা হয়েছে। সুইফট্ শেয়ার এর শেয়ারের বাজার মূল্য না থাকায় এদের প্রকৃত মূল্য নিরূপণ করা সম্ভব হয়নি বিধায় অবহিত মূল্যে মূল্যায়ন করা হয়েছে।

এসপিসিএল এর শেয়ার পৃথক আর্থিক বিবরণীতে ক্রয়মূল্যে দেখানো হয়েছে আইএএস ২৭ অনুযায়ী।

৫) অবলোপনকৃত ব্যয় বিবেচনায় আর্থিক দায়

স্বল্পমেয়াদি দেনা, নোট প্রচারণ, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর জমা এবং আইএমএফ সংশ্লিষ্ট দায়সমূহকে আর্থিক দায় হিসেবে শ্রেণিকরণ করা হয়েছে এবং প্রতি স্থিতিপত্রের তারিখে এদের অবলোপনকৃত ব্যয় পদ্ধতিতে মূল্যায়ন করা হয়েছে।

গ) অবলোপনকৃত ব্যয় পরিমাপ পদ্ধতি

আর্থিক সম্পদ ও দায়ের অবলোপনকৃত ব্যয় নির্ণয়ের ক্ষেত্রে আর্থিক সম্পদ ও দায়ের প্রাথমিক মূল্যায়ন হতে পরিশোধিত আসল বাদ দেয়ার পর কার্যকরী সুদ প্রয়োগ করে নির্ধারিত পুঞ্জীভূত অবলোপন হতে উদ্ভূত প্রাথমিক মূল্যায়ন ও মেয়াদপূর্তির মূল্যের পার্থক্য যোগ বা বিয়োগ করে ব্যবহারজনিত ক্ষতি বাবদ যদি কোন ক্ষতি থাকে তা বাদ দেওয়া হয়।

কার্যকরী সুদ নির্ণয় পদ্ধতি হলো একটি আর্থিক সম্পদ অথবা দায়ের (অথবা আর্থিক সম্পদ/দায়সমূহের) অবলোপনকৃত ব্যয় নির্ণয় এবং সুদ আয় ও সুদ ব্যয়কে সংশ্লিষ্ট সময়কালে বণ্টন করাকে বোঝায়। কার্যকরী সুদ হার হলো সেই হার যা ভবিষ্যৎ অনুমিত নগদ প্রদান অথবা গ্রহণকে আর্থিক হাতিয়ারসমূহের সম্ভাব্য জীবনকালের মধ্যে বণ্টন করে প্রাপ্ত হয়। যখন কার্যকরী সুদ হার নির্ণয় করা হয় তখন গ্রুপ আর্থিক হাতিয়ারসমূহের সকল ধরনের চুক্তির মেয়াদ এবং অনুমানসমূহের মধ্যে কোন সংশোধনী থাকলে তা লাভ/ক্ষতি হিসেবে স্বীকৃতি পায়। উক্ত মূল্যায়ন পদ্ধতির মধ্যে প্রদত্ত/প্রাপ্ত অর্থ রয়েছে যা আর্থিক হাতিয়ারসমূহের কার্যকরী সুদ হার, লেনদেন খরচ এবং অন্যান্য অভিহিত এবং অবহিত মূল্যের অত্যাবশ্যকীয় অংশ।

ঘ) প্রকৃত মূল্য নিরূপণ নীতিমালা

ওয়াকিবহাল এবং ইচ্ছুক পক্ষের মধ্যে নির্দিষ্ট আইনি কাঠামোর আওতায় পরিমাপন তারিখে যে মূল্যে কোন সম্পদ হস্তান্তর বা দায় নিষ্পন্ন করা হয় সে মূল্যকে প্রকৃত বা বাজার মূল্য বলে। একটি দায়ের প্রকৃত মূল্য উক্ত দায়ের অদক্ষতাজনিত ঝুঁকির প্রতিফলন।

বাংলাদেশ ব্যাংকঃ আর্থিক বিবরণীর নোটসমূহ
৩০ জুন ২০১৬ সমাপ্ত বছরের

কোন সম্পদ ও দায়ের প্রকৃত মূল্য নিরূপণে স্থিতিপত্রের তারিখে কার্যকরী বাজারে তার লেনদেনের দরকে বিবেচনা করা হয়েছে। কার্যকরী বাজার বলতে এমন ব্যবস্থাকে বুঝায় যেখানে যথেষ্ট মূল্য উদ্ধৃতকারী থাকে এবং প্রতিনিয়ত প্রকৃত লেনদেন আইনসম্মতভাবে সম্পন্ন হয়।

যদি দরকৃত মূল্যের জন্য কোন কার্যকরী বাজার না থাকে তাহলে গ্রুপ মূল্যায়ন পদ্ধতি ব্যবহার করে প্রকৃত মূল্য নির্ধারণ করে যা প্রাসঙ্গিক মূল্যায়নযোগ্য ইনপুটসমূহের ব্যবহার বৃদ্ধি করে এবং অপ্রাসঙ্গিক ইনপুটসমূহের ব্যবহার হ্রাস করে। নির্বাচনকৃত মূল্যায়ন কৌশল বাজারে অংশগ্রহণকারীগণ লেনদেনের মূল্য নির্ধারণে যতগুলো সূচক ব্যবহৃত হতে পারে তার সবগুলোই বিবেচনা করে।

একটি আর্থিক হাতিয়ারের প্রকৃত মূল্যের প্রকৃষ্ট উদাহরণ হলো লেনদেনকৃত মূল্য, অর্থাৎ বিবেচনাকৃত প্রাপ্ত/প্রদত্ত প্রকৃত মূল্য। যদি গ্রুপ নির্ধারণ করতে পারে যে প্রাথমিক পর্যায়ে স্বীকৃত প্রকৃত মূল্য যদি লেনদেনকৃত মূল্য হতে ভিন্ন হয় এবং কোন একটি সক্রিয় বাজারের নির্দিষ্ট একটি সম্পদ বা দায়ের প্রকৃত মূল্য যদি দরকৃত মূল্যের দ্বারা প্রমাণিত না হয় অথবা মূল্য নির্ধারণী পদ্ধতির ভিত্তি করে তৈরি করা না হয় তখন আর্থিক হাতিয়ার প্রাথমিকভাবে প্রকৃত মূল্যে নির্ধারিত হয় যা প্রাথমিক পর্যায়ে স্বীকৃত প্রকৃত মূল্য এবং লেনদেনকৃত মূল্যের মধ্যকার পার্থক্য দুরীকরণে সমন্বয় করা হয়। পর্যায়ক্রমে উক্ত পার্থক্য আর্থিক হাতিয়ারের জীবনকালের ভিত্তিতে যথাযথভাবে ভাগ করে লাভ-ক্ষতি হিসেবে প্রদর্শন করা হয়।

প্রকৃত মূল্যে নির্ধারিত কোন সম্পদ অথবা দায়ের যদি একটি দরকৃত মূল্য এবং একটি জিজ্ঞাস্য মূল্য থাকে তবে গ্রুপ সম্পদের মূল্যায়নের ক্ষেত্রে লং পজিশনে দরকৃত মূল্য ব্যবহার করে এবং দায়ের মূল্যায়নের ক্ষেত্রে শর্ট পজিশনে জিজ্ঞাস্য মূল্য ব্যবহার করে।

আর্থিক সম্পদ এবং আর্থিক দায়ের পোর্টফোলিও যা বাজার ঝুঁকি ও ঋণের ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে যা গ্রুপ ব্যবস্থাপনা করে থাকে সেক্ষেত্রে গ্রুপ একটি নির্দিষ্ট ঝুঁকির জন্য নিট লং পজিশন বিক্রয় করে (অথবা ক্রয়ের মাধ্যমে নিট শর্ট পজিশন স্থানান্তর করে)। ঐ সকল পোর্টফোলিও শ্রেণির সমন্বয়সমূহ একক সম্পদ ও দায়সমূহের মধ্যে বণ্টন করে দেয়া হয় পোর্টফোলিওতে তাদের সংশ্লিষ্ট ঝুঁকি সমন্বয়ের উপর ভিত্তি করে।

রিপোর্টিং সময়ের সর্বশেষ দিনে প্রকৃত মূল্য ধাপের কোন পর্যায়ে কোন স্থানান্তর সংঘটিত হলে গ্রুপ সেটিকে স্বীকৃতি প্রদান করে।

ঙ) পরিমাপ পরবর্তী লাভ-ক্ষতি

বিক্রয়যোগ্য সম্পদের প্রকৃত মূল্যের পরিবর্তনজনিত লাভ-ক্ষতি অন্যান্য সমন্বিত আয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। যখন কোন আর্থিক সম্পদ বিক্রয়, সংগ্রহ অথবা অন্য কোনভাবে নিষ্পত্তিকৃত হয়, তা হতে উদ্ভূত পুঞ্জীভূত লাভ/ক্ষতি যা ইতিপূর্বে অন্যান্য সমন্বিত আয়ে হিসাবায়িত হয়েছিল, তা লাভ-ক্ষতি বিবরণীতে স্থানান্তর করা হয়। লাভ-ক্ষতির মাধ্যমে নিরূপিত প্রকৃত মূল্যের আর্থিক সম্পদ ও দায়ের মূল্যের পরিবর্তনজনিত লাভ/ক্ষতি পরবর্তীতে লাভ-ক্ষতি বিবরণীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ঋণ ও প্রাপ্যসমূহ এবং মেয়াদপূর্তি পর্যন্ত ধারণকৃত আর্থিক সম্পদসমূহ ক্রমহ্রাসমান পদ্ধতিতে লাভ-ক্ষতির মাধ্যমে হিসাব বিবরণীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

চ) হিসাবে অ-অন্তর্ভুক্তকরণ

গ্রুপটি একটি আর্থিক সম্পদকে অস্বীকৃতি দেয় যখন আর্থিক সম্পদ হতে নগদ প্রবাহের চুক্তিভিত্তিক অধিকার মেয়াদোত্তীর্ণ হয় অথবা এটি একটি লেনদেনের চুক্তিভিত্তিক নগদ প্রবাহ গ্রহণের অধিকার স্থানান্তর করে যার ফলে

বাংলাদেশ ব্যাংকঃ আর্থিক বিবরণীর নোটসমূহ
৩০ জুন ২০১৬ সমাপ্ত বছরের

পরবর্তীতে আর্থিক সম্পদসমূহের মালিকানার ঝুঁকি ও পুরস্কার স্থানান্তরিত হয় অথবা পরবর্তীতে গ্রুপটি মালিকানার সকল ঝুঁকি ও পুরস্কার স্থানান্তরও করে না, আর্থিক সম্পদসমূহের নিয়ন্ত্রণ ধরেও রাখে না। এরূপ স্থানান্তরিত আর্থিক সম্পদসমূহ যা অস্বীকৃতির যোগ্য যা গ্রুপ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত বা ধরে রাখা হয় একটি ভিন্ন সম্পদ বা দায় হিসেবে। আর্থিক সম্পদের অস্বীকৃতির ফলে ঐ সম্পদের বাহিত মূল্য (অথবা স্থানান্তরিত সম্পদের মধ্যে বণ্টনকৃত বাহিত মূল্য) এবং (অ) গৃহীত অনুদান (কোন নতুন সম্পদ অর্জন বাদ নতুন দায় অবলোপনসহ) এবং (খ) কোন প্রকার ক্রমযোজিত লাভ বা ক্ষতি (cumulative gain or loss) যা অন্যান্য সমন্বিত আয় বিবরণীতে (other coprehensive income) স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে তা লাভ বা ক্ষতি হিসাবেও (statement of profit/loss) স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে।

গ্রুপ আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে স্বীকৃত সম্পদের স্থানান্তরের ক্ষেত্রে একটি লেনদেন সম্পন্ন করে থাকে। কিন্তু পরবর্তীতে স্থানান্তরিত সম্পদের সকল বা আংশিক ঝুঁকি ও পুরস্কার ধরে রাখে। যখন সকল অথবা পরবর্তীতে সকল ঝুঁকি ও পুরস্কার ধরে রাখা হয় তখন স্থানান্তরিত সম্পদসমূহকে অস্বীকৃতি দেয়া হয়না। সকল অথবা পরবর্তীতে সকল ঝুঁকি ও পুরস্কারসহ সম্পদ স্থানান্তরে অন্তর্ভুক্ত, যেমন, স্বর্ণ লেনদেনজনিত দাবি এবং পুনঃক্রয় লেনদেন সমূহ। গ্রুপটি একটি আর্থিক দায়কে অস্বীকৃতি প্রদান করে যখন এর চুক্তিভিত্তিক দায়সমূহ অবমুক্ত বা প্রত্যাহার বা মেয়াদপূর্তি হয়।

বিক্রয়যোগ্য আর্থিক সম্পদসমূহ এবং মেয়াদপূর্তি পর্যন্ত ধরে রাখা হবে এমন আর্থিক সম্পদসমূহ যখন বিক্রয়ের মাধ্যমে অস্বীকৃতি দেয়া হয় এবং ক্রেতার নিকট হতে প্রাপ্যসমূহ স্বীকৃতি দেয়া হয় যখন সম্পদটি ক্রেতার নিকট হস্তান্তর করা হয়।

মেয়াদপূর্তি পর্যন্ত ধরে রাখা হবে এমন আর্থিক হাতিয়ার, ঋণ ও প্রাপ্যসমূহকে অস্বীকৃতি দেয়া হয় ঐ দিন যে দিন সেগুলোর মূল্য সম্পূর্ণ পরিশোধ করা হয় অথবা সম্পূর্ণ অনাদায়যোগ্য বলে বিবেচিত হয়।

ছ) "ব্যবহারজনিত ক্ষতি" চিহ্নিতকরণ ও পরিমাপকরণ

যে সকল আর্থিক সম্পদ লাভ বা ক্ষতির মাধ্যমে পুনর্মূল্যায়ন করা হয় না সেগুলো স্থিতিপত্রের তারিখে পর্যালোচনা করে দেখা হয় যে 'ব্যবহারজনিত ক্ষতির' সুনির্দিষ্ট প্রমাণ আছে কি না। আর্থিক সম্পদগুলো 'ব্যবহারজনিত ক্ষতি' হয়েছে তখনই বলা যাবে যখন সুনির্দিষ্ট প্রমাণ হতে দেখা যাবে যে একটি ক্ষতির ঘটনা ভবিষ্যৎ নগদ প্রবাহগুলোর উপর প্রভাব ফেলে এবং যা নিশ্চিতভাবে নির্ণয় করা যায়।

"ব্যবহারজনিত ক্ষতি" সুনির্দিষ্ট ও সমষ্টিগতভাবে বিবেচনা করা হয়। সুনির্দিষ্ট "ব্যবহারজনিত ক্ষতি" নির্ণয়ের জন্য সকল তাৎপর্যপূর্ণ আর্থিক সম্পদকে পরিমাপ করা হয়। সুনির্দিষ্ট "ব্যবহারজনিত ক্ষতি" নির্ণয় সম্ভব না হলে সামষ্টিকভাবে "ব্যবহারজনিত ক্ষতি" নির্ণয় করা হয় যদি তা সংঘটিত হয়ে থাকে কিন্তু ইতিপূর্বে সুনির্দিষ্ট করা না হয়ে থাকে। সম্পদগুলো যদি এককভাবে তাৎপর্যপূর্ণ না হয়ে থাকে সে ক্ষেত্রে একই বৈশিষ্ট্যের ঝুঁকি সম্বলিত আর্থিক সম্পদকে (অবলোপিত ব্যয়) গ্রুপ করা হয়।

আর্থিক সম্পদগুলোকে যেভাবে "ব্যবহারজনিত ক্ষতি" করা হয়েছে তা হচ্ছে, ঋণগ্রহীতার ঋণ পরিশোধের অক্ষমতা, ইতিপূর্বে নির্দিষ্ট করা হয়নি এরূপ শর্ত ঋণ ও অগ্রিমের ক্ষেত্রে আরোপ, ঋণগ্রহীতার দেউলিয়া হওয়ার সম্ভাবনা, কোন সিকিউরিটিজের কার্যকরী বাজার নষ্ট হয়ে যাওয়া, অথবা ঋণগ্রহীতা সম্পর্কিত এমন কোন তথ্য যা তার পরিশোধসূচির উপর প্রভাব ফেলতে পারে অথবা এমন কোন অর্থনৈতিক অবস্থা যা পরিশোধের ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে।

বাংলাদেশ ব্যাংকঃ আর্থিক বিবরণীর নোটসমূহ
৩০ জুন ২০১৬ সমাপ্ত বছরের

কোন সম্পদের "ব্যবহারজনিত ক্ষতি" নির্ধারণের জন্য ঐ সম্পদের অবলোপিত ব্যয় নির্ধারণ করা প্রয়োজন হয় যা এ সম্পদের বর্তমান মূল্য এবং ভবিষ্যৎ নগদ প্রবাহের প্রকৃত কার্যকরী সুদ হারে বাট্টাকৃত অংকের পার্থক্য হতে পাওয়া যায়। এ ক্ষতি লাভ ক্ষতি হিসেবে প্রদর্শন করা হয় এবং ঋণ ও অগ্রিম হতে বাদ দিয়ে প্রদর্শন করা হয়।

পরবর্তী সময়ে যদি ইমপেয়ারমেন্ট ক্ষতি হ্রাস পায় এবং তা যদি কোন সুনির্দিষ্ট ঘটনার সাথে বস্তুনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত করা যায়, সেক্ষেত্রে উক্ত অবলোপনকৃত অর্থ আয়ের বিবরণীতে হিসাবায়ন করা হয়।

জ) অফসেটিং

কোন প্রদর্শিত অর্থ সেট অফ করার জন্য যখন কোন পক্ষের আইনত বলবৎযোগ্য অধিকার থাকে এবং ঐ লেনদেনটি নিট ভিত্তিতে নিষ্পত্তির অভিপ্রায় ব্যক্ত করে থাকে তখন ঐ সকল আর্থিক সম্পদ ও দায়গুলোকে অফসেট করে নিট পরিমাণকে স্থিতিপত্রে প্রদর্শন করা হয়ে থাকে।

আয় এবং খরচসমূহ শুধুমাত্র তখনই নিট ভিত্তিতে প্রদর্শিত হবে যখন আইএফআরএস অনুযায়ী একই ধরনের লেনদেন যেমন একটি গ্রুপের ক্রয় সংক্রান্ত কার্যক্রম এর ফলে লাভ এবং ক্ষতির সৃষ্টি হবে।

৩.০৫ বৈদেশিক মুদ্রা হিসাব

বিভিন্ন দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক এবং বিভিন্ন বৈদেশিক বাণিজ্যিক ব্যাংকের সাথে পরিচালিত চলতি হিসাবে বৈদেশিক মুদ্রার স্থিতি বৈদেশিক মুদ্রা হিসাবের অন্তর্ভুক্ত। স্থিতিপত্রের তারিখে ঐ দিনের বিনিময় হারে বৈদেশিক মুদ্রা হিসাবের স্থিতি কার্যকরী মুদ্রায় পরিমাপ করা হয় এবং এ পরিমাপ হতে উদ্ভূত লাভ-ক্ষতি আয় হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। স্থিতিপত্রের তারিখে বিনিময়জনিত আয় মুনাফা আবণ্টনকালে সংরক্ষিত মুনাফা তহবিল থেকে পুনর্মূল্যায়নজনিত সঞ্চিতিতে স্থানান্তর করা হয়। (নোট নম্বর-৩.০৩ ঃ বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেনজনিত লাভ-ক্ষতি সংশ্লিষ্ট হিসাবায়ন নীতি দ্রষ্টব্য)

৩.০৬ বৈদেশিক বিনিয়োগ

বৈদেশিক বিনিয়োগে স্বল্পমেয়াদে মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে বৈদেশিক বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহে এক হতে তিন মাস মেয়াদে বৈদেশিক মুদ্রায় বিনিয়োগ, স্বল্পমেয়াদি বিনিয়োগ, বাট্টায় ক্রয়কৃত বৈদেশিক মুদ্রায় ট্রেজারি বিল এবং সুদযুক্ত বিদেশি বন্ড অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। স্থিতিপত্রের তারিখে এ সকল বিনিয়োগের বৈদেশিক মুদ্রায় বাহিত পরিমাণ ঐ তারিখের বিনিময় হারে কার্যকরী মুদ্রায় পরিমাপ করা হয়। উদ্ভূত লাভ-ক্ষতি আয় হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করে স্থিতিপত্রের তারিখে বিনিময়জনিত আয় মুনাফা আবণ্টনের মাধ্যমে পুনর্মূল্যায়ন সঞ্চিতিতে স্থানান্তর করা হয়।

৩.০৭ বৈদেশিক মুদ্রায় অন্যান্য আর্থিক সম্পদ

সুইফ্‌ট শেয়ার এবং অর্জিত সুদ ও ডিভিডেন্ড অন্যান্য সম্পদে সন্নিবেশ করা হয়েছে। সুইফ্‌ট শেয়ার এর কোন বাজার মূল্য না থাকায় ভিত্তিমূল্যে মূল্যায়ন করা হয়েছে।

৩.০৮ নগদ ও নগদ সমতুল্য

সরকারের নিকট হতে ক্রয়কৃত এবং ব্যাংক কর্তৃক ধারণকৃত কিন্তু ইস্যুকৃত নয় এরূপ এক ও দুই টাকার নোট ও ধাতব মুদ্রা, SPCBL (সাবসিডিয়ারি) কর্তৃক ধারণকৃত নগদ এবং সোনালী ব্যাংক লিঃ, ময়মনসিংহ অফিসে নগদ জমা অভিহিত মূল্যে ব্যাংক স্থিতির নগদ ও নগদ সমতুল্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকঃ আর্থিক বিবরণীর নোটসমূহ
৩০ জুন ২০১৬ সমাপ্ত বছরের

৩.০৯ সরকারের প্রদত্ত ঋণ

বাংলাদেশ সরকারকে প্রদত্ত "উপায় ও উপকরণ ঋণ", ''ওভারড্রাফট্'' (ব্লকড ও চলতি) হিসেবে প্রদত্ত ঋণ সুবিধা, সরকারের ট্রেজারি বিল ও বন্ডগুলো এ ধরনের ঋণের অন্তর্ভুক্ত।

উপায় ও উপকরণ ঋণ

সরকারি খাতে জমা অপেক্ষা উত্তোলন বেশি হলে সরকারকে প্রদত্ত এ অতিরিক্ত উত্তোলন রেপোর সুদ হারে অনধিক ৪০,০০০ মিলিয়ন টাকা (২০১৫ সালে ৪০,০০০ মিলিয়ন টাকা) "উপায় ও উপকরণ" ঋণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। সরকারকে প্রদত্ত ওভারড্রাফট্-চলতি ঋণ কেবলমাত্র সম্পূর্ণরূপে সমন্বয় করার পর "উপায় ও উপকরণ" খাতে সরকার হতে কোন প্রকার উদ্বৃত্ত আদায় করা হয়।

ওভারড্রাফট চলতি এবং ব্লকড

বাংলাদেশ সরকারকে "উপায় ও উপকরণ" ঋণ হিসেবে প্রদত্ত ৪০,০০০ মিলিয়ন টাকার অতিরিক্ত অনধিক ৪০,০০০ মিলিয়ন টাকা (২০১৫ সালে ৪০,০০০ মিলিয়ন টাকা) ওভারড্রাফট (চলতি) ঋণ হিসাবে গণ্য করা হয়। এক্ষেত্রে রেপোর সুদ হারের চেয়ে অতিরিক্ত ১ শতাংশ হারে সুদ আরোপ করা হয়। ব্যাংক কর্তৃক সরকারকে প্রদত্ত চলতি ওভারড্রাফট্ খাতের ঋণ সম্পূর্ণরূপে সমন্বয়ের পর সরকার হতে উদ্বৃত্ত আদায় করা হলে তা দ্বারা উপায় ও উপকরণ খাতের ঋণ হিসাব সমন্বয় করা হয়।

ওভারড্রাফ্ট ব্লক'কে পূর্বে সরকারি ট্রেজারি বিল হিসেবে অবহিত করা হত। অর্থবছর ০৭-এর শুরুতে সরকারি ট্রেজারি বিলের স্থিতিকে ওভারড্রাফ্ট ব্লক হিসেবে স্থানান্তর করা হয়। অর্থবছর ০৭-এর থেকে অদ্যাবধি প্রতি বছর সরকার কর্তৃক ১৫,০০০ মিলিয়ন টাকা উক্ত হিসাবে সমন্বয় করা হয়। ওভারড্রাফ্ট ব্লক এর ক্ষেত্রে ৯১ দিন মেয়াদি ট্রেজারি বিলের হারে সুদ আরোপ করা হয়।

ট্রেজারি বিল এবং বন্ড

বাণিজ্যিক ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো সরকারের নিকট হতে সরকারি ট্রেজারি বিল ও বন্ড ক্রয় না করলে বাংলাদেশ ব্যাংক সেগুলো সরকার হতে ক্রয় করে। স্থিতিপত্রের তারিখে এদের বাজার মূল্যে মূল্যায়ন করা হয়েছে।

৩.১০ স্থানীয় মুদ্রায় বিনিয়োগ

গ্রুপের বিনিয়োগে হাউজ বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশনের (এইচবিএফসি) ঋণপত্র, আইসিবি ইসলামিক ব্যাংক লিমিটেড এর শেয়ারে বিনিয়োগ এবং স্থানীয় বাণিজ্যিক ব্যাংকে স্বল্পমেয়াদি বিনিয়োগ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ঋণপত্র এবং শেয়ারে বিনিয়োগ ন্যায্য-মূল্যে দেখানো হয়েছে।

৩.১১ স্থানীয় মুদ্রায় ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও কর্মচারীদের প্রদত্ত ঋণ

রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক ও বিশেষায়িত ব্যাংক, অন্যান্য তফসিলি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রদত্ত ঋণ এর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। আদায়যোগ্য নয় এরূপ কোন অংশ থাকলে তা বাদ দিয়ে আদায়যোগ্য অংশ এখানে প্রদর্শন করা হয়েছে।

৩.১২ স্বর্ণ ও রৌপ্য

ব্যাংকের মতিঝিল অফিসে স্বর্ণ ও রৌপ্য মজুদ রয়েছে। এগুলো বাজার মূল্যে প্রদর্শিত হয়েছে। পুনর্মূল্যায়ন হতে

বাংলাদেশ ব্যাংকঃ আর্থিক বিবরণীর নোটসমূহ
৩০ জুন ২০১৬ সমাপ্ত বছরের

উদ্ভূত লাভ বা ক্ষতি সামগ্রিক আয় বিবরণীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এ লাভ মুনাফা আবণ্টনকালে পুনর্মূল্যায়ন সঞ্চিতি-স্বর্ণ ও রৌপ্য হিসাবে স্থানান্তর করা হয়েছে।

ব্যাংক বিনিয়োগ পোর্টফলিও পরিচালনা করতে প্রথম শ্রেণির বিদেশি আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে এর মজুদ স্বর্ণের আংশিক অংশ ঋণ দেয়। ফলে, ব্যাংক সুদ আয় করে। স্বর্ণ ঋণ লেনদেনগুলো সংরক্ষিত ভিত্তিতে সংঘটিত হয়। স্বর্ণের দাম সংক্রান্ত ঝুঁকি ব্যাংকই বহন করে। স্বর্ণ ঋণ আর্থিক অবস্থা বিবৃতির "স্বর্ণ লেনদেন হতে দাবি" হিসেবে বাজার মূল্যে দেখানো হয়। "বকেয়া সুদ" সুদ আয় - বৈদেশিক মুদ্রা কার্যক্রম" - এ দেখানো হয়।

৩.১৩ সম্পত্তি, স্থাপনা ও সরঞ্জামাদি

ক) হিসাবে অন্তর্ভুক্তিকরণ ও পরিমাপন

সম্পত্তি, স্থাপনা ও সরঞ্জামাদির পুনর্মূল্যায়িত মূল্যকে প্রকৃত মূল্য বিবেচনা করে তা হতে পুঞ্জীভূত অবচয় এবং ইমপেয়ারমেন্ট ক্ষতি বাদ দিয়ে উপস্থাপন করা হয়েছে।

সম্পত্তি, স্থাপনা ও সরঞ্জামাদির আওতায় ভূমি ও ভবন ব্যাংকের নিজস্ব সম্পদ হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে এবং তা ব্যাংকের পরিচালনা, ব্যবস্থাপনা এবং কর্মচারীদের আবাসস্থল হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

খ) পুনর্মূল্যায়ন

যদি পূনর্মূল্যায়নের ফলে কোন সম্পত্তির মূল্য বৃদ্ধি পায় তাহলে বর্ধিত মূল্য অন্যান্য সামগ্রিক আয় বিবরণীতে অন্তর্ভুক্ত করার পর পূনর্মূল্যায়ন রিজার্ভ হিসেবে ইক্যুইটি এর অধীনে প্রদর্শিত হয়। যদিও, বর্ধিত মূল্য লাভ-ক্ষতিতে ততটুকুই দেখানো হবে যতটুকুর বিপরীতে পূর্বের লাভ-ক্ষতিতে একই সম্পত্তির পুনর্মূল্যায়নের হ্রাস দেখানো হয়েছে।

যদি পূনর্মূল্যায়নের ফলে কোন সম্পত্তির মূল্য হ্রাস পায় তাহলে হ্রাসকৃত মূল্য লাভ-ক্ষতি বিবরণীতে প্রদর্শিত হয়। যদিও, হ্রাসকৃত মূল্য অন্যান্য সামগ্রিক আয় বিবরণীতে ততটুকুই দেখানো হবে যতটুকু পূর্বের পূনর্মূল্যায়নজনিত বর্ধিত হিসাবে একই সম্পত্তির বিপরীতে ক্রেডিট স্থিতিতে দেখানো হয়েছে। অন্যান্য সামগ্রিক আয় বিবরণীতে প্রদর্শিত এ হ্রাসকৃত মূল্য পূনর্মূল্যায়নজনিত বর্ধিত হিসাবের ক্রমযোজিত ইক্যুইটিকে হ্রাস করে।

ব্যাংক তার মালিকানাধীন ভূমি ৩০ জুন ২০১৪ তারিখের ভিত্তিতে এবং অন্যান্য সম্পত্তি, স্থাপনা ও যান্ত্রিক সরঞ্জামাদি ১ জুলাই ২০০৯ তারিখের ভিত্তিতে একটি স্বতন্ত্র মূল্যায়নকারী প্রতিষ্ঠান দ্বারা পুনর্মূল্যায়ন করিয়েছে। পাঁচ বছর পরপর সম্পত্তি, স্থাপনা এবং সরঞ্জামাদি পূনর্মূল্যায়নের ব্যাংকের নিজস্ব নীতিমালা রয়েছে। যেহেতু 'সম্পত্তি, স্থাপনা এবং সরঞ্জামাদি' সম্পত্তি হিসেবে চিহ্নিতকরণ এবং পরিমাপন নীতিমালা বর্তমানে পুনর্বিবেচনাধীন রয়েছে তাই ২০০৯ সালের পর ব্যাংকের ভূ-সম্পত্তি ব্যতীত অন্যান্য 'সম্পত্তি, স্থাপনা এবং সরঞ্জামাদি' পুনর্মূল্যায়ন করা হয়নি।

সাবসিডিয়ারির মালিকানাধীন ভূ-সম্পত্তি, স্থাপনা ও যান্ত্রিক সরঞ্জামাদি ১ জুলাই ২০১৩ তারিখের ভিত্তিতে একটি স্বতন্ত্র মূল্যায়নকারী প্রতিষ্ঠান দ্বারা পুনর্মূল্যায়ন করা হয়েছে। ভূ-সম্পত্তি, স্থাপনা এবং সরঞ্জামাদির পুনর্মূল্যায়িত তথা প্রকৃত মূল্য সামগ্রিক আর্থিক বিবরণীতে সম্পত্তি হিসেবে প্রদর্শিত হয়েছে।

সম্পত্তি, স্থাপনা ও যান্ত্রিক সরঞ্জামাদি পুনর্মূল্যায়নের ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ প্রক্রিয়া ও ধারণাগুলো নিম্নরূপ ঃ

অ) যৌক্তিক মূল্যে ভূমি পুনর্মূল্যায়ন করা হয়েছে। প্রাসঙ্গিক সময়ে স্থানভিত্তিক ভূমির বিক্রয়মূল্যকে বিবেচনায় নিয়ে ভ্যালুয়ার কর্তৃক ভূমি পুনর্মূল্যায়ন করা হয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকঃ আর্থিক বিবরণীর নোটসমূহ
৩০ জুন ২০১৬ সমাপ্ত বছরের

আ) ভবন, মূলধনী কাজের অগ্রগতি, বৈদ্যুতিক ও গ্যাস স্থাপনা পুনর্মূল্যায়নের ক্ষেত্রে নির্মাণ ও স্থাপনার সরঞ্জামাদির প্রকৃত মূল্য এবং শ্রমিক ও উপরিব্যয়কে মূল্য হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে।

ই) যান্ত্রিক সরঞ্জামাদি, স্থাপনা ও যন্ত্রপাতি এবং মোটরযান প্রতিস্থাপন মূল্যের ভিত্তিতে পুনর্মূল্যায়ন করা হয়েছে।

গ) পরবর্তী ব্যয়

সম্পত্তি, স্থাপনা ও সরঞ্জামাদির জন্য পরবর্তীতে নির্বাহিত ব্যয়কে মূলধনীকরণ করা হয় যখন উক্ত সম্পত্তি হতে অর্থনৈতিক সুবিধা বৃদ্ধি পায়। সম্পত্তি, স্থাপনা ও সরঞ্জামাদির রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রে সংঘটিত প্রাত্যহিক ব্যয় লাভ-ক্ষতি হিসেবে হিসাবায়ন করা হয়েছে।

ঘ) মূলধনী কাজের অগ্রগতি ব্যয়

মূলধনী কাজের অগ্রগতির খরচকে সংঘটিত হওয়ার সময় হিসাবায়ন করা হয়েছে এবং কাজ সমাপ্ত হওয়ার পর অবচয় হিসাবায়ন করা হয়েছে।

ঙ) অবচয়

ব্যবহারের প্রথম তারিখ হতে সম্পত্তি, স্থাপনা ও সরঞ্জামাদির অবচয় গণনা শুরু হয়, আবার নিজস্ব তৈরিকৃত সম্পত্তির ক্ষেত্রে উক্ত সম্পত্তি প্রস্তুতের শেষ দিন এবং ব্যবহারযোগ্যতার শুরুর দিন থেকে অবচয় গণনা শুরু হয়। সম্পত্তি, স্থাপনা ও সরঞ্জামাদির ক্রয়মূল্য থেকে ভগ্নাবশেষ মূল্য বাদ দিয়ে অনুমিত ব্যবহারযোগ্য বছর দিয়ে ভাগ করে সরলরৈখিক পদ্ধতিতে অবচয় ধার্য করা হয়। অবচয় সাধারণত লাভ-ক্ষতি হিসাবে দেখানো হয় যদি না এটি অন্য সম্পত্তির বাহিত মূল্যের সাথে অন্তর্ভুক্ত থাকে। ভূমির ক্ষেত্রে অবচয় করা হয়নি। অবলোপন পদ্ধতি, অনুমিত ব্যবহারযোগ্য আয়ুষ্কাল এবং ভগ্নাবশেষ মূল্য প্রতি রিপোর্টিং তারিখে পুনঃবিবেচনা করা হয় এবং প্রয়োজনানুযায়ী সমন্বয় করা হয়। সম্পত্তি, স্থাপনা ও সরঞ্জামাদির আনুমানিক কার্যকরী আয়ুষ্কালের ভিত্তিতে অবচয় নিম্নবর্ণিত হারে ধার্য করা হয়েছে ঃ

সম্পত্তি, স্থাপনা ও সরঞ্জামাদির শ্রেণিবিন্যাস	ব্যাংক	সাবসিডিয়ারি (এসপিসিএল)
ভবন ও অন্যান্য স্থাপনা	৫%	২.৫% - ২০%
যান্ত্রিক/অফিস সরঞ্জামাদি	১০%	৫% - ২০%
কম্পিউটার ও নেটওয়ার্কিং	২০%	-
সরঞ্জামাদি ও যন্ত্রপাতি	১০%	১০%
মোটরগাড়ি	২০%	২০%
বৈদ্যুতিক স্থাপনা	২০%	-
গ্যাস স্থাপনা	২০%	-
স্বল্প মূল্যের সম্পদ	১০০%	-
নিরাপত্তা সরঞ্জামাদি	২০%	-
টাকা জাদুঘর ও ভাস্কর্য	৫%	-

চ) ঋণবাবদ ব্যয়ের মূলধনায়ন

ব্যাংক সম্পদের অর্জন, নির্মাণ অথবা উৎপাদনের সাথে সরাসরি জড়িত খরচসমূহ পরবর্তী শর্তসমূহ পূরণ সাপেক্ষে আইএএস-২৩ অনুসারে ঋণবাবদ ব্যয় হিসেবে মূল্যায়িত করে।

বাংলাদেশ ব্যাংকঃ আর্থিক বিবরণীর নোটসমূহ
৩০ জুন ২০১৬ সমাপ্ত বছরের

অ) ব্যয়সমূহ ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক সুবিধা আনয়ন করবে।

আ) ব্যয়সমূহ নির্ভরযোগ্যভাবে পরিমাপ করা যাবে।

যদি ঋণবাবদ ব্যয়সমূহ উপর্যুক্ত শর্তাবলী পূরণ না করে তবে সেগুলো ব্যয় হিসেবে পরিগণিত হবে। মূলধনায়নের জন্য একটি উপযুক্ত সম্পদ হচ্ছে সে সম্পদ যা ব্যবহারের উদ্দেশ্য সাধন এবং বিক্রয়ের জন্য প্রস্তুত হতে উল্লেখযোগ্য সময় নেয়।

ছ) ইমপেয়ারমেন্ট

ইমপেয়ারমেন্টের কোন নির্দেশনা আছে কি না তা নিরূপণের জন্য ব্যাংকের সম্পত্তি, স্থাপনা ও যান্ত্রিক সরঞ্জামাদি এবং অস্পর্শনীয় সম্পদসমূহের বাহিত মূল্য প্রত্যেক স্থিতিপত্রের তারিখে পুনর্বিবেচনা করা হয়। যদি এমন কোন নির্দেশনা থেকে থাকে তবে সম্পদের আদায়যোগ্য মূল্য প্রাক্কলন করা হয়। ইমপেয়ারমেন্টজনিত ক্ষতি তখনই হয় যখন সম্পদের বাহিত মূল্য অথবা নগদ উৎপন্নকারী ইউনিটসমূহের বাহিত মূল্য এর আদায়যোগ্য মূল্যকে ছাড়িয়ে যায়। ইমপেয়ারমেন্টজনিত যেকোন ক্ষতি লাভক্ষতি হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। যে সমস্ত সম্পদের আয়ুষ্কাল অনির্দিষ্ট থাকে সেগুলোর আদায়যোগ্য মূল্য স্থিতিপত্রের তারিখে প্রাক্কলিত হয়।

নিট বিক্রয়মূল্য এবং বাহিত মূল্যের মধ্যে যেটি বড় তা সম্পদের আদায়যোগ্য মূল্য হিসেবে লিপিবদ্ধ করা হয়। প্রাক্কলিত ভবিষ্যৎ নগদ প্রবাহকে ডিসকাউন্ট রেট (বাট্টা হার) এ বাট্টাকরণ করে বর্তমান মূল্য নির্ধারণ করা হয় যাতে অর্থের সময় মূল্য এবং সম্পদের সাথে জড়িত ঝুঁকির প্রতিফলন ঘটিয়ে চলতি বাজার মূল্য নির্দেশ করে। যে সকল সম্পদ স্বাধীনভাবে নগদ অন্তঃপ্রবাহ সৃষ্টি করে না, সে সমস্ত সম্পদের ক্ষেত্রে ওই সম্পদসমূহ নগদ অন্তঃপ্রবাহ উৎপন্নকারী যেসকল ইউনিটের অন্তর্ভুক্ত তার উপর ভিত্তি করে আদায়যোগ্য মূল্য নিরূপণ করা হয়।

আদায়যোগ্য মূল্য নির্ধারণের জন্য প্রাক্কলনে কোনরূপ পরিবর্তন হলে ইমপেয়ারমেন্টজনিত ক্ষতি পুনর্নির্ধারণ করা হয়। সম্পদের বাহিত মূল্য অপেক্ষা ঐ সম্পদের পূর্বে প্রাক্কলিত বাহিত মূল্য, নিট অবচয় বা অবলোপন যতটুকু বেশি হয় শুধুমাত্র ততটুকুই ইমপেয়ারমেন্টজনিত ক্ষতি হিসেবে পুনর্নির্ধারণ করা হয়।

৩.১৪ অদৃশ্যমান সম্পদসমূহ এবং এগুলোর Amortisation

ক্রয়মূল্য থেকে পুঞ্জীভূত Amortisation এবং অন্যান্য পুঞ্জীভূত Impairment Loss বাদ দিয়ে ব্যাংক কর্তৃক অর্জিত সফট্ওয়্যারের মূল্য নির্ধারণ করা হয়।

অভ্যন্তরীণভাবে তৈরিকৃত সফট্ওয়্যারের ব্যয় সম্পত্তি হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয় যখন ব্যাংক এটি তৈরি সম্পন্নপূর্বক প্রবণতা এবং কার্যক্ষমতা বর্ণনা করতে সক্ষম যা ভবিষ্যৎ আর্থিক সুবিধা অর্জন করবে এবং নির্ভরতার সাথে এটি তৈরি করার ব্যয় পরিমাপ করতে পারে। অভ্যন্তরীণভাবে তৈরিকৃত সফট্ওয়্যারের মূলধনায়িত ব্যয়সমূহের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে- সফট্ওয়্যারটি তৈরিকরণের সাথে জড়িত প্রত্যক্ষ ব্যয়সমূহ, ঋণের মূলধনায়িত ব্যয়সমূহ এবং অবচয় ও ইমপেয়ারমেন্ট সঞ্চিতি বাদে মূলধনায়িত ব্যয়।

সফট্ওয়্যার সম্পদসমূহের উপর পরবর্তী খরচসমূহ মূলধনায়িত করা হয় যখন এটি ভবিষ্যৎ আর্থিক সুবিধা বৃদ্ধি করে এবং যা এর সাথে জড়িত নির্দিষ্ট সম্পদের সাথে সম্পর্কিত। অন্য ব্যয়সমূহ সংঘটনের ভিত্তিতে হিসাবায়ন করা হয়। ব্যবহার উপযোগী তারিখ হতে সফট্ওয়্যারসমূহের প্রাক্কলিত আয়ুষ্কালব্যাপী লাভ-ক্ষতি হিসাবে সরলরৈখিক পদ্ধতিতে অবলোপন করা হয়।

বাংলাদেশ ব্যাংকঃ আর্থিক বিবরণীর নোটসমূহ
৩০ জুন ২০১৬ সমাপ্ত বছরের

বর্তমান এবং তুলনামূলক সময়কালে সফট্ওয়্যারসমূহের প্রাক্কলিত আয়ুষ্কাল পাঁচ বছর। অবলোপন পদ্ধতি, আয়ুষ্কাল এবং ভগ্নাবশেষ মূল্য প্রতি রিপোর্টিং তারিখে পুনঃবিবেচনা করা হয় এবং প্রয়োজনানুযায়ী সমন্বয় করা হয়।

৩.১৫ সিকিউরিটিজগুলোর ঋণ গ্রহণ ও প্রদান এবং পুনঃক্রয় লেনদেনসমূহ

আর্থিক বাজার কার্যক্রমের আওতায় বাংলাদেশ ব্যাংক স্থানীয় সরকারের ট্রেজারি বিল ও বন্ডের (যা পুনঃক্রয় চুক্তির বন্ধকী হিসেবে ব্যবহৃত হয়) পুনঃক্রয় চুক্তি সম্পাদন করে থাকে। যখন গ্রুপ কোন আর্থিক সম্পদ বিক্রয় করে এবং একই সাথে ঐ সম্পদ ভবিষ্যতে কোন তারিখে নির্দিষ্ট দামে পুনঃক্রয়ের চুক্তি করে তা গ্রুপের জমা হিসাবে গণ্য করা হয় এবং আর্থিক বিবরণীতে দেখানো হয়। একইভাবে, যখন বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ কোন আর্থিক সম্পদ বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট বিক্রয় করে এবং একই সাথে ঐ সম্পদ ভবিষ্যতে কোন তারিখে নির্দিষ্ট দামে পুনঃক্রয়ের চুক্তি করে তা গ্রুপের ঋণ হিসাবে দেখানো হয় এবং আর্থিক বিবরণীতে তা দেখানো হয় না।

৩.১৬ কর্মচারী সুবিধা

কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সেবার বিপরীতে প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত সুবিধাদি বিভিন্ন কর্মচারী সুবিধার অন্তর্ভুক্ত। কর্মচারী সুবিধা নিম্নরূপভাবে হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয় ঃ

ক) যখন কোন কর্মকর্তা/কর্মচারীরা সেবা প্রদান করে তখন তার বিপরীতে ভবিষ্যতে কর্মচারী সুবিধা প্রদানের দায় সৃষ্টি হয়; এবং

খ) প্রতিষ্ঠানের কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী যখন প্রদত্ত সেবা হতে আর্থিক সুবিধা পেয়ে থাকে তখন তার বিপরীতে কর্মচারী সুবিধা খরচ হিসেবে গণ্য হয়।

৩.১৭ স্বল্পমেয়াদি কর্মকর্তা/কর্মচারী সুবিধা

স্বল্পমেয়াদি কর্মচারী সুবিধার দায় অ-বাট্টাকৃত পদ্ধতিতে পরিমাপ করা হয়েছে এবং প্রদত্ত সেবার বিপরীতে ব্যয় হিসেবে হিসাবায়ন করা হয়েছে। স্বল্পমেয়াদে নগদ বোনাস, চিকিৎসা ভাতা, মুনাফা অংশীদারত্বের পরিকল্পনা অথবা অন্য যে কোন ব্যয় যা আয় বিবরণীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

৩.১৮ চাকুরী উত্তর সুবিধা

চাকুরী উত্তর সুবিধা হচ্ছে ঐ সকল সুবিধা (চাকুরীচ্যুতি সুবিধা ব্যতীত) যা কর্মচারীর চাকুরীপূর্তিতে প্রদানযোগ্য হবে। প্রতিষ্ঠানটির চাকুরী উত্তর সুবিধা প্রদানের জন্য কয়েকটি সুবিধা পরিকল্পনা রয়েছে যা তার আয় ব্যয় বিবরণীতে ব্যয় হিসাবে প্রদর্শন করা হয়েছে।

ক) সুনির্দিষ্ট অংশগ্রহণ পরিকল্পনাসমূহ

সুনির্দিষ্ট অংশগ্রহণ পরিকল্পনা হচ্ছে নিয়োগ পরবর্তী সুবিধা পরিকল্পনা যেখানে প্রতিষ্ঠান কর্মচারীর সেবার বিপরীতে একটি পৃথক সত্তাকে (তহবিল) একটি নির্দিষ্ট অংক প্রদান করে এবং যেখানে পরবর্তীতে যদি সুবিধা প্রদানের জন্য যথেষ্ট/পর্যাপ্ত তহবিল না থাকে সেক্ষেত্রে অধিকতর অবদান রাখার জন্য প্রতিষ্ঠানের আইনগত বা সামগ্রিক কোন দায় থাকে না।

অ) কন্ট্রিবিউটরি প্রভিডেন্ট ফান্ড

ব্যাংক ও কর্মচারী উভয়ই এ ফান্ডে অনুদান যোগান দেয়। যা বিভিন্ন সিকিউরিটিজ-এ বিনিয়োগ করা হয়। ব্যাংক এই তহবিলের স্থিতির উপর ১৩% হারে মুনাফা প্রদানের প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। যদি কখনো এই ফান্ডের বিনিয়োগ হতে প্রাপ্ত

বাংলাদেশ ব্যাংকঃ আর্থিক বিবরণীর নোটসমূহ
৩০ জুন ২০১৬ সমাপ্ত বছরের

মুনাফা ১৩% এর কম হয় সে ক্ষেত্রে ঘাটতি অংশ ব্যাংক কর্তৃক পরিশোধিত হবে যা লাভ-ক্ষতি বিবরণীতে প্রদর্শিত হবে। এ ফান্ডে প্রদেয় ব্যাংকের অনুদানকে আয়ের বিপরীতে খরচ হিসেবে দেখানো হয়।

খ) নির্দিষ্ট সুবিধা পরিকল্পনাসমূহ

সুনির্দিষ্ট সুবিধা পরিকল্পনা হচ্ছে নিয়োগ উত্তর সুবিধা পরিকল্পনা যা সুনির্দিষ্ট অংশগ্রহণ পরিকল্পনা হতে ভিন্ন।

অ) জেনারেল প্রভিডেন্ট ফান্ড

কর্মচারীরা তাদের মূল বেতনের বিভিন্ন হারে (৫-২৫% এর মধ্যে) এ ফান্ডে অর্থ অনুদান হিসেবে প্রদান করেন। এ ফান্ডে ব্যাংকের কোন অনুদান নেই। ভবিষ্য তহবিলের অর্থ বিভিন্ন সিকিউরিটিজে বিনিয়োগ করা হয় এবং ব্যাংক এ তহবিলের উপর ১৩% (২০১৫ : ১৩%) মুনাফা প্রদানে অঙ্গীকারাবদ্ধ। বিনিয়োগকৃত অর্থের প্রাপ্যের ঘাটতি অংশ ব্যাংক কর্তৃক পরিশোধ করা হয় এবং তা ব্যাংকের আয়-ব্যয় বিবরণীতে প্রতিফলিত হয়।

আ) পেনশন পরিকল্পনা (স্কিম)

কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ তাদের সর্বশেষ মূল বেতনের সর্বোচ্চ ৯০% হারে পেনশন পাবার যোগ্য। প্রতি ১ টাকার ২৩০ গুণ হারে (২০১৫ : টাকা ৮০) প্রাপ্য মোট টাকার ৫০% এককালীন কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে পরিশোধ করা হয়। তবে কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ চাইলে অবশিষ্ট ৫০% অর্থও এককালীন গ্রহণ করতে পারেন সেক্ষেত্রে প্রতি ১ টাকার ১১৫ গুণ হারে (২০১৫ : টাকা ১১৫) গ্রহণ করতে পারেন অথবা আমৃত্যু মাসিক হারে পেনশন গ্রহণ করতে পারেন।

সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী নগদ চিকিৎসা ভাতা (৬৫ বছর বয়স পর্যন্ত মাসিক ১, ৫০০ টাকা হারে এবং ৬৫ বছরের পরে মাসিক ২,০০০ টাকা হারে) পাবার যোগ্য। এমনকি সরকারি নির্দেশনা মোতাবেক অবসর গ্রহণের পরেও এই সুবিধা প্রদান করা হয়।

নগদমূল্যায়নকারী কর্তৃক ব্যাংকের পেনশন দায় ৩০ জুন ২০১২ তারিখ ভিত্তিতে পেশাগত যোগ্যতাসম্পন্ন অ্যাকচ্যুয়ারি কর্তৃক মূল্যায়ন করা হয়েছে। প্রচেষ্টা ইউনিট ক্রেডিট পদ্ধতিতে এই অ্যাকচ্যুয়ারি হিসাবায়ন করা হয়েছে। এ সুর্নিদিষ্ট সুবিধা প্রদানের জন্য সৃষ্ট অ্যাকচ্যুরিয়াল মুনাফা/ক্ষতি আয়-ব্যয় বিবরণীতে অন্যান্য সমন্বিত আয়/ব্যয় হিসাবে দেখানো হয়েছে। নতুন পে-স্কেল-২০১৫ অনুযায়ী এবং "বাংলাদেশ ব্যাংক ক্রয় নীতি-২০০৪ বিবিপিআর এর আলোকে নতুন অ্যাকচ্যুয়ারিয়াল ভ্যালুয়েশন কার্যক্রম চলমান রয়েছে এবং আশা করা যাচ্ছে পরবর্তী আর্থিক বিবরণীতে তা প্রতিফলিত হবে।

ই) গ্র্যাচুইটি পরিকল্পনা (স্কিম)

অবসরগ্রহণের সময় কর্মচারীরা প্রতি বছর চাকুরীর বিপরীতে ২ মাসের চূড়ান্ত মূল বেতনের সমপরিমাণ অর্থ প্রাপ্য হন। এই তহবিল ব্যাংক ৩০ জুন, ২০১২ তারিখ ভিত্তিতে পেশাগত যোগ্যতাসম্পন্ন অ্যাকচ্যুয়ারি কর্তৃক মূল্যায়ন করা হয়। পেশাদার অ্যাকচ্যুয়ারি কর্তৃক প্রচেষ্টা ইউনিট ক্রেডিট পদ্ধতিতে এই অ্যাকচ্যুয়ারি হিসাবায়ন করা হয়েছে। এ সুনির্দিষ্ট সুবিধা প্রদানের জন্য সৃষ্ট অ্যাকচ্যুরিয়াল মুনাফা/ক্ষতি আয়-ব্যয় বিবরণীতে অন্যান্য সমন্বিত আয়/ব্যয় হিসাবে দেখানো হয়েছে।

যখন এরূপ সুবিধার পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, বৃদ্ধিপ্রাপ্ত অংশটুকু যা কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ কর্তৃক সম্পাদিত চাকুরীকাল সম্পর্কিত, তা আয়-ব্যয় বিবরণীতে সংশোধন করা হয়।

বাংলাদেশ ব্যাংকঃ আর্থিক বিবরণীর নোটসমূহ
৩০ জুন ২০১৬ সমাপ্ত বছরের

ঈ) ছুটি নগদায়ন

কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের অবসর গ্রহণকালীন বয়সসীমা ৫৯ বৎসর বয়স পর্যন্ত অব্যবহৃত ছুটির পরিমাণ যদি ১ বৎসর বা ততোধিক সময়ের জমা হয় সেক্ষেত্রে তারা সর্বোচ্চ ১ বৎসরের জন্য বেতনসহ ছুটিতে থাকতে পারেন। অবশিষ্ট অব্যবহৃত ছুটি (সর্বোচ্চ ১৮ মাস) নগদায়ন করতে পারেন। অবসর গ্রহণকালীন বয়স না হওয়া পর্যন্ত কোন কর্মকর্তা/ কর্মচারীই তার ছুটি নগদায়ন করতে পারেন না।

৩.১৯ অন্যান্য দীর্ঘমেয়াদি চাকুরী সুবিধা

অন্যান্য দীর্ঘমেয়াদি চাকুরি সুবিধার মধ্যে ঐ সকল চাকুরী সুবিধা (চাকুরী উত্তর সুবিধা এবং চাকুরিচ্যুতি সুবিধা ব্যতীত) রয়েছে যা কর্মসমাপ্তির ১২ মাসের মধ্যে কর্মচারী পূর্ণ প্রাপ্যতা লাভ করেন না। অবসর গ্রহণের পর প্রত্যেক কর্মচারী চিকিৎসা ভাতা বাবদ বাৎসরিক সর্বোচ্চ ১,০০০ টাকা পাবার যোগ্য হবেন।

৩.২০ প্রভিশনসমূহ

অতীতের কোন ঘটনার ফলাফলের জন্য আইনগতভাবে সৃষ্ট দায় এবং ভবিষ্যতে উক্ত দায় নিষ্পত্তির লক্ষ্যে আর্থিক সুবিধা প্রদানের সম্ভাবনা থাকায় এবং তা নির্ভরযোগ্যভাবে পরিমাপ করা গেলে সেক্ষেত্রে প্রভিশন হিসাবায়ন করা হয়েছে।

প্রভিশন তখনই স্থিতিপত্রে অন্তর্ভুক্ত করা হয় যখন অতীতের কোন ঘটনার ফলাফলের জন্য আইনগতভাবে সৃষ্ট দায় এবং ভবিষ্যতে উক্ত দায় নিষ্পত্তির লক্ষ্যে আর্থিক সুবিধা প্রদানের সম্ভাবনা থাকে এবং তা হতে কোন নগদ বহিঃপ্রবাহের সম্ভাবনা থাকে এবং তা নির্ভরযোগ্যভাবে পরিমাপ করা যায়।

আইনগতভাবে সৃষ্ট দায় হচ্ছে এমন ধরনের দায় যা চুক্তি, প্রবিধান বা অন্য কোন আইন সংক্রান্ত প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট হয়েছে। গঠিত দায় হচ্ছে প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সম্পাদিত বা প্রকাশিত নীতি কিংবা অতীত প্র্যাকটিস হতে উদ্ভূত দায়। স্থিতিপত্রের তারিখে নির্ণয়কৃত বর্তমান দায় পরিশোধের জন্য প্রকৃত পরিমাণ ব্যয় নিরূপণপূর্বক তা প্রভিশন হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। যে ক্ষেত্রে অর্থের সময় মূল্য তাৎপর্যপূর্ণরূপে পরিগণিত হয়েছে সে ক্ষেত্রে প্রভিশন হিসাবায়নের সময় ভবিষ্যৎ দায়কে বর্তমান খরচে মূল্যায়ন করা হয়। সর্বোত্তম পরিমাণ নির্ণয়পূর্বক স্থিতিপত্রের তারিখে প্রভিশন পর্যালোচনা করা হয়।

৩.২১ প্রচারণকৃত নোট

বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ইস্যুকৃত নোটের বিপরীতে বাহকের দাবি রয়েছে। প্রচারণকৃত নোটের দায় আর্থিক বিবরণীতে অবহিত মূল্যে উপস্থাপন করা হয়েছে।

৩.২২ সরকারি অনুদান

সরকারি অনুদানের সাথে সম্পর্কিত শর্তাবলী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অনুসরণ করা হবে এ রকম যুক্তিসঙ্গত নিশ্চয়তা এবং অনুদান পাওয়া যাবে মর্মে নিশ্চিত হলে সরকারি অনুদানকে প্রকৃত মূল্যে হিসাবায়ন করা হয়। সম্পত্তি ক্রয়ের সাথে সম্পর্কিত অনুদান বিলম্বিত আয় হিসাবে বিবেচিত হয় এবং সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির ব্যবহারিক আয়ুষ্কালের মধ্যে আয় বিবরণীতে আবণ্টন করা হয়।

৩.২৩ সুদ আয় ও ব্যয়

সুদ বাবদ আয় ও ব্যয় কার্যকর সুদ হার নীতি প্রয়োগ করে আয়-ব্যয় বিবরণী এবং সমন্বিত আয়-ব্যয় বিবরণীতে হিসাবায়ন করা হয়েছে। যে হারে আর্থিক সম্পদ বা দায়ের (বা, যেখানে প্রযোজ্য, স্বল্পমেয়াদ) সাথে সংশ্লিষ্ট নগদ

বাংলাদেশ ব্যাংকঃ আর্থিক বিবরণীর নোটসমূহ
৩০ জুন ২০১৬ সমাপ্ত বছরের

প্রদান বা গ্রহণ বাট্টা করে আর্থিক সম্পদ বা দায়ের প্রকৃত মূল্যের সমান হয় তাকে কার্যকর সুদ হার বলে। কার্যকর সুদ হার আর্থিক সম্পদ বা দায়ের প্রাথমিকভাবে হিসাবায়নে অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং সচরাচর পরিবর্তন করা হয় না।

সুদ বাবদ আয় ও ব্যয় এর মধ্যে বাট্টা বা প্রিমিয়াম সমষ্টিগতভাবে বা সুদ আহরণযুক্ত ইনস্ট্রুমেন্টগুলোর ক্ষেত্রে অভিহিত মূল্য এবং মেয়াদপূর্তিতে কার্যকর সুদ হারের ভিত্তিতে প্রকৃত মূল্যের পার্থক্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

ফি ও কমিশন আয় এবং খরচ যা আর্থিক সম্পদ ও দায়সমূহের প্রকৃত সুদ হার নির্ণয়ের জন্য অপরিহার্য তা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

৩.২৪ কমিশন ও বাট্টা-ফি-কমিশন বাবদ আয়

কমিশন বাবদ আয় ব্যাংক কর্তৃক কোন ইনস্ট্রুমেন্ট ইস্যু করার সময়, রকমারি হিসাবে দীর্ঘদিনের বকেয়ার সূত্রে, বিবিধ দ্রব্যাদির বিক্রয়, কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নিকট হতে আদায়কৃত গাড়ি/বাস ভাড়া এবং অন্য বিবিধ খাত হতে অর্জিত হয়।

৩.২৫ লভ্যাংশ আয়

আয় অর্জনের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর লভ্যাংশ বাবদ আয় ব্যাংক এর পৃথক আর্থিক বিবরণীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

৩.২৬ আয়কর

(ক) বাংলাদেশ ব্যাংক

বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার ১৯৭২ এর ৭৩, ৭৪ ও ৭৫ নং ধারা মোতাবেক ব্যাংকটি সকল প্রকার আয়কর, স্ট্যাম্প শুল্ক বা স্বর্ণ, রৌপ্য, ধাতব মুদ্রা, কাগজী নোট, সিকিউরিটি পেপারের শুল্ক এবং সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অন্যান্য পণ্যের উপর যে কোন আয়করের আওতামুক্ত।

(খ) সাবসিডিয়ারি

সাবসিডিয়ারি প্রতিষ্ঠানটি আয়করের আওতাধীন। চলতি বছরের লাভ ক্ষতির উপর আয়করের মধ্যে চলতি বছরের কর এবং বিলম্বিত কর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। যে আয় সরাসরি ইক্যুইটি হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে তা ব্যতীত আয় বিবরণীর অন্যান্য বিষয়ের উপর আয়কর হিসাব করা হয়েছে। সাবসিডিয়ারি প্রতিষ্ঠানটি বর্তমানে ৩৫% আয়করের আওতাধীন।

চলতি কর বলতে চলতি বছরের করযোগ্য আয়ের উপর প্রদেয় করকে বুঝানো হয়েছে, এক্ষেত্রে স্থিতিপত্রের তারিখে আরোপ বা আরোপযোগ্য কর হার প্রয়োগ করা হয়েছে এবং পূর্ববর্তী বছরের প্রদেয় করের সাথে সমন্বয় করা হয়েছে।

সম্পদ ও দায়ের স্থিতিপত্রে প্রদর্শিত বাহিত মূল্য এবং কর হারের পার্থক্যের কারণে বিলম্বিত কর সৃষ্টি হয়েছে। নিম্নলিখিত সাময়িক কারণগুলিতে বিলম্বিত কর সৃষ্টি করা হয় না। সুনামের প্রাথমিক অন্তর্ভুক্তিকরণ, সম্পদ ও দায়ের প্রাথমিক অন্তর্ভুক্তিকরণ যা হিসাবরক্ষণ প্রক্রিয়া বা করযোগ্য আয়-ব্যয়কে প্রভাবিত করে না এবং সাবসিডিয়ারিতে বিনিয়োগ সংক্রান্ত সে পরিমাণ পার্থক্য যা ভবিষ্যতে বিপরীত দাখিলার মাধ্যমে পরিবর্তন হবে না। বিলম্বিত আয়কর এমন হারে নিরূপণ করা হয়েছে যা সাময়িক পার্থক্যের উপর প্রয়োগযোগ্য হবে, বিধি মোতাবেক স্থিতিপত্রের তারিখে আরোপ বা আরোপযোগ্য কর হার প্রয়োগ করে চলমান কর হারে বিলম্বিত কর নির্ণীত হয়।

বাংলাদেশ ব্যাংকঃ আর্থিক বিবরণীর নোটসমূহ

৩০ জুন ২০১৬ সমাপ্ত বছরের

৩.২৭ স্থিতিপত্রের তারিখের পরবর্তী বিষয়গুলো

স্থিতিপত্রের তারিখের পরবর্তী ঘটনাগুলো এমন ধরনের অতিরিক্ত তথ্য প্রদান করে যা গ্রুপের স্থিতিপত্রের তারিখের অবস্থান সম্পর্কে অথবা যথাযথ নয় এমন চলমান ধারণা যা আর্থিক বিবরণীতে প্রতিফলিত হয়েছে। আইএএস ১০ অনুযায়ী স্থিতিপত্রের তারিখের পরবর্তী ঘটনাগুলো যা সমন্বয়ের বিষয় নয় তা গুরুত্বপূর্ণ হলে সে বিষয়ে নোটে উল্লেখ করা হয়েছে। আর্থিক প্রতিবেদন ইস্যু করার তারিখ পর্যন্ত এরূপ কোন ঘটনা সংঘটিত হয়নি যা আর্থিক বিবরণীতে প্রকাশ করার প্রয়োজন রয়েছে।

৩.২৮ নতুন হিসাব মান এবং হিসাব নীতিতে পরিবর্তন

নোট-৩ অনুযায়ী নির্দিষ্টকৃত সকল হিসাব সংক্রান্ত নীতিমালা ব্যাংক নিয়মিতভাবে আলোচ্য হিসাব বিবরণীসমূহতে অনুসরণ করেছে। ১ জানুয়ারি ২০১৫ এবং তৎপরবর্তী সময়ে সংশোধিত নীতিমালা ও নির্দিষ্ট কোন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অন্যান্য সংশোধিত নীতিমালা আলোচ্য হিসাব বিবরণীতে বিবেচনা করা হয়েছে। যদিও এসকল সংশোধনের কারণে গ্রুপটির আর্থিক হিসাব বিবরণীতে কোন উল্লেখযোগ্য প্রভাব পড়েনি।

১ জানুয়ারি ২০১৮ এবং তৎপরবর্তী সময়ে কার্যকর এ এক সেট নতুন হিসাবমান আলোচ্য আর্থিক হিসাব বিবরণীতে অন্তর্ভুক্ত করার অনুমতি থাকলেও গ্রুপটি নিম্নোক্ত নতুন হিসাবমানসমূহ আলোচ্য আর্থিক হিসাব বিবরণীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

(ক) আইএফআরএস ৯ঃ আর্থিক হাতিয়ারসমূহ

জুলাই ২০১৪ এ প্রকাশিত আইএফআরএস ৯ বর্তমান আইএএস ৩৯ আর্থিক হাতিয়ারসমূহ ঃ স্বীকৃতি ও পরিমাপ কে প্রতিস্থাপিত করেছে। আইএফআরএস ৯ এ আর্থিক হাতিয়ারসমূহের সংশোধিত শ্রেণিকরণ এবং পরিমাপ পদ্ধতি, আর্থিক সম্পদের ইমপেয়ারমেন্ট পদ্ধতি প্রয়োগ করার নতুন সম্ভাব্য ক্রেডিট লস মডেল এবং নতুন সাধারণ হেজ অ্যাকাউন্টিং মডেল অন্তর্ভুক্ত রয়েছে আএএস ৩৯ এ উল্লিখিত আর্থিক হাতিয়ারসমূহের স্বীকৃতি সংক্রান্ত অংশ আলোচ্য আইএফআরএস এ সংযোজন করা হয়েছে। ১ জানুয়ারি ২০১৮ এবং তৎপরবর্তী সময়ে সংঘটিত সকল আর্থিক ঘটনা আইএফআরএস ৯ অনুযায়ী কার্যকর বলে গণ্য করা হবে। যদিও আলোচ্য তারিখের পূর্বে উক্ত নীতির প্রয়োগের অনুমতি রয়েছে তবে গ্রুপটি এখনো আর্থিক বিবরণীর উপর আইএফআরএস ৯ এর সম্ভাব্য প্রভাব নিয়ে পর্যালোচনা করেনি।

(খ) আইএফআরএস ১৫ঃ ক্রেতাদের সাথে সংঘটিত চুক্তি হতে আয়

আয়ের পরিমাণ এবং আয় হিসেবে স্বীকৃতির সময় সম্পর্কে একটি সমন্বিত কাঠামো আইএফআরএস ১৫ এ বিবৃত হয়েছে। আলোচ্য আইএফআরএস বর্তমান আয়ের স্বীকৃতি সংক্রান্ত নির্দেশিকা, আইএএস ১৮ ঃ আয়, আইএএস ১১ঃ চুক্তির পদ্ধতি এবং বিএফআরআই ১৩ ঃ ক্রেতা আনুগত্য প্রোগ্রামকে প্রতিস্থাপিত করেছে। ১ জানুয়ারি ২০১৮ এবং তৎপরবর্তী সময়ে সংঘটিত সকল আর্থিক ঘটনা আইএফআরএস ১৫ অনুযায়ী কার্যকর বলে গণ্য করা হবে। যদিও আলোচ্য তারিখের পূর্বে উক্ত নীতির প্রয়োগের অনুমতি রয়েছে তবে গ্রুপটি এখনো আর্থিক বিবরণীর উপর আইএফআরএস ৯ এর সম্ভাব্য প্রভাব নিয়ে পর্যালোচনা করেনি।

বাংলাদেশ ব্যাংকঃ আর্থিক বিবরণীর নোটসমূহ

৩০ জুন ২০১৬ তারিখ ও সমাপ্ত বছরের জন্য

		২০১৬ টাকা '০০০	২০১৫ টাকা '০০০
৪	**বৈদেশিক মুদ্রা হিসাব**		
	উল্লিখিত স্থিতি অন্যান্য দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক এবং বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহে বিভিন্ন বৈদেশিক মুদ্রায় রক্ষিত পুঞ্জীভূত জমা ও স্থিতির সমতুল্য মূল্য নির্দেশ করে।		
	রক্ষিত স্থিতি		
	অন্যান্য কেন্দ্রীয় ব্যাংকে রক্ষিত স্থিতি	১৯,৯১৯,৭৯৩	১৯,৫৪৬,৫২৩
	বৈদেশিক বাণিজ্যিক ব্যাংকে রক্ষিত স্থিতি	২৫,০৯৭,৭০৪	১,৪৬৯,৩৩৭
	মোট	**৪৫,০১৭,৪৯৭**	**২১,০১৫,৮৬০**
৫	**বৈদেশিক বিনিয়োগ**		
	তাৎক্ষণিক বিনিয়োগ	১৩৬,২৩৫,০৭০	২৪৭,৩৯৩,৫৫৩
	বহিঃবিশ্বের বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহে স্বল্পমেয়াদি বিনিয়োগ	১,১১৫,৯২০,১৮৭	৬৭৪,৪৬৫,৮৭৯
	ইউএস ডলার ট্রেজারি বিল	১৫,৬৫৪,৯১২	৮৩,২৭৯,৬০৬
	বৈদেশিক বন্ড	৭৬৬,৮৬৪,২৪৮	৬৭৯,২৫৪,২২০
	মোট	**২,০৩৪,৬৭৪,৪১৭**	**১,৬৮৪,৩৯৩,২৫৮**
৬	**আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) সংশ্লিষ্ট সম্পদ ও দায়সমূহ**		
৬.০১	**আইএমএফ এ রক্ষিত সম্পদ**		
	কোটা	১১৬,৯৬৯,৬৪৯	৫৮,৩৫২,৮৮৬
	সরকার কর্তৃক পরিশোধকৃত কোটা (আইএমএফ)*	(১৪,৫৪৬,৫৬৭)	
	এসডিআর হোল্ডিং	১০৬,৫১৬,৯৯১	৭২,৭৮৯,১২৫
	এসডিআর হতে প্রাপ্য সুদ	৯,৮৫১	৬,১৭৪
	মোট	**২০৮,৯৪৯,৯২৪**	**১৩১,১৪৮,১৮৫**

*এতে ২৫% বর্ধিত কোটা (এসডিআর ৫৩৩.৩০ মিলিয়ন) অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যা সরাসরি সরকারি হিসাব বিকলনপূর্বক বৈদেশিক মুদ্রায় পরিশোধ করা হয়েছে। বর্ধিত কোটা এ বছরই কার্যকরী হয়েছে।

৬.০২	**আইএমএফ এর নিকট দায়**		
	আইএমএফ সিকিউরিটিজ	১০২,০২৪,৮৪৯	৫৬,৬৭৫,০১০
	আইএমএফ-১ এবং আইএমএফ-২ হিসাব	১,৬১২,৮৯৫	১,৬১৭,২৬১
	এসডিআর বরাদ্দ	৫৫,৯৭৪,০৩২	৫৫,৮৪৭,৭৪৮
	আইএমএফ বর্ধিত ঋণ সুবিধা	৭০,১৮১,৮০২	৫০,০১৬,৮৩৮
	দারিদ্র্য বিমোচন ও প্রবৃদ্ধি সুবিধা খাতের ঋণ	৩৬৯,২৪৫	৩,৩১৪,২৮৬
	প্রদেয় সুদ	৪,৭৪২	৪,৭৩২
	মোট	**২৩০,১৬৭,৫৬৬**	**১৬৭,৪৭৫,৮৭৪**

বাংলাদেশ ব্যাংকঃ আর্থিক বিবরণীর নোটসমূহ

৩০ জুন ২০১৬ তারিখ ও সমাপ্ত বছরের জন্য

বাংলাদেশ ১৯৭২ সাল হতে আইএমএফ এর সদস্য। বাংলাদেশ ব্যাংক আইএমএফ এর জমাকারক (Depository) এবং আর্থিক এজেন্টরূপে কাজ করে। আর্থিক এজেন্ট হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংক আইএমএফ এর সাথে সকল কার্যক্রম ও লেনদেন পরিচালনার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত। জমাকারক হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংক ফান্ডের কারেন্সি হোল্ডিং রক্ষণাবেক্ষণ করে এবং আর্থিক বিবরণীতে ফান্ডের সদস্য হিসেবে সম্পদ ও দায়ের যাতে যথাযথ প্রতিফলন ঘটে তার নিশ্চয়তা দেয়।

বাংলাদেশ কোটা হলো সদস্যপদ প্রাপ্তির জন্য প্রদত্ত চাঁদার পরিমাণ। কোটা হলো সেই পরিমাণ অর্থ যা প্রত্যেক আইএমএফ সদস্য দেশ কর্তৃক আইএমএফকে পরিশোধ করতে হয়। প্রত্যেক সদস্য দেশকে আইএমএফ এ যোগদানের নিমিত্তে অবশ্যই চাঁদার সম্পূর্ণ অংশ পরিশোধ করতে হয়; যার ২৫% পর্যন্ত অবশ্যই এসডিআর অথবা বহুল স্বীকৃত মুদ্রায় (যেমন ইউ.এস ডলার, ইউরো, ইয়েন অথবা পাউন্ড স্টার্লিং) পরিশোধযোগ্য, যেখানে বাকি অংশ সদস্য দেশের নিজস্ব মুদ্রায় পরিশোধযোগ্য। চাঁদা মূলত আইএমএফ এর অনুকূলে প্রমিসরি নোট ইস্যুর মাধ্যমে পরিশোধ করা হয় এবং বাকি অংশের একটি অংশ সংরক্ষিত সম্পদের মাধ্যমে, একটি অংশ বাংলাদেশ সরকারের মাধ্যমে এবং একটি অংশ অত্র ব্যাংক কর্তৃক পরিচালিত আইএমএফ হিসাবের মাধ্যমে পরিশোধিত হয়।

সদস্যদের কোটার উপর ভিত্তি করে আইএমএফ কর্তৃক এর সদস্যদের মধ্যে এসডিআর বরাদ্দ করা হয়। বাংলাদেশ ব্যাংক তার বরাদ্দকৃত এসডিআর এর উপর সুদ প্রদান করে এবং তার ধারণকৃত এসডিআর এর উপর সুদ প্রাপ্য হয়।

৩০ এপ্রিল ২০১৬ তারিখে আইএমএফ বাংলাদেশি মুদ্রার (টাকার) বিপরীতে এসডিআর'কে পুনর্মূল্যায়িত করেছে। একইভাবে আইএমএফ সংশ্লিষ্ট সম্পদ ও দায়সমূহ ৩০ জুন ২০১৬ তারিখের বিনিময় হার অনুযায়ী টাকায় রূপান্তর করা হয়েছে। (১০৯.৬৬৫৯২ টাকা সমান ১ এসডিআর অনুযায়ী রূপান্তরকৃত)

		২০১৬ টাকা '০০০	২০১৫ টাকা '০০০
৭	**স্বর্ণ ও রৌপ্য**		
	স্বর্ণ	৭,০৩৩,৫০৪	৬,১৮৮,৩৩৫
	রৌপ্য	২৪৫,৩৮৫	২২৬,৩২৮
	মোট	**৭,২৭৮,৮৮৯**	**৬,৪১৪,৬৬৩**

ব্যাংকের মালিকানাধীন ৪৪৩,১১২.২৪ ট্রয় আউন্স স্বর্ণ এবং ১৬৮,৭২৮.১৫ ট্রয় আউন্স রৌপ্য আছে।

৮	**স্বর্ণ সংক্রান্ত লেনদেন হতে উদ্ভূত দাবি**	**৩৮,৮৪৯,৩৫০**	**৩৪,১৮১,০৮২**

উল্লিখিত স্থিতি স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক, লন্ডন এবং এইচএসবিসি, লন্ডন এর নিকট ৩ থেকে ১২ মাস মেয়াদি স্বর্ণ ঋণের বিপরীতে দাবির মূল্য নির্দেশ করে। স্বর্ণসমূহ ব্যাংক অব ইংল্যান্ড, লন্ডনে রক্ষিত আছে।

৯	**বৈদেশিক মুদ্রায় ব্যাংককে প্রদত্ত ঋণ**		
	ইডিএফ ডলার বিনিয়োগ	১৩২,২৩৪,৩২৪	১২৭,৭৪২,০৮৫
	রূপালী ব্যাংক করাচি*	১০,৫০৮	১০,৭৩৫
	বাদঃ ঋণ হতে উদ্ভূত সম্ভাব্য ক্ষতির জন্য সংস্থান (রূপালী ব্যাংক করাচি)	(১০,৫০৮)	(১০,৭৩৫)
	মোট	**১৩২,২৩৪,৩২৪**	**১২৭,৭৪২,০৮৫**

বাংলাদেশ ব্যাংকঃ আর্থিক বিবরণীর নোটসমূহ
৩০ জুন ২০১৬ তারিখ ও সমাপ্ত বছরের জন্য

এ অরূপান্তরযোগ্য হিসাবটি ১৯৭৯ সালে বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুরোধে খোলা হয়, যার উদ্দেশ্য ছিল আমাদের স্বাধীনতা পূর্ববর্তী অসমন্বিত কিছু রপ্তানি বিলের সমন্বয় সাধন। এই হিসাবের মূলধন প্রেরণ, স্থানান্তর কিংবা রূপান্তর যোগ্য নয়। কিন্তু স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তানের নিয়ম-নীতি পরিপালন এবং ট্যাক্স পরিশোধসাপেক্ষে এর সুদ স্থানান্তরযোগ্য।

		২০১৬ টাকা '০০০	২০১৫ টাকা '০০০
১০	**বৈদেশিক মুদ্রায় অন্যান্য আর্থিক সম্পদ**		
	সুইফট শেয়ার	৮০	৮০
	প্রাপ্য সুদ	৬,৯২৬,৭৫৭	৬,৬৮০,৩৮৫
	অন্যান্য প্রাপ্য *	৬,৩৬৫,৩৭০	-
	মোট	**১৩,২৯২,২০৭**	**৬,৬৮০,৪৬৫**

ব্যাংক সুইফ্‌ট এর সদস্য হিসেবে এর একটি শেয়ার ক্রয় করেছে যার অভিহিত মূল্য ৮০,৪৭৪.৫৭ টাকার সমতুল্য।

* ফেব্রুয়ারি ২০১৬ তে ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক অব নিউইয়র্ক কর্তৃক কিছু অ-অনুমোদিত লেনদেন সম্পন্ন (process) করা হয়েছে, যার ফলে ফেড এ রক্ষিত অত্র ব্যাংকের হিসাব থেকে টাকা ৬,৩৬৫ মিলিয়ন (ইউএসডি ৮১.১৯ মিলিয়নের সমপরিমাণ টাকা) রিজাল কমার্শিয়াল ব্যাংকিং কর্পোরেশন, ফিলিপাইন (আরসিবিসি) এর সাথে রক্ষিত তৃতীয় পক্ষের হিসাবে পরিশোধিত হয়ে যায়। উক্ত অর্থ পরিশোধে অত্র ব্যাংক কর্তৃক প্রেরিত নিষেধাজ্ঞা সম্বলিত নির্দেশনা থাকা সত্ত্বেও আরসিবিসি গুরুত্বপূর্ণ পরিমাণ অর্থ অন্যান্য হিসাবে স্থানান্তরে এই হিসাবধারীদের সাহায্য করে।

এ অর্থ পুনরুদ্ধারে ব্যাংক কর্তৃক বিভিন্ন তৎপরতা গৃহীত হয়েছে এবং এ প্রক্রিয়ায় সাহায্য করার জন্য ব্যাংক কর্তৃক বহিঃআইনি পরামর্শক নিয়োগ করা হয়েছে। এ পর্যন্ত ফিলিপাইনের "অ্যান্টি মানিলন্ডারিং কাউন্সিল" সেক্রেটারিয়েট কর্তৃক এতদ্‌সংশ্লিষ্ট কিছু অর্থ উদ্ধার করা হয়েছে। তাছাড়া জানা গেছে যে, উপরোক্ত লেনদেনে সংশ্লিষ্টতার কারণে "Bangko Sentral ng Pilipinas" কর্তৃক আরসিবিসি'কে টাকা ১,৬৫০ মিলিয়ন (পেসো ১,০০০ এর সমপরিমাণ টাকা) জরিমানা করা হয়েছে। ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট এই অর্থ উদ্ধারের বিষয়ে বহিঃআইনি পরামর্শকের সাথে একমত পোষণ করেন। তদনুসারে এই অর্থ (হিসাব) অন্যান্য বৈদেশিক সম্পদ হিসেবে এই আর্থিক বিবরণীতে সন্নিবেশ করা হয়েছে।

১১	**সমন্বিত টাকা কয়েন এবং নগদ স্থিতি**		
	টাকা কয়েন	৪,৪৯৭,৬১০	৩০৩,৩১৬
	নগদ স্থিতি (পৃথক)	১৬,৫১২	১৮,৩৯০
	নগদ স্থিতি (এসপিসিবিএল)	১২,১৭০,৪৯৬	১৪,১৬২,২৮১
	মোট	**১৬,৬৮৪,৬১৮**	**১৪,৪৮৩,৯৮৭**

১১.০১	**টাকা কয়েন এবং নগদ স্থিতি**		
	টাকা কয়েন	৪,৪৯৭,৬১০	৩০৩,৩১৬
	নগদ স্থিতি	১৬,৫১২	১৮,৩৯০
	মোট	**৪,৫১৪,১২২**	**৩২১,৭০৬**

সরকারের নিকট হতে ক্রয়কৃত এবং ব্যাংক কর্তৃক ধারণকৃত কিন্তু ইস্যুকৃত নয় এরূপ এক, দুই ও পাঁচ টাকার নোট

বাংলাদেশ ব্যাংকঃ আর্থিক বিবরণীর নোটসমূহ
৩০ জুন ২০১৬ তারিখ ও সমাপ্ত বছরের জন্য

ও ধাতব মুদ্রা, SPCBL (সাবসিডিয়ারি) কর্তৃক ধারণকৃত নগদ এবং সোনালী ব্যাংক লিঃ, ময়মনসিংহ অফিসে নগদ জমা অভিহিত মূল্যে ব্যাংক স্থিতির নগদ ও নগদ সমতুল্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

১২	**পুনঃবিক্রয় চুক্তির আওতায় ক্রয়কৃত সিকিউরিটিজ**	**৮,৪৮০,০০০**	**-**

যখন বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ কোন আর্থিক সম্পদ বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট বিক্রয় করে এবং একই সাথে ঐ সম্পদ ভবিষ্যতে কোন তারিখে নির্দিষ্ট দামে পুনঃক্রয়ের চুক্তি করে তা গ্রুপের ঋণ হিসাবে দেখানো হয় এবং আর্থিক বিবরণীতে তা দেখানো হয় না।

১৩	**বাংলাদেশ সরকারকে প্রদত্ত ঋণ**		
	উপায় ও উপকরণ আগাম	৪০,০০০,০০০	২৪,৩৫৪,৪০০
	ওভারড্রাফ্ট-চলতি	৪০,৩১৫,৯০০	-
	ওভারড্রাফ্ট-ব্লক	৭১,৮৫০,০০০	৮৬,৮৫০,০০০
	ট্রেজারি বিল	১৫,৬২৮,৮০৪	-
	ট্রেজারি বন্ড	৩১,৩১৪,৪৭৪	১,০৮৫,১৮৫
	মোট	**১৯৯,১০৯,১৭৯**	**১১২,২৮৯,৫৮৫**

১৪	**স্থানীয় মুদ্রায় সমন্বিত বিনিয়োগ**		
	মুদ্রা বাজারে স্বল্পমেয়াদি বিনিয়োগ *	৬৩৪,৮০৪	৪৬২,৫০১
	ঋণপত্র (ডিবেঞ্চার) - হাউজ বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন	৪,৭১৫,০০০	৫,৭৯৫,০০০
	শেয়ার-আইসিবি ইসলামি ব্যাংক **	৭,৪৫২	৭,৪৫২
	অন্যান্য	৪,১৩৬	৪,১৩৪
	মোট	**৫,৩৬১,৩৯২**	**৬,২৬৯,০৮৬**

* এটি এসপিসিবিএল কর্তৃক স্থানীয় বিভিন্ন বাণিজ্যিক ব্যাংকে বিনিয়োগকৃত মেয়াদি আমানতের মোট পরিমাণ নির্দেশ করে।

** ২ আগস্ট ২০০৭ তারিখের বাংলাদেশ ব্যাংকের সার্কুলার নং- বিআরপিডি (আর-১) ৬৫১/৯(১০)/২০০৭-৪৪৬ অনুসারে এসপিসিবিএল আইসিবি ইসলামিক ব্যাংক লিঃ (পূর্বতন ওরিয়েন্টাল ব্যাংক লিঃ) এর প্রতিটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের ৭৪৫,২০০ টি শেয়ারের মালিক।

১৪.০১ স্থানীয় মুদ্রায় বিনিয়োগ

ঋণপত্র (ডিবেঞ্চার) - হাউজ বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন (নোট- ১৪.ক)	৪,৭১৫,০০০	৫,৭৯৫,০০০
সাবসিডিয়ারিতে বিনিয়োগ (নোট ১৪.খ)	১২,০০০,০০০	১২,০০০,০০০
মোট	**১৬,৭১৫,০০০**	**১৭,৭৯৫,০০০**

১৪.ক ব্যাংক কর্তৃক ক্রয়কৃত হাউজ বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন এর বিভিন্ন সময়ে ইস্যুকৃত ঋণপত্রসমূহ "ঋণপত্র (ডিবেঞ্চার) -এইচবিএফসি" এর পরিমাণ নির্দেশ করে।

বাংলাদেশ ব্যাংকঃ আর্থিক বিবরণীর নোটসমূহ

৩০ জুন ২০১৬ তারিখ ও সমাপ্ত বছরের জন্য

সুদ হার	৩০ জুন ২০১৬ তারিখের স্থিতি
৪.৫০%	১,৭০০,০০০
৫.০০%	৩,০১৫,০০০
মোট	**৪,৭১৫,০০০**

১৪.খ সাবসিডিয়ারিতে বিনিয়োগ

দি সিকিউরিটি প্রিন্টিং করপোরেশন (বাংলাদেশ) লিঃ ("এসপিসিএল") বাংলাদেশ ব্যাংকের সম্পূর্ণ মালিকানাধীন সাবসিডিয়ারি প্রতিষ্ঠান। ৩০ জুন ২০১৫ অর্থবছর শেষে এসপিসিএল লভ্যাংশ হিসেবে ১২০ মিলিয়ন টাকা পরিশোধ করেছে।

১৫ স্থানীয় মুদ্রায় ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ ও কর্মকর্তাদের প্রদত্ত সমন্বিত ঋণ

(ক) স্থানীয় মুদ্রায় ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে প্রদত্ত ঋণ

সরকারি মালিকানাধীন ব্যাংক		
বাণিজ্যিক ব্যাংক	৩,৯৯৯,৬৪০	৪,৯৬৩,১৬৭
বিশেষায়িত ব্যাংক*	২৯,৪৩১,৮৩০	৩৩,৩৬২,৪৪৮
	৩৩,৪৩১,৪৭০	**৩৮,৩২৫,৬১৫**
ইমপেয়ারমেন্টের জন্য সংস্থান (নোট-১৫.অ)	(৬৪,৩৬২)	(১৪০,৪২৬)
	৩৩,৩৬৭,১০৮	**৩৮,১৮৫,১৮৮**
অন্যান্য ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান		
ব্যক্তি মালিকানাধীন ব্যাংক	২,৯০৩,২৫০	৩,০১৯,৫০০
অন্যান্য ঋণ ও আগাম	২৮,৫৪৯,৪৮৬	২৬,১৭২,৭৭৯
	৩১,৪৫২,৭৩৬	**২৯,১৯২,২৭৯**
প্রাপ্য সুদ	৮,২৩৭,৮০১	৮,৪২৯,৭৪০
মোট (ক)	**৭৩,০৫৭,৬৪৫**	**৭৫,৮০৭,২০৮**

(খ) স্থানীয় মুদ্রায় কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রদত্ত ঋণ ও আগাম

কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রদত্ত ঋণ ও অগ্রিম	৩২,৮০৫,৩০৪	৩১,৭৮২,৩৬২
ঋণ ও অগ্রিম এর বিপরীতে সংস্থান (Provision) (নোট-১৫.আ)	(২৬৯,৮৮১)	(৫৪৯,৩৫৭)
মোট (খ)	**৩২,৫৩৫,৪২৩**	**৩১,২৩৩,০০৪**
মোট ঋণ (ক+খ)	**১০৫,৫৯৩,০৬৮**	**১০৭,০৪০,২১২**

১৫.০১ স্থানীয় মুদ্রায় ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রদত্ত ঋণ

(ক) স্থানীয় মুদ্রায় ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে প্রদত্ত ঋণ

সরকারি মালিকানাধীন ব্যাংক		
বাণিজ্যিক ব্যাংক	৩,৯৯৯,৬৪০	৪,৯৬৩,১৬৭
বিশেষায়িত ব্যাংক*	২৯,৪৩১,৮৩০	৩৩,৩৬২,৪৪৮
	৩৩,৪৩১,৪৭০	**৩৮,৩২৫,৬১৫**

বাংলাদেশ ব্যাংকঃ আর্থিক বিবরণীর নোটসমূহ
৩০ জুন ২০১৬ তারিখ ও সমাপ্ত বছরের জন্য

ইমপেয়ারমেন্টের জন্য সংস্থান (নোট-১৫.অ)	(৬৪,৩৬২)	(১৪০,৪২৬)
	৩৩,৩৬৭,১০৮	**৩৮,১৮৫,১৮৮**
অন্যান্য ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান		
ব্যক্তি মালিকানাধীন ব্যাংক	২,৯০৩,২৫০	৩,০১৯,৫০০
অন্যান্য ঋণ ও আগাম	২৮,৫৪৯,৪৮৬	২৬,১৭২,৭৭৯
	৩১,৪৫২,৭৩৬	**২৯,১৯২,২৭৯**
প্রাপ্য সুদ	৮,২৩৭,৮০১	৮,৪২৯,৭৪০
মোট (ক)	**৭৩,০৫৭,৬৪৫**	**৭৫,৮০৭,২০৮**

* বিশেষায়িত ব্যাংক বলতে নিম্নবর্ণিত সে সকল ব্যাংককে বোঝায় যেগুলো অর্থনীতির বিভিন্ন শাখায় নির্দিষ্ট চাহিদা পূরণ সংক্রান্ত সেবা প্রদান করে থাকে ঃ

ব্যাংকসমূহ	**বিশেষায়িত খাতসমূহ**
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক	কৃষি
রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক	কৃষি

(খ)	**স্থানীয় মুদ্রায় কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রদত্ত ঋণ ও আগাম**	
কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রদত্ত ঋণ ও অগ্রিম	৩১,৫৪৯,২৮৮	৩০,৬৫৫,৬৩৭
ঋণ ও অগ্রিম এর বিপরীতে সংস্থান (Provision) (নোট ১৫.আ)	(২৬৯,৮৮১)	(৫৪৯,৩৫৭)
মোট (খ)	**৩১,২৭৯,৪০৭**	**৩০,১০৬,২৭৯**
মোট ঋণ (ক+খ)	**১০৪,৩৩৭,০৫২**	**১০৫,৯১৩,৪৮৭**

১৫.অ) ইমপেয়ারমেন্টের জন্য সংস্থান

প্রারম্ভিক স্থিতি	১৪০,৪২৭	২০৬,৯৫২
বছর জুড়ে পরিবর্তন / (ছাড়)	(৭৬,০৬৫)	(৬৬,৫২৫)
মোট	**৬৪,৩৬২**	**১৪০,৪২৭**

১৫.আ) ঋণ হতে উদ্ভূত ক্ষতি পূরণের জন্য সংস্থান

প্রারম্ভিক স্থিতি	৫৪৯,৩৫৭	৪৯৫,২৭১
বছর জুড়ে পরিবর্তন / (ছাড়)	(২৭৯,৪৭৭)	৫৪,০৮৬
মোট	**২৬৯,৮৮১**	**৫৪৯,৩৫৭**

ইমপেয়ারমেন্টের জন্য সঞ্চিতি এক ধরনের সম্পত্তি হিসাব যা সুদ আরোপিত হয়না এমন ঋণ এর উপর সুদ আয় না হওয়া জনিত ক্ষতি হ্রাসকরণের জন্য রক্ষিত হয়। ছাড়কৃত (বিমুক্ত কৃত) পরিমাণ মূলত পুনঃতফসিলকৃত ডিমান্ড লোনের বিপরীতে রক্ষিত সঞ্চিতির রাইট ব্যাককৃত অংশ।

ঋণ ক্ষতির জন্য সঞ্চিতিও এক ধরনের সম্পত্তি হিসাব যা কর্মচারী আগামের সুদের কুঋণ সমন্বয়ের জন্য রক্ষিত হয়।

বাংলাদেশ ব্যাংকঃ আর্থিক বিবরণীর নোটসমূহ

৩০ জুন ২০১৬ তারিখ ও সমাপ্ত বছরের জন্য

১৬ স্থানীয় মুদ্রায় অন্যান্য আর্থিক সম্পদ-সমন্বিত

অব্যবহৃত এফএসএসপি ফান্ড (নোট ২৪.০৪)	২,৫৪৬,১১২	-
প্রাপ্য সুদ (বাংলাদেশ ব্যাংক)	৮৮৬,২৪৯	১৬৯,২৮৩
প্রাপ্য সুদ (এসপিসিবিএল)	৩৬১,৭৮৬	৩৬২,৩৬৫
মোট	**৩,৭৯৪,১৪৭**	**৫৩১,৬৪৮**

১৬.০১ স্থানীয় মুদ্রায় অন্যান্য আর্থিক সম্পদ

অব্যবহৃত এফএসএসপি ফান্ড (নোট ২৪.০৪)	২,৫৪৬,১১২	-
প্রাপ্য সুদ	৮৮৬,২৪৯	১৬৯,২৮৩
মোট	**৩,৪৩২,৩৬১**	**১৬৯,২৮৩**

সরকারি ট্রেজারি বিল ও বন্ডের উপর প্রাপ্য সুদ, এইচবিএফসি এর ঋণপত্রের উপর প্রাপ্য সুদ, ইত্যাদি প্রাপ্য সুদের অন্তর্ভুক্ত।

বাংলাদেশ ব্যাংকঃ আর্থিক বিবরণীর নোটসমূহ

৩০ জুন ২০১৬ তারিখ ও সমাপ্ত বছরের জন্য

১৭ সমন্বিত সম্পত্তি, স্থাপনা ও সরঞ্জামাদি

(ক) ৩০ জুন ২০১৬

টাকা '০০০

বিবরণ	জমি	ভবন ও অন্যান্য স্থাপনা	যান্ত্রিক সরঞ্জামাদি	কম্পিউটার ও নেটওয়ার্কিং	আসবাব ও সরঞ্জামাদি	মোটর গাড়ি	বৈদ্যুতিক স্থাপনা	গ্যাস স্থাপনা	নিরাপত্তা সামগ্রী	নিম্ন মূল্যের সম্পত্তি	চলতি কার্য মূলধন	মোট
মূল্য												
০১/০৭/১৫ তারিখের স্থিতি	৩৬,৫৫১,৩০৪	৫,০৬৩,৮৪৫	৪,২৩০,২৬৪	১,৭৯৭,৯৪৫	১৭৬,৪৫৩	২৪৩,০২৮	২৬৮,৯৮০	২,০১৬	-	-	১,৬২৬,৫৯০	৪৯,৯৬০,৪২৫
চলতি বছরের সংযোজন	-	১৫,৬৪২	১১৯,৮৯০	১৫,২৭৮	৩১,১৮৮	১৯,১৮৫	১১৯,৫৪৩	-	১৯,১৭২	৫২৮	৩,৩১১,৫৩২	৩,৬৫১,৯৫৯
চলতি বছরের স্থানান্তর	-	১৫৮,৩৪১	-	১৬,২৮২	৯৯৯,৬৪১	-	৪৩,৯৬৪	-	-	-	(১,২১৮,২২৭)	০
চলতি বছরের বিয়োজন	-	-	(৩৭,১৩৬)	(২৪৩)	(৯,৩৮৮)	(৩,৫৯৭)	(২,৪১৩)	(১)	-	-	-	(৫২,৭৭৭)
পুনঃশ্রেণিবিন্যাস	-	(২)	(১,২৬৮)	(৩,৫৪২)	(৪১,২৭০)	(১২)	(১০,৬১১)	(৩)	-	৫৬,৭০৭	-	(০)
৩০ জুন ২০১৬	**৩৬,৫৫১,৩০৪**	**৫,২৩৭,৮২৬**	**৪,৩১১,৭৫০**	**১,৮২৫,৭২১**	**১,১৫৬,৬২৪**	**২৫৮,৬০৪**	**৪১৯,৪৬৪**	**২,০১২**	**১৯,১৭২**	**৫৭,২৩৫**	**৩,৭১৯,৮৯৫**	**৫৩,৫৫৯,৬০৭**
অবচয় সঞ্চিতি												
০১/০৭/১৫ তারিখে অবচয় সঞ্চিতি	-	১,১৯১,১১৮	৯০৬,৯৯৫	১,৩২২,২৬৩	৮৯,২২৭	১৬৯,১৯২	১৩০,২০৪	৯৯৮	-	-	-	৩,৮০৯,৯৯৭
চলতি বছরে ধার্যকৃত অবচয়	-	২৬২,৮৪৪	২২৮,২৩৭	২৭৮,৮৪৭	৬৫,৩৯০	৩৩,৪৭৪	৪৬,০০৩	২৪৭	২৩৯	৬,২৪৪	-	৯২১,৫২৫
চলতি বছরের বিয়োজন	-	-	(৩৭,১১৬)	(১৯৪)	(৬,০৭০)	(৩,৫৯৬)	(২,৪০৫)	(১)	-	-	-	(৪৯,৩৮২)
পুনঃশ্রেণিবিন্যাস	-	(১)	(১,০৬৮)	(৩,০৪৩)	(২৩,৪৩৮)	(১১)	(৮,১২৯)	(৩)	-	৩৫,৬৯২	-	(০)
৩০ জুন ২০১৬	**-**	**১,৪৫৩,৯৬১**	**১,০৯৭,০৪৮**	**১,৫৯৭,৮৭২**	**১২৫,১০৯**	**১৯৯,০৫৯**	**১৬৫,৬৭৩**	**১,২৪১**	**২৩৯**	**৪১,৯৩৭**	**-**	**৪,৬৮২,১৪০**
নিট বহি মূল্য												
৩০ জুন ২০১৬	**৩৬,৫৫১,৩০৪**	**৩,৭৮৩,৮৬৫**	**৩,২১৪,৭০২**	**২২৭,৮৪৮**	**১,০৩১,৫১৫**	**৫৯,৫৪৫**	**২৫৩,৭৯১**	**৭৭১**	**১৮,৯৩৩**	**১৫,২৯৮**	**৩,৭১৯,৮৯৫**	**৪৮,৮৭৭,৪৬৭**
৩০ জুন ২০১৫	**৩৬,৫৫১,৩০৪**	**৩,৮৭২,৭২৭**	**৩,৩২৩,২৬৯**	**৪৭৫,৬৮২**	**৮৭,২২৬**	**৭৩,৮৩৬**	**১৩৮,৭৭৬**	**১,০১৮**	-	-	**১,৬২৬,৫৯০**	**৪৬,১৫০,৪২৮**

জমির মধ্যে ইজারাকৃত জমি বাবদ টাঃ ২৭,৫৩৯ মিলিয়ন অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যার চুক্তিকাল ৯৯ বছর মেয়াদি।

বাংলাদেশ ব্যাংকঃ আর্থিক বিবরণীর নোটসমূহ
৩০ জুন ২০১৬ তারিখ ও সমাপ্ত বছরের জন্য

(খ) ৩০ জুন ২০১৫

টাকা '০০০

বিবরণ	জমি	ভবন ও অন্যান্য স্থাপনা	যান্ত্রিক সরঞ্জামাদি	কম্পিউটার ও নেটওয়ার্কিং	আসবাব ও সরঞ্জামাদি	মোটর গাড়ি	বৈদ্যুতিক স্থাপনা	গ্যাস স্থাপনা	নিরাপত্তা সামগ্রী	নিম্ন মূল্যের সম্পত্তি	চলতি কার্য মূলধন	মোট
মূল্য												
০১/০৭/১৪ তারিখের স্থিতি	৩৬,৫৫১,৩০৪	৪,৮২৯,৮৯৮	৪,১০৩,২০৩	১,৬৮১,২৪৩	১৫৮,১২৯	২৪১,২৮৯	২১৬,০২১	৮১১			১,৫৮০,৭৪৭	৪৯,৩৬২,৬৪৫
চলতি বছরের সংযোজন	-	১০,২৯৬	৯৮,৬৪২	১১৮,৮৩০	১৮,৪৮৯	৩,৫৮৬	১৬,০৫৩	১,২০৫			৩৪০,৪৫৪	৬০৭,৫৫৫
চলতি বছরের স্থানান্তর	-	২২৮,৭৫৩	২৮,৮৩৮	-	-	-	৩৭,০২০	-			(২৯৪,৬১১)	-
চলতি বছরের বিয়োজন	-	(৫,১০২)	(৪১৯)	(২,১২৮)	(১৬৫)	(১,৮৪৭)	(১১৪)	-			-	(৯,৭৭৫)
৩০ জুন ২০১৫	**৩৬,৫৫১,৩০৪**	**৫,০৬৩,৮৪৫**	**৪,২৩০,২৬৪**	**১,৭৯৭,৯৪৫**	**১৭৬,৪৫৩**	**২৪৩,০২৮**	**২৬৮,৯৮০**	**২,০১৬**	**-**	**-**	**১,৬২৬,৫৯০**	**৪৯,৯৬০,৪২৫**
অবচয় সঞ্চিতি												
০১/০৭/১৪ তারিখে অবচয় সঞ্চিতি	-	৯৩৮,৯৮৭	৬৮৮,৩৫২	৯৮৯,৭১১	৭৫,৪১১	১৩৪,১৩৪	৯৪,৪৩২	৭৯৬			-	২,৯২১,৮২৩
চলতি বছরে ধার্যকৃত অবচয়	-	২৫৩,৪৪৫	২১৯,০৩৪	৩৩৩,৮৯৫	১৩,৮৯৪	৩৬,৯০৫	৩৫,৮৮৪	২০২			-	৮৯৩,২৫৯
চলতি বছরের বিয়োজন	-	(১,৩১৪)	(৩৯১)	(১,৩৪৩)	(৭৮)	(১,৮৪৭)	(১১২)	-			-	(৫,০৮৫)
৩০ জুন ২০১৫	**-**	**১,১৯১,১১৮**	**৯০৬,৯৯৫**	**১,৩২২,২৬৩**	**৮৯,২২৭**	**১৬৯,১৯২**	**১৩০,২০৪**	**৯৯৮**	**-**	**-**	**-**	**৩,৮০৯,৯৯৭**
নিট বহি মূল্য												
৩০ জুন ২০১৫	৩৬,৫৫১,৩০৪	৩,৮৭২,৭২৭	৩,৩২৩,২৬৯	৪৭৫,৬৮২	৮৭,২২৬	৭৩,৮৩৬	১৩৮,৭৭৬	১,০১৮	-	-	১,৬২৬,৫৯০	৪৬,১৫০,৪২৮
৩০ জুন ২০১৪	৩৬,৫৫১,৩০৪	৩,৮৯০,৯১১	৩,৪১৪,৮৫১	৬৯১,৫৩২	৮২,৭১৮	১০৭,১৫৫	১২১,৫৮৯	১৫	-	-	১,৫৮০,৭৪৭	৪৬,৪৪০,৮২২

জমির মধ্যে ইজারাকৃত জমি বাবদ টাঃ ১৭,০৮০ মিলিয়ন অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যার চুক্তিকাল ৯৯ বছর মেয়াদি।

বাংলাদেশ ব্যাংকঃ আর্থিক বিবরণীর নোটসমূহ

৩০ জুন ২০১৬ তারিখ ও সমাপ্ত বছরের জন্য

১৭.০১ সম্পত্তি, স্থাপনা ও সরঞ্জামাদি

(ক) ৩০ জুন ২০১৬

টাকা '০০০

বিবরণ	জমি	ভবন ও অন্যান্য স্থাপনা	যান্ত্রিক সরঞ্জামাদি	কম্পিউটার ও নেটওয়ার্কিং	আসবাব ও সরঞ্জামাদি	মোটর গাড়ি	বৈদ্যুতিক স্থাপনা	গ্যাস স্থাপনা	নিরাপত্তা সামগ্রী	নিম্ন মূল্যের সম্পত্তি	চলতি কার্য মূলধন	মোট
মূল্য												
০১/০৭/১৫ তারিখের স্থিতি	৩২,৮৯২,৭০৪	৩,৮৫১,৮৩৬	১,১১০,০৮০	১,৭৯৭,৯৪৫	১৩৭,৭৪৬	২২০,২৮৮	২৬৮,৯৮০	২,০১৬	-	-	১,৫৭৪,৪১৭	৪১,৮৫৬,০১২
চলতি বছরের সংযোজন	-	১২,৫৭৪	৩৬,১৪০	১৫,২৭৮	৩০,৬৮৬	১৫,৩৩৬	১১৯,৫৪৩	-	১৯,১৭২	৫২৮	২৩৭,৪১৮	৪৮৬,৬৭৬
চলতি বছরের স্থানান্তর	-	১৫৮,৩৪১	-	১৬,২৮২	৯৯৯,৬৪১	-	৪৩,৯৬৪	-	-	-	(১,২১৮,২২৭)	০
চলতি বছরের বিয়োজন	-	-	(১,৭৪৯)	(২৪৩)	(৯,৩৮৮)	(৩,৫৯৭)	(২,৪১৩)	(১)	-	-	-	(১৭,৩৯০)
পুনঃশ্রেণিবিন্যাস	-	(২)	(১,২৬৮)	(৩,৫৪২)	(৪১,২৭০)	(১২)	(১০,৬১১)	(৩)	-	৫৬,৭০৭	-	(০)
৩০ জুন ২০১৬	**৩২,৮৯২,৭০৪**	**৪,০২২,৭৪৯**	**১,১৪৩,২০৩**	**১,৮২৫,৭২১**	**১,১১৭,৪১৫**	**২৩২,০১৫**	**৪১৯,৪৬৪**	**২,০১২**	**১৯,১৭২**	**৫৭,২৩৫**	**৫৯৩,৬০৮**	**৪২,৩২৫,২৯৮**
অবচয় সঞ্চিতি												
০১/০৭/১৫ তারিখে অবচয় সঞ্চিতি	-	১,০৭৫,৫৮৭	৬১১,৯০০	১,৩২২,২৬৩	৫৪,৯৩০	১৫১,৬১৩	১৩০,২০৪	৯৯৯	-	-	-	৩,৩৪৭,৪৯৭
চলতি বছরে ধার্যকৃত অবচয়	-	২০৪,২১৮	৮২,১০৩	২৭৮,৮৪৭	৬৪,৩২০	৩১,৬১৪	৪৬,০০৩	২৪৭	২৩৯	৬,২৪৪	-	৭১৩,৮৩৫
চলতি বছরের বিয়োজন	-	-	(১,৭২৯)	(১৯৪)	(৬,০৭০)	(৩,৫৯৬)	(২,৪০৫)	(১)	-	-	-	(১৩,৯৯৫)
পুনঃশ্রেণিবিন্যাস	-	(১)	(১,০৬৮)	(৩,০৪৩)	(২৩,৪৩৮)	(১১)	(৮,১২৯)	(৩)	-	৩৫,৬৯২	-	(০)
৩০ জুন ২০১৬	**-**	**১,২৭৯,৮০৫**	**৬৯১,২০৬**	**১,৫৯৭,৮৭৩**	**৮৯,৭৪১**	**১৭৯,৬২০**	**১৬৫,৬৭৩**	**১,২৪২**	**২৩৯**	**৪১,৯৩৭**	**-**	**৪,০৪৭,৩৩৭**
নিট বহি মূল্য												
৩০ জুন ২০১৬	৩২,৮৯২,৭০৪	২,৭৪২,৯৪৪	৪৫১,৯৯৭	২২৭,৮৪৮	১,০২৭,৬৭৩	৫২,৩৯৫	২৫৩,৭৯১	৭৭০	১৮,৯৩৩	১৫,২৯৮	৫৯৩,৬০৮	৩৮,২৭৭,৯৬১
৩০ জুন ২০১৫	৩২,৮৯২,৭০৪	২,৭৭৬,২৪৯	৪৯৮,১৮০	৪৭৫,৬৮২	৮২,৮১৬	৬৮,৬৭৫	১৩৮,৭৭৬	১,০১৭	-	-	১,৫৭৪,৪১৭	৩৮,৫০৮,৫১৫

জমির মধ্যে ইজারাকৃত জমি বাবদ টাঃ ২৭,৫৩৯ মিলিয়ন অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যার চুক্তিকাল ৯৯ বছর মেয়াদি।

বাংলাদেশ ব্যাংকঃ আর্থিক বিবরণীর নোটসমূহ
৩০ জুন ২০১৬ তারিখ ও সমাপ্ত বছরের জন্য

৩০ জুন ২০১৫

টাকা '০০০

বিবরণ	জমি	ভবন ও অন্যান্য স্থাপনা	যান্ত্রিক সরঞ্জামাদি	কম্পিউটার ও নেটওয়ার্কিং	আসবাব ও সরঞ্জামাদি	মোটর গাড়ি	বৈদ্যুতিক স্থাপনা	গ্যাস স্থাপনা	নিরাপত্তা সামগ্রী	নিম্ন মূল্যের সম্পত্তি	চলতি কার্য মূলধন	মোট
মূল্য												
০১/০৭/১৪ তারিখের স্থিতি	৩২,৮৯২,৭০৪	৩,৬২১,৫৭৯	১,০৩২,৫১৮	১,৬৮১,২৪৩	১১৯,৪৭৫	২১৬,৭০২	২১৬,০২১	৮১১	-	-	১,৫৭৮,৪৯৩	৪১,৩৫৯,৫৪৬
চলতি বছরের সংযোজন	-	৬,৬০৬	৫১,৩৯৭	১১৮,৮৩০	১৮,৪৩৬	৩,৫৮৬	১৬,০৫৩	১,২০৫	-	-	২৮৮,২৮১	৫০৪,৩৯৪
চলতি বছরের স্থানান্তর	-	২২৮,৭৫৩	২৬,৫৮৪	-	-	-	৩৭,০২০	-	-	-	(২৯২,৩৫৭)	-
চলতি বছরের বিয়োজন	-	(৫,১০২)	(৪১৯)	(২,১২৮)	(১৬৫)	-	(১১৪)	-	-	-	-	(৭,৯২৮)
৩০ জুন ২০১৫	**৩২,৮৯২,৭০৪**	**৩,৮৫১,৮৩৬**	**১,১১০,০৮০**	**১,৭৯৭,৯৪৫**	**১৩৭,৭৪৬**	**২২০,২৮৮**	**২৬৮,৯৮০**	**২,০১৬**	**-**	**-**	**১,৫৭৪,৪১৭**	**৪১,৮৫৬,০১২**
অবচয় সঞ্চিতি												
০১/০৭/১৪ তারিখে অবচয় সঞ্চিতি	-	৮৮১,৪০৬	৫৩৪,০৭৩	৯৮৯,৭১১	৪২,১৫৭	১১৬,১৮৬	৯৪,৪৩২	৭৯৬	-	-	-	২,৬৫৮,৭৬১
চলতি বছরে ধার্যকৃত অবচয়	-	১৯৫,৪৯৫	৭৮,২১৯	৩৩৩,৮৯৬	১২,৮৫০	৩৫,৪২৭	৩৫,৮৮৬	২০৩	-	-	-	৬৯১,৯৭৭
চলতি বছরের বিয়োজন	-	(১,৩১৪)	(৩৯২)	(১,৩৪৪)	(৭৮)	-	(১১৩)	-	-	-	-	(৩,২৪১)
৩০ জুন ২০১৫	**-**	**১,০৭৫,৫৮৭**	**৬১১,৯০০**	**১,৩২২,২৬৩**	**৫৪,৯৩০**	**১৫১,৬১৩**	**১৩০,২০৪**	**৯৯৯**	**-**	**-**	**-**	**৩,৩৪৭,৪৯৭**
নিট বহি মূল্য												
৩০ জুন ২০১৫	৩২,৮৯২,৭০৪	২,৭৭৬,২৪৯	৪৯৮,১৮০	৪৭৫,৬৮২	৮২,৮১৬	৬৮,৬৭৫	১৩৮,৭৭৬	১,০১৭	-	-	১,৫৭৪,৪১৭	৩৮,৫০৮,৫১৫
৩০ জুন ২০১৪	৩২,৮৯২,৭০৪	২,৭৪০,১৭৩	৪৯৮,৪৪৫	৬৯১,৫৩২	৭৭,৩১৮	১০০,৫১৬	১২১,৫৮৯	১৫	-	-	১,৫৭৮,৪৯৩	৩৮,৭০০,৭৮৫

জমির মধ্যে ইজারাকৃত জমি বাবদ টাঃ ১৭,০৮০ মিলিয়ন অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যার চুক্তিকাল ৯৯ বছর মেয়াদি।

বাংলাদেশ ব্যাংকঃ আর্থিক বিবরণীর নোটসমূহ
৩০ জুন ২০১৬ তারিখ ও সমাপ্ত বছরের জন্য

		২০১৬ '০০০ টাকায়	২০১৫ '০০০ টাকায়
১৮	**অস্পর্শনীয় সম্পদ**		
	অস্পর্শনীয় সম্পদের ক্রয়মূল্য	১,৩৭২,৯৭৮	১,১৮৩,৯৭৪
	পুঞ্জীভূত অবচয়	(১,০৭৪,৯৭৬)	(৮৬৫,৩৬৮)
	চলতি মূলধন	১২,৯৮৪	১২৬,৫৭৩
	মোট	**৩১০,৯৮৬**	**৪৪৫,১৭৯**

উপরোল্লিখিত স্থিতি এন্টারপ্রাইজ রিসোর্স প্ল্যানিং, কোর ব্যাংকিং সফ্টওয়্যার, এন্টারপ্রাইজ ডেটা ওয়্যার হাউজ, রিয়েল টাইম গ্রস সেটেলমেন্ট, বাংলাদেশ অটোমেটেড ক্লিয়ারিং হাউজ, বাংলাদেশ ইলেকট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার নেটওয়ার্ক, ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরো এবং ব্যাংকের নিজস্ব প্রস্তুতকৃত সফ্টওয়্যার এর সমন্বিত মূল্য নির্দেশ করে।

১৯	**সমন্বিত অন্যান্য অ-আর্থিক সম্পদ**		
	অগ্রিম পরিশোধ ও আগাম	১,১১৮,৪৯৬	১,১৪৪,২২৯
	মজুদ	৬,৩৫৮,৪০০	৬,৯৮৬,২৩৪
	বিবিধ দেনাদার	৫৭২,৭৪৭	১,০০৭,৪১৫
	মোট	**৮,০৪৯,৬৪৩**	**৯,১৩৭,৮৭৮**

১৯.০১	**অন্যান্য অ-আর্থিক সম্পদ**		
	অগ্রিম পরিশোধ ও আগাম	৩,৫০০,৮৯০	৪,১২৭,২৭৮
	মজুদ	৪৪,২৫৩	৩১,৩০৩
	মোট	**৩,৫৪৫,১৪৩**	**৪,১৫৮,৫৮১**

২০	**ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক জমা (বৈদেশিক মুদ্রায়)**		
	বৈদেশিক মুদ্রায় বাণিজ্যিক ব্যাংকে জমা	৭১,৩৩৩,৮৫৭	৭৮,৮৯২,৭১৬
	এশিয়ান ক্লিয়ারিং ইউনিয়ন (আকু)	৭৬,২৭৫,৫৩৮	৭০,২৬১,২৮৫
	প্রদেয় সুদ (আকু)	২৬,০০৪	৫,৯৩০
	মোট	**১৪৭,৬৩৫,৩৯৯**	**১৪৯,১৫৯,৯৩০**

২১	**প্রচারণকৃত নোট**		
	প্রচারণকৃত নোট	১,৩০৭,৩০৩,৮৩০	৯৭৩,৬৩৩,৫৩৭
	ব্যাংক নোটের নগদ/জমা স্থিতি	(১১২)	(৮৮)
	মোট	**১,৩০৭,৩০৩,৭১৮**	**৯৭৩,৬৩৩,৪৪৯**

প্রচারণকৃত নোট বলতে বাংলাদেশ ব্যাংকের উপর দাবিযোগ্য চালু নোটকে বোঝানো হয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকঃ আর্থিক বিবরণীর নোটসমূহ
৩০ জুন ২০১৬ তারিখ ও সমাপ্ত বছরের জন্য

৩০ জুন ২০১৬ তারিখে চালু নোটের মূল্যমানসমূহ নিম্নরূপ ঃ		২০১৬	২০১৫
নোটের মূল্যমান	**নোট সংখ্যা**	**টাকায় ০০০**	**টাকায় ০০০**
৫ টাকার কয়েন *	-	-	৩,৯৭৭,৯৩৬
৫ টাকার নোট *	-	-	৩,৮৬৯,২৮১
১০ টাকার নোট	১,২৭১,৩৬৮,১২৬	১২,৭১৩,৬৮১	১২,৬২৪,৭৮৯
২০ টাকার নোট	৫৪২,৩২৩,৮৯৩	১০,৮৪৬,৪৭৮	৮,৩০৫,৭৩৮
৫০ টাকার নোট	২৩৫,৯০৮,৩২২	১১,৭৯৫,৪১৬	৮,৯৮১,৬৪৬
১০০ টাকার নোট	৭৭৪,১৬৭,২২০	৭৭,৪১৬,৭২২	৭০,৭৫০,০১২
৫০০ টাকার নোট	১,০৬৫,৬৪৯,৭৫৪	৫৩২,৮২৪,৮৭৭	৪৪৩,৩৭৩,৪৪৪
১০০০ টাকার নোট	৬৬১,৭০৬,৬৫৬	৬৬১,৭০৬,৬৫৬	৪২১,৭৫০,৬৯০
মোট	**৪,৫৫১,১২৩,৯৭১**	**১,৩০৭,৩০৩,৮৩০**	**৯৭৩,৬৩৩,৫৩৭**

বাংলাদেশ কয়নেজ (সংশোধন) আইন, ২০১৫ অনুসারে ৫ টাকা নোট/কয়েনকে ব্যাংক নোটের পরিবর্তে কারেন্সি/ট্রেজারি নোট হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।

চালু নোটের বিপরীতে দায় স্থিতিপত্রে তাদের অভিহিত মূল্যে দেখানো হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার, ১৯৭২ এর ধারা ৩০ অনুযায়ী এ সকল দায়ের বিপরীতে বিদ্যমান সম্পদ নিম্নে দেখানো হলো ঃ

স্বর্ণ	৭,০৩৩,৫০৪	৬,১৮৮,৩৩৫
রৌপ্য	২৪৫,৩৮৫	২২৬,৩২৮
অনুমোদিত বৈদেশিক মুদ্রায় রক্ষিত স্থিতি	১,২১০,০০০,০০০	৮৭০,০০০,০০০
বাংলাদেশ সরকারের সিকিউরিটিজ	৪৩,৬৪৭,৮৯৩	৬৭,০৩৬,১২০
শেয়ার	১২,০০০,০০০	
টাকা ও ধাতব মুদ্রা	৪,৪৯৭,৬১০	৩০৩,৩১৬
অন্যান্য ঋণ ও অগ্রিম	২৯,৮৭৯,৪৩৮	২৯,৮৭৯,৪৩৮
মোট	**১,৩০৭,৩০৩,৮৩০**	**৯৭৩,৬৩৩,৫৩৭**

২২ ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জমা

রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ	১৫৫,৮৫৯,৮৭৯	১২৩,১৯২,৫০১
সরকারি বিশেষায়িত ব্যাংকসমূহ	১৫,৮৪৮,১৮৮	১৫,৪৩২,৩৪৬
ব্যক্তিমালিকানাধীন ব্যাংকসমূহ	৪০০,৪৪৯,৮২০	৩৩৩,৫৭৬,৯৪৬
বিদেশি ব্যাংকসমূহ	৩০,৮০৬,৯২৪	২৬,১৮৩,০৬৭
আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ	৫,৯৪৪,০৩৯	৪,৬২০,৬৯৬
অন্যান্য ব্যাংক	২৮,৫৫৭	১১,৭১৮
মোট	**৬০৮,৯৩৭,৪০৭**	**৫০৩,০১৭,২৭৪**

ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জমার মধ্যে বিধিবদ্ধ জমা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যা ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের দায়ের উপর ৬.৫% (২০১৫ ঃ ৬.৫%) হারে নির্ণয় করা হয়, উক্ত দায়ের সাথে দায় নিষ্পত্তির উদ্দেশ্যে রাখা স্থিতিও রয়েছে।

২৩ স্বল্পমেয়াদি দেনা

পুনঃক্রয় চুক্তিতে সিকিউরিটিজ বিক্রয়	-	১৬৬,৩৫০,০০০
বাংলাদেশ ব্যাংক বিল	২৬৩,৪০১,৪০২	১৪,৩৭১,৯৯৫
মোট	**২৬৩,৪০১,৪০২**	**১৮০,৭২১,৯৯৫**

পুনঃক্রয় চুক্তিতে বিক্রীত সিকিউরিটিজ ও বাংলাদেশ ব্যাংক বিল হলো সেই হাতিয়ার যেগুলো ব্যাংক কর্তৃক বাজার থেকে অতিরিক্ত অর্থ তুলে নেয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়। বছরান্তে প্রদর্শিত স্থিতি উক্ত তারিখে বাজারের অবস্থাকে নির্দেশ করে।

বাংলাদেশ ব্যাংকঃ আর্থিক বিবরণীর নোটসমূহ
৩০ জুন ২০১৬ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

		২০১৬ টাকা '০০০	২০১৫ টাকা '০০০
২৪	**সমন্বিত স্থানীয় মুদ্রায় অন্যান্য আর্থিক দায়**		
	সরকারি জমা	৫,০৭৮	৫,০৩৩
	অন্যান্য জমা* (নোট ২৪.০২)	৯৯,৪৭১,২০৭	১২১,৫৬৮,৩৩০
	ব্যাংক নোট সমন্বয় হিসাব - অচল পাকিস্তানি নোট	৩,২৩০	৩,২৩০
	বিবিধ পাওনাদার হিসাব	৩,৪২২,৪৩০	৪,২২২,০০১
	স্থগিত সুদ হিসাব	৭৩৭	৭৩২
	দাতা সংস্থাসমূহের জমা	২৪,৫২৯,১৮২	২২,৩৩৭,৫৫১
	আন্তঃঅফিস সমন্বয় (স্থগিত)	(৩৭৬,৫৬৫)	(২১১,৮৯৭)
	ক্ষুদ্র শিল্প বিনিয়োগকারীদের জন্য ঋণ নিশ্চয়তা স্কিম	২৪৮,৮০৮	২৪৮,৮০৮
	পেনশনের জন্য সঞ্চিতি**	৭,৫৯৯,৭৮৭	৬,৬১৮,৭৪৭
	গ্রাচ্যুইটির জন্য সঞ্চিতি**	১,৮৮০,৮৮৪	১,৪৭০,১৮৪
	ছুটি নগদায়নের জন্য সঞ্চিতি	১,৬১৫,৩০১	১,৫৩৪,৬০৬
	ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প তহবিল - সরকার	১,৭৭২,০৬৪	১,৭৭২,০৬৪
	বাংলাদেশ সরকারের নিকট হতে ঋণ (সিবিএসপি) (নোট-২৪.০৩)	২,৬৪৯,৮২৮	২,৭২১,৭৩৪
	বাংলাদেশ সরকারের নিকট হতে ঋণ (সিবিএসপি) (নোট-২৪.০৪)	২,৫৬১,২৬৭	-
	ডিএফআইডি-আরপিপি প্রজেক্ট	২,৩৫৭	১৩৭,০২৯
	ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প তহবিল - এডিবি-২	৭,৩৩২,৯০৭	৭,৩৩২,৯০৭
	বিলম্বিত কর দায়	১,০৬৪,৭৮৭	১,১৩৩,৫০৪
	অন্যান্য - সাবসিডিয়ারি	১,৬৬১,৮০৫	১,৪২১,৫৬৭
	শেয়ার বাজারে ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের জন্য তহবিল	৩,৭৫৭,৬১৪	১,০৪৩,৯৭১
	বিবিধ	-	৫২১,১৪৪
	মোট	**১৫৯,২০২,৭০৮**	**১৭৩,৮৮১,২৪৭**
২৪.০১	**২৪.০১ স্থানীয় মুদ্রায় অন্যান্য আর্থিক দায়**		
	সরকারি জমা	৫,০৭৮	৫,০৩৩
	অন্যান্য জমা* (নোট ২৪.০২)	৯৯,৪৭১,২০৭	১২১,৫৬৮,৩৩০
	ব্যাংক নোট সমন্বয় হিসাব - অচল পাকিস্তানি নোট	৩,২৩০	৩,২৩০
	বিবিধ পাওনাদার হিসাব	৪,৫৬০,২১৬	৪,২২২,৯১৯
	স্থগিত সুদ হিসাব	৭৩৭	৭৩২
	দাতা সংস্থাসমূহের জমা	২৪,৫২৯,১৮২	২২,৩৩৭,৫৫১
	আন্তঃঅফিস সমন্বয় (স্থগিত)	(৩৭৬,৫৬৫)	(২১১,৮৯৭)
	ক্ষুদ্র শিল্প বিনিয়োগকারীদের জন্য ঋণ নিশ্চয়তা স্কিম	২৪৮,৮০৮	২৪৮,৮০৮
	পেনশনের জন্য সঞ্চিতি*	৭,৫৯৯,৭৮৭	৬,৬১৮,৭৪৭
	গ্রাচ্যুইটি এর জন্য সঞ্চিতি*	১,৬৭৭,২৩৬	১,৪৭০,১৮৪
	ছুটি নগদায়নের জন্য সঞ্চিতি	১,৪৯৬,২৫৯	১,৫৩৪,৬০৬
	ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প তহবিল - সরকার	১,৭৭২,০৬৪	১,৭৭২,০৬৪
	বাংলাদেশ সরকারের নিকট হতে ঋণ - সিবিএসপি (নোট-২৪.০৩)	২,৬৪৯,৮২৮	২,৭২১,৭৩৪
	বাংলাদেশ সরকারের নিকট হতে ঋণ - সিবিএসপি (নোট-২৪.০৪)	২,৫৬১,২৬৭	-
	ডিএফআইডি-আরপিপি প্রজেক্ট	২,৩৫৭	১৩৭,০২৯
	ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প তহবিল - এডিবি-২	৭,৩৩২,৯০৭	৭,৩৩২,৯০৭
	শেয়ার বাজারে ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের জন্য তহবিল	৩,৭৫৭,৬১৪	১,০৪৩,৯৭১
	বিবিধ	-	৫২১,১৪৪
	মোট	**১৫৭,২৯১,২১২**	**১৭১,৩২৭,০৯৪**

*বিস্তারিত ৪৫ নং নোটে উল্লেখ রয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকঃ আর্থিক বিবরণীর নোটসমূহ

৩০ জুন ২০১৬ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

	২০১৬ টাকা '০০০	২০১৫ টাকা '০০০

২৪.০২ অন্যান্য জমার মধ্যে বাংলাদেশ সরকার স্পেশাল ইসলামিক বন্ড ফান্ড ডিপোজিট, কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পেনশন ফান্ড জমা, অবসায়ক ব্যাংক ডিপোজিট, তফসিলি ব্যাংক ইন্স্যুরেন্স ফান্ড ডিপোজিট, সিকিউরিটি ডিপোজিট, এমপ্লয়ীজ কো-অপারেটিভ সোসাইটিজ ডিপোজিট এবং অন্যান্য বিবিধ জমা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

২৪.০৩ সেন্ট্রাল ব্যাংক স্ট্রেংদেনিং প্রজেক্ট ফান্ড (সিবিএসপি) - দায়

বাংলাদেশ সরকার ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট অ্যাসোসিয়েশন (আইডিএ) এর সাথে একটি প্রজেক্টের অনুকূলে একটি ঋণচুক্তি করে যে প্রজেক্টটি সেন্ট্রাল ব্যাংক স্ট্রেংদেনিং প্রজেক্ট (সিবিএসপি) নামে পরিচিত। সংশ্লিষ্ট ঋণ নং হলো আইডিএ ৩৭৯২ বিডি এবং প্রজেক্টের উদ্দেশ্য হলো "কার্যক্রম সংস্কার এবং কার্যপ্রক্রিয়ায় বড় ধরনের স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতি চালুর মাধ্যমে ব্যাংকের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি"। এই চুক্তি ছাড়াও প্রজেক্টটি বাস্তবায়নের নিমিত্তে একটি সহযোগী ঋণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় বাংলাদেশ সরকার ও বাংলাদেশ ব্যাংকের মধ্যে। এই প্রকল্পের মোট ব্যয় ৩,৮৯২ মিলিয়ন টাকা (ইউএসডি ৫৫.৬০ মিলিয়ন) যার মধ্যে সরকারের মাধ্যমে আইডিএ সরবরাহ করেছে ৩,০৬০ মিলিয়ন টাকা (ইউএসডি ৪৩.৭১ মিলিয়ন) অবশিষ্ট ৮৩২ মিলিয়ন/টাকা (ইউএসডি ১১.৮৮ মিলিয়ন) বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক বহন করা হয়েছে। এই প্রকল্পটি ২০০৩ সালের শেষের দিকে শুরু হয়েছিল এবং ২০১৩ সালের ৩০ এপ্রিল সম্পন্ন হয়েছে।

ব্যাংককে উক্ত ঋণের সুদসহ মূল অংশ সরকারকে পরিশোধ করতে হবে ৩০ বছরের মধ্যে যা সংশোধিত সময়সূচি অনুযায়ী ১ ডিসেম্বর ২০১৩ হতে শুরু হবে এবং ১ জুন ২০৪৩ সালে শেষ হবে। ৩০ জুন ২০১৫ পর্যন্ত মোট বকেয়া ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে টাকা ২,৬৪৯.৮৩ মিলিয়ন টাকা।

২৪.০৪ ফিন্যান্সিয়াল সেক্টর সাপোর্ট প্রজেক্ট (এফএসএসপি)

বাংলাদেশ সরকার ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট অ্যাসোসিয়েশন (আই.ডি.এ) এর সাথে একটি প্রজেক্টের অনুকূলে এসডিআর ২১৩,৪০০,০০০ পরিমাণের একটি ঋণচুক্তি করে যে প্রজেক্টটি ফিন্যান্সিয়াল সেক্টর সাপোর্ট প্রজেক্ট (এফএসএসপি) নামে পরিচিত। সংশ্লিষ্ট ঋণ নং হলো আইডিএ ৫৬৬৪ বিডি এবং প্রজেক্টের উদ্দেশ্য হলো "প্রাপকের আর্থিক বাজারের অবকাঠামো উন্নয়ন, প্রজেক্ট বাস্তবায়ন সত্তার নিয়ন্ত্রণ এবং পরিদর্শন সামর্থ্যের উন্নয়ন এবং বাংলাদেশের ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহের দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়ন প্রক্রিয়ায় প্রবেশকরণ"। কার্যক্রম সংস্কার এবং কার্যপ্রক্রিয়ায় বড় ধরনের স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতি চালুর মাধ্যমে ব্যাংকের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি।" এই চুক্তি ছাড়াও প্রজেক্টটি বাস্তবায়নের নিমিত্তে ২৭ আগস্ট ২০১৫ তারিখে বাংলাদেশ সরকার ও বাংলাদেশ ব্যাংকের মধ্যে একটি সহযোগী ঋণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই প্রকল্পটি ৩০ সেপ্টেম্বর ২০৩০ সালে শেষ হবে বলে নির্ধারিত হয়েছে।

সহযোগী ঋণটি টাকায় রূপান্তরিত হবে এবং ব্যাংককে উক্ত ঋণের সুদসহ মূল অংশ ঋণ বাস্তবায়নের পর সরকারকে পরিশোধ করতে হবে ৩৮ বছরের মধ্যে যার মধ্যে ৬ বছরের রেয়াতি সময় অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

২৫	মূলধন	৩০,০০০	৩০,০০০

সমুদয় মূলধন ৪(১) ও ৪(২) নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সরকারের কাছে ন্যস্ত রয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকঃ আর্থিক বিবরণীর নোটসমূহ

৩০ জুন ২০১৬ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

		২০১৬ টাকা '০০০	২০১৫ টাকা '০০০
২৬	**সমন্বিত পুনঃমূল্যায়ন সঞ্চিতি**		
	পুনঃমূল্যায়ন সঞ্চিতি- স্বর্ণ ও রৌপ্য (নোট ২৬.০২)	১৬,১৮৪,৫০৬	১০,৬৫২,০১১
	পুনঃমূল্যায়ন সঞ্চিতি- বৈদেশিক মুদ্রা হিসাব (নোট ২৬.০৩)	৯,২২৭,০২৬	১৪,৫৭০,১৯৫
	পুনঃমূল্যায়ন সঞ্চিতি- সম্পত্তি, স্থাপনা ও সরঞ্জামাদি (নোট ২৬.০৪)	৪০,৪৭৪,৪৪৩	৪০,৪৭৪,৪৪৩
	পুনঃমূল্যায়ন সঞ্চিতি- আর্থিক হাতিয়ারসমূহ (নোট ২৬.০৫)	৫,৬০৬,২৩৩	৪,৫০৭,৫৯৯
	মোট	**৭১,৪৯২,২০৮**	**৭০,২০৪,২৪৮**
২৬.০১	**পুনঃমূল্যায়ন সঞ্চিতি**		
	পুনঃমূল্যায়ন সঞ্চিতি- স্বর্ণ ও রৌপ্য (নোট ২৬.০২)	১৬,১৮৪,৫০৬	১০,৬৫২,০১১
	পুনঃমূল্যায়ন সঞ্চিতি- বৈদেশিক মুদ্রা হিসাব (নোট ২৬.০৩)	৯,২২৭,০২৬	১৪,৫৭০,১৯৫
	পুনঃমূল্যায়ন সঞ্চিতি- সম্পত্তি, স্থাপনা ও সরঞ্জামাদি (নোট ২৬.০৪)	৩৪,৪৭৪,২৭৩	৩৪,৪৭৪,২৭৩
	পুনঃমূল্যায়ন সঞ্চিতি- আর্থিক হাতিয়ারসমূহ (নোট ২৬.০৫)	৫,৬০৬,২৩৩	৪,৫০৭,৫৯৯
	মোট	**৬৫,৪৯২,০৩৮**	**৬৪,২০৪,০৭৮**

২৬.০২ পুনঃমূল্যায়ন সঞ্চিতি - স্বর্ণ ও রৌপ্য

ব্যাংক স্বর্ণ ও রৌপ্যের পুনঃমূল্যায়নজনিত লাভ/ক্ষতি অন্যান্য সমন্বিত বিবরণীতে প্রদর্শন করে এবং পরবর্তীকালে পুনঃমূল্যায়ন সঞ্চিতি- স্বর্ণ ও রৌপ্য নামক আলাদা একটি হিসাবে স্থানান্তর করে যা মূলধনের অংশ হিসেবে বিবেচিত হয়।

২৬.০৩ পুনঃমূল্যায়ন সঞ্চিতি- বৈদেশিক মুদ্রা হিসাব

ব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রা পুনঃমূল্যায়নজনিত অনার্জিত লাভ/ক্ষতি ব্যাংকের লাভ/ক্ষতি অন্যান্য সমন্বিত আয় বিবরণীতে প্রদর্শন করে এবং পরবর্তীতে পুনঃমূল্যায়ন সঞ্চিতি- বৈদেশিক মুদ্রা নামক হিসাবে স্থানান্তর করে যা মূলধনের অংশ হিসেবে বিবেচিত হয়।

২৬.০৪ পুনঃমূল্যায়ন সঞ্চিতি- সম্পত্তি, স্থাপনা ও সরঞ্জামাদি

সম্পত্তি, স্থাপনা ও সরঞ্জামাদির পুনঃমূল্যায়নজনিত লাভ/ক্ষতি ব্যাংক লাভ/ক্ষতি অন্যান্য সমন্বিত আয় বিবরণীতে হিসাবায়ন করে এবং পরবর্তীতে পুনঃমূল্যায়ন সঞ্চিতি- সম্পত্তি, স্থাপনা ও সরঞ্জামাদি নামক হিসাবে স্থানান্তর করে যা মূলধনের অংশ হিসেবে বিবেচিত হয়।

২৬.০৫ পুনঃমূল্যায়ন সঞ্চিতি- আর্থিক হাতিয়ারসমূহ

আর্থিক হাতিয়ারসমূহের পুনঃমূল্যায়নজনিত লাভ/ক্ষতি ব্যাংক লাভ/ক্ষতি অন্যান্য সমন্বিত আয় বিবরণীতে হিসাবায়ন করে এবং পরবর্তীতে পুনঃমূল্যায়ন সঞ্চিতি- আর্থিক হাতিয়ারসমূহ নামক হিসাবে স্থানান্তর করে যা মূলধনের অংশ হিসেবে বিবেচিত হয়।

বাংলাদেশ ব্যাংকঃ আর্থিক বিবরণীর নোটসমূহ

৩০ জুন ২০১৬ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

		২০১৬ টাকা '০০০	২০১৫ টাকা '০০০
২৭	মুদ্রার তারতম্য সঞ্চিতি	**২৫,৮১২,১৯৯**	**২৬,৬৬৩,৯৪৪**

ব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রা পুনঃমূল্যায়নজনিত উসুলকৃত মুনাফাকে লাভ/ক্ষতি এবং সমন্বিত আয়ের বিবরণীতে আকলন করেছে এবং একই দফাকে পরবর্তীতে বৈদেশিক মুদ্রা তারতম্য সঞ্চিতি নামক আলাদা একটি হিসাবে স্থানান্তর করেছে যেটি মূলধনের অংশ হিসেবে বিবেচিত হয়।

২৮	বিধিবদ্ধ তহবিল	নোট		
	পল্লি ঋণ তহবিল	২৮.০১	৫,৮০০,০০০	৫,৬০০,০০০
	কৃষিঋণ স্থিতিশীলকরণ তহবিল	২৮.০২	৫,৮০০,০০০	৫,৬০০,০০০
	রপ্তানি ঋণ তহবিল	২৮.০৩	১,৩০০,০০০	১,৩০০,০০০
	শিল্প ঋণ তহবিল	২৮.০৪	২,৩৩৭,৮৫২	২,১৮৭,৮৫২
	ঋণ নিশ্চয়তা তহবিল	২৮.০৫	৮৭৯,১৯৪	৮৭৯,১৯৪
	মোট		**১৬,১১৭,০৪৬**	**১৫,৫৬৭,০৪৬**

বিধিবদ্ধ তহবিলসমূহ বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার ১৯৭২ এর নির্দেশনা সূত্রে গঠনপূর্বক প্রতিবছর সরকারের পরামর্শক্রমে ব্যাংকের মুনাফা হতে লাভ আবণ্টনের মাধ্যমে পরিচালনা করা হচ্ছে।

২৮.০১ পল্লি ঋণ তহবিল

বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার, ১৯৭২ এর ৬০(১) ধারা মোতাবেক সমবায় ব্যাংক, তফসিলি ব্যাংক এবং পল্লি ঋণ সংস্থাসমূহকে স্বল্পমেয়াদি, মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি ঋণ ও অগ্রিম প্রদানের জন্য এ তহবিল গঠন করা হয়েছে। চলতি আর্থিক বছরে এ তহবিলে ২০০ মিলিয়ন টাকা স্থানান্তর করা হয়েছে।

২৮.০২ কৃষি ঋণ স্থিতিশীলকরণ তহবিল

বাংলাদেশ বাাংক অর্ডার, ১৯৭২ এর ৬১ ধারা মোতাবেক শীর্ষ সমবায় ব্যাংকসমূহকে ঋণ ও অগ্রিম প্রদানের জন্য এ তহবিল গঠন করা হয়েছে। চলতি আর্থিক বছরে এ তহবিলে ২০০ মিলিয়ন টাকা স্থানান্তর করা হয়েছে।

২৮.০৩ রপ্তানি ঋণ তহবিল

বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার, ১৯৭২ এর ৬৩ নং ধারা মোতাবেক রপ্তানি কার্যক্রম সহায়তা করার জন্য তফসিলি ব্যাংকসমূহ এবং অন্য ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে স্বল্প ও মধ্যমেয়াদি ঋণ ও আগাম প্রদানের জন্য এ তহবিল গঠন করা হয়েছে। চলতি আর্থিক বছরে এ তহবিলে কোন অর্থ স্থানান্তর করা হয়নি।

২৮.০৪ শিল্প ঋণ তহবিল

বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার, ১৯৭২ এর ৬২ ধারা মোতাবেক সমবায় ব্যাংকসমূহকে স্বল্প ও মধ্যমেয়াদি ঋণ প্রদানের জন্য এ তহবিল গঠন করা হয়েছে। চলতি অর্থবছরে ১৫০ মিলিয়ন টাকা এ তহবিলে স্থানান্তর করা হয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকঃ আর্থিক বিবরণীর নোটসমূহ

৩০ জুন ২০১৬ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

	২০১৬ টাকা '০০০	২০১৫ টাকা '০০০

২৮.০৫ ঋণ নিশ্চয়তা তহবিল

বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার, ১৯৭২ এর ১৬ নং ধারার ২৪ নং উপধারা মোতাবেক পরিচালক পর্ষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তফসিলি ব্যাংকসমূহের কুটির শিল্পে ক্ষুদ্র ঋণ প্রদানের কারণে সৃষ্ট আর্থিক ক্ষতি পুনর্ভরণের জন্য প্রতি বছরের মুনাফা হতে অর্থ স্থানান্তরের মাধ্যমে এ তহবিল গঠন করা হয়েছে। চলতি আর্থিক বছরে এ তহবিলে কোন অর্থ স্থানান্তর করা হয়নি।

২৯ অ-বিধিবদ্ধ সঞ্চিতি

ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প তহবিল (নোট ২৯.০১)	৭,০০০,০০০	৬,০০০,০০০
গৃহায়ন পুনঃঅর্থায়ন তহবিল	৫,৫৭০,০০০	৬,৫৭০,০০০
মানব সম্পদ উন্নয়ন তহবিল (নোট ২৯.০২)	২৯৭,১৭০	৩৪৯,৪৬৮
আর্থিক ব্যবস্থাপনা তহবিল (নোট ২৯.০৩)	২০০,০০০	২০০,০০০
গ্রাম্য কৃষিজাত পণ্যের প্রক্রিয়াজাত শিল্প পুনঃঅর্থায়ন তহবিল (নোট ২৯.০৪)	১,০০০,০০০	১,০০০,০০০
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং সামাজিক দায়বদ্ধতা তহবিল (নোট ২৯.০৫)	১০০,০০০	১০০,০০০
মোট	**১৪,১৬৭,১৭০**	**১৪,২১৯,৪৬৮**

২৯.০১ ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প তহবিল

বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার, ১৯৭২ এর ১৬ নং ধারার ২৪ নং উপধারা মোতাবেক ক্ষুদ্র ঋণ ও গৃহায়ন খাতে ঋণ প্রদানের জন্য তফসিলি ব্যাংকসমূহ এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে পুনঃঅর্থায়ন করার নিমিত্তে এ তহবিল গঠন করা হয়েছে। পরিচালনা পর্ষদের সিদ্ধান্ত মোতাবেক ফান্ডসমূহে অর্থ স্থানান্তর করা হয়।

২৯.০২ মানব সম্পদ উন্নয়ন তহবিল

বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার, ১৯৭২ এর ৮২ নং ধারার ২(এন) নং উপধারা এবং ব্যাংকের বোর্ডের সিদ্ধান্ত মোতাবেক দেশে ও বিদেশে সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, প্রশিক্ষণ ইত্যাদির মাধ্যমে ব্যাংকের কর্মকর্তাদের দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে মানব সম্পদ উন্নয়ন তহবিল তৈরি করা হয়েছে। অর্থবছর ১১-এ সরকারকে প্রদেয় লভ্যাংশ হতে এই তহবিলের সংস্থান করা হয়ছে।

২৯.০৩ আর্থিক ব্যবস্থাপনা তহবিল

ব্যাংকের মুদ্রা নীতি কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে ব্যাংক বোর্ডের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আর্থিক ব্যবস্থাপনা তহবিল তৈরি করা হয়েছে। অর্থবছর ১১-এ সরকারকে প্রদেয় লভ্যাংশ হতে এই তহবিলের সংস্থান করা হয়েছে।

২৯.০৪ গ্রাম্য কৃষিজাত পণ্যের প্রক্রিয়াজাত শিল্প পুনঃঅর্থায়ন তহবিল

গ্রাম্য কৃষিজাত পণ্যের শিল্পকে অর্থায়ন করার উদ্দেশ্যে অর্থবছর ০১- এ এই তহবিল তৈরি করা হয়েছে। এই স্কিমের আওতায় ৩৭ টি কৃষিজাত পণ্যের শিল্পখাত রয়েছে। এই তহবিল বাংলাদেশের কৃষিজাত পণ্যখাতের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। কৃষিভিত্তিক শিল্পের উন্নয়ন এবং প্রসারণের জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

বাংলাদেশ ব্যাংকঃ আর্থিক বিবরণীর নোটসমূহ

৩০ জুন ২০১৬ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

	২০১৬ টাকা '০০০	২০১৫ টাকা '০০০

সরকার এই খাতকে অগ্রগামী খাত হিসেবে "জাতীয় শিল্পনীতি ২০১০" এ ঘোষণা করেছে।

২৯.০৫ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং সামাজিক দায়বদ্ধতা তহবিল

এই তহবিল পরিচালক পর্ষদের ২০১৩ সালের (২০১৩ সালের ৬ষ্ঠ সভা) ১৭ জুনের কার্যবিবরণী নং-বিডি-৩৪১(২০১৩-০৬)/৫০ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তৈরি করা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে অনুদানের ৫০.০০ মিলিয়ন টাকার তহবিলটি বাংলাদেশ ব্যাংকের ২০১২-২০১৩ সালের মুনাফা থেকে সংগ্রহ করা হয় এবং পরবর্তীতে প্রতি বছর ব্যাংকের মুনাফা থেকে ৫০.০০ মিলিয়ন টাকা এই তহবিলে স্থানান্তর করা হবে। অর্থবছর ১৫-এ ১০০.০০ মিলিয়ন টাকা চলতি বছরের মুনাফা থেকে কর্তন করা হয়েছে।

৩০ অন্যান্য সঞ্চিতি

সম্পদ নবায়ন ও পুনঃস্থাপন সঞ্চিতি (নোট ৩০.০১)	৩,৬১৮,৪৮৫	৩,৩২৫,৯৮৫
সুদ সঞ্চিতি (নোট ৩০.০২)	৮,০১১,৬৯১	৮,০১১,৬৯১
মোট	**১১,৬৩০,১৭৬**	**১১,৩৩৭,৬৭৬**

৩০.০১ সম্পদ নবায়ন ও পুনঃস্থাপন সঞ্চিতি

প্রত্যেক বছর মুনাফা আবণ্টনের সময় বিল্ডিং এবং স্থাপনার অবচয়ের সমপরিমাণ ব্যয় এই খাতে স্থানান্তর করা হয়।

৩০.০২ সুদ সঞ্চিতি

অর্থবছর ০৭-এ পরিচালক পর্ষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আলোচ্য সঞ্চিতি আরম্ভ করা হয়েছে এবং বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ও রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংকের মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণের অর্জিত সুদ এখানে হিসাবায়ন করা হয়েছে।

৩১ সমন্বিত সাধারণ সঞ্চিতি

বাংলাদেশ ব্যাংক (পৃথক) (নোট ৩১.০১)	৪,২৫০,৫০০	৪,২৫০,৫০০
দি সিকিউরিটি প্রিন্টিং করপোরেশন (বাংলাদেশ) লিঃ (এসপিসিবিএল)	৬৫০,০০০	৫৫০,০০০
মোট	**৪,৯০০,৫০০**	**৪,৮০০,৫০০**
৩১.০১ সাধারণ সঞ্চিতি	**৪,২৫০,৫০০**	**৪,২৫০,৫০০**

বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার, ১৯৭২ এর ৫৯ নম্বর ধারা মোতাবেক সরকার কর্তৃক বরাদ্দকৃত ৩০ মিলিয়ন টাকা মূল্যের ঋণপত্র বাংলাদেশ ব্যাংকের সংরক্ষিত তহবিল হিসেবে সংরক্ষণ করা হয়েছে। এতদ্ব্যতীত সাধারণ প্রভিশন হতে টাকা ৪২২০.৫ মিলিয়ন সাধারণ সঞ্চিতি হিসাবে স্থানান্তর করা হয়েছে।

৩২ সমন্বিত অবণ্টিত মুনাফা

প্রারম্ভিক স্থিতি	১৭,২১০,৯৪৮	২২,৫২৫,৩২৭
সরকারের নিকট পাওনার বিপরীতে সমন্বয়	-	(১৬,০৫০)

বাংলাদেশ ব্যাংকঃ আর্থিক বিবরণীর নোটসমূহ

৩০ জুন ২০১৬ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

		২০১৬ টাকা '০০০	২০১৫ টাকা '০০০
	অন্যান্য তহবিলে স্থানান্তর	(৯৪২,৫০০)	(৮২৪,৬১৭)
	প্রদত্ত লভ্যাংশ	(৯,৫৬৮,৬০৩)	(১৫,৬২৭,৭৮১)
	বিগত বছরের সমন্বয়	-	৫,৩০৩
	সাধারণ সঞ্চিতিতে স্থানান্তর	(১০০,০০০)	(১০০,০০০)
	চলতি বছরের মুনাফা	৯,১৫৯,৭৬৪	১১,২৪৮,৭৬৬
	সমাপনী স্থিতি	**১৫,৭৫৯,৬০৯**	**১৭,২১০,৯৪৮**
৩২.০১	অবণ্টিত মুনাফা		
	প্রারম্ভিক স্থিতি	৯,৫৬৮,৬০৪	১৫,৬৪৩,৮৩১
	সরকারের নিকট পাওনার বিপরীতে সমন্বয়	-	(১৬,০৫০)
	অন্যান্য তহবিলে স্থানান্তর	(৯৪২,৫০০)	(৮২৪,৬১৭)
	প্রদত্ত লভ্যাংশ	(৯,৫৬৮,৬০৩)	(১৫,৬২৭,৭৮১)
	বিগত বছরের সমন্বয়	-	৫,৩০৩
	চলতি বছরের মুনাফা	৭,৭২৫,০৭৮	১০,৩৮৭,৯১৮
	সমাপনী স্থিতি	**৬,৭৮২,৫৭৯**	**৯,৫৬৮,৬০৪**
৩৩	সুদ আয়		
	ব্যাংকসমূহকে প্রদত্ত ঋণ	২,৪৬৬,৭৫১	১,৬০৩,৪৮৬
	বাণিজ্যিক ব্যাংকের নিকট স্বল্পমেয়াদি জমা	৫,০৫৩,৭৭৬	৩,৭২৯,০৫৪
	বন্ড	৯,৬০১,১৬৩	৬,৩৫৯,৪৯৮
	ইউএস ডলার ট্রেজারি বিল	১৪৭,৬৭১	৬৩,৮৮৩
	স্বর্ণ লেনদেন হতে উদ্ভূত দাবি	১৩৮,০৩৪	১২৯,২১৩
	অন্যান্য	৪৭,৪৫৮	৩৯,৯২৮
	মোট	**১৭,৪৫৪,৮৫৩**	**১১,৯২৫,০৬৩**
৩৪	কমিশন ও বাট্টা		
	বৈদেশিক মুদ্রার লেনদেনের উপর কমিশন	৯৭,৮৩৮	২১৪,৯১৮
	অন্যান্য	১,৪১৬,০৭৯	১১৮,৬৭৫
	মোট	**১,৫১৩,৯১৭**	**৩৩৩,৫৯৩**
৩৫	বৈদেশিক মুদ্রা আর্থিক দায়ের উপর সুদ ব্যয়		
	জমা	১৭১,৮৯৪	৯১,৫৫৮
	এশিয়ান ক্লিয়ারিং ইউনিয়ন- (আকু)	১০২,৭৩৪	২০,২৩০
	আইএমএফ	৩০,৩৫৫	৩০,৮৮৭
	সেন্ট্রাল ব্যাংক স্ট্রেংদেনিং প্রজেক্ট	১৩,৭৭০	২০,৮৮৭

বাংলাদেশ ব্যাংকঃ আর্থিক বিবরণীর নোটসমূহ

৩০ জুন ২০১৬ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

		২০১৬ টাকা '০০০	২০১৫ টাকা '০০০
	মোট	**৩১৮,৭৫৩**	**১৬৩,৫৬৩**
৩৬	**স্থানীয় মুদ্রায় আর্থিক সম্পদের উপর সমন্বিত সুদ আয়**		
	পুনঃবিক্রয় চুক্তিতে সিকিউরিটিজ ক্রয়	৩,৩৯৫	১,৪৭৩,৮৮৪
	সরকারি সিকিউরিটিজসমূহ	৭৯০,৩৭৮	১,০৫০,১৪৩
	সরকারকে প্রদত্ত ঋণ ও অগ্রিম	৪,১৬০,৪৬২	৬,৮৩০,৫৩০
	ঋণপত্র	২৪৯,৪৬৬	৩১১,৩৮৮
	ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রদত্ত ঋণ	৪,৫৫৬,০৮৪	৪,৪৭৮,১৪০
	স্বল্পমেয়াদি মুদ্রা বাজার জমা	১,০৯৫,৩৪১	৮৯৮,৯৪৯
	মোট	**১০,৮৫৫,১২৬**	**১৫,০৪৩,০৩৪**
৩৬.০১	**সুদ আয়**		
	পুনঃবিক্রয় চুক্তিতে সিকিউরিটিজ ক্রয়	৩,৩৯৫	১,৪৭৩,৮৮৪
	সরকারি সিকিউরিটিজসমূহ	৭৯০,৩৭৮	১,০৫০,১৪৩
	সরকারকে প্রদত্ত ঋণ ও অগ্রিম	৪,১৬০,৪৬২	৬,৮৩০,৫৩০
	ঋণপত্র	২৪৯,৪৬৬	৩১১,৩৮৮
	ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রদত্ত ঋণ	৪,৪৯৪,৮২৮	৪,৪১৮,৮৫৮
	মোট	**৯,৬৯৮,৫২৯**	**১৪,০৮৪,৮০৩**
৩৭	**কমিশন ও বাট্টা**		
	সরকার হতে কমিশন আয়	৮,৮৮৫	৫,৭৪৯
	বিবিধ কমিশন আয়	৭৭৯,১১১	৫৮৬,৪৫৮
	ট্রেজারি বন্ড বিক্রয়জনিত লাভ/(ক্ষতি)	-	৭৯০,২৬৩
	মোট	**৭৮৭,৯৯৬**	**১,৩৮২,৪৬৯**
৩৮	**অন্যান্য আয়**		
	বিনিময় হিসাব (স্থানীয় আয়)	৪৪	৮২
	বিনিময় হিসাব - রেমিট্যান্স বিক্রয় (স্থানীয়)	২	৪১
	বিনিময় হিসাব - টিটি বাট্টা (স্থানীয়)	১২৩	২,৩৪৭
	বিনিময় - বিবিধ (স্থানীয়)	৬৮৫	-
	সম্পত্তি বিক্রয় অথবা অবমূল্যায়নের মুনাফা	২,৮৯৩	৫৯৯
	বিবিধ - ফেরত সঞ্চিতি	৩৫৫,৫৪২	৬৬,৫২৫
	অনুদান হতে আয়	১৩৪,৬৭২	২৫৪,২৪২
	ব্যয় পুনর্ভরণ - ৫ টাকা নোট	৪,৯৫২,৫২৯	-
	মোট	**৫,৪৪৬,৪৯০**	**৩২৩,৮৩৬**

বিনিময় আয়, সম্পত্তি বিক্রয়ের মুনাফা এবং সুদ ফেরতের সঞ্চিতি অন্যান্য আয়ের অন্তর্ভুক্ত।

বাংলাদেশ ব্যাংকঃ আর্থিক বিবরণীর নোটসমূহ

৩০ জুন ২০১৬ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

		২০১৬ টাকা '০০০	২০১৫ টাকা '০০০
৩৯	**সুদ ব্যয়**		
	বাংলাদেশ ব্যাংক বিল	৫,৫২৯,৭৫৩	৭৩৬,১১৮
	পুনঃক্রয় চুক্তিতে সিকিউরিটিজ বিক্রয়	২,৪৮৯,৭৮৫	১,১৩৭,৪৭০
	মোট	**৮,০১৯,৫৩৮**	**১,৮৭৩,৫৮৮**
৪০	**কমিশন ও অন্যান্য ব্যয়**		
	এজেন্সি খরচ (নোট ৪০.০১)	৩,৪৮৫,৯৫৬	২,৬৪২,৪৬৫
	ট্রেজারি বিল ও বন্ড এর অবলেখক কমিশন (নোট ৪০.০২)	৪১৮,২১২	৪৮৮,০৬৭
	অন্যান্য ব্যয়	১৩,৪৮৬	২২,৪৭৭
	মোট	**৩,৯১৭,৬৫৪**	**৩,১৫৩,০০৯**

৪০.০১ এজেন্সি খরচ

বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করার জন্য সোনালী ব্যাংককে এজেন্সি খরচ প্রদান করা হয়।

৪০.০২ ট্রেজারি বিল ও বন্ড এর অবলেখক কমিশন

প্রাইমারি ডিলারদের সরকারি ট্রেজারি বিল ও বন্ড ইস্যু করার জন্য অবলেখকের কমিশন প্রদান করা হয়।

৪১ সমন্বিত সাধারণ ও প্রশাসনিক ব্যয়

কর্মকর্তা/কর্মচারী সংক্রান্ত ব্যয় (নোট ৪১ (ক))	৯,৬৪৬,৯২২	৬,১৬৪,৯৪৭
অবচয়	৯২১,৫২৫	৮৯৩,২৬২
অবলোপন (অদৃশ্যমান সম্পদ)	২০৯,৬০৮	২৪২,১১৩
পরিচালকদের ফি	১,০১৭	৭২০
নিরীক্ষা ফি	৮,৫৪৪	৮,৩৩৭
স্টেশনারি	১১৯,৮৭৩	১০৪,৬২৯
ভাড়া, বিদ্যুৎ ইত্যাদি	৩৪৯,৭৩৮	৩০৯,২৯৪
ট্রেজারি প্রেরণ	৪৩,৭০৯	৪৪,১৩০
অনুদান	১৬৫,৪৪৬	১২০,৬২৬
টেলিফোন	৯৮,৩০৯	৯৩,৯৬২
মেরামত এবং রক্ষণাবেক্ষণ	৩৩৭,৬৫৯	৪২৫,৯২২
কাঁচামাল	২,৫১৬,৩২৮	৩,২০৬,৪১৯
কর্মচারী মুনাফা অংশীদারত্ব তহবিলে প্রভিশন	১২২,০০১	১১৫,৯৩১
আয়কর ও মূল্য সংযোজন কর	১,২৬৪,৯২১	৭৭৮,১৩৮

বাংলাদেশ ব্যাংকঃ আর্থিক বিবরণীর নোটসমূহ

৩০ জুন ২০১৬ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

		২০১৬ টাকা '০০০	২০১৫ টাকা '০০০
	বিলম্বিত কর	(৬৮,৭১৭)	৫৩৮,৬৯৩
	বিবিধ	৬৮৫,১৮১	১,২২০,৮০৩
	মোট	**১৬,৪২২,০৬৪**	**১৪,২৬৭,৯২৬**
৪১.ক	**কর্মকর্তা/কর্মচারী সংক্রান্ত ব্যয়**		
	বেতন	২,৬৯৯,৬৩৭	১,৭৫৯,৫৮৯
	বাড়ি ভাড়া	৫৩৯,২২৩	৫৪০,৬৪৬
	কর্মচারী ভবিষ্য তহবিলের চাঁদা	৫৯৯,০৪৬	(৯৫,২১৯)
	পেনশন ও আনুতোষিক	২,৯১৭,১০০	১,৫৯৫,৮৫০
	ছুটি নগদায়ন	২১২,০০৫	২,০১৩
	সাধারণ ও প্রেরণা বোনাস	১,২৫৫,৩১০	১,০৮৫,৯৩১
	সরকারকে প্রদত্ত আয়কর	-	(৪,৩১৯)
	চিকিৎসা খরচ	৩১৩,৮৪৯	২৬৬,৯৩১
	প্রশিক্ষণ	১৭৬,৪৭৮	১৫৪,৩২৭
	ভ্রমণ খরচ	২৯০,৬৪৫	২০৬,৮৮৮
	মধ্যাহ্ন আহার	৩১৮,৫২৬	৩০৪,২২৫
	অন্যান্য কর্মকর্তা/কর্মচারী ব্যয়	৩২৫,১০৩	৩৪৮,০৮৪
	মোট	**৯,৬৪৬,৯২২**	**৬,১৬৪,৯৪৭**
৪০.০১	**সাধারণ ও প্রশাসনিক খরচ**		
	কর্মকর্তা/কর্মচারী খাতে ব্যয় (নোট ৪১.০১.(ক))	৮,৯৩২,৮৮২	৫,৭৪৫,২১২
	অবচয়	৭১৩,৮৩৫	৬৯১,৯৭৭
	অবলোপন	২০৯,৬০৮	২৪২,১১৩
	পরিচালকদের ফি	৬৪৭	৪৮১
	নিরীক্ষা ফি	৮,২৯৪	৮,২৯৪
	স্টেশনারি	১১৭,৮৪৩	১০২,৭১৬
	ভাড়া	২৪৩,৩৪১	২২৭,২৫১
	ট্রেজারি প্রেরণ	৪৩,৩৭১	৪৪,১৩০
	অনুদান	১৫১,১৯৩	১২০,৬২৬
	টেলিফোন	৯৭,৪৩০	৯৩,৭৮৪
	মেরামত	৩১২,০৭৭	৩৮৬,৭৩১
	বিবিধ	৬৭২,৪২৫	৭৫৯,৯৩৩
	মোট	**১১,৫০২,৯৪৬**	**৮,৪২৩,২৪৭**

বাংলাদেশ ব্যাংকঃ আর্থিক বিবরণীর নোটসমূহ

৩০ জুন ২০১৬ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

		২০১৬ টাকা '০০০	২০১৫ টাকা '০০০
৪১.০১.(ক)	**কর্মকর্তা/কর্মচারী খাতে ব্যয়**		
	বেতন	২,৪৫৪,৮০৭	১,৫৭৭,৮২৭
	বাড়ি ভাড়া	৫৩৯,২২৩	৫৪০,৬৪৬
	কর্মচারী ভবিষ্য তহবিলের চাঁদা	৩৯৭,৫৪৩	(৯৫,২১৯)
	পেনশন ও আনুতোষিক	২,৯১৭,১০০	১,৫৬৬,৭০০
	ছুটি নগদায়ন	১৮৪,৫০০	-
	সাধারণ ও প্রেরণা বোনাস	১,১৩৭,০৪১	১,০১২,১২৮
	সরকারকে প্রদত্ত আয়কর	-	(৪,৩১৯)
	চিকিৎসা খরচ	৩০৪,৯৬১	২৫৮,২০১
	প্রশিক্ষণ	১৭৫,৭৩৭	১৫৩,৪৮৩
	ভ্রমন খরচ	২৭৯,৯১৭	২০৬,৮৮৮
	মধ্যাহ্ন আহার	২৮৩,৩৪৮	২৭১,২৬৭
	অন্যান্য কর্মকর্তা/কর্মচারী ব্যয়	২৫৮,৭০৫	২৫৭,৬০৯
	মোট	**৮,৯৩২,৮৮২**	**৫,৭৪৫,২১২**

৪২ আর্থিক ইন্সট্রুমেন্ট - প্রকৃত মূল্য এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা

৪২.০১ ক. হিসাব শ্রেণিকরণ এবং প্রকৃত মূল্য

পরবর্তী ছক প্রকৃত মূল্যের ক্রমানুসারে আর্থিক সম্পদ এবং আর্থিক দায়ের বাহিত মূল্য এবং প্রকৃত মূল্য প্রদর্শন করে। যদি বাহিত মূল্য প্রকৃত মূল্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হয় তাহলে সেটি অবলোপনকৃত মূল্যের আর্থিক সম্পদ ও আর্থিক দায়ের প্রকৃত মূল্যের তথ্য অন্তর্ভুক্ত করে না।

বাংলাদেশ ব্যাংকঃ আর্থিক বিবরণীর নোটসমূহ

৩০ জুন ২০১৬ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

সমন্বিত ৩০ জুন ২০১৬

হাজার টাকায়

বিবরণ	বাহিত মূল্য						প্রকৃত মূল্য			
	ঋণ এবং প্রাপ্য	মেয়াদপূর্তি পর্যন্ত ধারণকৃত	লাভ/ক্ষতির মাধ্যমে প্রকৃত মূল্য	বিক্রয়যোগ্য	অন্যান্য আর্থিক দায়	মোট	লেভেল ১	লেভেল ২	লেভেল ৩	মোট
আর্থিক সম্পদ - প্রকৃত মূল্যে										
মাঃ ডলার ট্রেজারি বিল	-	-	-	১৫,৬৫৪,৯১২	-	১৫,৬৫৪,৯১২	১৫,৬৫৪,৯১২	-	-	১৫,৬৫৪,৯১২
বৈদেশিক বন্ড			-	৭৬৬,৮৬৪,২৪৮	-	৭৬৬,৮৬৪,২৪৮	৭৬৬,৮৬৪,২৪৮	-	-	৭৬৬,৮৬৪,২৪৮
স্বর্ণ ও রৌপ্য	-	-	-	৭,২৭৮,৮৮৯	-	৭,২৭৮,৮৮৯	৭,২৭৮,৮৮৯	-		৭,২৭৮,৮৮৯
স্বর্ণ লেনদেন বাবদ দাবি			-	৩৮,৮৪৯,৩৫০	-	৩৮,৮৪৯,৩৫০	৩৮,৮৪৯,৩৫০	-	-	৩৮,৮৪৯,৩৫০
ট্রেজারি বিল	-	-	-	১৫,৬২৮,৮০৫	-	১৫,৬২৮,৮০৫	-	১৫,৬২৮,৮০৪	-	১৫,৬২৮,৮০৪
ট্রেজারি বন্ড	-	-	-	৩১,৩১৪,৪৭৪	-	৩১,৩১৪,৪৭৪	-	৩১,৩১৪,৪৭৪	-	৩১,৩১৪,৪৭৪
সুইফ্‌ট শেয়ার	-	-	-	৮০	-	৮০	-	-	৮০	৮০
ডিবেঞ্চার - হাউজ বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন	-	-	-	৪,৭১৫,০০০	-	৪,৭১৫,০০০	-	৪,৭১৫,০০০.০০	-	৪,৭১৫,০০০
শেয়ার - আইসিবি ইসলামি ব্যাংক লিমিটেড	-	-	-	৭,৪৫২	-	৭,৪৫২	৭,৪৫২	-	-	৭,৪৫২
	-	**-**	**-**	**৮৮০,৩১৩,২১১**	**-**	**৮৮০,৩১৩,২১১**	**৮২৮,৬৫৪,৮৫১**	**৫১,৬৫৮,২৭৯**	**৮০**	**৮৮০,৩১৩,২১০**
আর্থিক সম্পদ - অবলোপনকৃত মূল্যে										
টাকা, কয়েন ও নগদ স্থিতি	১৬,৬৮৪,৬১৮	-	-	-	-	১৬,৬৮৪,৬১৮	-	-	-	-
বৈদেশিক মুদ্রা হিসাব	৪৫,০১৭,৪৯৭	-	-	-	-	৪৫,০১৭,৪৯৭	-	-	-	-
স্বল্পতম মেয়াদি বিনিয়োগ	১৩৬,২৩৫,০৭০	-	-	-	-	১৩৬,২৩৫,০৭০	-	-	-	-
বহিঃবিশ্বের বাণিজ্যিক ব্যাংকে স্বল্পমেয়াদি জমা	১,১১৫,৯২০,১৮৭	-	-	-	-	১,১১৫,৯২০,১৮৭	-	-	-	-
আইএমএফ সংশ্লিষ্ট সম্পদ	২০৮,৯৪৯,৯২৪	-	-	-	-	২০৮,৯৪৯,৯২৪	-	-	-	-
ব্যাংকসমূহকে বৈদেশিক মুদ্রায় প্রদত্ত ঋণ	১৩২,২৩৪,৩২৪	-	-	-	-	১৩২,২৩৪,৩২৪	-	-	-	-
প্রাপ্য সুদ	৬,৯২৬,৭৫৭	-	-	-	-	৬,৯২৬,৭৫৭	-	-	-	-
অন্যান্য প্রাপ্য	৬,৩৬৫,৩৭০	-	-	-	-	৬,৩৬৫,৩৭০	-	-	-	-
উপায় ও উপকরণ আগাম	৪০,০০০,০০০	-	-	-	-	৪০,০০০,০০০	-	-	-	-

বাংলাদেশ ব্যাংকঃ আর্থিক বিবরণীর নোটসমূহ

৩০ জুন ২০১৬ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

বিবরণ	বাহিত মূল্য						প্রকৃত মূল্য			
	ঋণ এবং প্রাপ্য	মেয়াদপূর্তি পর্যন্ত ধারণকৃত	লাভ/ক্ষতির মাধ্যমে প্রকৃত মূল্য	বিক্রয়যোগ্য	অন্যান্য আর্থিক দায়	মোট	লেভেল ১	লেভেল ২	লেভেল ৩	মোট
ওভারড্রাফ্‌ট-ব্লক	৭১,৮৫০,০০০	-	-	-	-	৭১,৮৫০,০০০	-	-	-	-
ওভারড্রাফ্‌ট-চলতি	৪০,৩১৫,৯০০	-	-	-	-	৪০,৩১৫,৯০০	-	-	-	-
পুনঃবিক্রয় চুক্তিতে সিকিউরিটিজ ক্রয়	৮,৪৮০,০০০	-	-	-	-	৮,৪৮০,০০০	-	-	-	-
স্বল্পমেয়াদি মুদ্রা বাজার বিনিয়োগ	৬৩৪,৮০৪	-	-	-	-	৬৩৪,৮০৪	-	-	-	-
বাণিজ্যিক ব্যাংককে ঋণ	৩,৯৯৯,৬৪০	-	-	-	-	৩,৯৯৯,৬৪০	-	-	-	-
বিশেষায়িত ব্যাংককে ঋণ	২৯,৪৩১,৮৩০	-	-	-	-	২৯,৪৩১,৮৩০	-	-	-	-
ব্যক্তিমালিকানাধীন ব্যাংককে ঋণ	২,৯০৩,২৫০	-	-	-	-	২,৯০৩,২৫০	-	-	-	-
অন্যান্য ঋণ ও অগ্রিম	২৮,৫৪৯,৪৮৬	-	-	-	-	২৮,৫৪৯,৪৮৬	-	-	-	-
প্রাপ্য সুদ	৮,২৩৭,৮০১	-	-	-	-	৮,২৩৭,৮০১	-	-	-	-
কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রদত্ত ঋণ ও অগ্রিম	৩২,৫৩৫,৪২৩	-	-	-	-	৩২,৫৩৫,৪২৩	-	-	-	-
স্থানীয় মুদ্রায় অন্যান্য আর্থিক সম্পদ	৩,৪৩২,৩৬১	-	-	-	-	৩,৪৩২,৩৬১	-	-	-	-
	১,৯৩৮,৭০৪,২৪১	**-**	**-**	**-**	**-**	**১,৯৩৮,৭০৪,২৪১**	**-**	**-**	**-**	**-**
আর্থিক দায় - প্রকৃত মূল্যে										
শূন্য	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
আর্থিক দায় - অবলোপনকৃত মূল্যে										
আইএমএফ সংশ্লিষ্ট দায়	-	-	-	-	২৩০,১৬৭,৫৬৬	২৩০,১৬৭,৫৬৬	-	-	-	-
বাণিজ্যিক ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রায় জমা	-	-	-	-	৭১,৩৩৩,৮৫৭	৭১,৩৩৩,৮৫৭	-	-	-	-
এশিয়ান ক্লিয়ারিং ইউনিয়ন (আকু)	-	-	-	-	৭৬,২৭৫,৫৩৮	৭৬,২৭৫,৫৩৮	-	-	-	-
প্রচারণকৃত মুদ্রা	-	-	-	-	১,৩০৭,৩০৩,৭১৮	১,৩০৭,৩০৩,৭১৮	-	-	-	-
স্থানীয় মুদ্রায় ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে আমানত গ্রহণ	-	-	-	-	৬০৮,৯৩৭,৪০৭	৬০৮,৯৩৭,৪০৭	-	-	-	-
স্বল্পমেয়াদি ঋণ	-	-	-	-	২৬৩,৪০১,৪০২	২৬৩,৪০১,৪০২	-	-	-	-
	-	**-**	**-**	**-**	**২,৫৫৭,৪১৯,৪৮৮**	**২,৫৫৭,৪১৯,৪৮৮**	**-**	**-**	**-**	**-**

বাংলাদেশ ব্যাংকঃ আর্থিক বিবরণীর নোটসমূহ

৩০ জুন ২০১৬ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

৩০ জুন ২০১৫

হাজার টাকায়

বিবরণ	বাহিত মূল্য						প্রকৃত মূল্য			
	ঋণ এবং প্রাপ্য	মেয়াদপূর্তি পর্যন্ত ধারণকৃত	লাভ/ক্ষতির মাধ্যমে প্রকৃত মূল্য	বিক্রয়যোগ্য	অন্যান্য আর্থিক দায়	মোট	লেভেল ১	লেভেল ২	লেভেল ৩	মোট
আর্থিক সম্পদ - প্রকৃত মূল্যে										
মাঃ ডলার ট্রেজারি বিল	-	-	-	৮৩,২৭৯,৬০৬	-	৮৩,২৭৯,৬০৬	৮৩,২৭৯,৬০৬	-	-	৮৩,২৭৯,৬০৬
বৈদেশিক বন্ড	-	-	-	৬৭৯,২৫৪,২২০	-	৬৭৯,২৫৪,২২০	৬৭৯,২৫৪,২২০	-	-	৬৭৯,২৫৪,২২০
স্বর্ণ ও রৌপ্য	-	-	-	৬,৪১৪,৬৬৩	-	৬,৪১৪,৬৬৩	৬,৪১৪,৬৬৩	-	-	৬,৪১৪,৬৬৩
স্বর্ণ লেনদেন বাবদ দাবি	-	-	-	৩৪,১৮১,০৮২	-	৩৪,১৮১,০৮২	৩৪,১৮১,০৮২	-	-	৩৪,১৮১,০৮২
ট্রেজারি বন্ড	-	-	-	১,০৮৫,১৮৫	-	১,০৮৫,১৮৫	-	১,০৮৫,১৮৫	-	১,০৮৫,১৮৫
সুইফ্‌ট শেয়ার	-	-	-	৮০	-	৮০	-	-	৮০	৮০
ডিবেঞ্চার - হাউজ বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন	-	-	-	৫,৭৯৫,০০০	-	৫,৭৯৫,০০০	-	৫,৭৯৫,০০০	-	৫,৭৯৫,০০০
শেয়ার - আইসিবি ইসলামি ব্যাংক লিমিটেড	-	-	-	৭,৪৫২	-	৭,৪৫২	৭,৪৫২	-	-	৭,৪৫২
	-	-	-	৮১০,০১৭,২৮৮	-	৮১০,০১৭,২৮৮	৮০৩,১৩৭,০২৩	৬,৮৮০,১৮৫	৮০	৮১০,০১৭,২৮৮
আর্থিক সম্পদ - অবলোপনকৃত মূল্যে										
টাকা, কয়েন ও নগদ স্থিতি	১৪,৪৮৩,৯৮৭	-	-	-	-	১৪,৪৮৩,৯৮৭	-	-	-	-
বৈদেশিক মুদ্রা হিসাব	২১,০১৫,৮৬০	-	-	-	-	২১,০১৫,৮৬০	-	-	-	-
স্বল্পতম মেয়াদি বিনিয়োগ	২৪৭,৩৯৩,৫৫৩	-	-	-	-	২৪৭,৩৯৩,৫৫৩	-	-	-	-
বহিঃবিশ্বের বাণিজ্যিক ব্যাংকে স্বল্পমেয়াদি জমা	৬৭৪,৪৬৫,৮৭৯	-	-	-	-	৬৭৪,৪৬৫,৮৭৯	-	-	-	-
আইএমএফ সংশ্লিষ্ট সম্পদ	১৩১,১৪৮,১৮৫	-	-	-	-	১৩১,১৪৮,১৮৫	-	-	-	-
ব্যাংকসমূহকে বৈদেশিক মুদ্রায় প্রদত্ত ঋণ	১২৭,৭৪২,০৮৫	-	-	-	-	১২৭,৭৪২,০৮৫	-	-	-	-
প্রাপ্য সুদ	৬,৬৮০,৩৮৫	-	-	-	-	৬,৬৮০,৩৮৫	-	-	-	-
উপায় ও উপকরণ আগাম	২৪,৩৫৪,৪০০	-	-	-	-	২৪,৩৫৪,৪০০	-	-	-	-
ওভারড্রাফ্‌ট-ব্লক	৮৬,৮৫০,০০০	-	-	-	-	৮৬,৮৫০,০০০	-	-	-	-

বাংলাদেশ ব্যাংকঃ আর্থিক বিবরণীর নোটসমূহ

৩০ জুন ২০১৬ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

বিবরণ	বাহিত মূল্য						প্রকৃত মূল্য			
	ঋণ এবং প্রাপ্য	মেয়াদপূর্তি পর্যন্ত ধারণকৃত	লাভ/ক্ষতির মাধ্যমে প্রকৃত মূল্য	বিক্রয়যোগ্য	অন্যান্য আর্থিক দায়	মোট	লেভেল ১	লেভেল ২	লেভেল ৩	মোট
স্বল্পমেয়াদি মুদ্রা বাজার বিনিয়োগ	৪৬২,৫০১	-	-	-	-	৪৬২,৫০১	-	-	-	-
বাণিজ্যিক ব্যাংককে ঋণ	৪,৯৬৩,১৬৭	-	-	-	-	৪,৯৬৩,১৬৭	-	-	-	-
বিশেষায়িত ব্যাংককে ঋণ	৩৩,৩৬২,৪৪৮	-	-	-	-	৩৩,৩৬২,৪৪৮	-	-	-	-
ব্যক্তিমালিকানাধীন ব্যাংককে ঋণ	৩,০১৯,৫০০	-	-	-	-	৩,০১৯,৫০০	-	-	-	-
অন্যান্য ঋণ ও অগ্রিম	২৬,১৭২,৭৭৯	-	-	-	-	২৬,১৭২,৭৭৯	-	-	-	-
প্রাপ্য সুদ	৮,৪২৯,৭৪০	-	-	-	-	৮,৪২৯,৭৪০	-	-	-	-
কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রদত্ত ঋণ ও অগ্রিম	৩১,২৩৩,০০৪	-	-	-	-	৩১,২৩৩,০০৪	-	-	-	-
স্থানীয় মুদ্রায় অন্যান্য আর্থিক সম্পদ	৫৩১,৬৪৮	-	-	-	-	৫৩১,৬৪৮	-	-	-	-
	১,৪৪২,৩০৯,১২১	-	-	-	-	**১,৪৪২,৩০৯,১২১**	-	-	-	-
আর্থিক দায় - প্রকৃত মূল্যে										
শূন্য	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
আর্থিক দায় - অবলোপনকৃত মূল্যে										
আইএমএফ সংশ্লিষ্ট দায়	-	-	-	-	১৬৭,৪৭৫,৮৭৪	১৬৭,৪৭৫,৮৭৪	-	-	-	-
বাণিজ্যিক ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রায় জমা	-	-	-	-	৭৮,৮৯২,৭১৬	৭৮,৮৯২,৭১৬	-	-	-	-
এশিয়ান ক্লিয়ারিং ইউনিয়ন (আকু)	-	-	-	-	৭০,২৬১,২৮৫	৭০,২৬১,২৮৫	-	-	-	-
প্রচারণকৃত মুদ্রা	-	-	-	-	৯৭৩,৬৩৩,৪৪৯	৯৭৩,৬৩৩,৪৪৯	-	-	-	-
স্থানীয় মুদ্রায় ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে আমানত গ্রহণ	-	-	-	-	৫০৩,০১৭,২৭৪	৫০৩,০১৭,২৭৪	-	-	-	-
স্বল্পমেয়াদি ঋণ	-	-	-	-	১৮০,৭২১,৯৯৫	১৮০,৭২১,৯৯৫	-	-	-	-
	-	-	-	-	**১,৯৭৪,০০২,৫৯৩**	**১,৯৭৪,০০২,৫৯৩**	-	-	-	-

বাংলাদেশ ব্যাংকঃ আর্থিক বিবরণীর নোটসমূহ

৩০ জুন ২০১৬ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

পৃথক ৩০ জুন ২০১৫

হাজার টাকায়

বিবরণ	বাহিত মূল্য						প্রকৃত মূল্য			
	ঋণ এবং প্রাপ্য	মেয়াদপূর্তি পর্যন্ত ধারণকৃত	লাভ/ক্ষতির মাধ্যমে প্রকৃত মূল্য	বিক্রয়যোগ্য	অন্যান্য আর্থিক দায়	মোট	লেভেল ১	লেভেল ২	লেভেল ৩	মোট
আর্থিক সম্পদ - প্রকৃত মূল্যে										
মা. ডলার ট্রেজারি বিল	-	-	-	১৫,৬৫৪,৯১২	-	১৫,৬৫৪,৯১২	১৫,৬৫৪,৯১২	-	-	১৫,৬৫৪,৯১২
বৈদেশিক বন্ড	-	-	-	৭৬৬,৮৬৪,২৪৮	-	৭৬৬,৮৬৪,২৪৮	৭৬৬,৮৬৪,২৪৮	-	-	৭৬৬,৮৬৪,২৪৮
স্বর্ণ ও রৌপ্য	-	-	-	৭,২৭৮,৮৮৯	-	৭,২৭৮,৮৮৯	৭,২৭৮,৮৮৯	-	-	৭,২৭৮,৮৮৯
স্বর্ণ লেনদেনবাবদ দাবি	-	-	-	৩৮,৮৪৯,৩৫০	-	৩৮,৮৪৯,৩৫০	৩৮,৮৪৯,৩৫০	-	-	৩৮,৮৪৯,৩৫০
ট্রেজারি বিল	-	-	-	১৫,৬২৮,৮০৫	-	১৫,৬২৮,৮০৫	-	১৫,৬২৮,৮০৪	-	১৫,৬২৮,৮০৪
ট্রেজারি বন্ড	-	-	-	৩১,৩১৪,৪৭৪	-	৩১,৩১৪,৪৭৪	-	৩১,৩১৪,৪৭৪	-	৩১,৩১৪,৪৭৪
সুইফ্‌ট শেয়ার	-	-	-	৮০	-	৮০	-	-	৮০	৮০
ডিবেঞ্চার - হাউজ বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন	-	-	-	১২,০০০,০০০	-	১২,০০০,০০০	-	-	১২,০০০,০০০	১২,০০০,০০০
শেয়ার - আইসিবি ইসলামি ব্যাংক লিমিটেড	-	-	-	৪,৭১৫,০০০	-	৪,৭১৫,০০০	-	৪,৭১৫,০০০	-	৪,৭১৫,০০০
	-	**-**	**-**	**৮৯২,৩০৫,৭৫৯**	**-**	**৮৯২,৩০৫,৭৫৯**	**৮২৮,৬৪৭,৩৯৯**	**৫১,৬৫৮,২৭৯**	**১২,০০০,০৮০**	**৮৯২,৩০৫,৭৫৯**
আর্থিক সম্পদ - অবলোপনকৃত মূল্যে										
টাকা, কয়েন ও নগদ স্থিতি	৪,৫১৪,১২২	-	-	-	-	৪,৫১৪,১২২	-	-	-	-
বৈদেশিক মুদ্রা হিসাব	৪৫,০১৭,৪৯৭	-	-	-	-	৪৫,০১৭,৪৯৭	-	-	-	-
স্বল্পতম মেয়াদি বিনিয়োগ	১৩৬,২৩৫,০৭০	-	-	-	-	১৩৬,২৩৫,০৭০	-	-	-	-
বহিঃবিশ্বের বাণিজ্যিক ব্যাংকে স্বল্পমেয়াদি জমা	১,১১৫,৯২০,১৮৭	-	-	-	-	১,১১৫,৯২০,১৮৭	-	-	-	-
আইএমএফ সংশ্লিষ্ট সম্পদ	২০৮,৯৪৯,৯২৪	-	-	-	-	২০৮,৯৪৯,৯২৪	-	-	-	-
ব্যাংকসমূহকে বৈদেশিক মুদ্রায় প্রদত্ত ঋণ	১৩২,২৩৪,৩২৪	-	-	-	-	১৩২,২৩৪,৩২৪	-	-	-	-
প্রাপ্য সুদ	৬,৯২৬,৭৫৭	-	-	-	-	৬,৯২৬,৭৫৭	-	-	-	-
অন্যান্য প্রাপ্য	৬,৩৬৫,৩৭০	-	-	-	-	৬,৩৬৫,৩৭০	-	-	-	-
উপায় ও উপকরণ আগাম	৪০,০০০,০০০	-	-	-	-	৪০,০০০,০০০	-	-	-	-

বাংলাদেশ ব্যাংকঃ আর্থিক বিবরণীর নোটসমূহ

৩০ জুন ২০১৬ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

বিবরণ	বাহিত মূল্য						প্রকৃত মূল্য			
	ঋণ এবং প্রাপ্য	মেয়াদপূর্তি পর্যন্ত ধারণকৃত	লাভ/ক্ষতির মাধ্যমে প্রকৃত মূল্য	বিক্রয়যোগ্য	অন্যান্য আর্থিক দায়	মোট	লেভেল ১	লেভেল ২	লেভেল ৩	মোট
ওভারড্রাফ্‌ট-ব্লক	৭১,৮৫০,০০০	-	-	-	-	৭১,৮৫০,০০০	-	-	-	-
ওভারড্রাফ্‌ট-চলতি	৪০,৩১৫,৯০০	-	-	-	-	৪০,৩১৫,৯০০	-	-	-	-
পুনঃবিক্রয় চুক্তিতে সিকিউরিটিজ ক্রয়	৮,৪৮০,০০০	-	-	-	-	৮,৪৮০,০০০	-	-	-	-
বাণিজ্যিক ব্যাংককে ঋণ	৩,৯৯৯,৬৪০	-	-	-	-	৩,৯৯৯,৬৪০	-	-	-	-
বিশেষায়িত ব্যাংককে ঋণ	২৯,৪৩১,৮৩০	-	-	-	-	২৯,৪৩১,৮৩০	-	-	-	-
ব্যক্তিমালিকানাধীন ব্যাংককে ঋণ	২,৯০৩,২৫০	-	-	-	-	২,৯০৩,২৫০	-	-	-	-
অন্যান্য ঋণ ও অগ্রিম	২৮,৫৪৯,৪৮৬	-	-	-	-	২৮,৫৪৯,৪৮৬	-	-	-	-
প্রাপ্য সুদ	৮,২৩৭,৮০১	-	-	-	-	৮,২৩৭,৮০১	-	-	-	-
কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রদত্ত ঋণ ও অগ্রিম	৩১,২৭৯,৪০৭	-	-	-	-	৩১,২৭৯,৪০৭	-	-	-	-
স্থানীয় মুদ্রায় অন্যান্য আর্থিক সম্পদ	৩,৪৩২,৩৬১	-	-	-	-	৩,৪৩২,৩৬১	-	-	-	-
	১,৯২৪,৬৪২,৯২৫	-	-	-	-	**১,৯২৪,৬৪২,৯২৫**	-	-	-	-
আর্থিক দায় - প্রকৃত মূল্যে										
শূন্য	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
আর্থিক দায় - অবলোপনকৃত মূল্যে										
আইএমএফ সংশ্লিষ্ট দায়	-	-	-	-	২৩০,১৬৭,৫৬৬	২৩০,১৬৭,৫৬৬	-	-	-	-
বাণিজ্যিক ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রায় জমা	-	-	-	-	৭১,৩৩৩,৮৫৭	৭১,৩৩৩,৮৫৭	-	-	-	-
এশিয়ান ক্লিয়ারিং ইউনিয়ন (আকু)	-	-	-	-	৭৬,২৭৫,৫৩৮	৭৬,২৭৫,৫৩৮	-	-	-	-
প্রচারণকৃত মুদ্রা	-	-	-	-	১,৩০৭,৩০৩,৭১৮	১,৩০৭,৩০৩,৭১৮	-	-	-	-
স্থানীয় মুদ্রায় ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে আমানত গ্রহণ	-	-	-	-	৬০৮,৯৩৭,৪০৭	৬০৮,৯৩৭,৪০৭	-	-	-	-
স্বল্পমেয়াদি ঋণ	-	-	-	-	২৬৩,৪০১,৪০২	২৬৩,৪০১,৪০২	-	-	-	-
	-	-	-	-	২,৫৫৭,৪১৯,৪৮৮	২,৫৫৭,৪১৯,৪৮৮	-	-	-	-

বাংলাদেশ ব্যাংকঃ আর্থিক বিবরণীর নোটসমূহ

৩০ জুন ২০১৬ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

পৃথক ৩০ জুন ২০১৫

হাজার টাকায়

বিবরণ	বাহিত মূল্য						প্রকৃত মূল্য			
	ঋণ এবং প্রাপ্য	মেয়াদপূর্তি পর্যন্ত ধারণকৃত	লাভ/ক্ষতির মাধ্যমে প্রকৃত মূল্য	বিক্রয়যোগ্য	অন্যান্য আর্থিক দায়	মোট	লেভেল ১	লেভেল ২	লেভেল ৩	মোট
আর্থিক সম্পদ - প্রকৃত মূল্যে										
মাঃ ডলার ট্রেজারি বিল	-	-	-	৮৩,২৭৯,৬০৬	-	৮৩,২৭৯,৬০৬	৮৩,২৭৯,৬০৬	-	-	৮৩,২৭৯,৬০৬
বৈদেশিক বন্ড	-	-	-	৬৭৯,২৫৪,২২০	-	৬৭৯,২৫৪,২২০	৬৭৯,২৫৪,২২০	-	-	৬৭৯,২৫৪,২২০
স্বর্ণ ও রৌপ্য	-	-	-	৬,৪১৪,৬৬৩	-	৬,৪১৪,৬৬৩	৬,৪১৪,৬৬৩	-	-	৬,৪১৪,৬৬৩
স্বর্ণ লেনদেন বাবদ দাবি	-	-	-	৩৪,১৮১,০৮২	-	৩৪,১৮১,০৮২	৩৪,১৮১,০৮২	-	-	৩৪,১৮১,০৮২
ট্রেজারি বন্ড	-	-	-	১,০৮৫,১৮৫	-	১,০৮৫,১৮৫	-	১,০৮৫,১৮৫	-	১,০৮৫,১৮৫
সুইফ্‌ট শেয়ার	-	-	-	৮০	-	৮০	-	-	৮০	৮০
ডিবেঞ্চার - হাউজ বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন	-	-	-	৫,৭৯৫,০০০	-	৫,৭৯৫,০০০	-	৫,৭৯৫,০০০	-	৫,৭৯৫,০০০
শেয়ার - আইসিবি ইসলামি ব্যাংক লিমিটেড	-	-	-	১২,০০০,০০০	-	১২,০০০,০০০	-	১২,০০০,০০০	-	১২,০০০,০০০
	-	-	-	৮২২,০০৯,৮৩৬	-	৮২২,০০৯,৮৩৬	৮০৩,১২৯,৫৭১	১৮,৮৮০,১৮৫	৮০	৮২২,০০৯,৮৩৬
আর্থিক সম্পদ - অবলোপনকৃত মূল্যে										
টাকা, কয়েন ও নগদ স্থিতি	৩২১,৭০৬	-	-	-	-	৩২১,৭০৬	-	-	-	-
বৈদেশিক মুদ্রা হিসাব	৭৮,৮৯২,৭১৬	-	-	-	-	৭৮,৮৯২,৭১৬	-	-	-	-
স্বল্পতম মেয়াদি বিনিয়োগ	২৪৭,৩৯৩,৫৫৩	-	-	-	-	২৪৭,৩৯৩,৫৫৩	-	-	-	-
বহিঃবিশ্বের বাণিজ্যিক ব্যাংকে স্বল্পমেয়াদি জমা	৬৭৪,৪৬৫,৮৭৯	-	-	-	-	৬৭৪,৪৬৫,৮৭৯	-	-	-	-
আইএমএফ সংশ্লিষ্ট সম্পদ	১৬৭,৪৭৫,৮৭৪	-	-	-	-	১৬৭,৪৭৫,৮৭৪	-	-	-	-
ব্যাংকসমূহকে বৈদেশিক মুদ্রায় প্রদত্ত ঋণ	১২৭,৭৪২,০৮৫	-	-	-	-	১২৭,৭৪২,০৮৫	-	-	-	-
প্রাপ্য সুদ	৬,৬৮০,৩৮৫	-	-	-	-	৬,৬৮০,৩৮৫	-	-	-	-
উপায় ও উপকরণ আগাম	২৪,৩৫৪,৪০০	-	-	-	-	২৪,৩৫৪,৪০০	-	-	-	-
ওভারড্রাফ্‌ট-ব্লক	৮৬,৮৫০,০০০	-	-	-	-	৮৬,৮৫০,০০০	-	-	-	-
স্বল্পমেয়াদি মুদ্রা বাজার বিনিয়োগ	৪,৯৬৩,১৬৭	-	-	-	-	৪,৯৬৩,১৬৭	-	-	-	-

বাংলাদেশ ব্যাংকঃ আর্থিক বিবরণীর নোটসমূহ

৩০ জুন ২০১৬ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

বিবরণ	বাহিত মূল্য						প্রকৃত মূল্য			
	ঋণ এবং প্রাপ্য	মেয়াদপূর্তি পর্যন্ত ধারণকৃত	লাভ/ক্ষতির মাধ্যমে প্রকৃত মূল্য	বিক্রয়যোগ্য	অন্যান্য আর্থিক দায়	মোট	লেভেল ১	লেভেল ২	লেভেল ৩	মোট
বাণিজ্যিক ব্যাংককে ঋণ	৩৩,৩৬২,৪৪৮	-	-	-	-	৩৩,৩৬২,৪৪৮	-	-	-	-
বিশেষায়িত ব্যাংককে ঋণ	৩,০১৯,৫০০	-	-	-	-	৩,০১৯,৫০০	-	-	-	-
ব্যক্তিমালিকানাধীন ব্যাংককে ঋণ	২৬,১৭২,৭৭৯	-	-	-	-	২৬,১৭২,৭৭৯	-	-	-	-
অন্যান্য ঋণ ও অগ্রিম	৮,৪২৯,৭৪০	-	-	-	-	৮,৪২৯,৭৪০	-	-	-	-
প্রাপ্য সুদ	৩০,৬৫৫,৬৩৭	-	-	-	-	৩০,৬৫৫,৬৩৭	-	-	-	-
কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রদত্ত ঋণ ও অগ্রিম	১৬৯,২৮৩	-	-	-	-	১৬৯,২৮৩	-	-	-	-
স্থানীয় মুদ্রায় অন্যান্য আর্থিক সম্পদ	**১,৫২০,৯৪৯,১৫১**	-	-	-	-	**১,৫২০,৯৪৯,১৫১**	-	-	-	-
আর্থিক দায় - প্রকৃত মূল্যে										
শূন্য	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
আর্থিক দায় - অবলোপনকৃত মূল্যে										
আইএমএফ সংশ্লিষ্ট দায়	-	-	-	-	১৬৭,৪৭৫,৮৭৪	১৬৭,৪৭৫,৮৭৪	-	-	-	-
বাণিজ্যিক ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রায় জমা	-	-	-	-	৭৮,৮৯২,৭১৬	৭৮,৮৯২,৭১৬	-	-	-	-
এশিয়ান ক্লিয়ারিং ইউনিয়ন (আকু)	-	-	-	-	৭০,২৬১,২৮৫	৭০,২৬১,২৮৫	-	-	-	-
প্রচারণকৃত মুদ্রা	-	-	-	-	৯৭৩,৬৩৩,৪৪৯	৯৭৩,৬৩৩,৪৪৯	-	-	-	-
স্থানীয় মুদ্রায় ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে আমানত গ্রহণ	-	-	-	-	৫০৩,০১৭,২৭৪	৫০৩,০১৭,২৭৪	-	-	-	-
স্বল্পমেয়াদি ঋণ	-	-	-	-	১৮০,৭২১,৯৯৫	১৮০,৭২১,৯৯৫	-	-	-	-
	-	-	-	-	**১,৯৭৪,০০২,৫৯৩**	**১,৯৭৪,০০২,৫৯৩**	-	-	-	-

৩০ জুন ২০১৬ এবং ৩০ জুন ২০১৫ তারিখে, ব্যাংকের লেভেল ৩ আর্থিক ইন্সট্রুমেন্ট ছিল শুধু সুইফ্ট শেয়ার। ব্যবস্থাপনা বিশ্বাস করে যে এইসব শেয়ারের বাহিত মূল্য এর প্রকৃত মূল্যের সমান। যেহেতু বিগত বছরের বিনিয়োগের প্রকৃত মূল্যের কোন পরিবর্তন হয়নি সেহেতু লেভেল ৩ সমন্বয় টেবিল প্রকাশিত করা হয়নি।

বাংলাদেশ ব্যাংকঃ আর্থিক বিবরণীর নোটসমূহ

৩০ জুন ২০১৬ তারিখ ও সমাপ্ত বছরের

৪২.১ খ) ন্যায্য মূল্য পরিমাপকরণ

ন্যায্য মূল্য হলো হিসাবায়নের তারিখে মার্কেটে বিদ্যমান পক্ষসমূহের মধ্যে একটি সম্পদ বিক্রয় করে যে টাকা পাওয়া যাবে বা একটি দায় স্থানান্তরের জন্য যে টাকা পরিশোধ করতে হবে। সম্পদ এবং দায়ের পোর্টফলিও অনুযায়ী ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের ভিত্তিতে ন্যায্য মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে।

আর্থিক অবস্থার বিবরণীর তারিখে বিক্রয়যোগ্য বৈদেশিক সিকিউরিটিজসমূহ উদ্ধৃত বাজার মূল্যে নির্ধারণ করা হয়েছে। (২০১৫ঃ বিক্রয়যোগ্য বৈদেশিক সিকিউরিটিজসমূহ ন্যায্য মূল্যে পরিমাপ করা হয়েছে।) স্থানীয় মুদ্রায় আর্থিক সম্পদসমূহের মধ্যে এসপিসিবিএল এর ১২,০০০,০০০,০০০ (২০১৫ঃ টাকা ১২,০০০,০০০,০০০) এবং এইচবিএফসি এর ডিবেঞ্চার টাকা ৪,৭১৫,০০০,০০০ (২০১৫ঃ টাকা ৫,৭৯৫,০০০,০০০) অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যার বাজার মূল্য নির্ভরতার সাথে নির্ধারণ করা যায়নি কারণ যেহেতু অ্যাকটিভ মার্কেটে এগুলোর কোন ট্রেড নেই এবং অনুরূপ প্রকৃতির কোন সিকিউরিটিজও মার্কেটে নেই। কর্তৃপক্ষ মনে করে এই সিকিউরিটিজসমূহের ক্যারিং ভ্যালুই হলো ন্যায্য বাজার মূল্য।

সরকারকে প্রদত্ত ঋণ (ওভারড্রাফট ব্লক এবং কারেন্ট) ব্যয় ভিত্তিতে হিসাবায়ন করা হয়েছে এবং প্রাপ্য সুদ দৈনিক ভিত্তিতে হিসাবায়ন করা হয়েছে। ট্রেজারি বিল এবং বন্ড বিক্রয়যোগ্য সিকিউরিটিজ হিসাবে শ্রেণিবিন্যাস করা হয়েছে এবং বাজার মূল্যে হিসাধায়ন করা হয়েছে। ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রদত্ত ঋণ এমরটাইজড কস্টে হিসাবায়ন করা হয়েছে এবং ইমপেয়ারমেন্ট প্রভিশনকে নেট অফ করা হয়েছে। এইগুলোর বাজার মূল্যই হচ্ছে ক্যারিং ভ্যালু।

৪২.২ আর্থিক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা

গ্রুপের আর্থিক প্রতিবেদনসমূহ হতে নিম্নরূপ ঝুঁকির সম্ভাবনা রয়েছে ঃ

ক) ঋণ ঝুঁকি

খ) তারল্য ঝুঁকি

গ) বাজার ঝুঁকি

ঘ) পরিচালক ঝুঁকি

আর্থিক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কাঠামো

ইন্টারন্যাশনাল ফিন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং স্ট্যান্ডার্ড "আইএফআরএস-৭ আর্থিক হাতিয়ারসমূহ ঃ প্রকাশ" অনুযায়ী স্বীকৃত ও অস্বীকৃত উভয় প্রকার আর্থিক হাতিয়ার, এগুলোর তাৎপর্য ও কার্যকারিতা, হিসাবরক্ষণ নীতিমালা, রীতি ও পদ্ধতি, নিট প্রকৃত মূল্য ও ঝুঁকি সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ করতে হবে-ব্যাংকের নীতিমালা হলো ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ করা।

ব্যাংক নীতি নির্ধারণী কাজে নিয়োজিত থাকে। ফলে ব্যাংকের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার কাঠামো অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে ভিন্ন। ব্যাংকের মূল ঝুঁকির অন্তর্ভুক্ত ঝুঁকিসমূহ হলো ঋণ ঝুঁকি, বৈদেশিক মুদ্রার ঝুঁকি এবং সুদের হার ঝুঁকি। চাহিদা অনুযায়ী বৈদেশিক মুদ্রা সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ব্যবস্থাপনার অংশ হিসেবে তারল্য ঝুঁকি হ্রাসকেই প্রধান বিবেচ্য হিসেবে গণ্য করে থাকে। অন্যান্য কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মতোই বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালনা সংক্রান্ত কার্যাবলীর ধরন একটি নির্দিষ্ট মাত্রায় পরিচালন ও সুনাম সংক্রান্ত ঝুঁকি সৃষ্টি করে।

বাংলাদেশ ব্যাংকঃ আর্থিক বিবরণীর নোটসমূহ

৩০ জুন ২০১৬ তারিখ ও সমাপ্ত বছরের

সম্ভাব্য ঝুঁকিসমূহের মূল্যায়ন, তদারকি ও ব্যবস্থাপনার জন্য দৃঢ় ও কার্যকর ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা নিশ্চিত করাই ব্যাংকের ব্যবস্থাপনার লক্ষ্য। গভর্নর কর্তৃক বৈদেশিক লেনদেনের সীমা ও অর্পিত দায়িত্ব নির্দিষ্টকৃত অভিজ্ঞ ও দক্ষ কর্মকর্তাগণ স্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কাঠামো অনুযায়ী ব্যাংকের স্থানীয় মুদ্রা/বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ব্যবস্থাপনা এবং বৈদেশিক মুদ্রার লেনদেন পরিচালনা করে থাকেন।

দুটি বহিঃনিরীক্ষা প্রতিষ্ঠান দ্বারা ব্যাংক এর বার্ষিক নিরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা হয়ে থাকে যাদের বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার, ১৯৭২ এর ৬৫(১) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সরকার কর্তৃক নিয়োগ দেয়া হয়। বোর্ডের অডিট কমিটি কর্তৃক ব্যাংকের আর্থিক রিপোর্টিং এবং অডিট কার্যক্রমসমূহ তত্ত্বাবধান করা হয়ে থাকে এবং উক্ত কমিটি ব্যাংকের অভ্যন্তরীণ অডিট কার্যক্রমও তদারকি করে থাকে। কমিটি তাদের কার্যক্রমের বিষয়ে বোর্ডকে অবহিত করে থাকে।

সার্বিক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কাঠামো প্রণয়ন করা হয়েছে সুষ্ঠু ও দক্ষতার সাথে ব্যাংকের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনাকে উৎসাহিত-করণের জন্য। ব্যাংক তার ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কাঠামোতে আর্থিক বাজারের সর্বোৎকৃষ্ট পন্থাসমূহ অবলম্বন করে থাকে। এ নোটের ঝুঁকি সংশ্লিষ্ট তথ্য উপাত্তসমূহ বাংলাদেশ ব্যাংকের স্থিতিপত্রে প্রদত্ত তথ্যের আলোকে উপস্থাপন করা হয়েছে।

১) ঋণ ঝুঁকি

ঋণ ঝুঁকি বলতে গ্রুপ/গোষ্ঠীটির আর্থিক ক্ষতিকে বোঝায় যা অপরপক্ষ কর্তৃক আর্থিক হাতিয়ার সংক্রান্ত চুক্তির শর্তাবলী পরিপালনে ব্যর্থতার মাধ্যমে সৃষ্টি হয়। ঋণের ঝুঁকি নিয়মিতভাবে পর্যবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ করা হয়ে থাকে। বাংলাদেশ ব্যাংকের বিভিন্ন শ্রেণির স্বীকৃত আর্থিক সম্পদের সর্বোচ্চ ঋণের ঝুঁকির পরিমাণ হচ্ছে ঐ সম্পদের বাহিত মূল্য যা আর্থিক অবস্থার বিবৃতিতে নির্দেশিত রয়েছে। ব্যাংকের ব্যাপক পর্যবেক্ষণ কার্যক্রম এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত নিশ্চয়তা অতি উচ্চ সূচক সম্পন্ন প্রতিপক্ষের ঝুঁকি প্রশমনের কাজ করে থাকে।

ক) দেশভিত্তিক ঋণের পরিমাণ

বছরান্তে এই প্রতিষ্ঠানের দেশ/অঞ্চলভিত্তিক ঋণদাতা সম্পর্কিত তথ্য নিম্নরূপঃ

	২০১৬		২০১৫	
	সমন্বিত	পৃথক	সমন্বিত	পৃথক
বাংলাদেশ	৪৯০৭৪২০৫০	৪৮৮৩০৭৩৬১	৩৮৩,২১৪,০১০	৩৭৯,০৮৮,৫৫২
এশীয় অন্যান্য দেশ	৫০৮৫৫৬৭৫২	৫০৮৫৫৬৭৫২	৩৫১,১৩৮,৩০৩	৩৫১,১৩৮,৩০৩
যুক্তরাষ্ট্র	৫৫৩৪৭৩২৫৮	৫৫৩৪৭৩২৫৮	৬৭৩,৭৮৭,১৮০	৬৭৩,৭৮৭,১৮০
ইউরোপ	৩৪৮৯৩৮০১৩	৩৪৮৯৩৮০১৩	৪৭৮,১০৮,৪৪৯	৪৭৮,১০৮,৪৪৯
অস্ট্রেলিয়া	১০০২২৯১৯২	১০০২২৯১৯২	৮০,৪৩৩,২৩৪	৮০,৪৩৩,২৩৪
অন্যান্য	৮১৭৩৭৯৭৪৬	৮১৭৩৭৯৭৪৬	২৮৫,৫০৮,৯৪১	২৮৫,৫০৮,৯৪১
মোট	**২,৮১৯,৩১৯,০১২**	**২,৮১৬,৮৮৪,৩২২**	**২,২৫২,১৯০,১১৬**	**২,২৪৮,০৬৪,৬৫৮**

৪২.২ খ) সূচকভিত্তিক সমন্বিত ঋণের বিশ্লেষণ

পরবর্তী সারণীর সম্পদসমূহ **MOODY'S** ঋণের সূচকের (অন্যান্য এজেন্সির সূচকের সময় **MOODY'S** সমমান সূচক) উপর ভিত্তি করে উপস্থাপন করা হয়েছে। দীর্ঘমেয়াদি জমার ক্ষেত্রে এএএ হলো সম্ভাব্য সর্বোচ্চ গুণগত মানসম্পন্ন সূচক এবং এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটির ঋণ যে ব্যতিক্রমধর্মী গুণগত মানসম্পন্ন এবং ঋণের ঝুঁকির মাত্রা যে সর্বনিম্ন পর্যায়ের তা নির্দেশ করে। এএ সূচক দ্বারা উৎকৃষ্ট মানের ঋণকে নির্দেশ করে কিন্তু গুণগত মান এএএ এর চাইতে

বাংলাদেশ ব্যাংকঃ আর্থিক বিবরণীর নোটসমূহ

৩০ জুন ২০১৬ তারিখ ও সমাপ্ত বছরের

কম। এএ১ দ্বারা এএ ক্যাটাগরিভুক্ত সূচকের সর্বোচ্চ সীমা নির্দেশ করে; এএ২ দ্বারা এএ ক্যাটাগরিভুক্ত সূচকের মধ্যম সীমা নির্দেশ করে এবং এএ৩ দ্বারা এএ ক্যাটাগরিভুক্ত সূচকের সর্বনিম্ন সীমা নির্দেশ করে। স্বল্পমেয়াদি জমার ক্ষেত্রে পি-১ দ্বারা ব্যাংকসমূহ কর্তৃক প্রাইম-১ ভুক্ত জমাকে নির্দেশ করে এবং উন্নত গুণগত মানসম্পন্ন ঋণ প্রদান প্রস্তাব করে এবং সময়মতো স্বল্পমেয়াদি দায় পরিশোধের ক্ষেত্রে একটি খুবই মজবুত সামর্থ্যকে নির্দেশ করে। এসটি-১ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দায় পরিশোধের সর্বোচ্চ সামর্থ্য নির্দেশ করে, এসটি-২ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দায় পরিশোধের মজবুত সামর্থ্য নির্দেশ করে আর এসটি-৩ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দায় পরিশোধের গড় সামর্থ্য নির্দেশ করে।

যাইহোক, স্থানীয় মুদ্রায় আর্থিক সম্পত্তির সাথে ব্যাংকগুলোকে প্রদত্ত বৈদেশিক মুদ্রায় ঋণসমূহ ক্রেডিট রেটিং প্রতিষ্ঠান ক্রেডিট রেটিং ইনফরমেশন অ্যান্ড সার্ভিসেস লিমিটেড, ক্রেডিট রেটিং এজেন্সি অব বাংলাদেশ লিমিটেড, ইমারজিং ক্রেডিট রেটিং লিমিটেড, ন্যাশনাল ক্রেডিট রেটিং লিমিটেড, আলফা ক্রেডিট রেটিং লিমিটেড, অরগাস ক্রেডিট রেটিং সার্ভিসেস লিমিটেড ইত্যাদির রেটিং এর উপর ভিত্তি করে প্রদত্ত। রেটিং এজেন্সি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক নির্ধারিত।

বাংলাদেশ ব্যাংকঃ আর্থিক বিবরণীর নোটসমূহ

৩০ জুন ২০১৬ তারিখ ও সমাপ্ত বছরের

সমন্বিত বিবরণী

		২০১৬		২০১৫	
	ঋণের সূচক	পরিমাপ '০০০ টাকায়	% আর্থিক সম্পদ	পরিমাপ '০০০ টাকায়	% আর্থিক সম্পদ
১) বৈদেশিক মুদ্রায় আর্থিক সম্পদ					
বৈদেশিক মুদ্রা হিসাব	পি-১	৪৫,০১৭,৪৯৭	১.৬০	২১,০১৫,৮৬০	০.৯৪
স্বল্পতম সময়ের জন্য বিনিয়োগ	পি-১	১৩৬,২৩৫,০৭০	৪.৮৪	২৪৭,৩৯৩,৫৫৩	১১.০২
বৈদেশিক বাণিজ্যিক ব্যাংকে স্বল্পমেয়াদি বিনিয়োগ	পি-১	১,১১৫,৯২০,১৮৭	৩৯.৬৮	৬৭৪,৪৬৫,৮৭৯	৩০.০৩
মাঃ ডঃ ট্রেজারি বিল	পি-১	১৫,৬৫৪,৯১২	০.৫৬	৮৩,২৭৯,৬০৬	৩.৭১
বিদেশি বন্ড	এএএ	৪৫৯,৭০৭,৬১৪	১৬.৩৫	৪৮৭,৮৭৮,১৪৭	২১.৭২
বিদেশি বন্ড	এএ১, এএ২	১৫৬,১৯৪,৬৮৩	৫.৫৫	৬৬,১০৪,২২৯	২.৯৪
বিদেশি বন্ড	এএ৩	১৯,২৭০,৬৮৪	০.৬৯	৩০,২৪৪,৯৪৪	১.৩৫
বিদেশি বন্ড	এএ,এ১,এ২	১৫,৮৬৩,০৬৩	০.৫৬	১৫,৬১৩,৭৫৭	০.৭০
বিদেশি বন্ড	এ৩, এ+	১৩,১৩০,৫৪৪	০.৪৭	১৩,৭০৬,৪০০	০.৬১
বিদেশি বন্ড	বি১,বিএ১, বিএএ১, বিএএ২, বিএএ৩	১০২,৬৯৭,৬৬১	৩.৬৫	৬৫,৭০৬,৭৪৩	২.৯৩
বৈদেশিক মুদ্রায় ব্যাংকগুলোকে প্রদত্ত ঋণ	এ	১২,৮৭২,১৩৪	০.৪৬	১,৩২৭,৪৯৩	০.০৬
বৈদেশিক মুদ্রায় ব্যাংকগুলোকে প্রদত্ত ঋণ	এএএ হতে এএ	১১৮,০৯০,৭৫৮	৪.২০	৯২,৯৯৩,৭৯০	৪.১৪
বৈদেশিক মুদ্রায় ব্যাংকগুলোকে প্রদত্ত ঋণ	বিএএ, বি	১,২৭১,৪৩১	০.০৫	১,৩৬৪,৬৪৯	০.০৬
বৈদেশিক মুদ্রায় ব্যাংকগুলোকে প্রদত্ত ঋণ	সূচকবিহীন	-	-	৩২,০৫৬,১৫৪	১.৪৩
স্বর্ণ লেনদেনজনিত দাবি	এএ২	৩৮,৮৪৯,৩৫০	১.৩৮	৩৪,১৮১,০৮২	১.৫২
আইএমএফ এর সাথে রক্ষিত সম্পদ	সূচকবিহীন	২০৮,৯৪৯,৯২৪	৭.৪৩	১৩১,১৪৮,১৮৫	৫.৮৪
বৈদেশিক মুদ্রায় অন্যান্য সম্পদ	সূচকবিহীন	১৩,২৯২,২০৭	০.৪৭	৬,৬৮০,৪৬৫	০.৩০
মোট		**২,৪৭৩,০১৭,৭১৯**	**৮৭.৯৪**	**২,০০৫,১৬০,৯৩৪**	**৮৯.২৯**
২) স্থানীয় মুদ্রায় আর্থিক সম্পদ					
বাংলাদেশ সরকারকে প্রদত্ত ঋণ	বিএ৩	১৯৯,১০৯,১৭৯	৭.০৮	১১২,২৮৯,৫৮৫	৫.০০
রেপো'তে বিনিয়োগ	এ+	৮,৪৮০,০০০	০.৩০	-	-
স্থানীয় মুদ্রায় বিনিয়োগ	-	৫,৩৬১,৩৯২	০.১৯	৬,২৬৯,০৮৬	০.২৮
ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানদের স্থানীয় মুদ্রায় প্রদত্ত ঋণ	এ	১৭,৪৬৮,৬৮৬	০.৬২	৫০,০৪২	০.০০
ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানদের স্থানীয় মুদ্রায় প্রদত্ত ঋণ	এএএ হতে এএ	১৫,৬৬৯,৭৪২	০.৫৬	৭,১১০,৩৫৭	০.৩২
ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানদের স্থানীয় মুদ্রায় প্রদত্ত ঋণ	বিএ হতে বি	১৫৬,৩৬৩	০.০১	১৪,০১০	০.০০
ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানদের স্থানীয় মুদ্রায় প্রদত্ত ঋণ	বিএএ	২২৪,১৬৫	০.০১	২৮৪,৭১৪	০.০১
ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানদের স্থানীয় মুদ্রায় প্রদত্ত ঋণ	সূচকবিহীন	৩৯,৫৩৮,৬৮৯	১.৪১	৬৮,৩৪৮,০৮৪	৩.০৪
কর্মকর্তা/কর্মচারীদের স্থানীয় মুদ্রায় প্রদত্ত ঋণ	-	৩২,৫৩৫,৪২৩	১.১৬	৩১,২৩৩,০০৪	১.৩৯
স্থানীয় মুদ্রায় অন্যান্য আর্থিক সম্পদ	-	৩,৭৯৪,১৪৭	০.১৩	৫৩১,৬৪৮	০.০২
টাকা মুদ্রা ও নগদ স্থিতি	-	১৬,৬৮৪,৬১৮	০.৫৯	১৪,৪৮৩,৯৮৭	০.৬৪
মোট		**৩৩৯,০২২,৪০৪**	**১২.০৬**	**২৪০,৬১৪,৫১৯**	**১০.৭১**
মোট-আর্থিক সম্পদ (১+২)		**২,৮১২,০৪০,১২৩**	**১০০.০০**	**২,২৪৫,৭৭৫,৪৫৩**	**১০০.০০**

বাংলাদেশ ব্যাংকঃ আর্থিক বিবরণীর নোটসমূহ

৩০ জুন ২০১৬ তারিখ ও সমাপ্ত বছরের

পৃথক বিবরণী

		২০১৬		২০১৫	
	ঋণের সূচক	পরিমাপ '০০০ টাকায়	% আর্থিক সম্পদ	পরিমাপ '০০০ টাকায়	% আর্থিক সম্পদ
ক) বৈদেশিক মুদ্রায় আর্থিক সম্পদ					
বৈদেশিক মুদ্রা হিসাব	পি-১	৪৫,০১৭,৪৯৭	১.৬০	২১,০১৫,৮৬০	০.৯৪
স্বল্পতম সময়ের জন্য বিনিয়োগ	পি-১	১৩৬,২৩৫,০৭০	৪.৮৫	২৪৭,৩৯৩,৫৫৩	১১.০৪
বৈদেশিক বাণিজ্যিক ব্যাংকে স্বল্পমেয়াদি বিনিয়োগ	পি-১	১,১১৫,৯২০,১৮৭	৩৯.৭২	৬৭৪,৪৬৫,৮৭৯	৩০.০৯
মাঃ ডঃ ট্রেজারি বিল	পি-১	১৫,৬৫৪,৯১২	০.৫৬	৮৩,২৭৯,৬০৬	৩.৭২
বিদেশি বন্ড	এএএ	৪৫৯,৭০৭,৬১৪	১৬.৩৬	৪৮৭,৮৭৮,১৪৭	২১.৭৬
বিদেশি বন্ড	এএ১, এএ২	১৫৬,১৯৪,৬৮৩	৫.৫৬	৬৬,১০৪,২২৯	২.৯৫
বিদেশি বন্ড	এএ৩	১৯,২৭০,৬৮৪	০.৬৯	৩০,২৪৪,৯৪৪	১.৩৫
বিদেশি বন্ড	এএ,এ১,এ২	১৫,৮৬৩,০৬৩	০.৫৬	১৫,৬১৩,৭৫৭	০.৭০
বিদেশি বন্ড	এ৩, এ+	১৩,১৩০,৫৪৪	০.৪৭	১৩,৭০৬,৪০০	০.৬১
বিদেশি বন্ড	বি১,বিএ১, বিএএ১, বিএএ২, বিএএ৩	১০২,৬৯৭,৬৬১	৩.৬৬	৬৫,৭০৬,৭৪৩	২.৯৩
বৈদেশিক মুদ্রায় ব্যাংকগুলোকে প্রদত্ত ঋণ	এ	১২,৮৭২,১৩৪	০.৪৬	১,৩২৭,৪৯৩	০.০৬
বৈদেশিক মুদ্রায় ব্যাংকগুলোকে প্রদত্ত ঋণ	এএএ হতে এএ	১১৮,০৯০,৭৫৮	৪.২০	৯২,৯৯৩,৭৯০	৪.১৫
বৈদেশিক মুদ্রায় ব্যাংকগুলোকে প্রদত্ত ঋণ	বিএএ	১,২৭১,৪৩১	০.০৫	১,৩৬৪,৬৪৯	০.০৬
বৈদেশিক মুদ্রায় ব্যাংকগুলোকে প্রদত্ত ঋণ	সূচকবিহীন	-	-	৩২,০৫৬,১৫৪	১.৪৩
স্বর্ণ লেনদেনজনিত দাবি	এএ২	৩৮,৮৪৯,৩৫০	১.৩৮	৩৪,১৮১,০৮২	১.৫২
আইএমএফ এর সাথে রক্ষিত সম্পদ	সূচকবিহীন	২০৮,৯৪৯,৯২৪	৭.৪৪	১৩১,১৪৮,১৮৫	৫.৮৫
বৈদেশিক মুদ্রায় অন্যান্য সম্পদ	সূচকবিহীন	১৩,২৯২,২০৭	০.৪৭	৬,৬৮০,৪৬৫	০.৩০
মোট		২,৪৭৩,০১৭,৭১৯	৮৮.০২	২,০০৫,১৬০,৯৩৪	৮৯.৪৫
খ) স্থানীয় মুদ্রায় আর্থিক সম্পদ					
বাংলাদেশ সরকারকে প্রদত্ত ঋণ	বিএ৩	১৯৯,১০৯,১৭৯	৭.০৯	১১২,২৮৯,৫৮৫	৫.০১
রেপো'তে বিনিয়োগ	এ+	৮,৪৮০,০০০	০.৩০	-	-
স্থানীয় মুদ্রায় বিনিয়োগ	-	১৬,৭১৫,০০০	০.৫৯	১৭,৭৯৫,০০০	০.৭৯
ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানদের স্থানীয় মুদ্রায় প্রদত্ত ঋণ	এ	১৭,৪৬৮,৬৮৬	০.৬২	৫০,০৪২	০.০০
ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানদের স্থানীয় মুদ্রায় প্রদত্ত ঋণ	এএএ হতে এএ	১৫,৬৬৯,৭৪২	০.৫৬	৭,১১০,৩৫৭	০.৩২
ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানদের স্থানীয় মুদ্রায় প্রদত্ত ঋণ	বিএ হতে বি	১৫৬,৩৬৩	০.০১	১৪,০১০	০.০০
ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানদের স্থানীয় মুদ্রায় প্রদত্ত ঋণ	বিএএ	২২৪,১৬৫	০.০১	২৮৪,৭১৪	০.০১
ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানদের স্থানীয় মুদ্রায় প্রদত্ত ঋণ	সূচকবিহীন	৩৯,৫৩৮,৬৮৯	১.৪১	৬৮,৩৪৮,০৮৪	৩.০৫
কর্মকর্তা/কর্মচারীদের স্থানীয় মুদ্রায় প্রদত্ত ঋণ	-	৩১,২৭৯,৪০৭	১.১১	৩০,১০৬,২৭৯	১.৩৪
বৈদেশিক মুদ্রায় অন্যান্য সম্পদ	-	৩,৪৩২,৩৬১	০.১২	১৬৯,২৮৩	০.০১
টাকা মুদ্রা ও নগদ স্থিতি	-	৪,৫১৪,১২২	০.১৬	৩২১,৭০৬	০.০১
মোট		৩৩৬,৫৮৭,৭১৪	১১.৯৮	২৩৬,৪৮৯,০৬১	১০.৫৫
মোট-আর্থিক সম্পদ (ক+খ)		২,৮০৯,৬০৫,৪৩৩	১০০.০০	২,২৪১,৬৪৯,৯৯৬	১০০.০০

বাংলাদেশ ব্যাংকঃ আর্থিক বিবরণীর নোটসমূহ

৩০ জুন ২০১৬ তারিখ ও সমাপ্ত বছরের

গ) সাধারণ ও অন্যান্য বর্ধিত জামানত সংরক্ষণ এবং তার আর্থিক প্রভাব

ব্যাংক প্রদত্ত নির্দিষ্ট ঋণের বিপরীতে সাধারণ ও অন্যান্য বর্ধিত জামানত সংরক্ষণ করে থাকে। নিচের ছকে বিভিন্ন ধরনের আর্থিক সম্পদের বিপরীতে সংরক্ষিত প্রধান প্রধান জামানত প্রদর্শিত হলোঃ

	২০১৬		২০১৫	
	পরিমাণ (টাকা'০০০)	প্রধান প্রধান জামানত	পরিমাণ (টাকা'০০০)	প্রধান প্রধান জামানত
ক) বৈদেশিক মুদ্রায় আর্থিক সম্পদ				
বৈদেশিক মুদ্রায় ব্যাংকগুলোকে প্রদত্ত ঋণ	১৩২,২৩৪,৩২৪	জামানতবিহীন	১২৭,৭৪২,০৮৫	জামানতবিহীন
স্বর্ণ লেনদেনজনিত দাবি	৩৮,৮৪৯,৩৫০	জামানতবিহীন	৩৪,১৮১,০৮২	জামানতবিহীন
আইএমএফ এর সাথে রক্ষিত সম্পদ	২০৮,৯৪৯,৯২৪	জামানতবিহীন	১৩১,১৪৮,১৮৫	জামানতবিহীন
খ) স্থানীয় মুদ্রায় আর্থিক সম্পদ				
বাংলাদেশ সরকারকে প্রদত্ত ঋণ	১৯৯,১০৯,১৭৯	জামানতবিহীন	১১২,২৮৯,৫৮৫	জামানতবিহীন
রেপো'তে বিনিয়োগ	৮,৪৮০,০০০	সহজে বিক্রয়যোগ্য সিকিউরিটি		
ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং কর্মকর্তাদের স্থানীয় মুদ্রায় প্রদত্ত ঋণ	১০৫,৫৯৩,০৬৮	সরকারি নিশ্চয়তা ব্যাংক নিশ্চয়তা ডিমান্ড প্রমিজরি নোট কর্মকর্তা/কর্মচারী প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্র্যাচুয়িটি ফান্ড এবং সম্পদ বন্ধকীকরণ	১০৭,০৪০,২১২	সরকারি নিশ্চয়তা ব্যাংক নিশ্চয়তা ডিমান্ড প্রমিজরি নোট কর্মকর্তা/কর্মচারী প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্র্যাচুয়িটি ফান্ড এবং সম্পদ বন্ধকীকরণ

২) তারল্য ঝুঁকি

তারল্য ঝুঁকি হলো সেই ঝুঁকি যাতে গ্রুপ তার আর্থিক দায় নগদ বা অন্য আর্থিক সম্পদ দ্বারা পরিশোধের জন্য সমস্যায় পড়তে পারে। এই ঝুঁকি প্রশমিত করার জন্য গ্রুপ যথেষ্ট পরিমাণ তারল্য সংরক্ষণ করে যাতে কোন আর্থিক দায় পরিশোধের সময় আসলে স্বাভাবিক কিংবা যে কোন কঠিন পরিস্থিতিতে কোন ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত আর্থিক ক্ষতি ব্যতিরেকে কিংবা সুনাম ক্ষুণ্ন না করে গ্রুপ তা পরিশোধ করতে পারে।

বাজার ভাঙ্গন (ধস) বা ঋণমানের অধোগমনের কারণে কিছু আয় কিংবা সম্পদ উৎস তাৎক্ষণিকভাবে নিঃশেষ হয়ে যাওয়া থেকে তারল্য ঝুঁকির সৃষ্টি হতে পারে। এই ঝুঁকি প্রশমনের জন্য গ্রুপের নানাবিধ ধরনের বিনিয়োগ রয়েছে। তাছাড়া তারল্য ঝুঁকির কথা মাথায় রেখেই সম্পদসমূহ বিনিয়োগ/পরিচালনা করা হয়।

চুক্তিভিত্তিক পুনঃপরিশোধ তারিখ যা আর্থিক অবস্থার বিবরণীর তারিখ হতে চুক্তিভিত্তিক মেয়াদপূর্তি তারিখ পর্যন্ত সময়কালের ভিত্তিতে ব্যাংকের আর্থিক সম্পদ ও দায়সমূহের মেয়াদপূর্তি প্রোফাইল এর সারসংক্ষেপ পরবর্তী টেবিলে তুলে ধরা হলোঃ

বাংলাদেশ ব্যাংকঃ আর্থিক বিবরণীর নোটসমূহ

৩০ জুন ২০১৬ তারিখ ও সমাপ্ত বছরের

নিম্নোক্ত সময়কালের মধ্যে সম্পদ ও দায়সমূহের মেয়াদপূর্তি হবেঃ

সমন্বিত বিবরণী ৩০ জুন ২০১৬

বিবরণ	১ মাস পর্যন্ত	১ হতে ৩ মাস	৩ মাস হতে ১২ মাস	১ হতে ৫ বছর	৫ বছরের তদূর্ধ্বে
বৈদেশিক মুদ্রার আর্থিক সম্পদ					
বৈদেশিক মুদ্রা হিসাব	৪৫,০১৭,৪৯৭	-	-	-	-
বৈদেশিক বিনিয়োগ	৬৫৬,৮৬৪,০২১	৬৬১,৪৯০,১১৫	১৮৬,৩১৫,৬০৮	৫৫৩,২৬৫,০৩৪	-
আইএমএফ এর সাথে রক্ষিত সম্পদ	১০৬,৫২৬,৮৪২	-	-	-	১০২,৪২৩,০৮১
স্বর্ণ ও রৌপ্য	৭,২৭৮,৮৮৯	-	-	-	-
স্বর্ণ লেনদেনজনিত দাবি	১৯,১৮৮,৫১৯	-	১৯,৮১৬,৮৫০	-	-
ব্যাংকসমূহকে প্রদত্ত বৈদেশিক মুদ্রা ঋণ	১৫,৮৮১,০৬৫	৪৮,৭৯৫,৭০০	৬৭,৫৫৭,৫৬১	-	-
মোট	**৮৫০,৭৫৬,৮৩৩**	**৭১০,২৮৫,৮১৫**	**২৭৩,৬৯০,০১৯**	**৫৫৩,২৬৫,০৩৪**	**১০২,৪২৩,০৮১**
স্থানীয় মুদ্রার আর্থিক সম্পদ					
টাকা, কয়েন ও নগদ স্থিতি	১৬,৬৮৪,৬১৮	-	-	-	-
রেপো	৮,৪৮০,০০০				
সরকারকে প্রদত্ত ঋণ	৮২,৬১৭,৬৯৪	৫,৭৪৪,৯৯৯	২৩,৫৯৯,১৭১	৭১,৩১৫,৯৭৪	১৫,৮৩১,৩৪০
স্থানীয় মুদ্রায় বিনিয়োগ		২৬০,০০০	৩,৪২৪,৮০৪	৬৫০,০০০	১,০২৬,৫৮৮
স্থানীয় মুদ্রায় ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও কর্মচারীদের প্রদত্ত ঋণ	৩,০২২,৮৮৬	৪৯৮১৪৯১	২২,৪৯১,৮৭৪	৩৭,৪৬৭,৮৬৪	৩৭,৬২৮,৯৫৪
মোট	**১১০,৮০৫,১৯৮**	**১০,৯৮৬,৪৯০**	**৪৯,৫১৫,৮৪৮**	**১০৯,৪৩৩,৮৩৮**	**৫৪,৪৮৬,৮৮২**
মোট আর্থিক সম্পদসমূহ	**৯৬১,৫৬২,০৩১**	**৭২১,২৭২,৩০৬**	**৩২৩,২০৫,৮৬৭**	**৬৬২,৬৯৮,৮৭২**	**১৫৬,৯০৯,৯৬৪**

	১ মাস পর্যন্ত	১ হতে ৩ মাস	৩ মাস হতে ১২ মাস	১ হতে ৫ বছর	৫ বছরের তদূর্ধ্বে
বৈদেশিক মুদ্রার আর্থিক দায়					
ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জমা	১৪৭,৬৩৫,৩৯৯	-	-	-	-
আইএমএফ সংশ্লিষ্ট দায়	১,৬১২,৮৯৫	৪,৭৪২	৩৬৯,২৪৫	৪৫,১১৬,৯১০	১৮৩,০৬৩,৭৭৩
মোট	**১৪৯,২৪৮,২৯৪**	**৪,৭৪২**	**৩৬৯,২৪৫**	**৪৫,১১৬,৯১০**	**১৮৩,০৬৩,৭৭৩**
স্থানীয় মুদ্রার আর্থিক দায়					
প্রচারণকৃত মুদ্রা	১,৩০৭,৩০৩,৭১৮	-	-	-	-
স্থানীয় মুদ্রায় ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে আমানত গ্রহণ	৬০৮৯৩৭৪০৭				
স্বল্পমেয়াদি ঋণ	২৬৩,৪০১,৪০২	-	-	-	-
স্থানীয় মুদ্রায় অন্যান্য আর্থিক দায়	৮,২৬৮,২১২	৫৮০,৩৭৮	৮৮,০৬৭,৫৪৫	৩২,৭১৬,২৭৩	২৯,৫৭০,৩০০
মোট	**২,১৮৭,৯১০,৭৩৯**	**৫৮০,৩৭৮**	**৮৮,০৬৭,৫৪৫**	**৩২,৭১৬,২৭৩**	**২৯,৫৭০,৩০০**
মোট দায়	**২,৩৩৭,১৫৯,০৩৩**	**৫৮৫,১২০**	**৮৮,৪৩৬,৭৯০**	**৭৭,৮৩৩,১৮৩**	**২১২,৬৩৪,০৭৩**
মেয়াদপূর্তি বিচ্যুতি	**(১,৩৭৫,৫৯৭,০০২)**	**৭২০,৬৮৭,১৮৫**	**২৩৪,৭৬৯,০৭৭**	**৫৮৪,৮৬৫,৬৮৯**	**(৫৫,৭২৪,১০৯)**

বাংলাদেশ ব্যাংকঃ আর্থিক বিবরণীর নোটসমূহ

৩০ জুন ২০১৬ তারিখ ও সমাপ্ত বছরের

৩০ জুন ২০১৫ তারিখের জন্য

বিবরণ	১ মাস পর্যন্ত	১ হতে ৩ মাস	৩ মাস হতে ১২ মাস	১ হতে ৫ বছর	৫ বছরের তদূর্ধ্বে
বৈদেশিক মুদ্রার আর্থিক সম্পদ					
বৈদেশিক মুদ্রা হিসাব	২১,০১৫,৮৬০	-	-	-	-
বৈদেশিক বিনিয়োগ	৫৫৪,৬৫২,০৩৮	৩৯৯,৯২৩,৪৫৯	১৩৯,৯১৩,৫৮১	৬১৪,৫০৪,০৭৮	-
আইএমএফ এর সাথে রক্ষিত সম্পদ	৭২,৭৮৯,১২৫	-	৬,১৭৪	-	৫৮,৩৫২,৮৮৬
স্বর্ণ ও রৌপ্য	৬,৪১৪,৬৬৩	-	-	-	-
স্বর্ণ লেনদেনজনিত দাবি	১৬,৮৭৪,৯২০	-	১৭,৪৩৮,৮০০	-	-
ব্যাংকসমূহকে প্রদত্ত বৈদেশিক মুদ্রা ঋণ	১০,৮৫৮,২৫২	৪২,৮৪১,২২৮	৭৪,০৪২,৬০৬	-	-
মোট	**৬৮২,৬০৪,৮৫৮**	**৪৪২,৭৬৪,৬৮৬**	**২৩১,৪০১,১৬০**	**৬১৪,৫০৪,০৭৮**	**৫৮,৩৫২,৮৮৬**
স্থানীয় মুদ্রার আর্থিক সম্পদ					
টাকা, কয়েন ও নগদ স্থিতি	১৪,৪৮৩,৯৮৭	-	-	-	-
সরকারকে প্রদত্ত ঋণ	২৪,৩৫৪,৪০০	-	১৫,০০০,০০০	৬১,০০০,০০০	১১,৯২২,৮০০
স্থানীয় মুদ্রায় বিনিয়োগ	৩১৫,০০০		১,২৩৯,০৮৬	৩,৭০০,০০০	১,০১৫,০০০
স্থানীয় মুদ্রায় ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও কর্মচারীদের প্রদত্ত ঋণ	১,৮৭২,৪৮৪	৭,০৪৩,৪৪৫	২০,৯৬৪,২৭৬	৩৯,৬৯১,৫১৮	৭২,৬৬৯,৩২৪
মোট	**৪১,০২৫,৮৭১**	**৭,০৪৩,৪৪৫**	**৩৭,২০৩,৩৬২**	**১০৪,৩৯১,৫১৮**	**৮৫,৬০৭,১২৪**
মোট আর্থিক সম্পদসমূহ	**৭২৩,৬৩০,৭২৯**	**৪৪৯,৮০৮,১৩১**	**২৬৮,৬০৪,৫২২**	**৭১৮,৮৯৫,৫৯৬**	**১৪৩,৯৬০,০১০**

	১ মাস পর্যন্ত	১ হতে ৩ মাস	৩ মাস হতে ১২ মাস	১ হতে ৫ বছর	৫ বছরের তদূর্ধ্বে
বৈদেশিক মুদ্রার আর্থিক দায়					
স্থানীয় মুদ্রার আর্থিক সম্পদ	১৪৯,১৫৯,৯৩১	-	-	-	-
আইএমএফ সংশ্লিষ্ট দায়	১,৬২১,৯৯২	-	-	৩,৩১৪,২৮৬	১৬২,৫৩৯,৫৯৬
মোট	**১৫০,৭৮১,৯২৩**	**-**	**-**	**৩,৩১৪,২৮৬**	**১৬২,৫৩৯,৫৯৬**
স্থানীয় মুদ্রার আর্থিক দায়					
প্রচারণকৃত মুদ্রা	৯৭৩,৬৩৩,৪৪৯	-	-	-	-
স্থানীয় মুদ্রায় ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে আমানত গ্রহণ	১৮০৭২১৯৯৫.৫				
স্বল্পমেয়াদি ঋণ	৫০৩,০১৭,২৭৪	-	-	-	-
স্থানীয় মুদ্রায় অন্যান্য আর্থিক দায়	-	৬২,৫৩৮,২১৩	১১১,৪৮৮,১৭১	-	-
মোট	**১,৬৫৭,৩৭২,৭১৮**	**৬২,৫৩৮,২১৩**	**১১১,৪৮৮,১৭১**	**-**	**-**
মোট দায়	**১,৮০৮,১৫৪,৬৪১**	**৬২,৫৩৮,২১৩**	**১১১,৪৮৮,১৭১**	**৩,৩১৪,২৮৬**	**১৬২,৫৩৯,৫৯৬**
মেয়াদপূর্তি বিচ্যুতি	**(১,০৮৪,৫২৩,৯১২)**	**৩৮৭,২৬৯,৯১৯**	**১৫৭,১১৬,৩৫১**	**৭১৫,৫৮১,৩১০**	**(১৮,৫৭৯,৫৮৬)**

বাংলাদেশ ব্যাংকঃ আর্থিক বিবরণীর নোটসমূহ

৩০ জুন ২০১৬ তারিখ ও সমাপ্ত বছরের

পৃথক বিবরণী ৩০ জুন ২০১৬

	১ মাস পর্যন্ত	১ -৩ মাস মেয়াদি	৩ - ১২ মাস মেয়াদি	১-৫ বছর মেয়াদি	৫ বছরের অধিক মেয়াদি
বৈদেশিক মুদ্রার আর্থিক সম্পদ					
বৈদেশিক মুদ্রা হিসাব	৪৫,০১৭,৪৯৭	-	-	-	-
বৈদেশিক বিনিয়োগ	৬৫৬,৮৬৪,০২১	৬৬১,৪৯০,১১৬	১৮৬,৩১৫,৬০৮	৫৫৩,২৬৫,০৩৪	-
আইএমএফ এর সাথে রক্ষিত সম্পদ	১০৬,৫২৬,৮৪২	-	-	-	১০২,৪২৩,০৮১
স্বর্ণ ও রৌপ্য	৭,২৭৮,৮৮৯	-	-	-	-
স্বর্ণ লেনদেনজনিত দাবি	১৯,১৮৮,৫১৯		১৯,৮১৬,৮৫০		
ব্যাংকসমূহকে বৈদেশিক মুদ্রায় প্রদত্ত ঋণ	১৫,৮৮১,০৬৪	৪৮,৭৯৫,৭০০	৬৭,৫৫৭,৫৬১		
মোট	**৮৫০,৭৫৬,৮৩৩**	**৭১০,২৮৫,৮১৫**	**২৭৩,৬৯০,০১৯**	**৫৫৩,২৬৫,০৩৪**	**১০২,৪২৩,০৮১**
স্থানীয় মুদ্রার আর্থিক সম্পদ					
টাকা, কয়েন ও নগদ স্থিতি	৪,৫১৪,১২২	-	-	-	-
রেপো	৮,৪৮০,০০০				
সরকারকে প্রদত্ত ঋণ	৮২,৬১৭,৬৯৪	৫,৭৪৪,৯৯৯	২৩,৫৯৯,১৭১	৭১,৩১৫,৯৭৪	১৫,৮৩১,৩৪০
স্থানীয় মুদ্রায় বিনিয়োগ	-	২৬০,০০০	২,৭৯০,০০০	৬৫০,০০০	১৩,০১৫,০০০
ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও কর্মচারীদের প্রদত্ত ঋণ স্থানীয় মুদ্রায়	৩,০১৮,৮৮৬	৪৯৭৩৪৯১	২২৪৫৯৮৭৪	৩৭,২৩৫,৭৮৭	৩৬,৬৪৯,০১৪
মোট	**৯৮,৬৩০,৭০৩**	**১০,৯৭৮,৪৯০**	**৪৮,৮৪৯,০৪৪**	**১০৯,২০১,৭৬১**	**৬৫,৪৯৫,৩৫৫**
মোট আর্থিক সম্পদসমূহ	**৯৪৯,৩৮৭,৫৩৫**	**৭২১,২৬৪,৩০৫**	**৩২২,৫৩৯,০৬৩**	**৬৬২,৪৬৬,৭৯৫**	**১৬৭,৯১৮,৪৩৬**
বৈদেশিক মুদ্রার আর্থিক দায়					
বৈদেশিক মুদ্রায় ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের জমা	১৪৭,৬৩৫,৩৯৯	-	-	-	-
আইএমএফ সংশ্লিষ্ট দায়	১,৬১২,৮৯৫	৪,৭৪২	৩৬৯,২৪৫	৪৫,১১৬,৯১০	১৮৩,০৬৩,৭৭৩
মোট	**১৪৯,২৪৮,২৯৪**	**৪,৭৪২**	**৩৬৯,২৪৫**	**৪৫,১১৬,৯১০**	**১৮৩,০৬৩,৭৭৩**
স্থানীয় মুদ্রার আর্থিক দায়					
প্রচারণকৃত মুদ্রা	১,৩০৭,৩০৩,৭১৮	-	-	-	-
স্থানীয় মুদ্রায় ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে আমানত গ্রহণ	৬০৮,৯৩৭,৪০৭	-	-	-	-
স্বল্পমেয়াদি ঋণ	২৬৩,৪০১,৪০২	-	-	-	-
স্থানীয় মুদ্রায় অন্যান্য আর্থিক দায়	৯,৪০৫,৯৯৯	৫৮০,৩৭৮	৮৫,৩৫২,৩৪৩	৩২,৭১৬,২৭৩	২৯,২৪৭,৬০৯
মোট	**২,১৮৯,০৪৮,৫২৬**	**৫৮০,৩৭৮**	**৮৫,৩৫২,৩৪৩**	**৩২,৭১৬,২৭৩**	**২৯,২৪৭,৬০৯**
মোট আর্থিক দায়	**২,৩৩৮,২৯৬,৮২০**	**৫৮৫,১২০**	**৮৫,৭২১,৫৮৮**	**৭৭,৮৩৩,১৮৩**	**২১২,৩১১,৩৮২**
মেয়াদপূর্তি বিচ্যুতি	**(১,৩৮৮,৯০৯,২৮৪)**	**৭২০,৬৭৯,১৮৫**	**২৩৬,৮১৭,৪৭৫**	**৫৮৪,৬৩৩,৬১২**	**(৪৪,৩৯২,৯৪৬)**

বাংলাদেশ ব্যাংকঃ আর্থিক বিবরণীর নোটসমূহ

৩০ জুন ২০১৬ তারিখ ও সমাপ্ত বছরের

৩০ জুন ২০১৫

	১ মাস পর্যন্ত	১ -৩ মাস মেয়াদি	৩ - ১২ মাস মেয়াদি	১-৫ বছর মেয়াদি	৫ বছরের অধিক মেয়াদি
বৈদেশিক মুদ্রার আর্থিক সম্পদ					
বৈদেশিক মুদ্রা হিসাব	২১,০১৫,৮৬০	-	-	-	-
বৈদেশিক বিনিয়োগ	৫৫৪,৬৫২,০৩৮	৩৯৯,৯২৩,৪৫৯	১৩৯,৯১৩,৫৮১	৬১৪,৫০৪,০৭৮	-
আইএমএফ এর সাথে রক্ষিত সম্পদ	৭২,৭৮৯,১২৫	-	৬,১৭৪	-	৫৮,৩৫২,৮৮৬
স্বর্ণ ও রৌপ্য	৬,৪১৪,৬৬৩	-	-	-	-
স্বর্ণ লেনদেনজনিত দাবি	১৬,৮৭৪,৯২০		১৭,৪৩৮,৮০০		
ব্যাংকসমূহকে বৈদেশিক মুদ্রায় প্রদত্ত ঋণ	১০,৮৫৮,২৫২	৪২,৮৪১,২২৮	৭৪,০৪২,৬০৬		
মোট	**৬৮২,৬০৪,৮৫৮**	**৪৪২,৭৬৪,৬৮৬**	**২৩১,৪০১,১৬০**	**৬১৪,৫০৪,০৭৮**	**৫৮,৩৫২,৮৮৬**
স্থানীয় মুদ্রার আর্থিক সম্পদ					
টাকা, কয়েন ও নগদ স্থিতি	৩২১,৭০৬	-	-	-	-
সরকারকে প্রদত্ত ঋণ	২৪,৩৫৪,৪০০	-	১৫,০০০,০০০	৬১,০০০,০০০	১১,৯২২,৮০০
স্থানীয় মুদ্রায় বিনিয়োগ	১৪৫,০০০	১৭০,০০০	৭৬৫,০০০	৩,৭০০,০০০	১৩,০১৫,০০০
ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও কর্মচারীদের প্রদত্ত ঋণ স্থানীয় মুদ্রায়	১,৮৭২,৪৮৪	৭,০৪৩,৪৪৫	২০,৯৬৪,২৭৬	৩৯,৫৬৪,৭৯৩	৭১,৬৬৯,৩২৪
মোট	**২৬,৬৯৩,৫৯০**	**৭,২১৩,৪৪৫**	**৩৬,৭২৯,২৭৬**	**১০৪,২৬৪,৭৯৩**	**৯৬,৬০৭,১২৪**
মোট আর্থিক সম্পদসমূহ	**৭০৯,২৯৮,৪৪৮**	**৪৪৯,৯৭৮,১৩১**	**২৬৮,১৩০,৪৩৬**	**৭১৮,৭৬৮,৮৭১**	**১৫৪,৯৬০,০১০**
বৈদেশিক মুদ্রার আর্থিক দায়					
বৈদেশিক মুদ্রায় ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের জমা	১৪৯,১৫৯,৯৩১	-	-	-	-
আইএমএফ সংশ্লিষ্ট দায়	১,৬২১,৯৯২	-	-	৩,৩১৪,২৮৬	১৬২,৫৩৯,৫৯৬
মোট	**১৫০,৭৮১,৯২৩**	**-**	**-**	**৩,৩১৪,২৮৬**	**১৬২,৫৩৯,৫৯৬**
স্থানীয় মুদ্রার আর্থিক দায়					
প্রচারণকৃত মুদ্রা	৯৭৩,৬৩৩,৪৪৯	-	-	-	-
স্থানীয় মুদ্রায় ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে আমানত গ্রহণ	১৮০,৭২১,৯৯৫	-	-	-	-
স্বল্পমেয়াদি ঋণ	৫০৩,০১৭,২৭৪	-	-	-	-
স্থানীয় মুদ্রায় অন্যান্য আর্থিক দায়	-	৬২,৫৩৮,২১৩	১০৮,৯৩৪,০১৮	-	-
মোট	**১,৬৫৭,৩৭২,৭১৮**	**৬২,৫৩৮,২১৩**	**১০৮,৯৩৪,০১৮**	**-**	**-**
মোট আর্থিক দায়	**১,৮০৮,১৫৪,৬৪১**	**৬২,৫৩৮,২১৩**	**১০৮,৯৩৪,০১৮**	**৩,৩১৪,২৮৬**	**১৬২,৫৩৯,৫৯৬**
মেয়াদপূর্তি বিচ্যুতি	**(১,০৯৮,৮৫৬,১৯৩)**	**৩৮৭,৪৩৯,৯১৯**	**১৫৯,১৯৬,৪১৮**	**৭১৫,৪৫৪,৫৮৫**	**(৭,৫৭৯,৫৮৬)**

বাংলাদেশ ব্যাংকঃ আর্থিক বিবরণীর নোটসমূহ

৩০ জুন ২০১৬ তারিখ ও সমাপ্ত বছরের

৩) বাজার ঝুঁকি

যে ঝুঁকি বাজার মূল্যে পরিবর্তন আনতে পারে তাই হচ্ছে বাজার ঝুঁকি। যেমন, বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার, সুদ হার এবং ইক্যুইটির মূল্য ইত্যাদি ব্যাংকটির সামগ্রিক আয় অথবা এর ধারণকৃত আর্থিক ইন্সট্রুমেন্টের মূল্যের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে। বাজার ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার মূল লক্ষ্য হচ্ছে নির্ধারিত সীমাদ্ধতার মধ্যে থেকে বাজার ঝুঁকির সম্ভাভ্য ফলাফল নিয়ন্ত্রণ করা এবং পাশাপাশি লাভের হার সঠিক রাখা।

ক) মুদ্রা ঝুঁকি

মুদ্রার বিনিময় হার পরিবর্তনের কারণে মুদ্রা ঝুঁকি (বিনিময় হার ঝুঁকি) সৃষ্টি হয়, যা আর্থিক হাতিয়ারসমূহের ভবিষ্যৎ নগদ প্রবাহের বাজার মূল্যকে প্রভাবিত করে। বাংলাদেশ ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ব্যবস্থাপনা ও বিনিয়োগ কার্যক্রম বিনিয়োগ কমিটি কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ব্যবস্থাপনা ও বিনিয়োগ কার্যক্রমের গাইডলাইন অনুসারে বিনিয়োগ কমিটি বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ব্যবস্থাপনা ও বিনিয়োগ সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকে। গাইডলাইনসমূহে যৌক্তিক রিটার্ন অর্জনের জন্য বিভিন্ন ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত নির্দেশনা দেওয়া হয়। গাইডলাইনে অনুমোদিত মানদণ্ড অনুযায়ী মুদ্রার অবস্থা বিবেচনা করে বিনিয়োগ, পোর্টফোলিওর পরিমাণ ও সময়কাল বিবেচনা অনুসারে বিনিয়োগ করা হয়ে থাকে। পোর্টফোলিও ব্যবস্থাপক/ডিলারগণ মানদণ্ড মেনে চলার সর্বোচ্চ চেষ্টা করেন এবং বিনিয়োগ কমিটির অনুমোদন অনুযায়ী দৈনিক/সাপ্তাহিক ভিত্তিতে পুনর্বিন্যাসে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে সচেষ্ট থাকে।

বাংলাদেশ ব্যাংকঃ আর্থিক বিবরণীর নোটসমূহ

৩০ জুন ২০১৬ তারিখ ও সমাপ্ত বছরের

বৈদেশিক মুদ্রায় আর্থিক সম্পদ ও দায়

৩০ জুন, ২০১৬

,০০০ টাকা

বিবরণ	মাঃ ডঃ সমতুল্য	স্বর্ণ ও রৌপ্য সমতুল্য	ইউরো সমতুল্য	জিবিপি সমতুল্য	ইয়েন সমতুল্য	কাঃডঃ সমতুল্য	অঃ ডঃ সমতুল্য	সিএনওআই সমতুল্য	এসডিআর সমতুল্য	অন্যান্য সমতুল্য
সম্পদ										
অন্যান্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক এবং বহিঃবিশ্বের বাণিজ্যিক ব্যাংকে জমা	২২,৪৭৬,৯১৬	-	৫,৯৩৬,৭৯৬	৪,০৬৬,৭১৬	৮,৯৯৮,২৩৫	৩৮৮,২৮৮	৪৬৪,৪৬৮	১,৯৯৪,৩৯৬	-	৬৯১,৬৮২
স্বল্পতম মেয়াদি বিনিয়োগ	১৩৫,৬৬৩,৩৬০		৫৭১,৭১০	-		-	-	-		-
বহিঃবিশ্বের বাণিজ্যিক ব্যাংকে স্বল্পমেয়াদি বিনিয়োগ	৯৫৬,৭৩১,৮৩৬	-	২,৬১২,৬৪৩	৭২,৭৯৭,২৫৫	-	৩১,৩০১,৫২৪	৩৪,৩৩৫,৪০৭	১৬,৬১৪,০১৯	-	১,৫২৭,৫০৪
ট্রেজারি বিল	১৫,৬৫৪,৯১২	-	-	-	-	-	-	-	-	-
বিদেশি বন্ড	৬৬০,০৫৪,৩৯৬	-	৮৫,৮৬০,৫৬১	৬,৮৮৪,৬২৪	-	২,৪৮১,২৪৫	৭,৮৯৫,৯৭৬	৩,৬৮৭,৪৪৬	-	-
অন্যান্য ব্যাংকের ঋণ	১৩২,২৩৪,৩২৪	-	-	-	-	-	-	-	-	-
স্বর্ণ লেনদেনজনিত দাবি	-	৩৮,৮৪৯,৩৫০	-	-		-	-	-		
প্রাপ্য সুদ	৫,২৮০,০৭৩	৮৬,৩৩৪	১,১৬৩,৪৬২	৭১,৯৮২	-	৫১,৫২৮	২২৩,৪১৬	৪৮,৫৩৮	৯,৮৫১	১,৪২৪
আইএমএফ সংশ্লিষ্ট সম্পদ	-	-	-	-	-	-	-	-	২০৮,৯৪০,০৭৩	-
মোট	**১,৯২৮,০৯৫,৮১৭**	**৩৮,৯৩৫,৬৮৪**	**৯৬,১৪৫,১৭১**	**৮৩,৮২০,৫৭৬**	**৮,৯৯৮,২৩৫**	**৩৪,২২২,৫৮৪**	**৪২,৯১৯,২৬৭**	**২২,৩৪৪,৩৯৮**	**২০৮,৯৪৯,৯২৪**	**২,২২০,৬১০**
দায়										
অন্যান্য ব্যাংকের জমা	১৪৬,২১৭,৪৭২	-	১,০৮০,০৫১	৩২৮,১৩৫	৯,৫৬৩	১৭৯	-	-	-	-
আইএমএফ সংশ্লিষ্ট দায়										
সিকিউরিটিজ	-	-	-	-	-	-	-	-	১০২,০২৪,৮৪৯	-
দারিদ্র্য বিমোচন ও প্রবৃদ্ধি সহায়তার ঋণ	-	-	-	-	-		-	-	৩৬৯,২৪৫	-
এসডিআর বরাদ্দ	-	-	-	-	-	-	-	-	৫৫,৯৭৪,০৩৩	-
বর্ধিত ঋণ সুবিধা	-	-	-	-	-	-	-	-	৭০,১৮১,৮০২	-
অন্যান্য	-	-	-	-	-	-	-	-	১,৬১৭,৬৩৭	-
মোট	**১৪৬,২১৭,৪৭২**	**-**	**১,০৮০,০৫১**	**৩২৮,১৩৫**	**৯,৫৬৩**	**১৭৯**	**-**	**-**	**২৩০,১৬৭,৫৬৬**	**-**
নিট	**১,৭৮১,৮৭৮,৩৪৫**	**৩৮,৯৩৫,৬৮৪**	**৯৫,০৬৫,১২০**	**৮৩,৪৯২,৪৪২**	**৮,৯৮৮,৬৭৩**	**৩৪,২২২,৪০৫**	**৪২,৯১৯,২৬৭**	**২২,৩৪৪,৩৯৮**	**(২১,২১৭,৬৪৩)**	**২,২২০,৬১০**

বাংলাদেশ ব্যাংকঃ আর্থিক বিবরণীর নোটসমূহ

৩০ জুন ২০১৬ তারিখ ও সমাপ্ত বছরের

৩০ জুন ২০১৫

,০০০ টাকা

বিবরণ	মাঃ ডঃ সমতুল্য	স্বর্ণ ও রৌপ্য সমতুল্য	ইউরো সমতুল্য	জিবিপি সমতুল্য	ইয়েন সমতুল্য	কাঃডঃ সমতুল্য	অঃ ডঃ সমতুল্য	সিএনওআই সমতুল্য	এসডিআর সমতুল্য	অন্যান্য সমতুল্য
সম্পদ										
অন্যান্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক এবং বহিঃবিশ্বের বাণিজ্যিক ব্যাংকে জমা	৪৫৬,২০৪	-	৬,৫৭৬,৬৩৭	২,২৯৪,১০৩	৯,১৬২,৬০৯	৫৮১,০৬৪	৭১৬,৮২৩	৯৩৮,৭৫৩	-	২৮৯,৬৬৬
স্বল্পতম মেয়াদি বিনিয়োগ	২৪৪,৪০২,১৭৭		২,৯৯১,৩৭৬							
বহিঃবিশ্বের বাণিজ্যিক ব্যাংকে স্বল্পমেয়াদি বিনিয়োগ	৫১৬,৭২৮,২০৮	-	৪,৩৩১,৯৯১	৭৯,০৫৫,৩০১	-	২৭,৬২৮,৭০২	৩২,৯০৫,০৫৭	১২,৩১২,৮৩১	-	১,৫০৩,৭৮৯
ট্রেজারি বিল	৮৩,২৭৯,৬০৬	-	-	-	-	-	-	-	-	-
বিদেশি বন্ড	৫৭০,৪৫৭,৫৩৫	-	৮৬,৩১৩,৪১৩	৭,৪৩৪,৩০৮	-	২,৫৬১,৮১৬	৮,২১০,৫৩৭	৪,২৭৬,৬৯১	-	-
অন্যান্য ব্যাংকের ঋণ	১২৭,৭৪২,০৮৫	৩৪,১৮১,০৮২	-	-	-	-	-	-	-	-
প্রাপ্য সুদ	৪,৯৮৭,৪৯১	৮৯,১৩৮	১,০৮০,০১৭	১২১,০৯০	-	৫৬,৩১৩	৩০৫,৮৭৭	৩৮,৫৭৩	-	১,৮৮৬
আইএমএফ সংশ্লিষ্ট সম্পদ	-	-	-	-	-	-	-	-	১৩১,১৪৮,১৮৫	-
মোট	**১,৫৪৮,০৫৩,৩০৫**	**৩৪,২৭০,২২০**	**১০১,২৯৩,৪৩৪**	**৮৮,৯০৪,৮০৩**	**৯,১৬২,৬০৯**	**৩০,৮২৭,৮৯৫**	**৪২,১৩৮,২৯৪**	**১৭,৫৬৬,৮৪৯**	**১৩১,১৪৮,১৮৫**	**১,৭৯৫,৩৪১**
দায়										
অন্যান্য ব্যাংকের জমা	১৪৭,৭৭৮,৬৫৭	-	৯৭২,৮৭৬	৩৯৭,৫৫৪	৭,৫৫৮	৩,২৮৬	-	-	-	-
আইএমএফ সংশ্লিষ্ট দায়										
সিকিউরিটিজ	-	-	-	-	-	-	-	-	৫৬,৬৭৫,০১০	-
দারিদ্র্য বিমোচন ও প্রবৃদ্ধি সহায়তার ঋণ	-	-	-	-	-		-	-	৩,৩১৪,২৮৬	-
এসডিআর বরাদ্দ	-	-	-	-	-	-	-	-	৫৫,৮৪৭,৭৪৮	-
বর্ধিত ঋণ সুবিধা	-	-	-	-	-	-	-	-	৫০,০১৬,৮৩৮	-
অন্যান্য	-	-	-	-	-	-	-	-	১,৬২১,৯৯২	-
মোট	**১৪৭,৭৭৮,৬৫৭**	**-**	**৯৭২,৮৭৬**	**৩৯৭,৫৫৪**	**৭,৫৫৮**	**৩,২৮৬**	**-**	**-**	**১৬৭,৪৭৫,৮৭৪**	**-**
নিট	**১,৪০০,২৭৪,৬৪৯**	**৩৪,২৭০,২২০**	**১০০,৩২০,৫৫৮**	**৮৮,৫০৭,২৪৯**	**৯,১৫৫,০৫১**	**৩০,৮২৪,৬০৯**	**৪২,১৩৮,২৯৪**	**১৭,৫৬৬,৮৪৯**	**(৩৬,৩২৭,৬৯০)**	**১,৭৯৫,৩৪১**

মুদ্রা ঝুঁকির সংবেদশীলতা বিশ্লেষণ

এই বছরে যদি ব্যাংকটি বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভেও প্রধান মুদ্রাসমূহের বিপরীতে টাকার মূল্যমান ১০ শতাংশ কমানো হতো অন্য সকল পরিবর্তনশীল উপাদান স্থির রেখে, তাহলে এ বছর ক্ষতির পরিমাণ ৪৭৭ মিলিয়ন টাকা কম হতো (২০১৫: ৩,৬৬২ মিলিয়ন টাকা)। বিপরীতক্রমে, টাকার মূল্যমান যদি ১০ শতাংশ বৃদ্ধি করা হতো ঐ সকল বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের বিপরীতে এবং অন্য সকল পরিবর্তনশীল উপদান স্থির রেখে তাহলে এই বছরের ক্ষতি ৪৭৭ মিলিয়ন টাকা বেশি হতো (২০১৫: ৩,৬৬২ মিলিয়ন টাকা)। লাভ/ক্ষতি উভয়ই বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হারের সাথে অতিমাত্রায় সংবেদনশীল। ব্যাংক তার মূল কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বৈদেশিক মুদ্রায় আর্থিক সম্পদ রাখে।

বাংলাদেশ ব্যাংকঃ আর্থিক বিবরণীর নোটসমূহ

৩০ জুন ২০১৬ তারিখ ও সমাপ্ত বছরের

খ) সুদ হার ঝুঁকি

সুদ হার পরিবর্তন হওয়ার কারণে ক্ষতি সংগঠিত হবার সম্ভাবনাই হলো সুদ হার ঝুঁকি। সম্পদ ও দায়সমূহ পুনঃমূল্যায়নে সুদ হার সঠিক না হলে গ্রুপ/গোষ্ঠীটি সুদ হার ঝুঁকির সম্মুখীন হয়। যেহেতু মূল্য স্থিতিশীলতা অর্জন এবং বজায় রাখা ব্যাংকের একটি মৌলিক উদ্দেশ্য, ব্যাংক তার নিজস্ব প্রজ্ঞা দ্বারা মুদ্রানীতি প্রণয়ন করে যা পরবর্তীতে ব্যাংকটি বাস্তবায়ন করে এবং মূল্য স্থিতিশীলতা অর্জন এবং বজায় রাখার জন্যে মুদ্রা নীতি হাতিয়ার ব্যবহার করে। ৩০ জুন ২০১৫ তারিখের চুক্তিভিত্তিক পুনঃমূল্যায়নের ভিত্তিতে ব্যাংকের সুদ হার সংবেদনশীলতার অবস্থা নিম্নে উপস্থাপিত হলো। এর মধ্যে ব্যাংকের আর্থিক সম্পদ ও দায়সমূহ বাহিত মূল্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যা মেয়াদপূর্তির প্রাথমিক চুক্তিভিত্তিক পুনঃমূল্যায়নের দ্বারা শ্রেণিকৃত। সম্পদ এবং দায়সমূহ নিম্নোক্ত সময়কালের মধ্যে মেয়াদপূর্তি হবে বা পুনঃমূল্যায়িত হবে।

সমন্বিত ৩০ জুন ২০১৬

বিবরণ	৩০ জুন ২০১৬ তারিখের স্থিতি	ভাসমান সুদ ৫%	পুনঃমূল্যায়ন সময়কাল				০০০ টাকায়
			০ হতে ৩ মাস পর্যন্ত	৩ হতে ১২ মাস পর্যন্ত	১ হতে ৫ বছর পর্যন্ত	৫ বছরের অধিক সময়ের জন্য	ভারীত গড় সুদ
সম্পদ							
বৈদেশিক মুদ্রায় আর্থিক সম্পদ							
বৈদেশিক মুদ্রা হিসাব	৪৫,০১৭,৪৯৭		৪৫,০১৭,৪৯৭	-	-	-	০.০৮%
বৈদেশিক বিনিয়োগ	২,০৩৪,৬৭৪,৪১৭		১,২৯৬,৮২৭,৩৭৭	১৯০,২৬৪,৩৯৫	৫৪৭,৫৮২,৬৪৪		১.৩৭%
আইএমএফ এর সাথে রক্ষিত সম্পদ	২০৮,৯৪৯,৯২৪		১০৬,৫২৬,৮৪২	-	-	১০২,৪২৩,০৮১	০.০৫%
স্বর্ণ লেনদেনজনিত দাবি	৩৮,৮৪৯,৩৫০		১৯,১১৮,৫৪৭	১৯,৭৩০,৮০৩			০.৩৯%
ব্যাংকসমূহকে বৈদেশিক মুদ্রায় প্রদত্ত ঋণ	১৩২,২৩৪,৩২৪		৬৪,৬৭৬,৭৬৩	৬৭,৫৫৭,৫৬১	-	-	১.৮৯%
মোট- বৈদেশিক মুদ্রায় আর্থিক সম্পদ	২,৪৫৯,৭২৫,৫১২	০	১,৫৩২,১৬৭,০২৬	২৭৭,৫৫২,৭৫৯	৫৪৭,৫৮২,৬৪৪	১০২,৪২৩,০৮১	
রেপো	৮,৪৮০,০০০		৮,৪৮০,০০০	-	-	-	৯.৩৬%
বাংলাদেশ সরকারকে প্রদত্ত ঋণ	১৯৯,১০৯,১৭৯		৮৮,৩৬২,৬৯৩	২৩,৫৯৯,১৭১	৭১,৩১৫,৯৭৪	১৫,৮৩১,৩৪০	৪.৯২%
স্থানীয় মুদ্রায় বিনিয়োগ	৫,৩৬১,৩৯২		২৬০,০০০	৩,৪২৪,৮০৪	৬৫০,০০০	১,০২৬,৫৮৮	২.০৮%
ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং কর্মকর্তাদের স্থানীয় মুদ্রায় প্রদত্ত ঋণ	১০৫,৫৯৩,০৬৮		৮,০০৪,৩৭৭	২২,৪৯১,৮৭৪	৩৭,৪৬৭,৮৬৪	৩৭,৬২৮,৯৫৪	৪.২০%
মোট- স্থানীয় মুদ্রায় আর্থিক সম্পদ	**৩১৮,৫৪৩,৬৩৯**	**০**	**১০৫,১০৭,০৭১**	**৪৯,৫১৫,৮৪৮**	**১০৯,৪৩৩,৮৩৮**	**৫৪,৪৮৬,৮৮২**	
দায়সমূহ							
বৈদেশিক মুদ্রায় আর্থিক দায়সমূহ							
বৈদেশিক মুদ্রায় ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে আমানত গ্রহণ	১৪৭,৬৩৫,৩৯৯	১৪৭,৬৩৫,৩৯৯	১৪৭,৬৩৫,৩৯৯	-	-	-	০.৪২%
আইএমএফ এর নিকট দায়	২৩০,১৬৭,৫৬৬		১,৬১৭,৬৩৭	৩৬৯,২৪৫	৪৫,১১৬,৯১০	১৮৩,০৬৩,৭৭৩	০.০৫%
মোট- বৈদেশিক মুদ্রায় আর্থিক সম্পদ	৩৭৭,৮০২,৯৬৫	১৪৭,৬৩৫,৩৯৯	১৪৯,২৫৩,০৩৬	৩৬৯,২৪৫	৪৫,১১৬,৯১০	১৮৩,০৬৩,৭৭৩	
স্থানীয় মুদ্রায় আর্থিক দায়সমূহ							
স্বল্পমেয়াদি ঋণ	২৬৩,৪০১,৪০২	২৬৩,৪০১,৪০২	২৬৩,৪০১,৪০২	-	-	-	৫.৬৭%
মোট স্থানীয় মুদ্রায় আর্থিক দায়	**২৬৩,৪০১,৪০২**	**২৬৩,৪০১,৪০২**	**২৬৩,৪০১,৪০২**	**-**	**০**	**০**	

বাংলাদেশ ব্যাংকঃ আর্থিক বিবরণীর নোটসমূহ

৩০ জুন ২০১৬ তারিখ ও সমাপ্ত বছরের

৩০ জুন ২০১৫

বিবরণ	৩০ জুন ২০১৫ তারিখের স্থিতি	ভাসমান সুদ ৫%	পুনঃমূল্যায়ন সময়কাল				'০০০ টাকায়
			০ হতে ৩ মাস পর্যন্ত	৩ হতে ১২ মাস পর্যন্ত	১ হতে ৫ বছর পর্যন্ত	৫ বছরের অধিক সময়ের জন্য	ভারীত গড় সুদ
সম্পদ							
বৈদেশিক মুদ্রায় আর্থিক সম্পদ							
বৈদেশিক মুদ্রা হিসাব	২১,০১৫,৮৬০		২১,০১৫,৮৬০	-	-	-	০.০৮%
বৈদেশিক বিনিয়োগ	১,৬৮৪,৩৯৩,২৫৮		৯৪৯,৬৮৭,৫৭৬	১২৯,৯৩৯,৮৭৪	৬০৪,৭৬৫,৮০৯		০.৭১%
আইএমএফ এর সাথে রক্ষিত সম্পদ	১৩১,১৪৮,১৮৫		৭২,৭৮৯,১২৫	৬,১৭৪	-	৫৮,৩৫২,৮৮৬	০.০৩%
স্বর্ণ লেনদেনজনিত দাবি	৩৪,১৮১,০৮২		-	৩৪,১৮১,০৮২			০.৩৮%
ব্যাংকসমূহকে বৈদেশিক মুদ্রায় প্রদত্ত ঋণ	১২৭,৭৪২,০৮৫		৫৩,৬৯৯,৪৮০	৭৪,০৪২,৬০৬	-	-	১.১০%
মোট- বৈদেশিক মুদ্রায় আর্থিক সম্পদ	১,৯৯৮,৪৮০,৪৬৯	০	১,০৯৭,১৯২,০৪০	২৩৮,১৬৯,৭৩৫	৬০৪,৭৬৫,৮০৯	৫৮,৩৫২,৮৮৬	
স্থানীয় মুদ্রায় আর্থিক সম্পদ							
বাংলাদেশ সরকারকে প্রদত্ত ঋণ	১১২,২৮৯,৫৮৫		২৪,৩৫৪,৪০০	১৫,০০০,০০০	৬১,০০২,৯৯১	১১,৯৩২,১৯৪	৬.০৮%
স্থানীয় মুদ্রায় বিনিয়োগ	৬,২৬৯,০৮৬		৭৮৯,০৮৬	৭৬৫,০০০	৩,৭০০,০০০	১,০১৫,০০০	৫.৩৭%
ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং কর্মকর্তাদের স্থানীয় মুদ্রায় প্রদত্ত ঋণ	১০৭,০৪০,২১২		২,৭৩২,০৩৪	১৪,২৭৫,১৯৭	২২,৪৫৮,৪৭০	৬৭,৫৭৪,৫১১	৪.২০%
মোট- স্থানীয় মুদ্রায় আর্থিক সম্পদ	**২২৫,৫৯৮,৮৮৪**	০	**২৭,৮৭৫,৫২০**	**৩০,০৪০,১৯৭**	**৮৭,১৬১,৪৬১**	**৮০,৫২১,৭০৫**	
দায়সমূহ							
বৈদেশিক মুদ্রায় আর্থিক দায়সমূহ							
বৈদেশিক মুদ্রায় ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে আমানত গ্রহণ	১৪৯,১৫৯,৯৩২		১৪৯,১৫৯,৯৩১	-	-	-	০.০৮%
আইএমএফ এর নিকট দায়	১৬৭,৪৭৫,৮৭৪		১,৬২১,৯৯২	-	৩,৩১৪,২৮৬	১৬২,৫৩৯,৫৯৬	০.০৪%
মোট- বৈদেশিক মুদ্রায় আর্থিক সম্পদ	৩১৬,৬৩৫,৮০৬	০	১৫০,৭৮১,৯২৩	-	৩,৩১৪,২৮৬	১৬২,৫৩৯,৫৯৬	
স্থানীয় মুদ্রায় আর্থিক দায়সমূহ							
স্বল্পমেয়াদি ঋণ	**১৮০,৭২১,৯৯৫**		-	-	-	-	**৫.৬৭%**
মোট স্থানীয় মুদ্রায় আর্থিক দায়	**১৮০,৭২১,৯৯৫**	০	-	-	-	-	

বাংলাদেশ ব্যাংকঃ আর্থিক বিবরণীর নোটসমূহ

৩০ জুন ২০১৬ তারিখ ও সমাপ্ত বছরের

পৃথক ৩০ জুন ২০১৬

বিবরণ	৩০ জুন ২০১৬ তারিখের স্থিতি	ভাসমান সুদ ৫%	পুনঃমূল্যায়ন সময়কাল				’০০০ টাকায়
			০ হতে ৩ মাস পর্যন্ত	৩ হতে ১২ মাস পর্যন্ত	১ হতে ৫ বছর পর্যন্ত	৫ বছরের অধিক সময়ের জন্য	ভারীত গড় সুদ
সম্পদ							
বৈদেশিক মুদ্রার আর্থিক সম্পদ							
বৈদেশিক মুদ্রা হিসাব	৪৫,০১৭,৪৯৭		৪৫,০১৭,৪৯৭	-	-	-	০.০৮%
বৈদেশিক বিনিয়োগ	২,০৩৪,৬৭৪,৪১৭		১,২৯৬,৮২৭,৩৭৭	১৯০,২৬৪,৩৯৫	৫৪৭,৫৮২,৬৪৪	-	১.৩৭%
আইএমএফ এর সাথে রক্ষিত সম্পদ	২০৮,৯৪৯,৯২৪		১০৬,৫২৬,৮৪২	-		১০২,৪২৩,০৮১	০.০৫%
স্বর্ণ লেনদেনজনিত দাবি	৩৮,৮৪৯,৩৫০		১৯,১১৮,৫৪৭	১৯,৭৩০,৮০৩	-	-	০.৩৯%
ব্যাংকসমূহকে বৈদেশিক মুদ্রায় প্রদত্ত ঋণ	১৩২,২৩৪,৩২৪		৬৪,৬৭৬,৭৬৩	৬৭,৫৫৭,৫৬১	-	-	১.৮৯%
মোট- বৈদেশিক মুদ্রায় আর্থিক সম্পদ	**২,৪৫৯,৭২৫,৫১২**	০	**১,৫৩২,১৬৭,০২৬**	**২৭৭,৫৫২,৭৫৯**	**৫৪৭,৫৮২,৬৪৪**	**১০২,৪২৩,০৮১**	
স্থানীয় মুদ্রার আর্থিক সম্পদ							
রেপো	৮,৪৮০,০০০		৮,৪৮০,০০০	-	-	-	৯.৩৬%
বাংলাদেশ সরকারকে প্রদত্ত ঋণ	১৯৯,১০৯,১৭৯		৮৮,৩৬২,৬৯৩	২৩,৫৯৯,১৭১	৭১,৩১৫,৯৭৪	১৫,৮৩১,৩৪০	৪.৯২%
স্থানীয় মুদ্রায় বিনিয়োগ	১৬,৭১৫,০০০		২৬০,০০০.০০	২,৭৯০,০০০	৬৫০,০০০	১৩,০১৫,০০০	২.০৮%
ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং কর্মকর্তাদের স্থানীয় মুদ্রায় প্রদত্ত ঋণ	১০৪,৩৩৭,০৫২		৭,৯৯২,৩৭৭	২২,৪৫৯,৮৭৪	৩৭,২৩৫,৭৮৭	৩৬,৬৪৯,০১৪	৪.৪৫%
মোট স্থানীয় মুদ্রায় আর্থিক সম্পদ	**৩২৮,৬৪১,২৩১**	০	**১০৫,০৯৫,০৭১**	**৪৮,৮৪৯,০৪৪**	**১০৯,২০১,৭৬১**	**৬৫,৪৯৫,৩৫৫**	
দায়							
বৈদেশিক মুদ্রায় আর্থিক দায়							
বৈদেশিক মুদ্রায় ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জমা	১৪৭,৬৩৫,৩৯৯		১৪৭,৬৩৫,৩৯৯	-	-	-	০.৪২%
আইএমএফ সংশ্লিষ্ট দায়	২৩০,১৬৭,৫৬৬		১,৬১৭,৬৩৭	৩৬৯,২৪৫	৪৫,১১৬,৯১০	১৮৩,০৬৩,৭৭৩	০.০৫%
মোট-বৈদেশিক মুদ্রায় আর্থিক দায়	৩৭৭,৮০২,৯৬৫	০	১৪৯,২৫৩,০৩৬	৩৬৯,২৪৫	৪৫,১১৬,৯১০	১৮৩,০৬৩,৭৭৩	
স্থানীয় মুদ্রার আর্থিক দায়							
স্বল্পমেয়াদি ধার	**২৬৩,৪০১,৪০২**	**২৬৩,৪০১,৪০২**	**২৬৩,৪০১,৪০২**	-	-	-	**২.৯৬%**
মোট আর্থিক দায়-স্থানীয় মুদ্রায়	**২৬৩,৪০১,৪০২**	**২৬৩,৪০১,৪০২**	**২৬৩,৪০১,৪০২**	০	০	০	

বাংলাদেশ ব্যাংকঃ আর্থিক বিবরণীর নোটসমূহ

৩০ জুন ২০১৬ তারিখ ও সমাপ্ত বছরের

৩০ জুন ২০১৫

বিবরণ	৩০ জুন ২০১৫ তারিখের স্থিতি	ভাসমান সুদ ৫%	পুনঃমূল্যায়ন সময়কাল				'০০০ টাকায়
			০ হতে ৩ মাস পর্যন্ত	৩ হতে ১২ মাস পর্যন্ত	১ হতে ৫ বছর পর্যন্ত	৫ বছরের অধিক সময়ের জন্য	ভারীত গড় সুদ
সম্পদ							
বৈদেশিক মুদ্রার আর্থিক সম্পদ							
বৈদেশিক মুদ্রা হিসাব	২১,০১৫,৮৬০		২১,০১৫,৮৬০	-	-	-	০.০৮%
বৈদেশিক বিনিয়োগ	১,৬৮৪,৩৯৩,২৫৮		৯৪৯,৬৮৭,৫৭৬	১২৯,৯৩৯,৮৭৪	৬০৪,৭৬৫,৮০৯	-	০.৭১%
আইএমএফ এর সাথে রক্ষিত সম্পদ	১৩১,১৪৮,১৮৫		৭২,৭৮৯,১২৫	৬,১৭৪		৫৮,৩৫২,৮৮৬	০.০৩%
স্বর্ণ লেনদেনজনিত দাবি	৩৪,১৮১,০৮২		১৬,৮২১,১৯৮	১৭,৩৫৯,৮৮৪	-	-	০.৩৮%
ব্যাংকসমূহকে বৈদেশিক মুদ্রায় প্রদত্ত ঋণ	১২৭,৭৪২,০৮৫		৫৩,৬৯৯,৪৮০	৭৪,০৪২,৬০৬	-	-	১.১০%
মোট- বৈদেশিক মুদ্রায় আর্থিক সম্পদ	**১,৯৯৮,৪৮০,৪৬৯**	০	**১,১১৪,০১৩,২৩৮**	**২২১,৩৪৮,৫৩৭**	**৬০৪,৭৬৫,৮০৯**	**৫৮,৩৫২,৮৮৬**	
স্থানীয় মুদ্রার আর্থিক সম্পদ							
বাংলাদেশ সরকারকে প্রদত্ত ঋণ	১১২,২৮৯,৫৮৫		২৪,৩৫৪,৪০০	১৫,০০০,০০০	৬১,০০২,৯৯১	১১,৯৩২,১৯৪	৬.০৮%
স্থানীয় মুদ্রায় বিনিয়োগ	১৭,৭৯৫,০০০		৩১৫,০০০.০০	৭৬৫,০০০	৩,৭০০,০০০	১৩,০১৫,০০০	৫.৩৭%
ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং কর্মকর্তাদের স্থানীয় মুদ্রায় প্রদত্ত ঋণ	১০৫,৯১৩,৪৮৭		২,৭৩২,০৩৪	১৪,২৭৫,১৯৭	২২,৪৫৮,৪৭০	৬৬,৪৪৭,৭৮৫	৪.১৭%
মোট স্থানীয় মুদ্রায় আর্থিক সম্পদ	**২৩৫,৯৯৮,০৭২**	০	**২৭,৪০১,৪৩৪**	**৩০,০৪০,১৯৭**	**৮৭,১৬১,৪৬১**	**৯১,৩৯৪,৯৭৯**	
দায়							
বৈদেশিক মুদ্রায় আর্থিক দায়							
বৈদেশিক মুদ্রায় ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জমা	১৪৯,১৫৯,৯৩২		১৪৯,১৫৯,৯৩১	-	-	-	০.০৭%
আইএমএফ সংশ্লিষ্ট দায়	১৬৭,৪৭৫,৮৭৪		১,৬২১,৯৯২	-	৩,৩১৪,২৮৬	১৬২,৫৩৯,৫৯৬	০.০৬%
মোট- বৈদেশিক মুদ্রায় আর্থিক দায়	৩১৬,৬৩৫,৮০৬	০	১৫০,৭৮১,৯২৩	০	৩,৩১৪,২৮৬	১৬২,৫৩৯,৫৯৬	
স্থানীয় মুদ্রার আর্থিক দায়							
স্থানীয় মুদ্রায় ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে আমানত গ্রহণ	১৮০,৭২১,৯৯৫		১৮০,৭২১,৯৯৫	-	-	-	৫.৬৭%
মোট আর্থিক দায়-স্থানীয় মুদ্রায়	**১৮০,৭২১,৯৯৫**	০	**১৮০,৭২১,৯৯৫**	০	০	০	

সুদ হার ঝুঁকির সংবেদনশীলতা বিশ্লেষণ

এ অর্থবছরে, যদি সুদ হার ১০০ বেসিস পয়েন্ট বেশি থাকত অন্য সকল পরিবর্তনশীল উপাদানের তুলনায়, তাহলে এ বছরের লাভ ২৫,১৪৪ মিলিয়ন টাকা বেশি হতো (২০১৫: ১০,০৯৩ মিলিয়ন টাকা), যা মূলত আর্থিক সম্পদসমূহের উপর উচ্চ সুদ হারের কারণে অর্জিত হতো। বিপরীতক্রমে, যদি সুদ হার ১০০ বেসিস পয়েন্ট কম থাকত অন্য সকল পরিবর্তনশীল উপাদানের তুলনায়, তাহলে এ বছরের লাভ ২৫,১৪৪ মিলিয়ন টাকা কম হতো (২০১৫:১০,০৯৩), যা মূলত আর্থিক সম্পদসমূহের উপর নিম্ন সুদ হারের কারণে হতো। লাভ হলো সুদ হারের পরিবর্তনের সাথে সংবেদনশীল, যেহেতু সুদ হার হলো এই ব্যাংকের আয়ের মূল খাত।

বাংলাদেশ ব্যাংকঃ আর্থিক বিবরণীর নোটসমূহ

৩০ জুন ২০১৬ তারিখ ও সমাপ্ত বছরের

৪) পরিচালন ঝুঁকি

অনিচ্ছাকৃত ভুল ও অভ্যন্তরীণ নিয়মের ব্যত্যয়ের কারণে সৃষ্ট আর্থিক বা অনার্থিক ক্ষতি পরিচালন ঝুঁকির অন্তর্ভুক্ত। পরিচালন ঝুঁকি ব্যবস্থাপনাকে ব্যাংকের প্রাত্যহিক কাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে বিবেচনা করা হয়, যার মধ্যে ব্যাংকের ব্যবসায়িক কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট সুযোগ ও ঝুঁকি অন্তর্ভুক্ত। পরিচালন ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার মধ্যে ব্যাংকের সার্বিক নীতিসমূহ অন্তর্ভুক্ত যা আদর্শ কর্মকর্তার প্রয়োজনীয়তা এবং ব্যাংকের বিভিন্ন কার্যক্রমের বৈশিষ্ট্যসম্বলিত অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বর্ণনা করে। সার্বিক নীতি ও বিভাগীয় অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা পরিপালন বিভাগীয় ব্যবস্থাপনা ও দক্ষ অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কার্যক্রম দ্বারা নিশ্চিত করা হয়।

পরিচালনা ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করাকে দৈনন্দিন কার্যক্রমের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে বিবেচনা করা হয়, যা সকল ব্যবসায়িক কার্যক্রমের সুযোগ এবং ঝুঁকির সময় গুরুত্বপূর্ণভাবে বিবেচনা করা হয়। পরিচালনাগত ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রয়েছে-ব্যাংকভিত্তিক করপোরেট নীতি নির্ধারণ যা গ্রুপের কর্মী এবং আভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ দ্বারা ব্যবস্থাপনা করা হয় এবং আভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কার্যক্রম।

৪৩ সম্ভাব্য দায়

গ্যারান্টির বিপরীতে আন্তর্জাতিক ইসলামিক বাণিজ্য অর্থায়ন সংস্থার পক্ষে ৩০ জুন ২০১৬ তারিখে বাংলাদেশ ব্যাংকের ৩৫,২৮০.১৭ মিলিয়ন টাকা (২০১৫ ঃ ৭০,০২০.৩৬ মিলিয়ন টাকা) সম্ভাব্য দায় রয়েছে যার বিপরীতে বাংলাদেশ সরকারের কাউন্টার গ্যারান্টি রয়েছে। এছাড়াও রিভলভিং ফান্ড অ্যাকাউন্ট-ইফাদ লোন নং ১৯৪ বিএ কুড়িগ্রাম জেলা (০.১৭ মিলিয়ন টাকা) যা বাংলাদেশ সরকারের কাউন্টার গ্যারান্টি দ্বারা সিকিউরড।

৪৪ পরিচালনা বিভাজন

ব্যাংকের কার্যক্রম শুধুমাত্র বাংলাদেশেই কেন্দ্রীভূত বিধায় এরূপ গঠনপ্রণালীর কারণে পরিচালনা বিভাজনের জন্য প্রযোজ্য আইএফআরএস ৮ এর একক প্রতিবেদন উপযুক্ত। বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার অনুযায়ী ব্যাংকের ইস্যু ও ব্যাংকিং কার্যাবলী অনুসারে আয় ও ব্যয়সমূহকে পৃথকভাবে প্রতিবেদনে দেখানো হলেও সেগুলোর জন্য আইএফআরএস ৮ এর উদ্দেশ্যানুসারে পৃথক খণ্ড প্রতিবেদন প্রণয়ন করার প্রয়োজন নেই।

৪৫ নির্দিষ্ট সুবিধা পরিকল্পনাসমূহের অ্যাকচুয়ারিয়াল মূল্যায়ন

২০১১-২০১২ অর্থবছরে অ্যাকচ্যুারিয়াল মূল্যায়নকারী ফার্ম দ্বারা অ্যাকচ্যুয়ারিয়াল মূল্যায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়। মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুযায়ী, ৩০ জুন ২০১২ অর্থবছরে পেনশন ফান্ডের দায় ছিল ৪,৭৪৫,৭৬৪ হাজার টাকা এবং গ্র্যাচুইটি ফান্ডের জন্য ছিল ১,০৬৯,৮০০ হাজার টাকা। ২০১৩, ২০১৪ এবং ২০১৫ অর্থবছরে দায়সমূহ মূল্যায়নকারী ফার্মের সুপারিশ অনুযায়ী প্রস্তুত করা হয়েছে।

৩০ জুন ২০১৬ অর্থবছরে পেনশন ফান্ড এবং গ্র্যাচুইটি ফান্ডের দায় যথাক্রমে ৭,৫৯৯,৭৮৭ হাজার টাকা এবং

বাংলাদেশ ব্যাংকঃ আর্থিক বিবরণীর নোটসমূহ

৩০ জুন ২০১৬ তারিখ ও সমাপ্ত বছরের

১,৬৭৭,২৩৬ হাজার টাকা হিসাবায়িত হয়। নিম্নে ফান্ডের স্থিতিসমূহ দেয়া হলোঃ

বিবরণ	পেনশন ফান্ডের পরিকল্পনা		গ্র্যাচুইটি'র পরিকল্পনা	
	২০১৬	২০১৫	২০১৬	২০১৫
প্রস্তুতকৃত তারিখে স্বীকৃত পরিমাণ				
বছরের শুরুতে স্থিতি	৬৬১৮৭৪৭	৫,৭৩৮,৭১৪	১৪৭০১৮৪	১,৫৫৩,৭২৬
চলতি বছরে প্রদেয়	-১৯৩৬০৬০	(৬৯৬,৬৬৭)	-১৫৩৫৪৮	(৮৩,৫৪২)
চলতি বছরে দান/স্থানান্তর	২৯১৭১০০	১,৫৭৬,৭০০	৩৬০৬০০	-
ফান্ডের স্থিতি	৭,৫৯৯,৭৮৭	৬,৬১৮,৭৪৭	১,৬৭৭,২৩৬	১,৪৭০,১৮৪

অ্যাকচুয়ারিয়াল মূল্যায়নের অনুমান

বিবরণ	পেনশন ফান্ডের পরিকল্পনা		গ্র্যাচুইটি'র পরিকল্পনা	
	২০১৬	২০১৫	২০১৬	২০১৫
ডিসকাউন্ট হার	১১.৫০%	১১.৫০%	১১.৫০%	১১.৫০%
বেতন বৃদ্ধি হার	৮%	৮%	৮%	৮%

ভবিষ্যৎ মৃত্যু হার এফএ ১৯৭৫-৭৮ এর প্রকাশিত পরিসংখ্যান এবং মৃত্যু হার তালিকার ভিত্তিতে অনুমান করা হয়েছে।

সংবেদনশীলতা

অন্যান্য সূচক অপরিবর্তিত থেকে ডিসকাউন্ট হার শতকরা ১ ভাগ হ্রাস পেলে, পেনশন ফান্ড গ্র্যাচুইটি ফান্ডে জমা চলতি বছরে যথাক্রমে ৫৭.৩৮ মিলিয়ন টাকা এবং ১২.৬৯ মিলিয়ন টাকা বেশি হতো যা মূলত নিম্ন ডিসকাউন্ট আয়ের ফলে উদ্ভূত হয়ে থাকে। অন্যদিকে, অন্যান্য সূচক অপরিবর্তিত থেকে ডিসকাউন্ট হার শতকরা ১ ভাগ বেশি হলে, পেনশন ফান্ড এবং গ্র্যাচুইটি ফান্ডে জমা চলতি বছরে যথাক্রমে ৫৭.৩৮ মিলিয়ন টাকা এবং ১২.৬৯ মিলিয়ন টাকা কম হতো যা মূলত উচ্চ ডিসকাউন্ট আয়ের ফলে উদ্ভূত হয়ে থাকে। ডিসকাউন্ট হার ফান্ডের জমার হিসাবায়নের সাথে খুবই সংবেদনশীল।

৪৬ মূলধন অঙ্গীকার

৩০ জুন ২০১৬ তারিখে শীতাতপ যন্ত্র ক্রয় ও স্থাপনাসহ নিরাপত্তা যন্ত্রপাতি এবং জেনারেটর ক্রয় বাবদ ব্যাংকের মূলধনী প্রতিশ্রুতি রয়েছে ১৭২.৬৮ মিলিয়ন টাকা(২০১৫: ৪.৮৫ মিলিয়ন টাকা)।

৪৭ সংশ্লিষ্ট পক্ষের সাথে লেনদেন

আর্থিক অথবা পরিচালন সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে পক্ষসমূহকে সংশ্লিষ্ট বিবেচনা করা হয় যদি পক্ষটি অন্য পক্ষকে নিয়ন্ত্রণ করা অথবা সুনির্দিষ্ট প্রভাবিত করার যোগ্যতা থাকে। ব্যাংকের ক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট পক্ষ, যা আন্তর্জাতিক হিসাব মান নং ২৪-এ সংজ্ঞায়িত, এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হলো পরিচালকগণ, কর্মকর্তাগণ, যে সকল কোম্পানিতে তারা মূল মালিক এবং মূল কর্তৃপক্ষ। সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের সাথে ব্যাংকিং লেনদেন হয় স্বল্পতম সময়ের ভিত্তিতে পূর্বনির্ধারিত শর্তানুযায়ী।

বাংলাদেশ ব্যাংকঃ আর্থিক বিবরণীর নোটসমূহ

৩০ জুন ২০১৬ তারিখ ও সমাপ্ত বছরের

ব্যাংকটি সম্পূর্ণভাবে বাংলাদেশ সরকারের মালিকানাধীন। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান যেমন রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ব্যাংক, বিশেষায়িত ব্যাংক এবং কর্পোরেশন এর উপর বাংলাদেশ সরকারের স্বার্থ রয়েছে। ব্যাংক তার মুদ্রানীতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে বাংলাদেশ সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী এইসকল প্রতিষ্ঠানের সাথে লেনদেন করে।

আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে অন্তর্ভুক্ত সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহ সম্পর্কিত বিভিন্ন স্থিতির বকেয়া এবং গড় নিম্নরূপ ঃ

০০০' টাকায়

	২০১৬		২০১৫	
	বকেয়া	গড়	বকেয়া	গড়
বাংলাদেশ সরকারের নিকট বকেয়া স্থিতি				
ওয়েজ অ্যান্ড মিনস্ (১৩.০১ নোটে উল্লেখ্য)	৪০,০০০,০০০	৩২,১৭৭,২০০	২৪,৩৫৪,৪০০	১২,১৭৭,২০০
ওভারড্রাফট - ব্লক	৭১,৮৫০,০০০	৭৯,৩৫০,০০০	৮৬,৮৫০,০০০	১০৯,১৮০,০০০
ওভারড্রাফট - কারেন্ট	৪০,৩১৫,৯০০	২০,১৫৭,৯৫০	-	
ট্রেজারি বিল	১৫,৬২৮,৮০৫	৭,৮১৪,৪০৩	-	১,১৬৩,৫৮৪
ট্রেজারি বন্ড	৩১,৩১৪,৪৭৪	১৬,১৯৯,৮৩০	১,০৮৫,১৮৫	১৮,০৫৪,৯৮০
অন্যান্য সম্পদ (প্রাপ্য সুদ)	৭৩৮,৬৪৫	৩৮৪,০৬৮	২৯,৪৯১	৪০৫,৩১২
	১৯৯,৮৪৭,৮২৪	**১৫৬,০৮৩,৪৫০**	**১১২,৩১৯,০৭৬**	**১৪০,৯৮১,০৭৬**
অন্যান্য দায়				
আমানত	৫,০৭৮	৫,০৫৫	৫,০৩৩	২০,৬০২,০৯১
বাংলাদেশ সরকারের নিকট হতে ঋণ	৫,২১১,০৯৫	৩,৯৬৬,৪১৫	২,৭২১,৭৩৪	২,৭৪৩,১৫৭
	৫,২১৬,১৭৩	**৩,৯৭১,৪৭০**	**২,৭২৬,৭৬৭**	**২৩,৩৪৫,২৪৮**
সাবসিডিয়ারি সংশ্লিষ্ট স্থিতি- সিকিউরিটি প্রিন্টিং কর্পোরেশন				
অন্যান্য সম্পদ - অগ্রিম পরিশোধ এবং আগাম	৩,২২২,২৭৪	৩,৬৭৪,৭৭৬	৪,১২৭,২৭৮	৩,৫৭৪,৩৬৬
অন্যান্য দায়সমূহ- বিবিধ পাওনাদার	১,১৩৭,৭৮৭	১,২৩৬,৪৫৩	১,৩৩৫,১২০	১,৪৮৩,৩১৪

আয় বিবরণীতে অন্তর্ভুক্ত সংশ্লিষ্ট পক্ষ সম্পর্কিত আয় এবং ব্যয়সমূহ নিম্নরূপ

০০০' টাকায়

সরকারের আয় ও ব্যয়সমূহ	২০১৬	২০১৫
সুদ আয়	৪,৯৫০,৮৪০	৭,৮৮০,৬৭৩
প্রাপ্ত কমিশন	৮,৮৮৫	৫,৭৪৯
	৪,৯৫৯,৭২৫	৭,৮৮৬,৪২১
ব্যয়		
এজেন্সি খরচ	৩,৪৮৫,৯৫৬	২,৬৪২,৪৬৫
অবলেখকের কমিশন- ট্রেজারি বিল ও বন্ড	৪১৮,২১২	৪৮৪,৮৬৪
	৩,৯০৪,১৬৮	৩,১২৭,৩২৯
সাবসিডিয়ারি সংশ্লিষ্ট আয় ও ব্যয়- সিকিউরিটি প্রিন্টিং কর্পোরেশন		
লভ্যাংশ আয়	১২০,০০০	২৫,০০০
নোট ছাপানো ব্যয়	৩,৩১৮,৬৪৭	৩,৮১৭,২৮৯
মূল ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ		
বেতন, মজুরি ও অন্যান্য সুবিধা (নোট নং ৫৪.০৬)	৪,১৭৫	৩,৯৬৯

বাংলাদেশ ব্যাংকঃ আর্থিক বিবরণীর নোটসমূহ

৩০ জুন ২০১৬ তারিখ ও সমাপ্ত বছরের

৪৭.০১ সরকার ও সরকার নিয়ন্ত্রিত সংস্থার সাথে লেনদেন

চলমান প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে, ব্যাংক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের সাথে লেনদেন করে থাকে। সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের মধ্যে বাংলাদেশ সরকার অন্তর্ভুক্ত যা ব্যাংকের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, তাছাড়া বিভিন্ন সরকারি ডিপার্টমেন্ট এবং সরকারি নিয়ন্ত্রিত সংস্থাসমূহের সাথে ব্যাংক লেনদেন করে থাকে। সকল লেনদেন বাজারের হার অনুযায়ী সম্পাদন করা হয়ে থাকে। যে সকল লেনদেন অন্তর্ভুক্ত হয় সেগুলো হলোঃ

ক) বাংলাদেশ ব্যাংক সরকারের কোষাধ্যক্ষ, ব্যাংকার এবং আর্থিক উপদেষ্টা হিসেবে ভূমিকা রাখে; ব্যাংক সরকারের, সরকারি প্রতিনিধির এবং বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানের জমাকারক হিসেবে কাজ করে, সরকার ও সরকারি বিভাগসমূহ এবং সংস্থাসমূহকে ব্যাংকিং সেবা প্রদান করে।

খ) সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে কার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে ব্যাংক সরকার এবং সরকারের প্রতিনিধি ও প্রতিষ্ঠানসমূহকে গ্যারান্টি ও ঋণ প্রদান করে থাকে এবং বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ নিয়ন্ত্রণ করে;

গ) সরকার এবং সরকার নিয়ন্ত্রিত সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানসমূহে সেবা প্রদানের বিনিময়ে ব্যাংক সাধারণত কোন কমিশন, ফি অথবা চার্জ আদায় করে না।

ঘ) সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে ব্যাংক সরকারি সিকিউরিটিজ ইস্যু করে থাকে এবং ইস্যুর অ-বিলিকৃত অংশ ও ব্যাংকের জন্য নির্ধারিত অংশ নিজে ক্রয় করে থাকে;

ঙ) সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে ব্যাংক সরকারি ঋণ ও বৈদেশিক রিজার্ভ এর ব্যবস্থাপনা করে থাকে।

চলতি বছরে ব্যাংক সরকারের পক্ষে ৩,১৪২,৩৮৭ মিলিয়ন টাকা গ্রহণ (২০১৫ সালে ২,৮০০,৫৪০ মিলিয়ন) এবং ৩,১৯৮,৩৪৯ মিলিয়ন (২০১৫ সালে ২,৮৬৬,০৮০ মিলিয়ন) টাকা পরিশোধ করেছে। ৩০ জুন ২০১৪ তারিখে মোট বকেয়া স্থিতির পরিমাণ ১৯৯,১০৯ মিলিয়ন টাকা।

(চ) ব্যবস্থাপনার অধীনস্থ সম্পদ

০০০' টাকায়

	২০১৬	২০১৫
জাপান হতে ত্রাণ প্রাপ্তি	১,০৯৮,৩১৪	১৮,৯৮৯

বাংলাদেশ ব্যাংক বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে জাপানের নিকট হতে প্রাপ্ত ত্রাণ ব্যবস্থাপনা করে।

৪৭.০২ তাৎপর্যপূর্ণ বিনিয়োগ সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের সাথে লেনদেন

চলতি বছরে ব্যাংক হাউজ বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন (এইচবিএফসি) হতে ডিবেঞ্চারের সুদ বাবদ ২৪৯.৪৭ মিলিয়ন টাকা গ্রহণ করেছে যা সুদ আয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

৪৭.০৩ নিয়ন্ত্রণাধীন প্রতিষ্ঠানের সাথে লেনদেন

চলতি বছরে ব্যাংক ব্যবসায়িক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে নোট মুদ্রণ ব্যয় বাবদ ৩,৩১৮.৬৫ মিলিয়ন টাকা (২০১৫: ৩,৮১৭.২৯ মিলিয়ন টাকা) সিকিউরিটি প্রিন্টিং কর্পোরেশন, বাংলাদেশ লিঃ-কে পরিশোধ করেছে, যা সামগ্রিক আয় বিবরণীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এটি ১০০% শেয়ার মালিকানাধীন ব্যাংকের সাবসিডিয়ারি প্রতিষ্ঠান। সমন্বিত আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতের সময় এই লেনদেন বাদ দেয়া হয়েছে। চলতি অর্থবছরে সিকিউরিটি প্রিন্টিং কর্পোরেশন, বাংলাদেশ লিঃ তাদের বোর্ডের সিদ্ধান্ত মোতাবেক ১২০ মিলিয়ন টাকা (২০১৫: ২৫ মিলিয়ন) লভ্যাংশ প্রদান করেছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকঃ আর্থিক বিবরণীর নোটসমূহ

৩০ জুন ২০১৬ তারিখ ও সমাপ্ত বছরের

৪৭.০৪ অবসর কল্যাণ পরিকল্পনা সম্পর্কিত লেনদেন

অ্যাকচুয়ারিয়্যাল ভ্যালুয়েশন প্রতিবেদন অনুযায়ী পর্যাপ্ত তহবিল থাকায় বিবেচ্য বছরে ব্যাংকের ব্যয় খাত হতে অবসর কল্যাণ পরিকল্পনা (এ পেনশন পরিকল্পনায় বিধবা/বিপত্নীকগণ অন্তর্ভুক্ত আছেন) বাবদ কোন অর্থ স্থানান্তরের প্রয়োজন হয়নি, অবসর সুবিধা পরিকল্পনার আওতায় জমাকৃত অর্থের স্থিতি নোট নং ৪৫ এ উল্লেখ করা হয়েছে।

৪৭.০৫ পরিচালক পর্ষদ ও ব্যবস্থাপনায় নিযুক্ত মুখ্য সদস্যগণ

	পরিচালক পর্ষদের সদস্যবৃন্দ	নির্বাহী কমিটির সদস্যবৃন্দ	অডিট কমিটির সদস্যবৃন্দ
জনাব ফজলে কবির - পরিচালক পর্ষদের সভাপতি এবং গভর্নর হিসেবে ২০ মার্চ ২০১৬ তারিখ হতে নিযুক্ত হন।	সভাপতি	–	–
জনাব আবু হেনা মোহাঃ রাজী হাসান - ১০ এপ্রিল ২০১৬ তারিখে বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালক পর্ষদের পরিচালক হিসেবে নিযুক্ত হন এবং একই সাথে তিনি ডেপুটি গভর্নর হিসেবে নিযুক্ত আছেন।	সদস্য	–	–
ড. জামালউদ্দিন আহমেদ, এফসিএ - ১৩ মার্চ ২০১৬ তারিখ হতে তিন বছর সময়কাল পর্যন্ত বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালক পর্ষদের পরিচালক হিসেবে নিযুক্ত হন।	সদস্য	–	–
ড. মিসেস রুশিদান ইসলাম রহমান - ১৩ মার্চ ২০১৬ তারিখ হতে তিন বছরের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালক পর্ষদের পরিচালক হিসেবে নিযুক্ত হন। একই সাথে তিনি বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ (বিআইডিএস) এর রিসার্চ ডিরেক্টর হিসেবে নিয়োজিত আছেন।	সদস্য	–	–
জনাব মাহবুব আহমেদ - ২৭ জুলাই ২০১৪ তারিখ হতে পরবর্তী নির্দেশনার পূর্ব পর্যন্ত বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালক পর্ষদের পরিচালক হিসেবে নিযুক্ত হন। এছড়াও তিনি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়ের ফিন্যান্স ডিভিশনের সিনিয়র সচিব পদে কর্মরত আছেন।	সদস্য	–	–
জনাব মোঃ নজিবুর রহমান - ২৫ জানুয়ারি, ২০১৫ তারিখ হতে পরবর্তী আদেশ না হওয়া পর্যন্ত বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালক পর্ষদের পরিচালক হিসেবে নিযুক্ত হন এবং একই সাথে তিনি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অর্থমন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগে সচিব পদে এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান পদে নিযুক্ত আছেন।	সদস্য	–	–
জনাব মোঃ ইউনুসুর রহমান- ২২ মার্চ ২০১৬ তারিখ হতে পরবর্তী নির্দেশনার পূর্ব পর্যন্ত বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালক পর্ষদের পরিচালক হিসেবে নিযুক্ত হন। এছাড়াও তিনি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়ের ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সিনিয়র সচিব পদে নিয়োজিত আছেন।	সদস্য	–	–
অত্র বছরে অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	১২	৩	৫

* ৩০ জুন ২০১৬, নির্বাহী কমিটি এবং অডিট কমিটি গঠন করা হবে যেহেতু আগের কমিটির মেয়াদ শেষ হয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকঃ আর্থিক বিবরণীর নোটসমূহ

৩০ জুন ২০১৬ তারিখ ও সমাপ্ত বছরের

৪৭.০৬ পরিচালক পর্ষদ ও উচ্চ ব্যবস্থাপনায় নিযুক্ত সদস্যগণের সম্মাননা

পরিচালক পর্ষদের সদস্যগণ সম্মাননা বাবদ মোট টাকা ৬৪৭,০১০ (২০১৫ সালে: মোট ৫২৩,৩৯২ টাকা) এবং গভর্নর মহোদয় বেতন বাবদ টাকা ১,০২৯,১৭০.৮০ (২০১৫ সালে: মোট ৫৯০,৪০০ টাকা) পেয়েছেন। এছাড়া গভর্নর মহোদয় ভাড়ামুক্ত সজ্জিত আবাসন সুবিধা এবং সার্বক্ষণিক যাতায়াত সুবিধা পেয়ে থাকেন। ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত অন্যান্য মুখ্য কর্মকর্তাগণ বেতন বাবদ ৩,১৪৫,৭৯৮.৮৭ (২০১৫ সালে: ২,৮৫৫,৫২০ টাকা) পেয়েছেন। এছাড়াও তাঁরা অফিস হতে আবাসন ও যাতায়াত সুবিধা পেয়ে থাকেন।

৪৮ স্থিতিপত্রের তারিখের পরবর্তী বিষয়সমূহ

স্থিতিপত্রের তারিখ হতে স্থিতিপত্র ইস্যুর অনুমোদনের তারিখ পর্যন্ত সময়কালে আর্থিক বিবরণীতে সমন্বয়যোগ্য বা প্রকাশযোগ্য উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনা ঘটেনি।

৪৯ আর্থিক প্রতিবেদনের জন্য পরিচালকদের দায়বদ্ধতা

২৯ আগস্ট ২০১৬ তারিখে পরিচালক পর্ষদ ব্যাংকের আর্থিক বিবরণীসমূহ অনুমোদন করেছেন।

পরিশিষ্ট-১

প্রধান নীতিমালার পর্যায়ক্রমিক ঘোষণাঃ অর্থবছর ১৬

প্রধান নীতিমালার পর্যায়ক্রমিক ঘোষণাঃ অর্থবছর ১৬

১। ব্যাংক ও আর্থিক খাত উন্নয়ন

জুলাই ২০১৫
- বাংলাদেশ ব্যাংক অর্থবছর ১৬-এর জন্য ১৬৪.০ বিলিয়ন টাকা বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে কৃষি ও পল্লি ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচি ঘোষণা করে, যা অর্থবছর ১৫-এর তুলনায় ৫.৫ শতাংশ বেশি। সকল তফসিলি ব্যাংক এবং বিআরডিবিকে উপরিল্লিখিত নীতিমালা ও কর্মসূচি অনুসরণ করার নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

জুলাই ২০১৫
- মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়নের ঝুঁকি সনাক্ত ও মোকাবেলায় কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্তে "Money Laundering and Terrorist Financing Risk Assessment Guidelines for Financial Institutions" প্রণয়ন করা হয় এবং সকল আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে উক্ত গাইডলাইন অনুসরণ করার নির্দেশনা দেয়া হয়।

সেপ্টেম্বর ২০১৫
- Bangladesh Real Time Gross Settlement (BD-RTGS) System তৈরি করা হয়। এ নীতিমালা বাংলাদেশ ব্যাংকসহ সকল অংশগ্রহণকারীর দায়িত্ব কর্তব্যসহ BD-RTGS এর কার্যক্রম ব্যাখ্যা করে। এ নীতিমালা বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক অনুমোদিত সকল অংশগ্রহণকারী যারা চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে তাদের জন্য প্রযোজ্য।

সেপ্টেম্বর ২০১৫
- ব্যাংকগুলোর ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমকে আরো দক্ষ ও সমন্বিত করতে এবং আন্তর্জাতিক মানের সাথে তাল মিলিয়ে ব্যাংকগুলোর অনুসরণের জন্য ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ডিভিশনের আলাদা অরগানোগ্রাম এবং ব্যবস্থাপনা পর্যায়ের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কমিটির কাঠামো হিসেবে 'Comprehensive Risk Management Report (CRMR)' নামে নতুন রিপোর্টিং ফরম্যাট তৈরি করা হয়েছে। ব্যাংকগুলোকে মাসিক ভিত্তিতে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা রিপোর্ট ও মিটিংয়ের কার্যবিবরণী প্রেরণ এবং এ বিষয়ে অন্যান্য নির্দেশ মেনে চলার নির্দেশনা দেয়া হচ্ছে।

সেপ্টেম্বর ২০১৫
- সকল তফসিলি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের নিজস্ব উদ্যোগে New CIB Online Solution তৈরি করা হয়েছে। ১ অক্টোবর ২০১৫ তারিখ হতে উক্ত ব্যবস্থায় Online Solution কার্যক্রম শুরু হয়েছে। সকল তফসিলি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে এ নতুন নীতিমালা পরিপালনের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

অক্টোবর ২০১৫
- RTGS বাস্তবায়নের বিভিন্ন ধাপ চিন্তা করে বাংলাদেশ ব্যাংক System Integration Testing (SIT) সম্পন্ন করার সময়সীমা অক্টোবর ২০১৫ পর্যন্ত বৃদ্ধি করেছে এবং ২৯ অক্টোবর ২০১৫ তারিখ Go Live এর জন্য পুনঃনির্ধারণ করা। সকল তফসিলি ব্যাংককে RTGS Go live operation এর জন্য নিজেদের প্রস্তুত করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানানো যাচ্ছে।

অক্টোবর ২০১৫

ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং আইন, ২০১৫ তে সংজ্ঞায়িত 'জনস্বার্থ সংস্থা' হিসেবে প্রতিষ্ঠিত কোন ব্যাংকিং কোম্পানির জন্য আইনের ধারা ৪০ এর বিধান অনুযায়ী প্রণীত ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং স্ট্যান্ডার্ড এবং অডিটিং স্ট্যান্ডার্ড অনুসারে প্রস্তুতকৃত নিরীক্ষকের প্রতিবেদনসহ প্রয়োজনীয় দলিলাদি উপস্থাপন করা আবশ্যক করা হয়েছে। ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং আইন, ২০১৫ অনুযায়ী ব্যাংক কোম্পানি আইন, ১৯৯১ এর ধারা ৩৮ এর উপ-ধারা (১) এর পর দুইটি নতুন উপ-ধারা সংযুক্ত হয়েছে। সকল তফসিলি ব্যাংককে নতুন উপ-ধারায় উল্লেখিত নীতিমালা অনুসরণ করার জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

অক্টোবর ২০১৫
- শ্রেণিবিন্যাসিত ঋণের সঠিক তথ্যের প্রতিফলন নিশ্চিতকরণ এবং আদায় ঝুঁকি হ্রাসকল্পে অনাদায়ী ঋণ সমন্বয় না করে ঘূর্ণায়মান ঋণ হিসাব নবায়ন করা যাবে না মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

অক্টোবর ২০১৫ • জনস্বার্থ সংস্থাসমূহের ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং কার্যক্রমকে একটি সুনিয়ন্ত্রিত কাঠামোর আওতায় আনয়ন, হিসাব ও নিরীক্ষা পেশার স্ট্যান্ডার্ডস প্রণয়ন, যথাযথ প্রতিপালন, বাস্তবায়ন, তদারকি এবং এতদসংক্রান্ত অন্যান্য কার্যাবলী সম্পাদনের লক্ষ্যে ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং আইন, ২০১৫ প্রণয়ন করা হয়েছে। আইনটি ৯ সেপ্টেম্বর ২০১৫ তারিখে বাংলাদেশ গেজেট অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে এবং একই তারিখে কার্যকর হয়েছে। উক্ত আইনের ৬১ ধারাবলে আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সনের ২৭ নং আইন) এর ২৩ ধারার পর একটি নতুন ধারা '২৩ক' সন্নিবেশ করা হয়েছে।

অক্টোবর ২০১৫ • বাংলাদেশ ব্যাংক সার্কুলারের "Managing Core Risks in Financial Institutions: Asset Liability Management" গাইডলাইন অনুযায়ী সকল আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে Liquidity Profile এবং Statement of Affairs সংক্রান্ত বিবরণী দাখিলের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

নভেম্বর ২০১৫ • 'Guidelines on ICT Security for Banks and Non-bank Financial Institutions' -এ কতিপয় সংশোধনী আনা হয়েছে। সকল আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে সংশোধিত গাইডলাইনটি অনুসরণ করার জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

ডিসেম্বর ২০১৫ • নিম্নমানের সম্পদ দ্বারা আর্থিক ঝুঁকি তৈরি করার আগে সনাক্তকরণ ও ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক একটি নতুন পর্যবেক্ষণ কাঠামো তৈরি করেছে। এমতাবস্থায়, বাংলাদেশ ব্যাংক বড় exposure আরো সংগঠিতভাবে নিয়ন্ত্রণের জন্য Central Database for Large Credit (CDLC) তৈরি করেছে।

জানুয়ারি ২০১৬ • চর ও হাওড় অঞ্চলে পরিবেশগত এবং প্রথাগত কারণে সহজ উপায়ে মহিষ পালনের ব্যাপক সম্ভাবনার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ব্যাংক সকল তফসিলি ব্যাংককে চর ও হাওড় অঞ্চলসহ দেশের বিভিন্ন এলাকার কৃষক/খামারিদের মহিষ পালনে অধিকহারে কৃষি ঋণ বিতরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেছে।

জানুয়ারি ২০১৬ • আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জন্য স্ট্রেস টেস্টিং এর গাইডলাইন আরো ফলপ্রসূ ও হালনাগাদ করে পুনরায় উপস্থাপিত গাইডলাইনটি নিম্নরূপভাবে সংশোধন করা হয়ঃ

ক) অভিঘাতের বিভিন্ন পর্যায়ের প্রমাণ রূপরেখা একই থাকবে অর্থাৎ বৃহৎ ৩ ঋণগ্রহীতা খেলাপি হওয়া (গৌণ আঘাত), বৃহৎ ৫ ঋণগ্রহীতা খেলাপি হওয়া (মধ্যম আঘাত) এবং বৃহৎ ১০ ঋণগ্রহীতা খেলাপি হওয়া (মুখ্য আঘাত)। তবে বিভিন্ন পর্যায়ের অভিঘাতের কারণে বৃহৎ ঋণগ্রহীতাদের মধ্যে বিতরণকৃত ঋণ/লিজের ১০০% এর পরিবর্তে ৮০% ঋণ/লিজ খেলাপি হিসেবে ধরা হবে।

খ) যেসকল আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিশেষায়িত খাতে ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে, কেস-টু-কেস ভিত্তিতে তাদের প্রকল্পসমূহে সরকারের গ্যারান্টি ও দ্বিপক্ষীয় চুক্তিসহ হাইপোথিকেশনকে সহায়ক জামানত হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে।

গ) ভারীত অস্বচ্ছলতা অনুপাত (Weighted Insolvency Ratio, WIR) এর মানসমূহ নিম্নরূপে সংশোধিত হবেঃ

বিদ্যমান রূপরেখা	সংশোধিত রূপরেখা	মান	অঞ্চল
WIR<১০%	WIR <১৫%	১	সবুজ
১০%≤ WIR<২০%	১৫%≤ WIR<২৫%	২	হলুদ
২০%≤ WIR<৪০%	২৫%≤ WIR<৪৫%	৩	
৪০%≤WIR<৬০%	৪৫%≤ WIR<৬০%	৪	লাল
WIR≥৬০%	WIR≥৬০%	৫	

জানুয়ারি ২০১৬

- ১০ টাকা হিসাবধারীদের জন্য ২০০ কোটি টাকার পুনঃঅর্থায়ন স্কিমের আওতায় ঋণ বিতরণ ও আদায় কার্যক্রমকে গতিশীল করার নিমিত্তে স্কিমটিতে প্রয়োজনীয় সংশোধন আনা হয়েছে। নিম্নোক্ত পদ্ধতিসমূহ অনুসরণের জন্য সকল তফসিলি ব্যাংককে পরামর্শ প্রদান করা হয়েছেঃ

  ১) পুনঃঅর্থায়ন স্কিমের আওতায় কৃষি ঋণ নীতিমালায় বর্ণিত কৃষিখাতসমূহে ব্যাংক কর্তৃক গ্রাহক পর্যায়ে সরাসরি ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে ব্যাংক তার নিজস্ব বিবেচনায় সমুদয় ঋণ আদায়ের জন্য একটি বা একাধিক কিস্তি নির্ধারণ করতে পারবে।

  ২) পুনঃঅর্থায়ন স্কিমের আওতায় এককভাবে সর্বোচ্চ ৫০ হাজার টাকা ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে সিআইবি রিপোর্ট গ্রহণের আবশ্যকতা নেই। তবে খেলাপি ঋণগ্রহীতার অনুকূলে ঋণ সুবিধা প্রদান না করার বিষয়টি ব্যাংকগুলোকে নিশ্চিত করতে হবে।

জানুয়ারি ২০১৬

- আন্তর্জাতিক মানের সাথে সঙ্গতি রেখে আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জন্য যুগপৎ নীতিমালা ও কার্যক্রম গ্রহণ করে Integrated risk management guidelines প্রস্তুত করা হয়েছে। গাইডলাইনটি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত সব ধরনের সম্ভাব্য ঝুঁকিকে একত্রীভূত করে। গাইডলাইনটির নীতিমালা ও কার্যক্রম পূর্ববর্তী গাইডলাইনগুলোর অনুসরণে করা হয়েছে। গাইডলাইনটি পূর্ববর্তী গাইডলাইনের সংযোজন হিসেবে বিবেচনা করা হবে। সকল আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে নতুন সংশোধনী মেনে চলার নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

ফেব্রুয়ারি ২০১৬

- এটিএম বুথে লেনদেন নিরাপত্তার জন্য ব্যাংকসমূহকে নিম্নবর্ণিত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পরামর্শ প্রদান করা হয়েছেঃ

  ১. বিদ্যমান এটিএম বুথসমূহে একমাসের মধ্যে অ্যান্টি স্কিমিং ও পিন শিল্ড ডিভাইস স্থাপন করতে হবে।

  ২. নিয়মিত এটিএম বুথে সংগঠিত লেনদেনসমূহের ভিডিও ফুটেজ যথাযথভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে যাতে সন্দেহজনক বিষয় দৃষ্ট হলে এর বিরুদ্ধে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়।

  ৩. গ্রাহকের কার্ডের তথ্য ও পিন নম্বর পাচার হয়ে থাকলে সংশ্লিষ্ট সময়ে এটিএম বুথে ব্যবহৃত কার্ডসমূহ চিহ্নিত করে নিজ ব্যাংকের কার্ডসমূহের ক্ষেত্রে গ্রাহককে অবহিত করে কার্ডটি বাতিল এবং যথাশীঘ্র গ্রাহককে নতুন কার্ড প্রদান করতে হবে। গ্রাহক অন্য ব্যাংকের হলে সংশ্লিষ্ট কার্ড প্রদানকারী ব্যাংককে তাৎক্ষণিকভাবে অবহিত করে একই ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করতে হবে। উক্ত ভিডিও ফুটেজ আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে অবহিতকরণপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করতে হবে।

  ৪. নিয়মিতভাবে দৈবচয়নের (Random Basis) ভিত্তিতে ব্যাংক কর্তৃক নিজস্ব এটিএম বুথসমূহ নিরীক্ষা করে নিরীক্ষা প্রতিবেদন মাসিক ভিত্তিতে বাংলাদেশ ব্যাংকের পেমেন্ট সিস্টেমস্ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।

  ৫. এটিএম বুথসমূহে নিয়োজিত গার্ডদের জাল/জালিয়াতি প্রতিরোধে করণীয় সম্পর্কে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে। এছাড়া টুপি, সানগ্লাস পরিধানকারী এবং ব্যাগ বহনকারী গ্রাহকদের ক্ষেত্রে গার্ড সতর্ক থাকবে।

  ৬. এটিএম বুথসমূহ হতে টাকা উত্তোলনের সাথে সাথে স্বয়ংক্রিয়ভাবে গ্রাহককে মোবাইলে এসএমএস (SMS) অ্যালার্ট প্রদানের মাধ্যমে লেনদেন সংক্রান্ত তথ্য প্রেরণ করতে হবে।

মার্চ ২০১৬ • সময়ের সাথে উদ্ভূত ব্যাংকিং সংক্রান্ত নতুন ঝুঁকি সনাক্তকরণ ও হ্রাস কল্পে 'Guidelines on Credit Risk Management (CRM) for Banks' এ সংশোধনী আনা হয়েছে। সকল ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে সংশোধিত গাইডলাইনটি অনুসরণ করার জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

মার্চ ২০১৬ • ব্যাংকিং সংক্রান্ত ঝুঁকি উপশমে 'Guidelines on Internal Control and Compliance in Banks' এ কতিপয় সংশোধনী আনা হয়েছে। সকল ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে সংশোধিত গাইডলাইনটি অনুসরণ করার জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

মার্চ ২০১৬ • বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি) কর্তৃক নিবন্ধিত বিশেষ উদ্দেশ্যে গঠিত এবং পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত নয় এরূপ কোন তহবিল বা তহবিলসমূহে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের বিনিয়োগের বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক গাইডলাইন ইস্যু করেছে এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে অনুসরণ করতে বলা হয়েছে। গাইডলাইনটি নিম্নরূপঃ

১. উপরোল্লিখিত তহবিল বা তহবিলসমূহে কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মোট বিনিয়োগ তার পরিশোধিত মূলধনের ৫০ শতাংশের অধিক হবে না।

২. এরূপ একক কোন তহবিলে কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠানের বিনিয়োগ তার পরিশোধিত মূলধনের ১০ শতাংশ অথবা প্রস্তাবিত তহবিলের মাধ্যমে সংগৃহীতব্য অর্থের ২০ শতাংশ, এ দুইয়ের মধ্যে যা কম, তা হতে অধিক হবে না;

৩. এরূপ কোন তহবিল বা তহবিলসমূহে বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত আর্থিক প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে এবং বিনিয়োগের commitment প্রদানের পূর্বে বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদন গ্রহণের জন্য আবেদন করতে হবে।

৪. সংশ্লিষ্ট তহবিলের ট্রাস্টি এ মর্মে অঙ্গীকার করবে যে-

ক. বিনিয়োগকৃত তহবিল বা তহবিলসমূহ সংশ্লিষ্ট বিনিয়োগকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কোন শেয়ার/ ডিবেঞ্চার/ বন্ড/ অন্য কোন ইন্সট্রুমেন্টে বা বিনিয়োগকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পর্কযুক্ত কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগ করা হবে না; এবং

খ. অপর কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের উপর উক্ত তহবিলের কোন ধরনের আর্থিক দাবি নেই এবং ভবিষ্যতে এরূপ দাবির সৃষ্টি হতে পারে এমন কোন বিনিয়োগেও উক্ত তহবিল ব্যবহার করা হবে না;

৫. এরূপ কোন তহবিল বা তহবিলসমূহে কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠানের বিনিয়োগ আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯৩ এর ধারা নং ১৬ এ নির্ধারিত সীমার আওতাবহির্ভূত হবে।

মার্চ ২০১৬ • কার্ডভিত্তিক লেনদেনের ক্ষেত্রে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা ও ঝুঁকি মোকাবেলায় ব্যাংকগুলোকে নিম্নবর্ণিত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশ দেওয়া যাচ্ছে ঃ

১. ডেবিট ও ক্রেডিট কার্ডের ক্ষেত্রে ATM লেনদেনের পাশাপাশি সকল ধরনের POS লেনদেন পিন (PIN)-ভিত্তিক আবশ্যিক করতে হবে। সকল ধরনের POS লেনদেনে কার্ডধারী স্বহস্তে পিন প্রদান করবেন যা Online PIN Authorisation এর মাধ্যমে সম্পন্ন করতে হবে। একইসাথে POS-এ Manual Key Entry Mode রহিত করা হলো।

২. কার্ডভিত্তিক সকল ধরনের লেনদেনের তথ্য স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে তাৎক্ষণিক SMS এলার্ট প্রদানের মাধ্যমে গ্রাহককে অবহিত করতে হবে।

৩. কার্ডভিত্তিক POS লেনেদেনের ক্ষেত্রে মার্চেন্ট কর্তৃক গ্রাহকের কার্ড সংশ্লিষ্ট তথ্যের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের বিষয়ে সকল দায়-দায়িত্ব Acquiring ব্যাংকসমূহের উপর বর্তাবে।

৪. কর্ডযুক্ত POS ডিভাইসসমূহ কর্ডলেস ডিভাইস দ্বারা প্রতিস্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

৫. কার্ডভিত্তিক POS লেনদেনের ক্ষেত্রে নেটওয়ার্কের আওতায় সকল টার্মিনালের Point-to-Point Data Encryption নিশ্চিত করতে হবে।

৬. কার্ডভিত্তিক লেনদেনের ঝুঁকি হ্রাসকল্পে সকল ATM বুথে এবং POS মার্চেন্ট পয়েন্ট-এর কাছে দৃশ্যমান স্থানে "পিন ব্যবহারকালে যথাযথ সতর্কতা/গোপনীয়তা অবলম্বনসহ সঠিক উপায়ে কার্ড ব্যবহার বিধি"-এর চিত্র সম্বলিত পোস্টার লাগাতে হবে।

মে ২০১৬ • ব্যাংক-কোম্পানী আইন, ১৯৯১ অনুসারে কোন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা গ্রুপকে প্রদত্ত বা প্রদেয় সকল ঋণ সুবিধার আসল অংকের মোট পরিমাণ রক্ষিত মূলধনের বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক, সময় সময়, এতদুদ্দেশ্যে নির্ধারিত হারের অধিক হবে না; তবে শর্ত থাকে যে, নির্ধারিত সীমা কোন অবস্থাতেই শতকরা ২৫ ভাগের অধিক হবে না। বাংলাদেশ ব্যাংক আইনের উক্ত নির্দেশনা পরিপালনার্থে কতিপয় বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া একক গ্রাহককে প্রদত্ত বা প্রদেয় ফান্ডেড ঋণ সুবিধার আসল অংকের বকেয়ার পরিমাণ ব্যাংকের মূলধনের ১৫% এর বেশি হবে না মর্মে নির্দেশনা জারি করে। বাংলাদেশ ব্যাংক সুস্পষ্ট উল্লেখ করে কতিপয় বিশেষ প্রতিষ্ঠান/খাতে ১৫ শতাংশ সীমার অব্যাহতি থাকলেও ব্যাংক-কোম্পানী আইন অনুযায়ী ২৫ শতাংশ সীমা প্রযোজ্য হবে। উক্ত অব্যাহতির সুবিধা বর্ণিত নির্দেশনার পরিপন্থী হওয়ার সুযোগ নেই। এতদপ্রেক্ষিতে, সকল তফসিলি ব্যাংকের ৩১ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখের মধ্যে সীমাতিরিক্ত নির্ধারিত সীমার মধ্যে আনয়নের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হলো।

মে ২০১৬ • নারী উদ্যোক্তাদের উৎপাদনশীল বিনিয়োগে উৎসাহিত করার জন্য নারীচালিত এন্টারপ্রাইজে জাইকার সহযোগিতাপুষ্ট ক্ষুদ্র ও মাঝারি এন্টারপ্রাইজের (এফএসপিডিএসএমই) উন্নয়নের জন্য আর্থিক খাত প্রকল্পে টু স্টেপ লোনের (টিএসএল) আওতায় সুবিধাজনক সুদহারে (ব্যাংক হার + সর্বোচ্চ ৫% স্প্রেড) শতভাগ পুনঃঅর্থায়ন/ প্রাক- পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা প্রদানের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

জুন ২০১৬ • আমানত ও ঋণের সুদ হারের নিম্নমুখী প্রবণতা বিবেচনা করে কৃষি ও পল্লি ঋণের সুদ হারের ঊর্ধ্বসীমা ১১% এর পরিবর্তে ১০% -এ নির্ধারণ করা হয়েছে।

২। মুদ্রানীতি উন্নয়ন

জানুয়ারি ২০১৬ • বাংলাদেশ ব্যাংকের রেপো ও রিভার্স রেপো সুদহার ৫০ বেসিস পয়েন্ট হ্রাস করে বিদ্যমান বার্ষিক শতকরা হার ৭.২৫ ও ৫.২৫ ভাগ থেকে যথাক্রমে শতকরা ৬.৭৫ ও ৪.৭৫ ভাগে পুনঃনির্ধারিত করা হয়েছে।

ফেব্রুয়ারি ২০১৬ • বাংলাদেশ সরকার ইসলামি বিনিয়োগ বন্ড (ইসলামি বন্ড) এর বিনিয়োগ কার্যক্রমকে গতিশীল ও আধুনিক করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক ইসলামি বন্ড সিস্টেম (আইবিএস) প্রবর্তন করেছে। এক্ষেত্রে ইসলামি বন্ড বিনিয়োগকারীদের স্ক্রিপ ব্যবহারের পরিবর্তে সিস্টেম থেকে 'System Generated Advice' ব্যবহার করার নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

ফেব্রুয়ারি ২০১৬

- সরকারি সিকিউরিটিজে তফসিলি ব্যাংকগুলোর বিনিয়োগ সুষমকরণের জন্য সরকারি সিকিউরিটিজে নিলামের ক্ষেত্রে প্রাইমারি ডিলারদের bidding/underwriting obligations বিষয়ক দায়-দায়িত্বে কতিপয় সংশোধনী আনা হয়েছে। প্রত্যেক প্রাইমারি ডিলারদের বিডিং underwriting obligation এর সমান হবে এবং প্রত্যেক বিডিং obligation এর মোট পরিমাণ প্রত্যেক নিলামের ঘোষণাকৃত পরিমাণের সমান হবে। বাংলাদেশ ব্যাংক ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে obligations ঘোষণা করবে। এছাড়া, নিলামের নন-কমপিটিটিভ বিডের পরিমাণ ঘোষণাকৃত পরিমাণের ৩০ শতাংশের বেশি হবে না। নিলামের ঘোষণাকৃত পরিমাণ যদি unsubscribed থাকে অথবা নিলাম কমিটি যদি ঘোষণাকৃত পরিমাণের চেয়ে কম গ্রহণ করে তবে underwriting obligation এর অনুপাত ভিত্তিতে অবশিষ্ট পরিমাণ প্রাইমারি ডিলারদের মধ্যে ডিভলভ হবে। সময়ে সময়ে বাংলাদেশ ব্যাংক সম্পূর্ণ অংশ বা আংশিক নিজেও ডিভলভ করতে পারবে। প্রাইমারি ডিলারদের সব ডিভলভমেন্ট নিলামের cut-off yield এ হবে।

এপ্রিল ২০১৬

- মুদ্রানীতি বাস্তবায়ন ও তারল্য ব্যবস্থাপনাকে আরো কার্যকর করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক বর্তমানে প্রচলিত ৩০ দিন মেয়াদি বাংলাদেশ ব্যাংক বিলের পাশাপাশি ৭ ও ১৪ দিন মেয়াদি বাংলাদেশ ব্যাংক বিল প্রবর্তন করেছে।

৩। বৈদেশিক খাত উন্নয়ন

জুলাই ২০১৫

- বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেন সহজ করার জন্য অনুমোদিত ডিলার ব্যাংকের লেনদেনসমূহের EXP ও IMP ফরমসমূহের হার্ডকপি মাসিক রিটার্নের সাথে বাংলাদেশ ব্যাংকে জমা দেয়া হতে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে নিষ্পত্তির পর পাঁচ বছর পর্যন্ত রেকর্ড ও পরবর্তী পরিদর্শনের জন্য অনুমোদিত ডিলার ব্যাংকের উক্ত ফরমসমূহ সংরক্ষণ করতে হবে।

জুলাই ২০১৫

- বৈদেশিক ঋণ প্রাপ্তি সহজ করার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক বিনিয়োগ বোর্ডের (বর্তমানে বাংলাদেশ ইনভেস্টমেন্ট ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (BIDA))অনুমোদনের সূত্রে গৃহীত ঋণের বিপরীতে বিদেশি ঋণদাতার পক্ষে জামানত তত্ত্বাবধায়ন সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে অনুমোদিত ডিলার ব্যাংকসমূহকে অনুমোদন দিয়েছে। এছাড়া ঋণ চুক্তি অনুযায়ী বিদেশি ঋণদাতার অনুকূলে ঋণগ্রহীতা কর্তৃক প্রদেয় গ্যারান্টি যেমন-কর্পোরেট গ্যারান্টি, ব্যক্তিগত গ্যারান্টি, তৃতীয় পক্ষীয় গ্যারান্টি ইত্যাদির ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদনের প্রয়োজন হবে না।

আগস্ট ২০১৫

- মানিচেঞ্জিং প্রতিষ্ঠান কতৃর্ক সরকারি ও বেসরকারি হজ্জ যাত্রীগণের নিকট জনপ্রতি নগদ বৈদেশিক মুদ্রা বহনের নির্ধারিত পরিমাণ সর্বোচ্চ মার্কিন ডলার ১০০০ (এক হাজার) বা সমতুল্য অন্য বৈদেশিক মুদ্রা নগদে ছাড় করা যাবে।

সেপ্টেম্বর ২০১৫

- ৬ সেপ্টেম্বর ২০১৫ সালে বাংলাদেশ সংসদে Foreign Exchange Regulation Act, ১৯৪৭ সংশোধিত হয়েছে এবং সংশোধিত আইনটির নাম দেয়া হয়েছে 'Foreign Exchange Regulation (Amendment) Act, 2015'।

সেপ্টেম্বর ২০১৫

- ১০,০০০ ডলার বা সমতুল্য অন্য বৈদেশিক মুদ্রা পর্যন্ত ইনওয়ার্ড রেমিট্যান্সের জন্য ফর্ম C-তে ঘোষণা প্রয়োজনীয় নয় মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে যা পূর্বে ৫,০০০ ডলার বা সমতুল্য অন্য বৈদেশিক মুদ্রার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ছিল।

সেপ্টেম্বর ২০১৫

- বিদেশে অনুমোদনযোগ্য কোর্সে বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের পড়াশুনার সুবিধার্থে ভিসা/ভর্তি প্রক্রিয়ার জন্য নির্দিষ্ট ব্যাংক অ্যাকাউন্টে/ শিক্ষার্থী অ্যাকাউন্টে বৈদেশিক মুদ্রা জমা করার সাধারণ অনুমতি দেয়া হয়েছে।

অক্টোবর ২০১৫

- অনলাইনে ভিসা প্রসেসিং ফি জমাদান প্রক্রিয়া সহজ করতে অনুমোদিত ডিলার ব্যাংকসমূহ জড়িত দূতাবাস/ হাই কমিশনের চাহিদানুসারে আইসিসি (International Credit Card) বা ভার্চুয়াল কার্ডের মাধ্যমে অনলাইনে ভিসা প্রসেসিং ফি প্রদান করতে পারবে।

অক্টোবর ২০১৫	• ক্ষুদ্র এবং মাঝারি ম্যানুফ্যাকচারিং ফার্মে দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়নের জন্য Long Term Financing Facility (LTFF) নামে Financial Sector Support Project (FSSP) এর আওতায় International Development Association (IDA)-র অর্থায়নে বৈদেশিক মুদ্রায় পুনঃঅর্থায়ন স্কিম চালু করা হয়েছে। এই প্রকল্পের আওতায় উপযুক্ত ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে আগাম প্রদান/পুনঃঅর্থায়নের জন্য মূলত দেশের ক্ষুদ্র ও মাঝারি এন্টারপ্রাইজে মূলধনী যন্ত্রপাতি ক্রয়ে এবং উপকরণ আপ-গ্রেড করতে, নতুনভাবে ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্প স্থাপনে বা বৃদ্ধি করতে, নির্দিষ্ট শিল্প এলাকায় পুনঃস্থাপন করতে ইত্যাদি ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক ৩-১০ বছর মেয়াদের দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়ন (Long Term Financing Facility-LTFF) করবে।
ডিসেম্বর ২০১৫	• অনুমোদিত ডিলার ব্যাংকসমূহ বিদেশে অবস্থানরত বাংলাদেশিদের বর্তমান Prudential Regulations for Consumer Financing গাইডলাইন অনুসারে বাংলাদেশে বাড়ি নির্মাণের জন্য মর্টগেজ লোন বৃদ্ধির অনুমতি প্রদান করেছে। বিদেশে অবস্থানরত বাংলাদেশিদের প্রদত্ত বাড়ি নির্মাণের জন্য লোন সুবিধাটি লোন-ইক্যুইটি অনুপাত ৫০:৫০ এর বেশি হবে না।
ডিসেম্বর ২০১৫	• ইপিজেডে অবস্থিত টাইপ সি ইন্ডাস্ট্রি ব্যাক টু ব্যাক ইমপোর্ট এলসি এর বিপরীতে ইনপুট আহরণের জন্য ইডিএফ লোন পাওয়ার যোগ্য হবে বলে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।
ডিসেম্বর ২০১৫	• জানুয়ারি ২০১৬ সাল হতে অনুমোদিত ডিলার ব্যাংকসমূহের মাসিক/মেয়াদভিত্তিক টিএম (ভ্রমণ ও বিবিধ) ফর্ম এবং এর সাথের ডকুমেন্টস বাংলাদেশ ব্যাংকে দাখিলের প্রয়োজনীয়তা রহিত করা হয়েছে। বর্তমানে অনুমোদিত ডিলার ব্যাংকসমূহকে বাংলাদেশ ব্যাংকের Online TM Monitoring System-এ অনলাইনে এ ধরনের লেনদেন সঠিকভাবে রিপোর্ট করতে হয়।
জানুয়ারি ২০১৬	• ACU এর পরিচালনা পর্ষদের সভার সিদ্ধান্তের সূত্রে ACU এর আওতাধীন লেনদেনে ACUভুক্ত দেশগুলোর কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মধ্যে অর্থ স্থানান্তরের সর্বনিম্ন সীমা ACU ডলার অথবা ACU ইউরো ৫০০ (পাঁচশত) নির্ধারণ করা হয়েছে।
জানুয়ারি ২০১৬	• বৈদেশিক মুদ্রায় অর্থায়ন সহজতর করতে রপ্তানিমুখী বস্ত্র ও বস্ত্রজাত পণ্যে এবং চামড়া প্রক্রিয়াজাতকরণ খাতের মূলধনী যন্ত্রপাতি এবং উপকরণ আমদানির জন্য ২০০ মিলিয়ন টাকার গ্রিন ট্রান্সফর্মেশন ফান্ড (জিটিএফ) তৈরি করা হয়েছে। জিটিএফ একটি আবর্তনশীল ফান্ড এবং জিটিএফ থেকে ঋণ ইউএস ডলারে উপযুক্ত ঋণগ্রহীতাকে আগাম/ পুনঃঅর্থায়নের জন্য অনুমোদিত ডিলার ব্যাংকসমূহকে প্রদান করা হবে। অনুমোদিত ডিলার ব্যাংকসমূহের উপর অর্থায়নের বিপরীতে সুদ প্রযোজ্য হবে ৬ মাসের USD LIBOR রেট যোগ ২.২৫ শতাংশ।
জানুয়ারি ২০১৬	• কাস্টমস আইন ১৯৬৯ এর আওতায় প্রাসঙ্গিক ব্যাগেজ রুলস অনুযায়ী নিবাস যাই হোক বাংলাদেশে প্রবেশকারী যাত্রীদের সোনা বা রূপার বুলিয়ান/ইংগট নির্ধারিত সীমা পর্যন্ত আনার অনুমতি দিয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক একটি নোটিফিকেশন জারি করেছে।
ফেব্রুয়ারি ২০১৬	• বিদেশের স্বনামধন্য ও নির্ভরযোগ্য উৎস হতে পণ্য ও সেবা (ডাউনলোডযোগ্য অ্যাপ্লিকেশন সফট্ওয়্যার, ই-বুক ম্যাগাজিন/ পত্রিকার সাবস্ক্রিপশন ফি ইত্যাদি) অনলাইনে বৈধ ক্রয়ের ক্ষেত্রে প্রতি লেনদেনে আন্তর্জাতিক কার্ডের সীমা ১০০ (একশত) ডলার বা তার সমান থেকে ৩০০ (তিনশত) ডলার বা তার সমান পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে।
মার্চ ২০১৬	• অনুমোদিত ডিলার শাখা হজ্জ বিষয়ে সেবা প্রদানকারী অনুমোদিত ওমরাহ্ হজ্জ এজেন্সির পক্ষে রাজকীয় সৌদি আরব সরকারের অনুমোদিত বক্তি বা প্রতিষ্ঠান বা তার এজেন্ট এর অনুকূলে সর্বোচ্চ সৌদি রিয়াল ২,০০,০০০ মূল্যমানের গ্যারান্টি বন্ড ইস্যু করার অনুমতি দিয়েছে। পূর্বে এ সীমা ছিল ১০০০ সৌদি রিয়াল।

মার্চ ২০১৬	• বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেন সংশ্লিষ্ট সকল অনুমোদিত ডিলার ব্যাংককে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারিকৃত "রপ্তানি নীতি আদেশ, ২০১৫-২০১৮" এর নির্দেশনাসমূহের যথাযথ পরিপালনের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।
মার্চ ২০১৬	• বাণিজ্য মন্ত্রণালয় "আমদানি নীতি আদেশ, ২০১৫-২০১৮" জারি করেছে। বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেন সংশ্লিষ্ট সকল অনুমোদিত ডিলার ব্যাংককে নীতিমালার নির্দেশনাসমূহের যথাযথ পরিপালনের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।
মার্চ ২০১৬	• Guidelines on Foreign Risk Management গাইডলাইনটি সংশোধিত হয়েছে। সকল ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে সংশোধিত গাইডলাইন পরিপালনের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।
এপ্রিল ২০১৬	• রপ্তানি বাণিজ্যকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে প্লাস্টিক দ্রব্য রপ্তানি ভর্তুকির তালিকায় যুক্ত হয়েছে। নিজস্ব কারখানায় উৎপাদিত প্লাস্টিক দ্রব্য রপ্তানির ক্ষেত্রে নিট এফওবি মূল্যের ওপর ১০ শতাংশ হারে উৎপাদনকারী-রপ্তানিকারকের ভর্তুকি প্রাপ্য হবে। তবে, রপ্তানির বিপরীতে শুল্ক বন্ড সুবিধা প্রাপ্ত এবং ফার্নিচার উৎপাদনের কোন পর্যায়ে ডিউটি ড্র-ব্যাক সুবিধাপ্রাপ্ত বা ইপিজেড এলাকায় অবস্থিত প্রতিষ্ঠানের জন্য আলোচ্য ভর্তুকি প্রযোজ্য হবে না।
এপ্রিল ২০১৬	• সরকার হিমায়িত চিংড়ি ও অন্যান্য মাছ রপ্তানির বিপরীতে নগদ সহায়তার বিদ্যমান সিলিং সীমা সংশোধন করেছে। পরিবর্তিত সিলিং সীমা হিমায়িত চিংড়ির ক্ষেত্রে পাউন্ড প্রতি সর্বোচ্চ মার্কিন ডলার ৪.৯৮ এবং অন্যান্য মাছের ক্ষেত্রে পাউন্ড প্রতি সর্বোচ্চ মার্কিন ডলার ১.৯৭।
এপ্রিল ২০১৬	• দেশের রপ্তানি বাণিজ্যকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে সরকার ফার্নিচার রপ্তানির বিপরীতে ভর্তুকি প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। ফার্নিচার রপ্তানির ক্ষেত্রে নিট এফওবি মূল্যের ওপর ১৫ শতাংশ হারে ভর্তুকি প্রাপ্য হবে। তবে রপ্তানির বিপরীতে কারখানার বন্ড লাইসেন্স থাকলে এবং ফার্নিচার উৎপাদনের কোন পর্যায়ে ডিউটি ড্র-ব্যাক সুবিধাপ্রাপ্ত বা ইপিজেড এলাকায় অবস্থিত প্রতিষ্ঠানের জন্য আলোচ্য সুবিধা প্রযোজ্য হবে না।
এপ্রিল ২০১৬	• ইউরো অঞ্চলে বস্ত্র/বস্ত্রজাত দ্রব্য রপ্তানির বিপরীতে বিদ্যমান ৪% এর অতিরিক্ত ২% বিশেষ নগদ সহায়তা অর্থবছর ১৬ থেকে প্রযোজ্য হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।
এপ্রিল ২০১৬	• রপ্তানি উন্নয়নের লক্ষ্যে অর্থবছর ১৬-এ চামড়াজাত দ্রব্য রপ্তানির বিপরীতে নগদ সহায়তা ১২.৫০ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি করে ১৫ শতাংশ হারে উন্নীত করা হয়েছে।
মে ২০১৬	• অনুমোদিত ডিলার ব্যংক port entry/on arrival ভিত্তিতে ভিসা প্রদানকারী দেশ/অঞ্চলসমূহে ভ্রমণেচ্ছু নিবাসী বাংলাদেশি নাগরিকদের অনুকূলে ভিসা ছাড়াই অন্যান্য প্রযোজ্য নির্দেশনাবলী পরিপালন সাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট দেশ/অঞ্চলের জন্য প্রযোজ্য অব্যবহৃত বার্ষিক ভ্রমণ কোটার সমপরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা ছাড়ের অনুমতি দেয়া হয়েছে। Port entry/on arrival ভিসা প্রদানকারী দেশ/অঞ্চলসমূহ ভ্রমণের ক্ষেত্রে ভিসা ব্যতীত বৈদেশিক মুদ্রা ইস্যুর বর্ণিত সুবিধাটি সরকারি, আধা-সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীগণের দাপ্তরিক প্রয়োজনে বিদেশ সফরে প্রাপ্য বৈদেশিক মুদ্রা ছাড়করণের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে। পূর্বে ভিসা ব্যতীত বিদেশ ভ্রমণেচ্ছুদের অনুকূলে সর্বোচ্চ মার্কিন ডলার ২০০ বা সমমূল্যের বৈদেশিক মুদ্রা ছাড়করণের বিষয় উল্লেখ রয়েছে।
জুন ২০১৬	• কিছু শর্তের আওতায় নিবাসী বাংলাদেশিদের আন্তর্জাতিক জার্নালে প্রকাশিত আর্টিকেল প্রকাশনা সংক্রান্ত ফি রেমিট্যান্স পাঠানোর জন্য এডি ব্যাংকগুলোকে অনুমতি দেয়া হয়েছে।

পরিশিষ্ট-২

অর্থবছর ১৬-এ বাংলাদেশ ব্যাংকের গবেষণা কার্যক্রম

বাংলাদেশ ব্যাংকের সাম্প্রতিক গবেষণা কার্যক্রমের সারসংক্ষেপ এবং স্বল্প/মধ্যমেয়াদি কর্মসূচি

গবেষণা বিভাগ, মনিটরি পলিসি ডিপার্টমেন্ট এবং চীফ ইকোনোমিস্ট'স ইউনিট এর কিছু গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা কাজের সারসংক্ষেপ এখানে বর্ণিত হলো। এছাড়া বাংলাদেশ ব্যাংকের অন্যান্য বিভাগের বিশ্লেষণধর্মী/চলমান গবেষণা কার্যক্রমের উপরও সংক্ষেপে আলোকপাত করা হলো। সকল কার্যক্রম কয়েকটি শ্রেণিতে বিভক্তঃ (ক) বাংলাদেশের অর্থনীতির সামগ্রিক এবং বিষয়ভিত্তিক অগ্রগতির সমন্বিত বিশ্লেষণ (খ) সুনির্দিষ্ট অর্থনৈতিক/আর্থিক খাতের উপর প্রায়োগিক গবেষণা এবং (গ) বিশ্লেষণমুখী নতুন কৌশলের অগ্রগতি ও সক্ষমতা বিনির্মাণ।

বাংলাদেশের অর্থনীতি সম্পর্কিত বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা/প্রতিবেদন এবং তাদের সংখ্যা (frequency)

- বাংলাদেশ ব্যাংকের বার্ষিক রিপোর্ট (ইংরেজি সংস্করণ)- অন্যান্য বিভাগ থেকে সংগৃহীত তথ্য-উপাত্ত নিয়ে গবেষণা বিভাগ কর্তৃক প্রথম খসড়া প্রণয়ন এবং চীফ ইকোনোমিস্ট, সিনিয়র অর্থনৈতিক উপদেষ্টা এবং অর্থনৈতিক উপদেষ্টা কর্তৃক চূড়ান্ত সম্পাদনা;
- Monetary Policy Statement (MPS) - চীফ ইকোনোমিস্ট'স ইউনিট এবং মনিটরি পলিসি ডিপার্টমেন্ট কর্তৃক যৌথভাবে প্রস্তুতকৃত অর্থনৈতিক অগ্রগতির হালনাগাদকৃত তথ্যসহ অর্ধবার্ষিক মুদ্রানীতির কৌশল ঘোষণা;
- Bangladesh Bank Quarterly (BBQ)- চীফ ইকোনোমিস্ট'স ইউনিট কর্তৃক প্রস্তুতকৃত স্বল্পমেয়াদি সম্ভাবনাসহ বিগত ত্রৈমাসিকের অর্থনৈতিক অগ্রগতির বিশ্লেষণ;
- Monthly Economic Indicators (MEI)- মনিটরি পলিসি ডিপার্টমেন্ট কর্তৃক প্রস্তুতকৃত সামষ্টিক অর্থনীতির প্রধান নির্দেশকগুলোর মাসিক হালনাগাদকৃত প্রতিবেদন;
- Quarterly Financial Stability Assessment Report (QFSAR)- ফাইন্যান্সিয়াল স্ট্যাবিলিটি ডিপার্টমেন্ট কর্তৃক বিগত ত্রৈমাসিকসমূহের আর্থিক পরিবর্তন, ঝুঁকি মূল্যায়ন এবং অগ্রগতি সম্পর্কিত বিশ্লেষণ;
- Financial Stability Report (FSR)- ফাইন্যান্সিয়াল স্ট্যাবিলিটি ডিপার্টমেন্ট কর্তৃক বাংলাদেশের অর্থনীতিতে আর্থিক স্থিতিশীলতার প্রধান সূচকগুলোর পর্যালোচনা, অভ্যন্তরীণ আর্থিক খাতের স্থিতিস্থাপকতা এবং বিগত বছরের তথ্যসমূহের উপর ভিত্তি করে আর্থিক খাতের গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতির মূল্যায়নসহ একটি বার্ষিক প্রতিবেদন;
- প্রাণোদ্দীপ্ত বাংলাদেশ, স্থিতিশীলতা ও সম্ভাবনার অর্থনীতি- চীফ ইকোনোমিস্ট'স ইউনিট, মনিটরি পলিসি ডিপার্টমেন্ট, গবেষণা বিভাগ, বৈদেশিক মুদ্রা নীতি বিভাগ, এবং পরিসংখ্যান বিভাগ কর্তৃক যৌথভাবে প্রস্তুতকৃত একটি কালভিত্তিক প্রামাণ্য উপস্থাপনা;
- সাস্‌টেইনেবল ফাইন্যান্স বিভাগ কর্তৃক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর গ্রিন ব্যাংকিং কার্যক্রম এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের গ্রিন অর্থায়ন কার্যক্রমের উপর ত্রৈমাসিক পর্যালোচনা প্রতিবেদন;
- গবেষণা বিভাগ কর্তৃক অর্থ মন্ত্রণালয়ের জাতীয় বাজেট ডকুমেন্ট এবং "বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা" এর Background Paper প্রস্তুতকরণ;
- গবেষণা বিভাগ কর্তৃক অর্থ মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রকাশনা "ব্যাংক, বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রম" পুস্তিকার পাণ্ডুলিপি প্রস্তুতকরণ;
- পরিসংখ্যান বিভাগ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত "Foreign Direct Investment (FDI) in Bangladesh" শীর্ষক অর্ধ-বার্ষিক জরিপ প্রতিবেদন;
- গবেষণা বিভাগ কর্তৃক বাংলাদেশে ইসলামি ব্যাংকিং কার্যক্রমের অগ্রগতির উপর "Developments of Islamic Banking in Bangladesh" শীর্ষক ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন;

- গবেষণা বিভাগ কর্তৃক বাংলাদেশে রেমিট্যান্স প্রবাহের উপর "Quarterly Report on Remittance Inflows" শীর্ষক ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন;
- গবেষণা বিভাগ কর্তৃক বাংলাদেশে তৈরি পোশাক খাতের অগ্রগতির উপর "Quarterly Review on RMG" শীর্ষক ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন;
- গবেষণা বিভাগ কর্তৃক বাংলাদেশ সরকারের রাজস্ব আয়ের উপর "Quarterly Analysis on Government Revenue Receipts" শীর্ষক ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন;
- গবেষণা বিভাগ কর্তৃক অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে সরকারের ঋণের উপর মাসিক প্রতিবেদন;
- গবেষণা বিভাগ কর্তৃক কৃষি ও গ্রামীণ অর্থনীতির অর্থায়নের উপর মাসিক প্রতিবেদন;
- গবেষণা বিভাগ কর্তৃক "Outstanding Principal Liabilities Against the Facilities Received from the IMF" শীর্ষক বার্ষিক প্রতিবেদন;

অর্থবছর ১৬ এ সমাপ্ত এবং চলমান সুনির্দিষ্ট অর্থনৈতিক/আর্থিক খাত বিষয়ক গবেষণামূলক বিশ্লেষণ

(ক) মুদ্রানীতি/মূল্যস্ফীতি সম্পর্কিত

- "Price and Income Elasticity of Imports in Bangladesh: An ARDL Bounds Test Approach" (বাংলাদেশ ব্যাংক ওয়ার্কিং পেপার নং ১৬০১, মনিটারি পলিসি ডিপার্টমেন্ট)
- "Determining the Growth-maximizing Threshold Level of Inflation in Bangladesh" (বাংলাদেশ ব্যাংক ওয়ার্কিং পেপার নং ১৬০২, গবেষণা বিভাগ)
- "Effectiveness of Monetary Transmission Channels in Bangladesh: Evidence from a Floating Exchange Rate Regime" (বাংলাদেশ ব্যাংক ওয়ার্কিং পেপার নং ১৬০৭, গবেষণা বিভাগ)
- "Forecasting Inflation and Output in Bangladesh: Evidence from a VAR Model" (বাংলাদেশ ব্যাংক ওয়ার্কিং পেপার নং ১৬১০, মনিটারি পলিসি ডিপার্টমেন্ট ও গবেষণা বিভাগ)
- "Forecasting Bangladesh's Inflation Using Seasonal ARIMA Models" (চীফ ইকোনোমিস্ট'স ইউনিট কর্তৃক Monetary Policy Statement এর জন্য)
- "Constructing Property Price Index" (গবেষণা বিভাগের চলমান বিশেষ গবেষণা কর্ম)
- "The Effectiveness of Monetary targeting Framework in Bangladesh" (চীফ ইকোনোমিস্ট'স ইউনিটের চলমান ওয়ার্কিং পেপার)
- "The Effect of Monetary Policy Rate Changes on Market rates: The Bangladesh Experience" (চীফ ইকোনোমিস্ট'স ইউনিটের চলমান ওয়ার্কিং পেপার)
- "The Relative Importance of Core and Headline Inflation in Bangladesh: Which one to Take for Monetary Policy" (চীফ ইকোনোমিস্ট'স ইউনিটের চলমান ওয়ার্কিং পেপার)
- "Assessing the Linkage among Financial Stability, Economic Growth and Monetary Policy" (ফাইন্যান্সিয়াল স্ট্যাবিলিটি ডিপার্টমেন্টের চলমান ওয়ার্কিং পেপার)
- "Macroprudential Policies for Financial Stability: Does It Matter for Emerging Economy?" (BIBM কর্তৃক আয়োজিত 'Annual Banking Conference 2015' এ উপস্থাপিত)

(খ) আর্থিক খাত সম্পর্কিত

- "NGO/NPO Sector Assessment of Bangladesh: Regulatory Framework Review & Terrorist Financing Risk Assessment, Bangladesh Bank, 2015" (বাংলাদেশ ব্যাংক বিশেষ গবেষণা কর্ম, SRW No. 1505, বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট)
- "A Survey Report on an Enquiry into the Causes of High Increase in Loans to the Small and Medium Enterprises (SME) and Its Economic Impact-An edited English version" (বাংলাদেশ ব্যাংক বিশেষ গবেষণা কর্ম, SRW No. 1601, গবেষণা বিভাগ)
- "Impact Assessment of Agricultural Credit Program for the Sharecroppers in FY2015 Implemented by BRAC under Refinancing Scheme of Bangladesh Bank" (বাংলাদেশ ব্যাংক বিশেষ গবেষণা কর্ম, SRW No. 1602, গবেষণা বিভাগ)
- "Does Agricultural Credit Play Any Role in Reducing Rural Poverty in Bangladesh?" (বাংলাদেশ ব্যাংক ওয়ার্কিং পেপার নং ১৬০৪, গবেষণা বিভাগ)
- "Nexus between Bank's Liquidity and Profitability in Bangladesh: An Empirical Overview" (বাংলাদেশ ব্যাংক ওয়ার্কিং পেপার নং ১৬১২, গবেষণা বিভাগ)
- "Examining the Interaction between the Policy rate and Lending rate in Bangladesh" (বাংলাদেশ ব্যাংক ওয়ার্কিং পেপার নং ১৬১৩, মনিটারি পলিসি ডিপার্টমেন্ট)
- "Is the Capital Market of Bangladesh Efficient?" (বাংলাদেশ ব্যাংক ওয়ার্কিং পেপার নং ১৬১৪, চীফ ইকোনোমিস্ট'স ইউনিট)
- "Examining Potentials of Sukuk in Financing Infrastructure Projects in Bangladesh" (Journal of Islamic Economics, Banking and Finance, Vol-12, No. 2, April-June, 2016 এ প্রকাশিত)
- "Islamic Banking in Bangladesh: Current Status, Challenges and Policy Options" (Thoughts on Economics, Vol. 25 (1& 2), January-June 2015-2016 সালে প্রকাশিত)
- "Interest Rate Spread; Probable Causes and Remedies: A Bangladesh Perspective" (৩৭ তম বোর্ড সভায় অর্থনৈতিক উপদেষ্টা কর্তৃক উপস্থাপিত একটি বিশ্লেষণধর্মী প্রতিবেদন)
- "Does Microcredit Support get Women Empowerment? Case of Non-Governmental Organizations (NGOs) in Bangladesh" (Global Journal of Human-Social Science: An Arts & Humanities-Psychology, Vol. 15, Issue 10 এ প্রকাশিত)
- "Credit Risk Arising in the Banks from Loans Sanctioned against Inadequate Collateral" (বাংলাদেশ ব্যাংকের গবেষণা বিভাগ, বিআরপিডি, ডিওএস ও ডিবিআই কর্তৃক চলমান বিশেষ গবেষণা কর্ম).
- "Mobile Banking and Economic Development in Bangladesh" (বাংলাদেশ ব্যাংকের গবেষণা বিভাগ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক চলমান বিশেষ গবেষণা কর্ম)
- "Islamic microfinance in Bangladesh-Prospects and Potentialities" (গবেষণা বিভাগ কর্তৃক চলমান বিশেষ গবেষণা কর্ম)
- "National Lottery in Bangladesh and its potentialities" (বাংলাদেশ ব্যাংকের গবেষণা বিভাগ কর্তৃক চলমান বিশেষ গবেষণা কর্ম)
- "Changes of Loan Classification, Rescheduling, Provisioning and Write off Policies and Its Impact Analysis: An Overview" (চীফ ইকোনোমিস্ট'স ইউনিটের চলমান ওয়ার্কিং পেপার)

- "Factors Affecting the Nonperforming Loans in Commercial Banks of Bangladesh" (চীফ ইকোনোমিস্ট'স ইউনিটের চলমান ওয়ার্কিং পেপার)
- "How Mutual Funds Affect the Capital Market in Bangladesh?" (চীফ ইকোনোমিস্ট'স ইউনিটের চলমান ওয়ার্কিং পেপার)
- "How to Make the Secondary Market for Government Securities More Dynamic in Bangladesh?" (চীফ ইকোনোমিস্ট'স ইউনিটের চলমান ওয়ার্কিং পেপার)
- "The Role of SME Loans on Employment Generation: Bangladesh Perspective" (গবেষণা বিভাগের চলমান ওয়ার্কিং পেপার).
- "The Nexus between Bank Credit and Economic Growth in Bangladesh" (গবেষণা বিভাগের চলমান ওয়ার্কিং পেপার)
- "Lending Rate and Nonperforming Loan: Examining the Relationship in Bangladesh" (চীফ ইকোনোমিস্ট'স ইউনিটের চলমান ওয়ার্কিং পেপার)
- "Lending Rate Behavior in State owned Commercial banks and Private Commercial banks in Bangladesh" (চীফ ইকোনোমিস্ট'স ইউনিটের চলমান ওয়ার্কিং পেপার)
- "An Analysis of Systemic Risk in Bangladesh Banking Sector: Systemic Contingent Claim Approach (SCCA)" (ফাইন্যান্সিয়াল স্ট্যাবিলিটি ডিপার্টমেন্টের চলমান ওয়ার্কিং পেপার)
- "Assessment of Inter-bank Transmission of Credit Risk" (ফাইন্যান্সিয়াল স্ট্যাবিলিটি ডিপার্টমেন্টের চলমান ওয়ার্কিং পেপার)
- "Financial Inclusion Index at District Levels in Bangladesh: A Distance-based Approach" (বাংলাদেশ ব্যাংক ওয়ার্কিং পেপার নং ১৬০৩, চীফ ইকোনোমিস্ট'স ইউনিট)
- "Financial Inclusion and Shadow Banking" (এফআইডি ও বিআইবিএম এর চলমান গবেষণা)
- "Relationship between Real Interest Rates and Savings in SAARC Countries" (চীফ ইকোনোমিস্ট'স ইউনিটের চলমান ওয়ার্কিং পেপার)
- "Savings and Income Inequality of Bangladesh" (গবেষণা বিভাগের চলমান ওয়ার্কিং পেপার)
- "Analyzing the Behavior of Interest Rate Spread in Bangladesh" (গবেষণা বিভাগের চলমান ওয়ার্কিং পেপার)

(গ) বহিঃঅর্থনীতি খাত সম্পর্কিত

- "The Impact of the Real Effective Exchange Rate on Real Export Earnings in Bangladesh" (বাংলাদেশ ব্যাংক ওয়ার্কিং পেপার নং ১৬০৫, মনিটারি পলিসি ডিপার্টমেন্ট ও গবেষণা বিভাগ)
- "Real or Nominal Shocks: What Drives the Exchange Rate Movements in Bangladesh?" (বাংলাদেশ ব্যাংক ওয়ার্কিং পেপার নং ১৬০৬, গবেষণা বিভাগ ও এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস বিভাগ)
- "Revisiting the Marshall-Lerner Condition in the Bangladesh Economy: A Cointegration Approach" (বাংলাদেশ ব্যাংক ওয়ার্কিং পেপার নং ১৬০৮, মনিটারি পলিসি ডিপার্টমেন্ট)
- "Does the Import of Capital Goods Spur Manufacturing Output Growth in Bangladesh?" (বাংলাদেশ ব্যাংক ওয়ার্কিং পেপার নং ১৬১১, গবেষণা বিভাগ)

- "Equilibrium Exchange Rate Estimation for Taka- A Cointegration Analysis" (ব্যাংক পরিক্রমা-একটি ব্যাংকিং ও ফাইন্যান্স বিষয়ক সাময়িকী, ভলিউম XL, নং ১-৪, মার্চ-ডিসেম্বর ২০১৫ সংখ্যায় প্রকাশিত)
- "The Determinants of Demand for International Reserves in Bangladesh" (IBB জার্নাল, ভলিউম-৬১, নং. ২, জুলাই-ডিসেম্বর ২০১৪ সংখ্যায় (২০১৬ সালে) প্রকাশিত)
- "Revisiting the Feildstein-Horioka Puzzle: The Case of Bangladesh" (Thoughts on Economics -শীর্ষক ইসলামিক ইকোনোমিক রিসার্চ ব্যুরোর জার্নালের ২০১৬ সংখ্যায় প্রকাশের জন্য গৃহীত)
- "A Survey Report on the Utilization of Worker's Remittances in Bangladesh" (গবেষণা বিভাগ কর্তৃক চলমান বিশেষ গবেষণা কর্ম)
- "Trade Misinvoicing and Related Issues in Bangladesh" (গবেষণা বিভাগ, বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (BIDA) ও NBR কর্তৃক চলমান বিশেষ গবেষণা কর্ম)
- "Effects of Exchange Rate Movements on Current Account Balance in Bangladesh" (চীফ ইকোনোমিস্ট'স ইউনিটের চলমান ওয়ার্কিং পেপার)
- "Does Foreign Borrowing Worsening Domestic Credit Demand?" (চীফ ইকোনোমিস্ট'স ইউনিটের চলমান ওয়ার্কিং পেপার)
- "Is Bangladesh Ready to Make its Capital Account Convertible?" (চীফ ইকোনোমিস্ট'স ইউনিটের চলমান ওয়ার্কিং পেপার)
- "Is Inflow of foreign Loans in Bangladesh Sensitive to Interest Rate Differentials?" (গবেষণা বিভাগের চলমান ওয়ার্কিং পেপার)

(ঘ) প্রকৃত অর্থনীতি খাত সম্পর্কিত

- "Public and Private Investment Nexus in Bangladesh: Crowding-in or out?" (বাংলাদেশ ব্যাংক ওয়ার্কিং পেপার নং ১৬০৯, চীফ ইকোনোমিস্ট'স ইউনিট)
- "The Impact of Geographic Surroundings on Economic Growth: A Panel Data Approach" (বাংলাদেশ ব্যাংক ওয়ার্কিং পেপার নং ১৬১৫, গবেষণা বিভাগ ও মনিটারি পলিসি ডিপার্টমেন্ট)
- "An Empirical Inquiry into the validity of Wagner's Law in South Asia: A Panel Unit Root and Cointegration Analysis" (Thoughts on Banking and Finance-শীর্ষক BBTA জার্নালের ভলিউম ৫, নং ১, জানুয়ারি-জুন ২০১৬ এ প্রকাশিত)
- "Forecasting Output Growth of Bangladesh" (চীফ ইকোনোমিস্ট'স ইউনিট কর্তৃক Monetary Policy Statement এর জন্য)
- "The Behavior of Saving and Investment in Bangladesh" (চীফ ইকোনোমিস্ট'স ইউনিটের চলমান ওয়ার্কিং পেপার)
- "Savings Behaviour in Bangladesh" (চলমান গবেষণা কার্যক্রম)

সক্ষমতা তৈরি এবং নতুন বিশ্লেষণাত্মক কৌশলের অগ্রগতি

- ২০১২ সন হতে বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমিতে 'Thoughts on Banking and Finance' নামে একটি জার্নাল প্রকাশিত হচ্ছে। এখন পর্যন্ত ৪টি ভলিউম প্রকাশিত হয়েছে, যার নির্বাহী সম্পাদক গবেষণা বিভাগের

একজন কর্মকর্তা যিনি প্রেষণে বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমিতে নিযুক্ত আছেন।

- ঘরোয়া সেমিনারে বহিঃবিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ কর্তৃক গবেষণা কর্মের প্রচার এবং বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত নির্বাচিত বিষয়গুলো হলোঃ হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ইনডেক্স, টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পরিবেশ সংরক্ষণে অর্থায়নঃ বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ব্যাংকিং খাতের ভূমিকা, মুদ্রানীতি ও বাংলাদেশ ব্যাংকের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুসমূহ, প্রবৃদ্ধিতে অন্তর্দৃষ্টি ও নতুনত্বের ভূমিকাঃ গ্রামীণফোন সৃষ্টির কেস স্টাডি, ইত্যাদি।
- বাংলাদেশ ব্যাংক ও UNDESA -এর যৌথ উদ্যোগে "Macroeconomic Stability, Private Sector Development, and Economic Growth" শীর্ষক দু'দিন ব্যাপী একটি আন্তর্জাতিক কর্মশালার আয়োজন করা হয়।
- বিশ্বব্যাংকের সিনিয়র ভাইস-প্রেসিডেন্ট ও চীফ ইকোনোমিস্ট ড. কৌশিক বসু কর্তৃক একটি গণবক্তৃতার আয়োজন করা হয়।
- যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা হতে আগত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ কর্তৃক গবেষণা কর্মকর্তাদের জন্য টাইম সিরিজ (Time Series) ও প্যানেল ডাটা (Panel Data) -এর উপর ইকোনোমেট্রিক রিসার্চ বিষয়ে দু'টি প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়।

পরিশিষ্ট-৩

বাংলাদেশঃ কিছু নির্বাচিত পরিসংখ্যান

সারণী ১ প্রধান সামষ্টিক অর্থনৈতিক সূচকসমূহের গতিধারা

সূচকসমূহ	অর্থবছর ০৭	অর্থবছর ০৮	অর্থবছর ০৯	অর্থবছর ১০	অর্থবছর ১১	অর্থবছর ১২	অর্থবছর ১৩	অর্থবছর ১৪	অর্থবছর ১৫ স	অর্থবছর ১৬সা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১। জিডিপি প্রবৃদ্ধি হার (অর্থবছর ০৬'র স্থির বাজার মূল্যে)	৭.১	৬.০	৫.১	৫.৬	৬.৫	৬.৫	৬.০	৬.১	৬.৬	৭.১
২। ব্যাপক মুদ্রা যোগানের (এম২) প্রবৃদ্ধির হার	১৭.১	১৭.৬	১৯.২	২২.৪	২১.৩	১৭.৪	১৬.৭	১৬.১	১২.৪	১৬.৩
৩। জিডিপি ডিফ্লেটর (শতকরা পরিবর্তন)©	৬.৫	৭.৯	৬.৮	৭.১	৭.৯	৮.২	৭.২	৫.৭	৫.৯	৬.৭
৪। বার্ষিক মূল্যস্ফীতির হার (ভিত্তি ঃ অর্থবছর ৯৬=১০০)	৭.২	৯.৯	৬.৭	৭.৩	৮.৮	৮.৭@	৬.৮@	৭.৪@	৬.৪@	৫.৯@
৫। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)	৫০৭৭	৬১৪৯	৭৪৭১	১০৭৫০	১০৯১২	১০৩৬৪	১৫৩১৫	২১৫০৮	২৫০২৫	৩০১৬৮
৬। নিট বৈদেশিক সম্পদ (বিলিয়ন টাকা)	৩২৮.৭	৩৭৩.২	৪৭৪.৬	৬৭০.৭	৬৯৫.৩	৭৪২.৮	১১২০.৭	১৫৫২.৯	১৮৮৫.৬	২৩১৬.৬
৭। বিনিময় হার (টাকা-ডলার)	৬৯.০	৬৮.৬	৬৮.৮	৬৯.২	৭১.২	৭৯.১	৭৯.৯	৭৭.৭	৭৭.৭	৭৮.৩
৮। রিয়ার সূচক জুন শেষে (ভিত্তি ঃ অর্থবছর ০১=১০০)	৮৬.৬	৮৬.০	৯১.৩	৯৭.৭	১০০.০***	১০০.৬***	১১০.১***	১১৪.৪***	১৩০.৬***	১৩৭.৯প্রা
৯। টাকায় মাথাপিছু জিডিপি (চলতি বাজার মূল্যে)©	৩৮৭৭৩	৪৩৭১৯	৪৮৩৫৯	৫৩৯৬১	৬১১৯৮	৬৯৬১৪	৭৮০০৯	৮৬২৬৬	৯৬০০৪	১০৮৩৭৮
			(জিডিপি'র শতকরা হার)							
১০। অভ্যন্তরীণ সঞ্চয়	২০.৮	১৯.২	২০.৩	২০.৮	২০.৬	২১.২	২২.০	২২.১	২২.২	২৫.০
১১। বিনিয়োগ	২৬.২	২৬.২	২৬.২	২৬.৩	২৭.৪	২৮.৩	২৮.৪	২৮.৬	২৮.৯	২৯.৭
১২। রাজস্ব আয়	৯.০	৯.৬	৯.১	৯.৫	১০.২	১০.৯	১০.৭	১০.৫	৯.৬	১০.২
১৩। রাজস্ব ব্যয়	৭.৭	৮.৩	৮.৭	৮.৪	৮.৫	৮.৫	৮.৩	৮.২	৭.৯	৮.৭
১৪। রাজস্ব উদ্বৃত্ত (+) /রাজস্ব ঘাটতি (−)	১.৩	১.৩	০.৪	১.১	১.৭	২.৪	২.৪	২.৩	১.৭	১.৫
১৫। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)	৩.৯	৩.৬	২.৮	৩.২	৩.৬	৩.৬	৪.১	৪.১	৪.০	৫.৩
১৬। অন্যান্য ব্যয়	০.৬	৩.০	১.১	১.১	১.৯	২.৪	২.১	১.৭	১.৭	১.৩
১৭। মোট ব্যয়	১২.২	১৪.৯	১২.৫	১২.৭	১৪.০	১৪.৫	১৪.৫	১৪.০	১৩.৫	১৫.৩
১৮। সার্বিক বাজেট ঘাটতি (অনুদান ব্যতীত)	৩.২	৫.৩	৩.৪	৩.২	৩.৯	৩.৬	৩.৮	৩.৬	৩.৯	৫.০
১৯। সার্বিক বাজেট ঘাটতি (অনুদানসহ)	২.৮	৪.৬	৩.১	২.৮	৩.৬	৩.২	৩.৩	৩.১	৩.৭	৪.৭
২০। সার্বিক বাজেট ঘাটতির অর্থায়ন (ক+খ)*	২.৮	৪.৬	৩.১	২.৮	৩.৬	৩.২	৩.৩	৩.১	৩.৭	৪.৭
ক) নিট বৈদেশিক অর্থায়ন	০.৯	১.৪	০.৪	০.৮	০.৩	০.৩	০.৫	০.৩	০.৩	১.১
খ) নিট অভ্যন্তরীণ অর্থায়ন (১+২)	১.৮	৩.২*	২.৭	২.০	৩.৩	২.৯	২.৮	২.৮	৩.৪	৩.৬
১) ব্যাংক ঋণ	১.২	১.৭	১.৯	-০.৩	২.৭	২.৬	২.৩	১.৩	০.০৩	১.৮
২) ব্যাংক বহির্ভূত ঋণ	০.৬	০.৩	০.৮	২.৩	০.৬	০.৩	০.৫	১.৫	৩.৩	১.৮
২১। সরকারের ঋণের স্থিতি (১+২)	৩৮.৬	৩৭.১	৩৫.৯	৩২.৩	৩২.৪	৩১.৮	৩০.০	২৯.২	২৭.৫	২৭.২
১) অভ্যন্তরীণ ঋণ	১৪.৩	১৫.০	১৫.৫	১৪.৭	১৫.২	১৫.২	১৫.১	১৫.১	১৫.২	১৫.৫
২) বৈদেশিক ঋণ**	২৪.৩	২২.১	২০.৪	১৭.৬	১৭.২	১৬.৬	১৪.৯	১৪.১	১২.৩	১১.৭
২২। চলতি হিসাবের ভারসাম্য ঃ উদ্বৃত্ত (+)/ঘাটতি (-)	১.২	০.৮	২.৪	৩.২	-১.৩	-০.৩	১.৬	০.৮	১.৫	১.৭

* নন-ক্যাশ বন্ড (বিপিসির দায়) ৭৫.২৩ বিলিয়ন টাকাসহ।
** আইএমএফ ঋণ ব্যতীত।
*** নতুন ভিত্তি ২০১০-১১ এবং ১০টি মুদ্রা ঝুড়ি।
© নতুন ভিত্তি ২০০৫-০৬।
স সংশোধিত, প্রা প্রাক্কলিত।

উৎস ঃ (১) বাংলাদেশ ব্যাংক, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৬ এবং বাজেটের সংক্ষিপ্তসার ২০১৬-১৬ এবং ২০১৬-১৭।

সারণী ২ মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামোঃ প্রধান নির্দেশকসমূহ*

সূচকসমূহ	প্রকৃত				সংশোধিত	প্রক্ষেপণ		
	অর্থবছর ১২	অর্থবছর ১৩	অর্থবছর ১৪	অর্থবছর ১৫	অর্থবছর ১৬	অর্থবছর ১৭	অর্থবছর ১৮	অর্থবছর ১৯
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
প্রকৃত খাত								
জিডিপি প্রবৃদ্ধি (%)	৬.৫	৬.০	৬.১	৬.৬	৭.১	৭.২	৭.৪	৭.৬
মূল্যস্ফীতি (%)	৮.৭	৬.৮	৭.৪	৬.৪	৬.২	৫.৮	৫.৬	৫.৫
মোট বিনিয়োগ (জিডিপি'র শতকরা হার)	২৮.৩	২৮.৪	২৮.৬	২৮.৯	২৯.৪	৩১.০	৩১.৮	৩২.৭
বেসরকারি	২২.৫	২১.৭	২২.০	২২.১	২১.৮	২৩.৩	২৪.০	২৪.৭
সরকারি	৫.৮	৬.৬	৬.৫	৬.৮	৭.৬	৭.৭	৭.৮	৮.০
রাজস্ব খাত (জিডিপি'র শতকরা হার)								
মোট রাজস্ব আয়	১০.৯	১০.৭	১০.৪	৯.৬	১০.৩	১২.৪	১২.৭	১৩.১
কর	৯.০	৯.০	৮.৬	৮.৫	৯.০	১০.৭	১১.০	১১.৩
কর ব্যতীত	১.৮	১.৭	১.৮	১.১	১.৩	১.৬	১.৭	১.৮
সরকারি ব্যয়	১৪.৪	১৪.৬	১৪.০	১৩.৪	১৫.৩	১৭.৩	১৭.৬	১৮.০
বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি	৩.৬	৪.১	৪.১	৩.৯	৫.৩	৫.৬	৫.৯	৬.১
সার্বিক ভারসাম্য	-৩.৬	-৩.৯	-৩.৬	-৩.৮	-৫.০	-৫.০	-৪.৯	-৪.৯
অর্থায়ন	৩.৬	৩.৯	৩.৬	৩.৮	৫.০	৫.০	৪.৯	৪.৯
অভ্যন্তরীণ অর্থায়ন	২.৯	২.৮	২.৮	৩.৪	৩.৬	৩.৪	৩.৪	৩.৪
বৈদেশিক অর্থায়ন (নিট)	০.৭	১.১	০.৭	০.৪	১.৫	১.৭	১.৭	১.৭
মুদ্রা ও ঋণ (% পরিবর্তন)								
অভ্যন্তরীণ ঋণ	১৮.৮	১১.০	১১.৬	১০.০	১৫.৫	১৫.৬	১৬.১	১৬.১
বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবাহ	১৯.৭	১০.৮	১২.৩	১৩.২	১৪.৮	১৫.০	১৫.০	১৫.০
ব্যাপক মুদ্রা (এম২)	১৭.৪	১৬.৭	১৬.১	১২.৪	১৫.০	১৫.৬	১৫.৬	১৫.৭
বৈদেশিক খাত (% পরিবর্তন)								
রপ্তানি (এফওবি)	৬.২	১০.৭	১২.১	৩.৩	১০.০	১০.০	১১.০	১২.০
আমদানি (এফওবি)	২.৪	০.৮	৮.৯	৪.৫	৯.০	১১.০	১২.০	১২.০
রেমিট্যান্স	১১.৬	১১.৬	-১.৫	৭.৫	৩.০	১০.০	১১.০	১১.০
চলতি হিসাবের ভারসাম্য (জিডিপি'র শতকরা হার)	-০.৩	১.৫	০.৮	০.৪	০.৩	-০.২	-০.৪	-০.৬
মোট বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ (বিলিয়ন মার্কিন ডলার)	১০.৪	১৫.৩	২১.৫	২৫.০	২৮.০	৩১.৩	৩৫.৩	৪০.০
আমদানির মাস হিসেবে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ	৩.২	৪.৬	৫.৯	৬.৫	৬.৭	৬.৮	৬.৮	৬.৯
জিডিপি (চলতি বাজার মূল্যে, বিলিয়ন টাকা)	১০৫৫২	১১৯৮৯	১৩৪৩৭	১৫১৫৮	১৭২৯৬	১৯৬১০	২২২৩১	২৫১৯৮

উৎসঃ বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০১৬।

সারণী ৩ মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি), সঞ্চয় ও বিনিয়োগ

(বিলিয়ন টাকা)

বিবরণ	অর্থবছর ০৯	অর্থবছর ১০	অর্থবছর ১১	অর্থবছর ১২	অর্থবছর ১৩	অর্থবছর ১৪	অর্থবছর ১৫	অর্থবছর ১৬
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
১। জিডিপি (০৬' এর চলতি বাজার মূল্যে)	৭০৫০.৭	৭৯৭৫.৪	৯১৫৮.৩	১০৫৫২.০	১১৯৮৯.২	১৩৪৩৬.৭	১৫১৫৮.০	১৭৩২৮.৬
২। মোট বিনিয়োগ (চলতি মূল্যে)	১৮৪৭.৭	২০৯৩.৩	২৫১১.৩	২৯৮২.২	৩৪০৩.৭	৩৮৩৯.৯	৪৩৭৮.৬	৫১৩৮.৪
ক) বেসরকারি খাত	১৫৪৩.৩	১৭২০.৫	২০২৯.৮	২৩৭৪.২	২৬০৭.৫	২৯৬০.০	৩৩৪৪.৭	৩৯৮৩.৫
খ) সরকারি খাত	৩০৪.৪	৩৭২.৮	৪৮১.৫	৬০৮.০	৭৯৬.২	৮৭৯.৯	১০৩৩.৯	১১৫৪.৯
৩। মোট অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় (চলতি মূল্যে)	১৪৩৩.৫	১৬৫৯.৭	১৮৮৮.৪	২২৩৯.১	২৬৪২.৪	২৯৬৮.২	৩৩৫৮.৮	৪৩২৮.৩স
ক) বেসরকারি খাত	১৩৪১.৮	১৫৫৩.৬	১৭৬৭.৬	২০৯৬.৭	২৪৬৮.৬	২৭৬৫.৩	৩১২৫.৬ স	৩৮১২.০স
খ) সরকারি খাত	৯১.৭	১০৬.১	১২০.৮	১৪৩.৫	১৭৩.৮	২০২.৯	২৩৩.৪স	৩২০.০স
৪। জিডিপি'র খাতওয়ারি বিতরণ (অর্থবছর ০৬'র স্থির মূল্যে)								
১। কৃষি	**১০০৩.৪**	**১০৬৫.১**	**১১১২.৬**	**১১৪৬.১**	**১১৭৪.৪**	**১২২৫.৭**	**১২৬৬.৫**	**১৩০১.৮**
ক) কৃষি ও বনজ	৭৯৬.৮	৮৪৯.০	৮৮২.১	৯০৩.৩	৯১৬.৬	৯৫১.৫	৯৭৪.৮	৯৯২.৩
১) শস্য ও শাক-সবজি	৫৮০.৯	৬২৪.৯	৬৪৯.০	৬৬০.৪	৬৬৪.৩	৬৮৯.৪	৭০২.০	৭০৮.১
২) পশু সম্পদ	১১৬.২	১১৯.১	১২২.২	১২৫.৫	১২৮.৯	১৩২.৬	১৩৬.৭	১৪১.১
৩) বনজ সম্পদ	৯৯.৭	১০৫.০	১১০.৮	১১৭.৫	১২৩.৪	১২৯.৬	১৩৬.১	১৪৩.১
খ) মৎস্য সম্পদ	২০৬.৬	২১৬.১	২৩০.৫	২৪২.৮	২৫৭.৮	২৭৪.২	২৯১.৭	৩০৯.৫
২। শিল্প	**১৪৫০.০**	**১৫৫২.০**	**১৬৯২.০**	**১৮৫১.৬**	**২০৩০.১**	**২১৯৫.৭**	**২৪০৮.০**	**২৬৭৫.১**
ক) খনিজ ও খনন	৮৮.৪	৯৫.৬	৯৯.১	১০৫.৯	১১৫.৮	১২১.৩	১৩২.৯	১৫০.০
খ) ম্যানুফ্যাকচারিং	৯৩৪.৬	৯৯৬.৭	১০৯৬.৫	১২০৫.৭	১৩২৯.৯	১৪৪৬.৫	১৫৯৫.৭	১৭৮২.২
১) বৃহৎ ও মাঝারি শিল্প	৭৪৯.৩	৭৯৬.৩	৮৮৪.৮	৯৮০.০	১০৮৪.৪	১১৮৫.৪	১৩১২.৩	১৪৭৩.১
২) ক্ষুদ্র শিল্প	১৮৫.৩	২০০.৪	২১১.৮	২২৫.৭	২৪৫.৬	২৬১.১	২৮৩.৪	৩০৯.১
গ) বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি সরবরাহ	৬৭.৪	৭৪.১	৮৪.০	৯২.৯	১০১.৩	১০৫.৯	১১২.৪	১২৭.৪
ঘ) নির্মাণ	৩৫৯.৬	৩৮৫.৫	৪১২.৪	৪৪৭.১	৪৮৩.০	৫২২.১	৫৬৭.০	৬১৫.৫
৩। সেবা খাত	**৩০১০.৭**	**৩১৭৭.২**	**৩৩৭৪.৭**	**৩৫৯৬.৬**	**৩৭৯৪.৯**	**৪০০৮.৪**	**৪২৪০.৯**	**৪৫০৫.৮**
ক) পাইকারি ও খুচরা বাণিজ্য, মোটরগাড়ি/ মোটর সাইকেল মেরামত, গৃহস্থালি সামগ্রী	৭৬৭.৩	৮১২.২	৮৬৬.৫	৯২৪.৬	৯৮১.৭	১০৪৭.৮	১১১৪.৩	১১৮৬.৭
খ) হোটেল ও রেস্তোরাঁ	৪০.৯	৪৩.৪	৪৬.১	৪৯.০	৫২.২	৫৫.৭	৫৯.৫	৬৩.৭
গ) পরিবহন, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ	৫৯৫.১	৬৪০.১	৬৯৪.১	৭৫৭.৬	৮০৫.১	৮৫৩.৮	৯০৪.৭	৯৫৯.৭
ঘ) আর্থিক প্রাতিষ্ঠানিক সেবা	১৫৭.৩	১৬৭.১	১৮৪.৬	২১১.৮	২৩১.১	২৪৭.৯	২৬৭.২	২৮৭.৯
চ) রিয়েল এস্টেট, ভাড়া এবং ব্যবসা কার্যক্রম	৪২৪.৪	৪৪০.৮	৪৫৭.৯	৪৭৫.৯	৪৯৫.১	৫১৬.২	৫৩৮.৯	৫৬৩.০
ছ) লোক প্রশাসন ও প্রতিরক্ষা	১৭৪.৫	১৮৮.৮	২০৫.৫	২২১.০	২৩৫.৪	২৫১.৭	২৭৬.৪	৩০৮.০
জ) শিক্ষা	১২২.৯	১২৯.৩	১৩৬.৬	১৪৭.২	১৫৬.৫	১৬৭.৮	১৮১.২	২০২.৫
ঝ) স্বাস্থ্য ও সামাজিক সেবা	১০৬.৩	১১৩.৬	১২০.৮	১২৫.৪	১৩১.৪	১৩৮.০	১৪৫.২	১৫৬.১
ঞ) কমিউনিটি, সামাজিক ও ব্যক্তিগত সেবা	৬২১.৯	৬৪১.৯	৬৬২.৬	৬৮৪.২	৭০৬.৪	৭২৯.৬	৭৫৩.৫	৭৭৮.৪
মোট মূল্য সংযোজন স্থির মূল্যে	**৫৪৬৪.১**	**৫৭৯৪.৩**	**৬১৭৯.২**	**৬৫৯৪.৩**	**৬৯৯৯.৪**	**৭৪২৯.৮**	**৭৯১৫.৪**	**৮৪৮২.৭**
করবিহীন ভর্তুকি	২৮৬.৫	২৭৬.৭	২৮৪.২	২৯০.৬	২৯৯.৬	৩১১.৬	৩৩৩.২	৩৫২.৭
জিডিপি (অর্থবছর ০৬'র স্থির বাজার মূল্যে)	**৫৭৫০.৬**	**৬০৭১.০**	**৬৪৬৩.৪**	**৬৮৮৪.৯**	**৭২৯৯.০**	**৭৭৪১.৪**	**৮২৪৮.৬**	**৮৮৩৫.৪**

স সাময়িক
উৎস ঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

সারণী ৪ জিডিপি'র প্রবৃদ্ধি ও খাতওয়ারি অংশ (অর্থবছর ০৬'র স্থির মূল্যে)

বিবরণ	অর্থবছর ০৯	অর্থবছর ১০	অর্থবছর ১১	অর্থবছর ১২	অর্থবছর ১৩	অর্থবছর ১৪	অর্থবছর ১৫	অর্থবছর ১৬
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
			শতকরা প্রবৃদ্ধি					
১। কৃষি	৩.৫	৬.২	৪.৫	৩.০	২.৫	৪.৪	৩.৩	২.৮
ক) কৃষি ও বনজ	৩.১	৬.৬	৩.৯	২.৪	১.৫	৩.৮	২.৫	১.৮
১) শস্য ও শাক-সবজি	২.৮	৭.৬	৩.৯	১.৮	০.৬	৩.৮	১.৮	০.৯
২) পশু সম্পদ	২.৪	২.৫	২.৬	২.৭	২.৭	২.৮	৩.১	৩.২
৩) বনজ সম্পদ	৫.৫	৫.৩	৫.৬	৬.০	৫.০	৫.০	৫.১	৫.১
খ) মৎস্য সম্পদ	৪.৯	৪.৬	৬.৭	৫.৩	৬.২	৬.৪	৬.৪	৬.১
২। শিল্প	৬.৯	৭.০	৯.০	৯.৪	৯.৬	৮.২	৯.৭	১১.১
ক) খনিজ ও খনন	১০.৫	৮.২	৩.৬	৬.৯	৯.৪	৪.৭	৯.৬	১২.৮
খ) ম্যানুফ্যাকচারিং	৬.৭	৬.৭	১০.০	১০.০	১০.৩	৮.৮	১০.৩	১১.৭
১) বৃহৎ ও মাঝারি শিল্প	৬.৫	৬.৩	১১.১	১০.৮	১০.৭	৯.৩	১০.৭	১২.৩
২) ক্ষুদ্র শিল্প	৭.৩	৮.২	৫.৭	৬.৬	৮.৮	৬.৩	৮.৫	৯.১
গ) বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি সরবরাহ	৭.৩	১০.০	১৩.৪	১০.৬	৯.০	৪.৫	৬.২	১৩.৩
ঘ) নির্মাণ	৬.৬	৭.২	৭.০	৮.৪	৮.০	৮.১	৮.৬	৮.৬
৩। সেবা খাত	৫.১	৫.৫	৬.২	৬.৬	৫.৫	৫.৬	৫.৮	৬.৩
ক) পাইকারি ও খুচরা বাণিজ্য, মোটরগাড়ি/ মোটর সাইকেল মেরামত, গৃহস্থালি সামগ্রী	৫.৯	৫.৯	৬.৭	৬.৭	৬.২	৬.৭	৬.৪	৬.৫
খ) হোটেল ও রেস্তোরাঁ	৫.৯	৬.০	৬.২	৬.৪	৬.৫	৬.৭	৬.৮	৭.০
গ) পরিবহন, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ	৮.১	৭.৬	৮.৪	৯.২	৬.৩	৬.১	৬.০	৬.১
ঘ) আর্থিক প্রাতিষ্ঠানিক সেবা	-০.০৩	৬.৩	১০.৪	১৪.৮	৯.১	৭.৩	৭.৮	৭.৭
ঙ) রিয়েল এস্টেট, ভাড়া এবং ব্যবসা	৩.৮	৩.৯	৩.৯	৩.৯	৪.০	৪.৩	৪.৪	৪.৫
চ) লোক প্রশাসন ও প্রতিরক্ষা	৭.১	৮.২	৮.৮	৭.৫	৬.৫	৬.৯	৯.৮	১১.৪
ছ) শিক্ষা	৫.৯	৫.২	৫.৬	৭.৮	৬.৩	৭.৩	৮.০	১১.৭
জ) স্বাস্থ্য ও সামাজিক সেবা	৩.০	৬.৮	৬.৩	৩.৮	৪.৮	৫.১	৫.২	৭.৫
ঝ) কমিউনিটি, সামাজিক ও ব্যক্তিগত সেবা	৩.২	৩.২	৩.২	৩.৩	৩.৩	৩.৩	৩.৩	৩.৩
জিডিপি (অর্থবছর ০৬'র স্থির বাজার মূল্যে)	৫.১	৫.৬	৬.৫	৬.৫	৬.০	৬.১	৬.৬	৭.১
			জিডিপি'র খাতওয়ারি অংশ					
১। কৃষি	১৮.৪	১৮.৪	১৮.০	১৭.৪	১৬.৮	১৬.৫	১৬.০	১৫.৪
ক) কৃষি ও বনজ	১৪.৬	১৪.৭	১৪.৩	১৩.৭	১৩.১	১২.৮	১২.৩	১১.৭
১) শস্য ও শাক-সবজি	১০.৬	১০.৮	১০.৫	১০.০	৯.৫	৯.৩	৮.৯	৮.৪
২) পশু সম্পদ	২.১	২.১	২.০	১.৯	১.৮	১.৮	১.৭	১.৭
৩) বনজ সম্পদ	১.৮	১.৮	১.৮	১.৮	১.৮	১.৭	১.৭	১.৭
খ) মৎস্য সম্পদ	৩.৮	৩.৭	৩.৭	৩.৭	৩.৭	৩.৭	৩.৭	৩.৭
২। শিল্প	২৬.৫	২৬.৮	২৭.৪	২৮.১	২৯.০	২৯.৬	৩০.৪	৩১.৫
ক) খনিজ ও খনন	১.৬	১.৭	১.৬	১.৬	১.৭	১.৬	১.৭	১.৮
খ) ম্যানুফ্যাকচারিং	১৭.১	১৭.২	১৭.৮	১৮.৩	১৯.০	১৯.৫	২০.২	২১.০
১) বৃহৎ ও মাঝারি শিল্প	১৩.৭	১৩.৭	১৪.৩	১৪.৯	১৫.৫	১৬.০	১৬.৬	১৭.৪
২) ক্ষুদ্র শিল্প	৩.৪	৩.৫	৩.৪	৩.৪	৩.৫	৩.৫	৩.৬	৩.৬
গ) বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি সরবরাহ	১.২	১.৩	১.৪	১.৪	১.৫	১.৪	১.৪	১.৫
ঘ) নির্মাণ	৬.৬	৬.৭	৬.৭	৬.৮	৬.৯	৭.০	৭.২	৭.৩
৩। সেবা খাত	৫৫.১	৫৪.৮	৫৪.৬	৫৪.৫	৫৪.২	৫৪.০	৫৩.৬	৫৩.১
ক) পাইকারি ও খুচরা বাণিজ্য, মোটরগাড়ি/মোটর সাইকেল মেরামত, গৃহস্থালি সামগ্রী	১৪.০	১৪.০	১৪.০	১৪.০	১৪.০	১৪.১	১৪.১	১৪.০
খ) হোটেল ও রেস্তোরাঁ	০.৮	০.৮	০.৮	০.৭	০.৮	০.৮	০.৮	০.৮
গ) পরিবহন, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ	১০.৯	১১.১	১১.২	১১.৫	১১.৫	১১.৫	১১.৪	১১.৩
ঘ) আর্থিক প্রাতিষ্ঠানিক সেবা	২.৯	২.৯	৩.০	৩.২	৩.৩	৩.৩	৩.৪	৩.৪
ঙ) রিয়েল এস্টেট, ভাড়া এবং ব্যবসা	৭.৮	৭.৬	৭.৪	৭.২	৭.১	৭.০	৬.৮	৬.৬
চ) লোক প্রশাসন ও প্রতিরক্ষা	৩.২	৩.৩	৩.৩	৩.৪	৩.৪	৩.৪	৩.৫	৩.৬
ছ) শিক্ষা	২.৩	২.২	২.২	২.২	২.২	২.৩	২.৩	২.৪
জ) স্বাস্থ্য ও সামাজিক সেবা	২.০	২.০	২.০	১.৯	১.৯	১.৯	১.৮	১.৮
ঝ) কমিউনিটি, সামাজিক ও ব্যক্তিগত সেবা	১১.৪	১১.১	১০.৭	১০.৪	১০.১	৯.৮	৯.৫	৯.২
জিডিপি (অর্থবছর ০৬'র স্থির উৎপাদক মূল্যে)	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০

উৎস ঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

সারণী ৫ সরকারের বাজেটারি কার্যক্রম

(বিলিয়ন টাকা)

বিবরণ	অর্থবছর ১০	অর্থবছর ১১	অর্থবছর ১২	অর্থবছর ১৩	অর্থবছর ১৪	অর্থবছর ১৫	অর্থবছর ১৬[স]	অর্থবছর ১৭ (বাজেট)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
ক। রাজস্ব আয় ও বৈদেশিক অনুদান	৭৯১.২	৯৫০.৫	১১৮২.৬	১৩৫০.১	১৪৬৭.৩	১৪৮২.৯	১৮২৪.৩	২৪৮২.৭
১) রাজস্ব আয়	৭৫৯.১	৯২৯.৯	১১৪৬.৯	১২৮১.৩	১৪০৩.৮	১৪৫৯.৭	১৭৭৪.০	২৪২৭.৫
ক) কর রাজস্ব	৬২৪.৯	৭৯৫.৫	৯৫২.৩	১০৭৪.৫	১১৬০.৩	১২৮৮.০	১৫৫৪.০	২১০৪.০
খ) কর বহির্ভূত রাজস্ব	১৩৪.২	১৩৪.৪	১৯৪.৭	২০৬.৮	২৪৩.৪	১৭১.৭	২২০.০	৩২৩.৫
২) বৈদেশিক অনুদান	৩২.২	২০.৬	৩৫.৭	৬৮.৮	৬৩.৬	২৩.২	৫০.৩	৫৫.২
খ। ব্যয়	১০১৬.১	১২৮২.৭	১৫২৪.৩	১৭৪০.১	১৮৮২.১	২০৪৩.৮	২৬৪৫.৭	৩৪০৬.১
১) অনুন্নয়ন রাজস্ব ব্যয়	৬৭০.১	৭৭৪.৭	৮৯৩.০	৯৯৩.৮	১১০৫.৭	১১৮৯.৯	১৫০৩.৮	১৮৮৯.৭
২) অনুন্নয়ন মূলধন ব্যয়	৬১.৬	৫৩.৯	৭১.৬	৪৯.৪	১০৪.৪	১০৫.৩	১৩৩.৭	২৬৭.৮
৩) ঋণ ও অগ্রিম (নিট)	৯.৩	৭২.৫	১৪০.৬	১৬৯.৬	৭৭.২	৯০.৫	৪৭.১	৮৪.৩
৪) বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি	২৫৫.৫	৩৩২.৮	৩৭৫.১	৪৯৪.৭	৫৫৩.৩	৬০৩.৮	৯১০.০	১১০৭.০
৫) অন্যান্য ব্যয়	১৯.৬	৪৮.৮	৪৪.০	৩২.৬	৪১.৫	৫৪.৩	৫১.১	৫৭.৩
গ। সার্বিক ঘাটতি (অনুদান ব্যতীত)	২৫৭.০	৩৫২.৮	৩৭৭.৪	৪৫৮.৯	৪৭৮.৩	৫৮৪.১	৮৭১.৭	৯৭৮.৫
ঘ। সার্বিক ঘাটতি (অনুদানসহ)	২২৪.৯	৩৩২.২	৩৪১.৭	৩৯০.০	৪১৪.৮	৫৬০.৯	৮২১.৪	৯২৩.৪
ঙ। অর্থায়ন	২১৮.৬	৩৩২.২	৩৪১.৭	৩৯০.০	৪১৪.৮	৫৬০.৮	৮২১.৪	৯২৩.৪
১) বৈদেশিক অর্থায়ন - নিট	৬০.৪	২৬.৩	৩৬.৩	৫৮.১	৩৩.৫	৪৯.১	১৯৯.৬	৩০৭.৯
বৈদেশিক ঋণ	১১০.০	৮০.৬	৯৫.১	১৩৩.০	১১৯.৪	১১৯.৯	২৭০.৫	৩৮৯.৫
বৈদেশিক ঋণ পরিশোধ	-৪৯.৭	-৫৪.৩	-৫৮.৯	-৭৪.৯	-৮৫.৯	-৭০.৮	-৭০.৮	-৮১.৬
২) অভ্যন্তরীণ অর্থায়ন - নিট	১৫৮.২	৩০৫.৯	৩০৫.৪	৩৩১.৯	৩৮১.৪	৫১১.৭	৬২১.৮	৬১৫.৫
ব্যাংকিং খাত (নিট)	-২০.৯	২৫২.১	২৭১.৯	২৭৪.৬	১৮১.৭	৫.১	৩১৬.৮	৩৮৯.৪
ব্যাংক বহির্ভূত (নিট)	১৭৯.১	৫৩.৮	৩৩.৫	৫৭.৩	১৯৯.৭	৫০৬.৬	৩০৫.০	২২৬.১
মেমোরেন্ডাম আইটেম ঃ জিডিপি (চলতি বাজার মূল্যে)*	৬৯০৫.৭	৭৮৭৫.০	৯১৪৭.৮	১০৩৭৯.৯	১১৮১০.০	১৫১৩৬.০	১৭২৯৫.৭	১৯৬১০.২

* অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রাক্কলিত (ভিত্তি বছর ২০০৫-০৬)
[স] সংশোধিত।
উৎস ঃ বাজেটের সংক্ষিপ্তসার ২০১১-১২, ২০১২-১৩, ২০১৩-১৪, ২০১৫-১৬ এবং ২০১৬-১৭।

সারণী ৬ মুদ্রা ও ঋণ

(বিলিয়ন টাকা)

বিবরণ	অর্থবছর ০৯	অর্থবছর ১০	অর্থবছর ১১	অর্থবছর ১২	অর্থবছর ১৩	অর্থবছর ১৪	অর্থবছর ১৫	অর্থবছর ১৬
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
১। ব্যাপক মুদ্রা এম২[@]	২৯৬৫.০	৩৬৩০.৩	৪৪০৫.২	৫১৭১.১	৬০৩৫.১	৭০০৬.২	৭৮৭৬.১	৯১৬৩.৮
২। মোট অভ্যন্তরীণ ঋণ[@]	২৮৬৮.৫	৩৩৭৮.৩	৪৩০৮.৯	৫১৪৯.৭	৫৭১৭.৪	৬৩৭৯.১	৭০১৫.৩	৮০১২.৮
ক) সরকারি খাত	৬৮৯.৩	৬৭০.৭	৯০১.৮	১০৭০.৭	১১৯৫.৮	১৩০২.৭	১২৬৯.৩	১৩০২.৭
১) সরকার (নিট)[@@]	৫৮০.১	৫৪২.৫	৭৩২.৩	৯১৭.৩	১১০১.২	১১৭৫.৩	১১০২.৬	১১৪২.২
২) অন্যান্য সরকারি খাত	১০৯.২	১২৮.১	১৬৯.৫	১৫৩.৪	৯৪.৬	১২৭.৪	১৬৬.৭	১৬০.৫
খ) বেসরকারি খাত	২১৭৯.৩	২৭০৭.৬	৩৪০৭.১	৪০৭৯.০	৪৫২১.৬	৫০৭৬.৪	৫৭৪৬.০	৬৭১০.১
৩। জিডিপি'র শতকরা হিসেবে ব্যাপক মুদ্রা (চলতি বাজার মূল্যে)*	৪৮.২	৫২.৩	৪৮.১	৪৯.০	৫০.৩	৫২.১	৫২.০	৫২.৯
			শতকরা প্রবৃদ্ধি					
১। ব্যাপক মুদ্রা (এম২)[@]	১৯.২	২২.৪	২১.৩	১৭.৪	১৬.৭	১৬.১	১২.৪	১৬.৩
২। মোট অভ্যন্তরীণ ঋণ[@]	১৬.১	১৭.৮	২৭.৫	১৯.৫	১১.০	১১.৬	১০.০	১৪.২
ক) সরকারি খাত	২১.১	-২.৭	৩৪.৫	১৮.৭	১১.৭	৮.৯	-২.৬	২.৬
১) সরকার (নিট)[@@]	২৪.১	-৬.৫	৩৫.০	২৫.৩	২০.১	৬.৭	-৬.২	৩.৬
২) অন্যান্য সরকারি খাত	৭.৫	১৭.৩	৩২.৩	-৯.৫	-৩৮.৪	৩৪.৭	৩০.৯	-৩.৭
খ) বেসরকারি খাত	১৪.৬	২৪.২	২৫.৮	১৯.৭	১০.৮	১২.৩	১৩.২	১৬.৮

[@] জুন শেষের তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে।

[@@] সরকার কর্তৃক ইস্যুকৃত বন্ডসমূহ এতে সমন্বয় করা হয়েছে।

নোটঃ (১) সরকারি সিকিউরিটিজ এবং ট্রেজারি বিলসমূহ ব্যয় মূল্যে দেখানো হয়েছে।
(২) অগ্রিমগুলো গ্রস ভিত্তিতে।

*ভিত্তি বছর ২০০৫-০৬।

উৎস ঃ (১) পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।
(২) বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

সারণী ৭ ভোক্তা মূল্য সূচক (সিপিআই) এবং মূল্যস্ফীতির হার - জাতীয় (ভিত্তি ঃ অর্থবছর ৯৬=১০০)

সময়	১২-মাসের গড় ভিত্তিক						১২-মাসের পয়েন্ট টু-পয়েন্ট ভিত্তিক					
	সাধারণ		খাদ্য		খাদ্য-বহির্ভূত		সাধারণ		খাদ্য		খাদ্য-বহির্ভূত	
	সূচক	বার্ষিক মূল্যস্ফীতির হার	সূচক	বার্ষিক মূল্যস্ফীতির হার	সূচক	বার্ষিক মূল্যস্ফীতির হার	সূচক	বার্ষিক মূল্যস্ফীতির হার	সূচক	বার্ষিক মূল্যস্ফীতির হার	সূচক	বার্ষিক মূল্যস্ফীতির হার
ভার	১০০.০০		৫৮.৮৪		৪১.১৬		১০০.০০		৫৮.৮৪		৪১.১৬	
অর্থবছর ০৬	১৬৪.২১	৭.১৬	১৭০.৩৫	৭.৭৬	১৫৬.৫৬	৬.৪০	১৬৯.৩২	৭.৫৪	১৭৬.৮২	৮.৮১	১৫৯.৮৬	৫.৭৩
অর্থবছর ০৭	১৭৬.০৪	৭.২০	১৮৪.১৬	৮.১১	১৬৫.৭৯	৫.৯০	১৮৪.৮৯	৯.২০	১৯৪.১৯	৯.৮২	১৭৩.১৯	৮.৩৪
অর্থবছর ০৮	১৯৩.৫৪	৯.৯৪	২০৬.৭৮	১২.২৮	১৭৬.২৬	৬.৩২	২০৩.৪৫	১০.০৪	২২১.৫৭	১৪.১০	১৭৯.৩২	৩.৫৪
অর্থবছর ০৯	২০৬.৪৩	৬.৬৬	২২১.৬৪	৭.১৯	১৮৬.৬৭	৫.৯১	২০৮.০২	২.২৫	২২২.১৩	০.২৫	১৮৯.৯৮	৫.৯৪
অর্থবছর ১০	২২১.৫৩	৭.৩১	২৪০.৫৫	৮.৫৩	১৯৬.৮৪	৫.৪৫	২২৬.১১	৮.৭০	২৪৬.২৯	১০.৮৮	১৯৯.৯৪	৫.২৪
অর্থবছর ১১	২৪১.০২	৮.৮০	২৬৭.৮৩	১১.৩৪	২০৫.০১	৪.১৫	২৪৯.১১	১০.১৭	২৭৭.১১	১২.৫১	২১১.৩৯	৫.৭৩
অর্থবছর ১২*	১৭০.১৯	৮.৬৯	১৮৩.৬৫	৭.৭২	১৫২.৯৪	১০.২১	১৭০.৩৩	৫.৫৫	১৭৯.৭৪	২.৫৬	১৫৮.২৭	১০.২১
অর্থবছর ১৩*	১৮১.৭৩	৬.৭৮	১৯৩.২৪	৫.২২	১৬৬.৯৭	৯.১৭	১৮৪.০৪	৮.০৫	১৯৪.৫৮	৮.২৬	১৭০.৫৩	৭.৭৫
অর্থবছর ১৪*	১৯৫.০৮	৭.৩৫	২০৯.৭৯	৮.৫৭	১৭৬.২২	৫.৫৪	১৯৬.৮৬	৬.৯৭	২১০.১৫	৮.০০	১৭৯.৮২	৫.৪৫
অর্থবছর ১৫*	২০৭.৫৮	৬.৪০	২২৩.৮০	৬.৬৮	১৮৬.৭৯	৫.৯৯	২০৯.১৭	৬.২৫	২২৩.৪৩	৬.৩২	১৯০.৮৮	৬.১৫
অর্থবছর ১৬*	২১৯.৮৬	৫.৯২	২৩৪.৭৭	৪.৯০	২০০.৭৪	৭.৪৭	২২০.৭৪	৫.৫৩	২৩২.৮৭	৪.২৩	২০৫.১৯	৭.৫০
অর্থবছর ১৬*												
জুলাই ১৫	২০৮.৬৪	৬.৩৫	২২৪.৮৮	৬.৫৩	১৮৭.৮১	৬.০৮	২১২.৬৫	৬.৩৬	২২৭.৭৮	৬.০৭	১৯৩.২৬	৬.৮০
আগস্ট ১৫	২০৯.৬৮	৬.২৯	২২৫.৯৯	৬.৩৯	১৮৮.৭৭	৬.১৩	২১৫.০৩	৬.১৭	২৩১.৯১	৬.০৬	১৯৩.৩৯	৬.৩৫
সেপ্টেম্বর ১৫	২১০.৭৫	৬.২৪	২২৭.০৯	৬.২৫	১৮৯.৮০	৬.২২	২১৮.২১	৬.২৪	২৩৫.৮৫	৫.৯২	১৯৫.৫৯	৬.৭৩
অক্টোবর ১৫	২১১.৮১	৬.২১	২২৮.১৯	৬.১৫	১৯০.৮৩	৬.৩০	২১৯.৬২	৬.১৯	২৩৭.৪৪	৫.৮৯	১৯৬.৭৭	৬.৬৭
নভেম্বর ১৫	২১২.৮৬	৬.২০	২২৯.২৫	৬.০৯	১৯১.৮৪	৬.৩৬	২১৯.৩৮	৬.০৫	২৩৬.৬১	৫.৭২	১৯৭.২৯	৬.৫৬
ডিসেম্বর ১৫	২১৩.৯১	৬.১৯	২৩০.২৮	৬.০৫	১৯২.৯৪	৬.৪১	২২০.৪৫	৬.১০	২৩৬.৫৭	৫.৪৮	১৯৯.৭৮	৭.০৫
জানুয়ারি ১৬	২১৪.৯৮	৬.২০	২৩১.০৯	৫.৯০	১৯৪.৩১	৬.৬৫	২২২.৮৭	৬.০৭	২৩৬.৪২	৪.৩৩	২০৫.৫০	৮.৭৪
ফেব্রুয়ারি ১৬	২১৫.৯৬	৬.১৫	২৩১.৮১	৫.৭০	১৯৫.৬৫	৬.৮৪	২২২.৫৮	৫.৬২	২৩৫.৮১	৩.৭৭	২০৫.৬১	৮.৪৬
মার্চ ১৬	২১৬.৯৬	৬.১০	২৩২.৫৫	৫.৪৯	১৯৬.৯৭	৭.০৩	২২৩.২৫	৫.৬৫	২৩৬.৯৯	৩.৮৯	২০৫.৬৪	৮.৩৬
এপ্রিল ১৬	২১৭.৯৫	৬.০৪	২৩৩.২৮	৫.২৭	১৯৮.২৯	৭.২১	২২৩.৩৭	৫.৬১	২৩৭.১৫	৩.৮৪	২০৫.৭০	৮.৩৪
মে ১৬	২১৮.৮৯	৫.৯৭	২৩৩.৯৯	৫.০৭	১৯৯.৫৫	৭.৩৬	২২০.১৫	৫.৪৫	২৩১.৮৬	৩.৮১	২০৫.১৩	৭.৯২
জুন ১৬	২১৯.৮৬	৫.৯২	২৩৪.৭৭	৪.৯০	২০০.৭৪	৭.৪৭	২২০.৭৪	৫.৫৩	২৩২.৮৭	৪.২৩	২০৫.১৯	৭.৫০

* নতুন ভিত্তি ২০০৫-০৬ এবং খাদ্য ও খাদ্য-বহির্ভূত এর ক্ষেত্রে ভার যথাক্রমে ৫৬.১৮ ও ৪৩.৮২।
উৎস ঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

সারণী ৮ বৃহৎ ও মাঝারি ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্প উৎপাদনের কোয়ান্টাম সূচক (ভিত্তি ঃ অর্থবছর ০৬ =১০০)

উপ-খাত	ভার	অর্থবছর ১৩	অর্থবছর ১৪	অর্থবছর ১৫	অর্থবছর ১৬
১. ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্পের সাধারণ সূচক	১০০.০০	১৯৫.১৯	২১৩.২২	২৩৬.১১	২৬৭.৮৮
২. খাদ্য	১০.৮৪	২১৯.১০	২৪১.৫২	৩৩৩.০৭	৩৮৫.১০
৩. পানীয়	০.৩৪	১৮৯.৮১	২৪৩.১৯	২৩০.০৬	২৬৯.৭৫
৪. তামাক	২.৯২	১৪৪.৬৬	১৪৯.৬৫	১৪৭.৩৭	১৩৫.৪৮
৫. বস্ত্র	১৪.০৭	১৪২.৪১	১৩৯.৬৮	১২২.৮১	১৩৮.৯০
৬. পোশাক পরিচ্ছদ	৩৪.৮৪	২৬৫.৮৩	২৯৩.৭০	৩০৪.৭৬	৩৩৮.৭৩
৭. চামড়া এবং চামড়াজাত দ্রব্য	৪.৪০	১৩৯.৭৬	১৪৭.৮৩	১৪০.৪৮	১২৫.৪৪
৮. কাঠ ও কাঠজাত দ্রব্য এবং কর্ক	০.৩৩	২৩৮.৮১	২৪৩.৩৯	২৬৯.৮৮	৩০১.৭২
৯. কাগজ ও কাগজজাত দ্রব্য	০.৩৩	১৬০.৪৩	১৫১.৯৫	১৭৪.৬৮	১৮১.০৮
১০. প্রিন্টিং অ্যান্ড রিপ্রডাক্শন অব রেকর্ডেড মিডিয়া	১.৮৩	১২৪.৩৬	১২৭.৭৩	১৪০.৯১	১৪৭.৮৩
১১. কোক ও পরিশোধিত পেট্রোলিয়াম	১.২৫	১০১.৫৪	৯২.৭৬	৯৬.৭৯	৯৪.০৩
১২. রাসায়নিক এবং রসায়নজাত দ্রব্য	৩.৬৭	৮৪.৬২	৮০.৪১	৭৭.৪৯	৯২.৬০
১৩. ঔষধজাত এবং চিকিৎসা কাজে ব্যবহার্য ক্যামিকেল	৮.২৩	১৭৮.৭৯	২৩০.৬০	২৯০.৯৮	৩১৯..২৬
১৪. রাবার এবং প্লাস্টিক দ্রব্য	১.৫৬	২৪৪.৮৭	২৬৩.৮৪	২৯২.৬৯	৩৩৮.১৪
১৫. নন মেটালিক খনিজ দ্রব্য	৭.১২	১৩৯.৫১	১৪৪.১৮	১৮২.৭৮	২৫৮.৩৪
১৬. মৌলিক ধাতব দ্রব্য	৩.১৫	১৩৬.৪১	১৫০.২০	১৮৭.১৩	২০২.৮৫
১৭. মেশিনারি ব্যতীত অন্যান্য ফেব্রিকেটেড ধাতু	২.৩২	১৪৯.০৩	১৬৪.৩৩	১৮২.৩০	২০০.৫৩
১৮. কম্পিউটার, ইলেক্ট্রনিক্স এবং অপটিক্যাল প্রডাক্ট	০.১৫	৯৯.০	১০৫.৪৬	১৪৮.৩৭	২৩১.৮৯
১৯. ইলেক্ট্রনিক সামগ্রী	০.৭৩	১২৮.৫৩	১৩২.০৬	১৬৪.৫৬	২১৪.১২
২০. মেশিনারি এবং ইক্যুইপমেন্ট (এনইসি)	০.১৮	১৫৫.৮৬	১৭২.৬৮	২০৪.৮৯	২৭৯.১৪
২১. মোটরযান, ট্রেইলরস্ এবং সেমি ট্রেইলরস্	০.১৩	১৮৬.৬২	২০৫.৮৪	১৭৮.৮৩	৩৩১.৬৩
২২. অন্যান্য যানবাহন সরঞ্জাম	০.৭৩	১৩৮.২১	১৫২.৮৮	৩৪০.১২	৫৯২.৪১
২৩. আসবাবপত্র	০.৮৮	১০৯.১৪	১০১.১২	১১৬.৩৫	১৩২.০২

উৎস ঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

সারণী ৯ রিজার্ভ মুদ্রা ও তার উপাদানসমূহ

(বিলিয়ন টাকা)

অর্থবছর (জুন শেষে)	জনগণের হাতে থাকা কারেন্সি নোট ও মুদ্রা	তফসিলি ব্যাংকসমূহে রক্ষিত নগদ অর্থ	তফসিলি ব্যাংকসমূহ কর্তৃক বাংলাদেশ ব্যাংকে জমা *	অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বাংলাদেশ ব্যাংকে জমা	রিজার্ভ মুদ্রা
১	২	৩	৪	৫	৬=(২+৩+৪+৫)
২০০০	১০১.৮	১০.৯	৫৮.০		১৭০.৭
২০০১	১১৪.৮	১৩.৫	৬১.০		১৮৯.৩
২০০২	১২৫.৩	১৩.৫	৬৬.৮	০.১	২০৫.৭
২০০৩	১৩৯.০	১৪.৪	৬০.৮	০.১	২১৪.৩
২০০৪	১৫৮.১	১৪.৮	৬৫.৬	০.২	২৩৮.৭
২০০৫	১৮৫.২	১৮.১	৭০.৪	০.৪	২৭৪.১
২০০৬	২২৮.৬	২০.৩	৯০.১	০.৫	৩৩৯.৫
২০০৭	২৬৬.৪	২১.৪	১০৫.৭	০.৭	৩৯৪.২
২০০৮	৩২৬.৯	২৯.৬	১১৮.১	১.১	৪৭৫.৬
২০০৯	৩৬০.৫	৩৪.০	২৩১.৬	১.৪	৬২৭.৫
২০০৯	৪৬১.৬	৪৩.১	২৩৪.৭	২.১	৭৪১.৪
২০১১	৫৪৮.০	৫৭.৩	২৯০.১	২.০	৮৯৭.৩
২০১২	৫৮৪.২	৬৪.৮	৩২৬.৬	২.৪	৯৭৮.০
২০১৩	৬৭৫.৫	৭৮.২	৩৬৮.০	৩.১	১১২৪.৯
২০১৪	৭৬৯.১	৮৫.৮	৪৪০.০	৩.৯	১২৯৮.৮
২০১৫	৮৭৯.৪	১০২.১	৪৯৮.৪	৪.৯	১৪৮৪.৮
২০১৬[স]	১২২০.৭	১০২.৩	৬০৩.০	৬.০	১৯৩২.০

* ফরেন কারেন্সি ক্লিয়ারিং অ্যাকাউন্টে জমাসহ জুন ২০০২ পর্যন্ত এবং রিজার্ভ মুদ্রা সে অনুসারে সংশোধন করা হয়েছে।
[স] সংশোধিত।
উৎস ঃ পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণী ১০ রিজার্ভ মুদ্রা ও তার উৎসসমূহ

(বিলিয়ন টাকা)

অর্থবছর (জুন শেষে)	বাংলাদেশ ব্যাংকের দাবি					নিট বৈদেশিক সম্পদ	অন্যান্য সম্পদ (নিট)	রিজার্ভ মুদ্রা
	সরকার (নিট)	তফসিলি ব্যাংকসমূহ	অন্যান্য সরকারি সংস্থা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান	অন্যান্য বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে জমা	মোট			
১	২	৩	৪	৫	৬=(২+৩+৪+৫)	৭	৮	৯=(৬+৭+৮)
২০০০	৮১.০	৪২.৯	১৩.২	৯.০	১৪৬.১	৫৬.৭	-৩২.১	১৭০.৭
২০০১	১০১.১	৪৩.৭	১৩.০	৯.৯	১৬৭.৭	৪৮.১	-২৬.৫	১৮৯.৩
২০০২	১২৮.৩	৪৭.৩	১২.৮	১০.১	১৯৮.৫	৭২.৩	-৬৫.১	২০৫.৭
২০০৩	৭৩.৫	৪৮.৫	১২.৮	১১.৪	১৪৬.২	১১৮.১	-৪৯.৯	২১৪.৪
২০০৪	১১৮.৫	৫৮.৫	১২.৪	১২.৪	২০১.৮	১৩৫.৪	-৯৮.৫	২৩৮.৭
২০০৫	১৫৬.৭	৬১.৩	১১.১	১৩.৪	২৪২.৫	১৪৬.৯	-১১৫.৩	২৭৪.১
২০০৬	২৪৯.৮	৬৩.৪	১০.১	১৪.৩	৩৩৭.৬	১৮৬.৪	-১৮৪.৫	৩৩৯.৫
২০০৭	২৫৯.৩	৬৪.৪	৯.৯	১৫.৮	৩৪৯.৪	২৮৭.৭	-২৪২.৯	৩৯৪.২
২০০৮	২৫৯.৩	৭৩.৩	৯.৫	১৭.০	৩৫৯.১	৩২৮.১	-২১১.৬	৪৭৫.৬
২০০৯	২৮৪.৭	৬৮.৫	৮.৫	২০.২	৩৮১.৯	৪৩২.৩	-১৮৬.৭	৬২৭.৫
২০১০	২১৪.৭	৬৬.১	৮.৩	২৫.৯	৩১৫.০	৬১১.৮	-১৮৫.৪	৭৪১.৪
২০১১	৩১৭.১	১৮৬.১	৭.৮	৩১.৪	৫৪২.৪	৬১৩.৪	-২৫৮.৫	৮৯৭.৩
২০১২	৩৭৮.৫	২২৬.৩	১১.৮	৩৬.০	৬৫২.৬	৬৮৯.৩	-৩৬৩.৯	৯৭৮.০
২০১৩	২৭০.৭	১০২.২	১৩.৫	৪১.৮	৪২৮.২	১০৩২.৫	-৩৩৫.৮	১১২৪.৯
২০১৪	৩৮.৪	৬২.৮	১২.০	৪২.৭	১৫৬.০	১৪৭৫.০	-৩৩২.২	১২৯৮.৮
২০১৫	৮.১	৫৬.৬	২১.৬	৪৬.৪	১৩২.৭	১৭৭৪.০	-৪২১.৯	১৪৮৪.৮
২০১৬[স]	১৩৩.৭	৬০.২	২০.২	৪৯.৭	২৬৩.৮	২১৮৪.৮	-৫১৬.৬	১৯৩২.০

[স] সংশোধিত।
উৎস ঃ পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণী ১১ সরকারি এবং বেসরকারি খাতের আমানতসমূহ

(বিলিয়ন টাকা)

অর্থবছর (জুন শেষে)	তলবি আমানত[১]			মেয়াদি আমানত[১]		
	সরকারি[২]	বেসরকারি	মোট	সরকারি[২]	বেসরকারি[৩]	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
২০০০	২৩.৭	৮৯.৭	১১৩.৪	১১৭.৩	৪৭১.৩	৫৮৮.৬
২০০১	২৬.৪	১০০.৯	১২৭.৩	১৩১.৮	৫৫৭.০	৬৮৮.৮
২০০২	২৩.৭	১০৮.২	১৩১.৯	১৩৪.৯	৬৫৩.৩	৭৮৮.২
২০০৩	২৬.৫	১১৮.১	১৪৪.৬	১৫৭.৩	৭৬৩.৯	৯২১.২
২০০৪	২৭.১	১৩৬.০	১৬৩.১	১৮৪.২	৮৬৫.৯	১০৫০.১
২০০৫	৩৫.২	১৫৮.৯	১৯৪.১	২২৩.৩	১০০৮.৪	১২৩১.৭
২০০৬	৩৮.১	১৮৩.৯	২২২.০	২৫৫.১	১২১২.৯	১৪৬৮.০
২০০৭	৪২.২	২১৮.৮	২৬১.০	২৯৮.৭	১৪০৯.৮	১৭০৮.৫
২০০৮	৪৯.৫	২৫৪.৯	৩০৪.৪	৩৬৪.৮	১৬৪৭.৬	২০১২.৪
২০০৯	৫৭.৫	২৮০.৩	৩৩৭.৮	৪৪২.৭	২০০৫.৬	২৪৪৮.৩
২০১০	৬১.৮	৩৯৩.০	৪৫৪.৮	৫৩৭.১	২৩৭৪.৫	২৯১১.৬
২০১১	৮৭.৮	৪৩৯.৩	৫২৭.১	৬৭৭.০	২৯০০.৪	৩৫৭৭.৪
২০১২	১০৩.৪	৪৭১.০	৫৭৪.৪	৮৪৫.১	৩৪৮০.৭	৪৩২৫.৮
২০১৩	১১২.১	৫১৭.৮	৬২৯.৯	৯৫৪.৮	৪১৪৪.২	৫০৯৯.০
২০১৪	১১৫.৩	৬০০.২	৭১৫.৫	১০৮০.৯	৪৮২৮.৪	৫৯০৯.৩
২০১৫	১১৯.২	৬৮৩.৬	৮০২.৮	১৩৭৬.৫	৫২৮৩.৭	৬৬৬০.২
২০১৬	১৩৯.২	৮৫৩.৪	৯৯২.৬	১৫৪৮.১	৫৯৫৫.১	৭৫০৩.২
			শতকরা অংশ			
২০০০	২০.৯	৭৯.১	১০০	১৯.৯	৮০.১	১০০
২০০১	২০.৭	৭৯.৩	১০০	১৯.১	৮০.৯	১০০
২০০২	১৮.০	৮২.০	১০০	১৭.১	৮২.৯	১০০
২০০৩	১৮.৩	৮১.৭	১০০	১৭.১	৮২.৯	১০০
২০০৪	১৬.৬	৮৩.৪	১০০	১৭.৫	৮২.৫	১০০
২০০৫	১৮.১	৮১.৯	১০০	১৮.১	৮১.৯	১০০
২০০৬	১৭.১	৮২.৯	১০০	১৭.৪	৮২.৬	১০০
২০০৭	১৬.২	৮৩.৮	১০০	১৭.৫	৮২.৫	১০০
২০০৮	১৬.৩	৮৩.৭	১০০	১৮.১	৮১.৯	১০০
২০০৯	১৭.০	৮৩.০	১০০	১৮.১	৮১.৯	১০০
২০১০	১৩.৬	৮৬.৪	১০০	১৮.৪	৮১.৬	১০০
২০১১	১৬.৭	৮৩.৩	১০০	১৮.৯	৮১.১	১০০
২০১২	১৮.০	৮২.০	১০০	১৯.৫	৮০.৫	১০০
২০১৩	১৭.৮	৮২.২	১০০	১৮.৭	৮১.৩	১০০
২০১৪	১৬.১	৮৩.৯	১০০	১৮.৩	৮১.৭	১০০
২০১৫	১৪.৮	৮৫.২	১০০	২০.৭	৭৯.৩	১০০
২০১৬	১৪.০	৮৬.০	১০০	২০.৬	৭৯.৪	১০০

[১] আন্তঃব্যাংক লেনদেন বাদে।
[২] সরকারি আমানতসহ।
[৩] ওয়েজ আর্নার্স আমানতসহ।
উৎস ঃ পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণী ১২ তফসিলি ব্যাংকসমূহের নির্বাচিত পরিসংখ্যান

(বিলিয়ন টাকা)

	বিবরণ	৩০ জুন ২০০৯	৩০ জুন ২০১০	৩০ জুন ২০১১	৩০ জুন ২০১২	৩০ জুন ২০১৩	৩০ জুন ২০১৪	৩০ জুন ২০১৫	৩০ জুন ২০১৬
	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
১।	**ব্যাংক আমানত (আন্তঃব্যাংক লেনদেন বাদে)**	**২৭৮৬.৮**	**৩৩৬৮.৭**	**৪১০৪.৮**	**৪৯০০.৪**	**৫৭২৯.৭**	**৬৬২৫.৭**	**৭৪৬৩.৪**	**৮৪৯৬.৩**
	(ক) তলবি আমানত	৩০২.৩	৪১৬.২	৪৮১.১	৫১০.৬	৫৫৭.৪	৬৪৩.৪	৭২৩.৮	৮৯৭.৬
	(খ) মেয়াদি আমানত	২৩০০.৭	২৭৫০.৪	৩৩৭৪.২	৪০৭৩.৮	৪৭৯৯.০	৫৫৮৯.৮	৬২৬৮.০	৭০৩৯.৫
	(গ) নিয়ন্ত্রিত আমানত	০.৭	০.৩	০.৩	০.২	০.৮	০.৩	০.৪	০.৫
	(ঘ) সরকারি আমানত	১৮৩.১	২০১.৮	২৪৯.২	৩১৫.৭	৩৭২.৫	৩৯২.২	৪৭১.২	৫৫৮.৭
২।	বাংলাদেশ ব্যাংক হতে ধার	৬১.০	৫৮.৫	১৭৮.৩	২১৬.৬	৯৪.৪	৫৫.৩	৪৮.২	১৮৩.৯
৩।	সিন্দুকে রক্ষিত নগদ তহবিল	৩৪.০	৪৩.১	৫৭.৩	৬৪.৮	৭৮.২	৮৫.৮	১০২.১	১০২.৩
৪।	বাংলাদেশ ব্যাংকে রক্ষিত জমা (বৈদেশিক মুদ্রা জমাসহ)	২৮৭.৭	২৯৪.২	৩৮৪.০	৪৭২.৪	৪৫৩.৪	৫৫৮.৫	৫৬৮.৫	৬৭২.৯
৫।	বাংলাদেশে অন্যান্য ব্যাংকে রক্ষিত জমা	৭৪.৪	৯৪.১	১০৪.৩	১২০.২	১৫৯.৪	১৬৮.৮	১৫৯.৩	২০৬.৬
৬।	চাহিবা মাত্র ও স্বল্পমেয়াদে ফেরতযোগ্য অর্থ	২০.৮	৩৬.৫	২৯.৪	৫৭.৪	৫৩.০	৪৯.৯	২৫.৩	৫১.৭
৭।	**মোট বিনিয়োগ©**	**৪৮০.৮**	**৫৫২.২**	**৭৫৪.৩**	**৯৬৭.৩**	**১৩৬১.১**	**১৬৯৮.৮**	**১৭৪৪.৩**	**১৭৯৩.৬**
	(ক) সরকারের ঋণপত্র ও ট্রেজারি বিল*	৪৪২.৮	৪৮৭.৯	৬৩৯.১	৮৩১.৭	১২০৮.১	১৪৯৩.৩	১৫২৪.২	১৫৩৬.৭
	(খ) অন্যান্য	৩৮.০	৬৪.৩	১১৫.৩	১৩৫.৫	১৫৩.০	২০৫.৫	২২০.১	২৫৬.৯
৮।	**ব্যাংক ঋণ (আন্তঃব্যাংক লেনদেন ও বৈদেশিক বিল বাদে)**	**২১৯৮.৪**	**২৭২০.৬**	**৩৪০৯.৩**	**৪০৫৬.৬**	**৪৩৭২.০**	**৪৮৮৩.৪**	**৫৫৩৪.০**	**৬৪২৮.৮**
	(ক) বাংলাদেশে প্রদত্ত আগাম**	২০৮১.৩	২৫৭৯.৯	৩১৯৮.৯	৩৮১৮.১	৪১৭২.৯	৪৬৮২.৯	৫৫৩৩.৭	৬১৮৮.৩
	(খ) অভ্যন্তরীণ ক্রয়কৃত এবং বাট্টাকৃত বিলসমূহ	১১৭.২	১৪০.৭	২১০.৪	২৩৮.৫	১৯৯.০	১৯৩.৫	২০০.৩	২৪০.৫
৯।	ঋণ/আমানত অনুপাত (বিশেষায়িত ব্যাংকসমূহ বাদে)	০.৮	০.৮	০.৮	০.৮	০.৮	০.৭	০.৭	০.৮

© সরকার কর্তৃক ইস্যুকৃত বিল/বন্ডসমূহ এতে অন্তর্ভুক্ত এবং অন্যান্য বিনিয়োগ (শেয়ার/ডিবেঞ্চার, রিভার্স রেপো-বিবি/ডিএমবি, বিবি বিল ইত্যাদি)।

* সরকারি সিকিউরিটিজ এবং ট্রেজারি বিলসমূহ ব্যয় মূল্যে দেখানো হয়েছে।

** অগ্রিমসমূহ গ্রস ভিত্তিতে।

উৎস ঃ পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণী ১৩ নির্বাচিত সুদের হারের* গতিধারা (বছর শেষে)

	অর্থবছর ০৯	অর্থবছর ১০	অর্থবছর ১১	অর্থবছর ১২	অর্থবছর ১৩	অর্থবছর ১৪	অর্থবছর ১৫	অর্থবছর ১৬
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
ব্যাংক রেট	৫.০	৫.০	৫.০	৫.০	৫.০	৫.০	৫.০	৫.০
ট্রেজারি বিল রেট								
২৮-দিন	-	-	-	-	-	-	-	-
৯১-দিন	৬.৮	২.২	৫.৬	৫.৭	৮.৪	৬.৯	৫.৪	৩.৯
১৮২-দিন	৭.৮	৩.৬	৫.৫	৬.২	১০.২	৭.৫	৬.৪	৪.৭
৩৬৪-দিন	৮.৩	৪.৬	৬.২	৬.২	১০.৪	৮.০	৬.৮	৫.২
কলমানি রেট								
গ্রহণ	১.৭	৬.৬	১০.৯	১৫.০	৭.২	৬.৩	৫.৮	৩.৭
প্রদান	১.৭	৬.৬	১০.৯	১৫.০	৭.২	৬.৩	৫.৮	৩.৭
তফসিলি ব্যাংকসমূহের সুদ হার								
আমানত	৭.০	৬.০	৭.৩	৮.২	৮.৫	৭.৮	৬.৮	৫.৫
আগাম	১১.৯	১১.৩	১২.৪	১৩.৮	১৩.৭	১৩.১	১১.৭	১০.৪

* ভারীত-গড়, ব্যাংক রেট ব্যতীত।

উৎস ঃ ১) পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।
২) মনিটারি পলিসি ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণী ১৪ ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে গৃহীত সরকারের (নিট) ঋণের বিবরণ

(বিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নং	ট্রেজারি বিল/বন্ড/ সিকিউরিটিজের নাম	উদ্দেশ্যাবলী	৩০ জুন ২০১৫ এ স্থিতি	৩০ জুন ২০১৬ এ স্থিতি[সা]
১		২	৩	৪
বাংলাদেশ ব্যাংক				
১.	উপায়-উপকরণ আগাম	সরকারি নগদ অর্থ বৃদ্ধি	২৪.৩৫	৪০.০
২.	ওভারড্রাফ্ট		০.০	৪০.৩২
৩.	ওভারড্রাফ্ট ব্লক		৮৬.৮৫	৭১.৮৫
৪.	ডিভল্‌ভমেন্ট		১.০৭	৪৬.৭৯
	ক) ট্রেজারি বিল		০.০	১৫.৬৩
	খ) ট্রেজারি বন্ড		১.০৭	৩১.১৬
৫.	সরকারের মুদ্রা দায়		৮.২৩	২০.২৬
৬.	স্বায়ত্তশাসিত ও আধা-স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহকে প্রদত্ত আগাম		০.০	০.০
৭.	পুঞ্জিত সুদ		০.০৩	০.৭৪
৮.	সরকারি আমানত© (-)		-১.৩৬	-০.৪৭
৯	জিআইআইবি তহবিলে বাংলাদেশ ব্যাংকের স্থিতি(-)		-১১১.০৮	-৮৫.৯০
ক)	**মোট ঃ (১ +...+ ৯)***		**৮.০৯**	**১৩৩.৫৯**
খ)	**আমানত গ্রহণকারী ব্যাংকসমূহ** (DMBs)			
১.	**গভর্নমেন্ট ট্রেজারি বিল (১-বছর অপেক্ষা কম)**		**৩০৫.৪৫**	**২৪০.৬১**
	১) ট্রেজারি বিল (১-বছর অপেক্ষা কম)	সরকারি নগদ অর্থ বৃদ্ধি	৩০৫.৪৫	২৪০.৬১
২.	**বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ট্রেজারি বন্ড** (BGTB)		**৯২৪.৭৫**	**১০০৮.৩০**
	১) ২-বছর মেয়াদি বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ট্রেজারি বন্ড[১]	বিভিন্ন ব্যাংকের, আর্থিক প্রতিষ্ঠানের এবং বিভিন্ন কোম্পানির কর্মচারীদের জিএফ এর দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ বৃদ্ধি	৮৭.৪	৮৫.২২
	২) ৫-বছর মেয়াদি বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ট্রেজারি বন্ড		২৬৫.৫১	২৬৩.৩৭
	৩) ১০-বছর মেয়াদি বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ট্রেজারি বন্ড		৩৫২.২৮	৩৮৫.৯৬
	৪) ১৫-বছর মেয়াদি বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ট্রেজারি বন্ড		১২৮.৬	১৫৩.৬৫
	৫) ২০-বছর মেয়াদি বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ট্রেজারি বন্ড		৯০.৯৫	১২০.১০
৩.	**অন্যান্য বিশেষ ট্রেজারি বন্ড (ক+খ)**		**১৪৩.৩০**	**১৩৮.৮৮**
	ক) ১-বছর ও তার বেশি কিন্তু ৫-বছরের কম মেয়াদের		**২.০**	**০.০**
	১) শতকরা ৭.০ ভাগ সুদযুক্ত, ৩-বছর, ও ৪-বছর মেয়াদি বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি) ট্রেজারি বন্ড[২]	বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন এর ঋণ পরিশোধ	২.০	০.০
	খ) ৫-বছর ও তার বেশি মেয়াদের		**১৪১.৩০**	**১৩৮.৮৮**
	১) সুদমুক্ত ৬,৭ এবং ১০-বছর মেয়াদি (বিজেএমসি এবং বিটিএমসি) ট্রেজারি বন্ড-২০১৬, ২০১৭ এবং ২০২০	বিজেএমসি এবং বিটিএমসি এর ঋণ পরিশোধ	৬.৭৮	৬.৭৮
	২) শতকরা ৫.০ ভাগ সুদযুক্ত ২৫-বছর মেয়াদি জুট ট্রেজারি বন্ড-২০১৮	পাট খাতের ঋণ পরিশোধে পুনর্ভরণ	০.৭৭	০.৫৩
	৩) শতকরা ৫.০ ভাগ সুদযুক্ত ২৫-বছর মেয়াদি জুট ট্রেজারি বন্ড-২০১৯[৪]	পাট খাতের ঋণ পরিশোধে পুনর্ভরণ	০.৫৩	০.৩৭

	৪) শতকরা ৫.০ ভাগ সুদযুক্ত ২৫-বছর মেয়াদি জুট ট্রেজারি বন্ড-২০২০	প্রাইভেট ব্যাংক কর্তৃক পাট খাতের ঋণের লোকসান এক তৃতীয়াংশ পুনর্ভরণ	০.১৪	০.১২
	৫) শতকরা ৫.০ ভাগ সুদযুক্ত ১০ বছর থেকে ১৫ বছর মেয়াদি বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি) ট্রেজারি বন্ড[২]	বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন এর ঋণ পরিশোধ	৩১.২৩	২৯.২৩
	৬) শতকরা ৭.০ ভাগ সুদযুক্ত ৫ বছর ও ৬ বছর মেয়াদি বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি) ট্রেজারি বন্ড	বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন এর ঋণ পরিশোধ	২১.০	২১.০
	৭) শতকরা ৫.০ ভাগ সুদযুক্ত ৫ বছর থেকে ১৩ বছর মেয়াদি বাংলাদেশ জুট মিল কর্পোরেশন (বিজেএমসি) ট্রেজারি বন্ড	বিজেএমসি এর ঋণ পরিশোধ	২১.৫	২১.৫
	৮) শতকরা ৭.০ ভাগ সুদযুক্ত ৭ বছর মেয়াদি বিশেষ (SPTB) ট্রেজারি বন্ড-২০২০	সরকারি নগদ অর্থ বৃদ্ধি	২০	২০
	৯) শতকরা ৭.০ ভাগ সুদযুক্ত ৮ বছর মেয়াদি বিশেষ (SPTB) ট্রেজারি বন্ড-২০২১		২০	২০
	১০) শতকরা ৭.০ ভাগ সুদযুক্ত ১০ বছর মেয়াদি বিশেষ (SPTB) ট্রেজারি বন্ড-২০২০		১৯.৩৫	১৯.৩৫
৪.	**উপ-মোট: (১+২+৩)**		**১৩৭৩.৫০**	**১৩৮৭.৭৯**
৫.	প্রাইজবন্ড/ ইনকাম ট্যাক্স বন্ড		০.৩২	০.৩০
৬.	সরকারি অন্যান্য সিকিউরিটিজ		০.০৩	০.০৩
৭.	খাদ্য মন্ত্রণালয়কে প্রদত্ত আগাম		৫.৯১	৫.৪৯
৮.	অন্যান্য মন্ত্রণালয়কে প্রদত্ত আগাম		১১.৭৮	১৪.৫৪
৯.	স্বায়ত্তশাসিত ও আধা-স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহকে প্রদত্ত আগাম		১৫.৬৬	১৯.০৮
১০.	পুঞ্জিত সুদ		৩৩.৪৪	২৯.০৯
১১.	মন্ত্রণালয়সমূহ ও বিভাগসমূহের গচ্ছিত আমানত (-)		-১৭৬.১৫	-২১৮.০৬
১২.	স্বায়ত্তশাসিত ও আধা-স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহের গচ্ছিত আমানত (-)		-২৯৫.০১	-৩৪০.৬৯
১৩	জিআইআইবি তহবিলে তফসিলি ব্যাংকসমূহের স্থিতি(১+২)		১০৯.৫৯	৮৪.১৪
	১ জিআইআইবি তহবিলে বিনিয়োগ		১৩৪.৯৯	১২১.৮৯
	২ জিআইআইবি তহবিল থেকে গৃহীত ঋণ (-)		-২৫.৪০	-৩৭.৭৫
খ.	**মোট : (৪+...+১৩)**		**১০৭৯.০৭**	**৯৮১.৭১**
	সর্বমোট : ক+খ		**১০৮৭.১৬**	**১১১৫.৩০**

[৫]অন্যান্য গচ্ছিত আমানতসমূহ অন্তর্ভুক্ত।
* জিআইআইবি তহবিল অন্তর্ভুক্ত।
১) ২-বছর মেয়াদি বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ট্রেজারি বন্ড, মে ২০১৩ সালে শুরু করা হয়।
২) জুন ২০১৫ সালের ৩১.২২৫ বিলিয়ন টাকার স্থিতির বিপরীতে সেপ্টেম্বর ২০১৫ সালে ২ বিলিয়ন টাকা পরিশোধ করা হয়।
৩) জুন ২০১৫ সালের ২ বিলিয়ন টাকার স্থিতির বিপরীতে অক্টোবর ২০১৫ সালে ২ বিলিয়ন টাকা পরিশোধ করা হয়।
৪) জুন ২০১৫ সালের ০.৫৩ বিলিয়ন টাকার স্থিতির বিপরীতে জুন ২০১৬ সালে ০.১৬ বিলিয়ন টাকা পরিশোধ করা হয়।
[সা] সাময়িক
উৎস ঃ ডেট ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট, পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক (ট্রেজারি বিল অ্যান্ড বন্ডের পরিমাণ (বিশেষ বন্ডসমূহ অন্তর্ভুক্ত) সংগ্রহ করা হয়েছে ডেট ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে।

সারণী ১৫ সরকারের ব্যাংক বহির্ভূত ঋণ

(বিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	অর্থবছর ১৫				অর্থবছর ১৬			
		বিক্রয়	পরিশোধ		নিট বিক্রয়	বিক্রয়	পরিশোধ		নিট বিক্রয়
			মূল	সুদ			মূল	সুদ	
১	২	৩	৪	৫	৬ = (৩-৪)	৭	৮	৯	১০ = (৭-৮)
	জাতীয় সঞ্চয় স্কিমসমূহ								
১.	প্রতিরক্ষা সঞ্চয়পত্র	০.০	০.০৫৪	০.০৮৯	-০.০৫৪	০.০	০.০৫	০.০৫	-০.০৫
২.	৫-বছর মেয়াদি বাংলাদেশ সঞ্চয়পত্র	৬৪.৭৫	৩৪.২৭	১৭.৪৩	৩০.৪৯	৬১.৯৯	২৪.১১	৯.৮২	৩৭.৮৮
৩.	৩-বছর মেয়াদি সঞ্চয়পত্র	০.০	০.০	০.০	০.০	০.০	০.১১	০.০	-০.১১
৪.	বোনাস সঞ্চয়পত্র	০.০	০.০০৪	০.০	-০.০০৪	০.০	০.০	০.০	০
৫.	৬-মাস অন্তর মুনাফাভিত্তিক সঞ্চয়পত্র	০.০	০.০৫	০.০৩	-০.০৫	০.০	০.০১	০.০	-০.০১
৬.	পরিবার সঞ্চয়পত্র	১৫০.৭২	১০.১৯	৩৪.০৩	১৪০.৫৩	১৯১.৫০	৪৪.৩৮	৪৮.৯৯	১৪৭.১৩
৭.	৩-মাস অন্তর মুনাফাভিত্তিক সঞ্চয়পত্র	১১৩.২৪	২৯.২৭	১৮.৩০	৮৩.৯৭	১৪২.৭৪	৫৮.৪৪	২৪.৮৭	৮৪.৩১
৮.	জামানত সঞ্চয়পত্র	০.০	০.০০১	০.০	-০.০০১	০.০	০.০৫	০.০০৪	-০.০৫
৯.	পেনশনার সঞ্চয়পত্র	১৯.৫৭	১৬.৫০	৮.১৭	৩.০৭	৩৪.৬৫	১৬.৯৯	৭.৭৩	১৭.৬৬
১০.	ডাকঘর সঞ্চয় ব্যাংক	৬৫.৩৫	৪১.৭৪	১০.০৬	২৩.৬০	৮৮.০৬	৫০.০৩	১৩.০৭	৩৮.০২
	ক) সাধারণ হিসাব	১৩.২৫	১২.১১	০.৪৬	১.১৩	১৭.৪৬	১৪.৪৪	০.৪২	৩.০২
	খ) মেয়াদি হিসাব	৫২.১	২৯.৬৩	৯.৬	২২.৪৭	৭০.৬০	৩৫.৫৯	১২.৬৫	৩৫.০
	গ) বোনাস হিসাব	০.০	০.০	০.০	০.০	০.০	০.০	০.০	০.০
১১.	ডাক জীবন বীমা	০.৮৭	০.৯৩	০.০	-০.০৬	০.৬৯	০.৯৫	০.০১	-০.২৫
১২.	প্রাইজবন্ড	০.৬৮	০.৪৭	০.১৪	০.২২	০.৬৮	০.৪৮	০.১৪	০.২১
১৩.	ওয়েজ আর্নার্স ডেভেলপমেন্ট বন্ড	৮.২৪	৩.৯৫	৯.০৮	৪.২৮	১২.২৮	২.০২	৫.৫২	১০.২৬
১৪.	৩-বছর মেয়াদি জাতীয় বিনিয়োগ বন্ড	০.০	০.০১	০.০০৩	-০.০১	০.০	০.০১	০.০০২	-০.০১
১৫.	ইউএস ডলার প্রিমিয়াম বন্ড	০.৪৩	০.৩৪	০.১৭	০.০৮	০.৪৬	০.৪১	০.২৫	০.০৫
১৬.	ইউএস ডলার বিনিয়োগ বন্ড	২.৭৫	১.৪৯	০.৭	১.২৬	৪.০৫	২.১৮	১.০৭	১.৮৭
১৭.	**মোট ঃ (১+...+১৬)**	**৪২৬.৬০**	**১৩৯.২৭**	**৯৮.২০**	**২৮৭.৩২**	**৫৩৭.১**	**২০০.২২**	**১১১.৫৩**	**৩৩৬.৯১**
			স্থিতি ৩০ জুন ২০১৫		নিট পরিবর্তন		স্থিতি ৩০ জুন ২০১৬		নিট পরিবর্তন
১৮.	**সরকারি ট্রেজারি বিলস্/বন্ডস্**		**২৩৫.৭৫**		**৫৯.৪৭**		**২৪০.৯৪**		**৫.১৭**
	ক) সরকারি ট্রেজারি বিলস		৮.৮৪		৮.১১		৩.১২		-৫.৭৩
	খ) বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ট্রেজারি বন্ড (BGTB)		২২৬.৯১		৫১.৩৬		২৩৭.৮২		১০.৯০
	১) ২-বছর মেয়াদি বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ট্রেজারি বন্ড		৮.৬৬		৩.৭৭		৪.৬৯		-৩.৯৭
	২) ৫-বছর মেয়াদি বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ট্রেজারি বন্ড		৫৮.৬৯		৮.৫৪		৬০.৯০		২.২০
	৩) ১০-বছর মেয়াদি বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ট্রেজারি বন্ড		৮৮.১৬		২৫.৮৭		৯৮.২২		১০.০৬
	৪) ১৫-বছর মেয়াদি বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ট্রেজারি বন্ড		২৮.৫৬		৭.০৮		৩০.৬৩		২.০৭
	৫) ২০-বছর মেয়াদি বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ট্রেজারি বন্ড		৪২.৮৪		৬.১		৪৩.৩৮		০.৫৪
১৯.	**সরকারের ব্যাংক বহির্ভূত ঋণ (নিট) ঃ (১৭+১৮)**				**৩৪৬.৭৯**				**৩৪২.০৮**

উৎস ঃ জাতীয় সঞ্চয় পরিদপ্তর, ডেট ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণী ১৬ লেনদেন ভারসাম্য*

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

খাতসমূহ	অর্থবছর ১০	অর্থবছর ১১	অর্থবছর ১২	অর্থবছর ১৩	অর্থবছর ১৪	অর্থবছর ১৫[স]	অর্থবছর ১৬[সা]
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
বাণিজ্যিক ভারসাম্য	**-৫১৫৫**	**-৯৯৩৫**	**-৯৩২০**	**-৭০০৯**	**-৬৭৯৪**	**-৬৯৬৫**	**-৬২৭৪**
রপ্তানি এফওবি (ইপিজেডসহ)	১৬২৩৩	২২৫৯২	২৩৯৮৯	২৬৫৬৭	২৯৭৭৭	৩০৬৯৭	৩৩৪৪১
তন্মধ্যে, তৈরি পোশাক (আরএমজি)	১২৪৯৭	১৭৯১৪	১৯০৯০	২১৫১৬	২৪৪৯২	২৫৪৯১	২৮০৯৪
আমদানি এফওবি (ইপিজেডসহ)	২১৩৮৮	৩২৫২৭	৩৩৩০৯	৩৩৫৭৬	৩৬৫৭১	৩৭৬৬২	৩৯৭১৫
সেবা	**-১২৩৩**	**-২৬১২**	**-৩০০১**	**-৩১৬২**	**-৪০৯৬**	**-৩১৮৬**	**-২৭৯৩**
গ্রহণ	২৪৭৮	২৫৭৩	২৬৯৪	২৮৩০	৩১১৫	৩০৮৪	৩৫৩০
প্রদান	৩৭১১	৫১৮৫	৫৬৯৫	৫৯৯২	৭২১১	৬২৭০	৬৩২৩
আয়	**-১৪৮৪**	**-১৪৫৪**	**-১৫৪৯**	**-২৩৬৯**	**-২৬৩৫**	**-২৮৬৯**	**-২৫৮২**
গ্রহণ	৫২	১২৪	১৯৩	১২০	১৩১	৭৬	১০৩
প্রদান	১৫৩৬	১৫৭৮	১৭৪২	২৪৮৯	২৭৬৬	২৯৪৫	২৬৮৫
তন্মধ্যে, অফিসিয়াল সুদ পরিশোধ	২১৫	৩৪৫	৩৭৩	৪৭৬	৪২৭	৩৬৬	৪০২
চলতি হস্তান্তর	**১১৫৯৬**	**১২৩১৫**	**১৩৪২৩**	**১৪৯২৮**	**১৪৯৩৪**	**১৫৮৯৫**	**১৫৩৫৫**
সরকারি	১২৭	১০৩	১০৬	৯৭	৮৩	৭৫	৬৮
বেসরকারি	১১৪৬৯	১২২১২	১৩৩১৭	১৪৮৩১	১৪৮৫১	১৫৮২০	১৫২৮৭
তন্মধ্যে ঃ বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশিদের প্রেরিত অর্থ	১০৯৮৭	১১৫১৩	১২৭৩৪	১৪৩৩৮	১৪১১৬	১৫১৭০	১৪৭১৭
চলতি হিসাবের ভারসাম্য	**৩৭২৪**	**-১৬৮৬**	**-৪৪৭**	**২৩৮৮**	**১৪০৯**	**২৮৭৫**	**৩৭০৬**
মূলধনী হিসাব	**৫১২**	**৬৪২**	**৪৮২**	**৬২৯**	**৫৯৮**	**৪৯৬**	**৪৭৮**
মূলধন হস্তান্তর	৫১২	৬৪২	৪৮২	৬২৯	৫৯৮	৪৯৬	৪৭৮
আর্থিক হিসাব	**-৬৫১**	**৬৫১**	**১৪৩৬**	**২৭৭০**	**২৮৫৫**	**১৯২৫**	**১৬১০**
সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ (নিট)	৯১৩	৭৭৫	১১৯১	১৭২৬	১৪৭৪	১৮৩০	২০০১
পোর্টফোলিও বিনিয়োগ	-১১৭	১০৯	২৪০	৩৬৮	৯৩৭	৩৭৯	১২৪
অন্যান্য বিনিয়োগ	-১৪৪৭	-২৩৩	৫	৬৭৬	৪৪৪	-২৮৪	-৫১৫
মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি ঋণ প্রাপ্তি (সাপ্লায়ার্স ক্রেডিট ব্যতীত)	১৫৮৯	১০৩২	১৫৩৯	২০৮৫	২৪০৪	২৪৭২	২৯০৪
মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি ঋণ পরিশোধ	৬৮৭	৭৩৯	৭৮৯	৯০৬	১০১৮	৯১০	৮৪৯
অন্যান্য দীর্ঘমেয়াদি ঋণ (নিট)	-১৫১	-১০১	৭৯	-১৫০	৪৭৭	-৩৫	-৭
অন্যান্য স্বল্পমেয়াদি ঋণ (নিট)	৬২	৫৩১	২৪২	-১৯৩	-৮৩৮	-১০৫	-৪৩৫
অন্যান্য মূলধন	-৯০২	-৬৬১	---	---	---	---	--
বাণিজ্য ঋণ (নিট)	-১০৪৩	-১৩৫	-১১১৮	-২৫০	-৩৪০	-২৫০৮	-২১১০
বাণিজ্যিক ব্যাংক	-৩১৫	-১৬০	৫২	৯০	-২৪১	৮০২	-১৮
সম্পদ	৪১০	৪৫২	৪৪৩	৩৯৬	৮৯৮	৮৬	৩৪৭
দায়	৯৫	২৯২	৪৯৫	৪৮৬	৬৫৭	৮৮৮	৩২৯
ভ্রান্তি ও বাদসমূহ	**-৭২০**	**-২৬৩**	**-৯৭৭**	**-৬৫৯**	**৬২১**	**-৯২৩**	**-৭৫৮**
সার্বিক লেনদেন ভারসাম্য	**২৮৬৫**	**-৬৫৬**	**৪৯৪**	**৫১২৮**	**৫৪৮৩**	**৪৩৭৩**	**৫০৩৬**
রিজার্ভ	**-২৮৬৫**	**৬৫৬**	**-৪৯৪**	**-৫১২৮**	**-৫৪৮৩**	**-৪৩৭৩**	**-৫০৩৬**
বাংলাদেশ ব্যাংক	-২৮৬৫	৬৫৬	-৪৯৪	-৫১২৮	-৫৪৮৩	-৪৩৭৩	-৫০৩৬
সম্পদ	৩৬১৬	-৪৮১	২৯৩	৫১৯৬	৫৯৩৩	৪২৪৯	৫৩২২
দায়	৭৫১	১৭৫	-২০১	৬৮	৪৫০	-১২৪	২৮৬

[স] সংশোধিত। [সা] সাময়িক।

*ব্যালেন্স অব পেমেন্ট ম্যানুয়াল ৬ অনুযায়ী শ্রেণিবিন্যাস করা হয়েছে।

নোট: অর্থবছর ১১ এবং তৎপরবর্তী সময়কালে আমদানি (এফওবি) উপাত্ত কাস্টমস্ এর রেকর্ড অনুযায়ী অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। অর্থবছর ১০ এবং এর পূর্বের সময়কালে আমদানি (এফওবি) উপাত্তে ব্যাংকিং চ্যানেলের ডাটা ব্যবহার করা হয়েছে।

আইএমএফ এর সুপারিশ মোতাবেক অর্থবছর ১২ এবং তৎপরবর্তী অন্যান্য সম্পদের হিসাব বন্ধ করা হয়েছে।

উৎস ঃ পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণী ১৭ প্রকারভিত্তিক পণ্য রপ্তানি

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

খাতসমূহ	অর্থবছর ১০	অর্থবছর ১১	অর্থবছর ১২	অর্থবছর ১৩	অর্থবছর ১৪	অর্থবছর ১৫[স]	অর্থবছর ১৬[সা]
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
ক. হিমায়িত খাদ্য	**৪৪৫.২০**	**৬২৫.০০**	**৫৯৮.৪০**	**৫৪৩.৮০**	**৬৩৮.১৯**	**৫৬৮.০৩**	**৫৩৫.৭৭**
১। মাছ	৮৯.১০	১৩৩.৫০	১০৮.১০	৫৮.০০	৫২.৪৬	৪৯.০৮	৪৭.০৭
২। চিংড়ি	৩৪৮.৩০	৪৭৭.৮০	৪৭১.৭০	৪৫৪.৯০	৫৫০.১৬	৫০৯.৭২	৪৭২.৩৭
৩। অন্যান্য	৭.৮০	১৩.৭০	১৮.৬০	৩০.৯০	৩৫.৫৭	৯.২৩	১৬.৩৩
খ. কৃষিজাত পণ্যসমূহ	**২৪২.৪০**	**৩৩৩.৯০**	**৪০২.৭০**	**৫৩৫.৭০**	**৬১৫.০৮**	**৫৮৬.০৫**	**৫৯৬.০৬**
১। শাকসবজি	৪৬.৮০	৭১.৭০	৭৭.৪০	১১০.৩০	১৪৭.৫৫	১০৩.২৪	১০৪.৩৪
২। তামাক	৫২.৩০	৭০.৯০	৬৮.৭০	৬০.২০	৫৮.৬৮	৬৮.৪৫	৫৪.৯৮
৩। কাট ফ্লাওয়ার	৩৯.৮০	৪২.৯০	৫০.৫০	৪১.৪০	৩৯.৩৪	১১.৩৬	৪.৭৩
৪। ফলমূল	১৭.৪০	৩৭.৭০	৫৭.২০	৭১.৯০	৬১.৮৪	৩৮.৪৮	২০.২৩
৫। অন্যান্য	৮৬.১০	১১০.৭০	১৪৮.৯০	২৫১.৯০	৩০৭.৬৭	৩৬৪.৫২	৪১১.৭৮
গ. ম্যানুফ্যাকচারড শিল্পসমূহ	**১৫৫১৭.১০**	**২১৯৬৯.৩০**	**২৩৩০০.৮০**	**২৫৯৪৭.৮০**	**২৮৯২৩.৩৫**	**৩০০৫৪.৮৬**	**৩৩১০৯.৯৯**
১। পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্য	৩০১.২০	২৬০.৭০	২৭৫.৪০	৩১৪.০০	১৬২.৩৪	৭৭.৫৫	২৯৭.০১
২। রাসায়নিক দ্রব্য	১০২.৯০	১০৪.৮০	১০৩.০০	৯৩.০০	৯৩.১৮	১১১.৯২	১২৩.৬৫
৩। প্লাস্টিক সামগ্রী	৫০.৬০	৬৮.৮০	৮৮.৭০	৮৪.৫০	৮৫.৭০	১০০.৫৭	৮৯.০০
৪। চামড়া	২৫৫.১৬	৩৫৩.২২	৪২৯.৫৬	৫৬১.৩৫	৭৪৫.৬৩	৬৪৬.৭০	৬৬৬.১২
৫। তুলা ও তুলাজাত সামগ্রী	৯৫.২০	১৩৫.০০	১১৩.০০	১২৫.০০	১১৫.৬০	১০৭.০৪	১০২.৭৬
৬। কাঁচা পাট	১৯৬.৩০	৩৫৭.৩০	২৬৬.৩০	২২৯.৯০	১২৬.৩৯	১১১.৫৭	১৭৩.১৭
৭। পাটজাত দ্রব্যসামগ্রী	৫৯১.৭২	৭৫৭.৭০	৭০১.১০	৮০০.৭০	৬৯৮.১০	৭৫৬.৯৬	৭৪৬.৪১
৮। বিশেষায়িত টেক্সটাইল	১৮৬.০০	১৬৪.৬০	১৩৮.৮০	১২৪.৫০	১০৮.৭৬	১০৬.৯৯	১০৮.৭২
৯। নিটওয়্যার পণ্য	৬৪৮৩.৩০	৯৪৮২.১০	৯৪৮৬.৪০	১০৪৭৫.৯০	১২০৪৯.৮১	১২৪২৬.৭৯	১৩৩৫৫.৪২
১০। ওভেন পোশাক পরিচ্ছদ	৬০১৩.৪০	৮৪৩২.৪০	৯৬০৩.৩০	১১০৩৯.৯০	১২৪৪২.০৭	১৩০৬৪.৬১	১৪৭৩৮.৭৪
১১। হোম টেক্সটাইল	৫৩৯.৩০	৭৮৮.৮০	৯০৬.১০	৭৯১.৫০	৭৯২.৫৩	৮০৪.৩৪	৭৫৩.০১
১২। পাদুকা	২০৪.১০	২৯৭.৮০	৩৩৫.৫১	৪১৯.৩০	৫৫০.১১	৬৭৩.২৭	৭১৪.০১
১৩। ইঞ্জিনিয়ারিং দ্রব্য	৩১১.১০	৩০৯.৫৫	৩৭৫.৫০	৩৬৭.৫০	৩৬৬.৬৩	৪৪৭.০৪	৫১০.০৮
১৪। অন্যান্য	২১৫.৮৮	৫১১.৯৫	৫৭৭.৫০	৬৭৬.৭০	৫৮৬.৫০	৬১৯.৫১	৭৬২.৬৩
মোট রপ্তানি (ক+খ+গ)	**১৬২০৪.৭০**	**২২৯২৮.২০**	**২৪৩০১.৯০**	**২৭০২৭.৪০**	**৩০১৮৬.৬২**	**৩১২০৮.৯৪**	**৩৪২৫৭.১৮**
তন্মধ্যে, ইপিজেড	২১৫০.৫০	২৮০০.৯০	৩৪২৫.৫০	৩৮২৮.৮০	৪৪৮০.২৭	৪৯৫৭.৭৯	৫৪৩৯.৩৩

[স]সংশোধিত, [সা]সাময়িক।
উৎস ঃ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো।

সারণী ১৮ প্রকারভিত্তিক পণ্য আমদানি

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

খাতসমূহ	অর্থবছর ১১	অর্থবছর ১২	অর্থবছর ১৩	অর্থবছর ১৪	অর্থবছর ১৫[স]	অর্থবছর ১৬[সা]
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
ক. খাদ্যশস্য	**২০৫৮.২**	**৮২২.০**	**৫৭৬.৬**	**৯০৬.২**	**১৪৯০.৬**	**১০৫৭.৬**
১। চাল	৮৬৭.৫	২২৬.৮	১৫.৭	১০২.৮	৫০৮.০	১১২.২
২। গম	১১৯০.৭	৫৯৫.২	৫৬০.৯	৮০৩.৪	৯৮২.৬	৯৪৫.৪
খ. অন্যান্য পণ্য	**৩৪০৩৪.২**	**৩৬১৬২.৮**	**৩৬৭১৩.২**	**৩৯৭১০.২**	**৩৯২১৩.১**	**৪১৮৬৩.২**
১। দুধ এবং দুধজাত দ্রব্য	২১৬.৬	২২৪.১	২৩০.১	২৮০.৩	২৭৭.২	২১৫.০
২। মসলা	১০১.০	৮৭.৫	৭৮.৮	১০৭.০	১৮২.৪	১৯৮.৫
৩। তেলবীজ	৯৬.২	২৫৮.৬	৩৫৮.০	৪৫৩.৬	৩৭৪.০	৫৩২.১
৪। ভোজ্য তেল	২৫৯৮.৩	৩৫২৬.৮	৩০১৬.৯	২৯৪৬.৩	৯২৩.৮	১৪৩৬.৪
৫। ডাল (সব ধরনের)	২৩৪.৪	২৭৫.৭	৪৮৫.৯	৩১৮.৬	৪৩৪.৩	৪৭৭.৫
৬। চিনি	৭২৩.০	১৩৪৯.১	৭৭৯.৫	৮৫২.২	৭৮৮.৭	৬৫১.৭
৭। ক্লিংকার	৫৩০.৬	৫৩২.০	৫৬৯.৩	৬৩৩.২	৬৩৮.৪	৫৭১.২
৮। অপরিশোধিত পেট্রোলিয়াম	২৮৯.৩	৩০৪.০	৬০.৭	৭২.৩	৩১৬.০	৩৮৩.৯
৯। পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্য	২৪৪৫.৫	২৯৭২.৯	৩০০৫.৫	৩৩৭১.৫	২০৭৫.৭	২২৫৫.৮
১০। রাসায়নিক দ্রব্য	১২২৫.৭	১৩৩৪.৮	১৪১১.৬	১৫৭৭.৫	১৭২৩.৭	১৮৪৫.৩
১১। ঔষধ সামগ্রী	১৯৯.৯	১৮৫.০	১৯৭.৫	২১০.৮	১৩৬.৯	২৩৬.২
১২। সার	১৫৩০.৭	১৩৭০.০	১২৬৫.২	৯৪০.৯	১৩৩৮.৯	১১১১.৮
১৩। ডাইং ও ট্যানিং প্রক্রিয়াজাতকরণ সামগ্রী	৩৫১.০	৩৭৮.১	৪৪৫.৩	৫৪৩.১	৫৯৯.০	৫৮৩.৮
১৪। প্লাস্টিক ও রাবার এবং তন্তুজাত সামগ্রী	১৩৫৯.৯	১৫০৮.৮	১৫৭৭.৩	১৮২২.২	২০৫২.৩	১৯৪২.৭
১৫। কাঁচা তুলা	২৫৮৯.৩	১৯৬৬.২	২২৫৫.৪	২৪৬৪.৩	২২৯৫.৫	২২৩৩.০
১৬। সুতা	২০৬৫.৩	১৪৯৫.৫	১৬৭৫.৪	১৮১৬.৯	১৮৫১.২	১৯৫৯.৪
১৭। টেক্সটাইল এবং তন্তুজাত সামগ্রী	৩৯৪২.৭	৪৩৮২.৩	৫০৭১.১	৫৩৬০.৫	৫৭৪২.০	৬১৯৩.১
১৮। স্ট্যাপল ফাইবার	৭০০.২	৭৭৯.৪	৮৭৭.৯	১০১০.১	১০৭৮.০	১১৭২.৪
১৯। লৌহ, ইস্পাত এবং অন্যান্য ধাতু	২১৮৪.৭	২৫৮৬.৪	২৮৬৫.২	২৮৯৯.৪	৩২৬৫.০	৩২২৬.৭
২০। মূলধনী যন্ত্রপাতি	৩০৮৫.০	২৩৯৪.৩	২২৫০.০	২৮১৯.১	৩৩২০.৫	৩৩৯৮.৫
২১। অন্যান্য	৭৫৬৪.৯	৮২৫১.৩	৮২৩৬.৬	৯২১০.৪	৯৭৯৯.৫	১১২৩৮.২
মোট আমদানি (সিআইএফ)	**৩৬০৯২.৪**	**৩৬৯৮৪.৮**	**৩৭২৮৯.৮**	**৪০৬১৬.৪**	**৪০৭০৩.৭**	**৪২৯২০.৮**
মোট আমদানি (এফওবি)	**৩২৫২৭.০**	**৩৩৩০৯.০**	**৩৩৫৭৬.০**	**৩৬৫৭১.০**	**৩৭৬৬২.০**	**৩৯৭১৫.০**
ইপিজেড-এর আমদানি	১৯৮৫.১	২১১৫.৭	২৪৪৪.৭	৩০৭৭.০	৩১৩৮.১	৩২৭২.৬

[স] সংশোধিত, [সা] সাময়িক।
উৎস ঃ পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সম্পাদিত (জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর ব্যবহৃত তথ্য)।

সারণী ১৯ আমদানি ঋণপত্র খোলা, নিষ্পত্তি ও বকেয়া স্থিতির খাতভিত্তিক তুলনামূলক বিবরণী

(মিলিয়ন ডলার)

খাত/পণ্য	অর্থবছর ১৫			অর্থবছর ১৬			অর্থবছর ১৫-এর তুলনায় অর্থবছর ১৬-এ পরিবর্তনের শতকরা হার		
	নতুন এলসি খোলা	এলসি নিষ্পত্তি	জুন শেষে এলসি'র স্থিতি	নতুন এলসি খোলা	এলসি নিষ্পত্তি	জুন শেষে এলসি'র স্থিতি	নতুন এলসি খোলা	এলসি নিষ্পত্তি	জুন শেষে এলসি'র স্থিতি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১। ভোগ্যপণ্য	৫১৬৮.১	৪৭৪৯.৬	১৭১২.২	৪৮০৮.৭	৪৬০০.৭	১৭১৩.২	-৭.০	-৩.১	০.১
(মোট এর শতকরা হার)	(১২.০)	(১২.৪)	(৭.৭)	(১১.১)	(১১.৫)	(৭.১)			
ক) খাদ্যশস্য (চাল এবং গম)	১৭৩৬.৯	১৪৯৮.০	৩৭৩.৪	১০৮৭.৩	১১১৬.৭	২৯৫.২	-৩৭.৪	-২৫.৫	-২০.৯
খ) অন্যান্য খাদ্যশস্য	৩৪৩১.১	৩২৫১.৬	১৩৩৮.৭	৩৭২১.৫	৩৪৮৪.০	১৪১৮.০	৮.৫	৭.২	৫.৯
২। মাধ্যমিক পণ্য	৩৬৯০.০	৩৩৫৪.৩	১৪৭২.৫	৩৮৩৫.৪	৩৩৫১.০	১৮৬৫.০	৩.৯	-০.১	২৬.৭
(মোট এর শতকরা হার)	(৮.৬)	(৮.৭)	(৬.৬)	(৮.৯)	(৮.৪)	(৭.৭)			
৩। শিল্প কাঁচামাল	১৬১৪৪.৬	১৫১৮১.৩	৭০১৭.৮	১৬৮২৮.১	১৫৬৬৮.২	৭৮৮৪.০	৪.২	৩.২	১২.৩
(মোট এর শতকরা হার)	(৩৯.৯)	(৪০.৯)	(৩৬.৮)	(৩৭.৩)	(৩৯.৮)	(৩৫.১)			
৪। মূলধনী যন্ত্রপাতি	৩৩৭২.৮	৩৪৬২.৪	১১১১.০	২১৯৭.৮	২৪৪১.৭	৭৬৪.২	-৩৪.৮	-২৯.৫	-৩১.২
(মোট এর শতকরা হার)	(৭.৮)	(৯.০)	(৫.০)	৫.১	৬.১	৩.১			
৫। বিবিধ শিল্প যন্ত্রপাতি	৪৩৫৪.৮	৩০৯৬.৮	৫১৩১.৭	৪৮০২.১	৩৫৩৩.৫	৬১৪৬.৪	১০.৩	১৪.১	১৯.৮
(মোট এর শতকরা হার)	(১০.১)	(৮.১)	(২৩.১)	(১১.১)	(৮.৮)	(২৫.৩)			
৬। পেট্রোলিয়াম ও পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্য	৪০৫৭.২	৩৭৭২.০	২০৬৯.১	৪২৫৫	৪৩০৪.৮	২০৯৫.২	৪.৯	১৪.১	১.৩
(মোট এর শতকরা হার)	(৯.৪)	(৯.৮)	(৯.৩)	৯.৮	১০.৭	৮.৬			
৭। অন্যান্য	৬২৮১.৩	৪৮৩৮.৮	৩৬৭৯.০	৬৬০৮.৩	৬১৭৬.৩	৩৮৩৯.৮	৫.২	২৭.৬	৪.৪
(মোট এর শতকরা হার)	(১৪.৬)	(১২.৬)	(১৬.৬)	(১৫.৩)	(১৫.৪)	(১৫.৮)			
মোট ঃ	**৪৩০৬৮.৮**	**৩৮৪৫৫.২**	**২২১৯৩.৩**	**৪৩৩৩৫.৩**	**৪০০৭৬.২**	**২৪৩০৭.৮**	**০.৬**	**৪.২**	**৯.৫**
তন্মধ্যে, ব্যাক-টু-ব্যাক	৬৮৩০.৮	৬২০১.৮	৩০২৬.১	৭৪৬২.৮	৬৯২৫.৭	৩৩০৩.৬	৯.৩	১১.৭	৯.২

উৎস ঃ ফরেন এক্সচেঞ্জ অপারেশন ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণী ২০ বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ

অর্থবছর (জুন শেষে)	মোট রিজার্ভ	
	মিলিয়ন টাকা	মিলিয়ন মার্কিন ডলার
১	২	৩
২০০০	৮১,৪৬৬	১,৬০২
২০০১	৭৩,৮৩১	১,৩০৭
২০০২	৯০,৮৫৮	১,৫৮৩
২০০৩	১৪১,৭৫৩	২,৪৭০
২০০৪	১৬৩,২৪১	২,৭০৫
২০০৫	১৮৬,৭৬৯	২,৯৩০
২০০৬	২৪২,৯১৪	৩,৪৮৪
২০০৭	৩৪৯,৩১৪	৫,০৭৭
২০০৮	৪২১,৩৭৭	৬,১৪৯
২০০৯	৫১৫,৯৪৫	৭,৪৭১
২০১০	৭৪৭,১২১	১০,৭৫০
২০১১	৮০৯,৯৯৬	১০,৯১২
২০১২	৮৪৮,০৭১	১০,৩৬৪
২০১৩	১১৯০,৮৯৬	১৫,৩১৫
২০১৪	১৬৬৯,৬৬৫	২১,৫০৮
২০১৫	১৯৬৪,৯৭৪	২৫,০২৫
২০১৬	২৩৬৫,১৮৯	৩০,১৬৮

উৎস ঃ একাউন্টস্ এন্ড বাজেটিং ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণী ২১ টাকা-মার্কিন ডলার বিনিময় হার

অর্থবছর	প্রতি মার্কিন ডলারে টাকা (বার্ষিক গড়)
১	২
অর্থবছর ০০	৫০.৩১
অর্থবছর ০১	৫৩.৯৬
অর্থবছর ০২	৫৭.৪৩
অর্থবছর ০৩	৫৭.৯০
অর্থবছর ০৪	৫৮.৯৪
অর্থবছর ০৫	৬১.৩৯
অর্থবছর ০৬	৬৭.০৮
অর্থবছর ০৭	৬৯.০৩
অর্থবছর ০৮	৬৮.৬০
অর্থবছর ০৯	৬৮.৮০
অর্থবছর ১০	৬৯.১৮
অর্থবছর ১১	৭১.১৭
অর্থবছর ১২	৭৯.১০
অর্থবছর ১৩	৭৯.৯৩
অর্থবছর ১৪	৭৭.৭২
অর্থবছর ১৫	৭৭.৬৮
অর্থবছর ১৬	৭৮.২৬

উৎস ঃ পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণী ২২ দেশভিত্তিক প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থ

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

দেশসমূহ	অর্থবছর ১০	অর্থবছর ১১	অর্থবছর ১২	অর্থবছর ১৩	অর্থবছর ১৪	অর্থবছর ১৫	অর্থবছর ১৬[স]
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
সৌদি আরব	৩৪২৭.০৫	৩২৯০.০৩	৩৬৮৪.৩৬	৩৮২৯.৪৫	৩১১৮.৮৮	৩৩৪৫.২৩	২৯৫৫.৫৫
সংযুক্ত আরব আমিরাত	১৮৯০.৩১	২০০২.৬৩	২৪০৪.৭৮	২৮২৯.৪০	২৬৮৪.৮৬	২৮২৩.৭৭	২৭১১.৭৪
যুক্তরাজ্য	৮২৭.৫১	৮৮৯.৬০	৯৮৭.৪৬	৯৯১.৫৯	৯০১.২৩	৮১২.৩৪	৮৬৩.২৮
কুয়েত	১০১৯.১৮	১০৭৫.৭৫	১১৯০.১৪	১১৮৬.৯৩	১১০৬.৮৮	১০৭৭.৭৮	১০৩৯.৯৫
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	১৪৫১.৮৯	১৮৪৮.৫১	১৪৯৮.৪৬	১৮৫৯.৭৬	২৩২৩.৩২	২৩৮০.১৯	২৪২৪.৩২
ইতালি	১৮২.১৯	২১৫.৫৮	২৪৪.৭৫	২৩৩.২৩	২৬৯.৫৯	২৬০.১৬	৩৫১.৩১
কাতার	৩৬০.৯১	৩১৯.৩৬	৩৩৫.২৬	২৮৬.৮৯	২৫৭.৫৩	৩১০.১৫	৪৩৫.৬১
ওমান	৩৪৯.০৮	৩৩৪.৩১	৪০০.৯৩	৬১০.১১	৭০১.০৮	৯১৫.২৬	৯০৯.৬৫
সিঙ্গাপুর	১৯৩.৪৬	২০২.৩৩	৩১১.৪৬	৪৯৮.৭৯	৪২৯.১১	৪৪৩.৪৪	৩৮৭.২৪
জার্মানি	১৬.৫০	২৫.৬৪	৩৪.৯৯	২৫.৮১	২৬.৯৪	২১.১৬	২৫.৮৯
বাহরাইন	১৭০.১৪	১৮৫.৯৩	২৯৮.৪৬	৩৬১.৭০	৪৫৯.৩৯	৫৫৪.৩৪	৪৮৯.৯৯
জাপান	১৪.৭৪	১৫.২১	২২.১৬	২১.১৮	১৭.০৬	১৬.৩০	২২.০৯
মালয়েশিয়া	৫৮৭.০৯	৭০৩.৭৩	৮৪৭.৪৯	৯৯৭.৪৩	১০৬৪.৬৮	১৩৮১.৫৩	১৩৩৭.১৪
অন্যান্য	৪৯৭.৩৫	৫৪১.৭১	৫৮২.৭২	৭২৮.৮৭	৮৬৭.৭৬	৯৭৫.২৭	৯৮২.৩৯
সর্বমোট ঃ	১০৯৮৭.৪০	১১৬৫০.৩২	১২৮৪৩.৪২	১৪৪৬১.১৪	১৪২২৮.৩১	১৫৩১৬.৯০	১৪৯৩১.১৫

[স]সংশোধিত
উৎস ঃ বৈদেশিক মুদ্রা নীতি বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণী ২৩ তফসিলি ব্যাংকসমূহের তালিকা

(৩০ জুন ২০১৬)

রাষ্ট্র মালিকানাধীন / সরকার নিয়ন্ত্রিত ব্যাংকসমূহ (৬+২=৮)

রাষ্ট্র মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ (৬)

সোনালী ব্যাংক লিমিটেড
জনতা ব্যাংক লিমিটেড
অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড
রূপালী ব্যাংক লিমিটেড*
বাংলাদেশ স্মল ইন্ডাস্ট্রিজ এন্ড কমার্স ব্যাংক লিমিটেড
বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড

বিশেষায়িত ব্যাংকসমূহ (২)

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক
রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক

বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ (৩৯)

পূবালী ব্যাংক লিমিটেড
উত্তরা ব্যাংক লিমিটেড
এবি ব্যাংক লিমিটেড
ইন্টারন্যাশনাল ফাইন্যান্স ইনভেস্টমেন্ট এন্ড কমার্স (আইএফআইসি) ব্যাংক লিমিটেড
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড
ন্যাশনাল ব্যাংক লিমিটেড
দি সিটি ব্যাংক লিমিটেড
ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক লিমিটেড
আইসিবি ইসলামিক ব্যাংক লিমিটেড
ইস্টার্ন ব্যাংক লিমিটেড
ন্যাশনাল ক্রেডিট এন্ড কমার্স ব্যাংক লিমিটেড
প্রাইম ব্যাংক লিমিটেড
সাউথইস্ট ব্যাংক লিমিটেড
ঢাকা ব্যাংক লিমিটেড
আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড
সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড
ডাচ্-বাংলা ব্যাংক লিমিটেড
স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লিমিটেড
ওয়ান ব্যাংক লিমিটেড
এক্সপোর্ট ইমপোর্ট (এক্সিম) ব্যাংক অব বাংলাদেশ লিমিটেড
মার্কেন্টাইল ব্যাংক লিমিটেড
বাংলাদেশ কমার্স ব্যাংক লিমিটেড
মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক লিমিটেড
ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড
দি প্রিমিয়ার ব্যাংক লিমিটেড
ব্যাংক এশিয়া লিমিটেড
ট্রাস্ট ব্যাংক লিমিটেড
শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড
যমুনা ব্যাংক লিমিটেড
ব্র্যাক ব্যাংক লিমিটেড

* ১৯৮৬ সালের ডিসেম্বর মাসে শতকরা ৫১ ভাগ মালিকানা সরকারি খাতে রেখে রূপালী ব্যাংককে একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিতে রূপান্তর করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ৩০ জুন ২০১৬ পর্যন্ত এ ব্যাংকের পরিশোধিত মূলধনে সরকারের অংশ ছিল ৯০.০ ভাগ।

সারণী ২৩ তফসিলি ব্যাংকসমূহের তালিকা

(৩০ জুন ২০১৬)

সাউথ বাংলা এগ্রিকালচার এন্ড কমার্স ব্যাংক লিমিটেড
এনআরবি কমার্শিয়াল ব্যাংক লিমিটেড
ইউনিয়ন ব্যাংক লিমিটেড
মেঘনা ব্যাংক লিমিটেড
মিডল্যান্ড ব্যাংক লিমিটেড
দি ফারমার্স ব্যাংক লিমিটেড
এনআরবি ব্যাংক লিমিটেড
মধুমতি ব্যাংক লিমিটেড
এনআরবি গ্লোবাল ব্যাংক লিমিটেড

বিদেশি বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ (৯)

কমার্শিয়াল ব্যাংক অব সিলোন পিএলসি
স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক
হাবিব ব্যাংক লিমিটেড
স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়া
ন্যাশনাল ব্যাংক অব পাকিস্তান
সিটি ব্যাংক এনএ
উরি ব্যাংক
দি হংকং এন্ড সাংহাই ব্যাংকিং কর্পোরেশন লিমিটেড
ব্যাংক আলফালাহ লিমিটেড

উৎসঃ ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ।

সারণী ২৪ আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের তালিকা*

(৩০ জুন ২০১৬)

সৌদি বাংলাদেশ ইন্ডাস্ট্রিয়াল এন্ড এগ্রিকালচারাল ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানী লিমিটেড
দি ইউএই-বাংলাদেশ ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানী লিমিটেড
ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কোম্পানী লিমিটেড
ফিনিক্স ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড
উত্তরা ফিন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড
জিএসপি ফাইন্যান্স কোম্পানী (বাংলাদেশ) লিমিটেড
রিলায়েন্স ফাইন্যান্স লিমিটেড
ডেল্টা ব্র্যাক হাউজিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন লিমিটেড (ডিবিএইচ)
লংকাবাংলা ফাইন্যান্স লিমিটেড
প্রাইম ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড
পিপলস্ লীজিং এন্ড ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেড
বে লীজিং এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড
বাংলাদেশ ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফাইন্যান্স কোম্পানী লিমিটেড
ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট লীজিং কোম্পানী অব বাংলাদেশ লিমিটেড
ইউনিয়ন ক্যাপিটাল লিমিটেড
ন্যাশনাল হাউজিং ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড
ইন্টারন্যাশনাল লীজিং এন্ড ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেড
ইসলামিক ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড
প্রিমিয়ার লিজিং এন্ড ফাইন্যান্স লিমিটেড
ফারইস্ট ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড
ফার্স্ট ফাইন্যান্স লিমিটেড
ইউনাইটেড ফাইন্যান্স লিমিটেড
মাইডাস ফাইন্যান্সিং লিমিটেড
বাংলাদেশ ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানী লিমিটেড
ইন্ডাস্ট্রিয়াল এন্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট ফাইন্যান্স কোম্পানী লিমিটেড
ন্যাশনাল ফাইন্যান্স লিমিটেড
হজ্ব ফাইন্যান্স কোম্পানী লিমিটেড
বাংলাদেশ ইনফ্রাস্ট্রাকচার ফাইন্যান্স ফান্ড লিমিটেড
অগ্রণী এসএমই ফাইন্যান্সিং কোম্পানী লিমিটেড
মেরিডিয়ান ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড
সিএপিএম ভেঞ্চার ক্যাপিটাল এন্ড ফাইন্যান্স লিমিটেড

* আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯৩ এর আওতায় বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক লাইসেন্সকৃত।
** লাইসেন্সপ্রাপ্ত আর্থিক প্রতিষ্ঠান। কিন্তু এখনো কার্যক্রম শুরু হয়নি।

সারণী ২৫ কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশনা

বার্ষিক

বার্ষিক রিপোর্ট (বাংলা)
বার্ষিক রিপোর্ট (ইংরেজি)
ফাইন্যান্সিয়াল স্ট্যাবিলিটি রিপোর্ট
রপ্তানি আয় [শুধু ওয়েবসাইটে প্রাপ্ত]
আমদানি ব্যয় [শুধু ওয়েবসাইটে প্রাপ্ত]
ব্যালেন্স অব পেমেন্টস্ [শুধু ওয়েবসাইটে প্রাপ্ত]

অর্ধ বার্ষিক

ফরেন ডিরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট ইন বাংলাদেশ

ত্রৈমাসিক

ত্রৈমাসিক তফসিলি ব্যাংক পরিসংখ্যান [শুধু ওয়েবসাইটে প্রাপ্ত]
বাংলাদেশ ব্যাংক কোয়ার্টার্লি
কোয়ার্টার্লি ফাইন্যান্সিয়াল স্ট্যাবিলিটি অ্যাসেসমেন্ট রিপোর্ট

মাসিক

ইকোনোমিক ট্রেন্ডস
বাংলাদেশ ব্যাংক পরিক্রমা

পরিশিষ্ট-৪

ব্যাংকিং খাতের কর্মদক্ষতার সূচকসমূহ

(সারণীঃ ১-১৩)

সারণী ১ ব্যাংক ব্যবস্থার কাঠামো

(বিলিয়ন টাকা)

ব্যাংকের ধরন	২০১৬ (জুন)					
	ব্যাংকের সংখ্যা	শাখার সংখ্যা	মোট সম্পদ	মোট সম্পদ এর শতকরা অংশ	মোট আমানত	মোট আমানতের শতকরা অংশ
এসসিবি	০৬	৩৭০০	৩২১৯.১	২৬.১	২৪৪৭.৪	২৯.০
বিশেষায়িত	০২	১৪০৭	৩০২.২	২.৫	২৪৭.৪	২.৯
বেসরকারি	৩৯	৪২৭১	৮২৫৪.৬	৬৭.০	৫৩৮২.৩	৬৩.৮
বিদেশি	০৯	৭৫	৫৫০.৬	৪.৫	৩৫৮.৯	৪.৩
মোট	**৫৬**	**৯৪৫৩**	**১২৩২৬.৪**	**১০০.০**	**৮৪৩৬.০**	**১০০.০**

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণী ২ ব্যাংকের শ্রেণিভেদে মূলধন ও ঝুঁকি ভারীত সম্পদের অনুপাত

(শতকরা)

ব্যাংকের ধরন	২০০৮	২০০৯	২০১০	২০১১	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬ জুন
এসসিবি	৬.৯	৯.০	৮.৯	১১.৭	৮.১	১০.৮	৮.৩	৬.৪	৫.৮
বিশেষায়িত	-৫.৩	০.৪	-৭.৩	-৪.৫	-৭.৮	-৯.৭	-১৭.৩	-৩২.০	-৩৪.৭
বেসরকারি	১১.৪	১২.১	১০.১	১১.৫	১১.৪	১২.৬	১২.৫	১২.৪	১১.৯
বিদেশি	২৪.০	২৮.১	১৫.৬	২১.০	২০.৬	২০.২	২২.৬	২৫.৬	২৩.৮
মোট	**১০.১**	**১১.৬**	**৯.৩**	**১১.৪**	**১০.৫**	**১১.৫**	**১১.৩**	**১০.৮**	**১০.৩**

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণী ৩ ব্যাংকের শ্রেণিভেদে শ্রেণিকৃত ঋণ ও মোট ঋণের অনুপাত

(শতকরা)

ব্যাংকের ধরন	২০০৮	২০০৯	২০১০	২০১১	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬ জুন
এসসিবি	২৫.৪	২১.৪	১৫.৭	১১.৩	২৩.৯	১৯.৮	২২.২	২১.৫	২৫.৭
বিশেষায়িত	২৫.৫	২৫.৯	২৪.২	২৪.৬	২৬.৮	২৬.৮	৩২.৮	২৩.২	২৬.১
বেসরকারি	৪.৪	৩.৯	৩.২	২.৯	৪.৬	৪.৫	৪.৯	৪.৯	৫.৪
বিদেশি	১.৯	২.৩	৩.০	৩.০	৩.৫	৫.৫	৭.৩	৭.৮	৮.৩
মোট	**১০.৮**	**৯.২**	**৭.৩**	**৬.১**	**১০.০**	**৮.৯**	**১০.০**	**৮.৮**	**১০.১**

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণী ৪ ব্যাংকের শ্রেণিভেদে নিট শ্রেণিকৃত ঋণ ও মোট ঋণের অনুপাত

(শতকরা)

ব্যাংকের ধরন	২০০৮	২০০৯	২০১০	২০১১	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬ জুন
এসসিবি	৫.৯	১.৯	১.৯	-০.৩	১২.৮	১.৭	৬.১	৯.২	১১.৮
বিশেষায়িত	১৭.০	১৮.৩	১৬.০	১৭.০	২০.৪	১৯.৭	২৫.৫	৬.৯	১০.৮
বেসরকারি	০.৯	০.৫	০.০	০.২	০.৯	০.৬	০.৭৮	০.৬	০.৬
বিদেশি	-২.০	-২.৩	-১.৭	-১.৮	-০.৯	-০.৪	-০.৯	-০.২	০.৯
মোট	**২.৮**	**১.৭**	**১.৩**	**০.৭০**	**৪.৪**	**২.০**	**২.৭**	**২.৩**	**২.৮**

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণী ৫ ব্যাংকের শ্রেণিভেদে শ্রেণিবিন্যাসিত ঋণের পরিমাণ

(বিলিয়ন টাকা)

ব্যাংকের ধরন	২০০৮	২০০৯	২০১০	২০১১	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬ জুন
এসসিবি	১২৭.৬	১১৭.৫	১০৭.৬	৯১.৭	২১৫.২	১৬৬.১	২২৭.৬	২৭২.৮	৩০০.৮
বিশেষায়িত	৩৭.৩	৪২.১	৪৯.৭	৫৬.৫	৭৩.৩	৮৩.৬	৭২.৬	৪৯.৭	৫৮.২
বেসরকারি	৫৭.০	৬১.৭	৬৪.৩	৭২.০	১৩০.৪	১৪৩.১	১৮৪.৩	২৫৩.৩	২৫৩.২
বিদেশি	২.৯	৩.৫	৫.৫	৬.৩	৮.৫	১৩.০	১৭.১	১৮.২	২১.৬
মোট	**২২৪.৮**	**২২৪.৮**	**২২৭.১**	**২২৬.৪**	**৪২৭.৩**	**৪০৫.৮**	**৫০১.৬**	**৫৯৪.১**	**৬৩৩.৭**

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণী ৬ প্রয়োজনীয় ও সংরক্ষিত প্রভিশন - সকল ব্যাংক

(বিলিয়ন টাকা)

সকল ব্যাংক	২০০৮	২০০৯	২০১০	২০১১	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬ জুন
শ্রেণিবিন্যাসিত ঋণের পরিমাণ	২২৪.৮	২২৪.৮	২২৭.১	২২৬.৪	৪২৭.৩	৪০৫.৮	৫০১.৬	৫৯৪.১	৬৩৩.৭
প্রয়োজনীয় প্রভিশন	১৩৬.১	১৩৪.৮	১৪৯.২	১৪৮.২	২৪২.৪	২৫২.৪	২৮৯.৬	৩০৮.৯	৩৬১.৮
সংরক্ষিত প্রভিশন	১২৬.২	১৩৭.৯	১৪২.৩	১৫২.৭	১৮৯.৮	২৪৯.৮	২৮১.৬	২৬৬.১	৩১৭.৩
উদ্বৃত্ত (+)/ ঘাটতি (-)	-৯.৯	৩.১	-৬.৯	৪.৬	-৫২.৬	-২.৬	-৭.৯	-৪২.৮	-৪৪.৫
প্রভিশন সংরক্ষণের হার (%)	**৯২.৭**	**১০২.৩**	**৯৫.৪**	**১০৩.০**	**৭৮.৩**	**৯৯.০**	**৯৭.২**	**৮৬.১**	**৮৭.৭**

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণী ৭ প্রভিশন পর্যাপ্ততার তুলনামূলক চিত্র

(বিলিয়ন টাকা)

বছর	আইটেম	এসসিবি	বিশেষায়িত	বেসরকারি	বিদেশি
২০১৩	প্রয়োজনীয় প্রভিশন	১০৭.৮	৩৮.৩	৯৪.৮	১১.৬
	সংরক্ষিত প্রভিশন	১২২.৩	১৭.৪	৯৭.৮	১২.৩
	প্রভিশন সংরক্ষণের হার (%)	১১৩.৫	৪৫.৫	১০৩.২	১০৬.০
২০১৪	প্রয়োজনীয় প্রভিশন	১২৮.৬	৩৭.১	১০৮.৭	১৫.৩
	সংরক্ষিত প্রভিশন	১৩৫.৩	১৪.৭	১১৫.৩	১৬.২
	প্রভিশন সংরক্ষণের হার (%)	১০৫.২	৩৯.৬	১০৬.১	১০৫.৯
২০১৫	প্রয়োজনীয় প্রভিশন	১৪০.৪	২৬.৪	১২৬.০	১৬.১
	সংরক্ষিত প্রভিশন	৯৪.৭	২৮.৪	১২৬.৬	১৬.৫
	প্রভিশন সংরক্ষণের হার (%)	৬৭.৫	১০৭.৬	১০০.৫	১০২.৫
২০১৬ জুন	প্রয়োজনীয় প্রভিশন	১৬৯.৭	৩০.৪	১৪৬.২	১৫.৫
	সংরক্ষিত প্রভিশন	১১৪.৬	২৮.৫	১৫৮.০	১৬.৩
	প্রভিশন সংরক্ষণের হার (%)	৬৭.৫	৯৩.৮	১০৮.১	১০৫.২

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণী ৮ ব্যাংকের শ্রেণিভেদে অবলোপনকৃত ঋণের পরিমাণ

(বিলিয়ন টাকা)

ব্যাংকের ধরন	৩০ জুন ০৮	৩০ জুন ০৯	৩০ জুন ১০	৩০ জুন ১১	৩০ জুন ১২	৩০ জুন ১৩	৩০ জুন ১৪	৩০ জুন ১৫	৩০ জুন ১৬
এসসিবি	৪৮.৪	৬৪.৫	৭০.৫	৮২.৪	৭২.৯	১০৭.২	১৫৪.৮	২১০.৩	২২০.৪
বিশেষায়িত	৩১.০	৩১.৮	৩১.৮	৩২.০	২৪.৫	৩২.৬	৩৪.২	৫.৬	৫.৬
বেসরকারি	৪৯.৪	৫৪.৭	৬৯.৬	৭৭.১	৬৪.৯	১০৯.৭	১২৭.৭	১৫৫.৫	১৮৯.৪
বিদেশি	১.৭	২.০	২.১	২.৪	২.৬	৩.৭	৪.৪	৫.১	৭.২
মোট	**১৩০.৫**	**১৫৩.০**	**১৭৪.০**	**১৯৩.৯**	**১৬৪.৯**	**২৫৩.৩**	**৩২১.১**	**৩৭৬.৫**	**৪২৩.২**

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণী ৯ ব্যাংকের শ্রেণিভেদে ব্যয়-আয় অনুপাত

(শতকরা)

ব্যাংকের ধরন	২০০৮	২০০৯	২০১০	২০১১	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬ জুন
এসসিবি	৮৯.৬	৭৫.৬	৮০.৭	৬২.৭	৭৩.২	৮৪.১	৮৪.১	৮৪.৫	৯৯.২
বিশেষায়িত	১০৩.৭	১১২.১	৮৭.৮	৮৮.৬	৯১.২	৯৪.৮	৯৯.৫	১১৩.৯	১৩২.২
বেসরকারি	৮৮.৪	৭২.৬	৬৭.৬	৭১.৭	৭৬.০	৭৭.৯	৭৫.৮	৭৫.৫	৭৩.৫
বিদেশি	৭৫.৮	৫৯.০	৬৪.৭	৪৭.৩	৪৯.৬	৫০.৪	৪৬.৮	৪৭.০	৪৫.০
মোট	**৮৭.৯**	**৭২.৬**	**৭০.৮**	**৬৮.৬**	**৭৪.০**	**৭৭.৮**	**৭৬.১**	**৭৬.৩**	**৭৯.৮**

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণী ১০ ব্যাংকের শ্রেণিভেদে মুনাফা অর্জনের হার

(শতকরা)

ব্যাংকের ধরন	সম্পদের উপর উপার্জন হার (ROA)									ইক্যুইটির উপর উপার্জন হার (ROE)								
	২০০৮	২০০৯	২০১০	২০১১	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬ জুন	২০০৮	২০০৯	২০১০	২০১১	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬ জুন
এসসিবি	০.৭	১.০	১.১	১.৩	-০.৬	০.৬	-০.৬	-০.০৪	-০.২	২২.৫	২৬.২	১৮.৪	১৯.৭	-১১.৯	১০.৯	-১৩.৬	-১.৫	-৯.৫
বিশেষায়িত	-০.৬	০.৪	০.২	০.১	০.১	-০.৪	-০.৭	-১.২	-২.০	-৬.৯	-১৭১.৭	-৩.২	-০.৯	-১.১	৫.৮	-৫.৯৭	-৫.৮	-৯.৫
বেসরকারি	১.৪	১.৬	২.১	১.৬	০.৯	১.০	১.০	১.০	০.৭	১৬.৪	২১.০	২০.৯	১৫.৭	১০.২	৯.৮	১০.৩	১০.৮	৯.৪
বিদেশি	২.৯	৩.২	২.৯	৩.২	৩.৩	৩.০	৩.৪	২.৯	২.৭	১৭.৮	২২.৪	১৭.০	১৬.৬	১৭.৩	১৬.৯	১৭.৭	১৪.৬	১৩.২
মোট	**১.২**	**১.৪**	**১.৮**	**১.৫**	**০.৬**	**০.৯**	**০.৬**	**০.৮**	**০.৪**	**১৫.৬**	**২১.৭**	**২১.০**	**১৭.০**	**৮.২**	**১১.০**	**৮.১**	**১০.৫**	**৭.১**

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণী ১১ ব্যাংকের শ্রেণিভেদে নিট সুদ আয়

(বিলিয়ন টাকা)

ব্যাংকের ধরন	২০০৮	২০০৯	২০১০	২০১১	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬ জুন
এসসিবি	৭.৯	১২.১	১৯.৮	৩৪.৩	১৪.৯	-৫.৪	৩৯.৭	৪০.৪	১৫.৬
বিশেষায়িত	১.৯	১.৯	৬.২	৪.৯	৪.৭	৩.৮	২.১	১.৭	১.৯
বেসরকারি	৪৮.৫	৫৬.৭	৮২.৮	৯১.৪	১১৪.৭	১১৮.২	২০৫.৮	২২২.৬	১১৮.৯
বিদেশি	১২.৬	১০.৭	১৩.০	১৬.১	১৯.৬	১৫.৮	২৬.৬	২৮.২	১২.৪
মোট	**৭০.৯**	**৮১.৫**	**১২১.৯**	**১৪৬.৭**	**১৫৩.৮**	**১৩২.৩**	**২৭৪.২**	**২৯২.৯**	**১৪৮.৭**

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণী ১২ ব্যাংকের শ্রেণিভেদে তারল্যের হার

(শতকরা)

ব্যাংকের ধরন	২০০৮	২০০৯	২০১০	২০১১	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬ জুন
এসসিবি	৩২.৯	২৫.১	২৭.২	৩১.৩	২৯.২	৪৪.৩	৪২	৪১.৪	৪০.১
বিশেষায়িত	১৩.৭	৯.৬	২১.৩	৬.৯	১২.০	১৫.৩	৬.৬	০.০	০.০
বেসরকারি	২০.৭	১৮.২	২১.৫	২৩.৫	২৬.৩	২৮	২৮.২	১৯.৭	১৮.৫
বিদেশি	৩১.৩	৩১.৮	৩২.১	৩৪.১	৩৭.৫	৪৬.২	৫৬.৯	৫১.৮	৪৬.০
মোট	২৪.৮	২০.৬	২৩	২৫.৪	২৭.১	৩২.৫	৩২.৭	২৬.৫	২৫.৩

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণী ১৩ ব্যাংক ব্যবস্থায় শাখা, আমানত এবং অগ্রিম - গ্রাম ও শহর

(বিলিয়ন টাকা)

বছর	শাখার সংখ্যা*			আমানত**			অগ্রিম**		
	গ্রাম	শহর	মোট	গ্রাম	শহর	মোট	গ্রাম	শহর	মোট
২০০০	৩৬৫৯	২৪৬০	৬১১৯	১৬০.৬	৫৪৯.২	৭০৯.৮	১০০.১	৪৯৩.৫	৫৯৩.৬
২০০১	৩৬৮০	২৫০২	৬১৮২	১৬০.২	৬৫৬.৩	৮১৬.৫	৯৭.২	৫৯০.৬	৬৮৭.৮
২০০২	৩৬৯৩	২৫৩৮	৬২৩১	১৭৭.৬	৭৫৩.২	৯৩০.৮	১০০.০	৬৬৭.৭	৭৬৭.৭
২০০৩	৩৬৯৪	২৫২৬	৬২২০	১৯০.৮	৮৮৩.৩	১০৭৪.১	১০২.৫	৭৪৪.৮	৮৪৭.৩
২০০৪	৩৭২৪	২৫৭৯	৬৩০৩	১৯২.০	১০২৩.৮	১২১৫.৮	১০৩.৪	৮৪৭.৯	৯৫১.৩
২০০৫	৩৭৬৪	২৬৩৮	৬৪০২	২১৮.৩	১১৯৭.৬	১৪১৫.৯	১১৭.৬	৯৯৯.৭	১১১৭.৩
২০০৬	৩৮৩৪	২৭২৮	৬৫৬২	২৪১.৫	১৪৪৫.৮	১৬৮৭.৩	১২৮.৪	১১৬৩.৩	১২৯১.৭
২০০৭	৩৮৯৪	২৮২৩	৬৭১৭	২৬৩.০	১৬৮৯.১	১৯৫২.১	১৩০.১	১৩৩৫.৬	১৪৬৫.৭
২০০৮	৩৯৮১	২৯০৫	৬৮৮৬	৩০৬.২	২০০৯.৮	২৩১৬.০	১৪৮.৫	১৬৬৭.০	১৮১৫.৫
২০০৯	৪১৩৬	৩০৫১	৭১৮৭	৩৬৯.৯	২৪২৪.০	২৭৯৩.৯	১৬৯.৬	১৯২০.৯	২০৯০.৫
২০১০	৪৩৯৩	৩২৬৫	৭৬৫৮	৪৩৬.৯	২৯৪২.৩	৩৩৭৯.২	২০৬.৯	২৩৬৭.৫	২৫৭৪.৪
২০১১	৪৫৫১	৩৪১০	৭৯৬১	৫৩৬.০	৩৫৭৯.৯	৪১১৫.৯	২৫৪.৫	২৯৫৮.৩	৩২১২.৮
২০১২	৪৭৬০	৩৫৬২	৮৩২২	৮৫৩.১	৪০১১.০	৪৮৬৪.১	৪০৫.৬	৩৪৫৩.৭	৩৮৫৯.৩
২০১৩	৪৯৬২	৩৭২৩	৮৬৮৫	১১১৭.১	৪৯৮৮.২	৬১০৫.৩	৪৫০.৬	৩৯৮৭.৮	৪৪৩৮.৪
২০১৪	৫১৫০	৩৮৯০	৯০৪০	১৩২৬.০	৫৬০৫.২	৬৯৩১.১	৫০৫.১	৪৫৭১.২	৫০৭৬.৩
২০১৫	৫১৮৭	৩৯৪৪	৯১৩১	১৫৭৫.০৯	৬৩৬৪.৭২	৭৯৩৯.৮১	৫৭১.২৬	৫২২৭.৩২	৫৭৯৮.৫৯
২০১৬ **	৫৩৬০	৪০৯৩	৯৪৫৩	১৬৮৫.৬৮	৬৭৮৮.৮৫	৮৪৭৪.৫৩	৬২২.২৪	৫৫৯৩.৩২	৬২১৫.৫৬

*ডিসেম্বর শেষে। **জুন শেষে।
উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক।

বাংলাদেশ ব্যাংক

বার্ষিক রিপোর্ট

২০১৫-২০১৬

www.bb.org.bd

জী.এম. আবুল কালাম আজাদ, মহাব্যবস্থাপক, ডিপার্টমেন্ট অব কমিউনিকেশন্স এন্ড পাবলিকেশন্স
বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত।
ই-মেইল : abul.kalam@bb.org.bd, এসোসিয়েটস্ প্রিন্টিং প্রেস, ১৬৪ ডি.আই.টি এক্স. রোড,
ফকিরাপুল, ঢাকা-১০০০ থেকে মুদ্রিত।

মূল্য ঃ ৬০০ টাকা

ডিসিপি ঃ ০৮-২০১৭-৫৫০